THE
RELIGIOUS SECTS
OF THE
HINDUS

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।
শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত।

দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা।

সূত্রন সংক্ষিপ্ত-যন্ত্র মুদ্রিত।

১৮৮১।
বিজ্ঞাপন

রায়না-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাঙ্গেলাচ্ছন্দ দত্ত নিজে আহে প্রাকাশ পূর্বক নরেশ পাটো ও কুড়ো দাস নামক দুইটি সম্প্রদায়ের বৃত্তাঙ্গ আমার নিকট প্রেরণ করিয়া ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে সমর্থন করিতে অনুরোধ করেন। আমি ভাবেন্দ্র বিষাদ সকল সংসার করিতেছিলাম, চুড়া উঁচু পাহাড়া যুক্ত ছিলাম। তিনি একটি তহরস্টান করেন কর্যেক বৈলিনি রাঙ্গেলালা গ্রাম রচনা করেন; আমাকে তাকে উপহারও দেন। সহস্র হাঁইলার কথায় স্বীকার করিয়া কেন উপহার হইবে নরেশচন্দ্র নরেশচন্দ্র একটি দেবতা-তেজ লোক ছিলেন, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত জন্মে মৃগ রাখিয়াছিলেন, অনেকগুলি শায়ানাসিদ্ধ গীতে রচনা করেন, রাঙ্গেলাচ্ছন্দের লিখিত এই কথাগুলি পূর্বে আমি অনুপভো ছিলাম। তাহার পত্রে উল্লিখিত শোভাবাজারের চারা বাটির মূল শ্রীনাথ সিংহ, বর্ধমানের রাজবাড়ির কর্মচারী বিধানদাস চট্টোপাধ্যায় প্রতুতি করেন নাম প্রাপ্ত লোকের নাম বাংলায় বাংলায় বাংলায় বাংলায়। অতএব এ স্থলে কেন মিথ্যা-প্রবক্ষন অশ্বাস্ক মন হয় নাই। সম্ভবত কিছু দিন হইল, কোন কারণে সঙ্ক্ষেপে উপস্থিত হওয়াতে সমর্থন অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহার লিখিত রূপান্তরগুলির অধিকাংশ অমূল্য। তিনি যে যে স্থলে নরেশপঞ্চিদিগের সমাজে আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে সত্যং-কর্ত্তাব্যাধিবাদের বৈঠক-স্থান। কুড়োদাসের কোন নিদর্শনই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। অতএব তাহার প্রেরিত ঐ দুইটি সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত এমন-সিদ্ধ রোধ হইতেছে না; অতএব, অপ্রসারিত বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

শ্রীঅজয়কুমার দত্ত

* ইনি সর্বভাবে বলিয়াও বিধ্যাজ।
<table>
<thead>
<tr>
<th>উপকৃতিকা</th>
<th>পূর্ণ।</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>শাস্ত্রের ধর্ম</td>
<td>১</td>
</tr>
<tr>
<td>পারস্যের ধর্ম</td>
<td>১০</td>
</tr>
<tr>
<td>বৈশেষিক ধর্ম</td>
<td>১৫</td>
</tr>
<tr>
<td>ব্যায়ের ধর্ম</td>
<td>২৩</td>
</tr>
<tr>
<td>মীমাংসার ধর্ম</td>
<td>২৮</td>
</tr>
<tr>
<td>উদাত্ত ধর্ম</td>
<td>৪২</td>
</tr>
<tr>
<td>চারুকের ধর্ম</td>
<td>৫৩</td>
</tr>
<tr>
<td>অভ্যাসমূহ, কালবাদ ও নিঃলিপিবাদ প্রভৃতি</td>
<td>৫৫</td>
</tr>
<tr>
<td>রামায়ণ ধর্ম, পূর্ণপ্রজাতি (অথবা মহামার্জন) ধর্ম, মহাভারত ধর্ম, শৈব ধর্ম, রামস্থর ধর্ম, নৃপতির পাণ্ডুলিপি ধর্ম</td>
<td>৫৬</td>
</tr>
<tr>
<td>ভারতবর্ষ ও ত্রিশাস্ত দেশের সৌধাঙ্গন</td>
<td>৫৭</td>
</tr>
<tr>
<td>মানব-ধর্ম শাখা</td>
<td>৫২</td>
</tr>
<tr>
<td>রামায়ণ ও মহাভারত</td>
<td>৭৮</td>
</tr>
<tr>
<td>পুরাণ</td>
<td>১৫৭</td>
</tr>
<tr>
<td>উপপুরাণ</td>
<td>১৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>ব্রাহ্মপুরাণ</td>
<td>১৭৮</td>
</tr>
<tr>
<td>পারস্যপুরাণ</td>
<td>১৭২</td>
</tr>
<tr>
<td>ব্রহ্মবৈষ্ণব পুরাণ</td>
<td>১৮০</td>
</tr>
<tr>
<td>কৃষ্ণ পুরাণ</td>
<td>১৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>বিষ্ণু পুরাণ</td>
<td>১৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>বাসু, মৎস্য ও ভাগবত পুরাণ</td>
<td>১৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>মৎস্যবাদার</td>
<td>২৩৫</td>
</tr>
<tr>
<td>কৃষ্ণবাদার</td>
<td>২০১</td>
</tr>
<tr>
<td>ব্রহ্মবাদার</td>
<td>২০২</td>
</tr>
<tr>
<td>বামনবাদার</td>
<td>২১৩</td>
</tr>
<tr>
<td>রাম-পরগুরায়মান অবতার</td>
<td>২১৭</td>
</tr>
<tr>
<td>কৃষ্ণবাদার</td>
<td>২১২</td>
</tr>
<tr>
<td>রূপবাদার</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>শৈব</td>
<td>পৃষ্ঠা</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>শৈব-সম্প্রদায়</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>শিবীরধান</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>ক্ষীরাব্দী</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>লোড়ী</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>গরবারী দণ্ডী</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>কুটীচক, বৃহদক, হংস ও পূর্মহংস</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>মহাত্ম (অবধূত)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>মঙ্গলেরত্ব</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>কর্মনবাধ বা যজ্ঞাধর</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>সরাসারের ব্যয়-ুপ্রস্তাব</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>সরাসারের মঠ-অপারেন্সি পরিচালক বিষয়</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>সরাসারের জোরাঙ্গ</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>সরাসারের আহার ব্যবহার</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>সরাসারের অষ্টাঙ্গ</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>নাগা</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>আলৈক্ষায়া</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>মঙ্গলী</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>অবাধী</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>উদ্ভবাণি, আকাশমুখী, নরী, চার্দেশ্রী, উড়িমুখী, পঞ্চমূলী, মোন- শালী, জলশয্যায় ও জলধারা-তপস্বী</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>কবরশিক্ষা</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>কবরশিক্ষা, হুদাবাদি ও অরুণা</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>অওরা, কুলোর, কুলোর, ভূগুলী, কুসুমী, ও উড়িকা</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>অবতারারী</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>হস্তার সম্ভাবনা</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>ঠিকগুলানক</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>পাঁচালী</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>ভাগসমাজী</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>অস্তুলী-সমাজী, মানস-সমাজী ও অস্তুবীরী</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>বয়স্কী</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রশান্ত ।</td>
<td>১৪১</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>অগেভর-যোগী</td>
<td>১৪৩</td>
</tr>
<tr>
<td>মশুম, শারদিক, ভূষ্মিক, তুল্য হরি ও কালিশ-যোগী</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>অগেভর-যোগী</td>
<td>১৪৩</td>
</tr>
<tr>
<td>যোগী ও সংযোগী</td>
<td>১৪৬</td>
</tr>
<tr>
<td>লিঙ্গ পাণ্ডিত্য ও লিঙ্গায়ন</td>
<td>১৪৬</td>
</tr>
<tr>
<td>কোপা</td>
<td>১৬৮</td>
</tr>
<tr>
<td>মশনামী ভাট্ট</td>
<td>১৬৯</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্র-ভাট</td>
<td>১৭০</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>শাক্ত ।</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>শক্তি-উপাসনা</td>
<td>১৭২</td>
</tr>
<tr>
<td>পশ্চাত্যায় ও বর্তমান</td>
<td>১৭৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বেদান্ত-বৈষ্ণব ও শিবাচার</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>অশ্রুতি সাত প্রকার আচার</td>
<td>২০১</td>
</tr>
<tr>
<td>চলিয়াগণ্যী</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>কারণী</td>
<td>২০৩</td>
</tr>
<tr>
<td>ভৈবরী ও ভৈব্য</td>
<td>২০৫</td>
</tr>
<tr>
<td>শীতলা পাণ্ডিত</td>
<td>২০৭</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>সৌর ও গাণপত্য ।</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>সৌর</td>
<td>২০৩</td>
</tr>
<tr>
<td>গাণপত্য</td>
<td>২১৩</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>পরিশিষ্ট ।</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>প্রথম ভাগের তৃতীয় পরিশিষ্ট।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>আধ্যাত্মা-</td>
<td>২১৪</td>
</tr>
<tr>
<td>হুরারা</td>
<td>২১৫</td>
</tr>
<tr>
<td>কামদেবী</td>
<td>২১৫</td>
</tr>
<tr>
<td>মুকুসারী</td>
<td>২১৬</td>
</tr>
<tr>
<td>সংযোগী</td>
<td>২১৬</td>
</tr>
<tr>
<td>চারু সমুদায়কা ভাট্ট অর্থাৎ বৈষ্ণব ভাট</td>
<td>২১৬</td>
</tr>
<tr>
<td>মহাপ্রদীপ্তির ধর্ম সম্প্রদায় ...</td>
<td>২১৬</td>
</tr>
<tr>
<td>জগমোহিনী-সম্প্রদায়</td>
<td>২১২</td>
</tr>
<tr>
<td>শরাবোলা</td>
<td>২২০</td>
</tr>
<tr>
<td>রাজ্যবাসী</td>
<td>২২৩</td>
</tr>
<tr>
<td>উৎকল-দেশীয় বৈষ্ণব</td>
<td>২২৪</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ছোটী।

প্রত্যাব।
বিন্দুধারী ও অভিব্রুণ। .....
কবিরাজী ...
স্বামী ও অন্তর্গুলি ..
যেগো, গিরি ও গোরোধী বৈমুখ
ধারণ বৈমুখ থেনত্তি বৈমুখ, করণ বৈমুখ, নোল্প বৈমুখ
স্বীভাব্য নামাজীর বৈমুখ ...
বিরকত, অঘ্যাট্তি ও নিহত বৈমুখ ...
কালিকী ও চামর বৈমুখ ...
ছলিভানী, মানপ্রসাদী, বঙ্গল ও বঙ্গভূমি কথারী, বাণানী, পঞ্চমুক্তি বৈমুখ তপস্বী
আচারী ...
বৈমুখ দত্তী ...
বৈমুখ বৃষ্টিকারী ও বৈমুখ পরিজন ...
মাণিক ...
পাং দানী, আঘাপাটী, সংগুহী, মরিয়াদাসী, রূপবাসী, আমহোপাটী ও বীরজাতী ...
বঙ্গল ও ভিন্নল ...
ঝাঁক বৈমুখ ও ওঁ রাজেকনি ...

দুইতলি ভাগের পরিস্কার।

উপকর্মলিঙ্ক।

ধারণাগণের সংক্ষেপ-কথন ...
কবিরাজার ...
হিন্দু-রাশিচক্তি-শিক্ষা ...
কালিকাদের মহার-নিরপ-পর্যালোচন ...
পাথরিচি ও অধ্যায ...
বন ...
শূন্য জ্যামশৃঙ্খল ...
গাছা ...
শক্তিচর্যা ...

ধৈর্য সম্প্রদায়-বিবরণ।

সামাজিক ...
ধাম ও পূরী ...

পৃষ্ঠ।
প্রমাণ ।
দোষ ও পরমাণুর মহাবিদ্যা ................................. ২২২
সময়ীরের সাত প্রকার গুচ্ছ ................................. ২২৩
সময়ীরের সাতের ভিন্ন কূল ................................. ২২৪
চিক্স লাঙ্ক ................................. ২২৫
মন্ত ও আখাড়ার প্রভূত ................................. ২২৬
সময়ীরের ষষ্ঠীর নাম ................................. ২২৭
চুলা ও চাক ................................. ২২৮
শোধন ।—জয়পুরের মাংশপশ্চালী সেন্য ................................. ২২৯
ক্ষুর, কট, গোলড়, কুঠা ও গুঠা ................................. ২৩০
ঈশনক্ষয়কী ................................. ২৩১
রামপুরী, সিদ্ধাক্ষরণ প্রভৃতি বোমী ................................. ২৩২
বোমীর বৃত্তি ও প্রধান স্থান ................................. ২৩৩
শোধন ।—বড়গুল ................................. ২৩৪

পরিচিতিলিপিতে ।

নিরলভ সাধ্য .................................
সাদদাব .................................
কিশোরী ভননী .................................
কুল্লিয়াগেল .................................
চৌহলির ও বেদোচেক .................................
সুষার্কীরা .................................
জোয়ী ও শাক্তী .................................
নরেশপাত্রী .................................
পাপ্র .................................
কেউড়দাস .................................
কাকির সন্ধান .................................
কুল্লিয়ার .................................
খেজা .................................

টাপুগন্ধি ।

বেশ-শাপ্ত বহুলবৰ্দ্ধন উপাসনা-প্রণীতপাদক কি মার ................................. ৩১৩
অসুস্বাভাবিক দাতব্যীর চিকিত্সা .................................
স্তোত-দৈবির ভাষার সংক্রত উপব্যাসের অনুবাদ ................................. ৩১৪
আশোকের সান পিয়বৃসি ................................. ৩১৫
বিদেশী শব্দের উচ্চারণ-বিধি।
প্রথমভাগে প্রকাশিতচিত্রিক বিদেশীয় বর্ণ।

চিহ্নিত বর্ণ।
অ বা খ কা ল ম হ ম স য র ক ন ঘ ঙ ত থ প র জ আ এ ই ঒ উ ছ ত ধ ন ঝ ট প ব ম ড ঝ ন ফ ল স ঘ ঙ ত থ প র জ আ এ ই ঒ উ ছ ত ধ ন ঝ ট 

শাক্ত-মৃত্যু-বিষয়ের ১৮৬ এক শত চৈত্যী পৃষ্ঠার পরে ষট্টঁচক্রের চিত্রট। সম্প্রচারিত দ্বিতীয়ে।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

উপক্রমিক।

প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমিকাংশের ১৩৫ পৃষ্ঠার ৮ পার্শ্বপৃষ্ঠে।

উপনিষদে হিন্দু জাতির বুদ্ধি-বিকাশের সংস্কৃতি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া পিছিয়ে। বুদ্ধি-জ্যোতিঃ একবার অন্বেষিত হইতে আরম্ভ হইল, আর ব্রিটিশ থাকে না; নানা দিকে বিশ্বাস-জ্ঞান বিশ্বাস বহিতে থাকে। তদ- নুসারে, বেদের সংস্কৃতি, ত্রাস্তাগুলি ও উপনিষদ অবলম্বন করিয়া। তবে ক্রমে পহাড়লে-সংক্ষিপ্ত করে কম উৎপাদিত হয়, তাহার নাম শর্মা। তাহার মধ্যে চারাদিক দর্শনের অভিনব বলিয়া। পরিগণিত আছে; সাধা, পাত্র্যা, নায়, বৈশিষ্ট্যাকি, দ্বিমাসা ও বেদান্ত।

পরমার্থ-তত্ত্ব-আচার্যকার ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্র সমূদ্রের প্রাক্তন উদ্ধেশ্য। জগতের কারণ-নিষ্পত্তি ও মুক্তি বা পারস্পরিক সংস্কৃতি-সাধনের উপায়-নির্দেশ বিষয়ে সেই সমূদ্রে বিচারিত হইয়াছে। এ পাঠ্যটি পরমার্থ-বিষয়ক; অতএব এ হিসবে এই বুদ্ধিটি পারমার্থিক বিষয় ক্রমে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

সংস্কৃত।

মহার মণিল সংস্কৃত-মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তিনি ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্ত হইতে করেন না।

ঈশ্বরানিষ্ঠ।

সাত্বর্থন ১২ পার্শ্ব।

কেন না ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্ত হইতে না? !

* মণিল ঈশ্বর এই নামক্রকৃত প্রভুর উদেশ্য অন্তর্ভুক্তের। নামক্রকৃত তুমি বর্তমান করিয়াছেন। কেন কেহ করেন, শাদের মধ্যে ঈশ্বর নির্মুল ও অপুর্ব সৃষ্টি অর্থাৎ নামক্রকৃত সৃষ্টি-বিশিষ্ট; অতএব নির্মুল ঈশ্বর হইতে বিষয় সৃষ্টি লাগারের উৎপত্তি হইল?
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

যদি ঈশ্বরের অত্যন্ত সম্প্রসারণ না হইল, তবে কিছু জগতের প্রকটি হয় অবিচা সত্তরাং তীত্তিতে বিবেচনা করিতে হইল না। তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন,

নাস্ত্যনো বস্তুসিদ্ধিঃ।

সাংসারিক ১। ৭৮ শ্রুতি।

পূর্ব-পশ্চিম বন্ধ না হইলে, কোন বন্ধ উন্মত্ত হয় না।

নাস্ত্যনো বস্তুসিদ্ধিঃ।

সাংসারিক ১। ১১৪ শ্রুতি।

স্বৈরের শৃঙ্খলা যেখানে সমাদৃত, অন্য অর্থাৎ অন্য হইতে কিছু উন্মত্ত হওয়া না সত্য প্রয়োজন।

মহাদাননিবিকার।

সাংসারিক ১। ১২৫ শ্রুতি।

ধ্যান-চারিত্রী আসন্ন: নিগুণ-নাীয়ত্বে অর্থ সম্প্রসারন: প্রজ্ঞা আবহন।

৬১ সংখ্যা-কার্কিয়া তাষাম।

সাংসারিকের বলিয়া পিয়াচেন, নিগুণ ঈশ্বর হইতে নিরুপন স্থষ্ট উন্মত্ত হইল।

কোন কোন বাণী হলেন, জগতে কেহ না শ্রী ও কেহ না শঙ্ক হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া, তাহা হইলে সীরের শৃঙ্খলায় স্থষ্ট ঈশ্বর লোপ হইতে না। অতএব ঈশ্বর নাই। কিন্তু পঞ্চ-সম্প্রেক্ষণ, ব্যাপ্তির অন্তর্লক্ষণ বিষয়ে মহারাজ, এখানে ইহা বলতে যেও পুনরুক্তিতের বিষয়ে মহারাজ শ্রী রামেশ্বর হইতে অন্তর্লক্ষণের অভিস্তর অভিকার করেন, এবং সেই সমস্ত অন্তর্লক্ষণ অনির্বিভক্তিকে বিষয়ের প্রধান নিহিতীকৃত আদি মহাবিশ্ব অভিস্তর অন্তর্লক্ষণ অভিকার করিয়া, সাংখ্য-পবিত্রিতার উপরিতলিতা অপার্জন তাহাদের অভিস্তর অভিকার করার জন্য পাই না। 

তীত্তিতের মধ্যে কেহ বলিয়া পাইতেন, ঐ অপার্জন ঈশ্বরের অভিস্তর-বিষয়ক একজন তথাপি হইলে হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর অন্তর্নিহিত অভিস্তর-বিষয়কে কোন রূপেই নিয়োজিত হইতে পারে না।
উপক্রমিক।

ধাম। মৃত তৃপতি বলবতী নন্দিক্ষ। পত কমলে কা঳োঁরাপুঞ্জালকারঃ

মতি নিবন্ধিত।

কেন না, প্রতীক বক্তরই উপাদান-কারণ থাকে এইপরি নিয়ম আছে; যেমন মৃতিকা ঘটের ও শুষ্ক পতের উপাদান।

নাম্ন: কার্যকরেণ।

* শাস্ত্রপ্রচন। ১। ১২১ পৃষ্ঠ।

কারণে লয় পাওয়াকে নাশ হয়।

এই করেকটি কৃত্রিম তাঁত্যপর্যা এই যে, প্রথমে কিছু না থাকলে, অক্ষুক অস্মক কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। সকল বস্তুই পূর্ব-স্তিত কোন না কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়; যেমন মৃতিকা হইতে চূর্ণ, চূর্ণ হইতে দদিব, রস হইতে মুখ। ইত্যাদি।

নে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে যে, সময়ের পক্ষে এই ভাবে অতিব অপরাধ। ইহা কপিল ঋষির পুকুর চিঠ্ঠার ফল। উল্লিখিত মৃত্যু-ক্রিয়ার তাবার পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, সহস্ত যেন রুক্তিযোগে জগতের স্বতন্ত্র-বস্তুর তল-মস্ত করিতে উত্তর হইয়াছে। কিন্তু তাহার উপায় নাই।

কপিল এই করেক দুল স্বরামুসারে একপরিক্রম নামে দুইটি নিত্য পদার্থ কীর্ত করেন। একটি অচেতন-স্বরূপ অর্থাৎ জড়। ইহারই পরিপালন অর্থাৎ বিকার দ্বারা সমুদায় বিশ্ব-নিঃপার উৎপন্ন হইতেছে।

এই প্রকৃতি আদি কারণ; ইহার আর কারণ নাই। কপিল ইহাকে অস্ত-মূল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

দুলে ক্রামাবাদমূল ঘুলমূ।

শাস্ত্রপ্রচন। ১। ৬৭ পৃষ্ঠ।

মৃত্যুর অর্থাৎ প্রতির মূল নাই, অতএব প্রকৃতি মূল-শূন্য। ফলতঃ সেই আদি কারণ হইতে ক্রমশঃ কার্য-পূর্বার্থের উৎপন্ন হয় বলিরাই, কপিল ঋষি তাহারই নাম প্রকৃতি * রাখিয়াছেন। উহা আদি কারণের নামনাত্র।

* যেবান অবস্থারের হইয়া অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহার নাম উপাদান।

† প্রকারলীপি মর্যাদা।

গরীবনর্মিন্ত। নাট্য।
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

পারম্ভিক ওষুধ দিতি সংখ্যামানস।

সাধ্যপ্রচন্ড। ১। ৪৭ সৃষ্টি।

কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরায় অন্য কারণ এই পদ্ধতি কারণ-প্রপঞ্চ। যখন কারণ বলেও এক স্থানে সাধ্য কারণের পরিবর্তন হবে। একটি সেই অর্থ-কারণের সংজ্ঞায়িত হই আর কিছুই নয়।

যেমন হৃদয় হইতে দথে, দথে হইতে নন্দিত ও নন্দিত হইতে ঘূত। উৎপত্তি হয়, সেই উপরে, সকল কল্প সংক্রান্ত বা প্রত্যিহে এই প্রতিরোধ পরীক্ষা দ্বারা উৎপত্তি হয় থাকে। জগতের যারাতীর পদার্থ মূল প্রকৃতিরই কার্য-প্রপঞ্চ মাত্র।

জগতের বস্ত্র সম্পদের উদ্ভব, মধ্য, অধম তিন প্রকার স্বভাব দেখিয়। মহর্ষি কৃপণ বহারু মূল্য-স্ত্রুপ উদ্ভব, মধ্য, অধম তিনটি গুণ বীকর করেন; সত্ত্ব, জীবন্ত ও তথ্য। পূর্ববোধে মূল প্রকৃতি এই তিনের সামাজিক বলিয়া উত্তর হইয়াছে।

সত্ত্বা সামাজিক সামাজিক একত্র।

সাধ্যপ্রচন্ড। ১। ৬১ সৃষ্টি।

প্রকৃতি সত্য, জীবন্ত ও তথ্যের সামাজিক স্বরূপ।

প্রকৃতি জীর্ণ পদার্থ, অধম কর্পে গুণের স্ত্রুপ বলিয়া বৈচিত্র হইয়াছে এ সংস্থ উপস্থিত হইতে পারে। সংস্থ কেন? বুদ্ধিমান।

প্রবর্তিকানূহ দুর্লভ্যােল্য মৃত্যুবাহুবলিঃ

বিজ্ঞানবিদ্যা-এত তাত্ত্বি

২। আধুনিক বিবেচনা ও পদার্থ-প্রধান ইন্দুরোগিজ পদার্থ-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি-বিধানবিদ্যা কিছুতে কিছুতে হয় না? তাহারা বলেন, যেমন শুক্র কুটির রাগাত্মক উৎপত্তি। প্রকৃতি উৎপত্তি হয়, সেই উৎপত্তি এক কর্তা ও এক দ্বন্দ্ব পার্থক্য থাকে অন্য দ্বন্দ্ব অন্য দ্বন্দ্ব ঘটে অন্য দ্বন্দ্ব। কৃপণ কৃপণ উৎপত্তির এ দ্বন্দ্ব একটি স্বতন্ত্র অস্ত্র চ্যুত করিয়া গিয়াছে একথা বলিয়া কে বলা যায় না?

*The Theory of Evolution.*
গ্রন্থাবলীর অনুসারে এই বলিতে পারেন, এ কথাটি তো রুঝিলার কথা নয়। কিন্তু সহস্রা শুনিলে, এই বিষয়টি যতদূর অবোধ-গম্য বোধ হয়, বাদ্যরূপান্তর ততদূর নয়। সচরাচর গুণ শব্দের ব্যবহার অব্যাহতিতে আছে, সাধ্য-শাশ্রুভে ঐ তির্থোর্মণ্যের ব্যবহার অব্যাহত। ঐ তিনটি উক্তি, মধ্যম, অধ্যাত্মিক তিন অক্ষরশ্রুভে। লোকে যেমন গুণ অর্থাৎ বন্ধন হয়ে গো-মহিষার পশ্চাৎ হওয়া করে, মেঘরূপ, প্রকৃত অর্থাৎ জীবের ঐ সত্তার রজনী অভিপ্রেত তিন বন্ধন দ্বারা বন্ধ হইয়া আছে। ঐ নিম্নলিখিত ঐ তিনটি পদ্ধতির গুণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব সাধ্যশাশ্রুভে ঐ তিনটি গুণ অর্থায় ও সূত্রপাত নয়; গুণবিশিষ্ট বন্ধ।

নাকাটারী স্কার্স্তি না শিথিলিতা গুণায়: হ্যামিলান্সগুপ্তাস্ত সূত্রব্যাখ্যা- যুহাবিদ্যর্যায়। তামথার স্কার্স্তি না শিথিলা: হ্যামিলান্সগুপ্তাস্ত- স্কার্স্তি স্কার্স্তিবিদ্যর্যায়াকামরূপবিদ্যর্যায়া ছন্নাময়ী জ্ঞাতী মুক্তবাচ।

সংগ্রহের তথ্য।

কৃত্তি, রন্ধন, শ্রেণী ঐ তিনটি পদার্থ হয়; বৈশেষিক-বর্ণাত্মকরী গুণ নয়, কেন না তাহা সহস্রা সংগ্রহ, বিজ্ঞান, মনোনিবেশ, চলরূপ, গৃহস্থ ও সহস্রা বিশিষ্ট। লোকে যেমন গুণ অর্থাৎ বন্ধন হয়ে গো-মহিষার পশ্চাৎ হওয়া করে, মেঘরূপ, প্রকৃত অর্থাৎ জীবের ঐ সত্তার রজনী অভিপ্রেত তিন বন্ধন দ্বারা বন্ধ হইয়া আছে, ঐ নিম্নলিখিত সাধ্য ও বিশিষ্টের শাশ্রুভে ঐ তিন জন্য গুণ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে।

জগতের চেতনাচেতন সমুদায় বন্ধতে ঐ তিন গুণের শক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন গুণ গুণের শক্তিতে অমিত উপস্থাপিত এবং মুখ্যের স্বদৃষ্টির উৎপত্তি হয়। রক্ষোদ্ধরণের অভাবে বায়ুর অচ্ছন্ন এবং মুখ্যের প্রাপ্ত জগতে দেখা যায়। তন্ত্রের পরিকল্পনা জন্য ও মৃত্যুর অপরিশুদ্ধি ও মুখ্যের মৃত্যুতে ও মন্ত্রায় উৎপত্তি হয়।

এই তিনটি গুণের কার্য ও পরম্পর সূত্রব্যাখ্যা লইয়া সাধ্য-বিশ্বে সকল শিশু সহকর্মী অহংগর্ভ তর্ক, বিশ্বাস, বিচার ও নিশ্চিত আছে। সাধ্যের সকল কৃত্রিম ও জাতীয় অবস্থান বিষয়ের বর্ণানুসারে পাঠকগণের অনুমোদন বহি মুখ্যের বিশ্বাস হইবে না। ফলতঃ একবার মনে হয়, চিন্তাধার ঐ সকল বিশ্বাস, মেঘার মুক্তির প্রয়োজন কি? পুরুষর ভাবে, ইতিহাস-রচিতভাবে সত্য মিথ্যা। সকলেই কীভাবে করিতে হয়। মুখ্য-জোয়ারিং বিশ্বাসগুলি সকল

* মহাকাশের অর্থ পশ্চাতে দেখিতে পাইবে।
ভারতবর্ষের উপাসক-সম্প্রদায়।

বহুবিদ্যা সংস্কৃতি করিয়া থাকে। মানুষের মনের ইতিহাস পর্যালোচন। করিলে কথ বা মন্ত্র ও কথার সুখ্ষীত হইতে হয়। এই পুস্তকের অধিকাংশই, তো ভাষায়-তুলনীর বর্ণণ বাক আর কিছুই নয়। মানুষে রুই এ অতি দুর্বলতা প্রতিকৃতির বিষয় শুভ্র অভিভাষন না করিলে, তবে তবেই আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। অনেকেই নুভূগোপাত-ঘটনা অনুসন্ধান পর্যতন পর্যতন লুঝিত হইতে থাকে।

পুস্তক চেতন-সর্পন, কিন্তু শুধুমাত্র দুঃখ-শুভ্রাঙ্ক-খুন্ন। ইনি অপরিমিত অর্থ বিকার-ব্যাপ্তির কথা। এই পুস্তকই তারীদের আত্মা-সর্পন; সংস্কৃত যুগ প্রাচীন, তবেই পুস্তক বলিতে হয়। করিল শুধু জ্ঞানের সচেতন তন্ত্র এই প্রকার পদার্থে দেখিয়া তাহার মূল-সর্পন এই দুটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখে নাহি।

এ পুস্তক ও এই পূর্ব পরম্পরার সাক্ষাৎ। লৌহ যেমন চুক্ত-সুদীপ্ত, হইলে চুক্তের দিকে গমন করে, সেই পক্ষে, প্রকৃতি এই পুস্তক-সাধনায় অনুমোদনের বিশ্ব-রূপ-নায় প্রভূত হইয়া থাকে। পশ্চিম ও অন্য প্রান্তে যেমন স্বভাব ইচ্ছাকম কোন স্থানে গমন করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু যদি এক স্থান বাক্য পশ্চিমে নিজ স্বভাব আদর্শ করাইয়া তাহার একদিন পথ অপরিকৃত হইলে উভয়েই নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইতে সমর্থ হয়। সেই পুস্তক, প্রকৃতি নিজে জড় হইলেও পুস্তক-সহযোগে সাঙ্গায়-প্রস্তুত সাক্ষাত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

সাঙ্গায়-প্রস্তুত এই পুস্তক প্রকৃতি প্রচারীর পদার্থ বীকার করিয়া তাহার নাম তব রাখিয়াছেন। সেই পঞ্চাশ তব এই। প্রাপ্ত, পুস্তক, মাহ কত, আহ্বান কি, মন, এবং প্রশ্নার্থীতি পত্র মহাবুদ্ধি, পত্র আনন্দিত, পত্র কর্মভূমি ও পত্র তথ্যে জন্ম করে।

মহাবুদ্ধি আনন্দিত কর্মভূমি তথ্যেণ
মুক্তিকা চন্দ্র হস্ত রূপ
জল কর্ণ পুষ্ক রূপ
বাক্য নামকা বাক্য গন্ধ
অগ্নি রসনা পাই স্পর্শ
আকাশ তব উপস্থ শব্দ
এই দর্শনে এই প্রচারক তবের সংখ্যা আছে, এই নিমিত্ত ইহা সাঙ্গায়-দর্শন বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

*মহাবুদ্ধি পুষ্ক-সর্পন। তব তথ্যে তথ্য পরিমার্থনের অন্তর্ভুক্ত নিমিত্ত হইয়া।
* আহ্বান করিতেছি, আমার প্রাচীন চন্দ্র, আমার হস্ত আমি ধনি। আমি পত্রে ইহার ঐতিহাসিক বাস্তবায়ন।
উপমক্রিকাঃ

যে অবস্থায় সত্ত্ব রঞ্জ ও তথা সমান ভাবে থাকে, অর্থাৎ উহার কোন ওজনের উদ্দেশ্য বা ক্রিয়া থাকে না। সেই অবস্থায় তাহাদের সামান্যতা নয়। পরে ক্রমশঃ গুণের উদ্দেশ্য হইয়া সত্ত্বের সৃষ্টি হইতে থাকে। সাধ্য-শাস্ত্রে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া লিখিত আছে, পশ্চাৎ বিবরণ করা যাইতেছে।

"প্রথম হইতে মহত্ত্বের উৎপত্তি হয়, মহত্ত্ব হইতে অহংকার হয়, অহংকারের সৃষ্টি হইতে জ্ঞানার্থক, কর্মবিবর্ত ও মনের উৎপত্তি হয়, ব্রজাগামীক অহংকার সৃষ্টি হইতে পঞ্চতন্ত্র জন্মে, এবং পঞ্চতন্ত্র হইতে পঞ্চমহাশূল জন্মে। তাহারও অন্যান্য এইরূপ; শর্ম-ত্যাগ হইতে আকাশ হয়, আকাশের গুণ শক্তি। শর্ম-ত্যাগ শক্তি হইতে বায়ু জন্মে, বায়ুর গুণ শক্তি ও শক্তি। এই ত্যাগের সৃষ্টি রূপ-ত্যাগ হইতে তেজ জন্মে, তেজের গুণ শক্তি ও শক্তি। এই তিন ত্যাগের সৃষ্টি রূপ-ত্যাগ হইতে, জল হয়, জলের গুণ শক্তি, শক্তি। রূপ আর রূপ। এই চারিটি ত্যাগ সহকারে গান্ধ্য ত্যাগ হইতে পূর্বপুরী হয়, পূর্বপুরীর গুণ শক্তি ও শক্তি। রূপ ও রূপ। এই রূপ মহাত্মা হইতে চতুর্দশ তুবন ও তদক্ষর্তা কার্যভারত হয়।"

সাধ্য-শাস্ত্রের কোন কোন অংশে সমাজিক বৃদ্ধির প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার মনেহ নাই। কিন্তু এ অংশটি নিতাপ্ত মনকৃপাপুষ্প একথা এখন বলা বাহুল্য। যে সময়ে, ভূগোলে বিজ্ঞান-রাজ্যের পথ-প্রদর্শক কেবল ও কোন জন্ম না হয় না, সে সময়ে আর অধিক প্রতিষ্ঠা করাই কেন?

সাধ্য-প্রতিক্রিয়া সংসারের শাহিবীর তাপ অর্থাৎ হৃদয় তিন ভাবে বিভক্ত করেন; আধ্যাত্মিক, আধিভোতিক ও আধিদৈর্ঘ্যক। সেজন্য রোগ, প্রিয় বন্ধুর বিয়োগ ও প্রিয় বন্ধুর সংহিত, এবং কমনিক, কোথা, লোভাকার। যে সকল হৃদয়ের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক রূপ। অম্ব, বায়ু, জলাশয় ক্রান্ত এবং পাতি, পাকর, মীমাংসা অধুর বন্ধ হইতে যে মসস্ত হৃদয়কে হয়, তাহাকে আধিভোতিক রূপ হয়। শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, বজ্রপাতাদি হইতে উৎপন্ন হৃদয় সমুদায় আধিদৈর্ঘ্যের দ্বারা বিভক্ত হয়।

হস্তক্ষেপে। আধ্যাত্মিক আধিভোতিক আধিদৈর্ঘ্যিক। সাধ্য-প্রতিক্রিয়া বিচিত্র শাহিবীর মনকৃপাপুষ্প। মানবের বিজ্ঞান-রাজ্যের কোন আধ্যাত্মিক। মানব মিউজিয়ামের বিদ্যমান। আধিভোতিক প্রতি মূলনীতির স্নাতকশিক্ষার স্নাতকশিক্ষার সহজদন্ত সাধারণ শিক্ষার্থীর।
ভারতবর্ষের উপাসন-সম্প্রদায়।

ঐশ্বর্কঃ-প্রধান সাংখ্যকারিক অধিকত প্রথম কারিকায় গৌত্তপাদ-রূপ তারা।

চূড়ান্ত তিন একার; শাক্তাচার্য্য, আধ্যাত্মিক ও আধীনদরুপ। ঐ আধ্যাত্মিক হৃদয় হই একার; শাক্তা ও মানবিক। কৃত, পিতা ও মন্ত্র
ধারণ ব্যতিক্রম-জনিত জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রতীতি-রোপণের নাম শাক্তাচার্য্য, হৃদয়।
শ্রী, পুনর্গ, ধনাদি প্রিয় পদার্থের বিষয়ণ এবং কারোপ ও কলঙ্ক-রতনাদি
অর্থের ঘটনার নাম মানবিক হৃদয়। জ্ঞানোৎপন্ন অগ্নি, প্রজ্বলন, এ উক্তি-জনিত
চারি একার হৃদয়ের অধীনতাত্ত্বিক হৃদয়ের বল। তাহা মূলায়, পত,
মূল, গ্রহণ, সর্বশীর্ষ, দাতন, মানক, উৎকৃষ্ট, মূলক, মানক, মজ্জ, মার, কুটির ও
রসাদি দ্বারা বস্তু হইতে উত্তীর্ণ হয়। দেখা আর্থিক দিবা, আর্থিক আকাশ
হইতে উৎপন্ন হৃদয়ের অধীনতাত্ত্বিক দৃষ্টি বলে; যেখান শীত ও প্রাকঃ,
বর্ষ, বর্ষাকাল নিন্ধন হৃদয়।

ব্যক্তিভেদে এই তিন একার তাপে সত্ত্ব। মূলায় জ্ঞানে এই
ধ্রুপদী হইতে মূল করা সাংখ্য-দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য।

ধ্রুপদীতাত্ত্বিক বিষয়

সাংখ্যকারিক: ১।

ধ্রুপদী-হৃদয়ের উপায় (আদায়)।

বিকে অর্থাৎ তত্ত্বাত্মা এই রূপ মুক্তি-সাধনের একার উপায়।
চীব্রের স্বষ্ট-স্বষ্টপ পূর্বাপকভাবে মূল প্রকৃতির কার্য। ঐ উপায়ের
নির্ণয়ে নির্দিষ্ট হওয়াকেই মুক্তি কহে। তত্ত্বাত্ম ঐ মুক্তির কারণ।
প্রকৃতির নির্দিষ্ট-পুনর্গের ভোগ-আকারেই তত্ত্বাত্ম বলে।

এই দর্শনের মত ধ্রুপদী এই একার; অত্ত্বাত্ম-এতে ও নিদর্শন-এহতে।
বিয়ন্তে অমৃতায় দ্বারা যে ধর্মান্ত হয়, তাহায় অত্ত্বাত্ম বলে; সত্ত্বায়
চীব্র অমৃতায় দ্বারা যে ধর্মান্ত উৎপন্ন হয়, তাহায় নিদর্শন-এহতে কহে; তত্ত্বাত্ম তত্ত্বাত্ম উৎপন্ন হইয়া মুক্তি-লাভ হয়।

সত্ত্বায় আনন্দ অমৃতায় উহালে মুক্তি-বালে হয়, ঐশ্বর্কু সত্ত্বায় পশ্চাদপিতর সম্পর্ক বর্ধিত্তর বর্ধন করিয়াছেন।

ইহার মতান্ত্রিতত্ত্বের শেষ সাংখ্যিকযুগের অধিকারাপ্রাপ্তির
অবস্থায় নাচমুখুয্যাদি জানিবে।

সাংখ্যকারিক: ৩৪।
নাখু সাক্ষাতের দান নাখু দীপত্ব বহন ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্তকে সোনাল দত্তের সিদ্ধান্তের মূল ভাষায়।

পাতঙ্গল দর্শন দুই ঘণ্টা পর্যন্ত পাঠ করেন। এই প্রকার দীপত্ব বহন করেন।

পাতঙ্গল মুনি এই দর্শন প্রস্তাব করেন এই নিমিত্ত ইহাকে পাতঙ্গল
দর্শন বলে। ইহার গোলাধর বিষয়।

সার্ধিকদর্শনের সূচনা এই দর্শনের অনেক বিষয়ের একাধিক আছে। কপিল
বেমন একুশ্চি কে পূর্বে প্রদত্ত পাঁচটি দুই শীর্ষক করেন, পাতঙ্গলও
সোনাল আশ্চর্য করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ এই যে, কপিল মুনি ইতিহাসের
অন্যতম অঙ্কের ক্ষেত্রে, পাতঙ্গলিক
ক্ষুধারী বিষয়ের বিস্তার-বিদ্যার সর্বক্ষণের সত্য। শীর্ষক পূর্বে মূলয়ের পরিপাত-সাতের
সূচনা শুরু হয়। এই নিমিত্ত পাতঙ্গলদর্শন সংখ্যায় এবং
কপিল-দর্শন বিশ্বাসের সাক্ষাতকারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।

পাতঙ্গলের মতে ইতিহাস উদ্ভাবন সত্য বিস্তারি লিখি
ছেন, জগদীশচন্দ্র ব্রজনারায়ণ শরীরের ধারণে করিয়া। জগৎ নির্ণয় করেন।
অতঃপর তাহার একুশ্চি কল্পনাবাদি বলিয়া দিয়া পারা যায়।

* ভাগবত-পুরাণ-কল্পে, এই কথাটি অবিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই-
রূপ বলেন, রাজপুতার মুনির কোঁমানলে দুই বিচার ছিল এ অবস্থায় সত্য নদ।
বিনা দূতুর শূলের তার-যুগুলো উদ্ধেশে সাক্ষাৎ লোক একুশ্চি করিয়া-
ছেন, তিনি কি করিয়া কেদারের সৌখ্য হইতে পারেন?—ভাগবত। ৩৮।২৪।১৩।
উপক্রমিকা ।

একবার তদাক্ষীণ করিলে, আমি নাই; আমার শরীর নাই, কেন না আমি নির্ভর, শরীর নির্ভর; আমি অহংকার-বিকল্প এই শেষ-নিব্যাপী-ব্যবস্থা এবং নিবিদ্যাবিশিষ্ট-সক্রিয় বিশ্ব একমাত্র আমাই উপস্থিত হয় (এই অন্তে মুক্তি হয়)

চিরকাল চিন্তা-নিয়মে বেদবেদ কিও প্রকার ও দৃষ্টিকোণে প্রাপ্ত হইলার আদিরাজা। কুপল স্থানের অভিপ্রেত আকৃতি অথবা অরীকার করিলেন, কিংবা তাদের মহিমা। অভাব করিতে পারিলেন না। তিনি উপাধি প্রাপ্ত অবৈতনিক বলিলা অনুমতি করিয়াছেন।

নিদ্রাস্বরূপাকারাধ্যক্ষ দেওয়া: ||

তাভাবাচন । ১। ৯৮ স্থল ।

নাম—পিংলণমণ্ডলীহীরা বিখ্যাত সদ্যায়ন।

খেতাধারের অধ্যাপনকার প্রসংগত কেন না তারী কর্তা। খাদ্যরূপ আর্থিক আগমন।

সাধ্যা একটি প্রাচীন প্রক্রিয়া সর্বোপরি উপাদান, সাহায্য ও অন্যান্য অনেক শাখাতে উৱার অসংখ্য আছে।

নিদ্রাস্বরূপাকার প্রক্রিয়া

একোনক্ষেত্র ওবিদিভাবত আত্মা।

তনু কর্তৃ অজ্ঞাতস্বরূপাকার

আকাশ দ্বার সৃষ্টি-গুহ্যমায়া: ||

খেতাধারপঞ্জাব । ৬১৩ ।

বিনি সম্পূর্ণ অবস্থা বন্ধ যদিও বিনত ও সমর্পনত পাকাকের চেতন-সরুৎ এবং বিনি এক দিনও সমর্পন কাহিন। পূর্ণ করেন, সেই সাধারণের অবিশ্বাস্ত ও কারণ-সবরূপ সাধারণের আর্থিক পারিলে সম্প পাশ হইতে মুক্ত হওন। বার।

কেবল সাধারণের শান্তি কেন। ঐ কোন-একবার কুপল শান্তি নাম পৰ্যত্ন উপাদান বিনিবিষ্ট আছে।

কীর্তি মণ্ডলী অধিন বহুদিন চালনারিয়া ধারাশিল্পি।

খেতাধারপঞ্জাব । ৫। ২।

বিনি প্রসূত কুপল অধিক প্রথমে আমি বিদ্যান গোপন করেন।

মহাকালীর অধিকারে সাধারণের সত্য লোক বিশ্ব বিশ্ব বায় নাই প্রসংগাতে সন্নিতি ত আছে *।

* প্রাকৃত । যেবার । ২২২-২২৩ অধ্যায় ।

২
উপকরণিকা।

শঠিক উচ্চারণঃ কাঠামোবিবাদী বাংলা। কাঠামোবিবাদী বাংলা নিউজেরায়ে বাংলা। কাঠামোবিবাদী বাংলা।

সর্দারনং এক। পাঠকগণ।

পরমেশ্বর সজ্ঞা বিশ্বাস বলেন। সেই পুত্র ক্রেশ*, কর্ণ বিপাকর্তা ও আশ্চর্য, বর্জিত; বিশ্ব-চরমার্ণ বিবাহচরচন্দ্র যোখান হরিকথার বিখ্যাত বৈদিক ও নৌকা সম্প্রদায়ের প্রাচীন অন্যান্য কল্যাণ করেন এবং নগরালীতে মহামায়া আরাণিভের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়কে আলোড়িত করেন।

সুমুখীন সমায়ুগ চিত্রিত আছে এবং সেই সমস্ত বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন বিরহ নিবৃত্তির আচ্ছাদন; যে প্রেম সম্ভব বিষয়, অবস্থার বিষয় শক্ত, আত্মার বিষয় গুণ ইত্যাদি। অনুসংহারে এই সকল বিষয় হইতে নিদ্রা করিয়া পরমেশ্বর ধনে বহন হইতে সংঘাত পূর্বক তথ্য ধারণ করিবে বোঝা হল। ঐ মহোদয় যাঁর নিম্নাংশ আটটি অংশ আছে। পাঠকগণ

যে পুত্রের অন্যতম যোগি-সমাজের বিষয়-মধ্যে তাহার সাধনা হস্তান্তর স্থেতে পাইলেন।

পাঠকগণ যত্নে তত্ত্বজ্ঞ হইলে নুমক্ত-লাভ হয়। পুত্র অন্যান্ত জীবন জীবন্ত জীবন হইতে নিত্য ধুঃখে কান্ত এই রূপ অন্য একটি নাম বিবেকধার্য। স্বতঃ যে মহান যোদ্ধা শুভ সেই রূপ জীবন ব্যভিচার চিহ্নিত হয়। 

অতঃপর সংসারে প্রভাব হইতে আজি বুঝা আজি আমি বুঝি আমি বুঝি বুঝি বুঝি বুঝি বুঝি বুঝি বুঝি, ঐ উদ্বিগ্নতার তাহার উন্মুক্ত হইলে অজ্ঞ রহিত হইতে। কেবল ঐ চিন্তায় অর্জনই দিব মান থাকে। ঐহকালেই কেবল ও ঐহকালেই মুক্তি বলে। ঐহার তত্ত্ব সম্পর্ক ছাড়াইতে উহার একটি বোধ হইতে থাকে, আমি যাহা কিছু জানি যাহার জানি যাঁদিদি, আমার সমুদ্র ক্রেশ ও সমুদ্র অনিম্ন বিনম্র হইয়া আমার তত্ত্ব উৎপত্তি সমাধি নূতন হইয়াছে, এবং আমার অভিক সম্পর্ক একাশ পাইয়াছে।

এক পাঠকগণ পানি বাতারের ভাষা করেন। তুমি কণিস্বাভ ও মহাত্মার বলিয়া 'অনিশ্চিত আছে। ঐ এমন কুহর কেশি

* ক্রেশ পাঁচ অর্থে; (১) অনিম্ন বিন্য-বোধ, ছাড়ে ধুঃ-বোধ ইত্যাদি অন, (২) আমি মুখার্জন বিপাক এরূপ বোধ, (৩) রাগ, (৪) বোধ, (৫) সম্পর্কে

† বিপাকের অর্থ বিপাকের অর্থ বিপাকের অর্থ কৃত্তিত বিদান-নায়ক সংসার-বিদান। উহা অর্থে অপ্রাস্ত করে এবং উহা হইতে কৃত্তিতে উৎপাদিত হয়।
ভালোভাবের উপাধিক-সন্দেহায়।

কামে দু:পুরুষিবৃন্দের পাদজ্ঞান এখানে বিচিত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

* অত্মস্বরূপ নামে এক মূর্তিকে সৃষ্টির বাল পরিবর্তে কামের সাধুকে রাখা করেন; তিনি তার পারস্পরীয় পানিনি-ভাষা প্রাকৃতিক করিয়া দিতেন। অতঃপর এ সময়ের পূর্বের উপর নির্ভর ও প্রচলিত হয় বলিয়া জানা যায়।

সন্ধি হইলে, পারস্পরীয় এ সময়ের পূর্বকালে লোক বলিয়া অবশ্যই পরিপালিত হন। তাহার কত পূর্বে তিনি বিশ্বাস করিলেন, এখন তাহা নিষ্ঠিত হইতেছে।

পারস্পরীয় সমাধানের উদাহরণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাহার সময়ে বদনের অবস্থা নগর ও সাধারণদিগকে অভ্যন্তর করে।

পারস্পরীয় বাচাইতে এই একটি সূচি অবহেলা যে,

অবহেলা বাচাইতে এই একটি সূচি অবহেলা যে,

*** ৩। ২। ১১।

অবস্থান তুর্কালে অর্থাৎ অর্থকালের পূর্বে-নিম্ন বিষ্য বিশ্বে সঙ্গে সন্ধম বিভক্ত হইয়া থাকে।

ধরিষ্ঠ ও ভূষিতায় দূষণপূর্বকিত বিষ্যে।

কাত্যায়ন-কৃত সামাজিক।

যদি কোন বিষ্য লোক-প্রিয় হয় ও বক্তার প্রকৃতির অন্যান্য অর্থকালের উপস্থিত হয়, তবে বিনোদন কর্ম দুই হইলেও হইতে পারিব, তাহ হইলে সত্য হইতে এ নতুন সাধারণ বিভক্ত হইতে।

পারস্পরীয় সর্বত্র উদাহরণ প্রদর্শন করেন, তাহার একটি এই যে,

অববাহন:বার্ষিক।

বধে অবস্থা অবরোধ করিতেছে। অপর একটি এই যে,

অববাহন:বার্ষিক।

বধে সাধারণকিত করিতেছে (অর্থাৎ বাদামীর লোকদিগকে অথবা সাধারণ নামক মেঝ সন্দার্শক) অবরোধ করিতেছে।

* পারস্পরীয় নগর সমাধানের বিলিয়া উক্ত হইয়াছে।

† সাধারণের অর্থ সাধারণের। এই দেশের উত্তর নীরী বিবেক-পুর, দেশীয় নীরী বিবেকচন্দ, পারস্থ নীরী বিবেকচন্দ, অর্থাৎ বুঝাইতে এবং পুরুষ নীরী অর্থাত (মাস ২) ২১।) বুঝা সন্দার্শন-বিশেষের সাহী সাধারণ।
উপক্রমিকা।

উত্তরিত এগু ও পত্নঢোর্ন উভয়ই এক রাঁচির অধীন বলিয়া

যে ঘটনা পত্নঢোর্নের সুগ্ধ-গোচর হইতে পারিত, তিনি তাহারই ঐ সুস্থঃ
উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পাঠকগণ পঞ্চাঙ্গ দেখিতে পাইয়েন, তাহ পূর্বে
তারতবর্ষের পরিসংখ্যান কথায় বলিতে অনিয়তেন। এখন, কেউ নতুন কেন্দ্রের
শ্রেষ্ঠতা অবহেলা করেন অন্যান্য করেন হই নির্মিত হইলেই, পত্নঢোর্নের
শয়ন সরস্বতী হইবে।

কান্তিকান্ত ঐক্যের সত্য আলোকিতার দিকগতে বান করিত। ভারতবর্ষের
যত্ত পঞ্চাঙ্গ দেশ পরিবর্তন অবতরণ করেন এবং সেই দ্বারা হইতে প্রতিনির্দেশ হইয়া
পদার্থে করিতে বান। অতএব তাহার বিস্তৃত উল্লেখে করা পত্নঢোর্নের ঐ স্বয়ং
উদাহরণের উল্লেখ হইতে পারেন। ভারতীয় পরে অন্য কেন্দ্র নৃপতি
অপেক্ষা স্বত্ব ও যুদ্ধার্থিত্বকে অবরোধ করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে সাহি।

পৃথিবীর না দিয়া তত্ত্ব বস্তুর পূর্বে ঐক্যের ভারতবর্ষের পশ্চিম
ঢোর্নাংশের রাজ্য পদ্ধতি একটি রাজ্য অবতরণ করেন। ঐ রাজ্য ক্রমে ভারতবর্ষের
পরাধীন যত্ন গৃহ পৃথিবী ও তাহার পূর্ব-দিকে বিন্দুরুপ পরিবর্তন হইয়াছিল।
এ রাজ্যের নাম ঐক্যের সূত্রপাত শুধু ১৬০ একশত মাত্র অর্থ শুধু ১৬০৫মাত্র ইঞ্জিন
পর্যন্ত ৬০ পঞ্চাঙ্গ বংশ ভারতবর্ষের পরাধীনতার প্রাপ্ত হইয়াছিল। হুলালী এখানের
স্তব্ধের িথিয়া সাধিত হইয়াছিল নিধিন। যথাহস্তু মূলধন নাসিক মাঝারি। যুদ্ধার্থের নিকট পর্যন্ত
অধিকার করেন। ইদিদীয় যথাসার্থ তাহার একটি মূল্য ও পাত্র হওয়া ছিল। নিপাইয়া।
কোনো রুপের সাহায্য করিয়া। সেখানে থাকে, ঐ রাজ্য পৃথিবীর মূলাঙ্গের ১৩৪
একশত হ্রাসিয়া বংশ পূর্বে রাজার নিবার্থনের অধিকরণ হইয়া। বিশিষ্ট বংশের
অধিক কান্ত রাজধানী হইল। অতএব হ্রাসেই অর্থার্থের অবরোধ বলিয়া
বিবেচনা করিতে পারি যায়।

যে ঘটনা পত্নঢোর্নের দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত, তিনি তাহারই উদাহরণ
প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি ঐ সময়ে অর্থার্থ দুই, দুই বিশিষ্ট শতাব্দীর
প্রথয়ে বিবৃতিতে দুলিয়া বিলুপ্ত করিয়া পারি যায়।

পাঠকদের অন্য একটি সূত্র শুনিতে আমি,

ধন্য মানি মাটি।

৩ অ, ২ প্তার, ১২৩ সূত্র।

বর্ধমান কালে ঐন্তিক বিভক্তি হয়।

কেন্দ্রে কেন্দ্রে এই বিভক্তির প্রয়াণ হইয়া, পত্নঢোর্ন ভারত একটি বিবর্তন
করিয়া দেখ। তিনি লিখিয়া, যে কিংবা অর্থাৎ হইবাছে কিন্তু শেষ হই নাই
ভারতেই ঐ বিভক্তি অবরোধিত হইয়া। তিনি ভারত পাঠাইয়া করিলেকোভিত
উদাহরণ প্রদর্শন করেন।

* পাঠকদের উপর স্বাক্ত করা নিষেধ।
ভারতবর্ষীয় পত্তিভাগের মূর্ত সংস্কার আছে *। তাহার ছোটে বোঝাপাড়ের বয়স্ক ব্যক্তিত্বের মূল সূত্র সহজ বৎসর হয়। কিন্তু এই উত্তর এখানে এক পুনঃজীবন কৃত্তি, পত্তিভাগের চিরসংস্কার বাধারকে তাহার অন্য কোন রূপ অসাধ্য সৃষ্টি হওয়া বায় না।

চোখ খালি হই। চোখ দিয়া। চোখ মুখিত্র রাজবাস।

মহাভারত

এখনে আচার্য অধ্যায় করিয়া, এখনে আচার্য বাস করিয়া, এখনে আচার্য পুণ্যায়নের কাজ বাসন করিয়া।

এই শেষের উদাহরণ-পাঠে পাঠে বোঝায়, পঞ্চাঙ্গ বে সময়ে উদ্ভিদ স্বল্পের ভাণ্ডার লিখিয়া, সে সময়ে তিনি পুণ্যায়নের ক্ষেত্রে বাসন করিয়াছিলেন।


* পুঠাকরের সংখ্যার শ্রেণীতে পৌরাণিক মহাভারত তারপর পাণ্ডিত্য বাধ্য করেন।

আচার্যর্থ...!!!

বোধাবাস: মুক্ত বলে মুখায়ুত্তিনি঴দলনি:**

বৈষ্ণব (অর্থাৎ পুঞ্জলিফ) এয়া রাণা সম্বন্ধে তপস্তায় পঞ্চাঙ্গ বাধ্য করেন। ** * *. তিনি এই বোঝাপাড়া এবং বিনামিত ও বোঝা-পাড়ার অপলো কর্ত।

* পুঞ্জলিফ সংখ্যার শ্রেণীতে পৌরাণিক শ্রেণীতে পৌরাণিক সৃষ্টি করে। এই রাজ্য ব্রজকালের বংশ-সংখ্যার পৌরাণিক; কোন পাণ্ডিত্য পাদ্যায়নে নিষ্ঠুর হয়। তিনি কিন্তু পৌরাণিক বে বিশ্ব দেবতাদেব দেবতাদেব দেবতাদেব দেবতাদেব দেবতাদেব দেবতাদেব দেবতাদেব দেবতাদেব দেবতাদেব দেবতাদেব দেবতাদেব।

( Wilson’s Vishnu Purāṇa 1840, p. 471.) যদিও এই উল্লিখিত সংখ্যার পৌরাণিক একাধারে আচার্য নাই বলে, কিন্তু কেবল মন্দির ও ব্রজকাল পুরাণগুলির পুঞ্জলিফ ও পাণ্ডিত্যের নয় বল নির্দিষ্ট করেন।

লেখা হইতেছে, তাহার নিষ্ঠুর নির্দিষ্ট ও পৌরাণিক বিষয়ের উল্লেখ করা বায় না।
উপক্রমিক।

পতঙ্গলি-কৃত যোগস্থর্ত বেদবায়সঃ-কৃত বলিয়া আচলিত পাতঙ্গলভাষ্য, বিজ্ঞানভিস্ত-কৃত যোগালিক, ভোজরাজ রণস্থঃ-কৃত বলিয়া ঐতিহাসিক রাজার্থো, নাগজীবালি-কৃত পাতঙ্গল-স্থ-রূপি ইত্যাদি যোগশাস্ত্রে এই দর্শনের মত বিবর্ত ও বিচারিত হইয়াছে।

বৈশেষিক।

কণাদ এই দর্শনের প্রবক্ত। কিন্তু পরেই দৃক্ষ হইবে, তিনি বিশেষ আধ্যাত্মিক পদার্থ বীকার করেন এই লিখিত ইহাকে বৈশেষিক দর্শন বলে।

কপিল যেমন প্রক্রিয়াকে নিত্য বলিয়া বীকার করেন, কণাদ সেই-রূপ জল, বায়ু, মূর্তিকার্ম্মি দৃশ্যত্তি নয়টি পদার্থ নিত্য বলিয়া অভিরূপ করিয়াছেন। সেই নয়টির নাম জ্ঞান পদার্থ।

* বৈশেষিক প্রতিপাদ্যের ব্রহ্ম, গু, কর্ম, সাংবাদিক, বিশেষ, সংযোগ, অভ্যাস এই নয়টির নাম পদার্থ রাখিয়াছেন। জ্ঞান তাহাই প্রথম পদার্থ।

৬৪।—হল-পদার্থ চিকিৎসা; ৮৪, ৮৫, ৮৬, মন, মস্তক, মধ্যাকাল, পরমাণু, পৃথ্বী, সংবেদন, যোগদান, পশু, অপর, পৃথিবী, মহাবিশ্ব, ইত্যাদি। (এক, ১ অ, ১ অ, ৫ নিঃ) শব্দ, বর্ণ, রস, শ্রোত, চিকিৎসা নয়টির পদার্থ নিত্য বলিয়া অভিরূপ করিয়াছেন।

কণাদ প্রথম নয়টি শব্দের পদার্থগুলি করিয়া যান পরে তাহার সহিত শব্দ সাংবাদিক চিকিৎসার হয়।

কর্ম।—মূলস্থতা পার্চনি কর্ম; উৎক্ষেপ, অবক্ষেপ, আক্ষেপ, এক্ষেপ ও গমন।—১ অ, ১ অ, ৭ নিঃ।

সাংবাদিক।—বলর আত্মা প্রধান সংহিত সাংবাদিক ধর্মস্বরূপ সাংবাদিক পদার্থ বলে।

যেমন ভগবদ, গোত্র, পশুত ইত্যাদি। যত-কর্মের নাম সংখ্যা, গো-কর্মের নাম গোত, পশু-কর্মের নাম পশুত ইত্যাদি।—১ অ, ২ অ, ৩ নিঃ।

বিশেষ।—বিশেষ-পদার্থের বিষয় পঞ্চতাত্ত্বিক নিষিদ্ধ হইয়।—১ অ, ২ অ, ৩ নিঃ।

সময়।—সময়-বিশেষের নাম সময়। যেমন ওহের সহিত ৩০-বিশেষ অবর সময়, আত্মার সহিত তদিকের সময়, যমের সহিত মৃত্যুকার সময়, বংশের সহিত তদিকের সময়, আত্মার সহিত অর্থান্ত ব্যক্তির সময়, কর্মের সহিত কর্মের সময় ইত্যাদি।—১ অ, ২ অ।

২৬ নিঃ।

* সংখ্যার ভিন প্রক্ত; পরণ-শাস্ত্র, স্থতিশাস্ত্রে ও বেহ। যেমন

বিশেষ করিয়া উৎক্ষেপ। উত্তর গণনীতির কারণ-রূপ।

* সংখ্যার ভিন প্রক্ত; পরণ-শাস্ত্র, স্থতিশাস্ত্রে ও বেহ। যেমন

বিশেষ করিয়া উৎক্ষেপ। উত্তর গণনীতির কারণ-রূপ।
ভারতবর্ষের জ্ঞান-পরিচয়।

শব্দের সামনে ছিল একটি তালিকা।

1. অধ্যায়।
2. আংকিক।
3. পূর্বে নিস্ক্রিয় ছিল।

পূর্বে সম্ভব নয়। বৈশেষিক শাখার মধ্যে এই নোটটি পদার্থে নিত।

কিছু অন্যায় জল, বাত, মূত্রক, তেজ এই চারি অক্ষর জড় পদার্থের পরমাণু বাদ নিত। অর পরমাণু সমক-অরুপ হট পদার্থ সারবর ব্যাপ সমূহে অনিত।

নির্মাণ্যো অ বা ব্যা নিম্ন ক্ষুদ্র তাম্রবিজ্ঞান।

অনিত। তু গভু। অর্জু মূলবিজ্ঞানবিশিষ্ট।

ভারতীয়। ৩৫ ও ৩৬ পৃষ্ঠ।

অর্জু।—অভিজ্ঞতার অর্থ নিঃশেষ অধ্যায় না থাক। ইম চাই একটি।

এখনঃ—মট্টামুক্ত কম বজ্র উপনিষদ হইয়া পূর্বে তাহার বৈশেষিক একটি।

বিশ্বভুক্ত।—স্থত পদার্থে কম মহ হইলে তাহার বৈশেষিক বচন।

তাহার সাধ্য ধ্রুবতায়।

মূলবিজ্ঞান চক্ষু।—এ চক্ষু বর্ণ না এক পদার্থ বলিলে যে অভাব ব্যাখ্যায়, ভিত্তি অভাব বলিয়া কীটতাত্ত্বিক হইতে।

বৈশেষিক শাখা অর্জু—ব্যাক্তিত্ব পরিশোভিত ভিন না। পার্শ্ব-বিভক্ত কলাম বাক্য সূত্রের মধ্যে কেবল হরি পদার্থ গণনা করিয়া যান।

বিশ্বভূমিতাত্ত্বিক।

অর্জু। বৈশ্বভূমিতাত্ত্বিক বৈশ্বভূমিতাত্ত্বিক পদার্থবিশাল।

বৈশ্বভূমিতাত্ত্বিক বৈশ্বভূমিতাত্ত্বিক গুপ্ত।

বৈশ্বভূমিতাত্ত্বিক।

বৈশ্বভূমিতাত্ত্বিক।

বৈশ্বভূমিতাত্ত্বিক।
উপক্রমিকা।

পৃথিবী চিরপ্রকাশী; নিত্য ও অনিত্য। পৃথিবীর পরমাণু নিত্য, আর (সেই পরমাণুর সমষ্টি-বর্ণনা বোট-গান্ধি) সাবধান পারিবর্তন করে সমুদায় অনিত্য।

অতএব দ্বিঘটিত নির্মাননিষিদ্ধ। পরমাণুকণা নিত্য। আধুন-কার্যকালে নির্মাননিষিদ্ধ অবয়বমস্তক।

নিদানমুক্তকীৰ্ত্তি। (ভ, প, ৩১ সুজনের টিকা।)

জন হর্ষ প্রকাশ; নিত্য ও অনিত্য। কলের পরমাণু নিত্য, আর (সেই পরমাণুর সমষ্টি-বর্ণনার) ব্যাপক ও সমুদায় সমুদায় অনিত্য।

তারুধিতর নির্দিষ্টনিষিদ্ধ। নিত্য পরমাণূকণা। তথ্য-রূপলয়ে অপরাধি।

নিদানমুক্তকীৰ্ত্তি। (ভ, প, ৪০ সুজনের টিকা।)

তাই অর্থাৎ তেজস হই প্রকাশ; নিত্য ও অনিত্য। তাই পরমাণু নিত্য, আর (সেই পরমাণুর সমষ্টি-বর্ণনা) সাবধান তেজস অনিত্য।

বায়ুর্বিধীয় নিদর্শননিষিদ্ধ। পরমাণূকণাসময়কালীন নিত্য: সমুনিত্য।

নিদানমুক্তকীৰ্ত্তি। (ভ, প, ৪২ সুজনের টিকা।)

বায়ু হই প্রকাশ; নিত্য ও অনিত্য। বায়ুর পরমাণু নিত্য, আর সেই পরমাণুর সমষ্টি সমৃদ্ধ অনিত্য।

মনোরূপ পরমাণু-বিশেষ। মহামরী কণাসমূহে এই পরমাণুতত্ত্ব প্রকৃতি করেন এই পুনঃখ্যাতি আছে। পরমাণু বুদ্ধি ও মূল পদার্থ। উহা নিত্য; কাহারও কাৰ্য্য হয় নাই।

দৃষ্টার্থায় বিশেষমুখায়।

বৈশেষিক দর্শন। ৪ অ, ১ আ, ১ করণ।

পরমাণু সং-বর্ণনা নিত্য পদার্থ; তাহার অর্থ কারণ নাই।

এতঃসক্রোচার পীরীতির জ্ঞান-পদার্থ উদাহরণ সংযোগে উৎপত্তি হইয়াছে। রুক্ত, লতা, গুুল, কুল, কঠিন প্রভূতি সমুদ্র বস্ত্রের আকার দেখিয়াই তাহাদিগে পরমাণুর দীর্ঘ বলিয়া প্রতীতি জানে। কিন্তু পরমাণুর তাৎক্ষণ্য দেখায়। তাহাতে, তবে কিরূপে বল, বায়ু ও মূর্লকালীন ভিতর প্রভূতি পরমাণু ভিতর দীর্ঘ বলিয়া নিঃখ্যাত হই এই অর্থাৎ নিকটস্থ করিতে গিয়া। কণাসমূহ খণ্ড কর্ষণ। করিলেন, বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতত্ত্বের বিষয় নামে একটি পদার্থ আছে, তাহাই শরীরের ভিতর ভিতর পরমাণু ভিতর ভিতর বলিয়া নিঃখ্যাত হয়।

* হই পরমাণু একাক যথাক্রমে তাহার দ্বারা বলে।
১৮  ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

তাহার দতে, অসুস্থ অর্থাৎ অসুস্থ কারণ-বিশেষ ধারা, উদিনাভিত
পরমাণু সমুদায়ের সংযোগ হইয়া। বিশ্ব-সংসার উৎপত্তি হয়। পুষ্পাং
করেকীটী জ্যোত উঠিত, হইতেছে; পাঠ করিয়া দেখিলেই জানিতে পার।
বাহিবে।

নবনামারাত্মো সংবুদ্ধক্ষয়োবাম্ব করিমা কর্ণ। তথ্যমুখি-
আহ্মতকারিতাম।

৫ অ, ২ আ, ১ ও ২ শুভ।

প্রথিয়েত সঞ্চালন, অভিনব ও সংযুক্ত বস্তু পরমাণু সংযোগ হইতে
কর্মের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বর অন্তর্গত (গুণ-ক্ষমতা) বে কোন কিছুর
ষটনা হয়, অদৃষ্ট তাহার কারণ।

নবনামারাত্মো আলিবরূপকারিতাম।

৫ অ, ২ আ, ৭ শুভ।

প্রকেতে বে রস-সঞ্চালন হয়, অদৃষ্ট তাহার কারণ।

অপসর্গশীলকর্মাচরণমনন্ধিতান্তরঃ, আসিন্তরংবোধির-
আহ্মতকারিতালি।

৫ অ, ২ আ, ১৭ শুভ।

অপসর্গে, উপসর্গে নির্দোষ কৃত্য ও নীতি নর সংযোগ, অন্য অন্য কার্যের
সংযোগে নির্দোষ ব্যাপার অদৃষ্ট হইতে উৎপত্তি হয়।

অব্যক্ত লজ্জা বিন্যাসমূহ যথাসাধ্যাবাদী কর্ণাত-
হাতকারিতাম।

৫ অ, ২ আ, ১৩ শুভ।

পরম-সম্প্রদায়ের উপাসনা, বায়ুর নির্দোষ গতি, পরমাণু ও অবস্থারের
আদিম অর্থাৎ সৃষ্টি-ক্ষণের প্রিয় অদৃষ্ট হইতে উৎপত্তি হয় না।

* মূল্য-কালে দেহ হইতে মনের বর্ধিতন।—স্বর্গবিশেষ-কৃত উপাসন।
† দেহের মনের ভরসাম্পন্ন—শ, উ।

ঋতু আস্থালোচনা প্রদর্শনাদান মুভন্দন শংকোলাম।
অনন্তরাণ স্থানান্তর কৃত কর্ম-স্ফূর্তিবিন্দু।
দেহের গাথিত অন্য অন্য কার্যের অর্থাৎ ইয়োন ও প্রাচীন সংযোগ।
‡ আধ্যাত্মিক পদার্থাবিশেষতাকল।

৫, ২। ১৬ শত্রুর উপাসন।

অন্য পুরুষের অর্থ সৃষ্টি প্রথম-কালীন।
† অদৃষ্ট-প্রতিষ্ঠাতা সুরঙ্গি পুর্ণালোচনা করিয়া। দেখিলে, হই প্রকার।
উপক্রমশিকা।

এইরূপ অদৃষ্ট কারণ-বিশেষ হারা, অথবা কোন কোন এমন সাহায্য লইয়ে ঈশ্বরের কাছ ভাঙ্গা কারণ হারা। এই কারণে পরমাণু সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। পরমাণুর চূড়ান্ত অবস্থা উৎপত্তি হইয়া। অবশেষে সমূহ পার্শ্বিক ব্যাপি বিভাজিত হয়। এই প্রক্রিয়ার সময়ে পরমাণুর বৃদ্ধি হয়। তাহার এই মূলনে বসতি অথবা অদৃষ্ট কারণে অন্যতম সহায়তা করিয়া তুলেন। তাহার এই নীতি বহুল অপেক্ষা অধিক কাল পূর্বে ভারতবর্ষে মহার্ষি কাণ্ড এই মত প্রকাশ করেন তাহার সমস্ত নাই। পূর্বকালে এই দেশে মহার্ষি ডেমোসক্রিটোস এইরূপ পরমাণুবাদ প্রণালীর কারণ ঘটিয়া যায়। কাণ্ডের সহিত তাহার করিয়া সম্ভব, সেই করিতে পারেন। এই উভয় কালে কাণ্ড নিকট খুব বহুবিধ অভিধান কিছু অমূল্য অসঙ্গতি হয় না। ডেমোসক্রিটোস মহার্ষি-দেশের কাণ্ড এবং কাণ্ড ভারতবর্ষের ডেমোসক্রিটোস।

অন্যত্র ধর্মনগরের অপেক্ষা। কাণ্ডের মূল পদার্থের ইন্দুমুলীষের সমন্বিত অবস্থা জগতে দেখা যাইতেছে। তিনি পরমাণুবাদ সম্প্রদায় করিয়া সে বিষয়ের স্বপ্নকার করিয়া। এষ্ঠাং বিশ্বাস, ব্রহ্মালী, বুদ্ধদেব, রক্তের বর্ণান্তর, কুক্তি ও মিশ্রিত, চুক্তিও চৌদ্ধকালের অতিৰিক্ত বিভাগগুলি ও গভীরতা করিয়া প্রভূতি নানা ব্যাপারে তাহার চিন্তাকর্ষণের অনুষ্ঠান অদৃষ্ট কারণ অদৃষ্ট কারণের ছই একাকৃত শাস্ত্র নাকিছি হইয়া। তার স্থলে এরূপ অদৃষ্ট-কিছু প্রাদেশিক সমূহদের দর্শন ছইল, কারণ জীব পদার্থের গুণ-বিশেষ বং পক্ষ-বিশেষ বলিয়া অধুনা মানুষের প্রত্যয়ন ছইতে পারে। আর একাকৃত অদৃষ্ট বাণ-ব্যক্তি কিছু অনুমান হয় এই প্রক্রিয়া লক্ষিত হয়। বোধ হয়, একাকৃত কারণ দৃষ্টি হয় না অথবা ইতিহাস দৃষ্টি হয়। লিখিত হইতে হইতে। এই প্রকারে হৃষ্ট ও অদৃষ্ট এই উভয় প্রকার কারণের পরপর প্রভূত ও প্রায়ই প্রশ্ন করিয়াছেন এবং রোম বিভাগের কারণ দৃষ্টিপথ পাচ্ছেন। তাহাই সেই কারণ অদৃষ্ট বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন।

যে কাজে অপর কাজ বলেন নাই।

এ উপকার।

কেন না তুষ কারণ সেই অদৃষ্ট কারণের প্রয়োজন নাই।

* অসংখ্য এই ধরণের উন্নতিবিশেষ প্রত্যক্ষ এখন তাহা। তিনি ১৮৪৪ এই ধরণে উপকার করেন।
হয় *। কিছু অক্ষেপের বিবাদ এই যে, স্তুতিতেই অবশেষ হইল।
অহরে গোপন হইল, কিন্তু বর্ধিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইল না। উহা সঙ্ক্ষেপ পরিবর্ধিত ও বহুলক্ষিপ্ত করিয়া ফল-পুত্ত-শুদ্ধিয়া সম্পন্ন করা। ভারতবর্ষের তাহার ঘটনা ঘটাল না। কারণ সে কোনো বেকাস, কোনো ও হয়েল্টের জয়তাত্ত্বিকে যিহি প্রাকৃতিক ও ব্যাপ্তিক হইল। উত্তিল।
তথাপি আমাদের জ্ঞত, চরক, আর্নর্দ্রাদির পদ-কলে বার বার নমস্কার!

জগতের কারণ-নিরপেক্ষ ধর্ম-শাস্ত্রের একটি প্রধান উদেশ্য। ইহাতে, কণার পদার্থ-গণনার মধ্যে আত্মিক-মাত্রায়ই সীমিত পরম-পার্থ পর- মেশার নাম উল্লেখ না করিলেন কেন? কেবল গণনা কেন, সমুদয় বৈশিষ্ট্য তুলনার মধ্যে কুরাপি পরমেশরের নাম সুস্পষ্ট উল্লিখিত নাই। উত্তরকালীন বৈশিষ্ট্য পাশ্চাত্য তাব্দ্য-পার্থের অন্তর্গত আছে।
তাহার প্রতি অক্ষর অর্থ করেন; জ্ঞানিতে ও পরমাত্মাতে। তীক্ষ্ণ কার্যে সৃষ্টি-বিন্দুর শক্তি-বিন্দুর ছাইতে ইহার বিবাদ নিপীড়ন করেন। একটি যুদ্ধায় বলে, কিন্তু যখন জগতের কারণ নির্দেশ করার।

* ইন্দ্রিয়মূলক ধর্মের। ১ অ, ১ অ, ২ সূত্র। ২ অ, ৩ অ, ৬ সূত্র। ১ অ, ৩ অ, ৭ সূত্র।
৪ অ, ৫ অ, ১ সূত্র। ৫ অ, ২ অ, ৭ সূত্র। ৫ অ, ২ অ, ১২ সূত্র। ইত্যাদি।

এ বিষয়ের একটি উদাহরণ প্রদর্শন হইতেছে। শঙ্করদে বৈশিষ্ট্য ধর্মের তৃতীয় শুটের অন্তর্গত 'তৎ' শব্দের নিয়ম-নিষিদ্ধকরণ অর্থ করেন।

বিজ্ঞানীয় বিশ্ববিদ্যায় মাত্রনিয়ন্ত্র মহাত্মনি।

তাং শব্দের অর্থ ঈশ্বর ঈশ্বর। অর্থেই অঘট, অতএব পূর্বে ফুটন না
অক্ষরেও, এখনো উহা ঈশ্বর-বাচক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।
কিন্তু যখন উহা পূর্ব ফুটন ধর্মের শ্রুত্র অঘট, তখন এই 'তৎ' ধর্মবাচকই বলিতে হইবে। প্রশান্ত উহা ফুটন করিয়া যথাস্থিত অর্থ
করা হইতেছে, পাঠকদের বিবেচনা করিয়া দীর্ঘিমাত অনিতে পারিবেন।

বিষয়সূচনা: অববিষ্টি: য অঘট।

১ অ, ১ অ, ২ সূত্র।

বাহি, হইতে অভ্যস্ত ও নিষেধের অর্থাত্ত পর্যাপ্ত হওয়া
বাহি, তাহার নাম ধর্ম।

সমস্তাবহিত মাত্রমাতি।

১ অ, ১ অ, ৩ সূত্র।

বৈদে অর্থাত্ত পর্যাপ্ত বচন জাহাজ বলিয়া, বেদ প্রাদুর্ভাব।
উপক্রমিকা।

দর্শন-শাস্ত্রের একটি প্রখ্যাত এতোঁজন, তখন যদি ঈশ্বরকে বিশ্ব-কারণ বললো। তাহার দুই নিষেধ খাকি, তাহা হইলে সে বিশ্বের সুপ্রস্তুত বিষ্ণু না করা তাহার পক্ষে কোন মতেই সন্তান হইতে পারে না।

ঈশ্বর-বিশ্বে সেই স্বীয় বিষ্ণু খাকাতে, প্রথমে তাহার মধ্যে ভূমির অশ্লীল। তাহ হইলে বোধ যেন কোন কোথা ঈশ্বরের অন্তিম নিঃসন্তান করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, কঠিন কৌশল বিশ্বাস খাকিলে, ঈশ্বরের মধ্যে ঈশ্বর-প্রস্তুত সুপ্রস্তুত না দিয়া, তাহার অন্তর্ভুক্ত শনি-বিশেষের

অন্তর্ভুক্ত যাহার তাহার বিশ্ব রাখা কি কোন রাখার সম্ভব হয়? তিনিকের।
যদি নিজে এই স্বীয় বিশ্বের রচনা করিতেন, তাহা হইলে এ বিশ্বে কি রহিবে বায়ুজীব চিনতে, একবার ভেবে দেখিলে নয়। বায়ুরাজ ঈশ্বরের নাম করিতেন করিতেন। তাহার সদৃশ নাই। কে করিতেন বা কেন? ঈশ্বরের মাত্র তুষ্মির বিশ্ব ও অবিচলিত ভক্তি পাই, প্রাণ ও প্রায় উপস্থিত বলিলে, তিনি তাহ। কৌশল না করিতে পারিতে না।
কেন ঈশ্বরের নাম তো অপ কর্তা; তাহার 'গোপবুপুঁটাণুচোকার' ও অন্য অন্য বিশেষ্যে বিশেষিত রূপ, বিশু, বৈপণ্ডিক প্রভৃতি কত কড়ে দেখতাত পদ-প্রভৃতি প্রাণ যাহার ঈশ্বরের মহান সম্পন্ন করিতে পারিতেন। যদি তাহার নাম কৃষির ঈশ্বরের আশ্র রক্তিকি, তাহা হইলে যিনি পদার্থ-গননা, জীবের প্রক্ষল ও মুক্তি-সাধনার সংক্রান্ত কোন না কোন ঈশ্বরের বিষয় সুপ্রস্তুত উল্লেখ না করিতে পারিতেন। প্রতি তাহার মতের পরমাণু-পুঞ্জের সংখ্যায় ক্ষুদ্রাতে গড়ার তৃষিত হয়; অথবা অর্থাং অর্থম-কারণ-বিশেষে দেই সময়ের প্রস্তর। তাহার ঈশ্বরের কর্তৃক-প্রস্তুত কিছুতার শিক্ষিত নাই। এই সময় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, তিনি ঈশ্বরের অভিজ অভিজাত করিতেন না এইরূপকরণ এ শাস্ত্রের প্রখ্যাত উদ্দেশ্য।

কল্পনা প্রথম সুরেই নিকেন।

অন্যান্য রং আকাশায়।

বৈশেষিক দর্শন। ১ অ, ১ অ', ২ মায়।

অতঃপর ঈশ্বরের বিশ্ব ব্যাখ্যা করিব।

ধর্ম দ্বারা শাস্ত্রে, অন্তর্ভুক্ত-হত্যা ও মুক্তি-হত্যা করিব। ঈশ্বর মধ্যে সম্প্রদায় অশ্লীল মুক্তি পর্য্যালোচন। অতঃপর ধৃঢ়-নির্ভর নাম মুক্তি।

* ২০ পৃষ্ঠা দেখ।
ভারতবর্ষীয় উপাসনী-সম্প্রদায়।

মুক্তি-লাভ হইলে কোন কারণেই কিছুমাত্র দুঃখ থাকে না। শরীরের সহিত আত্মার সংযোগ-ব্যাপ্ত হইলেই উত্তরাধিকার উৎপন্ন হয়।

অবস্থান যুদ্ধঃসমুহীনায়:

৬ অ, ২ অ', ১৬ সুত্রের উপস্থায়।

শরীর ও মনের বিচ্ছেদই মোহ।

কণাদ এ বিষয়ের নিম্ন-লিখিত সূত্রটি প্রণয়ন করেন।

আয়োত্ত্ব কৌশল আচরণেঃ।

বৈশেষিক দশম। ৬ অ, ২ অ', ১৬ সুত্র।

আদি-কর্ষণ সম্প্রদায় হইলে মুক্তি হয় এইরূপে উক্ত হইতেছে।

চীলকাকারের। অর্বণ, মনন, ভোগাভাস, নিদ্রাধাসন, আসন, আসারাণ, আত্মা, অত্মা-সংক্রান্তি। পূর্বোত্তর ধর্মাধিকার-জ্ঞান ইত্যাদি কতকগুলি বিষয় আক্ষকর্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্তাদি-প্রতিপন্ন আজ্ঞার গুণ ও আর্য্য অবগত অর্বণ বলে এবং কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক দশমে উপযুক্ত স্তব, গুণ, কর্ষণ পদার্থ চিহ্নিত করিয়াছেন মনন বলে। এইরূপ মননই প্রথম আক্ষকর্ষণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

গুণ প্রজ্জ্বলিত কালীকালীন আক্ষকর্ষণ।

৫ সুত্রের উপস্থায়।

(পূর্বোত্তর) হয় প্রথম পদার্থের অবজ্ঞান প্রথম আক্ষকর্ষণ।

এইরূপ অর্বণ, মনন, নিদ্রাধারণ সম্প্রদায় হইলে তত্ত্ব-জ্ঞান জগতে, অর্থাৎ সৌভাগ্য হইয়া আরাম নয় এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান উপলব্ধি হয়। এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য হইলে রাগ-স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হয়। রাগ-স্বাভাবিক হইলে ধর্মাধিক প্রতিরোধে প্রতিরোধ হয়। ধর্মাধিকর প্রতিরোধ উৎপন্ন হইলে আস্তে পুনরায় জ্ঞান-বোধ হয়। তাহা হইলেই আর কিছুমাত্র কোন রূপ দুঃখ থাকে না।

এইরূপ আত্মায়িত দুঃখ-বিনাশই মোক্ষ।

* আলোচনাসমূহ।

অন্যান্য অর্থকাঙ্কন-কৃত বিবর্তন।

বেদে উক্ত হইয়াছে।

† অর্থানান্ত তৎকালিন-কৃত ৬ অ, ২ অ', ১৬ সুত্র-বিবর্তন।
উপক্ষেপনিকা।

ন্যায় দর্শন।

মহর্ষি গৌতম এই দর্শন এবংতি করেন। তাহার অন্ত একটি নাম অক্ষপাদ, যিনি নিমিত্ত ইহা গৌতম-দর্শন ও অক্ষপাদ-দর্শন বলিয়াও প্রচলিত আছে।

গৌতম ঈশ্বরের সম্প্রতি বীকার করিতেন এমন বোধ হয় না। পশ্চাতে সে বিষয়ের একাংশ উপস্থিত হইবে। উত্তরকালীন বৈষ্ণবিক পাঠিতের।

মানুষ ঈশ্বরের অত্যন্ত অতিক্রান্তকর করিতেছেন; কিন্তু তাহার মতে, তিনি জগতের স্মরণ করিতে নন, নিষ্ঠাকর।

তাহাও বৈষ্ণবিক পাঠিতের সাহিত একমতস্থ হইয়া, পরমাত্মার স্বীকার করেন, বিশেষ পদার্থ ব্যতিরেকে অপরাপর সমস্ত পদার্থ অতিক্রান্ত করেন এবং মুক্তিকাব্য চারিটি জড় পদার্থের পরমাণু এবং অবশিষ্ট সমুদ্র জ্বা-পদার্থ নিত্য বিলিয়া বিশ্বাস করেন। বৈষ্ণবিক দর্শনের বিরোধ-মধ্যে সে সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে, অতএব এখন আর পুনর্বিত্ত করিবার প্রয়োজন নাই।

স্থপতিরা যেমন ইঙ্গকাব্য লইয়া গুহ্য নির্ধারি করে, পরমেশ্বর প্রেরণ এম মুক্তিকাব্য জড়-পদার্থের লইয়াই উৎক্ষেপ করেন করিয়াছেন। তিনি আচারীর অর্থাৎ মূল্যায়নের ব্যাপারে তাহার শয়ন নাই, সুতরাং শরীরীর সাদা মৃত্রু, মহু, রাগ, বেদায়ত্ব বিষ্ণুরীন। নাই। জীবের ভাব কৃষণে তাহার ঈশ্বর উৎপত্তি ও অবতার নাই। তাহার জ্ঞান, ঈশ্বর উপন্যাস নিত্য। তিনি যাহা জানিবার ও ঈশ্বর করিবার, একবারই জানিয়া ও করিয়া রাখিয়াছেন।

বৈষ্ণবিক শাঙ্গালী উপলব্ধির পদার্থ সমুদ্র ব্যতিরেকে তাহার শাঙ্গ অর্থ একত্র যোগাই পদার্থের পরমাণু হইয়াছে। পদার্থ শহ সুনিতার অনেকে হেন করিয়া পদার্থের এই যোগাই বুদ্ধি জনন, সবাই মুক্তিকাব্যের মত কোনোটি জড় পদার্থ হইবে। না, তা নয়। তাহার শাঙ্গ একত্র দুর্বল শাঙ্গ।

উচ্ছ তাই অর্থাৎ বৈষ্ণব-প্রণীত বিশেষভাবে উপন্যাস হইয়াছে। সেই বৈষ্ণব-প্রণীত প্রানের একত্র তাহার শাঙ্গ। তাহারই শাঙ্গ, তাহার নিজের তাহাকে শাঙ্গ করিয়া যায়, তাহাকে শাঙ্গ করিয়া যায়। যাহার দাগ কোনো বিষয়ের নির্ভার করা যায়, তাহাকে শাঙ্গ করি; যেমন এক্তঃক, অসুমান, উপমা নিত্য শাঙ্গ।

ঈশ্বর মধ্যে প্রতাক্ষ্য ও অসুমানের বলবৎ শাঙ্গ। অসুমান-বল শাঙ্গ-}

* এখানে কেন্দ্র ঈশ্বরই ছিল, অন্য কেবল ছিল না, তিনি সমুদ্র দৃষ্টি করেন; এইরূপ স্তূর্তিক হ।
দর্শনের প্রধান অংশ। তাহার আদলেন ও তৎসংক্রান্ত বিচার-প্রণালী লইয়াই এই দর্শনের বাণ্য ও গৌরব-রূপে ইহারা।

অনুমানের লক্ষণ সহজ করিব। বলার এই লক্ষণ বলা যায় যে, কার্য দেখিয়া কারণ নিরূপণ করার অনুমান বলে; যেমন কৃষিপতি ধূম রুপি করিবে, তাহার তাহার কারণ-স্বরূপ অর্থ বিভাজন আছে এই রূপে নিশ্চিত হয়।

অনুমানের পৃষ্ঠাটি অথবা তাহার নাম অববাহ। সেই পৃষ্ঠাটির নাম প্রতি-জ্ঞ, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন ও নিগমন। পশ্চাৎ সেই সমুদ্রের উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। তাহার অববাহ অথবা অর্থ ও লক্ষণ লেখা অনেক কারণ এই উদাহরণ দ্বারা তাহার তাংগ্যাঙ্গ স্পষ্ট রুপান্তর পার। যাইবে।

পর্যন্ত ধূম দেখিয়া অর্থের অভিত্ত অনুমান করা হইতেছে।

১—প্রতিজ্ঞা। পর্যন্ত অর্থ আছে।

২—হেতু। কেননা ইহা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে।

৩—উদাহরণ। যাহা হইতে ধূম নির্গত হয়, তাহা অর্থ-বিশিষ্ট; এবং তথাপি বৈশিষ্ট।

৪—উপনয়ন। এই পর্যন্ত হইতে ধূম নির্গত হইতেছে।

৫—নিগমন। অতএব এই পর্যন্ত অর্থ আছে।

ধূম-দেখায় ভায়িন্দর-প্রয়োগ স্থানান্ত এককটি এই রূপে অনুমান-প্রণালী প্রচার করেন। গোত্রের নিষ্ঠা তাহার বিশেষ এই যে, তাহার তর্ক-প্রণালীতে প্রথম দুইটি অবধি বিভাজন নাই। ফলতঃ সে হইতে অর্থের অপরাহ্ল বোধ হয় না। গোত্র-কৃত অনুমান-প্রণালী শোধন করিয়া এই করিলে যে রূপে হয়, এ অর্থে এককটির অনুমান-প্রণালী সাহায্য করে।

কোন জাত বস্তুর যাত্রায় পারা কোন জাত বস্তুর আন-সাধনকে উপরান্ত বলে; যেমন গো-সাধন গবার। এই কলে গোত্র গাজার জাতি বস্তু এবং গবার জ্ঞান বস্তু। যে ব্যক্তি পূর্বের পরিস্থিতি, গবার-পন্থা গো-সাধন সে সহায় এই রূপে কোন অংশ পন্থা দর্শন করে, এটি গবার।

বেদায়ি আন্ত-বাক্যের উপদেশকে অংশ বলে।

অমৃত্যয়: যথ: | |

ঋষি নাট্য। | ১৭ নােট।

* ন্যায়পালী কার্য-কারণ শ্রেত্র হইতে পারিতাপ্তিক অংশ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ব্যাপার ও ব্যাপক। উক্ত উদাহরণ ধূম ব্যাপার ও অর্থ ব্যাপার। কোন স্থানে ধূম থাকিলেও তথায় আর্থ থাকে; রূপান্তর ভাষার ব্যাপক নাই; এই নিয়তে অর্থ ধূম ব্যাপার ও ধূম অর্থের ব্যাপার বলিয়া উপনয়ন হইয়া অভিহিত হয়। অদ্ভুত অর্থের ছোট স্থ্য প্রভাবিত হয়; সাধন ও সাধন। উদাহরণের অক্ষু গাজা এবং ধূম সাধন।
উপক্রমণিকা।

অপর বাক্যের উপস্থাপনের পূর্বে বলা যা দুর্বল, তাহাতে প্রমাণ বলে; যেমন আত্মা, ধ্বংস, মুক্তি ইত্যাদি। নায়শায় ১৬ শতাব্দী একার প্রমাণের বিষয় বিচারিত হইয়াছে।

অন্যান্য রূপের বিষয়ের নির্দিষ্ট করাও নির্দিষ্ট বলে। এই রূপ, সংশয়, প্রশ্নতা, দৃষ্টান্ত, বিতর্ক, সৃষ্ট প্রভূতি অপর তত্ত্ব পদার্থ অর্থাৎ বিচারের অঙ্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে। তথার মধ্যে অনেক গুলি তত্ত্ব-প্রত্যাহার রূপের বিষয় কর্তব্য উপায়।

মোক্ষপ্রাপ্তির অন্যান্যের এই সৃষ্টি পদার্থের বিষয় বিশেষ্য রূপে তাহার আবশ্যক। জানিলে কি হয়? না, শরীরের যে আত্মা নয় এইটি নির্দিষ্ট করিয়া পারা যায়। জানিলে মুক্তিলাভ হয়।

 পদার্থ একার প্রমাণের প্রমাণের মধ্যে ঈশ্বর-পদার্থ পরিপূর্ণ নাই কেন একপ্রাঙ্গণ বিচার। উদ্ভাবনীর নীতির উহার অধিষ্ঠাতা আত্মা শব্দটি জীববাচক ও পরমাত্মা। উহার প্রতিপাদক বিদ্যার ব্যাখ্যা বিশেষ হয়। কিস্তি যখন বিশ-কারণ নির্দিষ্ট দর্শন-শাস্ত্রের একটি প্রমাণ প্রায় করি, তখন প্রমাণের মধ্যে ঈশ্বরের নাম পূর্বে নির্দিষ্ট না করা কোন রূপেই সঙ্কট ও সত্যবিদ্যা নয়। একটি সৃষ্টি ঈশ্বরকে কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য। কিস্তি উহার পর-কারণে ঈশ্বর মূখ্য কৃত কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। পদ্ধতি ঐ উভয় সৃষ্টি যথাক্রমে উক্ত হইতেছে, পাঠ করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে, প্রথম সৃষ্টি পূর্ব-পুনর্বলে ও পর সৃষ্টি সত্যবিদ্যা।

* কাণার এই চারি প্রষ্ঠের মধ্যে উপযোগী ও শরীর পরিস্ফুট করিয়া যুদ্ধ- যত্ন প্রাপ্ত করিয়াছেন। চার্চিকেরা কেবল প্রতাপ এবং সাহা-পদ্ধতির প্রভাব, অস্থায়ী ও শরীর প্রধান ব্যক্তিত্ব থাকেন।

† আশ্চর্যকারীবৃত্তি, বাক্যকর্ম, শব্দের মূল গ্রহণ সৃষ্টি ঈশ্বর-প্রস্তুত নয়। দেখিলে, শশ্র-বিশেষ হইতে অনুষ্ঠান নির্দেশ করিবার চেষ্টা পাইবেন ইহ অসম্ভব নয়।
পূর্বপক্ষ।
ঈশ্বর: আর্য্য মুখস্রোতপ্রাণিবাসী।
নামস্রোত। ৪ অ, ১১ ছ।
ঈশ্বর করণ; কেন না মুখ্য-কূত কর্ম সর্বত্র লক্ষ হয় না।
পিয়াত্ত।
ন, মুখস্রোতাধারে দানানির্মাণ।
নামস্রোত। ৪ অ, ২০ ছ।
না, তা নয়। মুখ্য-কূত কর্ম ব্যতিরেকে কলাপতি হয় না।
অতএব গোত্তম কাণ্ডের নামায় নাভিকতবাদী ছিলেন এরূপ প্রতিপাদ্য ছইয়া উঠে। এদিকে ত নাভিক, কিবু বেদ উত্তরের পরম শিরোধার্য বুদ্ধ। এতো একটি নামায় কোডুরের বিষয় নয়। ভাবিলে বোধ হয় যেন। কাণ্ড ও গোত্তম নামে দুইটি গুণ যুদ্ধ বেদব্যতিরেক পরিধান করিয়া প্রচুর ভাবে ভূঁওলে বিচরণ করিয়েছেন।

* গোত্তম অন্য স্থে ও লিখিতচুনি,
মুখস্রোতাধারে দানানির্মাণ।

৩। ১২২।
পূর্বপক্ষ-কূত কর্ম-কলন জীবের শরীরে পাঠান হয়।
বিশ্বাভিুজাতি উপনীত হই যুহরের চীতক ঈশ্বরে ও পূর্বপক্ষ কর্ম উত্তরকালে অগত্যায় জীবের বাল্য নিবেদন করায়েছেন। কিছু ভাবেই বা কি এক ঈশ্বর পরমায়ু প্রশ্রিত যুধ-পদার্থের অতীত নয়, তাহাতে আহার তিনি জীবের পূর্ব-কূত কর্মের সাহায্যে। বাধ্যতাকে কিছুই করিয়ে পারেন না, এহেতে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কি বহিল, কি এই উত্তর যুহরের উন্নতযুগ রূপ স্থানধারস্ত সরল ব্যাখ্যা অর্জন করিলে, গোত্তমকে নিবৃত্ত ব্যাখ্যা প্রীতি অনেক।

* বোধ শালাতের সহা নামরী বৈশ্বংকৃত্তি বিন্য শালাতের অন্যক বিষয়ে নৌশুস যাচ্ছে। উত্তর শালাতের দোহী, কর্ম-কলন কর্ম এখন ও নামাবিষ্ট নােনি জন্ম হয়; উত্তরের মতোই, অন্য এখন করিয়ে তুষ্প ভোগ করিতে হয়; উত্তরের মতোই, জীবে নিজ নিজ কর্মপ্রাপ্তিকে নামাবিষ্টক নরক ও মুখানাষ্ঠ জীবনে নাকি। দুই পূর্ব্বের গুণ যুক্তি। দোহী প্রকাশ করিব। পরিধান পাইবার উপায়; এবং উত্তরের দোহী, যুক্তি প্রথম পুরুষার্থ ও জীবন।

* বোধকৃত্তের মুখ্য নির্দিষ্ট। বিন্যাসের উত্তর যুক্তি, যোগ, নির্দিষ্ট, অপবর্ণ ও নির্দিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।
উপক্রমিকা।

এই দর্শনের মতো, তত্ত্বাত্মক মুক্তির কারণ। কিন্তু এ শাখে শরীর
যে আত্মা নয় এইরূপ জ্ঞানই তত্ত্বাত্মক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

হীরলিঙ্গরাম তত্ত্বাত্মারহস্যার্থালিপিঃ

নামস্তু। ৪ অ, ৩৮ ধ।

সৌকর্ষণ শোকার্থের তত্ত্বাত্মক আর্থিক শরীরণি যে আত্মা নয় এইরূপ
বিশিষ্ট জ্ঞান৷ বহুলে তত্ত্বাত্মকের নিমিত্ত হয়।

বিশ্বাসঃ ভট্টচার্য স্পষ্ট বলিয়াছেন, নায় দর্শনের মত জীবাশ্রমে
দেহ হইতে তিনি বলিয়া জানাতে বিশেষে বলেন।

অনন্তর নির্দিষ্ট প্রত্যাহারাঘাতকালঃ

নামস্তু। ৪ অ, ১১১ ধ।

অর্থায়ণীর মত দেখায় হইতে ভির জীবাশ্রম সাক্ষাত্কারে বিচিত্র।

সমাধি-বিশেষ অভ্যাস করিলে ঐতত্ত্বাত্মক উৎপত্তি হয়। নৈরায়নেরকে
নিজের প্রাণ কোন সাধন উক্তবান না করিতে। যোগশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া
চেতনে।

নতুন অনন্যমাহামাসাহামাং তীর্থায়োগাত্মানমিদঃ

নামস্তু। ৪ অ, ৩০৩ ধ।

সমাধি-বিশেষের অভ্যাস হইলে তত্ত্বাত্মক ও নায়কাট্রীকার-বিশিষ্ট
সাধক হয়। যুক্তি-জ্ঞানের সময়

এক দিকে বেদ ও বেদস্ত অপর দিকে বেদপঞ্জ ও চার্কার শাস্ত্র, গোতম
এবং কার্তিক দর্শন ঐ উভয়ের মধ্য-স্থল-বর্তী।

দ্বিতীয় দূরবিধিবিশারাং গোত্রাদিত্যাং সাধুক্যাভিমূল্যাবাচক

রুন্ডি।

† ব্যাখ্যাশারাবাদায়।

নামস্তু। ৪ অ, ৩০৩ ধ।

নায়কাদেবের অভ্যাস হইলে তত্ত্বাত্মক ও

শিখনাথ আচার্য নামস্তু-রাধিক মধ্যে মুক্তি-একরূপ বারবার যোগ-
নূতন ও যোগ-ষড় উপদেষ্টা করিয়াছেন।
২৮

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

গোত্তমস্থ ও কণাদ্রুত ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মূল আচর। পরে শাক্তরাজ-কৃত কণাদ্রুতের পাদন, বসতাচীর্য-কৃত লীলাবতী, উদগোত্তমস্থ কৃত বাস্ত তত্ত্বা-পরিশুদ্ধি, বাচ্ছপতিবিশ্ব-কৃত বাচ্ছপতিবিশ্ব-ধর্ম, কেশবরশিশাহ-কৃত তক্ষ-ভাষা, গোবর্ণশিশাহ-কৃত তরু-ভাষা-প্রাকাশ, কোষালকৃত পদার্থ-ধীর্ঘনিষ্ঠা, গঙ্গেশপুণ্যাচর্য-কৃত চিদাম্বিনি, জয়দেব-মিশ্র-কৃত চিদাম্বিনি আচার্য নামক ধর্ম, জয়নারায়ণ তর্কপুঞ্জস্মৃতিকৃত নাভাদ্রুত্ব-বিভিন্ন ইত্যাদি অনেক এছাড়া স্বায় ও বৈশেষিক দর্শনের মত ব্যাখ্যা, সাক্ষ্যিত ও বিচারিত হইয়াছে।

হায় দর্শনের গঙ্গেয় দেশকে ও বিশেষতঃ সরস্বতীর গোপাল নীচ-ব্রূপ স্বাসাধারন নবদ্বীপ তুচ্ছকে জগদ্ধিত করিয়া রাখিয়াছে। এক সময়ে এই স্থানে এই দর্শন ও উহার প্রিয় সহায়ের বৈশেষিক দর্শনের সন্ধিকে অনু-লীলাও সাধারণ আদেশতি সহকারে উত্তেজন উত্তম্ভি লাভ হইতে ছিল। তথাপি অনেকের প্রায়শ্চিত্ত উৎপন্ন ও প্রায়শ্চিত্ত হইয়া বহন্তর প্রায় এতে প্রত্যক্ষ করিয়া যান। পাতিত-প্রবর ময়ূরানাথ তর্কব্রূপ কর্তৃত চিদাম্বিনি-ধর্ম। *, সাত-ঘোষ্ঠি ও কল-সংগৃহীত বিশ্বাস ভাটীচর্চার-রচিত ভাষা-প্রচারণ, বিদ্যালয়-গোষ্ঠ ও সারস্বতের এবং কুশাল- রুপে রমণী শিখরীণা-গণ্ড চিদাম্বিনি-দীক্ষিত, এবং তাহী সহ্যযাগি- অর্পণ গদাধ, জগদীশ, রঙ্কদান, ভবন্দে ব্রূহী-বিবিধ বীরবিন- ধীর্ঘ-ধর্ম। ইত্যাদি নবদ্বীপ সমৃদ্ধ বহুবিধ পুরুষ-রূপে হার-ভাওয়ার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কারী, কাঁঠি, কাণ্ড, পাঞ্জাব এবং সারস্বতী, নানাস্থানের নানানাম্বোদয়ের ইহাতে পরিপূর্ণ নবদ্বীপ-বুদ্ধি সমাগমন পুরৌষ শিক্ষাবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই দর্শনের বিদ্যা ও প্রত্যাশা করিয়া যান।

২৮

মীমাংসা দর্শন।

এই দর্শনের মহিষী জ্ঞানী রিতী। এই নিমিত্ত ইহাকে জ্ঞানী দর্শনও বলিব থাকে। তর্ক-প্রাপ্তার উৎসব করা যেমন ভারতদেশের উদ্ধার, সীমারূপ, আত্ম-বিশেষের অর্থ-সম্পদ্য ও ত্বর-বিশেষে আত্ম ও যুক্তির পুনরুদ্ধর বিরোধ ভাজ্জ করিয়া ধর্ম সংস্থাপন করা এই দর্শনের প্রাণ প্রায়ঙ্ক। তদরূপ আত্ম-বিশেষের তত্ত্বাত্মার নিরূপণ এবং আত্ম-মুক্তির বিশ্বাস সংক্ষেপ কোনরূপ সংশয় ও পুরুষপক্ষ উপস্থিত করিয়া তাহার

* পুরুষপক্ষ গঙ্গেশপুণ্যাচর্য-কৃত চিদাম্বিনি এক্ষণে ধর্ম।
উপক্রমিকা।  ২১

বিচার ও সিদ্ধান্ত করা ছিলো। এই ব্যাপারকে অধিকরণ বলে।  এই দর্শনে এইরূপ অনেক অধিকরণ আছে।

এই দর্শনে কর্মকার-বিষয়ক অভিযন্তর সাবিশেষ আন্দোলন, বিচার ও সিদ্ধান্ত করা ছিলো। এই নিম্নতা ইহাতে কর্মমাংস বলে। ইহাতে সেইভাগে মহাশয়ের পরম প্রশান্তি। বেদান্ত যাহা যজ্ঞাদি কর্ম করিলে, উহা প্রাপ্ত হয়। যথাবিধায় ইহা সকল বর্ণের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্য অন্যা ফল-ফল হবে। তদ্বপি আন্য কোন ফলাফল নাই।

পঞ্চাত্ত কোন কোন মীমাংসার এইরূপ মত একাশ করিয়া নিয়মিত করিয়া রাখিয়া রাখিয়া, পঞ্চাত্ত কোন কোন মীমাংসার এইরূপ মত একাশ করিয়া নিয়মিত করিয়া রাখিয়া। অর্থাৎ যে কোন কর্ম করিবে তাহা ইহাতে অর্পণ করিবে। করিলে মুক্তি লাভ হয়।

এই দর্শনের মত এদের নিয়ম। বেদান্ত যে অংশ যে ব্যাপ্তির কুই স্পষ্টই লিখিত আছে, এবং তাহার নাম শ্রীম ও সমালোচনা বিদ্যামান লোক-সমূহের ভক্তি অন্তর, যাহা রাখেন, কাম কোন, বিদ্বান অন্তর, যুদ্ধ বিবাদ, ব্যাস বাণিজ্য ইত্যাদি অন্তরের প্রকার ব্যাপারের বিষয় মহাশয়ের মত-অনুসারে তাহা অপেক্ষ-হয়, আর্থাৎ কোন পুরুষের কুই নয়, অসাধারণ নিত্য শীর্ষ, তাহার আর্দ্রতার নাই অতুল্য নাই এইরূপ অন্যান্য করিতে হইবে। দর্শনিকার বেদান্তের নিয়াম স্তুপে করিয়া উদ্দেশে শঙ্কা নিত্য বলিয়া শীর্ষ করিয়া রাখিয়া থাকে। সেই নিত্যা শঙ্ক, সমূদায় অনিত্য শঙ্কের অন্তুভূত রাখিয়া থাকে।

* নায়কগোল আন্দোলনের নায় মীমাংসা-মানন্ত্রেক অধিকরণগুলি গাঁথিতে আন্ত; বিষয়, বিষয় (অর্থাৎ সংখ্য), পূর্বপক্ষ, উত্তর ও সন্ত্রাস (অর্থাৎ মীমাংসা)। পঞ্চাত্ত এই পাঁচ অংশের উদাহরণ প্রদর্শন করা হয়, তাহা পাঁচ করিলেই অধিকরণের বিষয় সম্পূর্ণ রূপে পারা যাইবে।

বেদ ব্যাখ্যা করে, ইত্যাদি ঐত্যাদি স্পষ্ট করিয়া, কিন্তু ভাষার-ক্রিয়া লিখিত আছে, ঐযেন ঐত্যাদি করিবে। এখন ঐত্যাদি করিতে বিষয়ের বিষয়ের কর্ম করিয়া। ইহার মীমাংসা-বিষয়ে অন্য প্রাচীন গাঁথিতে আন্তর।

বিষয়।—কৌণ্তী আচার ও স্পষ্ট করণ বিষয়ে শারীরীয় বিধ।

বিশেষ।—কৌণ্তী স্পষ্ট করণ করণ এই সংখ্য।

পূর্বপক্ষ।—উড়া কোন ও ব্যক্তির প্রচলন বিষয়ে প্রবধান করা।

অন্তর।—পূর্বপক্ষ খনন।
Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta;—in what manner is the soul absorbed in the deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother

—

...
&c. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better. Again, no essential benefit can be derived by the student of the Mimantra from knowing what it is that makes the killer of a goat sinless by pronouncing certain passages of the Vedanta, and what is the real nature and operative influence of passages of the Vedas, &c.

The student of the Naya Shastra cannot be said to have improved his mind after he has learned from it into how many ideal classes the objects in the universe are divided and what speculative relation the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear, &c.

In order to enable Your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as above characterized, I beg Your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote.

If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a College furnished with necessary books, instruments and other apparatus.

In representing this subject to Your Lordship, I conceive
myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen and also to that enlightened sovereign and legislature which have extended their benevolent care to this distant land.

* Ram Mohun Roy's letter to Lord Amherst.

† শর্করী কিঃ
উপক্রমিকা

শীতল করা উচিত বটে, কিন্তু জ্ঞান-রত্নের আকর-স্রোত পুরুষক তিনি ভাষার একটি শিক্ষা করিবার উপায় পাকিলে, এক্ষণে জ্ঞান-লাভ উদ্দেশে অপর সাহায্য সকলের সংক্রত শিক্ষা করিয়া কল-মেহপ ও আর-মৃন্য করিবার কিছু প্রদান নাই। ইংরেজীয়েরা কৃতিত্বের

উল্লিখ্য শাহাদী বলিয়া মনের তেজে যে মনোনিঃস্তর সম্বন্ধে মহিমা প্রকাশ করিয়া, এই সেই সৌভাগ্যে নিস্মৃয়েন্তন কেবল ভাষা শিক্ষা করার রাজনীতি শিক্ষা মনে করা উপহারের বিষয়।

এই কারণেই রামমোহন রায় সংক্ষেপ কালেজ সংস্থাপনের পরিবর্তে ইংরেজী বিশ্বাসয় স্থাপন করিয়া। বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন।

তিনি কোনো কালে বিশ্বাসনীতিক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ভারতের শীর্ষ রূপকল্পে হইল। যে সময়ে ভারতবর্ষ অস্ত্রকারে আঘাত হইল বলিয়া হয়, এবং যখন হিন্দু সমাজে ইংরেজীয় বিজ্ঞানের নামোচ্চারণ ধরিয়া মনোনিঃস্তর কি না সম্ভব, এই দেশে সেই অন্ধকারের সময়ে বিজ্ঞান বিশ্বের একাধারে মুখ্য ও উৎসা একাধারে অস্ত্রকার বিশ্বের বিষয়।

সত্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সত্য জুড়ি-জোড়িঝাল যোগার অন্য অধিক নির্দেশ আরস-সরসি বিদেশী বিদেশ করিয়া। এতদ্বর বিদেশ হইয়াছিল এবং পাকিস্তানের তৌমার স্বভাব গতিচ চিত্তে যে নিজ দেশে নিজ সময়ে প্রচলিত সকল কারো কুশ্চার নির্মাণ করিয়া গিয়াছিল ইয়া সামাজ অন্ধকার ও সামাজ সামাজিক বিষয় নয়। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্মোৎসাহে উৎসাহিত হন। সকল অন্ধ পৃথিবীর কাছে তাহার হইতে পৃথিবীর প্রতি আমার সত্যের উৎসাহ হয়। তুমি নিজ প্রকাশ করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের করুণ প্রবৃত্ত হন তখন করিয়া। তুমি নিজের উত্তর পক্ষে যে গ্রামীণ রণশাহ বাদন করিয়া, গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের রণ-কুহল ধন করিতেছে। এই তোমাকে যে আঘাত দেশেও যে নিজ সাধারণ করিয়া আসিতেছে।

তুমি স্বদেশ ও বিদেশিকার ভেঙ্গে ও কুশ্রুত্যার সংস্থার উদ্দেশে আত্মার-স্রোত রণ-দুর্বল হীর পুকুরের পরাম্পর প্রকাশ করিয়াছ, এবং বিদেশীদের সকল বিপক্ষ পরাম্পর করিয়া। নিঃসৃত সমাকল্পে জয় হইয়া রঘুরাম উপাধি রাজা। জ্ঞানে তুমি স্বত্বে তোমার রাজ্য, নয়।

তুমি একটি দৃষ্টির মনোরঞ্জন অধিকার করিয়া রাধিয়াছ। তোমার

* এখন তো বিদ্যমানের প্রকাশে সেইতিমিন্দীর বিমৃদ্ধে হেদন-ভেদ

হৃদয়ের ব্যাপ্তি এখনও উইডার সংগ্রামের লোক বলিয়া পরিচিত করিয়া ব্যাপ্তি আমার সমক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ও মুক্ত করিয়া বিজ্ঞানের প্রতি বিরো ও হিন্দু

প্রকাশ করিয়াছেন। দিয়া! দিয়া! শত্রুর দিয়া!
সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন স্থানে যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তোমাকে রাজ-মূহূর্ত অদান করিয়া তোমার জয়-ধনি করিয়া আসিতেছে। যাহার আবারমান কাল হিস্টে জাতির মনোরোগে নিবিষ্ট রাজরাজি আনিয়াছেন, তুমি তুঃহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজ। তোমার অর্থ-পতাকা তাহাদেরই স্বাধিকার-মধ্যে সেই যে উত্তেজিত হইতেছে, আর পতিত হইল না, হইবে না: নিয়ত একচারেই উত্তরামান রহিত হইতেছে। পূর্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শক্তি বলিয়া জানিতেন, তাহীয় সন্তানের। অনেকেই এখন তোমাকে পরম বল্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দের বল্য কেন, তুমি জগতের বল্য।

“The promotion of human welfare and especially the improvement of his own countrymen, was the habit of his life.”
Rev. Carpenter.

“an ardent well-wisher to the cause of freedom and improvement everywhere.”

এক দিকে আন ও ধর্ম ভূষণ ঘূরিত করিয়া জ্ঞান-ভূমিতে উজ্জল করি-বার যত্ন করিতেছে। অপর দিকে সকল সমাজ বুদ্ধির সম্প্রসার সৃষ্টি উত্তর পূর্ব রাজস্থানের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া মানবিক রাজশাসন-প্রশাসনের সংশোধন ও ভূত-সাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছেন। সে সময়ের পক্ষে

* প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম-ব্যবস্থাপনা করিয়া।
† Miss. Lucy Aikin's letter to Dr. Channing.

ফুল সময়ের ক্লান্ত-সাধন ও বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় রাজ্য-শাসন-প্রশাসনের সংশোধন ও রাজনীতির মাধ্যমে গ্রন্থের প্রধান উদেশ্য ছিল। প্রচলিত হিন্দু দর্শন-লত্তি করিবার সময় বিশ্বকর্মার প্রতিকূল পথে ইংল্যান্ডে আদেশপত্র প্রেরণ করেন; সেই বিখ্যাত দুর্বিচার সম্পাদন উদেশ্যে, ও ইস্ট ইন্ডিয়া। কোম্পানীর চারটার পরিবর্তন সময় তৎসৎকাল বিচারে নিশ্চিত হইয়া যদি রাজত্ববিহীন সাধন করিতে সমর্থ হন এই অভিপ্রেত, এবং বিশেষতঃ ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির আচার, ব্যবহার, ধর্মাঙ্গ বিভবের অনুপস্থিতার্থে, তিনি ইংল্যান্ড গমন করেন। সেই সময়ের সাধারণে একটি মোকাদমা ভারাপার করিয়া তাহাকে তথায় পাঠাইয়া দেন ইংল্যান্ডের উপাধি ও সুস্থান ঘটাই। তিনি যত কিছু তথ্য অর্জন করেন, যত গীতী ঐ সকল মধ্যে ব্যাপার সাধনার্থ ব্যস্ত ও চিন্তিত ছিলেন। ভূতায়
রাজনীতি ও বিচার-প্রণালী সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রশ্ন উপস্থিত। বেদুইন্দ্র কন্তালু নামক রাজস্থানীর কাহিনীর অর্থ দেন এবং সেই কাহিনীর অধ্যায়ে এক অস্ফালনী দৃষ্টিকোণকে পাঠকের কাছে বিচারকর্তা সমাজকে দেন। তাই, তিনি রাজনীতির আধিক্যের মধ্যে পার্লামেন্ট তাদের দিকে বাহিরের উপস্থিত হয়। শাসন-প্রণালী সংক্রান্ত অপারেশন এবং সং-প্রশাসন প্রদান করে এবং ভারতবর্ষের রাজস্থানী বাংলার মানসিক নিষ্ঠার ও উত্তরূপায়ণ শাসন-প্রণালী বিশ্বাসযোগ্য সাবলীল প্রশ্ন সত্যুক্তি বিদ্যমান। যুক্তি ও পর্যাপ্ততা লিখিত বিভাগির নকলের সমগ্রতা একাধিক পুনর্নির্দেশ করে। এই সময় যাত্রাকে, বহরমপুর শাসন ও ভারতবর্ষের বিচার-প্রণালী সংক্রান্ত অস্বীকার পুনর্নির্দেশ করে।

তিনি উল্লিখিত সময়ের অগ্রে আধিক্যসহ মাত্র ভারতবর্ষের লোকের পাড়-পড়ি জন্য অস্বীকার ও বাহুল্য চিত্তে কৃষ্ণকীর্তিতের সংবাদ-প্রণালী প্রকাশ্য করে।

সেই সময়ে পার্লামেন্টের ভারতবর্ষের শাসন পর্যায়ের মূলভূমি নিয়মান্বিত হয়; তিন তদ্বর্তী এক চিত্তের বিভাগ যে, অনেককে সংবাদ-প্রণালী বিষয়েও তা চিত্তে থাকে কিনা নথিক।

ঐতিহ্য এই পুস্তক ও প্রসঙ্গগুলি অস্বীকার হয় না। রাজস্থানী পুস্তকের ঐতিহ্য ঐতিহ্যসমূহের মাধ্যমে অনেক সাহিত্য করিয়াছেন ও ঐতিহ্যের বিষয়কর দর্শনগুলোতে ঐতিহ্যের সমন্বয় না।

“They” (Ram Mohun Roy's Communications to British Legislature) “show him to be at once the philosopher and the patriot. They are full of practical wisdom; and there is reason to believe that they were highly valued by our Government, and that they aided in the formation of the new system.”

Dr. Carpenter.

* “Monthly Repository” of June, 1831.
দেশে এরূপ লোকের জন্ম-আচরণ অবনী-মণ্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল বোধ হয় না।

* যে সময় গৌরপালিণী পুষ্পকীর্তন অফ কাচিং পার্শ্বী কায়া দুই চিন-শিক্ষা বিধি হস্তায় ভক্তি-লোকের বিধি-শিক্ষার চরম নীতি ছিল, সেই সময় যিনি পৃথিবীর প্রাচীন ও প্রাচীন বহুতর প্রাচীন প্রাচীন ভাষায় অনুবাদ ভাষায় ও বিবিধ ভাষায় কীর্তি অনুষ্ঠান বিবেচনা করেনন বিক্ষিত হয় তিনি পূর্ণ ভিড় ভিড় নান।

তাহার সমভ্রম কল্যাণকর বিবিধ পুনর্নতর প্রস্তুত করেন, আপনার দেশ-ভাষায় রীতিভঙ্গ গদাদ্রু-চন্দ্র পথ প্রদর্শন করেন; সেই তাহার বাস্তর-চন্দ্রিত একো। তাহার শিক্ষা-প্রচন্দের উপায় সামাজিক করেন এবং যে কৃষ্ণ শিক্ষার লোকের বুদ্ধি অনিশ্চিতক ও কুঠিকার বিনষ্ট হইয়া। বিশ্বং আল-পথে প্রকৃত স্বয়ং, ইংরেজী বিদ্যালয়-মন্দিরানন্দি ধার সদরে নেতৃত্ব শিক্ষা-স্নাতকী প্রচার করিবার অন্য বিশালিত চেষ্টা পাণি। যে সময় তাহার শাশ্ত্রের অজ্ঞাত ও অজ্ঞাত প্রাচীন কুঠিকার অজ্ঞান হইল। সেই সময়ে যিনি আপনার বুদ্ধি, বিদ্যা ও তেজস্বিতা প্রভোর সুখ্যাতি কুঠিকার পরিভাষা গুরুত্ব সহায়তার আচার, ব্যবহার, ধর্মীয় সংশোধন করিয়া কুঠ-সম্প্রদায় হইয়া, ও সে বিশ্বাস প্রভূত হইল। তোমার শিক্ষা বিদ্যা মন্দিরের নামায় অনুমোদন করেন; যিনি খুদেশীয় প্রাচীন দেশবাসীর ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা ও করণ্ণা-রাগে অভিধান সহায়। পার্শ্বীর শিক্ষা বিদ্যা মন্দিরের নামায় অনুমোদন করেন; যিনি খুদেশীয় প্রাচীন দেশবাসীর ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা ও করণ্ণা-রাগে অভিধান সহায়। তোমার শিক্ষা বিদ্যা মন্দিরের নামায় অনুমোদন করেন; যিনি খুদেশীয় প্রাচীন দেশবাসীর ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা ও করণ্ণা-রাগে অভিধান সহায়।

* পার্শ্বী বাস্তর।

† “The wide field over which his acquirements spread, comprising sciences and languages, which individual knowledge rarely associates together.”

W. J. Fox.
"Strange is it that such a man should have been given by India to the world. * * * * * * Strange is it—but he was not of India, so much as for India."

Rev. W. J. Fox's Sermon.

"Such an instance is probably unparalleled in the history of the world."

Mary Carpenter

সহমরণ-নিবারণ, রাজাধর্ম-সংস্থাপন, শ্রদ্ধাশীল লোকের পদোন্নতি-সাধন ইত্যাদি তোমার কথা সর্বত্র ও কীর্তিত্ত্ব জগত্যাসন রহিয়াছে। না জানি কি কল্যাণমূলী শ্রদ্ধাশীলী কীর্তি সংস্থাপন উদ্দেশে অর্ধঃযুগের অতিক্রম করিতে। কৃত্ত-সংক্রান্তি ও আত্মজাতীয় হইয়াছিলে। তাছাতে মূর্ত-স্ত্রী বুদ্ধিভূষিত সাধু লোকের তোমার অনামনা মহিমা জানিতে পারিয়া, প্রতুলকামন পূর্বক তোমাকে সমাদর করিবার জন্য অতুলন ব্যাপার।

একমাত্র নিবির্দু-শ্রুত্র অপলবন করেন ও তাহাদের বিনম্র বিদ্ধ ও দোষভোক্ত অতিশুন্ত অতিক্রম করিয়া। তাহারা এই তুষ্ক-ধরন, তৃাহ-ধরন ও সর্পের উত্তম-সাধন করিয়া নির্মাতা প্রতিক্রিত্য থাকিয়া; কেবল শ্রীমতির অতুলন যথ, যিনি তৃষ্ণুগুলির অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম সংশোধন ও অন্য দেশের লোকের বিকাশ্যন্ত্র বিদ্ধ ও যত প্রকাশ করেন; কেবল ধর্মীয় পারিভাষন যথ, যিনি স্রোত অধিতে শেষের অধিবাসী ও রাজপুরুষের মধ্যে পরিমাজ্জ না হইলেও, নিজের রুক্ষ, বিদ্ধ। ও ক্ষমতা প্রভৃতি রাজাধর্ম-প্রাণী সংশোধন ও উত্তম সাধন করিয়া মহাশীলী লোকের তুষ্ক-ধরন ও শীর্ষী সমাজনীত অভিত্ত সাহসিকত। প্রাচীন পূর্বকালের চেতুল পালন, ও অসাধারণ উঁচুল-দোহন, রাজনীতিতে, অধ্যয়ন ও পরিচিতী প্রকাশ পূর্বক ঐ সমস্ত অভাবনা বিশেষ চিকিত্সক অনুভূত থাকিয়া। এ সময়ে ও অপনার চিত্ত-কাব্য ভরে যত দুর সম্রাট কৃত-কাব্য হন, এবং যিনি উদ্ধিত-রূপ ব্যতিরেকম কিংবা অপরিমেলে সর্ব-ধ্রুত্যাতিক্ষী, সদাশিতা, শিখরতা ও মিজগাণ্ডু সর্বজনীনকৃষ্ণনাচ্যুত মানুষের দৌভিত-পালন। ভিক্ষা ও তুষ্ক-ভাবন ঘটিয়া, কীৰ্ত্তি উক্তকৃষ্ণঃ না এবং বিশেষতা এরূপ অশ্যায় দেশে আর কখনও অধ্যাশ্ন করিবার প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না। একাধারে এরূপ অশ্যায় একাধার আশ্রয়ন নিহিতনী অজ্ঞাত-কান্তী উপর, ক্ষমতা ও ধ্রুত্যাতিক একম সংযোগ আর কখন ঘটে নহে বাধ হয়।

* আদেশকা গান করিতে।
ভারতবর্ষীয় উপাসনী-সম্প্রদায়।

ছিল। মনে মনে কতই শুভ সংক্রান্ত সংস্কারিত ও কতই দর্শ-ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের কপাল মন। সে সমুদয় কর্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া। আচরিত হইল না।—রুটল।—রুটল।* তুমি কি সর্বনাশী করিয়াছ। আমাদিগকে একেবারেই অনাথ ও অবসর করিয়া। রাখিয়াছ। যাহাতে অষ্টেলো অমৃত-সাদ ফল-রাশি উৎপৎসামান হইয়া। ছিল, সেই আলোক-সামান্য রুদ্ধ-যুগল সংস্কৃতিক কুঠার প্রহর। করিয়াছ।

সেই বিপদের দিন কি ভয়বর দিনই করিয়াছ। আমাদের সেই দিনের মৃত্যুগোষ্ঠী আদ্যুষিত চরিত্রে ও চিরকালই চলিবে। সেই দিন ভারতবর্ষের কল্যাণ-শিরি জনামাতা হইয়াছ। এদেশীয় নবা সম্প্রদায়। সেই দিন তোমরা। নিরাশ্রয় ও নিঃসংহায় হইয়া। রুণজিৎ-শীল্যা শিক্ষা দেয়ার অবশ্য পরিত হইয়াছ। ২০০১ জীব-শীবিগণ। যে সময়ে তোমরা। অপ্রাদশ ও বিশেষের জন্য অপরাধে আর প্রাপ্ত করিয়াও নিজে সচ্ছন্ন মন ও নিরাশ্রয়নয়নে অতাপকাল তঙ্গুল-এলাম এই করিতে পাও নাই, সেই সময়ে যিনি ঐ দুঃখ দ্বিগুণ-রাশি পরিহার করিয়া। তোমাদের সম্পূর্ণ শীতল বিজ্ঞান বাক্তি ছিল, এবং তত্ত্ব রাজ্য রাজ্যীকে অধিতার পূর্ব তোমাদের অবতাস্তরে প্রত্যক রাজপুত্রের নিকট বহন লিখিয়া। বিশেষত। কাতরত্তা। প্রকাশ করিলেন। সেই দিনে তোমরা। সেই কর্মকালী আশ্রয়-ভূমিক আশ্রয়-সাধে চরিত্রের মত বক্তা হইয়াছ। ভারতবর্ষীয় চির-নিজেহ-ভাজন অবলাঙ্গন। তোমাদের অষ্টেলো স্থং-উদ্ভিদ ও বিশেষত উদ্ভিদ-সাধন যাহার অস্ত্রষ্টানের একটি প্রথম সংক্রান্ত ছিল, এবং যে স্থান-শিশুক-কায়িত্বার ব্যাপার অস্ত্রণ হইলে শরীরের শোকিত শুক হইয়া। সংক্রান্ত উপভোগ হয়, যিনি নিতান্ত অযোগ্যতা ও অষ্টেলো নির্গতিত হইয়া। ঐতিহ্যে তোমাদের সেই নিদর্শন আস্বাদন বাণ্ডিক।* ও তত্ত্ববোধ শ্রীমহেশ্বর ও শাক-সংক্রান্ত, আর্থ-নাদ ও ভ্রাত-সারীর নির্গতিক পূর্ব ভারত-মগলের মাত্র-হীন অনাথ বাঙ্গালের সংখ্যা হারা করিয়া যান, সেই সময়ে তোমরা। সেই দ্বিতীয় পুরগ্য দেখতে হইল।

* ইংরেজের অর্থের রুটল। নামক ঝোল রাম্যতির্থ রাজের ঢুটা ও সদাধি হয়।

† Appendix to the Report from the Select Committee of the House of Commons on the affairs of the East India Company, published in 1831.

‡ সম্প্রদায়-প্রথা।
"Being dead, he yet speaketh' with a voice to which not only India but Europe and America will listen for generations."

Fox's Sermon.

"‘Though dead, he yet speaketh'; and the voice will be heard impressively from the tomb, which, in his life, may have excited only the passing emotions of admiration or respect."

Dr Carpenter's Sermon,

pheres.
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সন্তান।

ভাতি তাহার একটি রীতিমত সাধারণ মন্দির প্রস্তুত হয়। তাহার ভারতবর্ষীয়
গণ! তোমরা তো যে মধ্যে মধ্যে ব্যাক্তি-বিশেষের সংগঠন জীবন একত্রিত পরিসমাপ্ত
করিতে অগ্রসর হওয়ার পর, কিশু রামনোহর রায়ের একটি সর্বাধিক সম্পন্ন
প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করিয়া। রেবতিক্ষু মহাদেবের দক্ষিণ ছত্রের দিকে সংশ্লিপণ
করিতে কি অভিলাষ হয় না? শ্রদ্ধালু শ্রদ্ধায় কারণোগন! সকলের অনুসন্ধান
পূর্বক উহার একাধি মূর্তি সর্বাধিক স্নেহের জীবন-চরিত্র সংলগ্ন করিয়া বীর্য
লেখনী সার্থক ও পরিনত করা। এবং পরমাণু তাহার খণ্ডের লক্ষ্যের একাংশ
পরিশোধ করা। কি অভিলাষ উচিত বোধ হয় না? আমরা কি অকুতূপ! কি নরমত?

আমূলিকী কথস্ব-স্বরূপ ব্যতিরেকে তোমরা সত্য বটে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান পাঠকর।
যিনি ভারতভূমির দৃষ্টি হওয়া ও শুভ-সাধারণ প্রাঞ্ছল মন, দন সমর্পণ করেন
“মানব-স্কুলের হিত-সাধন করাই পারম্পর্যের যথার্থ
উপাসনা” এই মাধ্যমে সামাজিক পরম-রত্ন পারস্কিপ বৃত্তি যিনি সত্য আলোকের
আদেশ দিতে নির্দিষ্ট সময়ের মনোক্ষণ তাহার পুষ্ট প্রদর্শন করেন, যেখান অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈষীতা পালনের একত্র সংযোগ তুলনামূলকের আর কখন দৃষ্টিপথের এলাকা বোধ হয় না, যিনি একাধারে সৌন্দর্য এই সময়
গল্প গল্প পূর্বক মানব জীবন মহৎ মূল্য কল্পনাকর কিভাবে মূর্তি করতেন এবং
ভূ-স্বরূপ সমাজ ইত্যাদি ও আমেরিক। ভালো পূর্বক যে অসামান্য পুষ্টের
মিঠাই উপাসনা ও পরামর্শ প্রাপ্ত করিয়া কৃতার্থ হয়, মনের দ্বার
উক্তিপর্যুক্ত উচিত সত্যের অষ্টাদশ সহস্রাব্দে যাহার ও-বন্ধন ও মহিমা
কীর্তি করে, যাহার সূর্যা-শুভকর উদার চরিত্র অদ্ভুত-সর্দুক্ত অনন্ত
করিয়া। অসাধারণ সহিত তাহার অনুক্রম প্রার্থনা করে, এবং এক
সময় যাহার সহিত সহবাস ও সদাস্য বহুলুভা সম্পত্তি বিশিষ্ট
করিয়া অন্তর্ভুক্ত যার পর নাই আর ও ঐতিহ্য একাশ করে, ও
পরে যাহার সেনভাবে শোকাতুলু হয়। হৃদত ক্রেশানুভব পূর্বক
বিলাপ ও কৃত্তিন করে, উল্লিখিত কথাগুলি তাহারই পৃথি-প্রাঙ্গ বলিয়া
আমাদের ক্ষমা করিতে।

এখন, বেদ-গ্রন্থ হিসাবেই আবেদন কর। তোমাদের প্রাচীন মীমাংসক-
গাণ অর্থাৎ লেখনী মীমাংসকারী পূর্বকালীন আচার্য্যাণ না আবরণেই
মানিতেন, না দেবতাই স্পীকার করিতেন। তাহার নির্দেশ ও নির্দিষ্ট।

* * *

এক্ষেত্রে রামনোহর রায়ের গুণ-গ্রাম-সমকাল যে কলেজকে কথা
_বিস্তারের লিখিত হইল, রেবতির কারণে ও বিশেষত যেখান কারণের
কর্তৃক নির্মিত তদৈ জীবন-সংকল্প পাঠ করিতে দেখিয়া, তাহার সন্দেহের
ব্যাপ্তি কমিতে পারে বাইতে।
উপকৃত্ত্বিকা।

যে বীমাণ্ডায় বাণী-বক্তার কলকাতার বাবাস্থ আছে এবং সেই বিষয়-রেখার বিষয়, বিশেষ ও কলকাতা বিষয়-বিশেষের বিচারিত হইয়াছে, সেই বীমাণ্ডায় ধর্মন বে নাকুকেরাতা একে গুলীয়ে আপনতঃ অনেকে বিশেষের হইবে বোধ হয়। কিন্তু একত্র অনুষ্ঠান হইবার সময়কালী নাই। বীমাণ্ডায় পরিচর্বর, বিশেষতঃ আটাটকের বীমাণ্ডায় দুষ্প্রতি, মুক্তলঃ ও সুপ্রতি দর্শন অধিক অপারাস্বর করিত। গিয়াছেন। পঞ্চসংখ্যা তামিনিহরের ভাষায় বেদ প্রাচীতের অর্থে, পঞ্চদেশ এখানে কি না এই বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে, ভাষারের শব্দ বুদ্ধি বুদ্ধির কথিত অমৃশ্রুত অনুসারে উত্তর করিতে পারেন।

‘প্রথমের এখন: মজ্জনি।’ দুর্দশ্য সমাধানবান।
ঝাং স্মার্তে-সুপ্রতি। সমস্ত মধ্যাঞ্চলের দুর্দশ্য সমাবস্থাগতের নচেয়া শুদ্ধ।

এই শক্তিকে সমর্পণ, অনুপস্থিত অর্থাৎ কোন পুরুষ কর্মকর্ম মহৎ নয়, সেই পুরুষ সমস্ততাতাতাত্ত্বিক পুরুষ বিদ্যমান নাই। যদি বল, সমাধ্যকারী পুরুষ বিদ্যমান নাই কেন? তাহার উত্তর এই যে, সে বিষয়ের প্রত্যেক অমন্ত্রণ নাই। প্রত্যেক অমন্ত্রণ না থাকিলে, অনন্ত অন্ত্যণের সম্বন্ধে থাকে না।

পুরুষই এই পুরুষ উপস্থিত হইয়াছে যে, কেবল সমাধ্য নয়, এই দর্শনের মতে দেবতাও নাই বলিলে বল যায় যাবতীয় বেদ-সর্বনাম; শত্রু-বিশিষ্ট নয়। বীমাণ্ডায় দর্শনে এই অভিপ্রায়ের উপযুক্ত বুদ্ধি-প্রাধান্যের কৃতি অনুসারে নাই। যদি ইন্দ্রের নিজেদের অন্ধকারের অধিকাংশ করিয়া হঠাৎ বা প্রতিকূল অবস্থাতে অধিকাংশ হইতেন, তাহ। হইলে এই প্রতিকূলতার তার-বলে ঘটে ও প্রতিকূল একবারের তৃণাণম হইয়া যাইত।

জৈমনিহরে, শব্দ ধারিতে ধাবনদারা, মূলান্তিক ভূমি-কুস্তি, সোনাভূত ভূমিকালা, পার্ষারিতি কুস্তি মহামলিন, ভীমকালি কুস্তি শীলায়, দাতানাল-কুস্তি সায়ালবিদ্ধি, মধ্যবাচ্চার্য্য কুস্তি নায়-মালাবিছার ঈত্যাদি বহরের এখুন্তে এই দর্শনের মত প্রতিপাদিত হইয়াছে।

* যেমনকো বিষয়-বিষয়ের যে অর্থ-বিশেষ বিশিষ্ট অাছে, সেই শব্দ ও অর্থের ঐক্য সহযজ্ঞ।

†পুরুষকে উপস্থিত হইয়াছে, বীমাণ্ডায় মতে একটি বিষয় শব্দ সকল অর্থাত শব্দের অক্ষর-অক্ষর অাছে; কেবল কেবল সেই পুরুষেই এবং বলেন।
ব্যাখ্যা হইতে জগতের উৎপত্তি, বিভিন্ন ও বন্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

অন্বেষণ হয়:।

ব্যাখ্যা হইতে ইহাতে এই জগতের জন্ম (অর্থাৎ উৎপত্তি, বিভিন্ন ও বন্ধ) হয় তিনি ব্রহ্ম।

ব্যাখ্যার ভাষার হইতে রস্ম রস্ম লক্ষণ বলে। তিনি সত্ব-সর্বশীল, জ্যৌর-সর্বশীল ও অস্তিত্ব-সর্বশীল। তিনি অমৃতীত, অর্থাৎ উস্তাহ। তিনি অস্তিত্ব নাই। তিনিই সত্ব, অস্তিত্ব নাই। যেমন রাত্রি-কালে সন্ত্রাস। রাত্রি দেখিলে, সর্ব বলিয়া কেন হইতে পারে, অথবা

* বৈধবিশারদ পূর্বে বীমাংস এবং বৈদা-সর্বশীল উত্তর বীমাংস বলিয়া প্রাগোচ্ছ আছে। বৈবাহিকদের মধ্যে প্রাগোচ্ছ বীমাংস নামে দেখা যায়। বীমাংস তথা বীমাংস এবং পশ্চিম বৈদা-সর্বশীল প্রাগোচ্ছ হয় এই প্রাগোচ্ছ ব্যাখ্যা হইতে পারে, অথচ বীমাংসদের মধ্যেই বৈদা-সর্বশীল বীমাংস, ব্যাখ্যা নামে বিদ্যমান আছে। (বীমাংস ৫ পৃষ্ঠ)

এই উদাহরণ লক্ষানোর্ধ্বে বলিয়া দেন করিলে, এবং বিশেষের একটি অক্ষর অংশ হইতে যায়। কিন্তু বেদাদের বীমাংস ও বৈদাদের নাম, তিনি তাহ নাম। বীমাংস দের মূলে অন্যতম প্রশ্ন হইতে পারে। বীমাংসদের অনেক ব্যাখ্যা প্রাগোচ্ছ ও প্রাগোচ্ছ ব্যাখ্যা লক্ষিত হইতে থাকে। বীমাংসদের অনেক নাম ব্যাখ্যা নাম ও বীমাংস ব্যাখ্যা নাম এবং বিদ্যমান অনেক ব্যাখ্যা সমাধিতে উঠে পাওয়া যায় না। এই বিদ্যমান বিদ্যমান বস্তু নাম বর্ণ করিয়া অর্থাৎ নাম করিয়া, এই বিদ্যমান নাম দেশ এক সময় ও এক সময় বহু বলিয়া করিয়া

বীমাংসের। ১ পৃ, ৩১ পৃ, ৩২ ও ৩১ পৃ; ১ পৃ, ৩১ পৃ, ৩১ পৃ ইত্যাদি।

বীমাংসের। ২ পৃ, ২ পৃ, ১১, ১৩, ১৪ পৃ ইত্যাদি।

কেনকারা ব্যতিক্রম করেন না একথা হলে এইটি বাঞ্ছিত হয়, তিনি সামান্যকরণে করেন। কেননা, একথা নামে ব্যাখ্যা করিতে পারে; কেননা, একক কারণে ব্যাখ্যার বাক্যে, সূত্রকরণ হওয়া সম্ভব নয়। এই বিশ্লেষণ উদ্ধৃতি বাক্যের অর্থভাব হওয়া ব্যাখ্যা। ইহাতেই আর্যাঙ্গ-নিক্ষেপন বলে। পুরাতন এই সমাধানে চরিত্রের সামাজিকের বীমাংসের এই সমাধান সামাজিক করেরটি প্রবেশ পাইয়া করেন।

বীমাংসের। ২ পৃ, ৩৯ পৃ; ৪ পৃ, ২৫ পৃ; ৪ পৃ, ২৭ পৃ।
দ্বিতীয় তারিখে, রজ্জু বললো যে তার জাহিদ পারে, সেই জন্য সং-শরণ পরবর্তী বিদ্যমান আছেন বললো। জগতও বিদ্যমান আছে এই রূপ অব হইতেছে।

বিনি কোন সাংখ্যে অধিক করেন, তিনি তাছার কর্মসূচি করেন। অথচ যে স্থানে ঐ সাংখ্যে অধিক হয়, তাহাতে উপাদান-কারণ। কলসীর সংযোগ করিতে হইবে ও মূল্য চাহিদুর উপাদান-কারণ। এরূপ উপাদানকে পরিমাণ-উপাদান বলে। এখন একাংশ অধিকতাত্ত্বিক অর্থে পরিমাণ- হইয়াছে, তার কিছুই ছিল না। অভিব তাহাকে জাগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ের কারণেই বলিতে হয়। কিন্তু তিনি নিত্য পরিণত অর্থ বিলুপ্ত হইয়া জগত উৎপাদন করেন নাই। অতএব পূর্বকালী উদাহরণে মূল্য কলসীর পরিমাণ-উপাদান, তিনি জগতের সেরূপ পরিসমাল-উপাদান হইতে পারেন না।

পূর্বকালী লিখিত হইয়াছে রক্ষিত সন্ধ-হেরে দত পরবর্তী জগদ্ধান্ত হইয়াছে। রক্ষিত সন্ধে ও পরবর্তী জাগতের উপাদান বলিতে হয় তাহার সমস্তই নাই, কিন্তু এরূপ উপাদানকে বিবর্ত-উপাদান বলে। পরবর্তী জাগতের বিবর্ত-উপাদান কারণ।

এই ঘটনাকেই মায়াবাদ বলে। বেদে অর্থ সংহিতা ও ব্রাহ্মণে এ ঘটনার কোন নিয়মের দেখিতে পাওয়া যায় না। উপনিষদ-তাত্ত্বিক বেদান্ত-দর্শনের প্রধান প্রমাণ। তাহাতে পরবর্তী জগতের উপাদান-কারণ বলিতে হয়।

* বেদান্তের ভাষার এই রূপ জনকে অধ্যায়ানপ বা অধ্যায়ন-ন্যায় বলে।

অধ্যাপন হয় বর্তমান যুগের শত্রুবিন্দুস্ত অধ্যাপক: অধ্যায়ন।

বেদান্ত

রক্ষিত সন্ধে অংশ তাহাতে বেদে সন্ধ-মধ্য, সেই রূপ আর পরবর্তী জগদ্ধান্তকে অধ্যায়ন বলে।

আর বেদে ঐ সন্ধ-মধ্য দুর্লভত মানে রক্ষিত মধ্যে সেই রূপ, তাহই সন্ধী মানে ঐ সন্ধি মধ্যে নিষ্ঠুর হইয়া পরবর্তী প্রদর্শনের ব্যতির্ভুত থাকে। বেদান্ত- মাসিন্দ বা পরার ন্যায় বলিতে উপলব্ধি হইয়াছে।

• অধ্যায়নায় অধ্যায়ন যুদ্ধের শত্রুসমূহ ব্যাপক অধ্যায়ন আয়ন অধ্যায়ন অধ্যায়ন অধ্যায়ন।

বেদান্ত

বর্ষ রক্ষিতে সন্ধ-মধ্য, তবে সেই বিনষ্ট হইলে বেদে রক্ষিত মধ্যে সেই রূপ, সেই রূপ পরবর্তীতে বে সমান-মধ্য অহিয়াড়ে, তাহা দুর্লভত জনতি, অন্যদিকে কথা থাকে। ইহাতেও অধ্যায়ন বলে।
বর্তমান হইতেছেন *, কিন্তু মায়াবাদের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। অপেক্ষাকৃত বৈদিকতাতেও এ মতটি অবস্থিত করেন নাই। বেদান্তচর্চা এই দর্শনের অধিক ছাড়া; তাহাতেও মায়াবাদের অসঙ্গ নাই। উত্তরকালীন শহরার-চুর্য প্রভূতি ব্যাপক বৈদিকতাতেও উহা উদাসন বা সংগঠন করিয়া বেদান্ত-দেশে বিনিবিশিষ্ট করিয়াছেন। বৌদ্ধগৰ্ভের শাক্ত নিঃস্ব এইরূপ মত প্রচার করেন; তাহা ছইতেই ইহা হিন্দুধর্মে অবতীর্ণ হওয়া অসংখ্য নয়।

মায়া পরব্রহ্মের শক্তি-সরূপ; তিনি মায়াবিষ্ক হইলেই জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু মহানাথের তিনি আর ভিনা-মুক্ত-শক্তির বলিতে উল্লিখিত হইতেছেন। বৈদিকহিতে একটি উপমা দিয়া। এই দুইটি পরস্পর বিকৃত কথার সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন। যেমন রূপ-শ্রোতির অভাবের দিয়া। উহা অন্তর্সুত মহাসন আকাশ বর্ণন করিলে, সেই আকাশ খণ খণ দেখায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হই না, সেইরূপ রূপ মায়াবিষ্ক হইলেও বাস্তবিক অবচিত হয় না; তিনি যেমন এভাবেঃ পূর্ণ ও মুক্ত-সরূপ, বাকুল যাই থাকেন।

২২, মূল সূত্রধারী সরূপ নির্ণয়, নির্দেশ, নির্দিষ্ট ও বিচিত্র-সরূপ। তত্ত্বোদ্ধার হইল তাহাই হইল, তিনি আর জগত-কর্তা বলিয়া উল্লিখিত ছইতে পারেন না। তবে তিনি সর্বনিবাস সর্বস্বদী বলিয়া বে উহা হইতেছে, তাহা আরোপ মাত্র; বাস্তবিক সরূপ নয়। যদি জগতের স্থিতি ধিক্কা হয়, তবে আর স্থিতির কিরূপ সত্যে? এ সকল বিষয়হর্দ হায়া পুষ্টিকন্তু অধ্যায়ের নামায়নারে উহা অার বিশিষ্ট বিরুদ্ধে বাকুল করা হইতেছে। তাহা তিনি অর্থাৎ, অন্তর্গত অধ্যায়, এই অধ্যায় শিক্ষী, নির্দেশ ও বাকুল মনের অভ্যাসির বলিয়া বে উহা হইতেছে, ইহাই উহার প্রকৃত সরূপের বর্ণন।

মায়া বাস্তবিক পরব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়। এই উভয়ের অভেদ-জ্ঞান সাধারণ পুরুষের অনুভূতি এই দর্শনের প্রয়োজন। “আয়ত্ত স্বভাব” অর্থাৎ এই জীবগুলি, “কলঙ্ক প্রভৃতি” আধি িত্ব, “দুঃসুস্থি” তুলি সেই রূপ এই রূপ হৃদ-রক্ষার অভেদ-প্রতিপাদক কতকগও হায়া উপনিষদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এই সকল বাকুলকে মহাবাক্য বলে। এই রূপ
উপক্রমণিকা । ৪৫

মহাবাক্য সমুদায়ের অর্থ চিন্তন পূর্বক জীব-ব্রহ্মের অভেদ আন করাকেই তত্ত্বাদিন বলে। এই জ্ঞানের উদয় হইলেই জীব-ব্রহ্ম আর প্রত্যেক থাকে না। “অস্ত্য ব্রহ্মাণ্য” অর্থাৎ আমাদের ব্রহ্ম এই রূপ প্রাঙ্গন নিশ্চয়ই কেবল চৈতন্য-স্রোত ব্রহ্মাণ্যেরই সম্পূর্ণ থাকে। এই অবস্থা হইলেই মুক্তি-লাভ হয়। ইহাকেই নির্দিষ্ট মুক্তি বলে।

ঈহারা একেবারে এক জন আনাত্মানে অসমর্থ, ঈহারা প্রথমে একেবারে অর্থাৎ ও কার অবলম্বন পূর্বক পরমাত্মার উপাসনা করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা আছে। মাণুষকোপনিষদে এই উপাসনার সবিত্রী বিবরণ আছে। এই উপনিষদের সমগ্র তাত্ত্বিক এই যে, জীব-ব্রহ্ম, ধর্ম, হৃদয় এই তিন অবস্থার অধিকাংশ ও স্বীকৃতি-রূপ-কারণ অধিকাংশ-স্রোত পরমাত্মাই এইদের প্রতিপাদ। এই একেবারে অর্থাৎ ও কার অবলম্বন করিয়া ঈহার উপাসনা করা হৃদয়লাভিকারী ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় পক্ষে অগ্রণী কর্তব্য।

ঈহারান্ত ইচ্ছিতকৃত্তান্ত পরস্পর।
ঈহারান্ত স্মৃত্তি মন্ত্রাঞ্চলে মহাশীতে।
কোপস্বরূপ ২১৭।

এই অর্থাৎ এগুলি অবলম্বনই সেই অবলম্বন। ঈহাই পরম অবলম্বন।
এই অবলম্বন অত হইলে, মাণুষকোপনিষদে গিয়া পুজিত হন।

মখানি ধর্ম: গরোম্মাজ্ঞা ব্রহ্ম তত্ত্বাবধিতে।
অমাত্সত্ত বিষ্ণু যোগদানে যত্নে।

মুদূকোপনিষদঃ ২.২.১৪।

এই গ্রীষ্ম–স্রোত, জীবায়ত শুষ্ক–স্রোত এবং ব্রহ্ম লক্ষা–স্রোত বিপদে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব এই মাণুষ হইলে পরবর্ত্তির স্রোতের জীবায়ত শুষ্ক করিবে, এবং শুষ্ক লক্ষা হইলে পরবর্ত্তির শুষ্ক করিবে, এবং ব্রহ্ম দ্বিদ্বেশে বিপদে অর্থাৎ তাই হইলে ধরিবে।

রক্ষপালনরূপে অনুষ্ঠান হইলেন, শব্দ, দিন, উপম্যা, তত্ত্বিক্ষ ও সাদ্ধিক্ষ অভ্যস্ত করিতে হইবে।

মন্মথায়ত্র: সামাধান্ত ও তত্ত্ববিদ্যাকৃত্তবয় তদনন্তরে নামায়ত।

নেবাতস্ত্রী। ৩ম। ৪র্থ। ২৫শ।
অন-লাভনার্থ শাম-মাণ্ডিবিশিষ্ট হইবে, কেম না শাম-মাণ্ডিব অন।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

সাধনের অধ-স্বরূপ এই নিরিখ তাহার অনুরাধা অবশ্য কর্তব্যা বলিরা বাবহা দেওয়া হইয়াছে।

অন্তরিক্ষের অধিকাংশ সময় করিতে পারিত, বহিরিক্ষের শাসন করিতে পারি অনন্তভাবের সময় করিতে শয়ক ভাবে করিতে উপরিতি, শীতোষ্ণ সময় করিতে তিনিক্ষ, এবং আলসা ও একাদিপল্প্পতার উপরকর্ম রূপস্থ একাদিনে পরবর্তি চিন্তন করিতে সম্ভাব্য হইয়াছে।

একটি বিষয়ে বেদান্ত শাক্তের সমষ্টির ঐতিহ্যে দেখাশুন পাওয়া যায়।

নেও এই বেদান্ত শাক্তের সমষ্টির ঐতিহ্যে দেখাশুন পাওয়া যায়।

বর্ণা-মাচার পরিবার গণিতলে, বহির্বর্ণ-সাধনে অধিক ধর্ম করিতে না চাইলেও, ব্রহ্ম-ক্ষেত্র বাক্যের তত্ত্বানু-সাধনে সম্পূর্ণ অধিকার ধর্ম। অনন্ত অগন বর্ণ ও আকারের উপরূপক ধর্মানু- শীলনের ইচ্ছা হইলেই, সে বিষয়ে সম্ভাব্য অধিকার হইবে।

অনন্ত মাল্য ও নামে।

বেদান্তশুদ্ধ। ২৬। ৪লা। ১২২।

বর্ণাল্পাতবর্ণ পরিবারে গণিতলে, বহির্বর্ণ-সাধনে অধিকার ধর্ম।

কেন না রূপক মাচারী প্রতিজ্ঞ বর্ণাল্পাতবর্ণ বাক্যের উপরের আলোচনা হইয়াছে দেখা সৃষ্টি।

ইহার অর্থে অন্য একটি বিষয়ের বিষয়ে ব্যাপ্তির অনুমোদন তারুণ প্রকাশ নাই হইতে পারিত হইয়াছে।

* কেন আন-সাধনের নবে কেন? পরমহস্ত সমানের মতে সম- মানি-বিষয় না হইলে এ শচুর্থ অধিকার হয় না। যাহি নাম-বলাগাদি অধীন করিতে বেদান্ত জানিতেন, ইহ অবশেষে ভাবার কথা ও নিবিষ্ট কর্ব পরিবারে পুরুষ বিষয় প্রবৃতি দৈবিকভাবে অনুবৃত্ত হইবার ইহার পাপ-কাজও চিত্ত-শ্রবণ শুনিতে হইবে, এবং ইহার সাধন-চালকের অধ্যায় প্রবৃত্তির চালকের সাধন নৈতিক হইবে, তিনি এই বেদান্ত-শাশ্নে অধিকারী।

সাধন-চালকের।

(১) বিদ্যাসিদ্ধ-বিশ্ববিভিন্ন অবহো খ্যাতিতে শিক্ষা এবং অন্য সমাদৃত নিত্য অধিক এইরূপ বিশ্বাস।

(২) বেদান্ত-সুশীল-বিশ্বাস অধ্যায় এতত্ত্বিক ও পারমাণবিক ধৰ্ম-তীক্ষ্ণ বিশ্বাস।

(৩) প্রায় সমাদৃত গুহা-সাধন অধ্যায় শিক্ষা, শিক্ষা, উপায়, ত্রিতিক ও সমাদৃত উপায়-নির্দেশ হইবে একাধিকৃত এবং অন্য অধ্যায় ওয়া- দেশ ও বোধত্ত্বি শাস্ত্রে বিখ্যাত।

(৪) সেনাপতিপাল।

এই চালক সাধনে সাধন-চালকের বলে—পরমহস্ত সাধন-কুক্ত বলেজন।
ঔপকৃতিকা।

বলবাচন্ত্য তন্মারিয়ানানু।
বেদান্তস্থ ১৪ অ। ১ প। ১১৩।

যে স্থানে ও যে সময়ে মন বিষ্ট হয়, সেই স্থানে ও সেই সময়েই উপাসনা কর। বিশেষ করে, যে কোন রাগোপাসনায় দেশ-কালাদির বিচার নাই।

বিশ্ব ও বিশ্ব-কারণ অন্তর্গোত যদি বলে কোন মনঃস্থলিত মহতী উক্তির অন্তর্গত না কেন, সংগঠনের দৃঢ়-সারিপর পরামর্শ-চিন্তা। অতিযশ্বর করিতে সমর্থ হয় না এবং বিশ্ব-বিশ্বাসিত দৃঢ়-দৃঢ়-ষট্টত সমস্যাদু-পুরুষেও “এবং না হইয়া ধ্রুবতে পারেন না।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে তাং সাংহ-পাণ্ডিতের অংশে শ্রীশ ও রাজের সত্য-হৃদের ইতি বিশেষ দেখিয়া। অন্যান্য অনেক দর্শনিক পাণ্ডিতের প্রায়োগ সৃষ্টির অর্থের এতি মৈল্লা ও সমায়া দেওয়া অর্থন করেন।

বৈদিক পাণ্ডিতের তাহার নিরূপিত রূপ অন্তর্গত নিয়ম গিয়াছে।

কৌতূহল কর্ত্তিযুগের শুভানাং ফলভোগ করে; পূর্ব অথে যেরূপ করভে করে, পর জনে সেই রূপ ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব পরমেশ্বর

নিরপেক্ষ হইয়া নাড়ি যাহা করেন না; তাহার দেই সমস্ত দৃঢ়-দৃঢ়-সারিপর হইয়া কার্য করেন, অথব তাহার যেরূপ করভে করে, তদনুরূপ দৃঢ়-দৃঢ় বিশ্বাস করই।

ধাতেরাহোমো বিবা সুচিত নিমিত্তীত। কিয়িক্ষত সুচিত শেষবাচনায়েদলেন সুচিত বহাত। অতঃ কুজ্জবামায়ি-ধর্মায়িজ্যা বিবা সুচিতি শ্রীপতির নামকৃত্ত্বালিয়াতঃ। শুংহ-জুনু ধর্মশুদ্ধ: বশা পরশুজ্যাতিনি বাবিবারবিরহীষ ধারনয় করার ভব্য শ্রীত্তি বাবিবারবিবিশেষে ততস্তত্ত্বগতান্ত্রিয়-ধারায় মায়াপ্রায় ধারায় করার ভব্য শ্রীবাববারবিবিশেষে ততস্তত্ত্বগতান্ত্রিয়-ধারায়।

ধাতেরাহো বিবা বিশবলেট আলোচনা রূপতি।

শান্তিবিক ভাষা। ২শ, ১প। ৩৪ জুলাইর ভাষা।

* যদি পরমেশ্বরের দয়াও অন্তর্গত হয় এবং বিশ্বাস অন্তর্গত হয়, তবে সংগঠনের নাথে কেম এই সমস্যায়।

† ২ পৃষ্ঠা মেহ।
ঈশ্বর সাপেক্ষে হইতেই অসমান হইতে করিয়া থাকেন। যদি বল, কাহার অপেক্ষা করেন? আর বলি, ধর্মধর্মের অপেক্ষা করেন। স্থজ্ঞান প্রাণিবেণির (পূর্ব-কূট) ধর্মধর্মীয়ামুসারে এই অসমান হইতে হইতে থাকে। ইহাতে ঈশ্বরের অপরাধ নাই। ঈশ্বরকে মেষের মুখ দেখিয়া থাকেন। বেহ, মেষস্মৃতি তীব্র-বাড়ি যুদ্ধ-সাধনের সাধারণ কারণ, আর তীব্র-বাড়ি সম্পদের বলের পরপর সমান হয় না, তাহাদের বীজগুলি শক্তি-ভেদে যেমন তাহার অসাধারণ কারণ, যেইবুঝি, ঈশ্বর দেব-ইহুদিয়াদের সাধারণ কারণ; আর সেই দেব-ইহুদিয়াদের অবস্থা যে সমান হয় না, তাহাদের নিজের কর্ম কর্তৃ তাহার অসাধারণ কারণ। এইরূপ সায়েন্ত অবস্থা, ঈশ্বর ব্যবস্থা ও ক্রীড়া দেখিয়া দূর্দায় হইতে পারেন না।

বৈদানতিকদের বিচার-প্রণালী একমাত্রে অপারাধ না করিয়া, সাংঘাতিকতার এই কারণ এরূপ প্রভূত করিয়া পারেন, জীব যে সময় প্রথম হইল, যে সময়ে তো তাহার পূর্ব-কূট ঝুঁকিতে থাকে। কোন রূপই সম্ভব না। অতএব উদ্দেশ্যে যুক্তি করিয়া চক্ষ ঝুঁকিতে পারে? বৈদানতিকদের বলেন, ঈশ্বরও অন্তিমে তুলেও অন্তর্ব। ইহাতে সাংঘাতিকতার এইরূপ বলিয়া পারেন, যে বহু প্রথম হইল, তাহা আবার অন্তিমে এ কারণ স্বর্গের সুখ ঝুঁকিতে পারে। বিশেষতঃ বৈদানিক মতের প্রাকৃত উপনিবেশে স্বাভাবিক লিখিত আছে, যে এক মাত্র অদ্বৈত-ব্যপার পরমমাত্রই বিদ্যমান ছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ সত্তা করিয়ান।

ফলতঃ অত্যন্ত বিষয়ে তরক উপস্থিত করিয়েই রুক্তিবিপাক ঘটে। উঠে। যে বিশ্ব অজ্ঞেয় ও অশ্রমস্তচিন্তা, তাহা জানিতে ও নির্দেশ করিয়ে গিয়া, যাতে বিপদপত্র হইয়া পড়ে। লোকে পরমাত্মারকে একটি অসাধারণ আচরণ দেখায়; যে মুখ করিয়া এই বিপদ উপস্থিত করিয়াছে। রোমানোস্ক-রাজা বিবর্ণের অবিন্যস্ত-ক্ষুদ্র-রক্ষিত। সীমানা বিবর্ণ মুসলমান ধর্মের বিষয়ে যে লিখিত কথাটি আদেশ করিয়াছেন, নিরক্ষা তবে কিজাতু স্বত্ত্ব। এমন অনেক ধর্মের বিষয়েই তাহ। নিয়োগ করিতে পারেন।

"They struggle with the common difficulties, how to reconcile the presence of God with the freedom and responsibility of man; how to explain the permission of evil under the reign of infinite power and infinite goodness."


পরমাত্মার পরীক্ষা যত লোকের প্রতি কেহ লিখিয়াছেন,

* সঙ্গের বেশপত্র অক্ষর নিঃসন্ধি আছে, অনেকেই ঈশ্বরের দিকে রূপ দেন। উত্তরের বিলম্বী বলি। বিচ্ছেদ করেন।
“To think that god is, as we can think him to be, is blasphemy.”

আমারা ঈশ্বরকে দেখতি যে, তাহার কেন রূপ বলিয়া বিবেচনা করিলে তাহার নিদর্শন করা হয়।

“A God understood would be no God at all.”

ঈশ্বর তাহি বুদ্ধি-গমন হইলেন, তবে তিনি আর ঈশ্বর নন।

উপনিষদ-কর্তা মন্ত্রমাত্র বাক্কির নয় একএকবার এক ঝুঁকি লিখিয়া গিয়াছেন।

ব্যাখ্যাতীতচিহ্নিত অদালত বল্যা যায়।

তত্ত্বতত্ত্বোপায়ণ ব্রহ্মবাদ। ১ অঞ্চল।

বাহাকে না পাইলা বাকী ও সে নির্য্যাত হয়।

বিনিময়ে মনে করেন, আমি ঈশ্বর ব্রহ্ম ার জানি নাই, তনসবকার মধ্যে তাহাকে বলিয়া গিয়াছেন।

ব্যাখ্যা মধ্যে স্বপন্নির দৃষ্টে পাইলা মনে থাকা হয়।

তত্ত্বতত্ত্বোপায়ন।

যদি মনে করি আমি ঈশ্বরকে সুন্দর রূপ জানি নাই, তাহা হইলে তুমি ঈশ্বর নহ রূপ অবদান জানি না।

ফলতঃ অবিক্রম ঈশ্বর বিশ্ব-কারণের অকলম্পশ্চ ঈশ্বর-সর্বাঙ্গের তল- স্পর্শ করিতে পারি এবং ঈশ্বর অনিবর্ধনীয় বিশ্ব-কারণকে নির্দেশ করিতে গিয়া তত্ত্ব অপরাধ-মার্গের প্রার্থনা করিয়াছেন।

কথ্য কৃত্যকরিতসস্ত্র ভবত্র আলেন বল্লেমূ।

সুশ্চয়িতা ববা বিজ্ঞান বুঝিবান না।

না বা বিনামিত ভবতোপায়ণ বিয়াবান না।

অগ্নিভুবন একত্রঞ্চন্ত মুখ যথার্থ।

তোমার রূপ নাই, অথচ আমি জানি তোমার রূপ বর্ণ করিয়াছি; বিশ্ব-গুরু। পুণ্ডিত করিয়া তোমার অনিবর্ধনীয় যোগের খোদা করিয়াছি; এবং জীবন-বাত্রি করিয়া। তোমার সর্বব্যাপী গুণের সন্তোষ।

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগের উপক্রমিকাদেশের ১০০ পৃষ্ঠা বেশ।
"Man is not born to solve the mystery of Existence; but he must nevertheless attempt it, in order that he may learn how to keep within the limits of the Knowable."

Goethe.
ঈশ্বরের স্বরূপ বাক্য-সন্দের অনুচ্ছেদ, বিশুদ্ধ রুষ্যির পক্ষে এটি অতীত সহজ কথা। তবে তাহার শারীরিক বা মানসিক রূপ করিবে।

de

বেদন্তের কোন কোন তুমি * বিশ্বমুখির মত-প্রসঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে। ভাষাকারীরা ও তীক্ষকারীরাও স্পষ্টই তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ দর্শন ও ভাষার কোন কোন স্বরূপ নাই শুক্রবাদীর মত-প্রসঙ্গ বলিবার পরিণাম হইয়াছে। বিশ্বমুখি কৃষ্ণ পুষ্প নাম বা পৃথিবী তাহাতে অভিপ্রেত হয়। নাগাজুন যে মাধ্যমিক নামক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় অবিভক্ত করেন, শুক্রবাদী সেই সম্প্রদায়ের মত ছিলেন। নাগাজুন নি উত্তরদেশীয় বৌদ্ধিকগণের মতক্রমে শুক্রদের মূর্তি স্তম্ভ পর্বে এবং দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধ-দেশীয় অভিধানগুলার ঐ ঘটনার পাঁচ শত বৎসর পরে বিদ্যমান ছিলেন।

de

চলিত মতামতার, ঐ রূপ শাক্ত যুদ্ধুক্তার ৫৪০ পাঁচটি ভূতালিকার স্তম্ভ পূর্বে প্রাগ্রাহ্য করেন। তথার নাগাজুন যুদ্ধুক্তার ১৪৩ এক শত ভূতালিক অন্যা কবর আছে ৪৩ ভূতালিক স্তম্ভ পূর্বে জীবিত থাকিয়া শোনায় গ্রাহ্য করেন বলিতে হয়। কিন্তু যুদ্ধুক্ত যুদ্ধুক্ত শূদুরের মত, শুদুর কুন্তুকার ৪৩৭ চারি শত সাতান্তর স্তম্ভ পূর্বে প্রাগ্রাহ্য করেন।

de

ইহা হইলে নাগাজুন ও তাহার এই একত্র শুনায় এবং নায় ও বেদাংশুরতের উল্লিখিত স্বল্প সম্প্রদায়কে অধিকতর অপ্রচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

বাস-ক্রম ব্যপ্তি, বৌদ্ধায়ন-ক্রম বলিয়া গুলিত ভূমি রূপে, শূদ্ধঠার্থ-ক্রম শারীরিকীতিমাত্রায়া ও ভূপরিক্ষেত্রায়া, আনুমানিক-ক্রম তদৈী কী, অপ্রজাতন্ত্র-ক্রম ভূপরিক্ষেত্রায়, অপ্রজাতন্ত্র-ক্রম বেদাংশু-ক্রম, বিশালায় ভূতালিকার ক্রম বেদাংশু-ক্রম দৃষ্টিকোণের, রুপনান্ত-ক্রম বাসপ্রতি, বৌদ্ধায়ন-ক্রম ভাষার চক্রায়, অপ্রাণা সর্বশ্রী-ক্রম বেদাংশু-মুক্তায়, ভাষার তথ্য-ক্রম বৌদ্ধায়ন-ক্রম, ভাষার তথ্য-ক্রম বৌদ্ধায়ন-ক্রম, ভাষার তথ্য-ক্রম বৌদ্ধায়ন-ক্রম, ভাষার তথ্য-ক্রম বৌদ্ধায়ন-ক্রম, এই অনেকান্তে অনেক অনেক দৃষ্টিকোণ বিচিত্র হইয়াছে।

উল্লিখিত রূপ দার্শনিক অবস্থারের অনেকই সতেজ রুষ্যির স্পৃহুক্ত}

* বৌদ্ধায়ন ২ পঞ্চতন্ত্র ২৮, ২৯ ও ৩০ সুইত বিদ্যামী।

† নাগাজুন ৪ পঞ্চতন্ত্র ১৪ সুইত বিদ্যামী।

prü এই মতে কোন বন্ধী নাম নয়, সকলই শুনা।
বীজ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে ছিলেন। যদি তত্ত্বস্থানের প্রকৃত পথ-পথ বলি পূর্বক বিশ্বাস-মার্গে বিচরণ করিতে পারিতেন, তবে বহুকাল পূর্বক ভারত-ভূমি ইন্দ্রপুরের ন্যায় এ অংশ তু-বর্ণ-পদে অধিষ্ঠিত হইতেন তাহার সম্ভব নহে। তাহার বিশ্বের যথার্থ প্রকৃতি ও নদী প্রকৃতি-সিদ্ধির নির্মাণ পূর্বক কর্ক্ষ-কর্ক্ষ-নিরূপণের নিমিত্ত উপাদান চেতা না করিয়া বেইল আপনাদের অমূল্য-বলে হই একটি প্রকৃত মতের সহিত অনেকগুলি মন্দকপিত যশ উত্থানের করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের একটি পথ-প্রাক্সাদের অভাব ছিল। একটি বেকুড়া—একটি বেকুড়া—একটি বেকুড়া তাহাদের আদেশ হইয়াছিল। একটি তাত্ত্বিক ও কম আদেশ-বিরহে, তাহার যোগাযোগ ও তিনিই নিষেধ সময়ে দুর্ধর্ম বন্ধনে পথ-পথ পথিকের তার চিত্তের পরিমাণ করিয়াছেন। যদি কোন এক একার অন্যরা বিশ্বাস করিয়া হইয়া। একেবারের বিস্মৃত ঃতারা। দেয়, পাপকর্মই আবার ঘোরতর তিনিই উপস্থিত হইয়া সমুদ্রায় অচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাহাদের চিত্রভাবে ব্যুথ-প্রাক্সাদের অভাব ছিল। সহস্র সেনাদল স্বজনকৃত হইল, যুক্তিশালী রূপ সমুদ্রই বিদ্যমাণ হইল। নতুন মানের তড়িৎ-মানের জেলি-জেলি শাখা গৃহস্থ তরল রূপ ঘনত্ব স্নায়ুত্তন না থাকিলে, সে সকলই বিলম্ব ও বিশৃঙ্খল। একটি রক্ষাত্তর—একটি বোলে পাত্র—একটি প্রতিষ্ঠান অবশ্যই ধী-শাক্তি অর্থাৎ তাত্ত্বিক পরাক্রমশালী, বিদ্যমান, বীরপুরুষ প্রাপ্ত হইলে, ভারতভূমি অর্থাৎ ভারতের অধিকার হয়। কিন্তু রূপ এ জল-বাণী-মিত্রত-কারের প্রকৃত তথা-পথ-প্রদর্শনী, রূপ-প্রদর্শনী, নবোদ্ভিদি, নবোদ্ভিদি রূপ-শক্তির সমুদায় ঘোট সাব হয়। সেই প্রবণ রূপ বিদ্যমানেরই কার্য। রূপ-শক্তি ইন্দ্রপুরের হই কালে আসিয়া হইবে। এই অষ্টম সপ্তদশ জোগি-হৃদি শাখা মূর্তিগুলি আমাদেরই সস্বাম। এই ধূস্ত নামের উজ্জ্বল মহিমার বস্মৃত। উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই উভয়ের অতি শুভ কির্ণ-বাতি বিতরিত হইয়া অকূলপূর্ণ অনুতপ্ত প্রভাব প্রেরণ করিয়াছে; বিশালাকারে অকূলপূর্ণ অপরিচিত বিশ্ব-প্রকৃতির তিনি পাণ্ডুলিপি ভরণ করিয়াছে। অভাবের প্রভাব সমাজের অর্থাৎ মানুষ পরিধান প্রকৃতি উদ্দিল করিয়াছে, মানুষের অধিকার-নীতির নির্ধারণ করিয়া। প্রায় পরিশীলন ভূমি গিরিকে আরোহণে সুলভ সুলভ রূপ প্রকাশ করিয়াছে, এবং তদ্বলকে পূর্ক সামাজিক জল-ক্রান্ত-সমুদ্রে শত সহস্র মাত্র হীরা বল অর্পণ করিয়াছে, অর্থকলিত বিদ্যমানেকে বর্ষণ করিয়া। দুঃস্বত্ব ও ধর্মের

* ইংলঞ্চ ও ক্রুস্ত মেপের।
উপক্রমিকা। 

কার্ত্তিক নিয়ূক্ত করিয়াছে, স্রোতারিক্ষর স্রব্য-কিংকর্কন সর্কোভণালঙ্কনে অবকাশ করিয়া স্মৃতিপুণঃ চিত্রকরের ব্যতীত ব্যতীত করিয়াছে, বিশাল তৃঙ্গ-হোঁকের এক কালের জলদিগ-গুলি বলিয়া। বিশাল খাদে পরিচায় দান করিয়াছে ও জদি কি কুহক-বলে, অন্তর্ভুক্ত মনোহর খাদে রাজ-মুকুট-বিক্ষিত জগদ্ধিণ্যাত কোহিশুরের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।—তথাপি, উপক্রমিকার উপরাষ্ট্রিয় দার্শনিক পালন- গণ তোমর। পূর্বদিকে রুদ্ধিতম লোকের মধ্যে অন্যান্য। তোমাদের মুখেই যে চতুর-চলন্তার পথ একান্ত করিয়াছে। তোমাদের দিগ-প্রণালী ও তাহার কলাপদ পর্যালোচন। কারণ, বিষ্ণু মুখ্য ভাবিত মানব- কূলের আশ্রয়েকর চরম সমী। বিশিষ্ট নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তোমর। যে কোনও মূল বিষয়ের * অভিলাষের অভাব ছিল, স্বতঃ মুখের জুর বিষয় নয় এবং যে দীর্ঘ-পর্যায়েরের প্রাক্ত হইয়াছিল, তাহার তুলাবৃত্ত অভিলাষ নয়। 

এই বড় দুর্ঘটনার মধ্যে আর কোন দূর্ঘটনারই অবিলোচন অভিলাষ-নিষিদ্ধ চতুর-ছাত্রী করিয়াছেন না। কপিলকৃত সাক্ষাৎ তা। স্বপ্ন নির্দিষ্টকরণ, পদাঙ্গুলী উল্লেখের অভিলোচন চতুর-ছাত্রী করিয়া বলে, কিন্তু তাহার বিষয়ে বিশ্ব-ব্রহ্ম। না বলিয়া বিষ্ণু-নির্দিষ্টকরণ বলিয়া গিয়াছেন। গোসাই ও কালের মতামত- সাহায্যে জ্ঞত পরমাণু নিত। কাহার কর্তৃক মর্যাদা হয় না। প্রাচীন মীমাংসাগু- 
পাণ্ডুর। তো ইত্যাদির অভিলোচন স্পর্শে অশ্বিনী করিয়াছেন। বেদান্তের মতে জগৎ স্বীকৃত হয় না, বিশ্বব্যাপী অধিকার, ইহাতে আর সুস্কটিকর্তা সছন্ন না। 

ওরূপে কিছু ছিল না, কেবল একমাত্র অধিকারী পরমেশ্বরই বিদ্যমান ছিলেন, তিনিই পশ্চাত সমুদ্র সজ্জা সংজ্ঞা করেন, বাহুল্য কেবল ইহাতেই স্বর্ণকাল উদ্ভুদ্ধ বলিয়া ছিলেন। তুলাবৃত্তের মতে আর সমুদ্র বড় দুর্ঘটনায় নির্দিষ্টকারণ করিতে যে যে উদ্দিষ্ট উদ্দিষ্ট অনেকানেক অন্তর্ভুক্ত ভক্তিমুখ লোকের বিশেষকরণ আছে। এই চরমের মধ্যে অধিকাংশই নির্দিষ্টকারণ বাদ ও কোনো কর্তৃক মতে স্বীকারী অভিলোচন বিদ্রুপ হয় না, এ কথা শুনিয়ো তুলাবৃত্ত চক্র ফেলি। উটিশেন বেদ হয়। 

এই চরম ব্যতিরেকে আরও কতকগুলী দূর্ঘটন-শাখা বিদ্যমান আছে; তাহার গুরুত্ব সমুদ্র অন্তর্ভুক্তবাদ নয়। চাষ্কার তো খাত নামক; না ঈশ্বরই মানেন, না পরমেশ্বরই ছাত্রী করেন।

* বিষ্ণু-কারণের পরপর, অধিকৃত সৃষ্টি-প্রকরণ ইত্যাদি বিদ্যমান।

† যুক্ত নিষিদ্ধ পারস্পরিক অভিলোচন ভাব-নাম।

‡ এজন্য একমাত্র পরমেশ্বরই ছিলেন, অপর কিছুই ছিল না, তিনিই সমুদ্রের 
সৃষ্টি করেন এইরূপ সৃষ্টিকর্তা।
ন খন্নো নাপনন্দী নেবান্না পারলোকিক।
নেব বর্ষাকৃতীনাং কিসাচ ফলদারীক।
অভিনিয়ত তবে বেদাহীনপূর্ণ অদৃশ্য অনন্তস্ত।
বৃহস্পতিধীনাং জীবিকা ধাতনন্দিন্না তা।
পদ্মাখ্রিস্ত: ক্ষের জ্যোতিষে গমিলিত।
ব্যথিতা ধর্মানীন্দ তত সূচা হিংস্তে।
ঝতানামপি জননা আছি চণ্ডীকারায়ন।
ঝগ্ধতামিশ জননা অষ্ঠ পালিয়করনন্ত।
ক্ষেগ্রিন্তা যদি দত্ত গণ্ধ্যেরাল ধানত।
প্রাসাদপোরিন্ধানামধ কাশাখা দীপনে।
বাক্যীবিদ্ধ সুধু জিশেষে কালা ঘট পিপল।
অসীমতৃত্ব দেহস্থ পুনরাগমন কৃত।
যদি গল্পজ পর্য কোলার দেহাদিপ নিন্দিত।
কাশা ভুঞ্জ ন চায়ান্ত বন্ধু হসমাকুল।
তত্ত্ব জীবনাধিক্যা ব্যাধ্যায় তৈরিতক্রিয়।
ঝতানাং প্রতিকৃষ্ণেণ ন বনবিদ্রুতে কবিত।
তবো বেদস্থ কাঠারোভিদ্ধ সৌনিশাচর।
জম্বুতুঙ্গীতাদি পাথিতানাং মাচঃ খন্নু।
অক্ষয়াদ হি বিস্মৃত্ত পল্লি শ্রাঙ্ক মক্কায় স্থত।
অহং কাহত পর শ্রীত্ব গ্রামজাত্ম প্রকৃতি তমু।
মাণ্ডানাং খাদন তথ্যমাত্রে মূর্তিতমু।
সর্বকর্মসংগঠন। . চর্চার দর্শন।

অন্যান্ত নাই, অপবর্গ নাই, পরলোকে আত্মাটে থাকে না। ব্রাহ্মণদিঃ
ঝর্ছে ব্রহ্মচার্যদি আবশ্যের অন্তার্ঘ্যে কিছু ও ফলস্যায়ক হয় না। অনিহক,
ঝর সামারা চিন লে, বহন গাছে ভনসু-সেপন এ সমুনায় বিধাত। আবোধ
কান্তুক বাক্তিদের জিনেনোপায় করিয়া দিয়াছেন। যদি জ্যোতিষদ্বোষ।
উপক্রমকিং।

যেজে পশ্চ হনন করিলে, তে পাশ অর্থ লাভ করে, তবে যজ্ঞযজ্ঞ যেজে নিজ পিতাকে কেন না লধি করেন? আপ্ত করিলে যদি মুক্ত ব্যক্তিদের তৃষ্ণা-লাভ হয়, তবে কেহ বিদেশ যাত্রা করিলে, তাহার সঙ্গে পালিয়ে দিবার ফল কি? যদি মর্ত্য-লোকে দান করিলে, অর্থ-সংগ্রহ ব্যক্তিদের তৃষ্ণা-লাভ হয়, তবে নিয়তই আহার-সামগ্রী দিলে, গুহার উপরিতলস্থ ব্যক্তিরদের তৃষ্ণা-লাভ হইতে পারে। যত কাল জীবন থাকে, ততকাল দেথে থাকিবে। ঋণ করিয়াও হঠাৎ পান করিবে। দেহ ভুদ্ধাবশেষ হইলে, তাহার আর পুনরাগমন কোথায়? যদি জীবন্ত শরীর হইতে বিনির্গত হইয়া পরলোক গমন করিতে পারে, তবে বক্ষজোগের সহিত-পরমাণু হইয়া পুনরাগমন না করেন কেন? মৃত ব্যক্তিদের যে গ্রেত-ক্রিয়ার বাস্ত্র আছে, তাহার রাজারদের অনৈতিক জীবনপায় কর্ম করিয়াছে; আর কৌতুক ধর। ভগু, দৃষ্টি, রঞ্জন এই তিনি তিন বেদ রহন করিয়াছে।

এই তুমী প্রভূতি (অর্থে) বীর-বাৎসরিক পিতামহের বাল্য বলিয়া উত্তর হইয়াছে। সেইসময়, এই যেজে যজ্ঞযজ্ঞ-পত্র অস্থিত্ব অধিষ্ঠান করিতে এই যে কথা আছে, তাহা এবং অন্যায় ঐ রূপ অভাব বহন-সংগঠন তারা লোক কর্কু উক্ত হইয়াছে। মাংস-ভোজন-পক্ষে যে সমস্ত বাস্ত্র আছে, তাহার ঐরূপ নিশাচর কর্কু প্রযোজিত হইয়াছে।

যে সময়ে উপনিষদ ও দর্শন-চক্রের প্রারম্ভিক ছিল, সে সময়ের মধ্যে কালান্তর ভাবান্তর প্রভূতি আর কর্কুগুলি মত প্রবৃত্তি হয়। সেসমুদ্রায় এক একরূপ নামকরকমাদ।

কারে: শারবোলিবরহস্যা ভূতালি যোনি: গুরুণ হইল দিল চিন্তা।
শোকতরোপনিষদ। ১ ২।

কাল, ব্যাপ, বিয়া, যুদ্ধ তৃতীয় সুধৃঢ় ও উত্তর জগৎ-কারণ বলিয়া চিন্তিত হইয়া থাকে।

অপরে মালাবকারণিকা স্নীতে। কেন মুকুটকান্তাত।
বক্ষ্মা মহারূপ: কেন বিবিলিত। শালকন্তচন্দ।
সাংখ্যাচার্য। ৩। সৌভাগ্যোৎসব ভাব যোগ।

অধ্যাদেশ লোকে ব্যাপারকে যুদ্ধের কারণ বলে। কে হঠাৎ তেছার শুশুর করিয়াছে। কেই ভাব মহারূপে চিহ্নিত করিয়াছে?—অভাবেই করিয়াছে।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

ঈশ্বরানিবিষ্ট কাজ: কাশ্মীরভূক্ত ছ।
কাজ: মন্যে মন্যে কাজ: স্ববর্তী অনুধূ।
কাজ: মুখে স্মরণি কাজ: শি কৃষ্ণনিধে।

সাধারণার্থ। ৩১। গোড়ভূমি-সমৃদ্ধ তারা।

কেহ কেহ কলকের কারণ বলিয়া গিয়াছেন। কাল পঞ্চ-তুত-স্বরপ; কাল জগতের সংহার-কারণ; সকলে নিহিত হইলে, কাল জাগিয়া থাকেন। কালে কেহ অভিমত করিতে পারে না।*

পূর্বকা স স্মৃতি দেখে ও কঠোরুলি মর্যাদা-শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার সহিত ভারতবর্ষীয় দর্শনের প্রতি দৃষ্টির উপর ভিত্তি করিয়া কোন উপায় প্রকার দর্শন ছিল করিয়া দেখিলে, অনেক বিবেচে সাধারণ উদিত ছিল। ক্ষেত্র কারণ, বিশ্ব-ব্যবস্থা, সত্য ও প্রারম্ভপদ্ধতি, নিত্য, জীব-পদার্থের নিত্যতা, উহার সহিত মনের উপনিষদ, পরমাণু-বাদ, পরমেশ্বর স্বভাব, মতে ছিল যে জীব ও মানুষের উপনিষদ, পরমেশ্বর স্বভাব নহে বরং ইহা তীনটি বিষয় হইয়াছিল এবং বিচারিত ছিল। এই প্রথম বিষয়ের প্রথম পর্যন্ত প্রতিটিতের মত-সাধারণ।

* এই সমস্ত দর্শন ব্যবহারের, এই পূর্বকা ব্যাখ্যা বা বর্ণনায় কান্ত কমন প্রসন্দিয়-প্রথারের মধ্যে মধ্যে কতকগুলি রবি দর্শন উৎপাদন হইয়াছে; যেমন রামচুর্ণ দর্শন, পূর্ণতাত্ত্বিক (অর্থাৎ ধ্যানাচ্য) দর্শন, একাভিত্তিক দর্শন, নীতি দর্শন, রাজনীতি দর্শন, মনোবোধক দর্শন ও আর্থিক দর্শন। রামচুর্ণ দর্শন ও পূর্ণতাত্ত্বিক দর্শন বিশ্ব-প্রথায়। একাভিত্তিক দর্শন, যেমন বেদবিদ্যা, মনোবোধক দর্শন শিরোদর্শন। এই সমূহের দর্শনের মত রামচূর্ণ, ধ্যানাচ্য, একাভিত্তিক দর্শন এবং মনোবোধক দর্শন বিশ্ব-প্রথায়। কোন দর্শনের মত বিশ্বের ধ্যান অঙ্কিত উপস্থাপন না হইয়া এবং অন্য কোন দর্শনের মত সাহসিক উপস্থাপন পারা যায় নির্দেশিত, তাহার পর এরূপে এই মতকে রামচূর্ণ মনোবোধক দর্শনের নাম তাহার প্রতি উদ্দেশ্য ও অন্য অন্যান্য অনেক রূপের অভিলাষ করিতে । রাজনীতি দর্শনের মত পারস্য পরমেশ্বর ও সংসার-সমুদ্রের পার-কল্প। এই সমুহের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গ দর্শন উপস্থাপন। আর্থিক দর্শন মনোবোধক দর্শন।

† ১৯ ও ২০ পৃষ্ঠা দেখ।

† রামচূর্ণ দর্শন। † মনোবোধক দর্শন।
উপক্ষেত্রিকা।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। তুষার দর্শনে এবং নারী ও বৈশিষ্ট্য দর্শনে জন মৃত্তিকাদিত্ব মহাত্ম, ইশ্বর, জীব, কাল, দীপ এই সমস্ত বিষয় বিচারিত হইয়াছে।

অবশ্য হইতে বহু উৎপত্তি হয় না। এই সাংখ্য মতটি এরিস্টটল ও লিউন্ডারিয়ার দক্ষতা ও অনেকের প্রাকৃতি ও রোম্য দার্শনিক পদ্ধতি চীনের হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। এরিস্টটল, লিউন্ডারিয়ার, ত্রিপৰ্যায়ী, ইশ্বরাবতী, ইশ্বরের হইতে কিছু আত্মা অথবা প্রাকৃতিক সত্যের কথা হইতে প্রাপ্ত। গৌণ্ড ও কৃত্যাঙ্গের ন্যায় একটি অন্যান্য উপাধিকারণ আত্মাকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইলিরেটের নামক সম্প্রদায়ের সকল বিষয়ে বৈদিকতা মতের অনুরূপ একটি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাহারা বলিয়াছিলেন, জগৎই ঈশ্বর, ঈশ্বরই জগৎ।

ভীতের মত দর্শনিকেরা জীবের দুইটি শ্রীরের যৌন করেন; শ্রীল-শ্রীরের নাম হইল, জীবাশ্ম শ্রীশ্রীরের লাইয়া যৌন-অত্ম করেন। গৌণ্ড ও অন্যান্য এই শ্রীরের দুইটি দর্শনিকেরা তারুন অভিপ্রায়ের প্রকাশ করিয়া যান। তাহারা হলেন, মৃত্তিকা পরে জীবাশ্ম একটি সত্য আত্মা বিশ্ব হইতে কবর করিতে ঠাকি।

এইসময় দেখিয়া পিঞ্চাগোষ্ঠীর মত-বোধ পাইতে অধ্যায়ন করিতেছিলেন বোধ হয়। জীবাশ্ম পরমাণুর অংশ, জীবের বহুতর যৌনিক ও জ্ঞাত করেন ফল-ভোগ পূর্বক ঈশ্বরের নাম ও মূলভূত অত্রুক্ত অন্তর্ক্রিয়া মন ও জীবাশ্ম পাপের তিন পার্থক্য, পরমাণুর সাধ্যাত্মক ও সাধ্য যোগী, জীবের দেহ-ভঙ্গ হইতে মুক্তি করিয়া মৃত্রুষ্ণ মিলিত করে মৃত্রুষ্ণ-শাস্ত্রের প্রাধান্য দূরে দূরের আত্মীয় ও ভক্ত অক্ষমৃত্যুজ্ঞ প্রায় রূপাঙ্গ ভূক্ত আত্মমৃত্যু বহিতে আত্ম প্রতিভের এই সমস্ত মত ও অভিপ্রায় পিঞ্চাগোষ্ঠী প্রদানে এইরূপ করেন।

তাহার সম্পূর্ণ দৌড়ে ও বিশেষতঃ ওসমানির নামক স্ত্রীর পতিত বিশ্ব-সংসার তন ভাবে বিভক্ত করেন; পৃথিবী, স্বর্গ ও এই উভয়ের মধ্য-সন্ন এই তিনটি হইয়া শুরু হয়। তিন তির্থ এই পূর্বেই প্রাচীন কথা কেবল পূর্ব বিশ্বের বিশেষ ব্যবস্থার কারণ যান। লোকে মহাকালের পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইতে ইহ জ্ঞ-বোধ মিত্র নিজ শৃঙ্খলা তথ্যাঙ্কাদি দিয়া সৃষ্টি হইতে প্রাপ্ত করেন, তিনি কেবল এই সাধারণ নিয়ম নির্দেশ করিয়া নিঃসরণ হয়। হিন্দুস্থানের অনুরূপ এইরূপ বিশ্ব করেন যে, তাহারা আপন আপন অজ্ঞাত ও অদর্শী ভাবে যাত্রা যায়।
That the Hindus derived any of their philosophical ideas from the Greeks seems very improbable; and if there is any borrowing in the case, the latter were most probably indebted to the former.

H. H. Wilson.

The Indians were in this instance teachers rather than learners.

H. T. Colebrooke. *

* Enfield's History of Philosophy, Stanley's School of Philosophy, Lewe's Biographical History of Philosophy. This latter work we shall not be able to quote in the present place.

উপক্রমিকা।

বর্ণিত ছইলা হইল। পরে অন্তিম পৌরাণিক ধর্মে ব্যবস্থা করিয়া, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও তৃতীয় লক্ষণের আর্যাধানী সর্বপ্রধান বলিয়া প্রচারিত হয়। ঐ পূর্বকালীন বৈদিক ধর্মের প্রাচীন কালের অনবর্তিত পরেই যে, উক্ত রূপে পৌরাণিক ধর্ম একবারই প্রচারিত হইয়াছে এমন নয়। ঐ উল্লেখের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের আর একপ্রকার অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। মুদ্রিতহিতায় ঐ অবস্থায় সত্যপ্রচার প্রচারিত হইল। ঐ অবস্থায় যে মুক্ত-কর্তৃ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন।

বানব-ধর্মশাস্ত্র।

বে সময়ে মুদ্রিতহিতায় রচিত ও সকলিত হয়, সে সময়ের মধ্যে বিলোচন, হিমালয় ও বিভিন্ন অন্তর্গত সুসমাচার পুস্তক অর্থাৎ পুরুষ তার যে কিছু এই চারিবর্ণ ও নানাধর্ম র্ষাগ্রহণের বিভিন্ন হিন্দুসমাজের ক্রস্তর, বৈষ্ণব, মুসলমান এই চারিবর্ণ ও নানাধর্ম র্ষাগ্রহণের বিভিন্ন হিন্দুসমাজের ক্রস্তর ও নানাধর্ম র্ষাগ্রহণের বিভিন্ন হিন্দুসমাজের ক্রস্তর ও নানাধর্ম র্ষাগ্রহণের বিভিন্ন হিন্দুসমাজের ক্রস্তর।

মুদ্রিতহিতায় হেতুমানুষ পুরুষের যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায়।

মুদ্রিতহিতায় হেতুমানুষ পুরুষের যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায়।

মুদ্রিতহিতায় হেতুমানুষ পুরুষের যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায়।

মুদ্রিতহিতায় হেতুমানুষ পুরুষের যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায়।

মুদ্রিতহিতায় হেতুমানুষ পুরুষের যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায়।

মুদ্রিতহিতায় হেতুমানুষ পুরুষের যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায়।

মুদ্রিতহিতায় হেতুমানুষ পুরুষের যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায় যুদ্ধায়।

মুদ্রিতহিতায় হেতুমানুষ পুরুষের যুদ্ধায় যুদ্ধায় 

* ঐ পুরুষকের যে অনুষ্ঠানে প্রকাশিত উপক্রমিকায় তার ১৪ ও ১৫ পৃষ্ঠা সূচনায় প্রকাশিত।

† মুদ্রিতহিতায় ২১ ২৭-২৩।

‡ বেদমুদ্রিতহিতায় প্রাচীনকালের অনুক্রমে বেদ-বিষ্ণুর পুরুষের বিশ্বাস নিয়ে বাণিজ্যিক ও বিশাল সমাজের অনুমোদন দেওয়া হয়। একবার প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই মুদ্রিতহিতায় প্রচার করা হয়। এই পুরুষকের যে অনুষ্ঠানে প্রকাশিত উপক্রমিকায় ৯, ২, ৬, ১০।
আমাদের জ্যোতির্বাচনীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

বৈষ্ণব উৎকর্ষাপনকারী, নরের গুণাঙ্ক, পণ্যের স্বর্গ বিক্রয় একরাত্র লাভালাভের বিষয়, পশুদিগের উৎকর্ষ-সাধন, ভুতানাদের ভূষণ বিনষ্ঠার নিকটে একার ভাষা, ব্যবসায়ের জ্ঞান-নৌকার অর্থাৎ কোনো জ্ঞান করির স্থাপন করিলে সময়কাল থাকে না ভুষণ, ও ক্রয় বিক্রয়ের রীতি অবগত হইবে।

সমুদ্রমহাব্যবস্থা ইত্যাদিল্লিহিন:।

আবরণস্থি তু যাত্রিং যা তন্ত্রাস্থিত্বমেষ্টি।।

সমুদ্রমহিতা ৫। ১৫৭।

সমুদ্র-গমন বিষয়ে নিরূপণ এবং দেশ, কাল ও লাভালাভদায়ী বিষয়ের তাপ্ত্য বিষয়ে যে ব্যবহার করেন, তাহাই প্রমাণ।

কিন্তু সনে সময়ের দেশ যত অর্থ ছড়িয়া দিলে কেন, তাহার মহিমা। ও ব্যবসায়ের প্রকৃতি একবার গমন প্রশ্নে করিয়াছিল। এমন কি সে বিষয় পাঠ করিয়া দেখিলে, সমুদ্রমহিতায় কেন মহাত্মা-সকলের দ্রুতগত ব্যবসায়ের সকলিত্ব বলিয়া যে তাহই প্রমাণ হইয়া উঠে।

ব্রাহ্মণবাজায়মানিতি যথীতযোগদাহতে।

ইত্যাদি: মাংসমানী ধন্যঃ কৃষ্ণোষ্ণু যুদ্ধী।।

সমুদ্রমহিতা ১। ১৯।

ব্রাহ্মণ জ্যোতি ধারে করিয়া ভূমণের অধিপতি হন। তিনি সর্ব ভূমণের অধীনায়; কেননা তিনি ধর্মরূপ ধৰ্ম্মাগার রক্ষা করেন।

ব্রাহ্মণবাজায় ভেষেই ভেষে লাভালাভ কীমিতা।।

ব্রাহ্মণ চ্যুত্তে চত্বার্থে যে বিযোজন যত্ব।।

সমুদ্রমহিতা ৯। ৩১৫।

তাহার। অর্থাৎ ব্যবসায়ের রক্ষা হইলে অর্থাৎ জীব-লোক ও লোক-পাল মহস্তম করিতে পারেন, এবং সেই পালনকেও অভিসাপ্ত করিয়া। অনেক অর্থাৎ সম্পদের নির্নিত্ত জীব করিতে পারেন। কেননা ব্যক্তি উহাদিগকে ক্রেত দিয়া সমুদ্রভিন্ন হইতে পারে।

এইরূপ ভূমি ভূতি ভূমি ব্যবসায়ের মহিমা বর্ণিত ইহাষ্টি।। অন্তে বধি ব্যবসায়ের অধিকারণ করিত, তাহার হইলে তাহার আর পার্থীর সীমা।

* সমুদ্রমহিতা ১ অ, ১৯; ১ অ, ১২০; ৮ অ, ৬৮০; ৯ অ, ৬১৩ ইত্যাদি লোকে দেখ।
উপক্রমনিকা । ৬১

খাকিত না। কোন অপরাধে হস্ত-ফ্রুদ্ধ, কোন অপরাধে বা পদ-ফ্রুদ্ধ, কোন অপরাধে বা মুখে ও কর্ণ-লুকায় তল্ল ঠেল-ক্ষেপণ, এবং কোন অপরাধে বা রূখ-বিশেষে বদন্ত করিয়া দশন করা হইত।

পরকলে তে। তাহার আর নিষ্ঠার ধারে না এইকুল লিখিয়া আছেই।

সে সময়ে গার্ভধান, জাতকর্ম ও উপনয়নাদি সংরক্ষণ, উপনয়ন-কালে প্রথভি ও গায়ত্রী পদেশ-এসহ, ব্রাহ্মণদিণুক নিস্ক গুহে অথি-স্থাপন, প্রাতঃ ও সায়ংস্থ্যা এবং প্রতিনিঃদিণ দেববিঃ, রূখিজ, ভূলসিণাদি পঞ্চমের অনুশাসন করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

অগ্নিজ্ব দীপব্রজ ভূলব্রজ সম্ভব।

রূখ্য হিংস্রব্রজ রথায়কি ন স্বয়মেন।

মহুসাক্তিঃ। ৪ ২১।

খর্বিজ। ১, দেবর্জ। ২, ভূতজ। ৩, মৃত্যুজ। ৪, পিতার্জ। ৫ এই পঞ্চমের পার্থায়ণ্চে কখন পরিতাঃ করিবে না।

সে সময়ে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্থ, প্রাঙ্গনাদি, আমর, গাঙ্গার্বক, পৌষাচ, রাজ্যস এই আট প্রকার বিরাহ, ভিয়ের ভয়ের পরম্পর উদ্ধার-সাগর অন্যান্ত নিমিত্তে বর্ণের কল্পে এতের এবং বিধবা-বিবাহাদিন পুত্রের বিধব-বিহিত গুরুত্ব স্বীকার প্রচলিত ছিল।

আক্ষয় আঞ্চলিক। চ স্তূমোলবেত। সমঃ।

আক্ষয় হন কথায় ব্রাহ্মণ ধর্ম প্রকাশিত।

বিভীত উপনস্বতি সমস্ততেজ কল্পে বুঝিতে।

অজাতস সুতাদান দেবঃ ধর্ম প্রকাশিত।

---

* সমায়কিত। ৮। ২৭২, ২৮০, ৩২৭, ৩৭৭ ইত্যাদি।

† সমায়কিত। ২১। ২৩৬ ও ২৩৭।

১ অর্থাং অধ্যয়ন অধ্যাপনা।

২ অর্থাং মেধাকৃতে অস্তিত্ব কেম।

৩ অর্থাং ভূতজগতের উদ্যোগে বলি-প্রথাম।

৪ অর্থাং অধিকতলে।

৫ অর্থাং অথ জ্ঞানকে বাহি শিকোমকের তর্ক।
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়

এবং গোমিথুর হে বা বরাদ্ধারাচ যশ্চন্তে।
কামাদাসন্ন বিষবারায়ী যশ্চন্তে: স চতুর্থে।
স্বাভাবি চতুর্থ যশ্চন্ত ভিষিত বাচানুথায় যঃ।
কামাদাসানমাবর মাজায়ক্ষা বিষিত: সুতে।
নালিসো দুর্বিকায় দুর্প্রায় কান্ধায় চৈত যশ্চন্তে।
কামাদাসান্ন চাক্ষুষারাধারূপর যশ্চন্তে।
দুর্বিকায়ান্তর্যায়থায়: কামায়কায় বরাচ যঃ।
গান্ধৰ্ব্বৈ: স তু বিদ্যায়ো মৈথুনঃ কামসম্ভ্র।
বলা ছিট্টা চ ভিত্তা চ কামনায়ো হৃদ্রু গ্রহণ।
প্রশস্ত্র কামায়াঞ্জ রাজ্যঃ বিষিতে।
স্বাভাবিক ময়া প্রসঙ্গে বা রাজ্য বিলাপভক্তি।
স পাপিষ্টা বিবাহাঙ্গা পেঞ্চায়াত্তোম:।

সমুদ্রে যুগপত্ত পাত্রকে আরামন করিয়া ও কন্যাপাত্র উভয়েকে বিশিষ্টবিশিষ্ট বাস্ত পরিধান করাইয়া সেই পাত্রকে কন্যা-দান করা হয়; ইহাকেই বাস্ত বিবাহ বলে। যে পাত্র অাবৃত্ত যে আত্মী হইয়া কন্যাকের কর্ম করিতেছে, সেই পাত্রে অক্ষুন্ন-ভিষিত। কন্যা-দান করাকে দৈব বিবাহ বলে। দর্শনান্তর্ঘ্য পাত্রের নিকট হইতে এক বা দুই গোমিথুর অর্থাৎ এক একটি বা দুই বৃহৎ বুদ্ধি ও গৃহীত উভয়ই প্রত্যেক কন্যার যথাযথিক কন্যা-দান করাকে আর্থ বিবাহ বলে। উভয়ের এক সঙ্গে দর্শনান্তর্ঘ্য কর এই কথা বলিয়া অন্তন্ত পূর্বক কন্যা-দান করাকে প্রাণাভিত্ত বিবাহ বলে।
কন্যাকে ও কন্যার পিতা পরিয়া পুত্ত অর্থাৎ অশ্বিনী কথামতী ধন-দান পূর্বক বেহালাস্তরে কন্যা প্রভূতি করাকে অত্রু বিবাহ বলে। পরস্পরের ইহুজু ও কামায়াধুরায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বর-কন্যার পরস্পর মিলনকে গাধার বিবাহ বলিয়া জানিবে। বে বিবাহকাম যে কামায়াপ্রাণীগণের চেয়ে বিভিন্ন বিবাহে গৃহীত প্রত্যেক কন্যাকে চল হয়। গৃহ হইতে ছারণ করিয়া আনে, তাহাকে রাজ্যে বিবাহ বলে। যদি কান্য কন্যার শরণ করিয়া ধরে অর্থাৎ দুর্লভিগু বা প্রত্যেক হয়, আর কামায়া যাবিকর তাহাকে সেই সময়ে ও ভাবে তাহার সংগর্ভ করে, তাহা হইলে সেই বিবাহকে
উপক্রমিকা।

শৈশব বিবাহ বলে। সেই অক্ষর একার পাপময় বিবাহ সক্রান্তেকা অথবা বিবাহ।

শৈশব ও ছাত্র বিবাহ নিকট বিবাহ বলিয়া। উক্ত হইয়াছে বলে, কিন্তু বলপূর্বক জীবন্তোগ যে বিবাহ-সংক্রান্ত মধ্যে পরিগতি হইয়াছে, কি এক্ষণকার লোকের পক্ষে সামান্য আশ্চর্যের বিষয় নয়।

মৃদুয়ারি মিরান্তো প্রমথ্যানামিসাম: মৃদু কঠিন যা দিত মৃদু মৃদু দ্রব্য বা চ স্না চ বিমূ: মৃদু হয়।

তে চ মৃদু চ বিদ্যুত রাখ চ নাশ ব্যাঘাতরঞ্জন: ॥

মৃদু মহিতা। ৩। ১২ ও ১৩।

ধ্বনিতাগণ্যের অর্ধং ব্রাহ্মণ, কৃত্রিম ও বৈশ্য বর্ণের পক্ষে অথবা নিজ বর্ণেতেই বিবাহ করা অশ্মত। কিন্তু পরে যাহারা মদুমাত্রে পুনরায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহারা অন্যুলিয়াম ক্রমে পশ্চাত্তারিত নিয়মানু-সারে বর্ণান্তরের কন্যা অহং করিয়া। শুদ্ধ-কন্যা শুদ্ধের, শুদ্ধ ও বৈশ্য-কন্যা বৈশ্যের, শুদ্ধ, বৈশ্য ও কৃত্রিম-কন্যা। কৃত্রিমের, এবং শুদ্ধ, বৈশ্য, কৃত্রিম ও ব্রাহ্মণ-কন্যা ব্রাহ্মণের ভার্যা হইতে পারে।

মৃদু মহিতা।

বস্ত্র বিনিয়েত কন্যায় বাচা সত্য জনি পরিতি: ॥

নামেন বিধাননির্মিত বিনিয়োগে বিনিয়োগ দ্বার: ॥

ব্যাপারের আধিকারিণী স্ত্রী কল্যাণে মুজ্জিতামূ।

সিদ্ধা ভাঙ্গন্তনন্ত বস্তু সন্তানাত্তাতী ॥

মৃদু মহিতা। ৯। ৬৯ ও ৭০।

বৈবাহিক পূর্বায়ন হইলে, বিবাহের পূর্বে কর্মপতি যুতঃ হয়, ভার্যা দেব এই বিধান ক্রমে ভার্যাকে পুনর্পুত্তামার্থ অহং করিয়া। শুদ্ধ-ব্রহ্ম-পরিধান ও সাক্ষ্যনোবো শুদ্ধচারিগণ সেই কন্যার যাবৎ সমান না জানে, তাহতঃ ভার্যা দেব যথাবিধি বিবাহ করিয়া প্রতোক খতু-কান্তে এক একবার ভার্যা সহি নিরন্ত্রে সহবাস করিবে।

মৃদু মহিতা। ১। ১৬৭।
ভারতবর্ষের উপাসনক-সংস্কার

অদালতে দায়ের নেপাল, বন্দ্যোপাধ্যায়, যে এই কথা গানের বিষয়বস্তুর কমে অন্য পুরাতন সংগ্রামেও বিষয়কের নিয়োগানুগারে তারার ভাষার যে পুরুষ রক্ষা, তার কে নৃত্যকারের কারণে পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন।

পিণ্ডিকেষুনি কথা তু যঃ পুঞ্জঃ জনঃব্রহ্ম।
তঃ কানীন বর্দ্ধবারাহ বা দুঃ: কন্যাসন্ধুলব্দু।

মনুসংহিতা । ৯। ১৭২।

অবিবাহিতা কন্যা। পিণ্ড গৃহে ধারিত হও যাবে পুরুষ সংগ্রামে যে পুরুষ উৎপাদন করে, তাহাকে কানীন পুঞ্জ কহে।

বা গার্ভিষী সম্ভবে স্বাত্বক সাতাপিরপ্রলোচী যতি।
বাদু: স গার্ভে মন্তি কৃত্যস্তি চালিত চালায়ে।

মনুসংহিতা । ৯। ১৭৩।

যে ব্যক্তি জাতীয় বা অজাতীয় কোন কৃত্তিকারের পাণি উদ্ধৃত করে, সেই জাতী সত্ত্ব পুঞ্জ সেই ব্যক্তির সহোধু পুঞ্জ বলিয়া উল্লিখিত হয়।

বা পল্লু বা পরিধিকা বিষয় বা বিষয়স্থ।
বন্যাদ্যেত পুনর্বুল সাপৌর্ভব ইত্যাদি।

মনুসংহিতা । ৯। ১৭৫।

যে কৃত্তিকার বিধিতা বা পতি কর্তৃক পরিভাষিত হয়, সে যদি স্বেচ্ছাসমূহারে পুনর্বার বিবাহ করিয়া পুনর্বাহ করে, তাহা হইলে সেই পুরুষে পুনবাহ রতে।

বা চেতনতেবারি: সায়তাপ্রস্থাগাতাদি বা।
ধীরনাধিভা স্বার সা পুল্লু, সংস্কারব্রহ্ম।

মনুসংহিতা । ৯। ১৭৬।

সেই কৃত্তিকার যদি পুরুষের সংগ্রাম না ঘটিতে অন্য বালিকাকে অবলম্বন করে, অথবা পতি পরিভাষায় পুরুষ অন্য বালিকার মহিত সহায় করিয়া।
পুনর্বার নিজ পতির নিকট প্রতাপ করে। তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বা সেই পতির মহিত তাহার পুনরায় ওবহার সংশ্লীল অবশ্য।

বাঃ হা রাব্ব বাঃ বা মূলস্ত স্তবানর্যতে।
মনুসংহিতায় বিয়োজিত ষষ্ঠীমার্থিত।

মনুসংহিতা । ৯। ১৭৯।
উপক্রমিকা 

মিজ দাসীর অধ্যা দাস-সন্নিধায় কোন স্ত্রীলোকের সংসর্গে যদি কোন শুম্র পুত্রের পুত্রাপতি হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র মিজ পিতার আজ্ঞাসারে তাহার বিবাহিতা পুকুরের গর্ভ-জাত পুত্রের সহিত সমান ধনাধিকারী ছিলে।

উদ্ধার-ক্রমান্ত আর একটি বিষয়ও লেখা আবশ্যক হইতেছে। পূর্বকালে এক্ষণের মত বাল্য-বিবাহের জীবিত চরচার প্রচলিত ছিল না। রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত অধিক যোগ্য বংশ সংসর্গ পর্যন্ত, কৃহিজের প্রভু একাদিশ অধিক জ্যাবিংশ বংশ সংসর্গ পর্যন্ত এবং বৈষ্ণব পক্ষে বৃহাস অধিক চতুব্রিংশ বংস সংসর্গ উপনয়নের কাল নির্দিষ্ট ছিল। তাহার এই রূপ বয়সে উপনয়ন-সংস্কার-সমপন হইয়। গুল-গুচ্ছে অধ্যায়ন করিতে যাইতেন; তথায় হৃদিস্ত, অংশী অথবা নয় বংসের অধিবাস পূর্বক পাঠ সমাপন করিয়া। গুচ্ছে প্রথম করিতে প্রারম্ভ এবং পরে ইচ্ছামুসারে যথাযথ বিধানে দার-পরিপাত করিয়া। গৃহশিল্পে প্রতিবেশ হইতেন। এত রূপই, তখন পুকুরের এখনকার মত দাস বা যোদ্ধার অপর বংসে উদ্ধারেল লোহাবিহিতে মন্দ হইয়া সংসার-সম্পন্ন হওয়ায় সমস্তই ছিল না বলিতে হয়।

নে সময়ে এক্ষণের মত স্ত্রীলোকের মত বাল্য-বিবাহ যে অাবশ্যক ছিল না, গাঙ্গ্রে ও অর্ঘ্য-বিবাহাদিতে বাঙ্গালায় নে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেন।

একটি বিষয়ে লিখিত আছে, কত খাদুরী হইয়া। চিরজীবিন পিতৃগুচ্ছে বাস করিবে নাই ভাল। তখন তাহার কিছু পাত্রে দান করিবে না।

আলামাদে একদিন যাইতে কত অনুমোদন 

ন এই না সর্বকালীন মৃত্যুয়াচারী করিতে ন।

মহুসংহিতাঃ ৯৮১।

কত খাদুরী হইয়া। যাহারীহীন পিতৃগুচ্ছে বাস করে নাই বাল। তখন তাহার এই হইয়া বালী পাঠ সম্প্রদায় করিবে না।

নে সময়ের হইলখালি সংস্কারে বিশ্বাস ছিল না সত্য বর্ত, কিন্তু কোন কোন অন্তে এক্ষণের অস্ত্রীয় একটি উত্তরযুক্ত ছিল। উহার কি অথবা ওষুধ হইয়া আস্মায়াতে। এখন বিচার-বিবাহ রাহিত, অসরক-বিবাহ রাহিত, গাঙ্গ্রে বিবাহ রাহিত, বিবাহের কোন পাঠ্য হইতে দান করিবে না।

* মহুসংহিতা ২ ৩৬ ও ৩৮।

† সামুধ্য বিহিত ৩১।

‡ কলকাতায় দিকে কোন কানে বালে বিলেশের সদা প্রায় শিশুর বিবাহের বিয়া প্রায় হইতে এবং এই তার তারের বালক বালিকার উদ্ধার-সন্তান বিচার হইত। নামে, কোন বিবাহের অভিধান হইলে, তাহ উপহার-সন্তান হইয়া হাল্লা করিতে থাকে। অতএব পাঠকগণ এখন এই বিবাহ-চুক্তি ইতিবাচের 

৯
ভারতবর্ষীয় উপাসনক-সম্প্রদায়।

ও কোলিত-ময়দার পৌষকীয় কাণ্ড! ফলতঃ এই পুরাবন সমাজ তাদের ক্রমে বিরুদ্ধ হইয়া এদের পাচারের উপরের যথাস্থানে তার ভূমিকা করি যায় না।

হিন্দুধর্মের এইভাবে অবস্থায় মন্ত্র-নাম ও গো-মাংসাদি নামাবিষ্ট মাংস-ভোজন হওয়ার চক্র অবৈধ ছিল।

ন মাংসসম্পন্ন যুগে ন মন্ত্রণামাদি মাংসভোজন সচরাচর অবৈধ ছিল।

মষ্টদীন্তে মনুবান ব্যবস্থায় মন্ত্রাদীন্তে।

মন্ত্রসংহিতাঃ ৫।৫৬।

মাংস-ভোজন, মন্ত্র-নাম ও গ্রীষ্মকালীন গোলাপি দোষ নাই। এই সকল বিষয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাব সিদ্ধ প্রমাণিত আছে, কিন্তু নিরুক্ত হইতে পারিলে মহাকাল হয়ে।

মধুপুর্কে চ যত্নে চ পিতাকর্তকালীন।

আলীর মধুপুর্ক কাৰ্য্য নামনিষ্ঠমণিবিদ্যুত।

মন্ত্রসংহিতাঃ ৫।৫১।

মধুপুর্কে, জ্ঞাতিকূলঞ্জীর যজ্ঞে, শিক্ষা-দুঃখ্য ও দৌহ-কর্মে পাণ্ড বধ করায় বিধীয়ে, কিন্তু অতি শ্রী হয়ে নয়, এই কথা মনু বলিয়াছেন।

পুরাতন মধুপুর্কের অধিকাংশ গোমাংস দান করিবার রীতি ছিল। প্রাচীন ও অপ্রাচীন অপ্রাচীন অন্যান্য অপ্রাচীন এবং অপ্রাচীন ভূমি ভূমি নিঃসরণ সফল হয়। এ নিঃসরণ অভিষিক্ত অন্য একটি নাম পোয় অর্থাৎ গোহত্তাকায়ী। তত্ত্বানুসারে এক এক এবিষয়কে ভূতানুরূপে করিয়া লিখিত হয়।

মহামাত্সামার্গ: মন্ত্রসমূহার সমালোচনা: আলীর মধুপুর্কে নামাত্মক ব্যবহার না হওয়া বা মন্ত্র না নির্দেশিত মন্ত্রান্তর দ্বারা কি মন্ত্রাবশ্যক আদেশ হয়।

উপরচরিত্র, চতুর্থ অঙ্ক।

“মন্ত্রসূচীপুস্তক” এই বেদ-বাক্যে সাতিশয় অদ্বৈত করিয়া গুহ্যতম।

প্রাচীন কথাটি পাঠ করিয়া কিছু হাস্য করিতে দাঁড়ান। সত্যের গল্পের মধ্যে যখন অর্থাতঃ পিতামাতাকে করিয়া থাকেন, এবং আয়ার করা। কৈলেন ভূমার পুঞ্জর সহিত বিবাহ দিয়া কি ভূমি ও কি নিজের বিষয়—এখন হাস্য মুহুর্তে দিয়া অর্থাতঃ অনল-পাত উপাধিত হইল!
লোকে বোদ্ধ অতিথিকে একটি নই-বাণ্ডুর বা বড় রম অথবা রুক্ষ ছাগল প্রদান করে; ধর্মশৃঙ্খ-চরিত পত্রিতা এই বাস্ত্বে দেন।

ফলত অগ্নিদের বৈর-পুনঃ প্রাপ্তি সকলের গো-হাঁস ছিলেন তাহার সমর্থ নাই সে বিষয়ে পাজি উইলান এবং শেখর অলিয়ার সম্পূর্ণ ধর্ম-রাজা বিশিষ্ট এবং বিশ্বাসিত কিছু প্রেমে দেখা যায় না।

তবে, সে সময়ে শাহ, নামায়েক সুদীর্ঘ, শাক্ত, কুস্ত, গাহারী, মেঘ, বেলকার পক্ষ, শুকর বিদেশের মানস-ভোজন প্রচলিত ছিল। মহিষ-ভক্ত মাত্র বাবার বোধ হয়। আরো উপলক্ষে উল্লিখিত মাত্স সমুদ্রের দ্বারা বিদ্যুত-লোকের ভূত-নিধন করিবার বিশেষরূপ ব্যবস্থা আছে কিনা।

মদ্যসাহিত্যের পুরাক্ষেত্রের উপরান্ত সুন্দরপাণি পরিশুধ্য ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এমন কি বিদ্যুত অন্ত অন্ত সমুদ্রের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুমতি করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

সত্যেনাম্বি বৈষ্ণবাশ্রমে পর্যন্ত সত্যেনাম্বি বৈষ্ণবাশ্রমে পর্যন্ত সত্যেনাম্বি বৈষ্ণবাশ্রমে পর্যন্ত

নয়ন্ত্রণ সুরেশ্বরীনাম্বি মৃত্যু ক্ষণে তত্ত্বার 

মদ্যসাহিত্য। ১২। ৮৫।

এই সমুদ্রায়ের মধ্যে পরন্তু-তত্ত্বায় মৃত্যু ক্ষণে তত্ত্বায় মৃত্যু ক্ষণে তত্ত্বায় মৃত্যু ক্ষণে তত্ত্বায় মৃত্যু ক্ষণে তত্ত্বায় মৃত্যু ক্ষণে তত্ত্বায় মৃত্যু ক্ষণে তত্ত্বায় মৃত্যু ক্ষণে তত্ত্বায় মৃত্যু ক্ষণে তত্ত্বায় 

অ্যাদিনাথ রত্ন পরিশ্রম ইলিয়াসমন।

অনন্তারায় কোন অন্ত্রায় অনন্তারায় কোন অন্ত্রায় অনন্তারায় কোন অন্ত্রায় অনন্তারায় 

মদ্যসাহিত্য। ১২। ৯২।

বিদ্যুতের শাল্যালক হারিবীর কর্ম পরিত্যাগ করিয়াও অগ্নিরূপ, ইষ্টায় নিহতে এবং বেদান্তে যশোর হইবেন।

* এদিকে আসার গো-বধে মূলত পাপ ও তাহার সুপ্রেকন প্রাকরিতের বিষয় নিখুঁত হইয়াছে। —(মদ্যসাহিত্য। ১১। ১০৮-১৭।) অন্যতম মদ্যসাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ও ভিন্ন ভিন্ন মতের বচন সমুদ্রের একটি সকলিত হইয়াছে বলিতে হয়।

৫২ অধ্যায়সংহিতার দেবগণের মৃত্যু-মাত্স রহস্য ও ভোজনের বিষয় পুনঃ পুনঃ লিখিত আছে। (৮ যা, ১২ হি, ৮ হি ও ৩৬ হি ১০ ব।) তাহার উপর করিলে, তাহীর উপাকারে কোন প্রাণ অপবহন করিবেন পিশাচারুর করিবার ব্যবস্থা আছে, তবে রূপত বিদ্যুতের দুই প্রাণ করিতে পারা যায়।

লক্ষিত মদ্যসাহিত্য। ৩। ২৬৮-২৭২।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সপ্তাহ

অধ্যেষ্টঃ ও সংক্ষিপ্ত রাষ্ট্রবিদ্যালয় সংস্কার:
কুশাঙ্ক্যাবচ ও কুশাঙ্ক্য নৈসার্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত

মহুসংহিতা | ২ | ৮৭ |

প্রণবাদী জগ করিলেই ব্রাহ্মণের সিদ্ধ-সার্থ হয় ইচ্ছাত সংশয় নাই।
তিনি অন্য কর্ষ করন বা নাই করন, সর্বপ্রাণীর মিত্র হইয়া পরত্রে লয়
আণু হয় এই উক্ত হইয়া থাকে।

মহুসংহিতার সাংখ্য ভারাদি দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি ভিন নাম বিশ্বমান
নাই বটে, কিন্তু স্পোক বিশেষের ঐ সকল শাস্ত্রীয় মত ও অভিধায় প্রচলিত
থাকিবার সম্পত্তি লক্ষে লক্ষভিত। থাকে। বচন। বিশেষে ব্যাখ্যা
আবায়, অহংকার, শরী, বিতারণ ঐতিহ্য সংখ্যা-োম্ব পারিপালনক
শব্দ ও প্রত্যক্ষ অমৃতশান্তি তিন প্রকার সাংখ্য-প্রমাণের উদ্দেশ্য ঐ শাখার
প্রচারের পরিচয় দিতেছে। এমন কি মহুসংহিতার মূল-গ্রন্থবিশ্বে
অনেকাঙ্কে সাংখ্য শাস্ত্রের অনুকূল।

শোক বিশেষে আত্মিক ও আত্মাত্মায়। অর্থাৎ নায় শাস্ত্র ও কৃষ্ণ-
বিশ্বাস এবং হৈতন ও োর্ক নামে এই প্রকার ধর্মীয় সংস্করণ পাঠবিদের
নাম উল্লিখিত আছে। কৃষ্ণভক্ত এই শেষেক হুই পদ শায়র ও
নীলাঙ্গ-হর্ষক বলিয়া বাণ্ডে করিয়াছেন। কীহাত তাকাউনারে, মহু-
সংহিতা-লেখনের সময় বৃন্তাদি নান্তিক-সন্তদায় প্রচলিত ছিল।

* মহুসংহিতা | ১ | ৬, ১৪, ১৫ ও ১৬ স্পোক এবং ১২ অ। ১০৫
শোক কথা।

† বেদারের মতে, পরম্পরা কাঠের উপাধিন কারণ | সাংখ্য-সাংখ্যবিশ্বে,
এবং যে হইতে মহায়, আহারণ, পাণ্ড কায়, পাকেক্ষর, পাক মথিতা প্রৌতি
কামাং উপাধি হয়। এই কৃষ্ণভক্ত একাক মিলিত হইলে বেস হয়, মহুসংহিতার
মূল-গ্রন্থবিশ্বে বর্ণ ব্যাপি শেষ।

‡ মহুসংহিতা | ৭ | ৬৩ স্পোক।

§ শাস্ত্রের আবার তৈত্তিকের যৎপরোনাস্তি বিন্দু করা যাইত্তে হইতে।

যোগসমূহ তে ইত্যা বৃত্তান্তাঃ বৃত্তান্তাঃ
ব সার্থসর্বত্র্যাগে প্রতিক বৈবিধ্যাঃ

মহুসংহিতা | ২ | ১১ স্পোক।

যে ব্যক্তি যোগ-শাস্ত্র অনুধাবন পূর্বক অন্তিক ও যুগ্মির অবধাননা করে, শেষ
বেদ-বিশ্বে পাণ্ডীত্বের নান্তি-নাণাব হইতে বিভূতি বিদ্যমান নিবে।

‖ মহুসংহিতা | ১২ | ১০১ স্পোক।
দাঃ দক্ষিণাবাসর্বশ্রেষ্ঠশিক্ষাদিরিয়া; মায়াপুরে অগ্রাহায়ন দেব ।
মহুমঝিতা । ৪ অ। ৩০ কোটের বাণ্য।

পাণ্ডী শব্দের অর্থ বেদ-বিজ্ঞান ধর্ম-চিন্তাধরী অর্থাৎ শাক্ত, ভিক্ষু,
এবং ক্ষমতাবান।

* এই তিনই বৌদ্ধ-মতাধীন। এই সত্য-প্রতিপাদ্য বুদ্ধলীল নাম শাক্ত। মহু-
সুঠিত অন্যায় হলেও বেদ-বিদ্যালী কুঠীলী লোকের প্রতি কঠিনপাত
আছে, তাতাহ কিছুদিন বুদ্ধবিদ্যা বিদ্যালী হয়ে গেছে। সত্য, ভিক্ষু, বুদ্ধ প্রভৃতি হতে প্রাপ্ত হবে। অতএব কুলীন লোকের উপর খাদ্য মালার মাঝে-
সঞ্চিত এই সময়ের পরে রচনা ও সম্প্রীতি বলিতে হয়। ফলতঃ এই সংঘিতাধ্যানি
দরসের অর্ধ-প্রাচীন সময় হইত না। উহ প্রত্য দৃষ্টান্ত পূর্বে হিন্দুধার্মে এক
রূপে উপস্থিত হই অথবা অন্যান্ত অনেকাৎ উম্মত, অর্থাৎ পুরুষের সত্য-সম্পূর্ণতা ঝুঁকিপূর্ণ নয়, নয় সাধনার দর্শনে সম্পূর্ণ শান্তি কৃষ্ণ-ধার্মিক এই সমস্ত সংঘিতাধ্যানিক সমূহ প্রফুল্লিত হইয়া ছিল। শ্লোকের ব্যববাহে একটি অতি প্রাচীন
বৈদিক প্রথা। মুঘল-ক্ষমতার পূর্বে তাহার এক্ষেত্রে বিলুপ্ত হইয়া যায়।
এই প্রথা বিদ্যমান ধ্বংস হইত ও সে সময়ে যে দিক এই প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে
কিন্তু পুরুষের বিরোধিত বিবাহ-ব্যবস্থা ও পুরুষপূর্ণ প্রকারে সে
বিষয়ের প্রসাদ থাকিতেই থাকিত। কিন্তু যখন মুঘল-ক্ষমতার বিদ্যমান অর্থা-
থানের আরাধনা করিতে দৃষ্টি হইল। নিকটশয্যাতি হইয়াছিল, তখন তাহ এক্ষুক
অর্থপ্রাচীন হয় ও সম্পাদিত নয়। ব্রাহ্মণগণের সাধারণ বাংলা
হইতে বৈষ্ণব হইয়া প্রচলিত হইল। তিনি রহন্ত সঙ্গিতার মধ্যে বাধ্য মহু নামে রেখার
ও এক ধরে অবধি এবং এক্ষেত্রে একগুলি ঝাড় করিয়াছে। (রহন্ত সঙ্গিতার ৭৪-৬১)
খষ্টানের পাপ শালীরালি অনেক পুরুষের কোনো মহু বলিয়া পূর্বে এই
থাতে হইয়া পালিতপূর্ণ ছিল। বাস করে। এখন তাহার দীপে মুঘো-
সঞ্চিত। নামে কোথা পুষ্ট বিদ্যমান নাই বহে, কিন্তু তখন প্রধান
আদিত্য ব্যবস্থাপক বলিয়া প্রচারিত হইল এবং পূর্ব সময়ের যাহার একথানি
গ্রহণ করিয়া প্রথম বলিয়া প্রচারিত রহিয়াছে। হিন্দুধার্মে নমোনবর্ণ-
প্রথা প্রথমে বিদ্যমান ছিল না। কলিকালে প্রচলিত ও প্রভূত হইয়া

* বলম্বন। ১২ অ। ৯৫ কোট।
† প্রথম তাম্র প্রাকাশিত উপকথিকাতে ১৯ পৃত্ত। দেখ।
‡ মুনসঝিতা। ২। ১৭-২৪।
¶ The Journal of the Indian Archipelago, February,
1849. p. 137.
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

হিন্দুধর্মের উল্লিখিত অবস্থায় সময় বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক ব্যবহারের প্রচলিত ছিল, দেহিন্যে আবার সমষ্টিকে পুৰোপুৰু৷ অধ্যুতন ধর্ম ও ব্যবহারের উঠে।

যে মনে হয় তের দু৷ হিন্দুধর্মের ভারতবর্ষে আগমন করেন, তাঁর ব্যাপারে অধিক কিছু প্রকাশ করা যায় না। যদি এটি রচনা ও সমালোচনা এক রীতি প্রচলিত থাকত, তাহে ছিলে, বণি-প্রক্ষেপণ ও রাজ বিবাহ সমূহ সংস্কারের ব্যবস্থা করে। যে সংস্কারের প্রাণ উদ্দেশ্য, তাহাতে উল্লিখিত রীতিতে বিধান না থাকা কোন রপ্তৰ যাতে বহিত না।

সব মহান হইলে যে সময় রূপ রচিত এছাড়া বলিয়া তাঁহের প্রারম্ভে করিতে পারা যায়। কিন্তু সমস্ত পূৰ্ব্ব, তাহা নির্দিষ্ট হইতে বলিয়া যায় না। যে সংস্কারের প্রারম্ভে নির্দিষ্ট হইতে বলিয়া এই আছে। তাহ উত্তর করিয়া নিজ পূর্ব অংশকে মূল্য করিয়া স্বয়ম্বু দেবে এবং মূল্য হইভে অবগত হয় অর্থাৎ বলিয়া ।

যে সংস্কার প্রারম্ভে নির্দিষ্ট হইতে বলিয়া এই পূৰ্বক রক্তচর্য বিবর্ধ দেখ।

তথ্য সংগ্রহ বানু নামক তাম্র-কুলের কোন

বেদসংহিতায় যে বিষয়ের কিছুতেই নিদর্শন নাই। কৌতুক দেখ, যে বেদ-মূলগুলি স্বাভাবিক করিয়া অনুমান বলিয়া পাঠিত হয়, তাহাতে লে প্রথায় প্রমাণ কর। কৌতুক ছাড়া বিষয়ে যাতে মূল্য করিয়া দিতে, অর্থাৎ যুগল ব্যক্তির প্রতিজ্ঞার অবস্থায়, তারামধ্যে নিজস্ব পতিতে অঙ্গ গ্রামকে প্রায়ম্য সমতুল্য করিয়া অধিকার করা যায়।

তথ্য সংগ্রহ বানু নামক তাম্র-কুলের কোন


d (of diary) | ১৭ | ২ আগ | ২ সেপ্টেম্বর | ৮ জুলাই

নিত্য নৃত্যের নিকট এক মাস করিয়া অত্যন্ত উল্লিখিত ছে কৌতুকে (অর্থাৎ কৌতুকের আগে) অঙ্গ গ্রামকে। এসই প্রদেশ ও গৃহাধিকারী পায় হইতে সৌদার জন্মনীত সতু হইত।

এই সমর্থ তারামধ্যে বিতর। প্রথমে যুগে অবস্থায় নামক ব্যাগমাতেশ্বর রক্তচর্যার অন্তিম কৌতুক হইল।}


† স্মরণসংহিতা | ১ | ৫৮—৬০ |
উপক্রমিকা। ৭১

স্বীপাদ দেখিয়ে পাওয়া যায়। পূর্বকালে যে গাহনী-সর্বিত্ত অর্থাং স্বীয়দের সূত্র-মধ্যে সংরক্ষিত ছিল *, এই অবস্থার তাহা ব্রহ্মায়তার বলিয়া পরিভাষিত হয়। সত্য, বেদতা, সাধারণ, কলি এই চারি যুগ ও কর্মসংশ্লিষ্ট কাল-বিভাগ সমষ্টিক্রমে প্রবর্তিত হয়, এবং জ্ঞাতির বেদ-পরিচিত বন্দুবিবাহ একবারেই আচরিত হইয়া যায়। ঐ অবস্থার প্রথম কয়েকটি পৌরাণিক দেবতাও হিন্দুদের দেব-মূলীর মধ্যে সংরক্ষিত হয়। পুরাণের মতে ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু, শিব এই তিন দেবতার মধ্যে শিব ও বিষ্ণুই প্রধান দেবতা। এমন কি ঐ শাস্ত্রে তাহারা একত্র পঞ্চমের বলিয়াই বর্তমান হইয়াছেন। প্রাচীন উপনিষদ ও ব্যূহপূর্ণ প্রচলিত পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; বাস্তবিকতাও তাহাই বটে। ঐ তুই শাস্ত্রে ধর্মীয় মধ্যে ব্রাহ্মণ ও প্রাচীন দেখিয়ে পাওয়া যায়।

সন্ন্যাস দ্বারা প্রথম: সম্পূর্ণ বিকৃত্তি করতা ভুবনস্য গোয়া।

ন সন্ন্যাসবিধু সমুদ্রীবাসাত্মাশৈলের অর্থপুরুষকার মাত্র।

মণ্ডোপনিষদ ১।১।

দেবতানিধির অঙ্গো ব্রহ্ম উৎপন্ন হন। তিনি জগতের কর্তা ও পাল-রিতা। তিনি অগ্নি নামক জ্ঞেয় পুত্রকে সকল বিষ্ঠার অন্তর-বরাপ বন্ধিত করিয়াছিলেন।

বাসন্তায় বিদ্যাবাহী পুরুষ তাহী বহুব্রহ্ম বিদ্যায় নামক।

থেষ্টাণ্ডরপনিষদ ৬।১৮।

যিনি পূর্বক ব্রহ্মকে হতন করেন ও তীর্থাত্রে বেদ সমুদ্র সংস্থাপন করেন।

মুসর্বসিদ্ধেও তিনি মম্বর মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রথম ও প্রধান দেব বলিয়া

পরিচয় দিবেছে। বেদবাষ্ট্রের প্রাচীনতম ভাগে ব্রাহ্ম নাম মাত্রও

বাক্তি ছিলেন বোধ হয়। কিন্তু উত্তরে যে নাম সত্যের রচিত ব্রণ-সূত্র সংরক্ষিত ছিল একাধু ইতি পুরুষ একাধু সূত্র হইয়াছে। (৩৭পৃষ্ঠা দেখ)।

ৰীতিকালের সম্মুখ ও রূপমুখ নামে অপর একাধু পুনর্বের নাম পূর্বে পুনঃ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছেন।

* প্রেমনাম নিত্যহিত। ৩৫, ৩২, ৩১, ৩০, ৩।

† বেদের সর্বোপরি আধুনিক ভাগে অষ্টাদশ উপনিষদে কাল-বিশেষ-ব্যতিচত 

কারণ শব্দের প্রান্তোত্তর আছে।

“সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী।”

(থেষ্টাণ্ডরপনিষদ ৬।২২।)
ভারতবর্ষীয় উপাস্যক-সম্প্রদায়।

বিজ্ঞান নাই, কিন্তু মুসলমান তিনি গৃহ ও সংসারের কর্তা প্রভাবান দেব বিজ্ঞান বলিয়া বর্তমান হইয়াছেন।

তদন্তমূলক্ষিতম সম্প্রদায়মুখ্যমূলক্ষিতম।
তাম্মূলকি থানি সন্ত, সম্প্রদায় সম্প্রদায়মুখ্যমূলক্ষিতম।

মুসলমান হিন্দু। ১। ১।
(১) তাদুর্গু কর্তৃক জন বিন্দুক) সেই বীজ সহায় শুরু-সমাপ্ত অহঙ্গাম পরিণত হইল; তাহাতে সূর্য্য-বিশাল ব্যবহার উৎপত্তি হইলেন।

তাহারগণ মন্থন নিয়মে সমষ্টিধাতকে।
তবিত্তীয়: স পুষ্টায় লেখা বৈষম্য করিতেন।

মুসলমান হিন্দু। ১। ১।

সেই সং ও অন্ত-স্রষ্টা, নিয়ম, অব্যক্ত কারণ হইতে উৎপত্তি সেই পুষ্টায় ভূ-মণ্ডলে প্রতি বিভিন্ন অভিজ্ঞ আছেন।

তাই সম্প্রদায়ে ভাষামূলকনিবিধিতে পরিধর্ম্মৰ মন্থনসম্প্রদায়-অনুপাদকে।
ব্যবসায়ানুসারে মন্থনসম্প্রদায় বিধান।

মুসলমান হিন্দু। ১। ২।

tবাঙ্গাল ব্যবসায় সেই আরে এক বৎসর অবস্থিত করিয়া অপনার চিন্তা-বলে তাহাতে হই ভাণে বিভিন্ন করিলেন।

তাহারা স মান্তা মাত্র হত্য মুখ্যাতি নিম্নম।
মন্থন অন্ত মহাসাহাস্যে স্বাভাবিক মহাসাহাস্য।

মুসলমান হিন্দু। ১। ৩।

তিনি সেই হই ভাণে মাত্র নূন্তায় ও মাত্রায় এবং তাহার মধ্যে পূৰ্ব্বে আকাশ, অনমিত ও নিয়ম জন্ম-সম্প্রদায় নির্ভর করিলেন।

প্রথমতঃ।—প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ অপেক্ষায় প্রাচীনতর মুসলমান প্রতিষ্ঠাদের ব্যবহার উৎপত্তি হইয়াছে। বিতর্ক্ত।—পূর্বে মূর্ত হইয়াছে। প্রাচীন উপনিষদের স্পন্দনে স্পন্দনে তিনি সন্তান্ত ও প্রখ্যাত রাখিলেন। তাহার নিত্য হইয়াছে। তুলন়।—বাঙ্গালী রামায়ণ শিব—

* অজগর বিতর্কিকৃতবিবেচনা করুন।

অন্যান্য বর্ণ ও মূলের অপাচরণ।
শ্রদ্ধান ও বিস্ময়-শ্রদ্ধান প্রচলিত পুরাণ সুমধু অপেক্ষা আচারী তাহার সদ্বেচ নাই। সেই রামায়ণের একখানি পুরাকুত পুস্তকে * ব্রহ্মাই সমস্ত জগতের নগ্ন কর্তা বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন।

অন্তঃস্ত জগদ্যজ পুষ্পি: জন্মান্বিত।

(শ্রুতি) রূপাল্পলা পুরুষে সমুদ্রা সমুদ্র জগৎ প্রাক্ত করিলেন।
চতুর্থাং।—পঞ্চরাগন বিভৃতারে প্রতিস্ব দেবিতে পাইয়া, এককার পুরাণার্থে যে সমস্ত কথা বিক্রীর মহিমা একাধি উদ্দেশে নিয়োজিত হইয়াছে, প্রাচীনতর এষ্টে এ প্রাচীনতর উপাখ্যানে তাহা ব্রহ্মাই মাহাস্ত্য-প্রতিলাভ বলিয়া বর্ণিত আছে।
পাশ্চশ্চ।—একত্রে নারাণণ বলিয়া কেন্দ্র বিক্রীতে বুকার, উক্ত সময়ে ঐ শতাংশ কেন্দ্র কর্তৃক প্রতিপালক ছিল। নারাণের অগ্নি জল, ব্রহ্মা জনলায়ি ছিল, এই নিমিত্ত তাহার নাম নারাণ।

আয়ানারা হুরি দোক্কা আধীনে নান্দনুব।

না বহুলাবধান পশ্চি তেন নারাণ: মুখ; 

মুনুসহিত। ১। ১০।

আপ অর্থাৎ জল নাবের অর্থাৎ পরমাকার অবতর-অরুপ এই নিমিত্ত উভা নারালিয়া উক্ত হইয়াছে। পুরুষ রক্ত উক্তে তাহার করিয়া অবস্থিত ছিলেন এই নিমিত্ত তিনি নারাণ বলিয়া উনিশিত হইয়াছেন।

এই সমস্ত কারণে স্কাহেই বেধ হইতেছে, বিশুদ্ধে মধ্যে ব্রহ্মণ প্রথম দেবতা। ঐ তিনের মধ্যে তাহার মহিমা ও তাহার উপাসনাতে সর্বমূল্যে প্রচুৱুত হইয়াছে। পরে সত্য ও বিক্রীর উপাসকেরা এবং হইয়া তাহার মহিমা শুরু ও তাহার উপাসনা লুপ্ত-প্রায় করিয়া ফেলে। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্চার মন্ত্র ছিল, মহাদেবের কোথায় পরবশ ছইয়া তাহার একটি চেদন করিয়া ফেলেন এই পৌরাণিক উপাখ্যানে উনিশিত ব্যাপ্তাই প্রকাশ করিতেছে বেধ হইয়াছে।

ব্রহ্ম একটি সত্ত্বা দেবতা কি কোন ও চাচার বৈদিক দেবতার রূপান্তর যুহ সকল কী জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে। বাসনামী সংহিতার, ওঁদ্র-সংহিতাদ দশম মালুক ও শতপথ-ব্রাহ্মণে পুক্ত নামে একটি দেবতার অবস্থা আছে। তাহার হইতে এই জগৎ ও জগতের অনাবর্ত বসু সুদূরার উৎপত্তি হইয়াছে। সেই স্ক্রিন প্রকারের সহিত মুনুসহিত-পৌর্ণ স্মরণ-প্রকারের বলে, বরং, বিরাট অনায়ার কর্তৃক বিশুদ্ধ 

* স্নাগত, বক্তৃতা প্রকাশিত রামায়ণের অধ্যায় ২৯, ১১০ সর্গ, ঘৃষী ও চতুর্থ চৌক।
স্বদেশীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

এক সৌদামিন্য দেখিয়ে পাইল। যার মতে, এই উভয়কে কখনই অসম্ভব বলিয়া উৎসে করিয়ে পারি। যার না। পশ্চাৎ এই উভয়ের অমৃতত্ব সেই কয়েকটি বিষয় পার্থক্যসম্পত্তি করিয়া লিখিত হইতেছে, দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

প্রথম

ধন: সংস্কৃতি পুরুষ: সমস্ত

ব্রহ্মপুত্র:।

শ্রীলোকায়ন:। ১। ১। ৩। ২।

সংস্কার পরে সেই অংশ হিতে পুরুষ রূপ করিলেন, তিনিই প্রাণপ্রাপ্তি।

নন্দার্থ বিকালাজান

বিকালী অষ্টিযুক্ত:।

যাতো অস্থিরতাত

পর্যাপ্ত মোটর পুরুষ:।

শ্রীলোকায়ন:। ১। ৩। ২।

চিন্তা কাব্যাননী দেহ

মানুষ পুরুষের মাতৃ

অন্তর নারী স্ত্রী

বিকালাজান মূর্তত:।

শ্রীলোকায়ন:। ১। ৩। ২।

ব্রহ্মে নিজ দেহের কৌশল ভাবে বিভ্রম করিয়া একাথেকে পুরুষ ও অপরাধী নারী হইলেন, এবং সেই নারী-সহজে বিভ্রম উৎপাদন করিলেন।

অবিধায়বিকালাজান মূর্ত

ব্রহ্ম পালনমুখ।

বৃদ্ধি ব্রহ্মবিকালাজান:।

শ্রীলোকায়ন।।

শ্রীলোকায়ন:। ১। ২৭।

* এই পুঞ্জের নাম পুরুষবৃদ্ধি।
† ব্রহ্মে পুরুষের স্বর্ণ নাক বাসর।

সেই অংশে অধিষ্ঠিত করেন। ৭২ পৃষ্ঠা দেখ।
উপক্রমণিকা। ৭৫

পুরুষ।  
সেই সর্ব্বময় জ্ঞানের হইতে শক্তি, সাম, যজ্ঞু ও ছন্দ সম্মূহার উৎপত্তি হইল।

ব্রহ্মণপৰ্য্য মুনসমাজী।  
বাল জাতিতে।  
অর্থ তদ্ব্য অন্তভ।  
পদ্যাঙ্গ স্ত্রীর অন্তরত।

ব্রাহ্মণে।  
তিনি যজ্ঞ-সাধনার্থ আমি, বাল, বাল, বাল এই তিন সনাতন বেদ উদ্ধৃত করিলেন।

অস্তিত্বের বিপরীত।  
মুক্তরাক্ষসাধন।  
ব্রাহ্মণ অর্থ দেথ।  
মূল্য নিবন্ধন।

মুসুম্বিদি। ১। ৩।  
লোক লোকের উদ্ধেশে আপনার মুখ, বাল, ক্ষুদ্র ও পদ হইতে রাগন, ক্ষুদ্র বাল, দৈবী ও শূন্য উৎপত্তি করিলেন।

পুরুষেরের চন্দনাসারে, পুরুষের সহস্র সন্ত।  
ব্রাহ্মণে।  
চারি দিকেই যুগ্ম।  
অধ্যাদেরী।  
তাহাতে সকল দিকেই ঔষ্ঠার মুখ, সকল দিকেই চন্দ, সকল দিকেই বাল ও সকল দিকেই পদ এই রূপ রসিদি হইয়াছে।  

tিনি ত্বতোক ও দ্বালোক উৎপত্তি করেন।

বিখ্যতত্তত্ত্ব বিখ্যতেতি বিখ্যতেতি স্বীকার।

ঋপদেবপালিত। ১০ ম ত। ১। ৩।  
(বিখ্যত্তত্ত্ব) সকল দিকেই চন্দ, সকল দিকেই মুখ, সকল দিকেই বাল এবং সকল দিকেই পদ।

এই বচনাসারের প্রকার সকল দিকে মুখ ও সকল দিকে চন্দ রসিদি হওয়া অসম্ভব নয়।

ইতি পুরুষের মূঢ়ি করা হইয়াছে, মুসুম্বিদির যেমন অন্তর হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি প্রতি-অন্তন অর্জন করিয়া অবিকল নৈম্য উত্তেজিত হইয়াছে।  
তাহাতে তিনি একাঙ্কের সহিত অতিরিক্ত বিলিতে রসিদি হইয়াছেন।

*ঋদেরামালিত। ১০ ম। ১০ স। ১।
শতপথ-ব্রাহ্মণ: সাধারণতিবাক্যে অধ্যয়ন ও বোধগম্যহীনতার পক্ষপাত ব্রাহ্মণ।

পুস্তক এই একটি অজ্ঞাতি ছিলেন। এই যে অজ্ঞ একান্তিত হয়, সেই পুস্তক এই অজ্ঞি।

উল্লিখিত শতপথ-ব্রাহ্মণ বা ভারুণ কোষ প্রণীত গ্রন্থের প্রারম্ভায় মনুসংহিতার অংশপাতির বিবরণ সংক্ষিপ্ত হইলাম তাহার সম্বন্ধে নাই। পুস্তকমণ্ডল ও শতপথ-ব্রাহ্মণের পুস্তক মনুসংহিতার ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণ অন্য একটি নাম অজ্ঞাতি।

এই হই একপ্রকার দেবতার মধ্যে প্রাচীনতর শাস্ত্র পুস্তকের অবস্থা ও ভাবণ্ডকা। প্রাচীন শাস্ত্রার ব্রাহ্মণ বিবরণ সংক্ষিপ্ত আছে। অতএব অন্য পুস্তকের পরে ব্রাহ্মণ শ্রুতীদের দেব-সংক্রান্ত মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া। অতএব ব্রাহ্মণ পুস্তক দেবদিনের পরিধিভূমি বলিয়া সংক্ষেপে প্রাসাদমন্ত্র হইল। উল্লিখিত হইলে।

ব্রাহ্মণ অন্য একটি নাম পুস্তক এবং জন-সমাজে তাহির আদি-পুস্তক বলিয়া প্রবর্তিত হুইলে।

ইহি পুস্তকের বিবরে যৎকির্তি যাহা লিখিত হইল, তাহাত এই প্রাসাদমন্ত্র হইল। উল্লিখিত হয় যে, পুস্তককে শিব ও বিশ্ব উপাসনা। প্রাচীনতম সাধারণ অন্যের ব্রাহ্মণ উপাসনা একটি বিশেষে ব্রাহ্মণ হুইল না। এখানে বিশেষে শাস্ত্রকে একটি নাম বহুভাবে সম্পন্ন না। বোধ হয় হইল।

ছাত্রীর সময়ে ব্রাহ্মণ উপাসক-সমাজের বিবর্ধান ছিল। তাহার চতুর্থ, কামগুলি এবং শঙ্কা প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করিয়া প্রায় দরিদ্র।

" তাহার সাধারণ। বিভাগ পর্যন্ত। ১৩ অধ্যায়।"
উপক্ষমিক।

চতুষ্কোণ, কথাবলু, শখ্ত্র প্রভৃতি চিহ্ন-ধারী হিরণগর্ভপোস্ক মুক্ত হইয়া কীর্তি করেন।

একাদশ শক্তিবিশ্রামে এক একাদশ লুপ্ত হইয়াছে বিলম্বের হইয়াছে।
কেবল একাদশ লুপ্ত হইয়াছে বিলম্বের হইয়াছে। আমাদের অন্তর্গত পৌঁছাই প্রকাশে স্থান হইয়া অর্থনীতি রূপান্তর প্রায় পূর্ণ।
চিঠির মধ্যে ব্রহ্মবর্ত্ত্যটি নামে একটি ঘটা আছে, তথায় হিন্দু-বংশের অর্থনীতিগত পূর্বাভাসের একটি উৎসব হইয়াছে। লোকের এই সংস্কারের আচরণ করা যোগ্য হইল স্থানে সম্পন্ন করিব। নামে অস্বথে মন্ত্র অর্পণ করেন।
বাবুর্পরের সমাজকে ব্রহ্মনীতির নামে একটি নীতিসমূহ আছে, তথায় আর মাত্রের সংস্কারে একটি মহোৎসব হয়।
চতুষ্কোণের কার্যকর পূর্বাভাসের সকল বর্ণে তথায় ব্রহ্মীর পূজা দেয় এবং দুর্যোগপূর্ণ হইতে ব্যবহারের লোকে নানা বিধি অব-জ্ঞান লইয়। বিক্রম করিতে হয়। এই উপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়াছে।

ব্রহ্মী বিধি: আনন্দ মানি বিষ্ণু ধরিতে ধর্মী।
ধামনি মন্ত্রমূলক মন্ত্রি এ মন্ত্রমূলক।

মনুসংহিতা। ১২। ১২১।

মনের অধিষ্ঠাতা চক্ষু, কর্তৃর অধিষ্ঠাতা দিক্ষু, পদের অধিষ্ঠাত। বিচ্ছ, বনের অধিষ্ঠাতা হইল বাকোর অধিষ্ঠাতা অমৃত, পার-দেশে অধিষ্ঠাতা মিত্র৷ অপভ্যর্থপূণ্যসারের অধিষ্ঠাতা একজ্ঞাত থি৷
এই সম্বন্ধ দেবতাকে এই অঙ্গের সম্বন্ধে অভিষেক বলিয়া করিবেন।
উক্ত স্থানের এই সম্বন্ধে পাইবেন বাস্তব, তথায় প্রাপ্তি অধিন নৈক দেবতার মধ্যে পরিগমিত হইয়াছিল। প্রাণী ঈশ্বর, বর্ণগাঢ় অনান্য নৈক নৈক দেবতার অন্তর্গত হইয়াছে, কিন্তু দেবতারও অন্তর্গত হইয়া, বাস্তবের প্রমাণ উক্ত পদ।
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

হইতে প্রচুর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন *। এই হুইটি সর্ব-প্রান্ত বৈদিক দেব প্রতীকে কেবল বিশিষ্টের অধিষ্ঠাতা বলিয়া রূপিত হইয়াছেন।

বচন-বিশেষে লক্ষ্যী ও ভক্তকারীর নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে না। পৌরাণিক মতে লক্ষ্যী বিষ্ণু-শক্তি ও ভক্তকারী শিব-শক্তি। এখন যে হুইটি বিষ্ণুবর্তীর উপাসনা অভিযৌজ্য অবল হইয়া উঠিয়াছে, মুসলমানের দেই রাম ও রূপের নাম গতি ও দিদিমান নাই। কিন্তু উহা রূপিত হইবার পূর্বে প্রত্যাত্ম-পূজা প্রতিরোধ হইয়াছিল বোধ হয়। উহাতে দেব-প্রতিষ্ঠা ও দেব ভক্তিসেবকের প্রসন্নতা আছে, কিন্তু দেবলের প্রতি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দেবগণকে গভীরমূখ প্রদান করাই প্রচলিত ছিল; এক্ষণে রাম পুণ্যতন্ত্র মৈথিলিক এর রূপ, জাতিবিশিষ্ট কোন নিদর্শন লক্ষ্য হয় না।

তবু বিষ্ণু ও শিব মুসলমান-সম্প্রদায়ের সময়ে পদ ও বলের অধিষ্ঠাতা মাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তত্ত্ব উত্তোলকের মহিমা পরিবর্ধিত করিয়া উত্তোলকাকে পরাংশ পরমেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারত।

রামায়ণ, মহাভারত ও বিশেষতঃ পুরাণ-প্রাচীরের সহিত শিব, বিষ্ণু ও ভদ্রী শক্তিদের উপাসনা প্রাচীরিত হয়। এই তিন একার প্রাচীরে যে রামায়ণ সর্বপৰ্য্যন্ত প্রাচীরিত বলিয়া প্রশস্ত আছে। বিভিন্ন কোথাও তাহাই বোধ হয়।

প্রথমতঃ যে সময়ে আদিত্য রামায়ণ বিরচিত হয়, সে সময়ে দক্ষ- দাসের অধীন ভারতবর্ষের দক্ষিণ এবং রামায়ণ কষ্টকালী আর্য-কৃষ্ণ দেবের বাস-বিন্দুর হয় না। তখন উহা অরণ্যবাস ও স্থানে ছায়ান অল্পভাব।

* ইন্দ্র, ব্রহ্ম, বায়ু, বর, মহাবিদ্যা, মায়া, পুষ্পবিদ্যা, কৃষ্ণ, অমৃতস্রী, জল- মেদিত ও সমস্ত অর্থাং বনবাসের নামাবলী এবং তীর্থাদিক উদেশে নাম ও বিশেষ প্রদান করিয়া ব্যস্ত আছে। (মুসুলমান ৩ ৮৫- ৮৮ এবং ১ ৩৩।)

† মুসুলমান ৩ ৮৭।
‡ মুহুর্তরিতি ৩ ৮৯।
¶ মুহুর্তরিতি ৩ ৯২ এবং ১ ২৮।
উপক্রমণিকা ।

অনায়া লোকের বাস-ভূমি ছিল* । রামায়ণে এই অরণ্য দুঃকারণ্য বলিয়া লিখিত আছে ।

দ্বিতীয়ঃ। এই এলের কোন কোন স্থানে উল্লিখিত আছে, রাণার্গাদি অর্থয-জাতীয়েরের সে সময়ে সংকৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেন । অরণ্যকালে লিখিত আছে, ইহল নামে এক রাক্ষস রাণার্গ-রূপ ধারণ পূর্বক সংকৃত কথা কহিয়া বিপ্রগণকে নিম্নালি করিল।


যারহেনু রাণার্গ কুঞ্জিলবস্ত: সংকৃতাং বদনু

আমরঘরতি বিমানু স আঙ্গুসি চ বিদ্যায়ত।

অরণ্যকালে। ১১ সর্গ । ৫৩ লোক।

নিবর্ত-নভাব ইহল রাণার্গ-রূপ ধারণ পূর্বক সংকৃত কথা কহিয়া আঙ্গ-উদ্দেশে বিপ্রগণকে নিম্নালি করে ।

মুরকালে লিখিত আছে, হুম্মান লক্ষাপুরী প্রবেশ পূর্বক সীতার সহিত সঞ্চালকার বাসানায় ভাবিতেছেন,

অষ্ট স্বাতিনিস্তেত ব্যানর্য বিয়েত; ।

বাচ্চান্তোহারক্তিবল। মানবাশিষ্ঠ স্বঞ্চতামূ।

বহি বাচ্চ বিয়মামী ব্রজানিতিতর স্বঞ্চতামূ।

রায়ন মন্ত্রমানা মাতা শীতা ভীতা ভবিষাদ।

অবজামৰ্গ কাঙ্ক্যামানু বাক্যাল্পৰ্যন্ত ।

বত্তা বাচ্চাশধি মান্ত্র্য নারোলোমলিঙ্গন।

মুরকালে। ৩০ সর্গ । ১৭,১৮ ও ১৯ লোক।

আমী কুঞ্জকাল, ভাঙ্গাতে আইর বানর, তথা দুঃখের ভাঙ্গাতে সংকৃত কথা কহিব । যদি আমি বিজ্ঞানের ভাঙ্গাতে সংকৃত ভাষায় কথা কই, তাহা হইলে জাগ্রামৰ্জকা রাবণ বিবেচনা করিয়া ভীত হইবেন । আরহ অপর মুখের ভাঙ্গাতে অর্থ-সংক্র (সংকৃত) বাক্য বলা আমার অবশ্য কর্তব্য । তবে আমি ফেল রূপে সংখ্যক সংখ্যক পাচিব না ।

:৪, পৃঃ ২০৩ অরণ্য ২২৩ পর্য্যবেক্ষ অর্কাকে নামে একটি সুস্থিত রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম রাজ্য করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন এবং গিরিদায় পেশোদার, দিবি, প্রায়, উড়িষ্যা অভিব্যক্তি নামানুসারে

* রামায়ণ লিখিত বানর ও রাক্ষস এই রূপ অনায়া লোক হই আর কিছুই নয়।
আপনার ধর্ম ব্যবস্থা ও রাজ্য-শাসন-প্রণালী সংক্রান্ত কতকগুলি অমুশাসন-পত্র ব্যবহার করার মাধ্যমেই। এই পত্রগুলি একাধিক পালিভাষায় বিবেচিত। সংক্ষিপ্ত ভাবে কর্মসংস্থান রূপান্তরিত হইয়া এই ভাষাটি উৎপন্ন হয়। এই ঘটনাটি কিছু একমাত্রেই ঘটিতে পারে না। ইহা সমস্ত হইতে অনেক কাল অতীত হইয়াছিল তাহার সমস্ত নাই। তথাহইল ঐচ্ছিক কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া শুরু হইসি তার পূর্বেও এই ভাষা প্রচলিত অর্থাৎ সাধারণ লোকের কথোপকথনে ব্যবহৃত ছিল। রামায়ণে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত ভাবায় কথোপকথন-প্রসঙ্গ হিমালয়মাঝের তদেপূর্ব পূর্বশতাধিক পরিচালক বিবেচিত হইয়াছে। যদি এই একাধিক পালিভাষার পালিভাষার তাহা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে হুমান অপর সম্প্রদায়ের স্ত্রীর পালিভাষার কথা হইতে কৃত্তি-সংক্রমণ হইলেন এইরূপই লিখিত হইত। তিনি মুসলিম অমুশাসনের, আদি রামায়ণের মধ্যে তুষার এবং স্ত্রীর নয় চতুর্থের শতাধিক পূর্বস্ত্রীর বিবেচিত হইতে পারে। কত পূর্বে তাহা নিশ্চয় করা সুবিধাজনক।

তৃতীয়তঃ সে সময়ে বৈদিক ভাষা কর্মসংস্থান পরিবর্তিত হইয়া সংক্ষিপ্ত অর্থাং পরিবর্তিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও সর্বতোভাবে সাহিত্যের ভাষার পরিবর্তিত হয় নাই। রামায়ণের ভাষা শুদ্ধাকালীন প্রশিক্ষণে অনেক প্রাপ্তি। তাহাতে সারসিক পালিভাষা-বিবেচনা অনেকাকালের প্রদেশ দৃষ্টিকোণে। পালিভাষার উদাহরণ-করণে কতকগুলি প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠ করিলে জানিতে পার। যাইহে।

<table>
<thead>
<tr>
<th>সংখ্যা</th>
<th>লোক</th>
<th>সারসিক-পালিভাষা-বিবেচনা</th>
<th>সারসিক</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>৮৫</td>
<td>অমুন্দে।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>১</td>
<td>অমুপ্রায়।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>১৪</td>
<td>কক্ষেবেদাঙ্গ।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>২৯</td>
<td>কক্ষেবেদাঙ্গ।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>১৭</td>
<td>অশ্লেষবরো।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>২১</td>
<td>সূচচাঙ্গ।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>১৫</td>
<td>অশ্লেষপঞ্জ।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>২১</td>
<td>পৃথিবী।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>৩৪</td>
<td>অশ্লেষরঞ্জ।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>২৮</td>
<td>লক্ষ্মীরক্ষাঙ্গ।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>২১</td>
<td>কৃতোদ্ধাঙ্গ।</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Essai sur le Pali par Bourneuf et Lassen.
<table>
<thead>
<tr>
<th>সর্গ</th>
<th>উক্ত</th>
<th>সারসিক-প্রয়োগ-বিকৃতি</th>
<th>সারসিক</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>১৯</td>
<td>২১</td>
<td>বাচ্যদীদ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>২১</td>
<td>৬</td>
<td>করিয়েছিসি</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>২১</td>
<td>১৩</td>
<td>প্রশাসিতি</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>২১</td>
<td>১৭</td>
<td>হরাক্রম</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>২৩</td>
<td>৭</td>
<td>তপাট্তা</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>২৩</td>
<td>৮</td>
<td>বসুদে</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>২৩</td>
<td>২০</td>
<td>অভিপ্রেত</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>২৩</td>
<td>২৭</td>
<td>অভিপ্রেত</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৩৭</td>
<td>১৯</td>
<td>অভিজ্ঞান</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৩৭</td>
<td>২৭</td>
<td>সমভিজ্ঞান</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৫৩</td>
<td>১৫</td>
<td>অনুভূত</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৪৩</td>
<td>২৭</td>
<td>করিয়েছি</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৪৩</td>
<td>১১</td>
<td>নিবধন</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৪৩</td>
<td>২৯</td>
<td>সমুপাসা</td>
<td>মুদ্রিত</td>
</tr>
<tr>
<td>৪৩</td>
<td>২০</td>
<td>তন্ত্রশলকেন্দ্র</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৪৩</td>
<td>১৫</td>
<td>অনুভূত</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৪৩</td>
<td>১১</td>
<td>দৃষ্ট</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### আমোদ্য কাও

<table>
<thead>
<tr>
<th>সর্গ</th>
<th>উক্ত</th>
<th>সারসিক-প্রয়োগ-বিকৃতি</th>
<th>সারসিক</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>১</td>
<td>৬</td>
<td>মন্ত্রাং</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৮</td>
<td>২৬</td>
<td>সাপ্তি</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৬</td>
<td>২১</td>
<td>অভিধুবী</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৭২</td>
<td>৮</td>
<td>গচ্ছী</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৩২</td>
<td>২১</td>
<td>মেঠলাং</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৩২</td>
<td>২২</td>
<td>জিন্তিতুং</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৪১</td>
<td>১২</td>
<td>নন্দাসল</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৫১</td>
<td>৮</td>
<td>তোতোধাচ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৫২</td>
<td>২৮</td>
<td>বৎসামচেহতি</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৫২</td>
<td>৩৩</td>
<td>প্রথম</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৫২</td>
<td>৩১</td>
<td>আন্যায়</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৫২</td>
<td>১৬</td>
<td>অভিবাদন</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৫২</td>
<td>৫২</td>
<td>উদ্ধরণ</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
যাতবতর্থীয় উপাসনক-সংস্কার।

সর্গ ... কৌক ... সারসিক-প্রয়োগ-বিকিরণ ... সারসিক ... ...

৬৭ ... ২৬ সংবদ্ভে পরিবর্তিত হইয়াছে।

অনেক স্থলে ছন্দের অনুরোধে এক্রন অসম্ভ-পদ-প্রয়োগ অনুসারে অহিরাজিন্ত মনে হইতে পারে, কিন্তু কালিদসানির সময়ে কোন বিজয়ন্ত অনুরোধের অর্থ প্রায় ব্যবহার চলন-সহ ছন্দে পারিত না। অতএব, এক্রন অসারসিক-পদ-ব্যবহার সংক্ষেত তাহার এক্রন পূর্বস্বন্তর পরিচার্য বলিয়া এরূপমাত্র হইয়া পারিত।

চর্চিতঃ। রামায়ণের গোষ্ঠী একাদশ নামক প্রাচীন বঙ্গদেশে বিলিত। উহাতে বিবৃতি অধুনিক সাহিত্যের নয় দীর্ঘ ছন্দ, বুদ্ধিভাষ, উৎকর বর্ণন এবং শব্দ ও অনুরূপের অত্যন্ত নয়। এই কর লক্ষণে উহাতে প্রাচীন বলিয়া পরিচর্য দিতে হই।

রামায়ণের ভাষার প্রাচীনত্ব, ভাষায় সংক্ষেত কথা-চলনের নিদর্শন পণ্য, তাহাতে লিখিত আর্য-কুলের বহু-সব প্রাচীন। এই কারণে তাহা বিভিন্ন পূর্বপুরুষ পুরোহিত বিশ্বাসের সংখ্যা ভাষার সমর্থক প্রাচীন বলিয়া এরূপমাত্র হইয়া উঠে।

৩১ দৃঢ় প্রেমচিত্ত সে সময়ে মহারাজ চন্দ্রগোপের সভায় অভিমন্যু করিয়া, সে সময়ে অহিরাজ বৃহৎ পূর্ব-শতাব্দীতে সম্মরণ-গমনের

* যে সময়ে আমি বাংলার রামায়ণ দেখিয়া যাই, সে সময়ের নৈপুণ্য ও তাহার শব্দের মুখ্যতা হয় নাই। বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি সমস্ত রামায়ণের মুখ্যতা করিতে প্রকৃতি করিয়া ছিলাম, কিন্তু তখন রামায়ণ সমাপ্ত হইয়া উঠে নাই। তাহার অনেক পূর্বে রামায়ণের রূপে পুনর্গুণ হইল কাহ ও কৃত্তিকা সহ করিয়া বিস্তার প্রচার করিয়া, এবং ভাষার বিভিন্ন বৎসর পরে অভিলাষ করিয়া প্রচার পূর্বপুরুষ প্রথম হইতে কাহ মাত্র প্রাকাশ করিয়া যায়। এই নিঃসচিত আমি একাদশ সন্তান প্রায় পাঠ করিয়া যাই। তাহা যত অন্য অন্য বিষয়ের উপর সারসিক-প্রয়োগ-বিকিরণ কদম্বলি পদ লিখিয়া রাখি। তাহারই বিকিরণ এখন উঠিয়া হইল। এখন আমি নানাপ্রকার পুষ্ট পৃথিবীর নানা চিত্ত করিয়া দেখিয়া প্রাপ্তিতে না। রামায়ণের বিভিন্ন পুষ্টক পাঠের বৈষম্য বিন্যাস। দৃঢ় ছইয়া থাকে। অতএব উক্ত পদদেশ যে সময়ে ভাষায়ের অনুরূপ, রামায়ণের পুষ্টক-বিশেষে তাহার পাঠাচ্ছে সংশয়স্তো বা অন্য কোন প্রণয়াপূর্ণ-দৃষ্টিন অবস্থা নয়।

ত কিছুকালেও রামচন্দ্র বহুতাদের অপশন-সূচনা, বাক্যরূপকার, বিশেষ নিরীক্ষা বর্তমানের মাধ্যম একাদশ করিতে দেখিতে আছে (৩ সর্গ ২৬-২১ কলক), তাহাও পাঠ করিয়া, নেই অথবা রচিত হইবার সময়ে সংস্কৃত-ভাষ্য প্রচারিত হইয়া হইলে থাকে।
উপক্রমণিকা ৪

গুরু পূর্বে দিকে মঞ্চ দেশ পর্যন্ত অবস্থান রাপে প্রচলিত ছিল। সমগ্র রামায়ণে এই পৃষ্ঠার একটি উদাহরণও দেখিতে পাওয়া যায় না। বদি এই প্রাচীনকাল সময়ে এই এপি। বিস্তার পাওয়া, তাহা হইলে দশরথের মৃত্যু-ঘটনার বিবরণ-স্থলে তাহার কোন কোন মহিলা সহগামিনী বলিয়া বর্তমান হইতেন *। অতএব এই মহাকাব্য খুব, পুরাতন শতাব্দীর সমস্ত পূর্বে বিচিত্র হয় একাধারে সাক্ষাতের বিশেষ বিদ্যমানির বলিতে পারে যায়।

বতৃত কীসাটমস্কু খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্য ভাগে জয় প্রাপ্ত করেন। ইহার সময়ে এই রূপ লিখিত ছিল যে, ভারতবর্ষের।

হোমর-কৃত কাব্যের অনুবাদ ও অনুৰূপ-তত্ত্ব মহাকাব্য বিশেষ কীর্তন করিয়া থাকেন। এই কথাগুলি নিম্নতানিকের এই হইতে সংগঠিত বা অনুবাদিত। হোমর-প্রণীত ইলিয়ড়।

অতএব কাব্যের নিহিত রামায়ণ ও মহাভারতের অনেকাংশে নোমাদুরং আছে পূর্বে কাব্যে যেমন রামায়ণ গান ও কীর্তন করিয়া বেড়ায় দেখিতে হয়। এ এরূপ সমৃদ্ধ আচার্য যে অনুসরণ করিয়া পূর্বে এই সকল পুরাকালের স্পূচ উপাধির প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রতিদিন হয় পূর্বে এই কীর্তন রূপে নিশ্চিত করিয়া যায়। তবে এই কীর্তনের উল্লেখ করেন, পূর্বের, এখনে এই রূপে ভারতবর্ষীয় মহাকাব্য কবিতার অনুসরণ ও অনুবাদ বিদ্যমান। কীর্তন করিয়া যায়।

নতুন হিন্দুরা এইঃ কাব্যের অনুবাদ করিয়া। রামায়ণ ও মহাভারত প্রকৃতি করিয়া থাকেন এ কথাটি কোন রূপে কিন্তু প্রয়োজন নয়। প্রতিদিন এই কীর্তন প্রাচীন উল্লেখ করিতেও মহাভারতকে কী, পুরাতন শতাব্দীর পূর্বোক্ত পুনর্বতিত পুনঃবিদ্যমান হয়।

সন্ধ্যা দান করিয়ে।

* অধ্যায়পুস্তকের ৬৬ সর্গের ১২ গোলকে লিখিত আছে, কোষালা কৃত-ছেন, অক্ষর অস্থায়ী এই শরীর অলিঙ্গন করিয়া অধি-অনুভূত করিয়া।

এই কথাটি কোষালার প্রাণ শোক-বর্ণনা গ্রহণ করিয়া। যদি বাণিজ্য শহর-প্রান মহিষ, তাহা হইলে, হয়, কোষালার প্রকৃত অনুমৃত-রুচিভাজন, নয়, যে প্রসঙ্গে সমস্ত অনুমোদনের বিষয় বর্ণিত থাকিত। বরং আপন অর্থাং অনর্থা কারণ পৃথকের মধ্যে এই প্রথা-প্রচলনের স্থান। দেখিতে পাওয়া যায়। ( ১৩ ১৩-১৩ )

† Indian Wisdom by Monier Williams, Lecture XIV.
§ Indian Wisdom by Monier Williams, P. 316.
হয় না যে, তখন রামায়ণের সে বিষয়ের কথা গুলি এ সংহিতা অপেক্ষা অপ্রাচীন হই। সহজেই বীকার করিতে হয়। রামায়ণের মুল নাম সম্পূর্ণ লিপিত ও মনুসংহিতার পক্ষ প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

অস্ত রহমনা গীতী স্পোন্সো চারিান্নলী।

মারিয়া যদি কুবলাক্ষা তন্মুনি মন্ত্রা।

রামকিথত ভাষায় সকল যাপানি মাননা।

নির্মলা: খৃষ্টাবানিত মন্ত্র: স্বতন্ত্র বাণ।

যাসনাবাসি মোচানা রোন: প্যাপানমুখনতে।

রাজা লাবাণু পাপস্থ নর্মাণীতি শক্তিভূত।

বিষ্ণুল। ১৮। ৩০, ৩১ ও ৩২।

ইহার মধ্যে শোভাকার তৃষ্ণ বচন মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ের ৩১৮ ও ৩১৮ প্রেক।

পঞ্চাঙ্গ বৃষ্টি হইবে, রামায়ণের প্রাচীনতর ভাগে বৈদিক ধর্মেই ধর্মান্ত ও প্রচলিত ধর্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই অগ্নি রোদন প্রজ্ঞান অনৈতিক বিষয়। ইতামু লেনন উহার প্রাচীনতর ভাগে মূল্য-ধর্ম-প্রচারের পূর্বাকাল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। যদিও ইহার অত্যন্ত নিম্ন-বিষয় বচনের বুদ্ধ-দেবের অসংগ আছে। কিন্তু সেটি প্রকৃত বচন রোধ হয়।

যথার্থ চৌহাঁ নিধারণ বৃক্ষাণ্ডাগাতম মাঝিকমধ্য বিষ্ণু।

অযোধ্যাকায়। ১০৯ সর্গ। ৩৪ প্রেক।

চোর যেতুষ্ক, রুক্ষ সেইতুষ্ক, নানা কর্তাকেও সেইতুষ্ক জানিও।

যদি এই বচন কোন রামায়ণের অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে এ অমৃত রাখিয়া যে বা পঞ্চ শত সমীক্ষার অপেক্ষায় অপ্রাচীন হইয়া পড়ে। কিন্তু ইত্যাদিপূর্বক ধর্মান্ত ধর্মের সংকল্প পাত্তি এই বচন এর কিঞ্চি বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

শাক্তকরার মতে অতএব রাম, পঞ্চাঙ্গ রুদ্রবিন্দ। অতএব এমন সৃষ্টি করিতে রামের উত্তরের মধ্যে রুদ্রের নাম সংহিতে পাত্তি করিয়াছে। কোন স্থলেই সংস্করণ ও সমীক্ষার নাম। জানানি রামচন্দ্রকে চারিবাক-মত উপদেশ দেনন। তাহার অন্তুর-স্থলে রুদ্রের প্রতি বিষয়-স্রোত ব্যাপ্ত অযোগ অর্থমানে দেখ।

* ১১ পৃষ্ঠা দেখ।
উপক্রমণিকা ।

করিবার প্রস্তাব দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব এই বচনটি প্রক্ষিপ্ত হওয়াই সম্ভব *।

আদিম রামযুগ সমধিক প্রচীন হইলেও, অপরাপর অনেক সংক্ষিপ্ত গণন্যের ন্যায় ইহাতেও উল্লিখিতপূর্ব রূপ বন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার সম্ভে নাই । এই জন্য, এই মহাকাব্যের ভিতর ভিতর পুত্তকে ভূতি ভূতি পাঠ-নিত্য ও মত-নিত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক দেশ-প্রাচ্য রামযুগের সহিত অন্য দেশ-প্রাপ্তিত রামযুগের সন্ধানে ভাবে 

* স্নায়ুর এই বোচ-বিশেষে বোচ-ধর্ম-প্রচারের পরিচালন বেদ হইতে পাওয়া। আদিকালের চতুর্দশ সর্গের বিষয় বোচে অনন্ত শিক্ষা আছে।

নারায়ণ ব্যক্তিতে বিনয় নারায়ণশ্রী মূল্য নাই 

নারায়ণ ব্যক্তিতে ঘাঁটি অন্যতম বিলাশপ্রদ মূল্য নাই।

বৃহদ অনুসারণ চন্দ্রাঙ্গলদ্যঞ্জলম।

বল, ১৪, ১২ খোকের ঠিক।

শ্রী রামযুগে যে মাধ্যমে মূত্র মূত্র খোক ও সর্গ-বিশেষ সাধিতে থাকিয়া একটি রামলিঙ্গ। ঠিকারাও তাহা ঠিকার করিয়াছেন ও অনেকেমন্ত বচন ও কোন কোন সর্গ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অংকিক করিয়া গিয়াছেন ; যেমন, আর্য্য, ৫৩, ২৩ ; ৩১ষ্ঠ, ৩৩ ও ৩৪ ; কিছু, ৫৮, ২৪ ও ২৫ ; হাম্র, ১২, ১৭ ও ১৮ ; ২৪ষ, ৪২ ; ২৭ষ, ২০ ; ২৭ষ, ৩১ ও ৩২ ; ৫৭ষ, ১৪ ও ১৯ ইত্যাদি। রামচরণের অনেক অর্থে দেশ-সদৃশ ও নানা প্রথায় কয়েকটি সর্গ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া করিয়াছেন স্নায়ুর কথার স্যায় করেন নাই।

বন্দন্ত্র একান্তর স্তোত্রাং পরাপত্রাং পররাপত্রাং প্রলম্বলাভ ন তে প্রমাণায়তা: অতএব তে সর্গঃ প্রকাশিতদ্বিয়ন শ ন প্রমাণায়তা।

আর্য্যকান্ত । ৩১ সর্গের ৩৩ ও ৩৪ খোকের রামাঞ্চক-কৃত ঠিকা *।

* রামাঞ্চক যে একান্তর রামযুগের ঠিকা করেন, এই প্রথমে এই একান্ত-গল্পকের সমাপ্তি ও অধিকাংশ ভাষা হীরীত ছিল।
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

এই ধর্ম। যোগীয় রাধাকৃষ্ণের সহিত পশ্চিম-পশ্চিমের রাধাকৃষ্ণের এবং এই উভয়ের সহিত দক্ষিণ-দক্ষিণের রাধাকৃষ্ণের বিশেষ রূপ বিভিন্নতা দৃষ্টি হইয়া থাকে। কেবল এই তিন প্রকার নয়, পাঠ-ভোগ ও গোক-গোকালি বশতঃ বহুতর একার রাধাকৃষ্ণ উৎপল্লি হইয়া পড়িতেছে। এই আচ্ছা এখন যেরূপ দেবিতে পাওয়া। যায়, সহস্র বা দুই সহস্র বৎসর পূর্বে অর্জিত মৌলিক ছিল এমন বলিতে পারা যায় না।

কলকাতা হিন্দু ভারতবর্ষ পরিভাষা পুরুষকর বর্ণ ও বালিকের গিয়া অধিবাস করেন। বালিকাপুরুষ, মূল্য-ধর্ম ও হীন-শান্তি অন্যা-প্রাণি বিদ্যামান রহিয়াছেন। তথায় কবি-ভাষায় বিচিত্র এক ধারার রাধাকৃষ্ণ আছে। ভারত-বর্ষের বালিকা রাধাকৃষ্ণ যেরূপ কাঁথার বিভাগে বিভিন্ন, বালিকাপুরুষের বালিকা রাধাকৃষ্ণ সেই যোগ। তাহাতে নৃত্য সম্প্রতি প্রস্তুত একক বর্ণন করিয়া, কোনোটি সর্বত্র বিভাগে করা হইয়াছে। উত্তরকাও উহার সহিত সংযোগিত। নাই। এই কারণে বালিকা-কুল একখানি মৃত্যু প্রস্তুত বলিয়া প্রচলিত আছে। বালিকাদের অত্যন্ত গহ্যমান ও সাধারণ-বহুল প্রভূতি অনেকগুলিই উপাস্যান্ত বালিকাপুরুষের রাধাকৃষ্ণে বিশিষ্ট বস্তু।

অন্য স্থানের ধুম্বিতিতাদের বচন: লকাসে রাধাকৃষ্ণ
সম্প্রদায়ের মহান্ত স্বাধীন তে মহিলা দৃঢ় জ্ঞানাধিকার ও চ।

মনার কাও। ২৭ সপ্তাহের ২৮ দোহার রামায়ণ-কৃত দীক্ষা।

ইহার মধ্যে 'সাঙ্গ বুধন' ইহার বহুলতম পরস্পর মূল্য প্রশ্নাঙ্কের পূর্তত দৃষ্টি হইয়া থাকে। কেবল সহিত ও অন্য অন্য গণিতের দ্বারে সে সমুদায়ই প্রক্ষিপ্ত।

যদি অর্থ্যা বহুল এই নামটি সংক্ষিপ্ত হয় না, যেমন একচেষ্টায় এই হীন দীর্ঘ নাম রূপে লিখিত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অর্থ অবিলম্ব
ত্বন্তে। তিনি গণিতের বিভিন্ন অর্থ্যার এই চেষ্টায় হইয়াছেন। অতএব হিন্দু। তাহার পূর্বে এই দীর্ঘ গণিত করিতে, উহার এই নামটি প্রচলিত হইয়াছে বে. হই। রামায়ণেও বহুলের প্রচলন আছে। (কিন্তু কাও। ৪০। ৩০।) অতএব হিন্দু। অথার গণিত করিবার পরে এই নামটি তাহাতে সাধারণ হয় বলিতে হইবে।

এই পূর্বের অত্রতি উদ-সম্প্রদায়-বিবরণের ১৩-১৭ পৃষ্ঠা দেখ।
উপক্রমিকা। ৮৭

নাই। যে সময়ে হিন্দুরা এই প্রচীন গ্রন্থে লিখিয়া যথাস্থানে গমন করেন, সে সময়ে ভারতবর্ষের রামায়ণের ঐ রূপ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল এই কথা বাকিয়ে আর কি বলিতে পার? উত্তরকাণ্ডে সে সময় পর্যন্ত উহার অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই। ঐ কাণ্ডে অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। টিকাকারের তুলির অভাব অনেক গুলি গ্রন্থে অশ্লীল বলিয়া তাহার টিকা করিয়া নাই।

হিন্দুরা অগ্রে যথাস্থানে, পশ্চাৎ বালিকাপী গিয়া। বাস করেন। চিন-দেশীয় তীর্থ-যাত্রী ফাহিয়নে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ পূর্বক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষের কালে ঐ যথাস্থানে গিয়া। উপস্থিত হন এবং তাহার হিন্দুর্বর্ষ অবলম্বন ও হিন্দুদের প্রাচীন দেবতা পান প। যদি তাহারা প্রথমে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত ঐ মহাকাব্যাদি সঙ্গে লইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিজ সময়ে অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলের পঞ্চম শতাব্দীর কিরূপে কিরূপে ঐ মহাকাব্যের উদ্দেশ্য রূপ অর্থাৎ ছিল বলিতে হইবে।

রামায়ণের স্বর্ণে স্নানে ফলিত-জ্যোতির সংক্রান্ত বন্দর শাস্ত্রী এবং তাহুদে রাম, লক্ষ্মী, ভরতদিতির জন্য-বিষয়ে নিম্নাংশে নির্দেশ কর্তা রশ্মির নাম দিয়া পাওয়া যায়। পশ্চাৎ দুই হইবে, হিন্দুরা ঐৱত্তেই নিকট জ্যোতির শাস্ত্রের অর্থাং রাশিচাপাই নাম বিষয় শিক্ষা করেন। ঐৱত্তেই শক, পুরুষ-প্রথম শাস্ত্রাতে ঐ রাশিচাপের বিষয় সম্পূর্ণ রূপ অবগত হন। অতএব রামায়ণের ঐ স্তুতি ঐ সময়ের পরে বিরিক্ত বলিয়া সহজেই স্ফীত করিতে হয়।

যাহ মহাকাব্যের কোন কোন শ্লোক শব্দ বহনদিদি আলোক আছে।

† The Pilgrimage of Fa Hian, 1848, pp. 358, 359 & 363.

১ বলকান্ত। ৭১, ২৪। আয়োধ্যা। ৪৩, ২১ ; ১৩, ৩ ও ৮৩; ৫৪।
অর্জুন। ৬৮, ১৩ ইত্যাদি।

শ্রী বলকান্ত। ১৮৪, ৯ ও ১৫।

তুল্য নীলকান্ত। ৫৪; ২১ ও ২৪ এবং ৪৫; ৩। কিঃকিঃ ৪৩, ১২।

এই উক্ত শ্লোকে শব্দ বহনদিদির সংখ্যা কালোচিত বিভাগের কালোচিত বিভাগের নাম উল্লেখ করএ। তাহার ভারতবর্ষের পদ্মচন্দ্ররাক্ষের সংখ্যকতাধীন জাতি-বিশেষ ছিল না। আদিরা হিন্দুকুশ পর্ব। ঐ কৌশল, কালোচিত, কালোচিত নামে কালোচিত গুলি জাতির অধিবাস আছে। চারদিকে ভাষা সংখ্যক-মূলক। অতএব হনে ও

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগ প্রকাশিত উপক্রমিকাংশের ৯ পৃষ্ঠা দেখ।
৭৮

ভারতবর্ষীয় উপকার-সম্প্রদায়।

ধরন অর্থাৎ ট্রীক জাতীয়েরা। খু, পু, চহুরুষ শতাব্দীতে সদৈশ ভারতবর্ষে আগমন করে, এবং পরে খু, পু, তৃতীয় শতাব্দীর মধ্য-ভাগে বালিকারক্ষা স্থাপন করিয়া। ভারতবর্ষেরও অন্ধগুলি করেক প্রদেশের অধিকারী হয়। শো, জায় গুন্তি ক্ষতক্ষতি অসভ্য জাতীয়ের লোকে খুতায় বিচূর্ণ পূর্ব হইতে ৫ ম অব্যাহত শতাব্দীর পর পূর্বতন নিয়োগদের প্রকৃতিভাগ অধিকার করিয়া থাকে। এই ইহুদি ভারতবর্ষের এই সমবায়-জাতির সর্বক্ষেত্রের পরিচয় আরও হইয়া। অতএব এই সমবায় ঘটনার সর্বপাল হইবার পর কেন সময়ে উঠিয়া এপ্রেত পাশের এই সকল স্থল রচিত হওয়া সর্বত্রের সত্য।

ভিতর ভিতর স্তনের ও ভিতর ভিতর সময়ের রামায়ণে পূর্ণপাল এই ইতিপাত বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মধ্যে মধ্যে রৃত রুহত নানাকথা বিষয় বিশ্লেষিত হইয়া। আসিরাহে ইহু বিবর্ণ না করিয়া থাকা যায় ন। উত্তরের এই বচন প্রকৃত হইয়া যায় যে, কেন একায় বিচিত্র রয়ারণ্য অন্ধকার করিয়া। আপনি মায়ান্যের তাঁতোয়ীধ নির্মেণ করা সহজ কর্ম ন। রামচন্দ্রের বিশ-অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করা প্রচলিত রয়ারণের এখানে স্বচরণ বহু হয়, অন্য এখানে উচ্চারণ উদেশ্য ছিল এপ্রেত বলিতে পারা যায় ন। রাজা দশরথ পুত্র-কামনায় অথচেখে যজ্ঞের অমূল্য এরূপ হইতে হয় ও তদর্থ যাত্রোধকে অনন্ত পূর্বক বরণ করেন। এই যজ্ঞ সম্পন্ন হইল; ব্রাহ্মণের অপেক্ষাগুণ ধন প্রাপ্ত হইয়া।

শয়ন করিলেন; যজ্ঞের ফল-প্রাপ্তা বাস্তবিকে আর বিশুর বর্ণ করিয়ার এযাকাত রাজ্য হইল না। শান্তের মত, যানহী সমস্ত এপ্রেত সর্বাঙ্গ-সুন্দর অর্থমধ্যদের ফল অর্থাত উৎপন্ন হয়। এই যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে না হইতেই এবং নির্বিপুল বালিকাগণ গৃহ-প্রত্যাগামন করিতে করিতেই, বহুরাজ এই যজ্ঞের ফলাফল অতিরাজ। না করিয়াই এই সহিতে দুক্তালাভার পুনরায় পুষ্টিকা যাত্রা গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে স্তব্ধরাজ বিশ্ব বিশ্ববিশারদ দেহ পরিপূর্ণ করিয়া অমূর্তিক রূপে অতীল হন।

বিশেষ হেতু নির্দেশ ও কেন অভিনব এযাকাত উদ্যাপন বাস্তবিকে এই স্তব্ধ পূর্বক যাত্রা বিবরণ সহসা আরস্থ হইয়াছে। উচ্চ

শে শে বালিক দেশস্থট ট্রীক ও ভারতবর্ষ-আক্রমকারী এজিও বিবিধ হইয়াই।

* এই পুস্তকের অপূর্ণ বিবর্ণ-সম্প্রদায়ের ৯ পৃষ্ঠা দেখ।

† প্রক্ষেপ অপূর্ণ সংস্কার হইয়া পূর্বক রয়ারণ বাঙ্গাল অবস্থাগুণ ছিল, এ পুস্তক এই অন্ত রয়ারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।
উপক্রমণিকা।

পরিভাষ করিলে রামায়ণাণারের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হয় না। বালকাওর চতুর্থ সর্গে অবমোদ-বিবরণ এবং অকৃত সর্গের প্রথমে অবমোদ-ভঙ্গের পর দেবগণের অব ভাগ প্রাণ পূর্বক অবকাশ রাজ। দশধর্থ ও রায়রহিতদের পুর-প্রবেশ ও নিম্নতম জুড়তিবিগমের অবদে-প্রতাগমন-রূপত লিখিত হইয়াছে। মহাশিবের অব্যুৎ ১৫, ১৬ ও ১৭ সর্গে পুরুষী বর্তন ও পূর্বদেশে কোন বাণ-নীতি উৎপাদনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই শেষেরক তিনটি সর্গ না। ধসিলে, কিছুই অসংগত হয় না, বরং সুসঙ্গতই হয়। যদি রামকে বিষ্ণু বতার বলিয়া প্রতিপন্ন করা অনিম রামায়ণের উদ্ভোত। ধসিলে, তাহার অন্যতম অর্থতঃ অর্থন্যত-সৃষ্টি-স্বত্বান এ কথার স্থা করা হইত। এই সমস্ত সমালোচনা করিব। দেখিলে, রাম কাকণাদিতে বিষ্ণু-বতার বলিয়া প্রতিচার করিবার উদ্দেশে, উত্তরকালে কোন বিজ্ঞান রামায়ণের ঐ অংশগুলি বহার সন্তোষ-জন্ত বিষ্ণু বলিয়া ভিক্ষুদিয়া মহাযানিঃ এই প্রতীতিযান হইয়া উঠে।

রাম আপনাকে দশধর্থ-গুত্র স্বয় মুনু বলিয়াই জানিতেন। বুদ্ধ-কাওরের ১১৯ সর্গে লিখিত আছে, তিনি যে ব্যাং পুরুষর ভঙ্গায় একটি বঙ্গ তাহারকে অর্ণত করেন। এই স্থল রামচন্দ্রের পর নাই ইত্যবচিত তুলি তুলি বিশেষে বিশেষিত হইয়াছে। তাহার বিজ্ঞ ও নীতাকে লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করাও তাহার উদ্দেশ্য। এই পাঠ কিস্তিতার বলিতে বোধ হয়, এই সর্গে রচিত হইবার পূর্বে হেতবী দেব-মূলী-নৃপনা এক রূপ স্বর্গ হইবার নায়। রামায়ণের ঐ অংশটিতে একথা না হইয়া যায়। তাহার মধ্যে কৃষ্ণের নায় হাকাতে *, এ অভিগ্রাহীত সর্বস্থানে সৃষ্টি-রূপ হইতেছে। রামচন্দ্রের সর্বত্র মুখ্য মূলের নায় ব্যবহার তাহার না ধরিয়া। কোন ভক্তিমান বাণ্ড রামায়ণের মধ্যে উহা সন্তোষিত করিতেন বোধ হয়।

যুক্তিগত পত্তি-নিরসনরূপে ইন্দু প্রেরহি মহাপ্রেরণে করিতেছেন, রামায়ণ ও মহাভারতের বে বে যাহা রাম ও কৃষ্ণ বিষ্ণু বতার বলিয়া লিখিত হইয়াছে সেই মূলের মুখ্য এক রূপ অসন্তোষ ও মূল উপাখ্যান করিতেন।

* জীবনা ভজ্জ্বিখানে বিচিত্র, দেখানো মহাপ্রেরণ।

যুক্তিগত ১১৯ সর্গ।

নীতি বিহিত, বুদ্ধি বিশ্বাস, দেব-কৃষ্ণ ও মহাপ্রেরণ।

হিন্দুশাস্ত্রের মতে, রামের অনেক কাল পরে কৃষ্ণ জয় এষ্ট্র করেন।

অতএব এ শেষ তার অসন্তোষ মূলে অসন্তোষ যে, অনায়ার ঐ শেষের অর্থ কৃষ্ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

১২
৯০

ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

বিষয়ে একুট অনাবশ্যক যে, সেই সমুদ্রপৃষ্ঠ অপ্রাপ্তিক অগ্রাচীন মনে না করিয়া থাকা যায় না। সেই অংশগুলি আদিতে রামায়ণগুলি অন্ততঃ ছিল না; ঐ তুলিতে পরগণের ঈশ্বর-স্বর্গপাল-উদ্দেশে পদ্মার আজ্ঞান্ত হইয়াছে। শ্রীমান রীতিযুক্ত ব্যাপার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার পরিভাষাগুলিই, রামা-পার্থানের কিছু মাত্র কথা হয় না।*। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে মহুৰ্ম-বিভাগীয় রাম রুপের নাম-গুণীন নাই। অতএব রামানুজ ও মহাভারতে রাম, রুপ, পরমাত্মাদিতে ঐ শ্রী শক্তি বর্তিত হইয়াছে, তাহে মহুৰ্মস্বভাব-সম্প্রদায়ের পর কলিত হইয়াছে বোধ হয়।

রামায়ণ-সংক্রান্ত যৎকিং যাই লিখিত হইল, সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এই রূপ প্রতীত হইতে পারে যে, রামায়ণগুলিই একটি প্রাচীন উপাসন, তাহাতে পুরুষ পুরুষ নানানায়ক কর্তৃক নানা-বিধ বিষয় সংযোজিত হইয়া নানাপর্যন্ত রামার্থ প্রচুর রামার্থ অপ্রত্যাশিত।†

* Lassen's Indian Antiquities, Vol I. pp. 488 and 489 extracted and translated in Muir's Original Sanscrit Texts, Part IV. 1863, pp. 142 and 143.

† শ্রীমান বংশেৰ রামায়ণ কারণসিদ্ধ দক্ষগণের প্রাধ্য-সম্প্রদায় ও বিশ্ব-ব্যাপক বাস্তব বিশ্য একটি রূপক মাত্র বলিয়া প্রভাব করিয়াছেন। তত্ত্বায় দেখা যাইতেছে, যে বাক্য-বিশ্ব গণের নাম নহে, পৌরন্ত পুরুষ এবং রাম বলি বলি জীবন ইতিহাস ইতিহাসের প্রাকার। তাহাতে পুরুষ পুরুষ নানাগত কর্তৃক নানা-বিধ বিষয় সংযোজিত হইয়া নানাপর্যন্ত রামার্থ প্রচুর রামার্থ অপ্রত্যাশিত। কেহ বলিলেন, বাক্য-বিশ্য গণের প্রাক্তন বিশ্য এইরূপ বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব। কে না বলিলেন, ঐ একটি বোধ-কর্তৃ যোগী কথায় যে অবহেলা।

বেদ-লোকে এক সাত্তর প্রস্ত সেখানে পাওয়া যাই।}

* ঐ একুটদানের রাম সাতার প্রাক্তন; তিনি বসবাসের পর বিষয় প্রকাশগুলি করিয়া আমাদের সেই সমুদ্রপৃষ্ঠে বিবাহ করেন। শ্রীমান বংশের ঐ একুট ও প্রচুর বাক্য-বিশ্য গণের বৈষয় পুরুষ পুরুষ ও এক রূপ অবহেলা বিশ্য প্রকাশ করিয়াছেন।
উপক্রমিকা

হঠাৎভাবে বেদাং-প্রথিত বলিয়া প্রচলিত আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ মহাভারত এক সময়েরও রচিত নয়, এক জন কর্তব্যক্ত সম্প্রদায় হয় নাই। মহাভারত-কর্তারা নিজস্বই এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

মন্ত্রাদি বার্তা হেমবিগ্নিকালী তথাপি।

বিষয়পরিচররাজ্য বিশেষ দৃষ্টান্ত অবধি।

বিবিধ সংস্থানাঙ্গী দীপবল্লি মনোবিশ্বাস।

আকাশে কুক্সারা: কৃতিগুরুসমূহ ধারধারিত হইল।

আদিপর্ব। ১৭ অধ্যায়। ৫২ ও ৫৩ শ্লোক।

কোন কোন ব্যক্তিত্ব প্রথম মন্ত্র অবধি, কেহ কেহ আত্মিক পর্যালোচনা করিয়া অবধিতে, কেহৰা উপরিতল রাজ্যঃ উপাধিত অবধি এই ভারতের আগে বিবেচনা করিয়া অধ্যায় করেন। পুত্তিগুলিতে অশেষ প্রায় সংহিতার ভাষাচ্য প্রকাশ করেন। কেহ কেহ অশ্লীল বাণ্যে সিদ্ধান্ত পুত্তে, কেহো শৈশবের অধ্যায় বিষয়ে নিজের বিদ্যানিদর্শ।

কাজে কাজেই বলিতে হয়, যেন এই দুইটি বচন রচনা করেন, তিনি মহাভারতের উল্লিখিত হই একাকী অবশ্য ঘটনার পরেও নিজের রচিত শ্লোক গুলি ভাষাতে সংবিধিত করিয়া যান। আরও দেখি এই ব্যক্তি তার অধ্যায়ের বিচার আন্তরিক মনোরক্ষণ করিয়াছেন।

৩৩ অশ্লীল সংস্কার। তীর্থঘোষা। অপমার্গজ্ঞান।

একাদশ কাল। নীতি চন্দ্রের প্রতি অস্হিত হন। কিন্তু চন্দ্র অশ্লীল প্রতি একাদশ হইলেন। ৩৩ নীতি চন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। তাহাকে দেখিয়া চন্দ্র বিচিত্র হইলেন, তীর্থা আমার সমীপে অবশ্য কর।

এই উপাধিতাব অনুসারে, নীতি চন্দ্রের গণ্ডী। রায়মানে রায়ের শব-বিশেষে রায় চন্দ্র বন্ধুর কীর্তিত হইলেন।

* তৈত্তরীয় ব্যাপ্তি। ২। ৩, ১০, ১–৩।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

এখানেও অন্তর্গত অন্যতম বচন লিখিত আছে, এখানে ভারত-সংহিতা চূর্ণিত্বত্তি-সহজ-শ্রোক-সংহিতা ছিল। অতএব বোধ হয়, কোন সময়ের পাঠিত্তে মহাভারত চূর্ণিত্বত্তি-সহজ-শ্রোক-বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, পরে সময়ে সময়ে অনেকানেক বচন ও উপাখ্যান সংকলিত ও অক্ষ্যুত হওয়াতে, উহা লক্ষাধিক শ্রোক বিশিষ্ট এভাবে রহিত হইয়া পড়িয়া আছে।

অতুলিষ্ঠদায়কীর্ষে ঢয় ভারত-সংহিতায়।

দোকানীয়িনী নাববাণ্ডার দোকানী বুধ; মল।

নতোঘৃহফুল দোকানী চূর্ণিত্বত্তি জনবাণী; মল।

অনুক্রমিকাহ্যায় দুস্তাতান্তর মদ্যপুরাণম।

অপিপার হইয়া ১ম অধ্যায়। ১০১ ও ১০২ শ্রোক।

এখানে ব্যাসদের চূর্ণিত্বত্তি-সহজ-শ্রোক-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। পাঠিত্তে ক্ষুদ্র, উপাখ্যান-ভাগ পরিত্যাগ করিলে ভারতের সংখ্যা এইরূপ হয়। অনন্তর তিনি সংক্রান্ত সর্বাধিক সংকলন পূর্বক সাধ-শীত-শ্রোকবিশিষ্ট অনুক্রমিকার রচনা করিলেন।

এই শ্রোকে মহাভারতের অনুক্রমিকাভাগে ১৫০ শ্রোক বিশিষ্ট বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু এইপ্রকার মহাভারতের অনুক্রমিকাভাগে বৃহত্তিকিং ২৬৮ টি শ্রোক লিখিত হয়। আর মহাভারতের পূর্বসৃষ্টে ১৬৮৩ শ্রোক লিখিত আছে, কিন্তু প্রচলিত মহাভারত গণনা দেখিলে ১০৭৩৭ শ্রোক লিখিত পাওয়া যায়।

পূর্বসৃষ্টে প্রতিপালক পুরোপুরো বৃহত্তিকান্ত নিষিদ্ধ আছে, আর এক্ষণে গণনা দেখিলে সেই শ্রোকে ষষ্ঠ শ্রোক লিখিত হয়। আর ইতোমধ্যে উভয় পক্ষে লিখিত হয় না।

পূর্ব পূর্বসৃষ্টে বিভিন্ন শ্রোক সংখ্যা নিয়মিত না।

<table>
<thead>
<tr>
<th>শ্রোক-সংখ্যা</th>
<th>পূর্বসৃষ্টের শ্রোক-সংখ্যা</th>
<th>গণিতের শ্রোক-সংখ্যা</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>১ আদি</td>
<td>৬১৮৪</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>২ সুতা</td>
<td>২৫১১</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>৩ মন</td>
<td>১১৬৪৪</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>৪ বিতি</td>
<td>২০৫০</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>৫ উদ্ধাণ</td>
<td>৬১৬৪</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>৬ তীর্থ</td>
<td>৫৮৪</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>৭ শ্রোক</td>
<td>৮৯০৯</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>নং</td>
<td>কর্ষ</td>
<td>৪৯৬৪</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>১</td>
<td>শৈলা</td>
<td>৩২২০</td>
</tr>
<tr>
<td>১০</td>
<td>সেন্তিক</td>
<td>৮৭০</td>
</tr>
<tr>
<td>১১</td>
<td>নীল</td>
<td>৭৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>১২</td>
<td>শাম্ভি</td>
<td>১৪৭৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩</td>
<td>অনুশাসন</td>
<td>৮০০০</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪</td>
<td>অবমেধিক</td>
<td>৩৩২০</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫</td>
<td>অনুমানিক</td>
<td>১৫০৬</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬</td>
<td>মৌল</td>
<td>৩২০</td>
</tr>
<tr>
<td>১৭</td>
<td>মহাপ্রায়িনিক</td>
<td>৩২০</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮</td>
<td>অর্গারেষ্ণ</td>
<td>২০৯</td>
</tr>
<tr>
<td>১৯</td>
<td>ধ্বংসক্রিয়া</td>
<td>১২০০০</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| ৭৯০৬  | ... | ... | ১০৮০৯|

| অতএব পূর্বসূচীর সমাপ্ত হইবার পরেও আন্দোলন পরিবর্তিত ও অনেক বেচার প্রকৃতি হইয়াছে। আদিপূর্বের অন্য এক স্থানে* লিখিত আছে, তুলনাযুক্ত লক্ষ-লোক-বিনিময় মহাভারত প্রচলিত হইয়াছে।
| এই একটি প্রক্রিয়া বিবেচনা করিলে, ঈশানে ঐ গ্রন্থের অন্য এক অবস্থায় পরিচালিত বলিয়া অঙ্কীকার করিতে হয়।
| বালি বীণের কবি-ভাবায় মহাভারতের ভির ভির পূর্বের অমূল্য আছে। ঐ সকল পূর্বের নাম যে মহাভারত, তথাকর লোকের।
| তাহা অবহিত নয়। ঐ গ্রন্থ যে সময়ে বয়স্কী নীতি হয়, সেই সময়ে কি ঐ পূর্ব সমুদ্র একত্র সংঘটিত হইয়া মহাভারত নামে
| প্রচলিত হইয়া নাই। পরিষদ-বিষয়ে ঐ সমস্ত পূর্বের সংস্কৃতি একেবারে</p>
কথাগতই মুহুর্ত মুহুর্ত উপাধিক্য ও মুহুর্ত মুহুর্ত ঘোষ রচিত ও সংযোজিত হইয়া এই অংশে একে রহস্যকার করিয়া তুলিয়া রাখা।

যিনি মনোযোগ পূর্বক মহাভারতের ১০।১৫ অধ্যায় আমুপুর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তিনি আর কখনই তাহা এক আমুকর্তার স্নীতি বোধ করিতে পারেন না। তাহাতে এক এক বিষয় পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে *, এক উপাধিক্য করিত হইতে হইতে বিশিষ্ট কারণ বাড়িতে অন্য উপাধিক্য উপাধিত হইয়াছে †, পূর্বে হস্ত। ব্যব-রেক্ষিত সহস্র বাণিজ্য শেষের বাণিজ্য শেষ হইয়াছে ‡, এবং পরস্পর অন্ধপ উপাধিক্য সময় একে স্পষ্ট করিয়াছেণ। একমাত্র ব্যবস্থিত মহাভারত এক বাণিজ্য কর্তৃক একাধি হইলে একে অর্থস্থান কখনই হইতে পারে না। এতুতঃ, একে বিশ্লেষণ উদ্ধৃতি হইয়া ভূষ্ণ ভূষ্ণ সময়ে ভূষ্ণ ভূষ্ণ লেখনী-চালনারই পরিচয় দান করিয়াছে।

আদি পর্যে সুস্পষ্ট লিখিত আছে §, এই অংশে বেদান্ত শ্রেণীতে বাচ্চিক বলনে, বৈদ্যকারণ উহা কাটায়ের সম্মতে বাচ্চিক কীর্ত্তিক করেন, উপাধিক্য নৈমিত্তিক-বাণ্ড নিঃশ্চিত উহা বাচ্চিক অর্থ করান, এবং অন্য অন্য কত কত পওতও এই পূর্বক বাচ্চিক ধর্ম করিয়া যায়। ইহাতে এইপ্রকার জানিতে পারা যাইতেছে যে, আদির রামারণের নামে ** আদির মহাভারতের পূর্বে লিপি-ধৃষ্ট ছিল না; পূর্ব-পর্যন্ত ক্রমে বাচ্ছিক উপদেশ দ্বারা চলিয়া আইসে।

* যেহেতু আদিপর্য্যন্ত ১৩ হইতে ১৫ অধ্যায় এবং ৪৫ হইতে ৪৮ অধ্যায় পঞ্চায় কর্তৃক উপাধিক্য।
† যেহেতু পৌরো পর্যে আদির ও উপমহুর্ত উপাধিক্য।
‡ যেহেতু আদির পর্যে চূড়া অধ্যায়ে রুপণ ও প্রতির কথাপ-কথন। ব্যাখ্য অধ্যায়ের শেষে একে উক্তি আছে বস্য যে, রুপণ পিতা প্রতির নিকট মহাকালে উপাধিক্য অর্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎ-পরে ভাব আর কোন এস্থান না থাকিত, প্রতিরূপ অধ্যায়ে উপাধিব করিতেছেন, আদি পিতা মূলনিষ্ঠায় নিকট মহাকালে বর্ণন অর্থ করিরছিল অবিকল সেইস্থান বর্ণন করিতেছিল।

গ যেহেতু পৌরো পর্যে সম-সম্মুখসঙ্ক-সুচনায় পরেই পৌরোষ পর্যে তুল-বর্ণসমূহের বর্ণন।

হ আদিপর্য্যন্ত ১। ১০, ১১, ১৭, ২০ ও ২৬।

** ইহাতে তাহার নিঃশুল্ক প্রতিবেদন করেন, যার সাধারণ প্রথমে লিপি-ধৃষ্ট ছিল না বলিয়াই, দেখা দেওয়া অবশ্য এ একার পাঠ-ভেদ ও অর্থ-ভেদ হইয়াছে।—
Weber's History of Indian Literature, 1878, P. 194.
উপক্রমণিকা।

ইতি নানাকে কেহ কেহ রামায়ণকে মহাভারত অপেক্ষা আধুনিক বলিয়া বিবচনি করেন, কিন্তু তাহাদের এমন আনেকগুলি আপনি উপলব্ধ আছে। মহাভারতে তে। বহুকাল ব্যাপিয়া কমাতেই সৃষ্ট হৃদয় নানা বিষয় সমীক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। রামায়ণেও মধ্যে মধ্যে সর্ব ও লোক প্রকৃতি হইয়া পূর্বেই অদৃশ্য হইয়াছে। ইহাতে, এই উভয়ের মধ্যে অপূর্ব একটি প্রাচীনতার অধ্যায়। অপূর্ব একটি কাছি অপ্রাচীনতার এমন বিশেষ করাই সজ্জন বোধ হয় না; তথাপি এরূপ পূর্বেরের পরবর্তী তুলনা করিয়া দেখিলে, রামায়ণের অধিকাংশ মহাভারতের অধিকাংশ অপেক্ষা প্রাচীনতার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে।

এখনঃ পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, রামায়ণ-রচনার সময়ে আর্যাবর্তী পূর্ব দিকে অঙ্গ ও সিংহল এবং দক্ষিণে কেবল যমুনা-তত পর্যন্ত উপনিবেশ করেন; সে সময়ে সমস্ত দক্ষিণাপথ কেবল অরণ্যে ও স্থানে স্থানে অন্য অন্য ভারতীয় দেশ ও নানা রাজ্যের সহিত কলিঙ্গ, ত্রিপুরা, পাঞ্চ এবং পূর্ব দিকে অঙ্গ, বঙ্গ, ব্রাহ্মণভিজ, মণিপুরে ও সংস্কৃত পর্যন্ত আপনাদের সাত ও অধিক বিভাগ করেন এইরূপ লিখিত আছে। মহাভারত পাঠ করিয়া গেলে, ভারতস্থের অধিকাংশই আর্যাবর্ত, আর্যাবর্ত ও আর্যাবর্তী বিভাগের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঠে যে সুকুল শ্লোক এই বিষয় বর্ণিত ছিল, সে সমুদায় স্থান এই নামে বিখ্যাত হইবার পরে তাহা রচিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

দীর্ঘতর। যদিও ব্যাপারে মহাভারতের বহুত ঘটে সহিত রামায়ণের সম্পূর্ণ সাধনা আছে; এমন কি, উভয়েই সারসিক-আবাগ-বিভিন্ন প্রাচীন পদাতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি অনেকই ইতি বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের ভারত সরল বেহে, কিন্তু অনেক স্থানে রামায়ণের অপেক্ষা রচনার বৈচিত্র্য ও চালুর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

* ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।
† পাদবাদ, ৪০, ৯৬ অথবা পৃথম পত্রকাটে সংস্থিত হয় বলিয়া বিশেষতঃ ঘটে। বৈশ্ব-সংস্থায় ১১ পৃষ্ঠা দেখ।
‡ সঙ্গল, ২৫-৩০ এবং ৫০-৬১ অধ্যায়; উদ্যোগপর্ব, ১৯১ ও ১২৭ অধ্যায়; আধুনিক পর্ব, ৭৩-৮৪ অধ্যায় ইত্যাদি।
বাংলা রামায়ণের হস্তচিত্রের অনুবাদ প্রচণ্ড বলতে পারি নিম্নলিখিত হয়েছেঃ। রামায়ণে অধ্যায়ের মধ্যে উঁচু প্রচণ্ড থাকার কিছু নিদর্শন নাই, কিন্তু মহাভারতের এ অধ্যায়ের সম্পর্কে যথার্থ বিলাসবহুল হয়েছে। পাণ্ডু রাজার দৃষ্টি হলে প্রাণ শীতল মার্জন চিত্রের অংশে প্রাণতায়া করি।

চতুর্থর্তঃ। রামায়ণে অস্ত্রধারীর উপরে ও লোকায়তিক দর্শনের প্রস্তাব আছে। রামায়ণের অধ্যায়ের সঙ্গে অনেক সম্পর্ক, পার্শব্র এবং বিরুদ্ধের ক্ষমতা হয়, যা মহাভারতের শক্তিতে অন্যান্য বহন করা হয়।

পঞ্চমতঃ। মহাভারতের মধ্যে রামপূজক সর্বাধিকার আছে। যদিও তাহাতে বাংলা রামায়ণের সহিত তাহার একাধি মাত্র বাঙলায় পাওয়া যায়।

* মহু, রামায়ণে মহাভারতের অনেকটি অংশের মধ্যে সকল সমকালীন হয়।
† আদিপুর্ক, ২৩, ১৪৮–২১৫, ৮৭–৯৩ অংশ, লতাপুর, ৫৫–৭৫ অংশ।
‡ ৬১ ও ৭০ পৃষ্ঠা।
§ আদিপুর্ক, ২২৬ অংশ, ৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠা।
‖ অনুবাদকামুকুল ১০১।
**** অনুবাদকামুকুল ১০৮।
†† লতাপুর, ৫ অংশ; সৌভাগ্য, ১২–২৬ অংশ; লতাপুর, রাজবন্ধু, মোহোর ও অঙ্গনদের অনুগত বহুকাল জীবন ইত্যাদি।
‡‡ বন্ধন পূর্ণ ২৭৩–২৯১ অংশ।
উপক্রমিক।

ধার না। *; কিন্তু এই গ্রন্থের অন্য অন্য থাকে পুনঃ পুনঃ তাহার অন্য কিছু হইয়া থাকে।

অধিগ্রাম যুরা গীত: রামদীন রামলীলাকান্ত বুধি।

ন হন্নাম: জিজ্ঞ হুমি যজ্ঞোঙ্কারী মনস্মুন।

ঞ্চরাগী। ১৪০ অধ্যায়। ২৯ লোক।

পূর্বকালে বাম্বীকিঊ তৃষলে এই লোক বলিয়া গিরাহেন যে, বান্না বলিলে, অবৌকের অন্য বল করা। কদাচি কর্তব্য নয়।

বিরুদ্ধাগ্র যুরা গীত ভাগ্নেন সন্তানান।

আমাদের রামচন্দ্রের দৃষ্টি স্ন্তি ভারত।

শাক্তিপর্ব। ৫৭ অধ্যায়। ৪০ লোক।

ভারত! পূর্বকালে ভারতের অন্তর্বাহী বাম্বীকিঊ রামপুরোধানারের মধ্যে দেবতাদিকে দুভিক্ষ করিয়া। এই লোক বলিয়াছে।

এই উভয় লোকেই বাম্বীকুর পূর্বকালের লোক বলিয়া কীর্তিত।

* ঐ রামপুরের যতে রাম ও লক্ষণ শর-কালে বড় হইলে, হরিযাদ শুদ্ধ আয়ন করিয়া প্রাচী প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু মহাভারতীয় উপাদানানুসারে, সিয়িকার্কুর বিশ্লেষণ সমাধিময় প্রাচী পূর্বক শল্য বিদ্যমান করিয়া দেয়। বাম্বীকু রামপুরে নিশ্চিত আছে, রামন-বধ শশব্দ হইলে, রামচন্দ্রের বীর্যবিশেষে সৃষ্টি করিয়া পঞ্চায় আঁকি-পার্থিক। তাইত তিনিকে অপর করেন। কিন্তু মহাভারতবিধানাক্ষেত্রে রামচন্দ্রের সৌধের পরিচালন করিয়া তৃতীয় সংখ্যাস্বরূপ হইলে, জীবার, বাসুর, বরুণ-পালন দেবদেবীকে পরিচালন করেন; তাইত উপাসিত হইয়া নীতিতে মাহারাজ বিবেকের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পুনর্জীবন করেন।

এইরূপ অন্যায়ের কোন কোন অংশেও ঐ উভয় উপাদানের পরস্পর বিভিন্নতা দৃষ্টি হইয়া থাকে। উভয়ের পরস্পর এইরূপ বিভিন্নত। দেখিতে শোধ হইলে, পূর্বের একটি প্রাচীন রামপুরোধী রামণ্ডান ছিল, অপর কেবল পরিবর্তিত হইয়া একমাত্র বাম্বীকুর রামপুরের ও অপর স্থানে ঐ মহাভারতীয় রামপুরোধানায় পরিমাপে হইয়াছে। যাহা তঁহক সমাজের এই আংশিক সংগৃহীত হইয়া পূর্বের একমাত্র রামপুরোধী রামণ্ডান হইল ইহাতে আজ নমুন রহিল না।

দ বর্ষাকাল। ২৮৮ অধ্যায়।

১ বর্ষাকাল। ২৯০ অধ্যায়।
হইয়াছেন। তবিয়ে, আদি পর্যায়ের  অধ্যায়ের ১৪ জোকে, সত্তা
পর্যায়ের ৭ অধ্যায়ের ১৫ জোকে, উদ্যোগ পর্যায়ের ৮২ অধ্যায়ের ২৭
জোকে ও শান্তিপর্যায়ের ২০৭ অধ্যায়ের ৪ জোকে বাণীকের নাম
লিখিত আছে। এ সমস্ত ব্যাখ্যায়, যেহেতু পর্যায়ের ১৪৭ অধ্যায়ে ও
পূর্ণ পর্যায়ের ৫৯ অধ্যায়ে রামোপাধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। আসন্ত মহাভারতের
এই সমূহ উপাধ্যায় সংগঠিত হইবার পূর্বে একুশই
রামোপাধ্যায় প্রচলিত হয় এবং উল্লিখিত বাণীকের শাস্ত্র-বিশিষ্ট ছন্দ-
গুলি এবং তাহার পূর্ণ’ ও সুমধুরকৃত রচিত সমূহ শুন বিচিত্র হইবার পূর্বে বাণীক-কৃত কোন রামায়ণ বিজ্ঞান থাকে ঈহাতে আর সম্ভব
বহতে না। মহাভারতীয় উপাধ্যায়ের স্থানে স্থানে রামচুরে বিচিত্র বহিত
বিশ্বাস হইয়াছে। অতএব রামকে বিচিত্র বহিত বলিয়া শ্রেণিপূর্ণ
করিব, যখন আদির রামকথার উদ্ধেশ্য ছিল না যৌথ হইতে ছিল প্রথমে। তখন
মহাভারতীয় উপাধ্যায় বা তাহার অনুসরণ ঐ সকল ছন্দ উহার অপেক্ষাকৃত
অপরাধী বলিয়া ব্যাখ্যায় করিতে হয়। যখন মহাভারতের রামোপাধ্যায়
পুনঃ পুনঃ কীর্তিত হইয়াছে, ও বাণীক-বুদ্ধি রামকথায় শিক্ষ অলঙ্কার
লিখিত হইয়াছে, অপেক্ষা রামকথায় মহাভারতীয় মূল উপাধ্যায়ের কোন অক্ষ
বিজ্ঞান নাই, তখন রামকথায় প্রাচীনতার এই অপ্রাচীনতার সহজেই মনে হইত
পাইবে। এই বিচার তাম্রণ সহিত এলিয়ের চিত প্রবাদ ও পূর্বকৃষ্ট বুদ্ধি
কৃষ্ট সম্বন্ধের একুশই করিতে দেশলে, ঐ অনুষ্ঠানের অধিকাংশ মহাভারতের অধি-
কাংশ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রত্যীত হয়।

রামায়ণের অর্থের, পর্বের, বর্ণনাদি কতকগুলি বিষয় মহাভারতের কৃষ্ট
প্রাচীন বৃহৎ অপেক্ষায় সংস্কৃত-সংস্কারের পরিচালনা বোধ হয়। তাহার
পূর্বসূর বিশিষ্ট ভারতীয় সমতল জন-সমাজ কিছু এবং সমাজকাণ্ডের
সত্য হইতে উঠে নাই। তথাপি অপেক্ষা-কৃত উত্তর জনপদ-বিশেষের উপাধ্যায়
লইয়া রামায়ণ রচিত হয় এবং হইতে পাই। পূর্বসূরকে পরাধী
নিকের অন্তর্গত শাস্ত্র সর্বাধ্যায় নামের নামে অনুসভূত থাকিয়া, ভারতবর্ষ মধ্যে
অর্থ প্রকাশ অর্থাৎ আদি-কুলের এক প্রাচীন অর্থাদি বহিত। এই প্রতিপত
বহুল হইয়াছে। অনুসভূত অর্থ উপমীষ্ঠ হইল ও ভারত শুদ্ধিসুত্তবারের
অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান,গ্রহণ অর্থের উপকৃষ্ট বহিত হওয়ার সমর্থতাতের সম্ভব।

রামায়ণের স্বামী মহাভারত-রচনার প্রকৃত সময় নির্ভর করা অস্তিত্ব।

- বন পর্য; ১৬ অধ্যায়, ১৩, ৩৫, ও ৭৪ জোকে, ১৪৭ অধ্যায়, ৩১
জোকে ও ২৭৫ অধ্যায়ে, ৫ জোকে। ৮৮-৯০ পৃথ্বী নেম।
† মহাভারতের অপেক্ষায় সর্বাধ্যায় সমাজন প্রদত্ত বহিত। এই প্রাচীনতার প্রথায়।
‡ প্রথম তালে একুশই উপকৃষ্ট বহিতের ২৮ পৃথ্বী।
উপক্রমিকা। ৪৯

আশ্বাসারনাপি কপোত্রী বৈদিক ধর্মেরই সমন্বিত রক্ষন সমর্পিত আমি। আর রামায়ণপালিত অনিবার ধৰ্ম্ম-প্রণালী সংগঠিত হইতে হইবে, যুদ্ধে দেবীরা অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া পারেন। রামায়ণ ও মহাভারত সমগ্র কপোত্রী সমুদায় সমগ্র হইবার সম্ভব কাল পারে স্বরাপচিত হইবে। কিন্তু এই রামায়ণ কলায় মুক্তি-সমভত নহে। বেদের অস্তর্গত স্থান-ভাগ যেখান সংহিতা-ভাগ-সংলগ্ন, কপোত্রী সমুদায় সম্পূর্ণ রামায়ণ-ভাগ-সংলগ্ন। অতএব এই তিনদের পার্শ্ববর্তী বিষয়ে সংশয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত সমগ্র কপোত্রী-সংলগ্ন নহে। অতএব কপোত্রী সহিত এই উভয়ের সমগ্র পার্শ্ববর্তী-সংশয় নিঃসৃতি হইতে পারে না। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রাচীনতর অংশ-বিষয়ে কপোত্রী অন্তর্গত। প্রাচীন হইয়া অসংখ্য ও অসংস্কৃত নয়। মুনসংহিতা ও আশ্বাসারনগণের বুধগ্রস্ত এই ইতিহাস-পাঠের ব্যবস্থা আছে। । মহাভারত ইতিহাস বলিয়া পরিচিত। অনুমানে কুরুক্ষেত্র এই ইতিহাস শকের অর্থ মহাভারতের বিভক্তি বলিয়া বাক্যে করেন। কিন্তু সেটি সন্দেহ-স্থায়। এই বর্তমান রহস্য পুলকের অনেকাংশে শিব ও বিখ্যা মহামহীর বর্ণনে পরিপূর্ণ। যদি এই সময় সমূহের কথা না সংকলনের সময়ে প্রচলিত পথিকৃত, তাহা হইলে তাহাতেও এইরূপ পুনরায় মহাভারত-বিবরণ ও উপাধ্যায়-এর সংলগ্ন হইত। তবে এই ইতিহাস শকে বর্তমান মহাভারত-বাচক না হইত, উচ্চার অন্তর্ভুক্ত কুল উপাধ্যায় ও অন্য অন্য প্রাচীন উপাধ্যায়-বিশেষ-প্রতিপাদক হওয়া সত্য। পশ্চাৎ প্রাচীনের দৃষ্টিহইতে, প্রচলিত পুণ্য ও মহাভারত রচিত ও সংকলিত হইতে পূর্বের প্রাচীনতর প্রাচীন বা প্রাচীন-বিশেষ প্রাচীন ও ইতিহাস বলিয়া এই সত্য ছিল। সেই সময়ই ইতি-হাস্য একপন্থ প্রচলিত মহাভারতের অন্তর্শব্দে খাতা সর্বভূতাত্ত্বিক সত্য। এই পরামর্শ আছে যে, "ভারত ছাড়া মানুষ নাই।"

পশ্চাৎ হিন্দুধর্মের অন্যতম উন্নত হইতে, বাসনদত্ত-রচিত। সর্বজ্ঞ
কৃষ্ণের সময় শতাব্দীর প্রারম্ভে অথবা তাহার কিছু পূর্বে বিদম্বন হিলেন ও ত্রিহর সময়ে হিন্দুধর্ম-পুঞ্জিত পথরাচর প্রচলিত ছিল।
মহাভারতের অপরাপর অংশ অণুপলিত প্রাচীন ইহাতে এই সঙ্গলে পাওয়া যাইতে। অতএব আদি, আত্মা, বিশ্বাস প্রভৃতি অন্যান্য পর্য এই সময়ের বহু পূর্বের সংকলিত ও বিপরীত হয় তাহার সন্দেহ নাই। বাসন-দত্তের অন্তর্গত কৃষ্ণ-বর্ষ, ভারত-বর্ষ, শান্তু-সহস্র, তীম, অজ্ঞ এদের, কুল, কূল, কুল, কুম, কুমর, ক্ষীরন্ত, ক্ষীরন্ত, ক্ষীরন্ত, ক্ষীরন্ত, উত্তর-গোপালের প্রাক্ষ ভারত-মুখ, মহাভারত-মুখ, দুর্গ-ক্রীড়ার

* আশ্বাসারন মুনসার। ৩৫। । মুনসংহিত। ৩৩২ প্রেক্ষের মুখ।
পাপ গণের রাজা-চুড়ি, দুর্গাধিকের উভ-ভল, তীর্থের শর-শব্দ, উল্লুক, মোহ ও শক্তিম ধর্মসন্ধির পুণ্যমাণ সমালিত কৃষ্ণ-সেবকের অধ্যক্ষ, অর্থুৎস্বরূপের বাণ্ড দ্বারা। কৃষ্ণ-সেবক সমাজের ইতিহাস মহাভারতের মুখোপাধ্যায় সংক্রান্ত প্রথম প্রধান যাকির নাম ও যুদ্ধাক্ষর নাম। বিষয়ের উল্লেখ এবং এই অধ্যায়ের প্রথমার্থী উপস্থিত বস্তু, পরিবার, জ্যোতি ও শক্তি-শিল্প, এবং নল ও কুলকুলী-প্রাণ প্রকৃতি মহাভারত সংক্রান্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য একরূপ স্থান্ত্র করিয়া গিয়েছে। মধ্যে ঐ পুস্তকে এই রূপ বিষয় সমন্ত উত্তেজন পাঠ করিতে করিতে, তাহার সম্মত কোনরূপ অপব্যাপ্ত বর্ধন মহাভারতেই প্রাচীন ছিল ঐ রূপ প্রাচীন হইতে থাকে। কল্যঞ্চ ঐ অধ্যায় পুরাণ-সমালিত মহাভারতের নামে বৃহস্পতি লিখিত আছে।

"শুদ্ধির স্মৃতিভাস্কর। "

ধর্মযুগ পক্ষের অন্তর্গত ইবলী নামক ক্ষেত্রের একটি শৈব মন্দিরে স্থাপিত শিপুলপিপুলি-বিশেষের কালিদাস ও তাহার নাম উল্লিখিত আছে। ঐ সময়ের মধ্যে তাহাদিগের বশ-সৌরভ চুনিকে বাপ্তু হইয়া যায়। ঐ পুঁচ শত দুই শতাব্দী অতি পূর্বে ঐ পুঁচ শত দুই শতাব্দী চুনিকে হইয়া গিয়া। ঐতিহ্য ঐহিনি ঐ সময়ের পুরুষতন লোক। যখন বাসন্তকের প্রাগাদুলার কুশিকের সময় সত্তীর প্রাপ্ত ও তাহার পূর্বে মহাভারত বিষয়ক ছিল উদ্দার্শন করিতে হইতেছে, তখন উহার হুই এক শত বৎসর পূর্ববর্তী

* ঐ সময়ে একরূপ রামারাজ বিদ্যামান ছিল। বাসন্তকের কেল কান্ত, কাল, ভক্ত, শক্তি, শান্ত, শক্তি-সর্বপ্রাকৃত, নীর, দূরোপ, রাবণ, কুশ-কুশ কর্কুর রায়ের চিন্তাকরণ, শক্তি-শক্তি-রূপ, তারাহিতি প্রচুর রাজস্ব সংক্রান্ত প্রথার প্রধান যাকির নাম ও তৎসম্প্রদায় কিছু কিছু উদ্যান-পুরুষ। উদ্ধেরের কাছে এমন তুলা বা বাসন্তকের কর্কুর পূর্বে পূর্বে মহাভারত বিষয়ক ছিল উদ্ধেরের কাছে এমন তুলা বা বাসন্তকের কর্কুর পূর্বে পূর্বে মহাভারত বিষয়ক ছিল উদ্ধেরের কাছে এমন তুলা বা বাসন্তকের কর্কুর পূর্বে পূর্বে মহাভারত বিষয়ক ছিল উদ্ধেরের কাছে এমন তুলা বা বাসন্তকের কর্কুর পূর্বে পূর্বে মহাভারত বিষয়ক ছিল উদ্ধেরের কাছে এমন তুলা বা বাসন্তকের কর্কুর পূর্বে পূর্বে মহাভারত বিষয়ক ছিল উদ্ধেরের কাছে এমন তুলা বা বাসন্তকের কর্কুর পূর্বে পূর্বে মহাভারত বিষয়ক ছিল।

"রামারাজের চুনিকেএবাক্ষক্ষ

অধ্যায় শুদ্ধিকে সমন্ত এবং তাহার কিছু পুরুষে অল্প বুদ্ধান্তিক চৌহান শত বৎসর পূর্বে কোনরূপ অপব্যাপ্ত বর্ধন রাজার ও মহাভারত শচরচর প্রচণ্ড ছিল উদ্ধেরের আর কোনো সদস্যের সাহায্য নাই। যে দেশ-নামস্তীকে কোন প্রাচীন বিষয়ের সময় নিরপেক্ষ করার চূড়ান্ত বা অস্থির বাণিজ্য, সে দেশের পক্ষে একটি আদর্শীক কথা।

উপকৃতমনিকা।

উপকৃতকারে। নির্ভর সহযোগিতায় উপাধ্যায় অবস্থান করিতে। অভিজ্ঞতাকৃতি বিলাপকারী চরিত্রের রচনা করিয়াছেন এ কথার সর্বত্র অন্তর্বে সত্যিকার ও যুক্তি-নিষেধ বলিতে হয়। মূখ্যকটিকে এই সমুদায় অন্তর্বে প্রচুর অর্ধে অন্তর্বে যে হয় না। যেহেতু রামরামণিকের ও হরমাহাদিকের নাম মহাভারতের কুতৃক্ত যুক্তির, গোপাল, হরমাহাদিকের নাম সংক্ষেপিত আছে। পশ্চিমীর বিশ্বেশ্বরের কুক ও পাঁচ বলিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত সহযোগীর যুক্তির প্রাণী ও পাঁচদিনের বনবাস পর্যন্ত স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে।

এতদীয় রাজনীতিচক্রবর্তি নেতারথচরণ নামের লক্ষ্য আধি পূর্বের রঙচি ব্যবহারে বিশেষ।

অন্ততুলিতনিয়োগিতি দ্বারাবর্তন নাম কন্তুলোকী

ঈষ্ট্য: সুচিত প্রকৃতি হয় বনবাসরত্বত্যা যাতা:।।

মূখ্যকটি পক্ষে অন্তকতি।

পশ্চিমাছাড়ার গাঁদুব দ্বারকের কোলের স্থলে হইতেছে। সংখয় বল-কর্মনামে দরিত্র দুর্ঘটনার নাম হইয়া মনে পর্যালোচনা। কোথায় দ্বারকায় পরামর্শ যুক্তিদিগের নাম বন-প্রহর গমন করে।

পাতার অর্থে বনবাস পরিবর্তণ করিয়া অন্তর্বে অবস্থিত করেন, সম্প্রতি হস্তসম নেইপন বন (অর্থাৎ জল) পরিবর্তণ করিয়া অন্তর্বে অবস্থায়া হইতেছে।

এই যুগের রামরামণ ও মহাভারতের উল্লিখিত বিষয় সমূহ সংক্ষেপ করিয়া থাকি। মূখ্যকটি প্রণয়ন-কালে ও তাহার কিছু পুরুষে এই মহাকাব্য বা ভারী মূলতাপন-প্রভাবের পক্ষে সাক্ষাৎ দান করিয়াছে।

এই অন্তর্বের সূত্রপাত হয়। গল্পের তারিখে ভারত-সুলেখের স্পষ্ট উল্লেখ

* অভিজ্ঞানশূলক-গল্পের। সত্যিকারে কবি কলিদাস দ্বারকের নিকট পার্শ্বীকর পর ও বনের গল্পের স্বাধীন ছিলেন। পরিচিতি একবার পার্শ্বে আরোপিত।

† শর-শ্রষ্ঠার। পূর্ণ দেশ। ওপর মূখ্যকটি বেশি অর্থাৎ সংক্ষেপ করিয়া রাঢ়ের উল্লেখ বিচিত্র হইতেছে। অন্যতম কথার বিচার হয়, যে এই দ্বারকের অন্য প্রত্যক্ষ এখন তাহার করেন।

** এখন অক্ষর শক্তি দেখ।
আছে। এই লিপি এই মুদ্রার ৩৭৩০ তিন হাজার সাতশত তিন বৎসর পরে খোদিত বলিয়া লিখিত রহিয়াছে। ইহার পূর্বে শোকীন্দ্রের চতুর্থ শাস্তির্য এখনাং শোকিন্দ্র তালুক্তীর অধিকারে খোদিত নালিকা ও তারা-বংশীয়দের তত্ত্বপত্রে কতকগুলি স্বীকার সম্বন্ধে যাচ্ছে; তাহা যুদ্ধিষ্ঠের সহিত পূর্বক লিখিত ও বেদব্যাস কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে। অতএব এই সমালোচনার তত্ত্বপত্রে খোদিত হইবার সময়ে মহাভারতের মূল উপাধ্যায়টি, এবং ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বুঝাতে পারে, এক রূপ মহাভারতের আগেই অচিন্তিত ছিল। আর নামিক নামক স্থানের গিরি-গুহার পুরীতের এরূপ চতুর্থ শাস্তির্যের খোদিত কতকগুলি লিপি বিস্তারিত আছে; তাহার এক খানিতে বোম, অর্জুন, জনমেঘের সহিত মহারাজ বোম্বিমুন্দরের জন্য করা হইয়াছে।

অতএব পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত হাস্যিক ভাষায় শত শত বৎসরের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল পুনর্লিখিত ঘটনা ও সুনিশ্চিত বিষয়ের বিচার নিদর্শন লক্ষিত হয় না। অতএব এই সময়ের মধ্যে বিরচিত বলিয়া অনুমান করিবার কারণ নাই।

পচ্ছার দূর হইবে, পূর্বকর্মিণী কর্মধারকার আশ্চর্যলাভন ও রূপালোকরণ পাগলি প্রায় এক সময় অন্ধকার বিচিত্র অন্ধকার এবং পর্য্যস্ত ছিলেন। সেই পাণ্ডিত্যের বাণিজ্যের মহাভারতের মূল পাণ্ডিত্যের বিষয় বিশেষ রহিত হইয়াছে। তদীয় হুতের মধ্যেই কুচ-বংশ, অর্জুন, যুদ্ধিষ্ঠ, বারসেন্দা ও মহাভারতচন্দ্র নামের প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নিদর্শন বিস্তারিত হইয়াছে।

অনুমোদন শঙ্কর সরস্বতী (811881)

* "সুন্দর ধ্যায়ন বিগতাদিপ্রমাণ আদিন।"


‡ উহার ভাষিক উদভাস সত্ত্বেও বলিয়া লিখিত আছে। চারি পাড়ি সহ হইল, নামার পুষ্টিকা এবং বলালি অতি করে তিন শত সাই- বিশেষ খুঁজা যায়।

মেলে বিশেষ উল্লেখ করে। বর্গার্থের প্রথম অধ্যায়ের শুরুর অবস্থায় * * * * অনুমান

গুরুষ অর্জুন রাজা (এরিচ ?) সহায় রাজা আর হয়ন্তায়।

রাম, কেরুব, অর্জুন ও তাদেরের তুল্য প্রাকৃতপ্রাপ্তিগুলি * * *

বর্তাহ, বহু, রামচর, শতরাজ অর্জুন বিক্রমভিক্রম, সহায় ও বহুরাজের তুল্য

উপক্রমিকা । ১০৩

শ্রী, অনন্ত, রুক্ষী, কুকু এই সমস্ত বংশ-বাচক শব্দের উত্তর অপভ্যাসের
অণু হয়; যেমন বাণুয়েদন, নাকুল, সাহদেব ইত্যাদি।

বাণুর্যালুনামা বুলন। (৪১৩৮)

বাণুয়েদনে ও অর্জুন এই দুই শব্দের পর বুলন বুলন আদেশ হয়;
যেমন বাণুয়েদনের প্রতি বাহার ভক্তি, সে বাণুয়েদনেক, এবং অর্জুনের
প্রতি বাহার ভক্তি, সে অর্জুন নক।

কালান্‌ শ্রীভগবান্ত শ্রীজগতালালামাসার্ষাহ্যতাত্ত্বিক-শ্রীরমস্তম্ভম। (৩২১৩৮)

ব্রহ্ম অপরাকৃতি যুগল, দাস, জাবল, ভার, ভারত, হেলিহিল, রৌবেঃ
প্রভৃতি এই দশ শাস্ত্র পরে পাঠ করলে, তাহাদের পূর্বে মহৎ শক্ত সংযুক্ত হয়;
যেমন মহাত্মার্ধার্থ, মহাপ্রাণ্ডু, মহাভারত। ইত্যাদি।

নামানামাহীনামাসমানমুচিনকুলমন্দ্রামন্দ্রামন্দ্রামন্দ্রাম-লাক্ষিণ মক্কা। (৩৬১৩৫)

মাউজ, মপারু, নবরদা, নাসরা, নমুচি, নকুল, নথ, নুঞ্জলক, নকুল, নথ, নাক এই সকল শব্দের প্রকৃতি-ভূত নঞ্চ অর্থর্থ নির্দেশিত করার সীমা না। যেমন যার কুল নাই, সে নকুল ইত্যাদি।

পৌষিত্যসীম বিষয়। (৪১৩৭৫)

গবিও যুদ্ধ শব্দের উত্তর হিয় শব্দের নকের স্থানে বকারের আদেশ
হয়; যেমন গবিতি ও যুদ্ধিতি।

এই কয়েকটি ফ্যুটের মধ্যে বিদ্যুত ফ্যুটের একাংশ প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, পাণিনির
সময়ে অর্থর্থ তারুণ পূর্বকলেও অর্জুন ও বাণুয়েদন পূজামূলক ও অভাব
নয় এবং ফ্যুটের পূর্বকালে মহাপ্রাণ্ডু বলিয়া পরিগণিত হইলেন।
পাণিনি-ফ্যুটের ব্যাখ্যাতে উল্লিখিত সমুদায় নাম এবং ভীম, সাহদেব, কুকুর।

* সৈয়ামু বেঁচোর এদিকের গম্ভীরতার শান্তি ভক্ত-কুলায়তের এদিকে ব্যক্তি-বাচক
বলিয়া বিশেষ করিয়াছেন। (History of Indian Literature
translated by Mann and Zachariae, p. 185.) ইত্যাদি, গম্ভীরতাকে
বলিয়া ফ্যুট-বংশের বিশাল পাণিনির স্মৃতি স্বর্ণিত ছিল ইহাই বিজ্ঞাপন করা
এই ফ্যুট উচ্চ করিয়া উদ্দেশ্য দেন করিতে হইবে।
ভারতবর্ষীয় উপাখ্যান-সম্প্রদায়।

মাহী ও স্যাত্রার নাম ও ভারত-সংগ্রামের বিষয় স্পষ্ট লিখিত আছে।*। কলে: পার্শ্বিন ব্যাঙ্ক পাঠ করিয়া গেলে, তাহা রচিত ছবিতে সময়ের মহাভারতীয় মূল উপাখ্যানটি একটি লোক-গ্রন্থীর উপাখ্যান কথা বলিয়া প্রচলিত ছিল ইহ বস্তী প্রতীয়মান ছইতে থাকে।

পার্শ্বিনি এই পার্শ্বিনী-সুত্রের মহাভাষোর মধ্যে নকুল, সহদেব, ভীম-সেন, হৃদিষ্ঠান ও হৃদিষ্ঠানের নাম লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি তীর্থ, নকুল ও সহদেবকে কুক-বংশীয় এবং মূখ্যরূপে অষ্টকনের জোঁয় সহায় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।}

ভারত-সংগ্রামের নাম সূক্ষ্ম-লোক-গ্রন্থী ছিল এই রূপ একাংশ করিয়া গিয়াছেন।} কেবল কোর্ব ও পাণ্ডবের নামকোলাপের কথিত হইয়াছে; ভারত-সংগ্রামের বিষয়ে কীর্তন করিয়াছেন।

ঘন্থী কু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম। (৩২১১৭ সুত্রের ভাষ্য)

কুক-বংশীয়েরা ভার-সংগ্রাম যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই রূপে এই রূপে বাতিলমোক্ষাতে, মহাভাষোর মধ্যে একটি স্রোত যা পাণ্ডু-বিশ্বে উষ্ট্র ও পাণ্ডু-সংগ্রামের বর্ণনাত্মক একটি বাণ্য পাণ্ডু-সুত্রে রচিত দেখিয়া, রামকৃষ্ণের পাণ্ডু ভাষারকে বিচিত্র করিয়াছেন।

পার্শ্বিনির মধ্যে মহাভারতীয় উপাখ্যানের বিষয়ক কাব্য-বিশেষ বিষয়ে ছিল, তাহা ছইতে তিনি উক্ত চরণটি উভয় ত করেন। সে চরণটি এই,

অত্যধিক বিতর্ক হইলে পাণ্ডু-ভাষার পক্ষাত্মক যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তথ্য হতে করিয়া পাণ্ডু-ভাষার পক্ষাত্মক যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই মহাভাষী চতুর্থ মহাভারতীয় উপাখ্যান বিষয়ক পাণ্ডু-বিশেষ অবগত ছিলেন এমন বংশ, যেমন, তীর্থায়ত অর্ণাঙ্গকে ও সাহিত্যে ব্রাহ্মণে

- Muller's Ancient Sanskrit Literature, p. 44.
উপক্রমণিকা।

১০৫

মার্কিন ‘ব্যাস পারাশির্ম’ শক্ত দুর্বল প্রভাবী হয়, তাদের আচরণ প্রত্যেক নাম কারণ সাবান সাধারণ কথা জানিতেন, সেইসারে, এই দ্বীপের অন্যতম

বোঝ-খুদ্রকারের পাঁচ নাম পরবর্ত-বানী একটি জাতির নাম উল্লেখ করিলে গাইঘাঙ্গা; তাতদের উক্তিরা ও কোন-কোনোদের শক্তি ছিল। (Weber’s H. I. Literature 1878, P. 185.) বহুভাবে বন্ধুরিকে ছন্দকাপুর বালী বন্ধু করা হইতে রাখা ছিল, কিন্তু এ বিষয়ের সম্বন্ধে নিশ্চিত আছে, প্রথমে দ্বিতীয় সিংহাসন পরবর্তে দ্বিতীয়, ৪ পরিবর্তন হু ন।

হাত পাঠাইয়া: তলাক মৃত্যু প্রথমার্থ:।

***

বিগত সাথে এক রূপে তুমি তুমি গোপ গোপনী গোপনী।

আদিপর্ব ১২৪। ২৭—২৯।

এই রূপে, পাঁচের দেব-দেগ পাঁচটি সহায়ক গুণ * * * এই পরিবর্তে হুইতে থাকেন।

গুরু ও গোলিয়ার নামে এই গুণ প্রকাশের, চারিবারের পক্ষে দাঁড়াইয়া দিতে বজ্রাক ধারের উল্লেখ লোগোগুলো। দেশের একটি নগরের নাম শমুর লোগোগুলো।

বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং শিখ নদীর হুঁ-মূনিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন বিশ্বাস লিখিত হয়। উপরাংশ টুপোল পান্ডুর নাম লোক-বিভিন্ন বিভিন্ন। নদীর নিদ্রাম বিভিন্ন। বন্ধু দুর্বল হন। কাজের একটি পালিশিলের বর্ধনকে পাতা ছইতে পাওয়া বহু লিখিত করিয়া গিয়াছে। উপরাংশ টুপোল পান্ডুর নাম লোক-বিভিন্ন বিভিন্ন।

কাজের একটি পালিশিলের বর্ধনকে পাতা ছইতে পাওয়া বহু লিখিত করিয়া গিয়াছে।

নদীর নিদ্রাম বিভিন্ন নদীর নিদ্রাম বিভিন্ন। কাজের একটি পালিশিলের বর্ধনকে পাতা ছইতে পাওয়া বহু লিখিত করিয়া গিয়াছে।

“প্রাণকে বিস্তারিত * * * হয়ে উঁচু গড়ায়: ছিল।”

বাস্তবে দেখা দেখা হইতে চাহিদা চাহিদা দেশের নামে উদ্দেশ্য আছে। (দ্রষ্টব্য, ৩২ ও ৩৪ পৃষ্ঠা) একবার উল্লেখ করিতে হইলে, এই পরার লোক এখানে সোঁগুড়িয়া। দেশের অবাক হইল; তথা ছইতে জন্মন্ত্র দারাবারের আহুজ বাস

কাজের একটি পালিশিলের বর্ধনকে পাতা ছইতে পাওয়া বহু লিখিত করিয়া গিয়াছে। — Asiatic Researches, Vol. XV. pp. 95 and 96.

বাস্তবে দেখা দেখা হইতে পান্ডুর হাতের আলো উদ্দেশ্য করা সত্ত্ব।

স্থানে স্থানে অন্য বিষয়ের মধ্যে কাজের প্রথম রাজারা পুলিশ বিভিন্ন বিভিন্ন। অকালের

তারবাহীর মধ্যে পান্ডুরের হাতের আলো উদ্দেশ্য করা সত্ত্ব।

তারবাহীর মধ্যে পান্ডুরের হাতের আলো উদ্দেশ্য করা সত্ত্ব।

* ১০। পাঠ্য বিভাগ। — নার্ম।
‘গুলি শৈল্পিকি’ শক্তি পাঠে জানিতে পারা যায়, পত্রগুলি ব্যাস-বিবর্ণ উপাধ্যায়ও জাত ছিলেন তাহার সম্যক ছিল *।

এই সময় পথাংলোচনা করিয়া দেখিলে, এই প্রাচীন হইয়া উঠিয়া, পত্রগুলি ও পাণ্ডিত্যের সময়ে মন্ত্রাশ্চিতের মূল রসকার একটি পুরাতন কথা বলিয়া উত্থিত ছিল। পাণ্ডিত্য ব্যাকরণ-স্তুতি ও কন্ঠাচর অধ্যায় বাক্তিক করেন, এবং পত্রগুলি এই উভয় লক্ষণ করিয়া মহাভাষা প্রচুর করিয়া যান। পত্রগুলি পূর্ব পূর্ব, বিগত শতাধিক বিশ্বাস ছিলেন ত।

সেই কি পাট-পুহল পাণ্ডুর বলিয়া কদম্ব একটি অনুপাদ প্রচারিত হইল করিয়া তদনুসারে কথা রূপ করিলে নামে? লোকের ভাষাতে সংস্কৃত প্রাচীন ছিল না।

বহু শীঘ্রে: প্রথম কথার ছাড়াই।

আধুনিক । ১। ১১১ ।

অন্য আনু সেকে ছিল, বহুক্তি অভিতেষ্ক, পাটুল প্রাপ্ত আবার করিয়াছেন । অতএব ইহার কি সেকে তাহার পুণ্য ক্ষেত্র পারেন?

ইষ্যুরোপীয় কোন কোন প্রাচীন অস্থায় করিয়া, পাটুল ও পাটুল শব্দ সংস্কৃতে প্রাচীন প্রথমকালে সাধারণ কিনা? Müllcr's Ancient Sanskrit Literature, pp. 44—45 দেখ।

* Weber's History of Indian Literature, P. 184 দেখ।

কেবল হিন্দু নয়, হিন্দু-বিষ্ণু হোকেয়াও ব্যাস নামের বাদে বীরাঙ্গা করিতে কৃতি করেন নাই। রামায়ণের দৈনাক্ষ একটি আধুনিক সাহিত্য কথ্য দিল যায়। এটি কৌতুকপায়ের রূপান্তর হই আর কিছুই নয়।—Ibid.

† ১৩ পুরুষ দেখ। পত্রগুলি মদন-রামায়ণের নীরসচিব শ্রাজগণের দ্বিতীয় বেদান্ত সিরিহাঙ্গন, তাহাতে প্রথম হইয়াছিল, তাহার দেখা হবে। সুতরাং কথাগুলিকে পুরান, পৌরাতন বলিয়া জানিতেন। রামায়ণ পূর্ব, পূর্ব পূর্ব পূর্ববর্তী ধৰ্মর নামে পূর্ব পূর্ব পূর্ব পূর্বষ্ঠের হওয়া প্রস্তুত রাজ্য করেন। এর কথা-চিন্তার উদ্দেশ্য তৎপর মহাভাষার সর্বত্র তেরে হয়েছে। রামায়ণ চিন্তার ১। ১৭৬ পৌরাতন আছে, কাম্যোং রাজা। অবিভক্ত নামে রাজা রাজা রাজা রাজা অভিপ্রেত হইয়া থাকে। তাহার রাজ্যস্থ রাজকীয় শক্তি বাধান। রামায়ণের রাজস্থান-রাজাদের কথা কথিত হয় এক্ষণে এককোয়ার বিকৃতি ছাড়াই।

সুররাচিত না দৈনাকৃ তীর্থে দে-প্রাপ্ত একটি প্রাপ্ত হইল না।

† ৭। ১০ পাণ্ডিত্য-রূপের তারিখ।

সুররাচিত না দৈনাক্র তীর্থে দে-প্রাপ্ত একটি প্রাপ্ত হইল না।
পালিবিদের দৃষ্টিতে তাহার অপেক্ষাকৃত অলপ সংখ্যক উল্লেখ না করা যায় তাহার মধ্যে পরিগণিত। কথা-সরিংদাগরের লিখিত অংশে, পালিবিদ ও কাঠামো উল্লেখই মহারাজ মন্ত্রনের সমকালবিহীন ছিলেন। তন্ন খুব, চতুর্থ শতাব্দীতে মহাভারতের তথ্য সংগ্রহের জন্য করেন। অতএব এ কথা মুদ্রায় পালিবিদ নিয়ে সময়ের নিয়ম করিয়া এই নিষ্পত্তি করিয়া হইয়াছে। কিন্তু কাঠামো যখন পালিবিদ-সমূহের বাণিজ্যি অর্থাৎ অর্থ পরিষ্কার করেন, তখন পালিবিদ উক্ত অপেক্ষাকৃত পূর্বের লোক হওয়া সর্বতোভাবে সমাধিবন্ধ। কাঠামোর পূর্বে পালিবিদ-সমূহের অর্থ-স্বরূপ কবেকুলী পরিভাষা প্রচলিত হয়; কাঠামোর মধ্যে মধ্যে তাহার উৎসুক করিয়া। যাই*। সেই সময় পরিভাষা-রচনিতে-মর্যাদাতের নাম প্রদূষণ হইয়া গিয়াছে। কাঠামোর এই অর্থ অপর যাই হইলেন না। অতএব তাহার মধ্যে সংখ্যান গুণ হইয়াছিল। অতএব পালিবিদ ইষ্টক পরিবর্তে বক্তার বাণিজ্যি করেন এক্ষণে যাই, তাহার পূর্বে এই সময় পরিভাষা প্রচলিত হয়। ইহাই প্রচলিত নীতি কেন মুদ্রায় সংকলনের বিকল্প করা বাক্য না। কথা-সরিংদাগরের বচনমুদ্রায় তাহার অভাব। সীকার করিয়া এনেসোন নাই। লংফুত ঐন্যুকাও ও বিশেষতঃ উপাখ্যান-রচনার প্রধান সময়ের

হইয়াছে, তাহা একজনের অনিয়মিত নাই। কিন্তু এরকম তারকবর্তীর অনেক বিষয়ের প্রাচীন ধারাবাহিক একজনের পক্ষে অবিচলিত অবস্থায় সংযোগমান হইতেছে। তিনি এরকম বলেন। এই কথায় এক ধারার প্রাচীন সংযোগ-পুরুষক ও এরকম নি, দ্বারায় সম্প্রদায় অর্থাৎ শতাব্দীতে সংকলনের বিষয় ব্যবস্থিত হইতেছে। এই পোস্টাল কথায় তেমনি কিছু প্রমাণেতে পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রীয় ও রাজকুমারী দোষায়কর তাহার মূল্যমাপন করিতে অধিক অনুসন্ধান প্রয়োজন। এই প্রকারের বিষয়ে অনেক কথা ব্যাপা। উত্তর পক্ষে সাহায্য চাই। আত্মীয়।


* বষ্মে ১১১৭ পালিবিদের বিচারে উক্ত “নামধেক আলো অন্যাবিষ্কা।” ইতাদি পরিভাষায়।

* In his Essay on the Aindra School of Grammarians, p. 91.
বাক্সিংকে একটি দিলিত ও পরস্পর সাক্ষাৎ করারা দেয় এবং যে বিষয়গুলো উদাহরণের অস্তিত্ব নাই। একটি গোলাকান্ত তুক পাশ্চিমে কাঠামো অন্ধকার বর্ধন এবং এমন কি, বৌদ্ধধর্ম-চারিষের পূর্বকালীন সমুদ্র বিলাস। বিশেষায় করিয়া হয়।

পাশ্চিমের সময়ে যে সকল শক্তিপূর্ণ তাহার মধ্যে কৃতকরণ অপ্রচলিত বা অনুশীলন বলির গণ্য হয় রেখে ঘায়। ভগ্ন ঘায়, বুধগুলো ও ক্রিয়াবাদ বৈধ একত্র। * পাশ্চিমের সময়ে যে শক্তির মধ্যে অর্থ প্রচলিত ছিল, কাঠামোর পূর্বে তাহার মধ্যে কেবলকরণ অর্থনীতির উপর ভাস্ত হয়। জ্ঞান ভঙ্গু ও পেঞ্চারের উপর ভাস্ত তুক স্ক্রেপ। ** পাশ্চিমের সময়ে প্রচলিত অনেক শক্তি ও শক্তির কাঠামোর মধ্যে অব্যবহার্য প্রকাশ হয়। বৈধ ভঙ্গু প্রতিষ্ঠিত নক্সা কৃষ, বেদমূল-বাচক খ্যায়ি শনি, বিক্রী-বাচক হোস্ত শনি। 

কাঠামোর সময়ে কোন কোন চারিষের পূর্বে পাশ্চিমের সব অর্থ প্রচলিত ছিল। পাশ্চিমের আর্থিক ও উপন্িষদ ** শনির অন্যতম অর্থ করিয়া বলিয়া বলিয়া বলিয়া বলিয়া বলিয়া বলিয়া বলিয়া বলিয়া বলিয়া বলিয়া বলিয়া।

তাহার সময়ে, এই ধারার অর্থ প্রচলিত ইদানের, তাহা না করা কোনরূপ সত্যি। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত এখন পাশ্চিমের বিত্রাঘা ও শক্তির কাঠামোর বহুল পূর্বের লোক বলিয়া। সাধারণ্য বিশেষ করিয়া হয়। এমন কি শতাধিক বংস অর্ধেক অষ্ট্টাকাশীর মন করিতে পারা যায় না। পাশ্চিমের স্মৃতির কোন কোন রাসন বৌদ্ধধর্ম-প্রবর্তক মূল্য মূল্য উদ্ধার্থিত নাই।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মূল্যের নির্দেশ। পাশ্চিমের একটি মূল্য (অর্থাৎ নাই স্মৃতি) এই শক্তির অর্থনীতি অর্থ করিয়া। উদ্ধার রূপ মুক্তি বলিয়া উদ্ধার করিয়া নাই।

তাহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ইদানের, তাহার না করা কোন মতে সত্যি না। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নির্দেশ কৃতীবাদ-বাচক বিশেষণ। ক্রীধা পাশ্চিমের প্রবর্তক শক্তি বিশেষণ। অতএব তাহাদের বৌদ্ধধর্মের অর্থ ধারা পূর্ব, পূর্ব পশ্চিম শতাধিক পূর্বের লোক বলিয়া। বিশেষ করিয়া যুক্তি-সমায় বোধ হয়।

* পাশ্চিম-স্থূল। ৭১২৫ ও ৮১৪৫। † ৭১৭৬। ৫ ৩ ১ ১ ১৩৩।

| ৫ ১ ৪ ১৯৬। | ৫ ১ ১ ১৩৩।

| এই পুস্তকের প্রথম পাতায় প্রকাশিত উপকৃত শখীর পূঁচা। ৬৯।

* * পাশ্চিমিজ। ১৪১৯৫।

† † Goldstücker’s Ménava-Kalpa-Sūtra, Preface pp. 112-140.
বাণ। ছোট, খুঁ, পুঁ, পঞ্চা বা ষড় বিশ্বে মহাভারতের মূল উপাধিতে একটি পুরাতন উপাধিতে বলিয়া প্রচলিত ছিল এ কথা অবলম্বন না করিয়া যায়। পুরুষ মি, দিগের মহাকালীর কৌরবের বিষয় যাহ। লিখিত নিয়ে গিয়াছেন, তাহাতেও ইহার সম্পূর্ণ পোষকতা করিয়া দিতেছে। ইহা দুইলে অর্থম মহাভারতের ব্যাখ্যা চলিয়া পালিয়া শত বৎসর অপেক্ষ হইয়া না।

উল্লিখিত বৈষ্ণব কাঠায়ন কমলাস্ততীকার কাঠায়ন। তিনি যেমন পালিকাকাণ্ডের বার্তা করেন, সেইরূপ কথায় প্রভূতি অন্যান্য অনেক পুরুষের অপূর্ব করিয়া যান এইরূপ লিখিত অবলম্বন করে। পতিতপুত্র নামে তাহ শীঘ্রই হইয়া থাকে। যদ্যপি কাঠায়নুক্ত সর্বাঙ্গুল্ম মূলির বিবরণে লিখিত নিয়ে গিয়াছেন,

ঋষীযায়নমূলিনে মরোহর্মহলঙ্গ প
ঘোনেযীয় প দৃষ্টন্ত তিষ্কায় নথা ।
ব্রাহ্মণায়ন ফুটি অধ্যায়কলেভ ।
অনুষ্ঠান্ত ঘোরে মহাসাঙ্গায়নজুড়া ।
শায়ন্তীষ্টাম্বস্ত্বনে ভট্টাম্বীন্দ্রনুলী।
বালিন্যাম শিবজুবালামনুমূলক্ষ কার্ক ।
আতেহ ক্ষুদ্রো বোধানাং অজানানাং চ কার্ক ।
অম্বাবী সিংহি। বত কৌশল স্বায়বাড়াতিকায় ।
স্বত্ত্বাকাশলীলার মাতি মাতি নাথারে।

কাঠায়ন মূলি ব্রোক্ষ ধৰ্মি হর্তক্ষ শীঘ্র কর্তার করেন; তথেষ্টে সপ্তাহার পেশীকের কুট ও ভিন্নাঁ ভবিষ্য আজ্ঞালায়নের তুলনায়। স্বাস্ত-অপরাধ-বিপ্লব ক্ষুদ্র, চারি-দাদায়-বিপ্লব মুখ্যপূর্ণ এবং চতুর্থ অর্থাত এই তিন একার এই আজ্ঞালায়নের কুট। পেশীক ও তালি

৮৩ পৃষ্ঠা। দেখ।

* মোহনার্থ র বিশিষ্টক্ষেত্রীশাস্ত্রবাস: ।
* নামকর্তৃক রস্তা জুর রথে আরাধন।

ব্রুখুশিয়া ।
নিয়া আশ্বালায়নের দ্বিতীয় ধারে দ্বিতীয় অবগত হইয়া, কার্ত্তিক মূর্তি বাচিত নামক শূর-শক্তিকে আচরিতিতে দুই সমুদ্র, সামনের উপ- অন্ত্র, নিশ্চিত লোকে অধিকাদিগের সাহায্য সহায্যকের পেশে প্রাপ্ত হইতে গৃহে প্রায় অশ্বালায়নকে ভ্রান্ত ও প্রায় অপব্যাপ্তির সহায্য সহায্যকের শাসনে সংক্ষিপ্ত করেন।

ইত্যাদি মুখী দেখিয়া গিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি অশ্বালায়ন কার্ত্তিক পূর্ণক্রমে লোকে। অর্থে শূলাক, পূর্বে আশ্বালায়ন, অনন্তর কার্ত্তিক পূর্ণক্রম বচনে। যদি কার্ত্তিক পূর্বে চতুর্থ শতাব্দীর লোকে হয়, তাহা হইলে অশ্বালায়নকে তদপেক্ষা প্রাচীন বলিতে হইবে। তত্ত্ব প্রাচীন, তাহা নিকটতর বলা যায় না। চকর* ও উজ্জ্বলতাদি অণু কাপড় প্রাচীন এখনো অশ্বাল- কার্ত্তিকের নাম উল্লিখিত আছে। ক্ষুদ্রপ্রাকৃতিক অশ্বালায়ন-খুস্ত শূলাকের প্রাপ্ত বলিয়া কৃষ্ণ একজন। প্রাচীন-বিশেষের প্রাচীন-বিশেষের প্রাচীন উদ্ধৃত হইতে। একথা অর্থাদিগের নাম আশ্বালায়ন-প্রাচীন। এই সমস্ত প্রাচীনসাত্ত্বে, অশ্বালায়নকে একটি সমধিক প্রাচীন অনুকূল বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া। কিন্তু পাণিনির সময় পর্যন্ত অধ্যাক-শাস্ত্রের সূত্র হয় নাই। অতএব পাণিনিকে এই অধ্যাক চরিত্র অশ্বালায়ন অনুসারে পূর্বক্রমে লোকে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অধিক পূর্বক্রম না হওয়া না। পাণিনি জীবন জীবন শূলাকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন॥ ইহা হইলে পাণিনি ও অশ্বালায়ন উভয়কে এই সমকালস্কটি বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। তবে অশ্বালায়ন কিছু পরে প্রাচীনত্ব হইয়া ধার্য্যিতে। এই অশ্বালায়ন উভয়দের মধ্যে মহাত্মরের নামকে করিয়া গিয়াছেন। উপনয়ন-কালে গ্রন্থপূর্বক গ্রন্থের মধ্য বলিবিপ্লবের সূত্রপাত নানায় করিতে বাস্ত্র। না শাসন মধ্যে অন্ত অন্ত ধরি মতী ভারত বা মহাত্মরের মধ্যে নিরীক্ষিত হইতেছে।

* চৌরগণিত। ১৭, ৬ লোক।
† ঐহরের আরামক পাঠ পাঠে বিভক্ত; তাহাই চতুর্থ অংশ আশ্বালায়ন- আরামক বলিয়া উল্লেখ করিতেছে।
‡ ঐহর পাঠে প্রাকৃত ইত্যাদি যুগে সময় ৪৭ পৃষ্ঠ।
§ ঐহরের পাঠে প্রাকৃত ইত্যাদি যুগে এলাকার ইত্যাদি যুগে ৬১ পৃষ্ঠা পাঠ।
∥ আশ্বালায়ন-সূত্রের কাম কাম পুস্তকে মহাত্মরের চিত্র। দিহিৰা
উপক্রমশালিকা।

শুভ্র, বৈশিষ্ট, বৈসঞ্জ্য, পুলস্ত্রক্ষায়, ভারত-মহাচর্য এবং অন্যান্য যথ-আচার্য সকলে তৃণ-হউন।

ভারত-বক্তা বলিয়া কীন্তু এই বৈসঞ্জ্যের নাম সংখ্যায়ন-গঠন ও উল্লিখিত অঞ্চল। রূপস্ত্র বৈষ্ণব দশঃকষ্ট বিবরণ-বিবর্ণ। পাঞ্ছা দৃষ্টি হইবে বর্ণ-নাম-ধারণে তাহার সৌভাগ্য সমূহের দৃষ্টি পরিবর্তন বিশিষ্ট বহিঃপ্রকাশ। অতএব রূপস্ত্রকার আর্য্যনন্দকে উল্লিখিত মহাভারত একল-কার এই রূপস্ত্রকার প্রচলিত মহাভারত বোধ হয় না; তবে ইহা অতীনে-বিদ্যাত পালিতে পারে। তণ্ডুল রূপস্ত্র পরিবর্তিত ও মৃত্ত মৃত্তি সকলত বিষয়ের সৌভাগ্য সংখ্যায়ন হইল। একাধ অবস্থা। প্রাপ্ত করিয়া ধারিতে।

আর্য্যনন্দের সময় অপেক্ষা। আর্য্যনন্দের অপরাধীতর ঘটনা ইহার মধ্যে সৌভাগ্যের সময় ধারিত। ত্রিস্তায় দুই সূচনা বংস পুরুষ-ঘটিত অথবা মহাভারতে অন্তর্ভূক্ত ও পুরুষের অন্তর্ভূক্ত বিষয়ে ইহা প্রকৃত।

মহাভারতের মধ্যে বর্ণ-হউন ও পুরুষ-হউন উল্লিখিত বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায়।

এবং কি, ভারত-বক্তা শিক্ষা ও অন্যের চৌকাশের মধ্যে সৌভাগ্য হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বধূদের সৌভাগ্য অল্প পরিচিত ও বিশেষ সৌভাগ্য হয় ধারিত। তৃণের মধ্যে একাধ বর্ণন করা সম্ভব হয় না।

কেবল অভ্যুত্তর ও প্রথম প্রথম, ভবন-বিষয়ে পরস্পর প্রতিফলিত ও সৌভাগ্য দিনার্হণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আলোচনার্থ: কথাই উল্লেখ মহাভারত।

শব্দক কা তান্ত্রিক যবনানীত এবং গা।

সদাপূর্ব ৪ ২২।

কাব্যজ্ঞান কথাপথ ও মহাবল প্রথম (গৌতম যজুর সভায় উল-
ঢিয়ে হয়। কষ্মন রাজা একাকী বননিয়নে সত্ত্ব বুদ্ধে কষ্মাদিত করিয়া ছিলেন।
এই চন্তটি কম্ব-মানের সত্য-বিরুদ্ধ রুদ্ধাক্ষ বোধ হয়। পূর্বকালে ভারতবর্ষেরা নীরুকধিকাশীত বনন বলিয়া জানিতেন *। ভারতবর্ষের

* বিশালাক্ষ সংহত পরিকালে পাঠান, আরব, চুনি প্রতি লক্ষ জাতীয় মোসল মানিয়নে বনন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অর্থমূল-প্রতিক্ষণের পূর্বকালে রাজার শাসনতার অনেকাংকে এবং আরব-বিশ্বের মধ্যে বনন বলে চাইছে। অতএব যে বনন কান্ত মোসলমান হইতে পারে না। পৌরাণিক অংশের রাজার বোধ হয় কেন কিরি অন্য সাধারণ পত্র ধূমপাত করিয়া দেন; তাহার মধ্যে লিখিত আছে,

"আলিয়েক্ব নাম বীর রাজার ধারী তাহ অবিদ্যা ব্রাহ্মণে রাজার বিদ্য-করিয়া সংহত দিয়াছিলো দৃষ্টিপথ।"

অভিযোগ নামক যে রাজার রাজ্য এলাকার সাহায্যের রাজ্য করিতেন, সেই রাজা পর্যায় সর্বদেশিপ সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজার চুই প্রকার চিনিতা হইয়াছিল হইলো *.

এক্ি ও পারসিক ইতিহাসে এই (আর্বিয় Antiochus) নামে একটি প্রথম রাজা রাজ্য-বিরুদ্ধ সহিত আছে। উহার রাজ্য-বাস ও দণ্ডক্রম

উপক্রমশিকা

প্রিয়দর্শী রাজ্যের অধীনে বাংলাদেশ এলেমেন্টারি স্কুলের কর্মচারীর একটি রাজ্য

অন্য অন্য ব্যাপারের সহিত একটি রাজ্যের রাজ্য-কার্যালয়ের এক করিয়া এই ব্যাপারকে করিয়া হইয়াছে। একটি রাজ্যের ইতিহাস, তার মহত্ত্ব, ব্যাপার ও অনিয়মধ্যে তার প্রায় সমস্ত রাজ্যের কর্মচারী। এই রাজ্যের সম্পর্ক সম্পর্কি হইয়া পরিচালিত হইয়াছে। ইহার তামাসু, একটি গোষ্ঠী, মহারাজ ও অন্যান্য নামের না আর চারস্তি রাজ্যের উল্লেখ আছে। ইহার তামাসু, একটি গোষ্ঠী, মহারাজ ও অন্যান্য নামের না আর চারস্তি রাজ্যের উল্লেখ আছে। ইহার তামাসু, একটি গোষ্ঠী, মহারাজ ও অন্যান্য নামের না আর চারস্তি রাজ্যের উল্লেখ আছে।

প্রাচীন কালের প্রাচীন পার্থদী বলিয়া পরামর্শ করিয়াছেন।

ঔষধিদ্বার বন্ধুকের কাছে নামান্তর স্বচ্ছন্দ তেজস্বিত।

অধ্যয়ন্ত্রণ যুগলকে কি কিছুই ভালো হইতেছে।

পরিশীলন গর্ভ বন্ধনদের ক্ষেত্রে পার্থদী বলিয়া তুলিতে বলিয়া পরামর্শ করিয়াছেন।

ঔষধিদ্বার বন্ধুকের কাছে নামান্তর স্বচ্ছন্দ তেজস্বিত হইতেছে।

পরিশীলন গর্ভ বন্ধনদের ক্ষেত্রে পার্থদী বলিয়া তুলিতে বলিয়া পরামর্শ করিয়াছেন।
বারভবর্ণীয় উপানক-সপ্তদশ।


সময়ক্রমে এগুলি আরো সম্পূর্ণ হয়। বাবাদামীর বিশেষ বিশাল সমূহ এগুলির সন্ধুরত পর্যায়ে করিতে পারি, হিন্দু শ্রীবীরের নিকট ঐ বিষয় শিক্ষা করেন। এইরূপ কারণেই ভারতবর্ণীয় অনুষ্ঠানের উদাহরণ দেখা যায়। মানুষ শ্রীবীরের প্রতি ভক্তি আরো প্রকাশ করিতে তাহার মনে নাই। ব্রাহ্মণদে রূপে একাধি আরো মনে আরো শক্তি তাহা। এখানের নাম পোকারিজ।


একদিন হিন্দু যে মনে উঠিয়ে রূপে খননের অধীন এই শক্তির নিকট ব্যাখ্যা-বিদ্যা-বিভাগ উপদেশ ব্যবহার শিক্ষা করেন, ও নিজে অর্জু শক্তি শাসন প্রদানের প্রাক্তন শিক্ষার অঙ্গ বহনের বিষয় নিজের কাছে জানান, তাহার দিকে এই গুলি সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, হিন্দু এই শক্তিতে সাধনা করিয়া ও উত্তীর্ণ উচ্চ স্তরে উচ্চ শিক্ষা করিয়া থাকেন। —Weber's History of Indian Literature, p. 252.

এই উল্লেখিত কারণে দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া, গর্ব হৃদির পূর্ণ ও অর্জন পূর্ণ শ্রীতির বর্ণন। যে তোমার অভিজ্ঞ এবং অর্থতাত্ত্বিক মন ও সম্ভবতঃ

অমৃত। গোপুর অধারণ করেন, শিক্ষার অনুরাধৃত রূপে পূর্ণ ও পূর্ণ হয়। অন্তঃপ্রকৃতির এই উদ্দেশ্যে অনুরাধৃত করেন ভবানী লোকে নাই। ইহা হইলে পূর্বোক্ত আমৃত শক্তি বিনাশ মাফিয়ার দৃঢ়তার পুরুষে এই শৃঙ্খলা নিকটে সঞ্চালিত হওয়াই গর্বমর্নতীতে সংস্থাপিত হইয়া কোন রূপ অস্ত্র নাই।

† কিন্তু উল্লেখ নামক প্রক্ষাল এই কথা লিখিয়া যায়।
৩০ গুণাকীর্তি পর্যায় রাজা হইলেন। এই গুণমানীর হিতে হিন্দুদের অল্পপরিচয়, বিদায়বিদায় ও আন্তঃরত্ন-বিন্যস্ত সংখ্যাঙ্ক ছোট ছিল। নাগর এখন রাজা ও কাহোজের নাম একত্র লিখিত দেখা যায়।

হুসেনাক্ত পিয়তি রাজার অধিষ্ঠাত্রী-পতির উহাদের নাম একুটি সূচী হইয়া থাকে ॥ ১১১ ।

পৃষ্ঠার উপর সহায়ক রাজার পরেই বন-বৈবীর কম্পনের নাম সম্বন্ধিত বহিত রচিয়াছে। কাহোজের ভারতবর্ষের পালিযোন্ত প্রদেশীয় লেফটণ। অনেক তীব্রতাকে এই প্রদেশীয় নৃত্য-রত্ন শালমৃ কে গুণমানী-প্রতিষ্ঠাতা ইংরাজী আই বিভিন্ন সম্ভব থাকে না।

আলোচনা-রাজনীতি মূলাঙ্কার কীভাবের নাম রুপায় এই শালটি উৎপন্ন হই। তাই কিন্তু অন্য উহাদের নাম হলো, পার্শ্বী ও বাবুরের মুখানি, এবং পার্শ্বী নেহার অন্তর্জাতি বীর পার্শ্বী নেহার মুখানি, বলিয়া উল্লিখিত হইয়া আলাদিত।

দরাহুস্ত নামে সুপ্রসিদ্ধ পার্শ্বী নেহার নরপতি হইয়া, পুরু সনেটে জনসাধারণ রাজ্য করেন। তাহার নেহারা মহান হইয়া ভারত-বৈবীর নৃত্যে সম্বন্ধিত হইল। অক্ষর সেই যুগের পার্শ্বী ও ভারতবর্ষীর নাম প্রায় এক্রম, তখন শাখা ভারতবর্ষীর সেনার। পার্শ্বীর নিকট এই নৃত্য অনেক হইয়া আলাদিত উল্লিখিত হইয়াছে। কীভাবে পার্শ্বী নৃত্য নয়। কীভাবে করিতে হইল।

শিবনির্মাণ ভারতীর যুগ দরকার নহে ॥

থাঙ্গাহাও ১৪৬১

তত্ত্ব ভারতীর যুদ্ধ-পালন-নির্মৃত্যু পুনর্নির্মৃত্যু সম্ভব করিতে পারিতেন ন।


* The Khāsī inscription in Cunningham's Archaeological Survey, I. 247, Pl. XLI., line 7.

এই পৃষ্ঠার প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমাঞ্চলের ২ পৃষ্ঠা এবং শিওর অর্থাৎ এই ভাগের উপক্রমাঞ্চলের ৮১ পৃষ্ঠা সমূহ। শেষের পৃষ্ঠায় কাহোজ-রাজ্যের বলিয়া আমাদিতে কিছুদুই-স্বর্ণমুখিক কোম্পিটি, কাহোজের।
বিশেষ বিবেচনা। করাই মহাভারত-রচিতাদিগের অভিমুখে হইবে।
তাহার যবন জাতির সহিত যুথ করেন, তাহারা এবং অন্যান্য স্থলে উল্লিখিত যবন-জাতিরেরা। ঐ দিকের ঐ যাজক রাজ্যের যবন অর্থাৎ ঐ পুরুষ বাদিতে অন্য লোক হওয়া। সত্ত্ব নয়। ঐ রাজ্য খুল্লু, গ্রাম সার্থি তুই শত বৎসর হইতে খুল্লু, পুরুষাধিক সাতাব বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতএব মহাভারতের অন্তর্গত যবন-সংক্রান্ত কথাগুলি ঐরূপ সংস্কারে অথবা উহার কিছু পরে লিখিত হইয়াছে বলিতে হয়।

মহাভারতের জাহাজ মহাভারতেও স্থানে স্থানে পশ্চিম ও পশ্চিম নামক


* কিন্তু ঐ যাজক রাজ্য সংক্রান্তের পুর্বে ঐ স্থান অমূল্যের ভারতীয়ের গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঐ রাজ্য মূল সাতাব রাজ্য পর্যন্ত দুই দিন পর্যন্ত রাজ্য তাহার সময় করিতে হইয়াছে। ঐ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। এমন কি ঐ মহাভারতের সিলিকন শব্দটুকু হইতে বিচিত্র ও হয়। পরে এরূপ কন্তু টোক নামক এক ব্যাখ্যা এবং त्रिति स्त्रीलिपि दियों त्रिनिस्त्री त्रिनिस्त्री त्रिनिस्त्री त्रिनिस्त्री त्रिनिस्त्री त्रिनिस्त्री त्रिनिस्त्री त्रिनिस्त्री त्रिनिस्त्री त्रिनिस्त्री त्रिनिस्त्री त्रिनिस्त्री त्रिनिस्त्री त्रिनिस्त्री त्रিনिस्त्री त্রিতি कন্তু। তার জাতির কন্তু টোক নামক এক ব্যাখ্যা এবং ত্রিতি স্ত্রীলিপি দিয়ে এটিচন্দ্র ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিতি ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী ত্রিনিস্ত্রী}

(Weber's H. I. Literature, p. 251. এখন) অতএব বাঙালী-রাজ্য সংক্রান্তের পুর্বে ঐ স্থানে সংক্রান্ত যবন সমুদ্রের আলাপ পরিসরে ও বন্দ্য ছিল। তাহার সমাজ নাই। কিন্তু তার স্থানের মধ্যে ঐ নাম সত্যি সর্বজনীন কতকগুলি শব্দের কথা। নিকটস্থ বাঙালী রাজ্যের ঐরূপ সাধারণ যবন পরিচয়ের বিস্তারিত হওয়াই সংক্রান্ত হয়। কানোজ্যা শব্দের নিকটে ববনের নাম উল্লিখিত হয় কথা, তাহাতে নিশ্চয় আইহে। পুরুষই লিখিত হয়।

* তারুপাল। ৩। ১৭। ২০। ২৩। ৫১। ১৫। ৩। ১৬। উল্লেখপূর্ব। ১৯৬। ১। জীবনপূর্ব। ১৪। ৪০। ৩। ৫১।*
হর্তির জন্ম আছে। যেহেতু কাশ্মীর ও পারস্য জাতির সন্তুষ্ট এই হর্তির নাম নানা সংখ্যায় একত্র লিখিত হইয়া থাকে।

ইহাতে সকলেই ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশের ভিত্তি লেগে। পূর্বাঞ্চলের এর দেখা শত বৎসর পূর্বের শেষ করে। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশের অধিকার করিয়া। ক্রমশঃ উত্তরে হিন্দুকোষের পর্বত হইতে দক্ষিণে নিয়ন্ত্রণের মোহনা পর্যন্ত অপনাদের অধিপতি বিনাশ করে। পূর্বের তাহীদের বিষয় বেশির সময় লিখিত হইয়াছে। তদনুসারে মহাভারতের ঐ পণ্ডিত বইয়ের সহায়তা অনুসারণ করিয়া তদনুসারে অপর কালের মধ্যেই বিরচিত বলিয়া সীকার করিতে হইবে।

ইহাতে পশ্চিম জাতির পশ্চিম নামটি খাসিয়া-অবর্তনের পর প্রবর্তিত বলিয়া বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে সুন্দর মহাভারত ও মুনি-সহিতার যে যে শিলা পশ্চিম পশ্চিম সন্ত্রিবিস্তার আছে, তাহাতে ঐ সময়ের পরে প্রকৃত হইয়াছে বলিতে হয়।

রামায়ণ ও মহাভারত মুন্তকাবলী-সমাজের দুর্বলতা শীত্যল-বিশেষ।

ঐ উভয় বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মের বিষয় ওপরের ভাবে পরিচালিত রহিয়াছে। এক দিকে বৈদিক ধর্ম ও পৌরাণিক উপাখ্যান বিদ্যমান থাকিয়া


† ভূম। ১৯। ৪৪ [বিখ্যাত্রচ্ছ। ৪৩।

† ৮৫ পৃষ্ঠা।

[নির্দেশ পণ্ডিত বিবর্ধন আলাদাজন্মে বিচাৰেন করেন, সন্তুষ্ট সাহসিক পর্যবেক্ষণ নৃত্যটি পর্যন্ত ভাল হইতে উঠিয়া এবং ঐ পর্যায় প্রবর্তনের অনুপর্যন্ত। বিবর্ধন নৃত্যের ১৮৭৫ খ্রীঃকালের শেষ তাঁত এই বিষয়- সমষ্টীয় ও বিশেষতঃ ঐ অপর্যায়ী তত্ত্বের কল-নির্দেশ সংক্ষিপ্ত একটি প্রত্যয় প্রকাশ করেন। এই পর্যায় প্রকাশ ও রােখার মাধ্যমে কোন আদর্শ মুক্তানির্দেশ প্রকাশ নাই। পর্যায়ের তদানীন্তন যে পর্যায়ের তাঁতির পূর্বে ঐ শব্দটি ভারতবর্ষের আশ্চৰ্য্য বিবর্ধত হয়।—Weber's H. I. Literature pp. 187, 188 and 318,

§ বালকোল | ১৫। ২০। | সমালোচনার | ১১। ১১। ১৫। | দুঃসংবিধি | ১০। ৪৪।

* Parthians.
ধিকে হিন্দু সমাজের ধর্ম-বেদের উপর অভিজ্ঞতা করিয়া দিতেছে।
উত্তর এই বৈদিক ধর্ম সমাজের প্রবল তৃতীয় হয়। রামায়ণে যে স্থানে
সমাজে সেবনের সংখ্যা ভীতির বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

অধিবাস্য যদিও যেরূপ সম্বন্ধ হয়।

নতু প্রথম তথ্যক্ষেত্র: বেদপুরোগম।

অষ্টধায়কং । ১। ১৩।

তুমি যথাক্রমে শপন্ত করিয়া আমাকে বর প্রদান করিতেছে ইহা। ইহার ফলে
ভীতি দেবতা অভিজ্ঞ করিয়া অভিজ্ঞ হইয়াছে।

অধিবাস্য অধিবাস্য দেবাক্ষরাক্ষিত সত্যন্ত্র, অধিবাস্য অধিবাস্য বর্ণনাপ।

অষ্টধায়কং । ১৪। ১৪ ও ১৫।

অধিবাস্য ভূতপূজা, অধিপূজা, বর্ণনারূপ, অশিন্ধ-স্থল এই রূপ
ভীতির বয়স জয় প্রাঙ্গণ করিলেন।

সেবনের এই সংখ্যাটি শ্রদ্ধাজ্ঞ ও অভিজ্ঞতা প্রাচীন তাহার সন্ধে
নাই। পুরাণগুলি ভীতির সংখ্যা শ্রদ্ধাজ্ঞ বহু পূর্বে
উল্লিখিত সংখ্যাটি প্রচলিত ছিল। ঐ ভীতির সংখ্যা শ্রদ্ধাজ্ঞ।
পূর্বকৃষ্য করে পূর্বায় অস্ত ইহুদুরোগম। পদে তাহাই সমাজে করিয়া
দিতেছে। অতএব এই কারণে নিতান্ত সমস্যার ও অভিজ্ঞতার প্রাচীন
কথা। সমস্ত উপকার কর্তব্য কন্তৃত যে শ্রদ্ধাজ্ঞ এই সমুদ্র বর্ণনা করিতে
পূর্বকৃষ্য হইলু সমাজে প্রচলিত বলিয়া পরিকর্তৃত হয় এক বিধান-বিধান এক।
অধিবাস্য সেবনের সংখ্যা দ্বারা সম্পাদনে পৃথক ৩, গাছ-শাখা-বিধান ৪।

* প্রথম তাঙ্ক প্রকাশিত উপকারিতায় তাঙ্ক পৃথিবীর ৩৪ পৃষ্ঠ।

১ যেন ইহা তথ্যক্ষেত্র ও প্রশ্নকর্তার বিষয়। — বনপর্ক। ৫৪-৫৭ ও অধি-
পর্ক। ১৪৮-১৯২ আ।

২ যেন নাবারকার একাধিক কন্তৃত। কখনো সমাজ অন্তর্গত বিবাহ। —
অধি-পর্ক। ৯১ ১৮ ও ৯।

৩ যেন বিচারকর্তা প্রথম অঙ্কিত ও অনিম্নায় গতি ও যাজ দেবরের
কথার দ্বারা পাঁচুর-সংখ্যা ও পাঁচুর সম্পন্ন। — অধি-পর্ক। ১৫২ আ।

৪ যেন পশ্চাতলি প্রতিষ্ঠিত কথার বিবাহ। — অধি-পর্ক। ৭৩ আ।
উপক্রমণিকা ।

অসবর্ণ-বিবাহ ৫, শ্রীলকের বহুবিবাহ ৬, ও বরংছা হইয়া। বিবাহ ৭, অবিবাহিতব্যায় ত্রিগোত্রের সত্যানোপতি-প্রচলন ৮, পতি নিক্ষেপ হইলে তাহাদের পুনর্বার বিবাহ ৯, বলপূর্বক কণাপ্রহর-প্রথা ১০,

৫ ইয়েমন অবরান্ত-লৌপণ-কন্যা। শাস্তার সার্থক অধ্যাপকৃষ্ট অর্থাদি ও বিশ্ব-কন্যা-বিবেদের সার্থক সূচনা।[প্রেমের বিবাহ] —রামায়ণ, ১১৩(3৩২) মহাভারত। ।
। ১। ১১৫। ।

৬ ইয়েমন পঞ্চ পাণ্ডের সার্থক লোপনীর বিবাহ। মহাভারতে এই প্রধান সন্তান দর্শন বলিয়া উল্লিখিত ও উহার অন্যান্য উদাহরণগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে যথা অন্ন শ্রীনাথ রাজনাভিনন্দন।

ঘন অদৃষ্ট দ্বারা রাজসৌধবিভাগযন।

আদিপর্ক। ১৯৫। ৩২।

রাজনূ। ইত্যাদি (অর্থাৎ শ্রীলকের বহুবিবাহ) সন্তান দর্শন। ইহার অসংখ্য করণ৷ আর বিহার করিতে না।

অনুষ্ঠিত হইলে জাতিজ্ঞ সমাজ নাগিনী।

না স্ত্রীলোপনরী যখন ধর্ম প্রাপ্তব্য।

নানা জনশানা বাড়াই নানা সৃষ্টিপ্রবাহন।

সন্তানবৃদ্ধি আর নিকৃষ্ট প্রচুরত্ব।

আদিপর্ক। ১২৬। ১৪ ও ১৫।

একজন পুরুষ কথায় শান্তিতে পাওয়া যায় যে, জটিলা নামে সেন্ত্র-সংগীতের একটি ধর্ম প্রসারণ কন্যা। সাত ধর্মকে বিবাহ করিয়া। সেইসমস্ত নামে একটি মূল-কন্যা: প্রচুর নামক তপস্যা প্রদান দশ সহজের মধ্যে ফিরিয়া হয় না।

৭ ইয়েমন কুন্তী, কুকুরলা, বৌপার্থী ও দর্শনীর বিবাহ।

৮ ইয়েমন কন্যা-কালে কুন্তীর গর্ভে কন্যা ও সন্তানজাতির গতে ব্যাপারে জ্ঞান।

আদি পর্ক। ১১১। আদি পর্ক। ৩৩। ১৪–১৫।

৯ ইয়েমন নল নিক্ষেপ হইলে, দমরায়ীর পুনর্বাচন-রস্পন।—বলপর্ক।

৭০। ২৪ ইত্যাদি।

১০ ইয়েমন অবরূপ কর্তৃক পুজক-বিষণ্ণ এবং তীর্থ কর্তৃক কানীরাজ-কন্যা। অথাৎ, অবিক্ষা ও আশ্রমের অপরের এবং হুম্বোধয় কর্তৃক কবিজ দেশের সাধা- হইতে কন্যা-বিষণ্ণ।—আদি পর্ক। ২১৯, ২২০ ও ১৩২ অধ্যায় এবং শ্রীমদ্ধ- পর্ক, মাহাত্মসমাপ্তি পরিপালন, ৪র্থ অধ্যায়।

ধনাপ্রদ হিমন্ত সন্তান বল পূর্বক অক্ষপ্রহর সাধিত। এপ্রকার দলিল।

গণ্য ছিল।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

পর্যন্ত ১১ ও দ্রাক্ষে-গর্ভে ১২ সন্তানো-পাদন, সচারচর মদ্য-পান ও ঘোমাস্থায়ি নানা বিধ মাংস-ভক্ষণ ১৩ এ সমস্তে বেদেীক ও মধুসূত্র-প্রকাক ধর্ম-ব্যবহার। বেদসংহিতার ইহার অধিকাংশেরই স্মৃতি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্থান্তর।—ছিন্নতি ওহো মন্তব্যে বর্ণনা পরিসীমা স্বরূপ। অষ্টাদশর্বস্তিতে ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে মন্তব্যে ঘটিত।

ঝ—ৎ। ১০২, ২৭৪।

পদ্মো ভূগর্ভায় অধ্যায়।

সারীরিক। ১০২।

ধর্মনীতির পাবিত্র। বল পূজক অপরাধ কর্মাধৰ্ম শরীর-প্রায়ত্ন বিধি করিতেন করিতেন।

১১ বেদন বিদ্যার দৃষ্টিকোণে ও তদীয় ধারার মূল্য গর্ভে দীর্ঘও সমাপ্তি দ্বারা সন্তানো-পাদন।—আদিপুরুষ। ১০৪ অ।

যে সময়ে লোক-সংখ্যা আর হয় না, সেই সময়ে একাধিক রাজার প্রতিপত্তি বদলায় পরিপূর্ণ। কর্মনায়কের বন্ধন যেতে অর্থাৎ উঠে আনা দ্বারা সেইবার ধর্ম প্রবর্তিত হইতে দেখা যায়। আদিত্য ধর্মের তে। এই দশ।

১২ বেদন সারীরিক ও ব্যাখ্যায় ঐ৭জুল দিব্যের উপাসনা।—আদিপুরুষ।

১০৬ অ।

১৩ বেদন অধ্যায়কাণ্ডের ৯১ একাদশ সর্গে তত্ত্ব-ধৈর্য্য চরণসংখ্যা ও মাতাপুত্রের ৩২ বিবর্ণ অভ্যাস্য রাজসৃষ্টি-দৃশ্য-হবরের ২৯ উনিশ-সংখ্যা রহস্যর জন্যের ব্যক্তিগত উপাসনায় নানা বিধি মদ্য ও ছাঁচ গুণ, শুতো, গো, রুক্ত তারার সাধন মাংস-ব্যবহারের স্থল।

পূর্বের ও অনুরূপ সমুদ্র লম্বা মহারাজ শাব্যম। ঐ উক্ত হয় না অজ্ঞাত শরীর প্রবর্তিত হইতে, এ আর্য্য বেদনে সে ভাবণ নয় বোধ হয়। ইতিপূর্বে মহিষ-মাংসের বিষ লিপিত হইতে হয়। চরকার প্রাচীন এই সমালে রুক্ত গুণ, বা বান, রুক্ত মাংসাদি ভূমিকের ফুটি তুলা ব্যবহার করিয়া, চরকের অধ্যায়বিভাগার তৃতীয় সর্গে ঐ সম্পূর্ণ ও সত্যিকারে অন্য অন্য বহুবিধ মাংসের ৫৭-সমূহ বর্ণিত হইতে হয়।

চরকের ব্যমাদানে লিখিত যাহাও পাওয়া যায়।

* ৬৭ পৃষ্ঠা দেখ।

বর্ধন ধনে তথ্যঞ্চ বহুবিধ আশ্চর্য।

আদিত্য বসায়ত শরীর সাধন।

ঝ—ৎ। ১১।

ষে সংগতি মধুমতি ইত্যাদি। সন্ধিত সহকারে সংক্ষেপ করি, তখন কোনো বীর্য অর্পণ করিতে হইয়া রাহী পাওয়া।
উপকৃতমুখিকা।

কত ভৃনীলোক অপনার প্রণয়ভিলাযী মুল্যায়ন-ভোগ-শালী মন্দিরের একটি অনুমোদন হয়। যে নারী নৃপত্বী, তা ভাষানী। তা নিজে লোক মধ্যে অপনার বৃদ্ধি করে।

মাঝেমাঝে শুধু ফলের ভাবে নল ও অন্যথা এবং দর্শনী ও শেঁটিয়া দীর্ঘ নাম উদাহরণ অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন।

দেবর-সংসর্গ কয়ো মন্দির জীবন দ্বারে মন্দ ন যো-
ঘা জুটিতে যথাস্থান আ।

ধন-সং। ১০ম। ৪০ ঘু। ২ ভ।

(অন্যান্য) যেমন বিশ্বী মৃদুলোক অপন শ্রীযুত দেবরকে আচরণ করে, তখন যেমন নারী নৃপতি আচরণ করে, তেমনি এর তোমায় দিগকে আচরণ করিয়া থাকে?

ভাবনা স্নিধায় সত্যজ্ঞাতাঃ সুকুমারীত্বা।

স্ত্রীলোকদের জ্ঞানে আঃ বৃন্দ বিবেক:।

বন্ধুগায় সহ। ৮৪।

লালনকী, তেজিরাল্পী, শুনী, ঘাঁস, বরাহ, কুকুট, গা, কমলায়, মূল এই চার পশুপক্ষীর কামে সেব-পালন বিশেষ বিধীতকৃত।

তারপরের ঘটনার উল্লেখ, তারপরিপূর্ণ রাঙ্গবলত এই সময় স্থান-চরিতার্থ প্রত্যক্ষ গোমাত্র বা কুকুট-মাত্রের নামের সাহায্যে গো-বধ বর্ণন করিয়াছেন। রাজা রাধাকৃষ্ণ দেব ফুলাছ সজ্জিত হইলে সে সময় উচ্চ করিয়া যায়।

একজন রাজার একটি কোটুকাচ উপাধি আছে। রাজাদের নামে একটি রাজা যার পর নাই গোমাত্র ও চরিতার্থ ছিলেন। রাজপুত-কালে তুলনায় গোমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। রাজাদের মাত্রার বিশেষ সহায়তা একুশে সাহায্য গো-বধ করা ইতে, ঐহিত্যে ও তুলনার সমাহরণ ও তুলনার বিশেষ সহায়তা হইত না। পাষ্ঠকের।

এক বলিরা চীৎকার করিয়া যে, অন্য অপনার শুদ্ধ-শৃঙ্খল অর্থসূচী ভোজন করিত; গোরের মত বাণস্ত ভক্তি করিতে পাইতেন না। লিখিত আছে, ঐ রাজার মতে একটি পশুপক্ষী গো-বধ হয় যে, সেই স্থলে পশুর চরিত-চরিত বহু একটি দাবীন উপাধি হইতে তাহার নাম চরিতার্থী। ঐ চরিতার্থীর বর্ণালি নাম চরিত। মোক্ষ-প্রভূতি কামিকারা উহাকে রাজাদের "করুণাইন্দ্রীর রংরক্ষণ" অর্থাৎ গোমাত্র জনিত রক্ষার্থে নদী বন্য বর্ণন করিয়াছেন।—

(দেশুক্ত ৪১।)

* শস্ত্রবিশম গো ও কুকুট শক্ত।
† আধিকারী। ২৯। ১২৮ ও ১২৯। || শাসনকর্ম ২৯। ১২৪।

১৬


শাক্তবাচক এই থেকে ভাষায় চিত্তর বর্ণনা। প্রত্যেক শাখের
মূল্য করিয়া আছেন।

আনন্দ-বিবাহ ও স্ত্রীলোকের বন্ধুবিবাহ।—পর ঘটন ঘটনি
হয়। জিয়াই মূলে অস্মান্যায়।। বন্ধু। বন্ধু। অপরাহী- স্থল
পরিভাষায়।

অথবা পেটেন তালুক্স।

এবং কোন স্ত্রীলোকের ব্যবস্থায় তিন অন্য জাতীয় দশটি পূৰ্ব্বধারা
পাইয়া, যদি কোন ব্যবস্থা তাহার পারমিশার করা হয়, তাহা ছিলে তিনকে
তাহার পতি।

স্ত্রীলোকের অধিক বয়সে বিবাহ।—বন্ধু না বন্ধুে
বিশ্বায় বিশ্বায়। বন্ধু বিন্ধকায়। বোধ বিন্ধকায়ে
বুরোধ পাতি। জাতীয়া মহিলাবাহ।

সংখ্যা ১ম। ২৭ঃ ১১।

অধিনায়ক অধিনু-পুকুট। ভোকারের শুকর্তা। কৃষ্ণ-সর্বশেষ বিভাজিত
তাহার বিকাপুর নামক বিন্ধক পুরুষ দান করিয়া ছিলেন। যে নামে
একটি স্ত্রীলোক) জানিবে অধিনু পারিত হইতে ছিলেন; ভোকার
তাহাকে পাতি অনদান করিয়াছিলেন।

বিধৰ্ম-বিবাহ ও গাভীকর্ষ বিবাহ।—বন্ধন স্ত্রীলোকে স্বামিয়ের
অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিত, তখন বিধৰ্ম স্ত্রীলোক পুরুষ:
সম্প্রদায়ের একটি ঐলিষ্ঠ পাষায় দান করিয়াছিলেন। এই পুষ্টকের
প্রথম ভাগে একাধিক উপকথার কথায় ১ ঐপাঠিত একদিন আলোচ
রচিত হইয়াছে। শুক্রবর্ষাবসানের দশম মুহুর্তের অপর্যাপ্ত শস্য চুক্তে
সর্ববিশিষ্ট স্মৃতি-ধর্ম ধর্মে গাভীকর্ষ বিবাহ-প্রচলনের বিশ্বায়ক বিন্ধ্যর
প্রতিযোগিতা হইতে পারে। তখন পাতি অধিনু পান। স্থায়ী হইতে ছিল,
যে নামে একটি বিধৰ্ম বিবাহে অধিনুর করিতেছেন, কিছু বশ কিছুতেই
সে বিধৰ্ম শ্রীকর্ষ পাইতেছেন না।

বলপূর্বক কন্যা হরণ।—বলপূর্বক বিতর্ক আলাদা কর্ষণ
বিধৰ্ম অবলম্বনে জান্ত। অর্থাৎ শ্রীনিবাস মহা মুখায় ব্রহ্ম বিধৰ্ম নামে
দেবী বা বরীয়াত।

সংখ্যা ১ম। ২৭ঃ ১১।

* প্রথম ভাগে একাধিক উপকথাবিষয়ের ১১ পৃষ্ঠা দেয়।
† ৮৮ পৃষ্ঠা।
উপাদানাক্রমিকা । ১২৩

বাহার হইতে বুঝি-হইন, কে আত্মার ভাস্র মেই অপেক্ষা হৃদিভাষ্কে অভিলাষ করে ? যে ব্যক্তি একাধি কন্যাকে সহজা ধরা যায় না। তাহার সহিত বিবাহ কানাক করে, কে তাহার পতি মেইনে নিকেপ করে ?

দশী-গ্রন্থে সন্তানোন্যপাদন ।—কথা খুবি ব্যাপকসম্পর্কের দশম সহস্রের অংশবৃট করণোলি হৃদিত রচনা করেন। তিনি দশী-পুত্রের ঋষের ও কৌবীতকী-জ্ঞানের ভাষ্নাস্ত এস্য আছে। ১ যুক্ত-সংলগ্ন খ্রিষ্ট-গুলি নামে বলা হয় না ভাষাহীনে।

হাস্য হই ন দুরুর্ধতি ন কব্য লক্ষ্য ভাষাহীনে।

coumbikit-janana । ১১।

তুমি দশী-পুত্র। আমার তোমার সহিত এক ভাবনার করিব না।
কর্মীবাষ্ট্র ঐ সংহিতার প্রথম সহস্রের একটি খুবি; তিনি দীর্ঘতার
ভূমুখে ও অনেকাইন্ধীয়ের দশী-গ্রন্থে জ্ঞানের এই রূপে লিখিত
আছে।

মধ্যপান ।—খুশি দানের স্বাভাবিক ন জ্ঞান করার।

তাহার নাম অভ্যন্তি 

খ-সং। ১৭। ২। ১২ খ।

(ইহঃ !) তুমি কোন সমস্ত পান করিল, তাহার তোমার উপরে
গিয়া মলারাত ব্যক্তিদের মত হৃদিত করিতে থাকে। তুমি হৃদ-পুর্ণ কোম্প-
লের সমাধি হইতে। তোমার জ্ঞান করে।

নক্ষ নীলের হ্রাস বিরতি যৌবন ন হয় যা না।

ঝ-ঝ। ১১। ২১। ১৪ খ।

ইহঃ ! তুমি কোন খ্রিষ্ট ব্যক্তি কে তাহার আশ্র হই না। সমাজস্বত
ব্যক্তিকে মেইনে মাত্র করে।

গৌমাংসসভ্যতা ।—ঘরের ঘরমালাবার্তায় বিষয়বস্ত ঘর
থলাইয়ান। ভাষায় গৌমাংসসভ্য কৌবীতকী হালাকী সমাজ- মান্যত।

ঝ-ঝ। ১। ১৪। ৪৩ খ।

অপরূপের গৌমাণ্ড দেখিতেছি এবং সেই ব্যাপিতায় নির্মল
এলাম যালা। অগ্নি হরণ করিতেছি। জলিতে। শুক্লবৃণ রূপ দেশে করিতেছেন।
সে সমুদ্র এখন ধর।

*অশ্বিনী পুণ্ডিত। । এই রূপের লোক। ২। ১১। ও কৌবীতকী-জ্ঞান।১১।

। বৃহত্তে প্রদ্বৈষপ্রদ কথার প্রথম বাণীর ৯১৫ পৃষ্ঠ।
কি আলোচনা। এই অবশেষ-প্রায় নিষেধ হিন্দু জাতির কি এরই বৈর-ব্যাপার ও এই তেজৈরানু ছিল যে, অল্পেরা রাজবংশী, রঞ্জাৎসবন, বজ্র-সত্র, গোপাল, লক্ষতেজ, ধ্রুবকথা এই শক্তিগুলি পরমাঙ্ক-গোষ্ঠী ও সামাজিক ব্যবহার-প্রতিপাদক হইলেও, তাহাতে কেবল বল-বিক্রম
এবং শৌর্য-বীর্যই একান্ত করিতেছে। ফলতঃ রামায়ণের সমধিক ভাগ রণ-প্রতিভা, রণ্ডোমাছ ও রণ-ক্রিয়ার বিবরণেই পরিপূর্ণ বলিলে, অসম্ভব হয় না।
একটি ভারানীক যুদ্ধ-বীর্যই সমাজ মহাভারতের মূল উদ্ধেশ্য। বালি দীপে এই অস্ম ভারতযুদ্ধ বলিয়াই অনিষ্ঠ। মুরস্ত্রাণ বীর্য-রূপ চির-প্রদত্ত কৃতকর্ম চির-দিনের নিমিত্ত হিন্দু জাতির পরম পরিত্যাগিত মহাত্মার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। উহাতে কত বীর-ক্ষম ও কি পরম শূন্য-ক্ষীরা একান্ত হয় কে জানে? এই নায়ক উচ্চ-রূপ মাত, বন, বীর্য, বিশ্বাসিতে নমক করিয়া। উল্লাস-রূপে উদ্ভূক্ত করিতে থাকে। তিউভী ও ক্ষীর, তীব্র ও ক্ষীর, রূপ ও সৌন্দর্য এই তেজৈরানু শব গৌরবে সদাস্থর কি অবুদ্ধ প্রভাব ও অপূর্ব সৌন্দর্য একান্ত করিতেছে। উহাদের নামের উপরে মৌল শীলের শিলা সুসমাচার চঞ্চল হয়, সৌভাগ্য-প্রদান একএ হইয়া। উঠে, নরনুসার অক্ষ-প্রভাব একান্ত করে, গাত্র হইতে যেন অমৃত-কাঁধ সহ নিবদ্ধ সহ এবং চির-নির্বাহ আশ্রয়ের অনুত্পত্তির নামে উৎসাহনান প্রাতিষ্ঠানিক হইতে থাকে। অমাদেরও কত দুর্গন্ধ
এবং কত ধর্মশালা নাম যুগো হইয়া গিয়াছে বে জানে? কত নিদ্রা-শন্তি ও কত কোঠামুখী এই বীর্যমূলে জন্ম দান করিয়াছিলেন তাহাই বা কে বিলীত পারে? একটি বিরোধীমূলের অস্ত্রবৃত্তে সে সমস্ত বীর-ক্ষীর হইতে একান্ত সুপুরো হইয়া গিয়াছে।

* হিন্দু জাতির কে প্রকৃত ইতিহাস নাই। দুর্গন্ধ তীজার্জন প্রকৃতি বে কি প্রকৃত একান্ত হইলে, কে নিহত বিলীত পারে? তবে, পাঠকগণ! পুরুষকালে যে সমস্ত বীরপুরুষ বীর-নৃত্য ভারতকুল দেশের সাধনে বহন করিয়া। যান, এ উৎসাহ-প্রধান সংগঠিত তাহাদেরই বিজ্ঞাপন বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

† বীরের পার্থিক প্রথাগত সংস্কারে এই হই নামে অসাধারণ শৌর্য-বীর্য ও বলবেশ-হিতৈষিত্ব প্রকাশ করে।

‡ নির্দোহণ নামে এই রীতি বীর পার্থিক সংস্কার যুজ্য উপলব্ধকের রক্ষণে অকুতূপ্ত অস্ত্ররুপ বীর ও অধিনায়ক দেশ-বিশেষতঃ প্রকাশ করে।

Æ কেবল নামে এই রীতি বাণিজ্যের বিধিনী-স্তু-রূপগুলি ব্যজ্ঞচূড়ারে কোন কবে প্রভাব করে।
উপক্রমিক ঈ

There is not a petty state in Rajasthan that has not had its Thermopylae, and scarcely a city that has not produced its Leonidas; but the mantle of ages has shrouded from view what the magic pen of the historian might have consecrated to endless admiration: Somnath might have rivalled Delphos; the spoils of Hind might have vied with the wealth of the Libyan king; and compared with the array of the Pandus, the array of Xerxes would have dwindled into insignificance. But the Hindus either never had or have unfortunately lost their Herodotus and Xenophon.—Tod, Vol. I. Introduction.

এক কালে বীর-কেশরী শাসনের ভারতবর্ষের বীরত্ব ও বুদ্ধিজীবন দর্শনে চমৎকৃত হইবে। মুক্তকীলে যেরূপ ও নৃসারণ করিতে ছিল, এবং নীহারিকায় যেরূপ দীঘি-কাল, পরাক্রম-শালী ও রণ-পরিত্য বিলায় বন্ধ করিতে ছিল, এখন তাহা কেবল পুরাতত্ত্বের বিষয় ও উপাধিকায়ের শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়িতে ছিল। এ আকার নাই, একার নাই, বীরত্ব নাই ও অজ্ঞ-সাহচর্য কমত নাই। ভারতবর্ষে! বোধ হইয়া হয় একবারেই

* Elphinstone's History of India, 1866, p. 266.

↑ এমন একটি অষ্টাদশ বাদামী আগ্রান ছিল। ইহানী একটি বাস্তব বলাবলির মধ্যে ভারতবর্ষের যেরূপ বল-কর্ম ও বীরত্ব-কাল ছিল। পূর্বে সহজ বলাবলি করে ছিল। বাদামী-দেশীয় তে। একার একটি অভাব থাকিয়া হইয়া পড়িতে ছিল। ৫০০০ পক্ষা বাটু বলা পুরাতত্ত্বে একার যেরূপ বলবান। পুরুষের বিশ্বাস ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। এদেশের মায়ুকাইমনির মধ্যে কেহ যদি বলাবলি পুরুষতন লোকের পার্থিক অঙ্কন ও অঙ্কনকার রাজা। রাজার, রাজাদের ৫টি, রাজা-মোহনা, আশ্চর্য চেষ্টা করি, রাজাদের বারু, তাহাদের মূলতাবাদ যাইয়া বসিতে ভাগতে ভাগীদার নাই হইল। কেবল পুরুষকে পরিকালে ও নাই। করিয়া অলঙ্কার করা কি বাণী-কালের কর্ম?

অঙ্কন পার্থিক মধ্যে এদেশীয় লোকের শহিদ করিয়া হইয়া পড়িতে ছিল। বল-নীতিকের পরিপালনের
তাহতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

না গিয়াছে। কোন কিরিতে-চস্ত আর সংক্রান্তি করে না। কেবল কোনো-তুলন-বিদ্বানের বচ্চা দৃশ্যমানে কাহিনীরুপে অনুভূতি হইয়াছে এমন নয়। তাহার বর্ষা পূর্বে চির-সংক্ষিপ্তি অমূল্য। অন্তর্ভুক্ত কাহিনীরুপে* একবারে অহংকার হইয়াছে। দীর্ঘ কাল এখন অতি সুন্দর ক্রুষ্ণ কার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কোবার সিংহ-শাপ্তুলের ভয়ংকর সম্ভয়-ধনু, আর কোবার সিংহের স্রোত-নৃনির্মাণের সতুমনি অদ্ভুত কৌতুক। কোবার দাসগণের বীর-সর্প ও মৃত্যু-সংক্রান্ত সাহসীর চক্ষু-ধনু, আর কোবার দাস মৃত্যু আরোহিত জনর কুস্তাগুপ্তে রূপান্তরন। সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু। এক কবরের সিংহ-শাপ্তুলের একের সমুদ্র-মূর্খ-প্রথমদিনী ছুইয়া কথাই লাঞ্ছনা ছইতেছেন। তদর্শ পূর্ব-প্রতাপের চিত্তামূল হইতে যে মুদ্রিত শিখন ও জলমূল উভয় হইতেছে। তাহার বর্ষাকালীন অবস্থা অর্থর অমিষনা ভবিষ্যৎ গাঢ়তর ধূমে আঁকুন।

রন্ধ-কাল ভরতভূমি আর অর্থরের ভাব বহন করিয়া রূপান্তর-পোষণ করিতে সমর্পণ হইয়াছে। ওহীজনী ও অর্বন-মাতা আর কাপার মুখাবলোকন করিয়া। আশাপথ অর্থলাভ করিতেন? গণসংগঠিতের হিমালয় ও বার্ষিকতার সম্ভয়-বিশেষ বিদ্যুতগুলি মানাহনের স্বপ্নবিশেষ হইয়া পৰ্য্যন্ত পালিত হইতে পারে নাই, সেই মহাপুরুষদের বংশ এখন এই অন্তর্ভুক্ত বিশ্বায় জন্ম প্রাপ্ত করিয়াছে। তাহাদের শারীরিক রূপ হিমু জাতির রন্ধ-পরিক্রমা হইতে একরূপেই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহার চিত্ত-মন-কণ্ঠে নিদ্রমন্দ লাই। সে সম্ভবত পুরাতন মহত্ত-পদার্থ একবারেই অমূল্য হইয়াছে।

তে কথাই নাই। বাঙ্গালী-নেতাওর শান্তিরামস্ব পঠিতগুলি। সুশীল নিক গোয়ার ও অন্য অন্য পরিচিত শান্তের প্রাণী দৃষ্টি-পাতক করিয়া। দেখিয়া দেখি, তত্ত্ব-শাস্ত্রের লেখায় বাছ হইতেছে কি না। ও বংশ-বিশেষের শোপাস্ত-সমাবেশ হইতেছে কি না। আর নিজে এইবার যত দুর আরিতে পারিবারিত, তথাপি কোন প্রকারেই উদ্দুলক নর। কোন কোন বিশেষ আত্মায় শ্রবং করিয়া নাই। জাগারিত না। তাহাও সীমাজন্য। অন্য কথায় ইহার শুধু দশার সিমাধৃত সৃষ্টি হইতেছে। এক এক প্রাণের ব্যাপ্তির অতীত শোচনীয়। চক্ষুরীর উদ্ভিদ-

প্রায়োজনীয় পূর্বের তরী পারিবারিক অস্ত্রা। ও অমৃ-রূপ করের বিশা একবারের লক্ষ কর। আপাতত। পারিবারিক উদ্ভিদ উত্তর দৃষ্টির মূলধনী।

* প্যাটি-পরিক্রমা অবান্ত কেনেরাম।
উপক্রমণীকা।  ১২৭

গিয়াছে। তাহার সহিত আর কথামাত্রও সংযোজিত ছইল না, কখনও ছইয়েও না। তাহার কিছু কিছু কেবল ভারত-কথার পরিণত হইয়াছে ও অস্তি-পথযাত্রা অবস্থিত রহিয়াছে। অন্ত-শিক্ষা ও অন্ত-পরীক্ষা। যে জাতির বালক-সমুদ্রের ধর্ম-কর্ম বলিয়া পরিগমন ও আধার-রূপ-বনিতা। সকলেই উৎসাহ-শুল ছিল এবং প্রধান প্রধান ধর্ম-কিয়া ও সামাজিক ব্যবহার বল-বিক্রম, চর্চিতিতা ও গোপুর-লতাই। পরিচারক ছিল, * সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু। যে জাতীয় লোকের সময় তুষারাঙ্গ যুদ্ধ-যাত্রায় অগ্রসর যুদ্ধায় আমোদিত ও যুদ্ধ-মনে উত্তর ছিল, যাহারা যুদ্ধে নিযুক্ত ও যুদ্ধ-স্থলে যা পাল্লে হইল, ক্ষতিগ্রস্থ কুলাহার বলিয়া হৃদয় ও তির্কুত হইত, ধর্ম-যুদ্ধে প্রাণ তারা করিলে নিচ্ছন্ন অর্থনাভ হইয়ে বলিয়া। যাহারা। বিভাগ করিতে এবং সমভ বিদেশী স্তুতি পুরোহিতে। যাহাদিগকে মহাপ্রকাশালী প্রধান বোধ। বলিয়া। বর্ণ করিয়া গিয়াছেন। † সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু। যাহারা অতুলপুর্ণ প্রভূত শোধনীয় ও প্রকৃত প্রভাবে তৃতীয়ান্ত হিন্দুর অধিক সমুদ্র-সঙ্গীত-ক্ষীর কনাকুমারী ও সাগরগাছ-ভিত্ত কীৰ্ত্তি প্রথমী প্রাণের জ্ঞানাধির ও ধর্ম-পতাকা। উত্তীর্ণামাণ করিয়া অতুল কীৰ্ত্তি প্রাণিক করিয়াছে এবং বলবৎ নচ্ছে প্রায় প্রায় প্রায় সুন্দর অদ্বিতীয়ী নিবাসিকা নির্জরণে ও প্রক্রিয়া ভাবে গাছন ও গিরি-গুহায় তাহাঁত করিয়া। যাহার পর নাই রণ-প্রতাপ ও জ্ঞানী। প্রাপ্তি প্রদত্ত করিয়াছে। সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু। ঐহীর পূর্ব-প্রভাব ও পুরুষ-মহিষার ভয়া-বশেষে বিধান নাই। সমস্ত বাল্যোদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কেহার সে হয়নি। ও ইত্যাদি। কেহার বা সে মুখ ও উত্তর। কেহার বা সে ঈষ্ট্রিতি ও পাতিম্বর। নাম আছে, কিন্তু পাদপাখ নাই। অদৃষ্ট আর, তাহাতে অধি নাই। দেহ আরই, তাহাতে জীবন নাই। সাকারপ্রাধার অধ্যায়-মূল-বিপদ ক্ষতি-শূন্য জ্ঞান-জ্ঞান দেব-সখির বিধান রহিরে, তাহাতে দেব-বিধায় বিধায় নাই। জ্ঞানী ও রজ্জী দেবী একবারে অভ্যুচ্চ হইয়া গিয়াছেন। —সামুদ্র শা ও সবক্ষীন শা। তোমার এরূপ পদে লৌক-শুধু বস্ত করিয়াছ! তাহার আর মোছন হইল না; বোধ হয় হইয়ে না। মোগলু ও পাটান-কুল। — দুর্বলবর্ব-রাজ-কুল। তোমার কোকানীভ উত্তর করিতে বলনের উপর করিতের বলন সৃষ্টি করিয়াছ। তাহার আর পদ-চারণ ও পার্শ্বের পরিবর্তনেও সাথের নাই। তোমার তাইকে পর- বস্তারপ করিন কারণে চির কালের সত্ত্ব করিয়া ফেলিয়াছ।

* ১২৪ পৃষ্ঠা দেখ। † দশমার্গ-সমার্থক বিশ্বস্ত ৪২ পৃষ্ঠা দেখ। ‡ মোগলুর রাজ্যের মধ্যে প্রধানে এই হিন্দু নেই ভারতবর্ষ আকর্ষণ করেন।
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

এখনে পরবশ কি ভালোক শঙ্গ! হিন্দুদের নরক, ধূসীরের চেল ও মেসোলাুদের জাহাজুড় বুদ্ধি সেই ভালো ভালো নয়! নরকের কাল-মাত্রার জন্য, তাই নীরে নামরু ভীষণ নাম সেই ভীষণ-তর ভাষা ধারণ করিলে পারেন না! যে দিন ভাষার ভাষারে সম্পর্ক করিয়াছে, সেই দিন ভাষার অধিকাংশ তাক্ষণে মৃত্যু-দিবস!—জননী ভারতবর্ষীয়। সেই দিন তোমার চির-চিনিরে মত চরিত্র উপস্থিত হইল।

সেই দিন তোমার চির-চিনির MD ভাগ্য-জোটিঃ ঘোরাজ্জবকারে পরিণত হইল। সেই দিন আমাদের ভারত-উপরে অসাধ-কাল-ব্যাপী মৃত্যুরাণের ক্রমন-কোলাভল উভিত হইতে অর্থ হইল। তোমার অবিশ্বাস্ত অশুভ-বর্ণ অপর নিয়ন্ত্রিত হইল না। কত শিলা-পাপ, কদাচিত ও বচ্চাঙ্গ ! এতে শ্রমণ অশি-রুক্ত একাকারে উত্সুক্ত ও মিষ্ট হইয়া আকাশগুলি উতুরীয়মাণ ও অশুভত হইয়া গেল। জননী! অম্ব অভিষেক-বারি পরিবর্তে কোল অশুভে তোমার চরণ-সুগুল অভিপ্রুদ্ধ করিতেছে!—একি!—জাণাত-প্রথম প্রবল চিন্তা-বেগে মনের ভাবলে মৃত্যুর করিয়া। তোলে। সমুদ্রে যেন একটি মহানী মৃত্যু অত্যন্ত-গোপন হইল। বিপদের নায় নিন্মের মাঝে অন্বেষিত ও তিনদিন ঘটিত হইয়া।

গোল। মৃত্যুরাণে পর্ম-পরক্ত, কিন্তু শোক-দুঃখ সমাস্ত হইয়া অতিমার স্মৃতি হইয়া গিয়াছে। মসন বন্ধ, সজ্জন নারী, হই চেয়ে শত-ধারা। বিতর্কে, ও চোকের জল বক্ষভূজ অশিরা অশ্র-শ্রেষ্ঠ সুন্দর-ধারায় মিলিতেছে। যেন কতই ধুঃখ ও কতই মন্তলাপ জটিত হইয়া।

মুখ্য বাক্যে করিতে না। উপবিষ্ট বিপদ-চিন্তাত ও উল্লল-কালীন অন্যত্র অশীষ্য মৃত্যুক্তল বিন্য ও লনাল-ধর কৃত্তিত হইয়া।

দেখিলে বোধ হয় যেন কোন রাজস্তাভক্তি রাজমার্যী ভাবার বদেশে রাজার্জ্জু হইয়া। সবোকবার্তা এবং মন্ত্রনাথ পরশিল্পর্ষিয়া অবলম্বন করিয়াছেন। দেখিয়া কোন দৃশ্যমান উৎকট পীড়া পীড়িত বোধ হয়। কিছু যেন কোন অন্তর্ভুত জ্ঞানর বোধে শরীর ক্রমশঃ কষ্ট করিয়া। অনিচে।—কি হৃদয়র দর্শনী সন্ধান হইল কি চোকের জল বক্ষভূজের মন্তলাপে আশির। মিলিতেছে!—ভারতবর্ষীয়। এমনি অশ্র-ক্ষেশ ঘটিয়াছে বটে।—এক সমরের রাজ-সিংহাসন-বিদ্যানিনী এখন দেশ-কাল-বিকল্প নিয়মার্থের শিখরজী হইয়া। শুনীর-স্তোত্র করিয়াছেন, তথা রাজ-ভক্তি ভূতে মৃত্যু ভাঙ্গন করিয়া নাঃ। ধরিন্নিতে তয় ও বাবনায় কাত্ত হইয়া। আপানি অশ্র-গুলি আপানীর প্রাখ্য হইতেছেন।

* ভারতবর্ষেঃ।

† তৈমুর নামটির শালীর উপরে উল্লাস হয় নাঃ।

এক অর্থায় ভারতবর্ষীয়।
উপক্রমিকা।

ইংলণ্ড! ইংলণ্ড! তুমি অক্রমে দুর্গাধা বিষয় সিদ্ধ করিয়াছ। বহু-ধৃত লক্ষ অনায়াসে বিষয় করিয়াছ। জগতের চির–বাল্মী সম্পত্তি স্বরূপে করম করিয়াছ। বলিতে কি, তুমি অসাধ্য-সাধন ও অগভীর-সংহতি বিষয়ের নরন্যন্ত্র বিভাগের করিয়াছ। সমগ্র ভারতীয় মানবতার একচর্চা করিয়া ভারতবর্ষের কবির কবলের মনো-কুপ্তন সাধন করিয়াছ। ও বাংলাকৌশল মানুষ, কণ্ঠে ও অধ্যাত্মের অজ্ঞাত্যোগ্য পদানত করিয়া নিজ সিংহাসন উজ্জ্বল ও উজ্জ্বল করিয়াছ। আমরা মন্ত্রণ-বলে তোমাকে রাজ-নিঃসারণে অধিকার করিয়া। রাজসূত্র অলাভ করিয়াছি ও প্রেরণ মনে তোমার ধন-প্রাপ্ত সমর্পণ করিয়া। তোমার বশতাপন হইয়া রহিয়াছ। একবার তাভাবিয়া দেখি, ভদ্র কোটী লোকের স্থল হৃদয়, ধ্রুবত্তার, ভারতভূমি মানুষ ও এমন কি, জীবন-মরণের ভাবে সমর্পিত রহিয়াছ। তোমার অধিকারে আমাদের সাহায্য-কর, বল-কর, আশ্রয়-কর ও ধর্ম-কর ঘটিতেছ। তুমি অধিক বিদ্রোহ কি সংহরণ করিতেছে, কে বলিতে পারে? তুমি শিক্ষা দান করিতে গিয়া। সাতের সাহায্য করিতেছে, অর্থ প্রাপ্তি তোমার বিধি পথ প্রস্তুত করিতে গিয়া। বিশালতার ও তাহার বিস্মরণের ফল-পুকুর উৎপাদন করিতেছে; বাণিজ্য-বিভাগ প্রস্রাবণ করিতে গিয়া। অনেক-ভোঁজের মুখলাবদেশ ও তৎসঙ্কৃত অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য করিতেছে, এবং সভ্যতাবর্ধনের পরিচয়ক্রম সুঃ-সামর্থ্য মূলকের সংহতি করিতে গিয়া। তোমার প্রশংসা হইসক্স। পূর্ণক পাপের স্রোত প্রবল করিতেছে। ভারতকোরের আবারি-ব্যবস্থার কল্যাণ সুলভ পুল্ক তোমার রাজসূত্র-বিবর্তিত উজ্জ্বল চীরু-খোদ সমুদ্রেকে গাঢ়তর কল্যাণ-কান্তিয়ার প্রকৃত অনুসারে–

* অধুনাতন যেহেতু শিক্ষা-প্রণালীকে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশিক্ষা হলে, তাহার উন্নতিতে হইবার পূর্বেও এই এরূপ ঘটে; পরে ক্ষম্পর বৃদ্ধ হইয়া আমরা লে পূজারাতেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানের পারি, এবং বিশ বৎসরের অধিক হলে, একবার বিশ্বের দেখা হইতে প্রয়ৌজ করি। (ভারতের পত্রিকা ১৭৭২ স্যাক, পোষা, ১৩৭৩ পৃষ্ঠা ৩ ও ১৭৭৪ স্যাক, আশ্বিন, ৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।)

† There seems to be a vague idea, that when prices rise, values rise also, and every one grows richer. But such a thing as a general rise of values is impossible; and with regard to the rise of prices, instead of being an advantage, it is a great evil.—The elements of Social Science, 1865, p.569.
খণ্ড করিয়া ফেলিয়া ছে। ফলতঃ তোমার প্রাজ্ঞর ডাক্তালে নাই। অপর যাহো, জাতি-কাল নানারূপ ক্লেশ করিয়া কষ্টের শেষে দিনপাত করা কোটি কোটি বায়কের জীবন-নীল হইয়া উঠিয়াছে। বহুতর স্থলেই দেখিতে ও শুনিতে পাইয়া, আর সকলেই কর্ম, সকলেই বিতর্ক ও সকলেই নারী চিন্তার চিন্তাকুল। একটি আরাম নাই, আরাম নাই, আরাম নাই! দুর্গাপুরাতো অনেকেই উচিত ও আবশ্যকতা আহার-সামগ্রী প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে, ধর্ম-চিন্তা, ধর্মাশুলীলা ও ধর্ম-নিষ্ঠা যেন একবারে উঠিয়া যাইতেছে। নব-কুলের নিতান্ত আবশ্যক নিয়মিত ধর্মালোচনা ও ধর্মোপদেশ অবনের তো সম্পৃক্ত নাই। বিশ্লেষণের অংশের সংখ্যা, লোকায়ত তাহার সুপ্রশংসা ও বহু-বিশ্বাস এবং বিচার-বিদ্যা তাহার পরীক্ষা ও প্রমাণিত হইয়া থাকে। দুর্বলবীণ বাল্য-কালের পাপ মোহন পরিপূর্ণ হয় এবং সঙ্গের সঙ্গী হইয়া বাল্যক পর্যন্ত চলিয়া থাকে । কেবল বিশ্বাসের কথা কেন? তাহার বাহিতেই বা কি ?—তত্ত্বাত্মক। * ইতর লোকের কুষ্টাহারের ভূমি লোকে অচির হইতেছে। পশুর মধ্যেই প্রকৃত বৈঠকের ভাষা বাঙ্গালী ভাষা মণিকা, আরাে, মাহ-মুক্ত, বিদ্যমুক্ত ও বাসন-বিজ্ঞাপক বাক্য অর্থ শব্দ কর্ণ-কুচির প্রবেশ করে না। মাত্রায় আঞ্চলিক পয়সা। টাকা, দর দাম, আকাল আকাল, দলিল দাতাবেজী, সাক্ষী সারুগুলি, চিঠি কোঁদম, জল

* ১৮৭৯ প্রথমে এই পৃষ্ঠা মূর্তিত হইল। ইহার পূর্বতন আট বৎসরের প্রথমের বংশন হত লোকের কার-প্রবেশ ও দাপ্তরিক, তাহা নির্দেশ করা যাইতেছে।

<table>
<thead>
<tr>
<th>কর্ণ</th>
<th>১৮৭১</th>
<th>১৮৭২</th>
<th>১৮৭৩</th>
<th>১৮৭৪</th>
<th>১৮৭৫</th>
<th>১৮৭৬</th>
<th>১৮৭৭</th>
<th>১৮৭৮</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>লোকসংখ্যা</td>
<td>১৭২২</td>
<td>১৭৬১</td>
<td>১৭৬৩</td>
<td>১৭২৭</td>
<td>১৭৫৫</td>
<td>১৭২৭</td>
<td>১৭০৫</td>
<td>১৭০৫</td>
</tr>
</tbody>
</table>

—Administration Report on the Jails of Bengal for 1871—1878.

১৮৭১ প্রথমে নান্দি তাহার নয় শত চারিশ এবং ১৮৭৮ প্রথমে আট- তাহার পর্যালোচনা ব্যতীত রূপ করা হয়, যে সমস্ত দোষের সুখীন রাখা- খণ্ড নির্দেশিত হয়, তাহারও পরিমাণ করিয়া রূপ হইয়া আরোগ্যের দেশ। যে সম্পূর্ণ দোষের সুখ-রক্ষার ব্যবস্থা নাই, তাহার তে বলা আবশ্য- রয়াজ নেই পাপের মন্দির বাসনার দেশ প্রবিশ্ব হইয়া গেল।
উপক্রমিকা। ১৩১

ঝাঁটিয়াত এই সমস্ত অভিচার-মন্ত্রাদি জগল ও পুরস্করণ করাই কি মান-কুলের পর পুক্তিবাচ্য হইল ভক্ষেৰ বিংশা ও ধর্মের পদেশ-প্রাঙের অবসর ও অভিবার উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। এই সমুদ্রের অভ্যস্ত-ভূত বাস্তবিক ব্যাপার। ইহার অনাথ হইবার বিষয় নাই। যে সম্ভাব্য বা সত্যাতিভিন্ন রাজ্য রাজাতন্ত্রে মানবীয় মনের এক্তপ্রথম দুরবস্থা সহজে হয়, সে রাজ্যার কলঙ্ক, সে রাজ্যার কলঙ্ক, সে সত্যাতার কলঙ্ক।—দেখিতে দেখিতে কি পরিপ্রেষণই ঘটিয়া উঠিল। সে বিষয়ের পূর্বাপেক্ষ অবশ্য প্রাচ্যের চীনা ও প্রাচ্যের করাই অামার এ নিশ্চিত মনের কার্য্য নয়।

তাহা করিতে হইলে, মৃদুলাকায় সম্ভো জনসাধারণের পরিবর্তে মানব-নামের অন্যান্য একটি রোগ-চীর বামন-মাধ্যমের উৎপতি-প্রস্থত ও তদ্বিয় ভারব্য পরিপ্রেক্ষ-সম্ভাবনা কীর্তিত করিতে হয়, স্মৃতিতে সমাধি বুখে রূপ, বুখন্ত-চিত্তে, প্রশংসা লোকের শান্তি তাহার একাচর পরিবর্তে হরিরাত্রাধুনিক অশ্লীলকাত্য চিরন্দন, রাজ্যায় কর-পুণ্ড-ভাবে ভারাকান্ত, বাচিয়, আধির মণ্ডলের হাতাকাল হরির অপতিবিনন্দ করিতে হয়। গুণবিষয়ক, গুণশিশু, গুণাশ্র, গুণ-বিনমিত; দান-শিল্প পূর্বর্তে হরি-সম্বন্ধের অপরিপ্রেক্ষে আহর্ষ্য-শোভানুক্তি, বলা-গ্রিয় অকৰ্ম্মী যাত্রা ও সম্পত্তি-বিনা অন্য এক রূপ লব্ধ চেতে। ধর্ম-সম্বন্ধের জীবন-রক্তাত্মা প্রায়ন করিতে হয়, নদীতৃঙ্গে নিৰ্মাণায় তারী সমুদ্রের নায় সহার-নামের ভক্ষ-ব্যবস্থে গ্রহণ ও মক্তায় লক্ষ লক্ষ সূৰ্য্যাস্তু লোকের অঙ্গ-ভঙ্গি, মুখ-বিকল্যাণ ও শাহিনীর, মানসিক ও বিষয়িক নিশ্চিত অধ্যাপনের চিন্তাপট অষ্টত করিতে হয়। অধি, পাদরি ও চিতাভাব ধ্বনি, বার্ষিক ব্যবস্থা-পীড়া প্রোথিত, উৎকলদেশীয় সমাজ, বর্তমান ভারত-রাজ্যের অভ্যন্ত কীর্তিবিচ্ছে নিৰ্মাণ করিতে হয়।

একঘাতে মানব-মাধ্যমের পারিপার্শ্ব ও মানব-মাধ্যমের প্রতিকী আহর্ষ্য নীলায় ভারত-রাজ্যের অভ্যন্ত কীর্তিবিচ্ছে নিৰ্মাণ করিতে হয়। একঘাতে মানব-মাধ্যমের পারিপার্শ্ব ও মানব-মাধ্যমের প্রতিকী আহর্ষ্য নীলায় ভারত-রাজ্যের অভ্যন্ত কীর্তিবিচ্ছে নিৰ্মাণ করিতে হয়। এসমুদ্রে যমুনার শাহিনীর ও মানসিক দুরবস্থার পরিপার্শ্ব। আহর্ষ্য নীলায় ভারত-রাজ্যের অভ্যন্ত কীর্তিবিচ্ছে নিৰ্মাণ করিতে হয়। এরূপ পূর্বক হাতাকার রং নির্মাণ মাত্রমূ করিতে হয়।

* শোকাত্মক হইতে প্রবন্ধ করাকে মাত্র বলে। যে মোস্তানাদের সম্মরণ শান্তি করিয়া থাকে।*
দিগকে কূপা-দুক্তে দৃষ্ক কর এই প্রার্থনা। আমাদের রীতিমত বোন্ধন-যুগ নির্ভর করিবারও সামর্থ্য নাই। তুমি অনুমতি করিয়া। আমাদের বেনা। সমুদ্র নির্ধারণ ও নির্বাচন কর। তুমি আমাদের অতি নির্ধারণ নও ইহো অনুমতি আছে। তোমার বিদালয়, চিকালয়, রাজ্য, বংশীয়তা, অপূর্ণ সূত্র ইত্যাদি কত বহু ও কত ব্যাপার নে বিবেচনা সাম্য দান করিতেছে। কিছু আমাদের নির্ধারণের তৃপ্তি।

এলেস-কালের কিছু পূর্বে কোন বিষয়ে মূর্ত্তিভূমিতে রুক্ষ-শাখায় উপাধিকো হইল। মূর্তি লোকা। কিছু আমাদের নির্ধারণের তৃপ্তি।

এক কালে যিনি অপরিকল্পনা অর-বক্ত ও নানাপ্রকার বিলাস-ব্যয় বিতরণ করিয়া কত কত নি-কূলের রক্ষণ, পরিপালন ও মূল-সাধন করিয়াছেন, যিনি জানে জ্যোতিঃ বিদ্যা ও আরোগ্য-ব্যবস্থা প্রদান করিয়া, বিদেশী লোকের অজ্ঞান বিনোদন ও রোগ, মৃত্যু ও অন্য-}

* গোষ্ঠী মূর্ত্তিযুক্ত সর্বপ্রথমঃ “জ্যোতিঃ। আরও জ্যোতিঃ।” এই কথাটা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

† The People by J. Michelet, 1846, p. 46.

হ্যাঁ পূর্বেই তার বিবিধ কাছে হইতে পক্ষিম দিকে পার-লীক, সুধীর, অর্ব, প্রকাশিত, কৃষকদের সম্পদ বহুব নগর, শিবর, ইয়ুদের অন্যথা রোমের একটি বহুব দেশ এবং উপার ও পূর্বদিকে বোধারা, সমুদ্র, তৃতীয়, যোগ, ব্যাকরণ্ডাহী মান ডৈশ ইত্যাদি বিভিন্ন নেতা ধান্য, কার্তিক, বর্ষ, বাল, ফুল, ফল-ঘাট, কাঠালি শাল, পৌষ্টিক ঘর, ভাল-ঘর, যোগ, রৌপ্য, তত্ত্বাবধান বহুমূল রুষ, চলন, দাতব্য, তৃতীয়, একাদশ প্রভৃতি তেজস্ক গভীরতা কোনাদের আঁশের গথেরা, শূল, কুমার, লালদাঙ্গী, হাল, হুকুর ইত্যাদি অক্ষ, শের, বলব্যাঘ্র ও কোনোগ্র-গমন নানাপ্রকার বিভিন্ন পণ্যগুলিতে নিত্য এবং দীর্ঘ সময়ে আসিয়াছে।

অনেক কাল অনুভূত হইল, অত্যন্ত অনান্ত এই বিষয়-সংক্রান্ত একটি একমাত্র প্রকাশ করিয়া তাহাতে সমিষ্ট রুপাই নিশ্চিত আছে। এই পুনর্গ্রহণ এইভাবে হইয়াছে কিছু পরে, অথচ এই একটি একমাত্র-নয় যাহা পুনর্গ্রহণ যুক্তির কারণে ইহো রুহেল।
উপক্রমিকা।  ১৩৩

বন্ধন অশেষবিধ দ্রুতহ যম্যা। নিবারণ করিরাহেন *; বাঁহার

* ভারতবর্ষীয় গণিত, জ্যোতিঃ ও চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ক বহুক আরব ও পারসীক দেশের ভাষায় আহ্বানিত হইয়া। নেই নেই দেশে প্রচারিত হয়। উহার অন্য ফি তল কাতল অভাব নামক একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতরা আরবের অন্তর্গত বোয়াদার রাজ্যতে উপস্থিত হইয়া। জ্যোতিঃ ও চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষা দেন। ইহার মধ্যে কাহারও নাম মঠক, বাহার ও কর্ম, কাহারও নাম বা বাল্বর বলিয়া লিখিত আছে। মত্য মালিকা এবং বাল্বর তাল্লুক (অর্থাৎ তাকরাচার্য) বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আরব-রাজ্যের হচ্ছ অর্থ রাজ্যের উৎকর পীড়া হয়।

কোন রপ্তানি ভাষায় প্রতীকার না। হওয়ায়, তিনি ভারতবর্ষ হইতে ঐ মধ্যে চকিৎসার লইয়া, নদী এবং তরীর চকিৎসার গুলো এ রোগ হইতে মুক্ত হন।

তদিন্ত, ঐ ভারতীয় পুস্তকে দাঁড়াই, অর্থাৎ রাষ্ট্র, অর্থাত অর্থী, অন্য, অন্য, অন্যান্য, বিশ্বাস, কঠিন, জনপ্রেরক, অপদস্থ, আইন, সমূহ, মনোজ্ঞ এই সমগ্র জ্যোতিঃ ও চিকিৎসা-শাস্ত্র ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের প্রতিটি জ্যোতিঃ শাস্ত্রীয় ও পারসীক ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পুস্তকের ভারতীয় শাস্ত্রীয় এ নামে এক গুলি নিৰ্দেশিত করিয়া লিখিত হইয়াছে অভাবের সন্দেহ নাই।

উহার আরব দেশে নীতি নির্ধারণ, সন্ধ্যা এবং বেদান্ত, নামে ভাষা ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-এখানে ব্যবহার আছে; তাহার সন্ধ্য ও চর্চা, পূজা ও নিদর্শনে ভাল আর কিছুই নয়। ১১৩ পূর্বের বা কিছু পরে আগুনের স্বাক্ষর ভাষা ভারতীয় নরপতির অনুমান করে ভারতীয় ভাষা এক ধারার জ্যোতিঃ-শাস্ত্র অনুসন্ধান হুইয়াছে। উহার ভারতীয় নামযোগ্য হিন্দু। কোনোমূলক উহাকে সংকৃত শাস্ত্রসমূহে বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন করিয়া প্রথমে একটি শিল্পের এই শিল্পের হিন্দু পুস্তকে অবলম্বন করিয়া একত্রে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে।

বীজগণিত গ্রন্থে ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি হয়। ডাইএলেষ্টার নামে একটি ভাষার জ্যোতিঃ শাস্ত্রে প্রচার করিয়াছে। ভারতীয় জ্যোতিঃ শাস্ত্রে প্রচার করিয়াছে, ভারতবর্ষীয় বীজগণিত শাস্ত্রের প্রমাণ বাহার উচ্চত করিয়াছে।

অভাব না শুনিয়ে ও ভিন্নের নিয়ম নীতি আছে। প্রথমে শ্রুতি নামক বায়দাহারের সময় একখানি সংকৃত বীজগণিত আরোপিত হয়।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই নয় অঙ্ক-মূর্তি ও এক মাস শত সংখ্যা আইডি দশগুলোসংখ্যা গণনা যেমন সংখ্যা, উপরে প্রচার রক্ষিত রাখিয়া, ভারতবর্ষীয় আন্দোলনের আদেশে তাহ উদ্ভাবন করেন। ভারতীয়

কারেণ্য প্রতিষ্ঠিত-শ্রেষ্ঠ নামক একজন ভাষা জ্যোতিঃ করিয়া গিয়াছে। (A. R. vol. XII., pp. 183 and 184.) ভারতীয়ের।

ধন্যের নিকট উপি শিক্ষা করিয়া। শেষে প্রকাশ করিয়া দেন ও তাহ স্মৃত্রথ একটি হইতে স্পৰ্দের অন্তর্বত করিতে। নগর পবিত্য প্রচার করিয়া যায়। খুল্লন-উল্লিখিত নামক আরবী পুস্তকের জুতিকাত ও জান্না পার্শ্বিক এর্থে উদাহরণ এই অঙ্কার্ণা-পুরা বিষয় বিশ্লেষণ শিখিত হয়। নিবন্ধীয় প্রথম পাঠাগানস্ব একধারণ এর্থে অঙ্ক-গণনার উপর পাঠ প্রকাশ করিয়া এবং বিতরণের জ্যোতির্ভাব শায় তাহা ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা ঐ ভারতবর্ষের অঙ্ক-প্রাণ্ডী শালি একধারণ অর্থ। একটি ফাইন্যান্স পাঠাগ গি বিচার করিয়া দেখিতে যাওয়ায়, পরিষ্কারের খাদ্যের আরবীয়দের পূর্বেও ভারতবর্ষের অঙ্ক-গণনায় অর্থ হইয়াছিল। ১৮৬–১৮১ খ্রীষ্টাব্দে আরবীয় পুস্তকের বিপ্লব অঙ্ক রচিতের আলোকচিত্রশালক্রম পূর্বের বিশ্ব ও চান্দরানা-রূপ-চিত্রকলা বিষয় একধারণ এর্থে উদিত হয়। কর্ষক-কর্ষক সর্বক্ষণ শালায় প্রতিষ্ঠিত হয়। চান্দরানা-রূপ-চিত্রকলা বিষয় একধারণ এর্থে অঙ্ক-গণনায় অর্থ হইয়াছিল। অন্যায়করা নামক আরবীয় পাঠাগ ১৭০ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতির্ভাব করিয়া। ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপেন্দ্র করিয়া। রবীন্দ্র শাহের উপদেশ-প্রণয়ন উদেশে ভারতবর্ষের আলোক শুরু হয়, নাংখা ও যোগ শাহের বিষয় এক এক ধারণর এর্থে আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে এবং ভিত্তির পাঠকরণ ও বিজ্ঞান পুনর্লিখন বিজ্ঞান অন্ত্রণ একত্রিত বিষয় একধারণ প্রকাশ করিয়া। বাণ। ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে আরবী সাধারণ রাজনৈতিক প্রতিকৃতির শিলা বিষয় একধারণ সংক্ষিপ্ত এর্থে আরবী ভাষায় অনুবাদ করাটি হয়। এই সময় গবেষণা ও চিত্রকলা বিজ্ঞান। আরবি শুরুতে পুনর্লিখন নিষেধ এর্থে ভাষার শিক্ষার এর্থে নগরের বিদ্যালয় সমুহে প্রচলিত হয়, এবং মৌলিকদের শিক্ষা শেষে অধিকার করিয়া। তথাকথিত বিজ্ঞানের সম্প্রদায় করিতে, প্রভু আরবী ভাষায় বিচিত্র ভারতবর্ষের ঐ সময় প্রতিনিয়ত শাহের অব্যক্তি-অধ্যায়ণ প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদির প্রাপ্তি করিয়া। পোকানগর বিজ্ঞানী লিখিত মাধ্যে একটি পাঠাগ বাংলার আলোক বিশ্ব অঙ্ক পাঠাগ বিষয় বিচিত্র বীজপ্রকাশ শিক্ষা করিয়া এবং ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে তাহা লাভের ভাষায় অনুবাদ করিয়া: শেষে প্রচার করিয়া। বাণ। জ্যোতির্ভাব অনুরূপ পাঠাগ বহুলতার বিশিষ্ট বাণ হইয়াছে, আরবীয়দের কর্ষক ভারতবর্ষীয় অঙ্ক-গণনায় এবং

* Chasles.
Both these effects—the simultaneous diffusion of the knowledge of the science of numbers and of numerical symbols with value by position—have variously, but powerfully favored the advance of the mathematical portion of natural science, and facilitated access to the more abstruse departments of astronomy, optics, physical geography, and the theories of heat and magnetism, which, without such aids, would have remained unopened. —Cosmos translated by E. C. Otté, vol. II., 1849, pp. 599 and 600.

† Relation des Voyages faits par les Arabes dans l'Inde et à la Chine, par Reinaud, tome I., p. cix ; tome II., p. 36.
1849, pp. 535 and 593—600, Mémoire sur l’Inde, par Reinaud, pp. 312—322 and Elliot’s Historians of India, pp. 259 and 260.

* British and foreign Review, No. XXI., p. 266.
েপাত্মারিকা। ১৩৭

অনাধিকরণ সত্ত্বেও আর তুলনা ছিল অথবা সম্পন্নর আবিষ্কার ও তিনি অগ্রপক্ষ বেল করিয়াছিল। এবং ইংরেজি তুলি ও তুলির সহায়তায় বহুহালের মাঝারি অনুপ্রাণিত সর্বক্ষণের বিভিন্ন ছিল, এই সহ এক করে সাধারন মহিলার ভাষাতে এখন নিতান্ত


যে পুনঃসমাধি অন্যান্য ভূগোলের অন্যা এই ধর্ম-সন্ত্রাসী অঞ্চলে চিঠ্য বিবেচিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ছোপের বর ধীম বোধ, সেই, বুদ্ধ, গুরুত্ব প্রভৃতি নাম দেশ প্রচারিত হই। পৌঁহকের প্রচারকের সেই সমূহ দেশে উৎসাহ নকশা করি গমন পুঁহকে ধর্ম প্রকাশ করিয়া আইসে।

পৌঁহকের চূড়ান্ত শাস্ত্রী হইতে দশম শাস্ত্রী পৌঁহকে ধীম বোধ তুলির ভূরি ভূরি ভূষিতভায় ভূরি ভাব ঔষধের পুঁহকে ধর্ম-প্রকাশের সংগ্রহ করিয়া লইব।

আদিতে খোঁজের শূন্যাকার পিনুটিয়া দেশে প্রচলিত "রামনিতেরাদী নামক মদন ও এ দেশীয় বৃহত্তর দেশের সূর্যজ্য হইতে উপাদান-প্রলাদ পুলিতে মাধ্যম করিতে পাইয়াছে।

আদিতে খোঁজের অপরূপ শূন্যাকার পিনুটিয়া দেশে প্রচলিত "রামনিতেরাদী নামক মদন ও এ দেশীয় বৃহত্তর দেশের সূর্যজ্য হইতে উপাদান-প্রলাদ পুলিতে মাধ্যম করিতে পাইয়াছে।

এই খোঁজের মাধ্যমে কৃতকলা জাতির ভাষায় ইষ্ঠান্তরের নাম নিবৃত্ত, আলিখাক অন্তর্ভুক্ত ফিজিয়া দেশীয়দের একটি উপাদান দেশীয় নাম দুর্বল নেবাজীয়না, এই দেওবাঙ্গালীর দীর্ঘকালে নরে থাকিতে বিশেষের অনুক্রান্ত-প্রকাশ।

* এখন প্রায় ৫৫৫-০০০০ পারপ্রাঙ্ঘিক কোটি পঞ্জাব লম্ব লোক পৌঁহকে নীরব করে।—Physical Atlas by Berghaus extracted in Max Müller’s “Chips from a German Workshop,” 1868, Vol. I., p. 216 দেখ।

ভারতবর্ষীয় উপাসনাসম্প্রদায়।

দীন ভাবে তোমার শরণাগত ও চরণাবন্ধ হইয়া তাহি তাহি বলিয়া কাটির খয়ে কীর্তন করিতেছেন। এখন, ইংলণ্ড! তোমার উচিত কর্ম তুমি কর। বিজ্ঞ-বিশোধিত দয়া প্রকাশ কর, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা কর, রাজ্যভাবে এক পার্শ্বে শ্রদ্ধা প্রকাশের প্রতি মনোভাব প্রদর্শন কর, এবং যদি সর্ব হয়, অবস্থ-ব্যাপার ভারতবর্ষীয়ের কর্ত্ত। করিত। তাহার অশ্রু-জল বিস্মৃত কর।

তাহ এক অপ্রবৃত্ত প্রাণাব উপাসনা করিয়া। অধীর হইয়া পড়িতেছিল। শোচনীয় বিষয়ের প্রসন্ন ও হরদ-ভেদী আর্ট-মাদের উদারতার অভাব হইতেছে না। এখন আমার অনন্ত করণ একটি জাপানাম অমর-ক্ষতি হইয়াছে! আমার হঠ-স্থল একটি ভাবনা আপনারির হইয়া। উঠিয়াছে! আমার সড়ক মন্ত্র ভূমোভূত হইয়া যাইতেছে! দূরায় বাস্তিত পাঠানো! কি বিষয়ে-মুক্তিতে প্রাপ্ত হইতেছি! এখন অনেকাংশ শীতলতর একত্র প্রাঙ্গের অনুসরণ করাই যেয়।

রামায়ণ ও মহাভারতে পূর্ব-নিবিদ্ধ বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক ব্যবহার-

বর্ষাকাল দেশীয়দের একটি দেবতার নাম সেই না। সেই না। যাই বন্ধু* এই সময় করণ। এই প্রান্তের-সর্বব্যাপ্তি বিদ্যা রাখা অগ্রদূত নয়।

ভারতেরুদ্ধ ভূমণ্ডলে কেবল আন, ধর্ম ও আরামের বিষয়ে করিয়াই নিঃস্ত হন নাই, বিদেশীদিগকে দেব-সুনাম আত্মার-প্রদোদ্যমের উপায়ও শিক্ষা দিয়াছেন। অতীতে দৌড়া নাকি প্রকাশ লিখিত আছে, আরবীদের এখন জাতি মঙ্গল-বিজ্ঞানের সংগ্রহ করিব। যেখানে প্রচার করেন। উহার নাম

বিষয়ক কর্মে বিশালক বলিয়া লিখিত আছে। বর্ষাকালের অনেকাংশ নাতি জাতীয়ের বাদ করিয়া দিতেন আঁলে। আলিছেন ও আমাদের ইউরোপে ঘোড়া অথবা আমাদের-আলোচনার হইয়া। আলিছেন ও আমাদের-ইউরোপের বাড়ি চালিতেছে, ভাগ আলোচনার উৎপত্তি হয়। পারসীক একাদিকে। এ বিষয় সত্যবিচারকে পৌষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাহার বলেন, সাহাতের মধ্য পথানীতিতে ভারতবর্ষের পক্ষে ঘোড়া ছাড়িতে ঐ কৌশল প্রকাশের সহিত পাদ্যাচারে নীতি হয়। উহার সংগ্রহ নাম চক্র হইয়া। ধরিয়া পারসীকেরা উহাকে বিশুদ্ধ করিয়া চড়া করেন এবং আরবী ভাষায় ঐ পথের অদূর অক্ষর না থাকিতে, আরোপীরা পরে উহা শত্রুক বলিয়া উঠির করেন। তদনুসারে, পারসীকে ও ভারতের উচ্চ শত্রুক বলিয়া প্রচলিত হয়।—Asiatic Researches, London vol. II., pp. 159-165.

* Serpent and Siva worship and Mythology in Central America, Africa and Asia, by Hyde Clarke, pp. 10-11.
উপক্রমণিকা । । ৫৩৯

তাঁতের ইচ্ছা অনন্ত অনেক রূপ স্বপ্নচীন বৈদিক কথা-প্রসঙ্গ বিচার আছে। জ্ঞান, জন্মযোগ, পরিক্ষিত প্রভাতি বৈদিক সময়ের লোক। যে সময়ে তাহারা জ্ঞানী ছিলেন, বেদের ব্রাহ্ম-ভাগ সে সময়ের পূর্বে প্রভূতি চিহ্নিত হয়েছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু সম্পন্ন হয় নাই। ঐতিহ্যে ও শতপতব্যাসে পরিক্ষিত ক্রমের সমূহের দেহকে পাওয়া যায়। অন্যার তারাত্মক ও তাইয়ের পূর্বপুক্ত সোমার্জন বুঝিতের দ্বী ব্রাহ্মণ-চন্দুর পূর্বতন সেই সমুদ্র আইন যাইতেছে।

এতেন কহা গীতিক্রম সচারামিখেন তব: কাব্যবিধ অনুসারভ পারিতেতমিষিরশীভ তথ্যাকূ অন্তব্যভ: পারিতি: সমস্ত চিত্তে।

পথিবী জ্যোতির পরিযায।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৮ পর্ষিকা। ২১।

কবর পুনর তুচ্ছ এই এষ্ট মহাভিষেক-ক্রিয়া দ্বারা পরিক্ষিত-পুনর জনমক্ষীয়ের অভিযোগ-কারী সমাপ্ত করিয়া দেন। তদ্রীয় ফলে পরিক্ষিত-

পুনর জনমযোগ সমাপ্ত ভূমিগুলি সত্য করিয়া পরিত্যাগ করেন।

এতেন কহা এষ্ট মহাভিষেক দোষীতা সামনীহো বিষয় দোষীতমিষিরশীভ তথ্যাকূ ভরতো দীর্ঘতি: সমস্ত চিত্তে।

পথিবী জ্যোতির পরিযায।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৮ পর্ষিকা। ২৩।

মতস্ত পুনর্দীর্ঘত্ব এই এষ্ট মহাভিষেক দ্বারা ধ্রুভ-তনয ভরতের

* যে সময়ে কেন্দ্র বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল; পৌরাণিক ধর্ম প্রারম্ভিত হয় নাই, যেই সময়কে বৈদিক সময় বলিয়া

উল্লেখ করা গেল।

† মিশ্র বিষয়ের নাম কবর। কাব্যের মনস-বিষয়ের মধ্যেও কবরের

নাম উল্লেখ করা গেল।

ধর্ম কবর অনন্ত শহুরম্যান দুষ্কান্তি ব্রহ্মাজ্ঞান হয় কেন। (৭ ম। ১৮শু। ১২য়)।

ভক্তপুর্ব কথা ঐতরেয়। ঐতরেয় ও কাৰ্তিকেকৃত স্বীকৃত তাহার আচরণ আছে।

পথিবী জ্যোতির্শুলো তাহার আচরণ আছে।

পথিবী জ্যোতির্শুলো তাহার আচরণ আছে।

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ২। ২১।
রাজ্যাভিযুক্ত-ক্রিয়া সম্পদন করিয়া দেন। তদীয় ফলে মৃত্যু-প্রতি ভরত সমতল তুলনায় জয় করিয়া পরিত্যাগ করেন।

রাজা তাঁ অন্য বিষয়ে ন ধরা পা। যে মঙ্গলবিদ্যা:

কৌতুকের তত্ত্বাবধান ১১।

তুমি দাসী-পুত্র, আমরা তোমার নিঘট ভোজন করিব না।

এই করত দেবি অগ্নিদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টগ্রহণ ৩০রিঃ, ৩১ একরিঃ, ৩২ দ্বারিঃ, ৩৩ রাশিরিঃ ও ৩৪ চুুর্জিঃশূন্ত রচনা করেন, অ তৈর পুত্র তুর পরিকাত-তনয় মহারাজ জনমেজয়ের রাজ্যাভিযুক্ত-ক্রিয়া সম্পদন করিয়া দেন। পশ্চিম দুই ছইবে, কটীবন্ধ দেবি অগ্নিদ-সংহিতার কাঠগুলি সূচি রচনা করেন; তিনিও একটি দাসী-পুত্রের। চাহিয়ায় প্রাপ্তকের অর্থ অনুসারী আগ্নিচিহ্ন লিখিত আছে, তৈরি দেবি জনমেজয়ের রাজাকে শুধু কাবি। ও দ্বার দ্বি তৈরীকে শুধু সহোধন করিয়া পশ্চিম বেদবিশ্বা দ্বারা সংহ বিদ্যা। উপেদণ দেন।

ঘ তাঁ দীর্ঘ বাযুীকর বিরহন বন(ইতি)।

তিনি (অর্থাৎ তৈরি) তাহাদের (অর্থাৎ শুধু-কুলোন্ধের জানন্তিক) বিলিয়েন, বায়ুই সংহ বনেদি।

বিশালী রায়া, মণ্ডলে, মনী, উষারশ প্রভৃতি দীর্ঘোদীর নু কেষ-মাত্র রচিত বলিয়া উল্লম্বিত বিহৈবিয়া। ইহৈল সকলেই বেদ-মাত্র এই প্রসন্ন করেন। ইহঃ-দের বাকাই বেদ হইল গিয়াছে। এইরূপ কুলেদরা পীকতের তৃতীয় অধ্যায়ের অঞ্চল তাস্কান ও চতুর্থ অধ্যায়ের পক্ষ তাস্কান গবি ও ও গহ্যের বলকঠালি বেদ বলিয়া পরিগণিত হয়। কিংবা তাস্কানের বেে শুকের নির্ভর গুলিতে বেদ-মাত্র কত্যায় করিয়া জানন্তিকের কৃত্য মনে করিয়া আনিয়াছেন, পশ্চিম তাহাদিগকেই বেদীরিকার একত্রে বক্ত করিয়া রাস্কানেন। তাহাদের পক্ষে বেদ পাঁচ দুরে পাখুক, অবগণ বিদ্যয় পাক। তাঁ। তৃষ্ণাং ধাকুর। তাঁ।

* ৩৪ দৌরিচ স্বচ্ছক কথা বং মৃত্যুপূর্ণ অক্ষর কৃত বলিয়া লিখিত আছে।

† বিন্দু পাখক গলায় শঞ্জা দাঙ্গাম পীতলোকারাপিত; কান্তিকের শুষ্ক আগিয়া ধাঙ্গা।—সর্বাধিক।

‡ পক্ষ মণ্ডলের ২৮ সূত্র, ও প্রথম মণ্ডলের ১২১ সূত্রের সম্পূর্ণ কথা এবং মণ্ডলের ১০ ও ২৫ সূত্রের আগের মদনসূচ।
এরূপে, সেই শেষের কাগজ পরিনিম্ন প্রাক্তন জনমজ্জনের অষ্টম-বর্ষে স্থান করিবে। তবে জনমজ্জন সমস্ত পাপ ও সমস্ত ব্যাখ্যা হইতে মুক্ত হন।

মহাভারতের সমুদ্ধ পরিচয় অস্মাত; পরিক্ষিতের অপর তিন পুত্রের নাম ভীম, উত্তরাণ, ও সুনেন। শতপথ ব্রাহ্মণের এই অংশের কাঠামো পঞ্চম অধীনে তাহাদের প্রসঙ্গ আছে; বিশেষ এই যে, মহাভারতের মূলসহিত পরিবর্তে পাঠগুলি সমৃদ্ধিত দেখা যায়। ইহার সকলেই অষ্টম-বর্ষের অমুৰ্ধ্ব দ্বারা পুনর্বার পাপ হইতে মুক্ত হন এবং লিখিত হইয়া আছে। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ঐ ব্যাখ্যার চরিতার্থ তাহার পূর্বকালীন লোক বলিয়া অবগত ছিলেন।

এই সগুলি, জনক-বৈদেহ অর্থাৎ মিথিলা পিতৃ জনক, জুঁকৰ, শুক্ল এবং তৃতীয় পুত্র ভরত; রাজা লুবত্রাহি ইতাদিদিন রামিয়া ও মহাভারতের মূলসহিতানোকানন নামক সত্যিক সমাধির নাম বিষয় শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যে সমৃদ্ধিত দেখা যায়।

মহাভারত-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সম্বন্ধের হ্রণ করেন এবং ভীষ্ম কাশ্মীর-লক্ষ। অয্য, অধিকা ও অধ্যালিকাকে বল-পূর্বক অপহরণ করিয়া আরেক এবং তৃতীয় প্রভূতি, বিচ্ছিন্ন সহিত অধিকা ও অধ্যালিকার পাণ্ডিত্যের সম্পর্ক করিয়া। অধিকার গর্ভে ব্যাখ্যার ও অধ্যালিকার গর্ভে পাপ হইয়া গ্রহণ করে। বায়ুনিন্দীর সহিত অন্তর্নিহিত হ্রণের এক সহিত চরিত্রের তৃতীয় নাম একত্র সমৃদ্ধিত হয়। রাজসমিটি বলিয়াছেন,

* আদিপুরন্ত ১৪ | ৫৩ ও ৫৪।
† শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩ | ৫ | ৪.৩ প্রভৃতি।
‡ শতপথ ব্রাহ্মণের শুনুন। অশা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। “সামান্ত নারায়ণ নামিতাত্ত্বিক ভরং মন্দো” (শ, পু, ব্র ১৩ | ৫ | ৪ | ১৩)। “সত্ত্বে তেন ভীমতেন মৌন্তুঙ্গিকে” (শ, পু, ব্র ১৩ | ৫ | ৪ | ১১)।
\[† \text{ আদিপুরন্তের } ২৪ \\
\[\text{ অধ্যায়ের } ৫৩ \\
\[\text{ শুলুনারায়ণ এক পুরুষের নাম নিরুফ্তার্থ। } \]
\[\text{ § আদিপুরন্তের } ১৪ \\
\[\text{ অধ্যায়ের } ৫৩ \\
\[\text{ শুলুনারায়ণ, জনমজ্জনের এক } \]
\[\text{ পুরুষের নাম নিরুফ্তার্থ। } \]
\[\text{ § আদিপুরন্ত ১০৬।}\]
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

অব্যবধিকি অধ্যালিকে ন মান নবতি কথ্যে।

সংস্কৃতক্ষ: স্থান্ত্রা কাজীবিখ্যাতিনীমহ।

বাজসনেরিসংহিত। ২৩। ১৮।

অষ্টু অষ্টু অষ্টু অষ্টু অষ্টু অষ্টু অষ্টু অষ্টু অষ্টু অষ্টু অষ্টু অষ্টু 

একত্র সহিতের এই সমস্ত নামাদির সহিত মহাবাহীতে এই সমস্ত 
ব্যক্তির নামাদি কোন পরেই অসম্ভব যেন সহিতে পারা যায় না। বাজ- 
সনেরিসংহিতা একটি মতে ১২২১ অষ্টু নের নাম আছে, কিন্তু সেটি 
ইত্যাদি মহাবাহীতে অন্য নাম পরিগণিত। এই রূপে রামারণ ও মহাবাহীতের আনুষ্ঠানিক কথা সংক্রান্ত বিশিষ্ট, সম্প্রতি, বৈজ্ঞানক, ধর্মতত্ত্ব, কালটার প্রভূতি অনেক অনেক কুলির প্রস্তু, এবং 
জন-জাতির-রক্তে, পুরুষ ও স্ত্রীলীলার উপাখ্যান, শুনান শেখের বিষয়, চার- 
নের পুনঃ যোগ্য প্রাপ্তি ইত্যাদি বহুগুণ উপাখ্যান ও বেদ-মূলক। বেদের মত 
ও বৈষ্ণব উভয় ভাগের মধ্যে এই সমস্ত বিষয় বিনিশ্চিত আছে। 
পাশাপাশি পাশাপাশি করিয়া তাহার কর্মকে উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে হইবে, 
পাঠ করিলেই জ্ঞাতি পারা যাইবে।

বেদ।

রামায়ণ ও মহাভারত ন্যায় বিভিন্নত।

বসি ল (বিশিষ্ট)।

সর্বমুকুটমুকুটমুকুটমুকুটমুকুটমুকুটমুকুটমুকুটমুকুটমুকুটমুকুটমুকুটমুকুট 
বলকানের ৫২—৫৬ ও অন্য 
তার সময় মোল্লের অন্তর্গত এক 
ছইতে একাধিক চারি পর্যন্ত প্রায় 
সমুদ্র শৃঙ্খলের চক্রিত। বসি ল ও 
বলিতশ্চ নামের। এই সংহিতার 
প্রথম মোল্লের ১১২ খু, ১২ এবং 
শান্তি 
সময় মোল্লের ৭ খু, ১০ ৫১, 
১২,৩,১৮,৪,২০,১; ২৩,৫, 
৩৩,১-১৪; ৩৭,৪ ইত্যাদি বহু- 
তম মোল্লে উন্মুক্ত। তত্ত্বাত্মক 
সম্পন্নতার সম্পন্নতার, ঐতিহাসিক 
যুগের, ব্রাহ্মণ (৫,২১), কৈলাশ কাঙ্কে 
রয়ে, অধ্যায়ের, শাস্ত্রতত্ত্বের 
বাহ্যী কাঙ্কের তত্ত্বাত্ম (১,৩৮),
বেদ
রামায়ণ ও মহাভারত

সাধারণের বর্ণবিশ্ব ব্রাহ্মণ (১, পৃ ৫) ইত্যাদি বহুতর বেদ-শাস্ত্রে কীর্তিত ও উপাখ্যাত।

বিখ্যাতি।

সর্বাত্মকমযুক্ত শহীদের ত্রুটিতে তৃতীয় মণ্ডলের অবতরণ ১ এক হইতে ১২ বার এবং ২৪ চক্ষিত হইতে ২৪ কষিত পর্যন্ত প্রায় সমুদ্র কূলের রচিত। ক্ষ-সং, ৩২, ১ পৃ, ২৬ পৃ, ৩২, ১৮ পৃ, ৪ পৃ, ৩২, ৩০ পৃ, ১, ২২ পৃ, ১৩ পৃ; ১৩ পৃ, ৮৯ পৃ, ১৭ পৃ; ১০ পৃ, ১৬৭ পৃ, ৪ পৃ ইত্যাদি শঙ্ক এবং ঐতিহ্যের ব্রাহ্মণের সম্পদ প্রকিয়াকর অর্থন্ত পুনঃ শুদ্ধ-প্রসারে পৃ ১৩—১৮ উল্লিখিত ও পরিকীর্তিত। ঐ ব্রাহ্মণের ঐ সঙ্গে বিখ্যাতি-সমীক্ষার নানা প্রকার দৃষ্টি বলিয়া বিলি অক্ষয়। (বিখ্যাতি দ্বারা দূরীতি।)


* ইহার মধ্যে, হর্ষচারিত নিক্ষু ভাষ্য তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ ল্যাট চালু বলিহার উল্লিখিত এবং সাধারণের উল্লিখিত ও মহাভারতের সাধারণের উল্লিখিত ব্রাহ্মণের রচনায় ব্যাখ্যা করিয়া চেন। অতএব রামায়ণ ও মহাভারতের বিশ্বাসঘাতকের যে বিলোপ বন্ধ করুন আচ্ছ, উল্লিখিত উক্তি তাহারাও এই পরিশ্রমের মাধ্যমে তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। বাস্তব সত্য বলন্ধক এবং ক্ষুদ্র বিখ্যাতিতের অপগুণ গোপন পদে নিয়ূক্ত করেন (৮-সং, ৭, ১৮, ৪ ও ৫ এবং ২১—২৫; ৮, ৩২, ১—১৫; ১০, ৮, ২১ এবং ৮-সং, ৫৩, ২১—৬৩)। কিস্তি ভাষ্য বিখ্যাতিতেকে দূরীতি করিয়া দেন ও কোন সঙ্গে বলন্ধক ভাষ্যের এন্ডিশ করেন। এই পরিশ্রম আচ্ছন্ন আচ্ছাদন করেন (৮-সং, ৭, ৩২, ৬; ইত্যাদির গুরুত্ব, ৭ অঃ সৌন্দর্য রূপে, ৪ অ ; এবং সাধারণের কর্তৃক সংস, ৫২, ১২ সূক্ষ্মের তৃতীয় শাখা উল্লেখ শাহীর ও ভাষা রূপে রূপাণ)। (Mair's S. texts, vol. I, 1872, pp. 371—375 দেখ)। এই দৃষ্টিকোনী এই উক্তি ভাষ্য পারস্যের প্রতিষ্ঠিত ও বিশাল-বলন্ধকের সঙ্গে এই বিখ্যাতি বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।
চারাগাছীকৃত উপাধ সম্প্রদায়।

বেদ রামায়ণ ও মহাভারত।

খাতবল্লক।

শুক্রজুরীর শতপথ পাণ্ডুলিপি শাস্তি পক্ষের ৩১১-৩১৯ অধ্যায়ের
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ১৪ উপধাতা ও জ্ঞানের প্রকাশক
কারের নাম স্থানে উপস্থিত বলিয়া উপাচ্যায়।

অর্পণে উপাচ্যায়।

দীর্ঘতম।

সর্বাঙ্গমামবাসে, ক্ষেত্র সংহিতা-আদি পক্ষের ১০৪ অধ্যায়ের
তার প্রথম মণ্ডলের অন্যতম ১৪০ উপস্থিত
১৪৪ পর্যন্ত সম্পূর্ণ শুকের চরিত।

কল্যাণ।

সর্বাঙ্গমামবাসে, ক. সংহিতার সভাপর্ক, ৪৪, ১৭ লোক এবং
১২, ১১৬-১২৬ শুকের চরিত। অমৃতাপাত পর্ক, ১৩০-৩, ৩৩ লোক
ও ১৬৫, ৩৭ লোকে উপস্থিত।

কলগ্রন্থ।

শতপথ প্রাসাদের প্রথম কারের বনপক্ষের ১৮৭ অধ্যায়ে বর্ণিত।
অক্ষরায়ে উপাচ্যায়।

প্রকাশ ও উদ্ধৃত।

ঝগ্ধ-সংহিতার ১০৩-২৬ শুকে, আদি পক্ষের ৭৫ অধ্যায়ের ১৮–
বাক্সনের সংহিতার ৫, ২, ১৫, ২৪ শুকের, বনপক্ষের ১২০ অধ্যায়ের
১৯; শতপথ প্রাসাদের ৩, ৪, ১, ১২ শুকে এবং শাস্তি পক্ষের ৭২
২২, ১১, ৫, ১, ১ এই সকল ও ৭৩ অধ্যায়ে উপাচ্যায় বা
শুলে অন্তরীক্ষি।

উপাচ্যায়।

ঝগ্ধে সংহিতার প্রথম মণ্ডলের বালকারের ৬১ ও ৬২ সর্গের
ষ্ঠাপনাতের করে ১-৭ দৃষ্টি-প্রণর্থী ও
উপাচ্যায়।

এই বর্তমানের সম্পূর্ণ প্রকাশক
(১৩-১৮) উপাচ্যায়।

অধিন-চুপকের একাধিক চাণক বা
চাণকের পুনর্থেস্বন-প্রাপ্তি।

ঝগ্ধ-সংহিতার ১, ১১৭, ৬৩ (ব্যবহার বনপক্ষের, ১২২ ও ১২৩ অধ্যায়ে
অধিনমাত্রা অন্তর্যুক্ত বর্ণিত।

বাল চর্চা: যুক্তি; ১, ১১৮,
৬, ৫, ৭৫, ৫, ৭, ৬৮, ৬; এবং
৭, ৭১, ৫ শুকে পরিকল্পিত।

* ১২৬ শুকের সম্পূর্ণ খণ্ড ব্যাপক কর্তৃক বিকাশ।
বেদ

রামায়ণ ও মহাভারত।

উদালক-আকালি ও স্বতঃকেতু।

এই বিষয়ের তৃতীয়, ৫, ৭; চতুর্থ অংশের, ৩ ও ১২২ অধ্যায়ের
রাষ্ট্র, ১, ২, ১১ ; ৩, ১, উপাখ্যাত।

৩১ ; ৩, ২, ১৯ ; ৪, ৫, [৭, ৯, ৯. ৫, ৫, ১৪ ; ১১, ২, ৩, ১২ ; ১২, ৪, ১, ১। ১১, ৫, ৩, ১ ; ১২, ২, ২,
১৩; ১৪, ৯, ৩, ১৫; ১৪, ৯, ৪.
৩৩; রূপাণাকাপিনিদ, ৩, ৭,
১; এবং কথাপনিদ, ১, ১১
আত্মিতে করিতে।

ফলতঃ মহাভারতের মধ্যে এরূপ প্রাচীনতম কথা বিনিবেশিত
আছে যে, বেদ ভিত্তিক অংশ কোন এখন একুশে দেহ বিপ্লবন নাই। হয়
ত, অংশ অংশ সকল পালনের মধ্যে অনেকদিক পূর্ববর্তী কথা ভারতের
মধ্যে সংক্ষিপ্তিত আছে। যে সময় আর্য-বংশে দপতির সর্বোচ্চ স্থান
আসত শিবের, মহাভারতে সে সময়ের মন্ত্র-যুগ্ম উপাখ্যান
দেখিলে পাওয়া যায়। এই সময় একটি উপাখ্যান আছে যে, সে
সময়ে কৌণ্ডলিকের পক্ষে গমন করিলে জ্যোতির্য হইত না; পরে
উদালক-পুত্র শৃঙ্খলভু নিজ জন্মনীকে এক পুষ্কর কর্তৃক অঞ্চল
দেখিল। এই নিম্ন করিলেন, অদ্যা বিচি যে বৃহদশোক পুপক্ষ-সংগ্রহ
করিবে, এবং যে পুষ্কর পরবর্তী স্ত্রীকে পরিবারের পরিবর্তে
অবৃহত হইবে, উভয়ের উপ্রুপি সমৃদ্ধ ওঠো পাণে পরিলুক্ত হইবে।
বৃহদশোকের উদ্বিধত্রুণ বৃহেচার-প্রক্র যদি একটি যার বটের কথা
যদি, তাহা হইলে এই উপাখ্যানটি হিন্দু-সমাজের একটি অতীতে প্রাচীন
অবস্থায় পরিচালিত হইল। গণ্য করিতে হইবে।

রামায়ণ ও মহাভারতে যে সমস্ত উপাখ্যানের সমন্বয় বর্ণ আছে,
বেদ শাস্ত্রে তাহার অভিজ্ঞতা সংক্ষেপ, কর্তকলঃ বা অনেক
কারণ অন্য আবিষ্কার, ও কোন কোন ব্যক্তির বা বিশেষ স্থানের বিষয়ে
দেখা যায়। অনেক অনেক পুরনুবেল নাম অংশে পরিবর্তিত
ও পরিবর্তিত হইয়া ঐ দুই মহাকাব্যের মধ্যে সংক্ষিপ্তি হইল। একথা
বলা বাস্তব। এই সমূহের মধ্যে কোন কোন প্রাচীনতম
বিকাশ কথা অনেককারণ পুরাতন পৌরাণিক দুর-বিশ্বেষ্যের মহামায়া-
প্রকাশ বিক্রিত হইয়া অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। পশ্চাত
বিকাশ ভারতের অবস্থায় তাহার কিছু কিছু উদাহরণ প্রদর্শিত হইবে।

* আদিপঞ্চ ১২২। ১৭−১৭।
মহাভারতীয় অনেক উপাধীয়ে বেদান্ত ধর্ম-লক্ষণই লক্ষ্য হইয়া থাকে। নলোপাধ্যায় ও বিশেষতঃ মহাভারতের মধ্য-রেখার একটি প্রাচীন প্রবন্ধ। শরথ প্রাঙ্গণে নিষ্ক-পাতি না “নলনৈবৈধ” বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উক্তিবিদ মধ্য-রেখার বর্ণনায় ইহা, অখ্য, যথা ও বায়ুকে দেখিয়া পাইবে। তাহার মহাভারতের প্রাচীনতত্ত্বাতীত হইয়া তথায় উপস্থিত হন। ঐ মধ্য-রেখার-চৈতন্যের সময়ে পৌরাণিক ধর্ম প্রচলিত থাকিলে, গুণপতি হস্তিতে লঘু গ্রন্থ করিয়া পাকন আর না পাকন, কুপাংক সাগর কাত্তিক দর্শনের সমাচার হইয়া গুল-দেশ অসাধিত করিয়া। উপবিদ ছিলেন এইরূপ বর্ণিত হইতে হইত তাহার সমন্ধে নাই।

এখানে অর্থে-সমাজে বর্ণ-বিচার ছিল না।, কালক্রমে উহার প্রবর্তিত হয়। হইলেন ব্রাহ্মণেরা শতক্রম। এবল হইয়া উঠেন। তাহারা যজ্ঞ-স্নাতকদের ক্ষুধাদির পৌরাণিতে-পদে নিযুক্ত হইয়া উদ্যানী সংস্কৃত সমাজের সম্পন্ন করিয়া দিতে থাকিয়া। নলোপাধ্যায়ে দেখিয়া পাওয়া যায়, তাহার পৌরাণিতে ব্রতী হইয়া নলের অর্থেণ চতুর্দিকে গমন করেন, কিন্তু তাহাদের পৌরাণিতে-পদে উদ্ধের উদ্দেশ্ন নাই।

পৌরাণিতে প্রথা-স্থানের যুদ্ধিতের সহিত রূপপূর্ণ উদ্ধার-ক্রিয়ার সম্পর্ক করিয়া দেন, নলদর্শনের বিবাহ স্রোতে কোন প্রাঙ্গণ-পুরূষ করিয়া দ্বারা সম্পন্ন হইয়া রাখা লিখিত নাই, রাজা নিজেই কোন সম্প্রদায় করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সমাজের প্রাচীন-বোধক পূর্ব-লিখিত অনু অজ লক্ষণ প্রদান রহিয়াছে, তথাকথন এ বিষয়টি একাকিনী তাদৃশ একটি লক্ষণ বলিয়া মনে করিয়া পারা যায়। স্নাতিক্ষেত্র-রেখার সময়ে ব্রাহ্মণের মহিমা ও ব্রাহ্মণের প্রচুর গণনা স্পর্শ করিয়াছিল ইহা পূর্বেই দৃষ্ট হইয়াছে।। অতএব নলোপাধ্যায়ের সুল রূপোতে ঐ সময়ের পূর্বেই উৎপন্ন বলিয়া সহজেই প্রতীক্ষায় হইয়া উঠে।

রামারঞ্জন ও মহাভারতে বর্ণিত কতকগুলি সামাজিক রীতি নীতি

* ৬০ পৃষ্ঠা দেখ।
† অপি প্রক। ৮১ অধ্যায।
‡ Talboys Wheeler’s History of India, vol. I, 1867, Part III, Chapters II and III দেখ।
উপক্রমশিকা। । ১৪৭

অভাব প্রাচীন এ কথা পুর্বকে একটি অবধি লিখিত হইয়াছে। এমন কি, মুসজিবতা-গ্রন্থ ধর্ম-প্রণালী প্রচারিত হইয়াও পুর্বকে তাহার কেন কোন বিষয় প্রচলিত ছিল। যে সময়ে রামায়ণ ও মহাভারতে যেই সমস্ত বিষয়ের উপাধিকাখণ্ড সংগৃহিত হয়, সে সময়ের পুরুষ ইন্দু-মায়াশ হইতে সে সমস্ত নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত এ উভয় প্রাচ্য-সাহিত্য-কারের। সেই উপাধিকাখণ্ডে পরিবর্তন পুরুষের নিজ সময়ের উপযুক্ত ও নিজ মতের অতিপৌর্ণক করিয়া বর্ণন করিয়াছে। এ শক্তে এ বিষয়ের ডুই একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে; পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে।

গৌরীলোকের বহুবিধ ইন্দু-মায়াশের একটি প্রচলিত প্রথা ছিল।
বেসামরিত নে বিষয়ের অভাব আছে ও মহাভারতের মধ্যেও তাহার নিদর্শন নিবৃত্ত হইয়াছে। যদুভাষে, যুধিষ্ঠিরার পক্ষপাতের এক মৌলিক পারিপার্শ্ব হইয়া পুরুষের উদাহরণ উদাহৃত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত সংগ্রহ-কার এই শক্তে লিখিয়া, পাণ্ডুর। গৌরীলোক-সমবায়মারের গৌরী-প্রভাব-গণনা পুরুষের নিজ জননীকে কহিয়াছেন, মা! আমার আত্ম আদর নিদর্শন লাভ করিয়াছি। ঐতিহাসিক মাতা এই পর্যন্ত শুনিয়াই কহিয়াছেন, বৎস! তোমার পাঠ সহায়ের উচ্চ বিস্মাত করিয়া লেখ। মাতৃ-আজ্ঞা লজ্জা করিতে নাই, অতএব পাঠ সহায়ের এক গৌরীলোকের পারিপার্শ্ব করিলেন।

* ১২২ ও ১২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† বৈদিক সময়ে গৌরীলোকের বহুবিধ একটি প্রচলিত প্রথা ছিল।
গৌরীলোকের পঞ্চাধি-প্রণালী একটি বাদলির ঘটনা হইয়া থাকে, তাহার হইলে ঐ প্রাচীন সময়েই এই সমস্ত হইয়াছিল তাহার সমূহ নাই। কালক্রমে উহা অপ্রচলিত হইয়া গেলে, মহাভারত-সংগ্রহ প্রাণিত-বিষয়ে মহাভারতের মধ্যে গৌরীলোকের বহুবিধায়ক কোষফলকে প্রচলিত-অভিযান একটি প্রাচ্য ব্যবহার বর্ণন করিয়াছেন। ভোটে দেশে গৌরীলোকের বহুবিধ অদাপ্রণা প্রচলিত আছে। তথাকার এরূপ রীতি গৌরীলোকের পঞ্চাধি-প্রণালীই অর্হ অনুসরণ। সচরাচর হুই কিন্তু ভিন সহায়ের এক ভাবে নইয়া এক সংসার-ধর্ম করে এইরূপ দেখা যায়। কেন কোন পরিবারের মধ্যে পাঠ জ্ঞান সর্বজনীন এক প্রাচ্য পারিপার্শ্ব করিতে দেখা যাইয়াছে। স্বন্ত বৃত্তে ও বিভিন্ন তাই কার ধন-লোকের মধ্যে এই প্রণয় প্রচলিত আছে। কিন্তু অভাব সহায়ের
ব্যবহারের শপথবাক্য অপরিপূর্ণ অন্যান্য ব্যবহারও এক প্রাচ্য ব্যবহার করিয়া থাকে। কালুখ, টাঙ্গাইল, উত্তর আদিকালীন ইত্যাদি।
রামায়ণে লিখিত আছে, রাজা দশরথ একটি ওহি-কুমারের প্রাণবধ করেন। কিন্তু শ্রীসুন্দরীতে সুরথ-বেরের পর গুহতের মৃত্যুর আর কিছুই নাই।* রাজা দশরথ মৃত্যুর পর ধর্মিক পুণ্যাত্মী পুকৃষ। তাহার এই অমৃত অবশিষ্ট পাপ-কাণ্ড-সংখ্যাত সত্য নয়। এই নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে, সেই ওহি-কুমার ত্রাণ-তনয় নয়; বৈশ্রবেশ তীর্ণে ও শুক্রার গর্ভে তাহার জন্ম হয়। ২ তাহার বধ করিলে ব্রাহ্ম-হত্যার ফলভাগী হইতে হয় না।

পূর্বে হিন্দু-সমাজে স্ত্রীয়েরা অধিক বয়সে বিবাহ-পথে পালিত ছিল। কখন কখন কন্যা-কালেও পুকৃষ-মার্গে ঘটিত সংস্কার করিলে, সেই সংস্কার কারী বলিয়া উল্লিখিত হইত। মদুরঘিন্তিয়া এবিষের প্রস্ত ও ব্যবস্থা আছে।৩ কর্ণ কুক্তির কাণী পার্থ। যে সময় এ বিষয়ের রূপতা বিচিত্র ও মহাভারতে সংজ্ঞায়িত হয়, সে সময়ের পূর্বে ঐ ব্যবস্থার রূপিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে, দ্বর্কাসী। কুক্তির অধিক-সংক্রান্ত সন্ধিত হইয়া। তাহার পর পুকৃষ-পাঠাধি বিষয়ের একটি মানুষ উপদেশ দেন; কুক্তি কন্যা-কালেই সেই মানুষ পাঠ ধারা দ্বারা পূর্ব-দেবকে আবৃত করেন। ব্যবস্থা এই মানুষ-প্রভাবে তৎসমাধিতে উপলব্ধ হইয়া। তাহার গর্ভপাত করিয়া যায়, এবং মহাত্মীর কর্ণ সেই গর্ভে জন্ম প্রাপ্ত করিয়া নিত্য জননীর উদাহরণ-সংক্রান্ত সম্পদ হইবার পূর্বেই তৃণমূলে হয়। 

অত্যন্ত পূর্বে হিন্দু-সমাজে যে সময় আচার বাবার সাধনায় প্রচলিত ছিল, তদনুসারী ক্রিয়া-বিষয়ে যখন ব্যক্তি-বিষয়ের কারণ-ধীন নহে তখন তাহার উদাহরিত রূপ নীলাঙ্গা বালিকাকে অন্য কোন রূপ মহাসাগর। সন্তুত ও সন্ত হয়।

রামায়ণ ও মহাভারতের কেবল ধৈর্য্যের রূপান্তর নয়। এই উভয়ই মুক্ত-সমাহিত বিশাল বুদ্ধের ভূমিক্ষর। বৈদিক ধর্ম রূপে প্রাপ্ত তর তুক-দণ্ডে পৌরুষের ধর্মরূপ এবং মুক্তকথা বহুমূল্য হয়, এই 

* The Abode of Snow by A. Wilson 1875, pp. 224—236 দেখ।
উপক্রমিকা । । ১৪৯

বৃষ্টকে নিষেধ করিব। ফেলিতেছে এইরূপই দৃষ্টি হইয়া থাকে। এই অভিনন্দন ধর্মের মতে রূপক, বিন্দু, শিব ও ভদ্র শক্তি সমূহেরই প্রধান দেবতা ও মুখ্যরূপে প্রধান উপায়। এই ভিন্ন দেবতার সমবেদ্র নাম নিয়ূন্ত। পোঞ্জুরিক ও তাত্ত্বিক মন্ত্রযজ্ঞী ব্যাখ্যাসাক্ষরে, এই নিয়ূন্ত শক্তির অতিপ্রাণ। পশ্চাদঘাতপ্রসন্নের পার এই বিন্দু শিবাদির মূল রচনারের বিষয় বিবেচিত হইবে। মহাভারতে রক্ষার মহিমা অনুপ্রাণিত ধর্ম দেখা যায়; শিব ও বিবিদুর্পাপসারই প্রাকৃতিক দৃষ্টি হয়। প্রাণ নামে ব্রহ্মার পুরুষ মহিমার কিছু কিছু নিদর্শনো লক্ষ হইয়া থাকে। এই অন্তিপ্রাণীন মতে বৈদিক দেবগণ একবারে অগ্রাহ্য নহে; কিন্তু অপেক্ষা নিরুপক প্রতি অবস্থিতি হইয়াছে। ইহুদ দেবরাজ বলিবা। লিখিত বর্ণে, কিছু ব্রহ্ম, বিন্দু ও শিব তদপেক্ষা অতিশয় উন্ধার পদে প্রতিশিষ্ঠিত। বর্ণ আর্য-কুলের অতিপ্রাণীন প্রধান দেবতা। *। বেদ-নিদেশ দৃষ্ট হইতেছে, তিনি কখনও পূর্ণাঙ্গ ও হৃদয়দেশ শক্তি ও ক্ষম ও ভক্তি ও মহাস্তু সাধনা পূর্বক আত্মপূর্ণ শাসন করিতেছেন ২, কখনও শিশুকৃতি হইয়া চন্দ্রমগুলি পরিচালন এবং নক্ষত্রগুলি প্রক্ষণ ও অপরিক্ষণ করিতেছেন ৩, কখনও মিথিলা দেবের সমাহিত সমৃদ্ধি হইয়া নবামগুলি এদিত্ব ও মহাবর্ণের পথ প্রশস্ত করিতেছেন ৪, কখনও সমঘাত নিত্য পুণ্যপূর্ণ রূপ অপরাধের মায়েক ও গুণক্রমের শাসন ও পুনর্জীবন সৃষ্টি ও পুনর্জীবন সৃষ্টির নন্দন লোকের সত্তাময়ী এবং সুস্নায়ু ক্রিয়ায় সমৃদ্ধির অনুপ্রাণ সৃষ্টি এবং প্রতিপাদ্ধরণ বিহিত হইয়া গুপত অপরাধাঙ্গে মার্জিতা করিতেছেন ৫। ইহুদি এই অভিনন্দন ধর্মপ্রাণীর বিবরণে দৃষ্ট হয়, তিনি এই সমায় বিস্তারের মতে বিশ্ব বিশ্ব শক্তি দৃষ্টি হইয়া কেন্দ্র জল- দেবতারামে অবস্থিতি করিতেছেন। তাহার রম্যতার ও মহাভারতের যে সকল স্থলে বিন্দু শিবাদি পোঞ্জুরিক দেবাদির মহাস্তুকথা কথা ও সহন কথা রাম-কুলের ঐতিহ্য-প্রতিপাদ্ধরণ-কথা বিবিধতার হইয়াছে, অথবা সহী সকল স্থলের যে সকল অংশে এই সমুদ্রায় বিশ্বৰূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অনুপ্রাণিত অগ্রাণীন বলিবা। অক্ষেপে নির্দেশ করিতে পারা যায়।

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমকোনের ১৯-২১ এবং ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা দেখ।

১। বান্ধব-নতিহিত । ৪। ৪। ৩ ও ৪। ৫। ৮৩। ১। ৬। ৭০। ১। ৭। ৮৬। ১। ৭। ৬৭। ৫। ৩৬ ইত্যাদি।

২। বান্ধব-নতিহিত । ১। ২৪। ১০। ১। ৮৪। ১৪। ২। ১। ৪। ৩। ৫। ৪। ১৮ ইত্যাদি।

৩। বান্ধব-নতিহিত । ১। ২৪। ৮। ১০। ৬৫। ৫। ইত্যাদি।

৪। বান্ধব-নতিহিত । ১। ২০। ৭। ৯। ২১। ২। ২৮। ৫। ৭। ৯। ১। ৪৯। ৩। ১০। ৮৫। ২৪। ইত্যাদি।

গেয়। অগ্রীন নতিহিত । ৪। ১৬।
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়ের কিছু অন্যন্য উল্লেখযোগ্য বিষয়। উল্লেখিত দুর্গ-স্তম্ভের ২ এর প্রথম সংবাদ ৩, উল্লেখিত শিব-স্তম্ভের ৪ এর অর্জন নয় দুর্গ-স্তম্ভ, মহাদেব কর্তৃক পাণ্ডুষ্টিকের দ্বার-রক্ষা ও অন্যান্য সাহিত্যে নির্দিষ্ট তীর্থার যুগল ও তৎক্ষন্তর শিব-স্তম্ভের বিষয়। ৫, বিষ্ণুর রামরূপের অবতরণ ৬, রূপাদিত্যের বিরুদ্ধের ভগবদ্গীতা ৭, সুকুমারের কাব্য বিষ্ণু-মহাদেব ৮, অন্য অন্য নামাশ্রেয় লিখিত বিষয়৷ ও কৃষ্ণের নামারূপ মাহাত্ম-বন্ধু ৯, ইত্যাদি রামরূপ ও মহাভারতের অনেকাত্মক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভূত ধর্ম-প্রতি-পালক অনুচালনের কথা বলিয়া অন্যান্য কিছু হয়। বিষয়স্তিতের উপাসনা সহকারে তাহাদের বিশেষ বিশেষের অভ্যাস ১০, কল্পভেদ ১২, সতাত্ত্বক্ষর যুগী-ভেদ ও যুগ-ধরম ১২, মায়ার অনমৃত ও অনজাত পরম্য পাণ্ডরূপে বিষয়।

১। বন্ধনির্ণয় ৩৮-৩২ অংশ ১।
২। ভারবর্ষ ৬ অংশ ১।
৩। শাস্ত্রকত্ব ২৬৫ অংশ ১।
৪। তীর্থাকর্তা ২৩৩ ৪-১৬।
৫। পূর্বতন পর্যালোচনা ৬ ও ৭ অংশ ১।
৬। রামরূপ ১৬৩ ১৭ অংশ ১।
৭। তীর্থা পোড়া ১৩-৪২ অংশ ১।
৮। শাস্ত্রকার বছল।
৯। সম্প্রদায় ৩৭ ও ৩৬ অংশ ১। উদ্যোগ পর্যালোচনা ১২৯ ও ১৩০ অংশ ১। শাস্ত্রকার বছল।
১০। মূঢ়া, কুঞ্চ, যুক্ত, পাল, অর্থাৎ অর্থাৎ ।
১১। শাস্ত্রকার বছল।
১২। শাস্ত্রকার ১৩১। বার্ণমহার নামারূপের নামারূপ অংশের অংশ অংশ অস্তিত্বকে কৃত, রেত, দ্রাক্ষর এই দুইটি শব্দ প্রাচীন অংশের অস্তিত্বকে কৃত, রেত, দ্রাক্ষর। এই শব্দ অস্তিত্বকে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের ধরনেরের নাম রূপ ও অপর একটি ধরনের নাম কল্পনা করে নিশ্চিত করিয়াছেন।

বে যে অমৃতে কর দর্শন।
অথ যে প্রতি কর: হঃ।
নারায়ণচারী উত্তম ভাষায় ঐ পুরাণগুলি রূপে-যুগ ধরম ও কল্পিত ধরম বিষয়ে করিয়াছেন। উত্তম যে পুরুষ শঙ্করচারী ও অন্যমন্ত্রিনী ইহারা হোমগোপরিচিত ভাষা ও প্রকাশ মধ্যে ঐ নগর পাণ্ডু অন্তর্ভুক্ত ধরম বিষয়ে বিষয়কর করিয়াছেন।
উপক্রমিকা।

সংখ্যা। এই সমস্ত অপেক্ষাকৃত অভিনব বিষয় প্রাচীন হয়। লোকে সহস্রা বৎসর ও তাম্মত্ত্বে কেহও দস্য হইত বর্ষা বা তত্ত্বাবধিক কাল জীবিত ছিল এই রূপে লিখিত আছে ২। কেহ সহস্র ২, কেহ বা দশ সহস্রা, অপর কেহ ষষ্ঠি সহস্র। বৎসর ৩ সভ্য করেন এই রূপে বর্ণিত হইয়াছে। একাধারে গ্রাম অতীত প্রাচীন নয়। অতীতকে হিন্দু-সমাজে শতাব্দী শতাব্দী বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রাচীনত্ব সংক্রান্ত শাস্ত্রে ও তারপর অপর বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ হয়। শাস্ত্রেই লোকের দীর্ঘায়ু বলিয়া কাজিত রহিয়াছে।

(এই পুস্তকের অধিক ভাগে প্রকাশিত উপক্রমিকায়র ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।)

প্রশ্ন শরৎ জীবন মরদঃশম্ভু।

ঝঃ সং। ৭। ৬৬। ১৬।

আরু যেন শত সংখ্যক শরৎ দর্শন করি। যেন শতসংখ্যক শরৎ
জীবিত থাকি।

ফুলধোলে কল্যাণী জিজ্বিবেষ্টন সম্বন্ধে।

বামননেয়ঃ সংহিতোপনিষদ । ২।

ক্রিয়া, কল্পনার অনুষ্ঠান পূর্বক ইহ লোপকে শত বৎসর জীবিত থাকিতে
ছিল করিতে।

মহাভারতে বৌদ্ধধর্ম হইতের কোন কোন মত প্রচলিত হইয়া। শাস্তি-
পর্বে অহিংসা-ধর্মের বিষয় প্রশংসা আছে ৫। কিন্তু এই হিন্দু-
ধৰ্মের আদি ধর্মের অস্তহিত ছিল না। সংহিতা ও রামায়ণ উভয়ে-
তেই অস্তমেঠ, গোমেঠাদি হিংসা-ক্রিয়ার তুলি তুলি ব্যবস্থা আছে।

“জান” জনানান যে বালকাদে মর্যাদাবর্ধনে।

চাঙ্গারোপনিষদ, ৪ প্র পা, ৪ অংশ শক্তিত-ভাষ্য।

চূড়ি পদঙ্গে বিষয়ে যে অভিভাবক চারি চিন্তা বিশেষে, তাহাকে কৃত্ব বলে।

অস্তম সুন্দর কৃষ্ণ ক্রোধত্বা; য পুরুষাধিকরণ সর্বত্র। অস্তম হায়তী
স্ব দ্বিয়ামন্ত: য ক্লান্ত্রধারণ তুলি ব্যাখ্যাঃ।

উপলব্ধি তুলির আনন্দার্গার-রূপ দীঘা।

আকরে যে ভাগে তিন চিন্তা ঘটে, তাহার পাদু, যে ভাগে মুহ অক্ষ ঘটেক,
তাহার পাদে, অর্থাৎ যেভাবে এক অক্ষ ঘটেক, তাহা করি বলিয়া উপলব্ধিত হয়।

১ শালিপুর্ক। ২৯। ৫৬, ৬২ ও ১১৫। ৩০। ২।

২ যেমন বিশ্বামিত। গালকাতো | ৫৭। ৪।

৩ যেমন গৌতম। শালিপুর্ক। ১২৯। ৫।

৪ শালিপুর্ক। ২৭৯।
ঐতঃহিংসা-ধর্মে অহিংসা-ধর্ম প্রচার করিয়া যায়; স্ত্রীরাং তাহা হই-তে এই হিংসা-ধর্মে সপ্তভিতৃ হইয়াছে বলিতে হয়। ঐতিহ্য মার্গবাদ ও নির্বাচন্তি-বৌদ্ধধর্ম হইতে পরিত্যাগিত হইয়াছে।

মহাভারতের বিষয়ে এখানমত যাহা কিছু লিখিত হইল, সমস্তই অস্তিত্ব পর্যন্ত বিশ্বাস জানিতে হইবে। হরিবংশ এখানে প্রতিস্পর্ধা এসে।

উহা উত্তরকালে বিচিত্র; এই নিমিত্তই উহার নাম ধিল হরিবংশ। ধিল শহরের অর্থ উত্তর কালে সংযোজিত। অস্তিত্ব পর্যন্ত সহিত হরিবংশের অভিধেয় বিশেষ ভূমি কিড়ি দেখিলে, ইহা অন্ত সময়ের অগ্রগ্নিতর পুনরায় বলিয়া নয়ই এতীতি জ্ঞাত। বস্তুতঃ এখানে একখানি বৈষ্ণু-সম্প্রদায়ের পুনরায় বলিলেই হয়।

যদিও ইহা অস্তিত্ব পর্যন্ত অপেক্ষা অপ্রচলিত, তথাচ নিয়মসংহত অধী-নিক এই নয়। ধূতকের একদিন শতং তীতে পুরূর্বকান্ত আলীবর্ণের অধীনীর্ম নিজ শক্তে ইহার প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন । কিছু পরেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই সময়েরও অনেক পূর্বে বাসবদত্ত-প্রণীত।

সুর্খু উপমা-সূচনা ইহার নামে মূলে করিয়া যান। কাশনী ও হর্ষচরিত-রচিত। বাঙ্গালি বাসবদত্ত বিশ্বাসের এই প্রসঙ্গ করিয়াছেন।

* কবিযাইনামগলূরূপি নন্ন বাসবদত্তায়।

হর্ষচরিত। ২ এবং।

বাসবদত্ত একাদশ হইলেন, কবিগণের দর্প একাদশেই চূর্ণ হইয়া গেল।

অতএব বাঙ্গালীর সময় নির্বিশিষ্ট হইলেই স্ববন্ধের সময় নির্দিষ্টের উপযুক্ত নির্বিশিষ্ট হইতে পারিবে। ভিটাণ্ডুন্দু নামক চীন-দেশীয় তীতখাতি উপমার সময় শতাধিক প্রাঙ্গনে ভারতরাজে আনিয়া অনুষ্ঠান করেন। তিনি লিখিত গিয়াছেন, কানাকুতের রাজা শিলাদিত্য বিশবার্ণের অধিক কাল রাজ্য করিয়া ৩৫০ চুন শত পঞ্চাশ ক্ষুদ্রে প্রাণভাণ্ডার করেন। এই শিলাদিত্যের অন্য নাম হর্ষবর্ণন ও দৌহীর পীতার নাম প্রতিরক্ষণ। এদিকে শ্রীমত ফুল হর্ষচরিতের মধ্যে প্রতীয়-শীল প্রভাবকর্ষণ ও দৌহীর পূজ্য হর্ষবর্ণনের নাম প্রাপ্ত হইয়া অপর-কালীন সবমধ্যে উপক্রমিত মধ্যে তাহার প্রসঙ্গ উপস্থিত করে। অন্য এক পুজোর নাম রাজবর্ণন ও কন্যার নাম মহাদেবী বা রাজপুরী।

হর্ষচরিতের চতুর্থ উপমায়ে ইহাদের জন্ম-সম্পাদনায় বিবর্ণিত হয়েছে।

* কীর্তিপুরী। ২৬। ৭২। ৩১। ১৫।
† পুরাণদুর্গপারিধিতে।
‡ Journal Asiatique, Tome IV, August 1844, p. 130.
উপক্রমিকা। ১৫৩

চীন দেশীয় উল্লিখিত তীর্থযাত্রীর অমগ-রূপকের কারণাতে অনুবাদক শ্রীরাম জুনিএ এক স্থলে লিখেন, হই পুরুষ তিন রাজা। একাধিক সম্পদ্রুপ সংগত হইতেছে। প্রভাকরব্ধন উল্লিখিত পুরুষ এবং হর্ষবর্ধন ও রাজবর্ধন তাহার অন্যতম পুরুষ। অতএব প্রভাকরব্ধন, রাজবর্ধন ও হর্ষবর্ধন এই তিন পিতা পুত্রের সংঘা বিষয়ে হর্ষচরিতের সহিত উল্লিখিত তীর্থযাত্রীর অমগ-রূপকের সম্পূর্ণ এরা দেখা যাইতেছে। হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রদর্শিত প্রমাণ পার্থিব করিয়া লিখিত হইতেছে, দেখিলেই স্পষ্ট জানিতে পারা যাইবে।

হর্ষচরিত।

হিন্দু পুন্নের অমগ-রূপকে।

প্রভাকরব্ধন


d|d

রাজবর্ধন হর্ষ বা মহাদেবী রাজবর্ধন এবং শিলাদাতা হর্ষবর্ধন বা রাজাদী বা হর্ষবর্ধন

উল্লিখিত তীর্থযাত্রীর অমগ-রূপকে অনুসারে, হর্ষবর্ধন খৃষ্টাদের সমধ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিহিন ছিলেন। দক্ষিণাপথের চারুকা-বঙ্গীর রাজা বিহরাবলীভের ভাষায় চৌদহ শাসন গ্রহণ করিয়া, তাহার প্রতিমণ রাজা সতাপ্ত উত্তরদেশীয় হর্ষবর্ধনকে পরাতন করেন। বিহরাবলী ৭২৭ শতাব্দীর অর্থাৎ ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে গীতি ছিলেন। এই প্রমাণ অনুসারেও, খৃষ্টাদের সমধ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বা প্রথম চতুর্থার্ধে শ্রীহর্ষবর্ধনের বিহিন ছিলেন থাকা। সমর্প-তোলোচনায় সমধ ও সচরাচর হয় না। আর একটি প্রমাণ এ বিষয়ে এক-রূপ নিঃসংশয় করিয়া তুলিতেছে। বাণিজ্য হর্ষচরিতে লিখিত আছে, হর্ষবর্ধন প্রাচীনবিতে অর্থাৎ কামরূপে উপস্থিত হইয়া অব-

† শ্রীহর্ষের নাম কেন খুলনে এলাদু হর্ষ, কুর্মলি হর্ষদের ও কেন কোন খুলনে স্পষ্ট হর্ষবর্ধন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।
শেষে তাঁর রাজ্য ভারত বর্ষার সহিত মিলিত। করেন *। এ পথে উল্লিখিত চীন-দেশীয় ভারতীয়র অর্থনীতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি কাছাড়ের অধীনে ভারত বর্ষ সহিত সামঞ্জস্য করেন †।

প্রাগুক্তীতের অন্য এক নাম কাম্পুর। পশ্চাত বাম ভাগে হর্ষচরি-নির্দেশ অনুসারে উক্ত বিভাগের প্রাচীন ও দক্ষিণ ভাগে চীন-দেশীয় ভারতীয়র অর্থনীতিতে লিখিত ঐ ভাষার বর্ধমান-সম্পৃক্ত কথাগুলির ভাঙ্গার্থের কথ্রেত্র অনুৰূপ উক্ত হইতেছে। দেখিলেই বিশেষতম তৎসঙ্গম হইবে তারার সন্দেহ নাই।

হর্ষচরিত সমুদ্রোক্ষাণ।

আরগ্ন্যোক্তিভাষিত ভারত বর্ষের সহিত মিলিত হস্তের নামকুক্তিভাষিত হর্ষসম্বন্ধকে করিলেন।

××× তন্ত্র চ যুদ্ধায়ত-নামো দেবম মহাদেবঃ খ্যা-মাতৃদেবঃ ভাক্কায়তিভূতিভূতি-বন্যাসরাম্য খানায় সান্নি ভীন্ধ হুঃ কুমারো, সমস্যাত।

××× সেই (যুদ্ধক নামক) যুদ্ধীক্ষাত রাজ্য স্বর্ণে মহ-দেশী বাধাদেয়ীর গর্ভে শ্রীশ্রু-পুষ্প ভীষণের মত হর্ষ-সদৃশ তেজাতে-বিশিষ্ট কুমার কহ প্রহ করিলেন; জীবাণু অন্য এক নাম ভাষার বর্ধ।

××মানস্যানিনিদ্রাব্দিন মূল্যে।

আরগ্ন্যোক্তিবুলি অর্থাৎ কাম্পুরের অধীনে মহারাজের সহিত

উল্লিখিত চীন-দেশীয় ভারতীয়র অর্থনীতির প্রাচীন।

Hionen Thsang ×××× thence proceeds eastward to Kamarupa (Assam). ×××× Its king was a Brahman, named Bhaskaravarma, and he bore the title of Kumara; although not a follower of Buddha, he received Hiouen Thsang with kindness and treated him with every mark of respect. Elphinstone's History of India, edited by E. B. Cowell, 1866, p. 294.

হিউন থসাঙ্গ, ×××× তথাকথিত পূর্ব যুদ্ধক কাম্পুরের তাজা করেন। ×××× ভাষার বর্ধ নামে এক ব্রাহ্মণ ভাষার রাজা ছিলেন; তাহার উপাধি কুমার।

* হর্ষভূত। সমুদ্রোক্ষান।

উপক্রমিকা। ১৫৫

হর্ষচরিত সগুষ্মোচ্ছসি।
×××× অজ্ঞাতমৃত্যু করিতে
অভিলাষ করেন।

tবঙ্গে এই কথা বলিলে পর,
হর্ষবর্জন কহিলেন,

'হর্ষচরিত কর্মভূবন তাহি তাহি
মহামালি ××× পরালুপ।
ফুটি খির্নজুতি সমি মহিষ-
মাঘায়া খোল্লাপি বর্তনে।

হর্ষচরিতে তাহান মহাশী। বধন
মহর্ষিদের অস্ফলতাকে স্বাভাবিক প্রকাশ করিতেছেন তখন মাদুশ
ব্যক্তির মধ্যে কিবা তাহার
অন্যায়প্রাপ্তি করা যাইতে পারে?

হর্ষচরিতের সম্প্রদায়ের
নামা প্রাণে ভাষার বাণ্যের নামাতর
বা উপাধি-বিশেষে কেবল কুমার
বলিয়া। উল্লিখিত হইয়াছে।

দরেন্দ্রাবধি ভিক্ষায়
লতীনা বিপ্লবে জাদুমালিন্থনালো কাথ
ক্রমাক্ষরের ছতি।

রাজা আশ্চর্য ব্যক্তিদিগকে
পরিভাষা করিয়া হনসেবেকে
কহিলেন, মহাতের কা কি?

একপ অসঙ্গ, বিভিন্ন, দূর-দুরের এমন হইতে তিনি রাজকুমার অবিভিন্ন
পূর্ব বিষয়ের সর্বাঙ্গে পরম্পর এমন নিষ্ঠুর নিঃশেষ আমৃত-সূকল
প্রাপ্ত হওয়ার তরু-জিজ্ঞাসুর পক্ষে নেতিবাচকের বিষয়।

উক্ত প্রমাণে-
 হিন্দুস্তান, ভারত বর্ষ, হর্ষবর্জন ও উভয় সত্ত্বস্বত বাণভট্ট
এক সময়ে অর্থাৎ উভয় শতাশ্বের প্রথম পাশাপাশি পর্যাপ্ত হচ্ছে।

* হর্ষচরিত সাঙ্গে মিহতাকে অজ্ঞাতমৃত্যু বলে।
‌+ হিন্দুস্তান, ৬২৬ খৃষ্টপূর্বে বদর হইতে বিজয় করিয়া। আয়ত্তর্য পরি-
‌ধর্ম পূর্বক ৬৪৫ খৃষ্টপূর্বের বলিকালে নিক্ষিত হইয়া প্রকাশিত হয়।
স্বর্ভূত ধনাষ্ঠিতত্বের প্রথম প্রকাশণ করা হয় নি। স্বর্ভূত ধনাষ্ঠিতত্বের প্রথম প্রকাশণ করা হয় নি। এই ব্যাপারের জন্য কালিদাস সিদ্ধান্তিক লেখেন যে, বিশ্বাসপূর্বক, লোক মনোনয়নে এর ক্ষতি আছে। অন্যান্য লোকের তৃপ্তি বিষয়ের সময় পূর্বের প্রক্ষিপ্ত হয়। এই ব্যাপারের জন্য কালিদাস সিদ্ধান্তিক লেখেন যে, বিশ্বাসপূর্বক, লোক মনোনয়নে এর ক্ষতি আছে।

* কালিদাস সিদ্ধান্তিক লেখেন যে, বিশ্বাসপূর্বক, লোক মনোনয়নে এর ক্ষতি আছে।

† Fitz Edward Hall's preface to Vásavadatta, 1859, pp. 11–17 and 51–52, and the first article of the Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1862 পাঠ কর।

‡ কালিদাস সিদ্ধান্তিক লেখেন যে, বিশ্বাসপূর্বক, লোক মনোনয়নে এর ক্ষতি আছে।

§ কালিদাস সিদ্ধান্তিক লেখেন যে, বিশ্বাসপূর্বক, লোক মনোনয়নে এর ক্ষতি আছে।

|||
উপক্রমিক । । ১৫৭

অষ্টাঙ্গ বর্ধমান হরিবংশই অথবা তাহার প্রভুর ভাগ প্রচলিত ছিল
ইহাতে আর সদেহ রহিল না।

একথা একথান ভিন্ন প্রধান পুরাণ-বিশেষ এরপ কথা পুনরায়
একবার চুকিয়া হইলান । ইহার ভূতি ভাগ কিছুই বহাল, বাসন,
হুসিংহাদি অষ্ঠার, নানা প্রকার দৈত্য দানবাদির সহিত যুদ্ধ ও অন্য
অন্য বিভিন্ন সংঘটিত হইন পরিপূর্ণ । বিশেষতঃ ৩০ বাটি অধ্যায় অবধি
৩.৬ অধ্যায় শেষ অধ্যায় পর্যন্ত প্রায়ই বুঝা হইয়াছে যে, বুদবূষ-লিলাম, মাঝুর-
লিলাম, কৃত্তিকা প্রভৃতি তন্ত্র মাহাত্মা বিবরণ হই আর কিছুই নয়।

পুরাণ ।

সম্পূর্ণ পুরাণ ও উপপুরাণ একত্র করিলে একটি পুষ্প হইয়া উঠে।
নির্দেশিত উপলব্ধ ও বিস্মৃতি নয় সমস্ত বিলোচন করিলা তৎ-
সংক্রান্ত বহুতর তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতেছেন । পুরাণ শাস্ত্র অর্থ পূর্বতন:
তথ্যমার্গে পূর্বতন ঘটনাদির বিবরণ করে পুরাণের উদ্দেশ্য হইতে
পারে । পন্থায় দেখিয়া পাইলেন যাইবে, প্রচলিত পুরাণ সমূহের
কোন কোনো অধিক প্রাচীন নয়, কিন্তু অর্থ প্রাচীন ইত্যাদি
বাদক পুরাণ শাস্ত্রের সমবেত সম্বন্ধ প্রাচীন । রাজ্য, কল্পনাত্বক ও আচার্য্যাদি
উপাদান প্রকৃতি যে সমস্ত একই প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ অপে-
কার প্রাচীনতর বলির প্রথিত আছে, তাহাও মধ্যে কোন কোন
ভাষায় আচুর-বিশেষ বা প্রবন্ধ-বিশেষ পুরাণ বলিরা উল্লিখিত হইয়াছে ।

শতপথ-গোপথ-ব্রাহ্মণ এবং সাংখ্য-পাণিত এলাকায়, *
পুরাণবেদ বলির একাধিক শাস্ত্রের সমবেত আছে। অধ্যায় বৎসরের নবম
দিবসে অষ্ঠুর তাহে আরম্ভ করেন ।

অধ্যায় ২৫২ ঋষিসহ রাজ্যের * * *
পুরাণ ই ও তর্কাচিত কিংবা পুরাণ নামকরণ ।
শতপথ-ব্রাহ্মণ । ১৩।৪।৩।১৩।
অধ্যায় ই ইত্যাদি কথা বলিতে থাকেন ।
* * * যেখানে ইত্যাদি কথা বলিতে থাকেন ।
এই সেই বেদ ইত্যাদি বলিয়া পুরাণ-বিশেষ
কীর্তন করিতে থাকেন ।
এইরূপ, শতপথ-ব্রাহ্মণের অধ্যায় স্থানে ও অবকাশসংগঠিত অপরা-

* গোপথ-ব্রাহ্মণ । ১।১।১। সাংখ্য-পাণিত। ১৬।১। আচার্য-ব্রাহ্মণ।
১৩।১।}
ভারতবর্ষীয় উপাস্য-সম্প্রদায়।

পর বৈদিক গ্রন্থেও নানা বিধ শাক্ত-সংস্কার মধ্যে পুরাণ ইতিহাসের উল্লেখ আছে।

"অজবাড়ি জুলীর: সামবেদোয়ালব্ধিলাস ইতিহাসঃ পুরাণঃ বিদ্যা উপনিষদঃ লোকঃ ঐন্দ্রেনরুবা আনান। আহ্বানান।"

শতপথ-ব্রাহ্মণ । ১৪। ৬। ১০। ৬।

"ইতিহাসমূহ পুরাণঃ স্মৃতি নারায়ণ নারায়নীসীম।"

অথর্থ-সংহিতা। ১। ৬।

"লালনশালী নিতানি পুরাণসী কথানু গায়নারায়নসী।"

তৈত্তিরীয় অংশলক। ২। ৯।

"ইতিহাসঃ পুরাণঃ বিদ্যা উপনিষদঃ লোকঃ ঐন্দ্রেনরুবা আনান। আহ্বানান।"

রহন্দারগী তাল। ২। ৪। ১০।

যদিও বেদের উপনিষদ ভাগ অষ্টাদশ ভাগের অনুসারে মন্ত্র কন্তে ভারতবর্ষীয় পঞ্চদশীর মত তৎসম্মতিত্যাদি পুরাণের অপেক্ষায় প্রাচীন। বাস্তবিক এক্ষেত্রে যে মূল পুরাণ ও উপপুরাণ প্রচলিত আছে, তথাপি প্রাঙ্গনে উপনিষদ সমুদ্রের পরে প্রচলিত হইয়াছে। উল্লিখিত তরুণ কোন কোন উপনিষদের মধ্যেও পুরাণ শাস্ত্রের সম্পূর্ণ উল্লেখ আছে।

যদিও অজবাড়ি অঙ্গবিভিন্ন জুলীর সামবেদমার্গীচর্চা চতুর্দশমীতিসম্পূর্ণ পঞ্চম।

চালোগুপালিন্দ। সথম প্রাপ্ত।

তিনি কহিলেন, ভগবান! আমি খ্যান, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বেন নামক চতুর্থ বেদ এবং পঞ্চম বেদ-ব্রাহ্মণ ইতিহাস-পুরাণ অংশ আছি।

অন্য মহাতোম্বক নিবৃন্তমেতত্ত্বালয়বিভক্তে: সামবে- হর্ষোত্সিকৃত ইতিহাসঃ পুরাণ।

রহন্দারগীপার্কিন্দ।

এই পুরাণাঙ্কে তত্ত্বে খ্যান, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বেন, ইতি- হাস ও পুরাণ উৎপত্তি হইয়াছে।
উপক্রমণিকা।

হিন্দু সমাজে রামায়ণ ও মুসুল্লিহিরা পূরাণ অপেক্ষায় পরামর্শ অনুসরণ করা একটি বলিয়া প্রবন্ধ করা হয়। বাস্তবিকতা, তাহাই বটে। রামায়ণের স্থলে স্থলে অধ্যায়স্পর্শের রাজা দশরথের সার্থিক যুদ্ধ পূরাণবিদ বলিয়া বাস্তব পরিকীর্তিত হয়।

হাঁসক্রান্ত: পুরাবার্ষিকাগাম পুরাণবিনাদ।

পূর্বাভাসে তাত্ত্বিক যুদ্ধ: মন্ত্রিষ্য ১।

অধ্যায়কাট্ট। ১৫ সর্ব ১৯ পার্থ।

এই কথা বলিয়া, পূরাণে যুদ্ধ অনুপরের দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলেন এবং সেই সত্ত্বা অপরিনির্দেশ হয় যে মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপ, উক্ত কারণে সর্পের অথবা পাথরের অথবা শৃঙ্খলের সত্ত্বা অপরিনির্দেশ হয় যে মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপ, উক্ত কারণে সর্পের অথবা পাথরের অথবা শৃঙ্খলের সত্ত্বা অপরিনির্দেশ হয় যে মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পূৃণ। ৩ অ। ৩৩২ পার্থ।

অক্ষ-কৃত্রিমাত্র রাজ্যে রাজ্যকালে বেদ, ধর্মসাধন, আত্মানন, ইতিহাস, পূরাণ

অতএব একচিহ্নিত পূর্ণায়ণ মুসুল্লিহিরা প্রাচীনতর বলিয়া মাপে।

মহাভারতের বলিয়া লিখিত হয়। ইতাতে ইতিহাস ও পূরাণের অর্থ সমর্ভ করা গিয়াছে।

* পূৃণ পাথরের নাম দেখ।

† মহাভারত ইতানন বলিয়া লিখিত হয়।

মহাভারত আদিপারশ শাক্ত। ৬১ ও ৬২ পার্থ।
মহাভারতীয় উপাসন-সংস্কার।

এই মৌসুম পূজানোর কারণে দুইবার স্পষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, একথার গুলির পূর্ব ও পশ্চিমাত্র রচিত বা সঙ্কলিত হইবার পূর্বে পূর্বাভাস কথা বিবর্ধক অনু-বিশেষ পুরাণ ও ইতিহাস নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ফলতঃ পূর্বের যা অস্ত পূর্ণ ছিল, এসকার গুলির পুরাণের মধ্যেও তাহা স্পষ্টতর লিখিত আছে। কিন্তু পরের দুই হইব, পূর্ণের মধ্যেই একটি উপাস্যান সংবিধান আছে যে, এখানে সেই কথার সাধারণ পূর্ণ-সংহিতা প্রস্তুত করিয়া যুগকুলের সারময় লেখকের সাধা হইবে, সেই সাধারণ অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁহার তিন শিষা তিন সংস্কৃত প্রস্তুত করেন; এই চারি সংস্কৃত সার সরল পূর্বক বিশ্বপুরাণ রচিত হয়।

পূর্ণ ও ইতিহাস বিবর্ধক মূলক যেকি উক্ত হইল, তাহার কোন বনের পূর্ণ ও ইতিহাসের সংগ্রহ নিকটিত্ব নাই। ইতিহাসে বোধ হইতে পারে, পূর্ণে এ উক্তিনিবেশ সংখ্যা নিকটিত্ব ছিল না, সেই এ নামের পূর্বকন কথা এ নামে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্মীর বিষয়ক পরিবর্তকরে কেহ কেহ এরূপ আদি পুঞ্জের অদ্বৈকার্য করিয়া স্থিতি হইয়াছে। উপনিষদের মধ্যে যে পুরাণ ইতিহাসের প্রস্তুত আছে, তবিষ্ট সারময়চর্চা নিণিত্য হইয়াছে, তবু অন্তর্ভুক্ত দেবস্থানের দুর্লভ বর্ণনা প্রভূতির পূর্ণ ইতিহাসের অংশক্রিকা-বিবর্ধনের নাম পূর্ণ।

দুর্গাস্তর: সংবিধা অামুষিতায় ইতিহাসে। ইহার বায়োর নাম দিল্লিজীমঃস্বাস্থ্যমঃ অন্তর্ভুক্ত পূর্ণ সংবিধাস্তর কার্যময় দুর্ঘটনায় পূর্ণ কর্ম সংস্কারের জন্য।

সেন্টারের সাধারণ।

শহরচতুষ্টয় পুরাণের নির্দেশ থাকিয়া। তিনি বলেন, উক্তশাস্ত্রী পুরাণের বিষয়ক নির্দিষ্ট উপাসন-ভাগের প্রথম ইতিহাস অর্থাৎ প্রাচীনকালের রহস্য নাম পরিণত হয়।

হিন্দুস্তানীয় পুরাণমণ্ডল ইতিহাস অামুষিতায়।

রহস্যমণ্ডলের পথের চতুর্থ উপাসনের ভাষার।

অর্থাৎ, শহরচতুষ্টয় ও সাতরাঙ্গের অভিপ্রেতি হয়কেন্দ্রের উপর অন্তর্ভুক্ত স্থান প্রত্যক্ষ বিশ্বাস কথা সম্প্রতির নাম পূর্ণ এবং দেবের, অপর, গোপো, মূলভূমির কার্য মহান্তরের পর্যাপ্ত পূর্বাভাসের নাম ইতিহাস ছিল। রামায়ণের গৌরবকাণ্ড নর্ম সর্গ অবধি একদশ সর্গের একাধিক
উপক্ষেত্রিকা।

শৌক পর্যন্ত খ্যাতিগৃহের চরিত্র, লোমহর্ষণ হাঙ্কার রাজ্যে অনুরোধ, উত্তম কন। শাপার সহিত খ্যাতিগৃহ হিসেবে ইত্যাদি পুরাতন ব্যাপার সকল পুরাণ বলিয়া বর্ণিত আছে। যেরূপ হলে যে প্রধানে সেই সমস্ত বিষয় পুরাণবিহিত বলিয়া বিবিধ হইয়াছে, তাহাতে রামায়ণ-রত্নাদি সকলের পুরাণ-বিষয়ক পাদৃশ্য ও উপাধ্যায়-বিশেষণের নাম বুঝিয়া ছিল, ইহা একক অধ্যাত্মিত বলিয়া হয়।

রামায়ণে স্তুতি সমুদ্র পুনর্জন: পুরাণবিহিত বলিয়া বিবিধ হইয়াছে তীর্থবিশেষে পৌরাণিক বলিয়া নির্দেশণ করিয়াছেন হইয়া ইত্যাদি উল্লিখিত হইয়াছে*। অনন্তর পুরাণ সমুদ্রের এই প্রাক্তন বর্ণিত হইয়া যে, বেদব্যাস পুরাণ প্রক্ষণ করিয়া হইত লোমহর্ষণকে সম্পন্ন করিয়া, এই হেতু তিনি পুরাণ-বন্ধ হন। তদ্যুদ্ধের বেদব্যাস এরূপ সংস্কার করি যে, কেবল বায়ু-শিষ্য লোমহর্ষণের পুরাণ-বন্ধ;

উত্তর অন্য একটি নাম হইত: তদীয় পুরাণীতিমধ্যের সে বায়ুপাঠ ছিল না; তবে তীর্থবিশেষে যে পুরাণ-বন্ধ হইত, তাহার কারণ এই যে, বসুদেব পুরাণ-বন্ধের অনুসারে উত্তরাকে তবীবি অধিকারী করেন।

কিন্তু এসমুদ্রান্ত অভিপ্রেত উক্তিতে মূহুক বোধ হয় না। এই সকল কথা তদন্ত প্রাপ্ত মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা হয়, কিন্তু স্তুতি-স্বরূপ লোমহর্ষণ ও উত্তরায়ণ পুরাণ-ব্যাসার বিষয়ক ব্যবস্থায় সহিত স্তুতি প্রদেশের পুরাণ-বিষয়ক উপাধ্যায়েরাই করিয়া দেখিলে প্রতিবিধী হইত, পুরাণের সমস্ত জাতির একটি বায়ুপাঠ ছিল। বর্ণিত যদি বহুল ব্যবস্থায় পুরাণের সহিত স্তুতি কর্মী তাহার ব্যাখ্যান শিখা না। রামায়ণ-ক্ষেত্রের শিখা না। গ্রন্থে লোমহর্ষণের ব্যাখ্যা থাকেন, তাহার কারণ এই ষে, লোমহর্ষণ পুরাণ-ব্যাসারর স্তুতি সম্পন্ন। ধনতী-ধনতী-বিবেশিত নাম, মূহুক ও পুরাণের তাহার ব্যতিরঞ্জন প্রাপ্ত হইয়া বায়।

নথা বলে স্তুতি পুনর্জন নিক্ষিপ্ত স্তুতি-ক্ষেত্র।

বলব্যাসায় স্তূতির নিমিত্ত স্তূতি-ক্ষেত্র।

কলকাতায় ২৭ অক্টোপ্রণ।

সোইপ্রণ, স্তূতি-পুনর্জন লোমহর্ষণের নিমিত্ত মোহ সত্ত্বারে নৈমিত্রিক ফুটে বলরামের অস্ত্র ধারণ হইয়া বায়।

আবার নথা নিখুঁত: স্তুতি পুনর্জন।

* ১৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।

২১
ভারতবর্ষীয় উপাসনাক সম্প্রদায়।

আসমশিয়া: পুরাণাবলী রামচরিতমণ্ডলে মূল্যবিন্যাসক।

নারায়ণ পুরাণ। এখন আধার।

স্ত-পুত্র, ব্যাস-শিষ্য, মহামতি মহাজাতন্ত্র, পৌরাণিক লোমহর্ষণ আগমন করিয়াছেন।

আসমশিয়া স্বাভাবিক ঘটনা রামচরিতমণ্ডলী।

না প্রভুস্রোত মনীলাভয়নতন্ত্র।

ব্যাস-শিষ্য স্ত-পুত্র লোমহর্ষণ সঞ্চলনে উপনিষদ হইলে, সকলে ভবনে মুনি তাহাকে স্বীকার করিলেন।

এই ধর্ম রূপ প্রায় লোমহর্ষণ স্ত-পুত্র। তাহার নিঃসৃষ্টি নামও বে স্ত-পুত্র এক শাস্ত্র প্রথম অক্ষের এবং তাহার যথেষ্ট অব্যাহত ছিল হওয়া যায়।

মুনি লোমহর্ষণ নেমিদিয়ালামহর্ষণ।

পুরাণাবলীতার পুনার্থ প্রভুস্রোত লোমহর্ষণ।

অন্য স্ত-পুত্র মহাবুদ্ধি ভগবানে বিনিময়ন।

ইন্তহালমুরাণাবলী আসম: সমাগুপালিত।

কৃষিপুরাণ। এখন আধার। ২ ৩ শ্লোক।

যত্ন করা হইলে পর, নেমিদিয়ালামহর্ষণ মন্ত্রণালয় নিযোজক স্ত-পুত্র লোমহর্ষণকে পৃথক পুরাণসংক্রান্তিতে স্বীকার করিলেন। মহামতি স্ত-পুত্রী। তুমি ইতিহাস পুরাণ শিক্ষিতে প্রথম র্তাহার যত্নে ব্যয় দেবের উপাসনা করিয়াছিলেন।

লোমহর্ষণের ক্ষণে তাহার পুত্র উপরাসবারে স্ত-পুত্ৰ সংস্কৃত। প্রস্তুত হওয়া যায়।

* ইহার নাম কোন কোন ক্ষণে লোমহর্ষণ এবং কোন কোন ক্ষণে রোমহর্ষণ নামকে শিখিয়া আছে।

† মহাত্মার আদিমের ১ অধ্যায় ১৩ শ্লোক, ৭ অধ্যায় ৪ শ্লোক, ৮ অধ্যায় ১, ১৭ অধ্যায় ১, ১৮ অধ্যায় ৩৩, ৩৩ অধ্যায় ১, ৩১ অধ্যায় ২, ৪০ অধ্যায় ৩, ৪২ অধ্যায় ২২, ৪৪ অধ্যায় ১২, ৪৫ অধ্যায় ১, ৪৬ অধ্যায় ১৯, ৫০ অধ্যায় ৪১, ৫৮ অধ্যায় ২৭, আর ভাগবতের ১ কর্ণ ১ অধ্যায় ৫ শ্লোক, ১ কর্ণ ২ অধ্যায় ২ শ্লোক, ১ কর্ণ ৪ অধ্যায় ১ ও ২ শ্লোক, ৩ কর্ণ ২০ অধ্যায় ৮ শ্লোক ইত্যাদি।
শৌনক শ্রীনিবাস।

খুত খুত মহাভাগ বহ না বর্তু বর।
কথা ভাগতারা পুত্র বন্ধন মহাভাগান্ত মুকু।

ভাগবত। ১ অধ্যায়। ৪ অধ্যায়। ২ গোক।

শৌনক উদাসীনকে কহিলেন, খুত! তুমি আর ভাগবান এবং
মহাদেবের মধ্যে অন্তর। ভাগবান শুরুর যো পরিঃ ভাগবত-৫ থেকে
কীর্তন করিয়াছিলেন, তুমি আমাদিগের সন্নিধানে তাহা বর্ণন কর।

শৌনক উদাস।

বস্তিনাম বস্তি পুরস্ত বস্তি বানানাম।
বস্তি তু জানোরাজী এনহিম্মাত বেহিতাম।
বস্তি বচন বস্তি খুত: বোধাচ্ছাক্ষাত।

মহাভারত। আদিপত্র। ৪০ অধ্যায়। ৬ গোক।

শৌনক কহিলেন, তুমি যাহা যাহা কহিলেন, সমুদায় আবদ্ধ করি-
লাম। এক্ষণে আমাদিগের জন্ম-সত্ত্বা জানিতে অভিলাষ হইয়াছে।
খুত উদাসীন এই বাক্য বলিয়া করিয়া শাশ্তরূপে কহিতে লাগিয়াছেন।

বুঝি পুরাণে লিখিত আছে, খুত-বঙ্গশাঙ্কর লোমহর্ষণ কহিতেছেন,

মহারস্তে বসি খুতা: সম্ভ্রনাবিণ্ডভিনিত।

তথ্যা পুরাণকাল বুত্তিকালজাজারাহ।

পুরাণ। ১২ অধ্যায়। ৩৮ ও ৩৯ গোক।

আমার বংশে যে সংলগ্ন জ্ঞানের উপভোগ হইয়াছিল, তাহাদের
বেদে অধিকার ছিল না; তাহার বিবরণের অজানুসারে পুরাণ-ব্যাখ্যায়
করিতেন।

অতএব, কেবল খুত নামক ব্যক্তি-বিশেষে পুরাণ-বক্তা ছিলেন
e যথা কোন কোন ব্যক্তি নামানুসারে। অতএব, পুরাণ-কথ্য খুত নামক
জ্ঞাতি-বিশেষে বাসস: ছিল ইহাই সম্ভবতঃ ভাবে বুক্তি-নিদর্শ। ভূমি,
লোমহর্ষণ, উদাসীন। ইহারা খুত-দূর্কুলোকস্বরূপ, অতএব পেরুলিকে ছিলেন।

ইহারা কি প্রাকৃত পুরাণ-ব্যাখ্যায় করিতেন, তাহা অমূল্যন্ত্র করা
নির্দেশ। পুরাণে খুত জাতির লোগণ উপভোগ করিয়া আছে, তাহা
বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রথমকার পুরাণের বর্ণনা ও ভাবপরিভাষা অবশ্যই কিছু না কিছু জাত হওয়া যাইতে পারে।

নস্য বে জানলামন্ত্র তবে প্রতামঙ্ক মুঘী।
ছুঁত: ছায়ান সম্পত্তত: সৌন্দয়েশ্বরি মহাসম্পত্তি।
নবঞ্চনে মহাযজ্ঞে জন্ম মায়াধ্যে মাগব।
পঞ্চাক্ষর নার সুরিন্দরৈকান্তান্ত খুচনমাণী।
প্রাচীন যাত্রমেধ পর্যায়ে মহামঞ্জন।
কন্যা তন্নুভূত যো স্ববং সৌন্দর্য চায়েবন।

বিশ্বপুরা। ১ অঙ্খ। ১৩ অধ্যায়। ৫০—৫৩ শ্লোক।

সচোজন ত পুষ্য রজার শুভ যেন সেবাত্মিক-ভূমিতে তুষিতর অগ-বিশ্রাম সৃষ্টির উৎপত্তি হইল এবং জানান্ন মায়ান্ত্রে সেই মহাযজ্ঞ উৎপত্তি হইলেন। পিতামহ বন্ধ। এই যেনের দেবতা। তখন মুনি প্রক্ষণ পূর্ণ আদরের উপরে করিতেন। তভোর। এই বেসনেন পুষ্য রজার মায়ান্ত্র কর, ইহাই তোমাদের দর্শনের কার্য্য এবং ইনি তোমাদের খুচন উৎপত্তি পাইতেন।

নে জ্ঞানুসংশয়: স্বেচ্ছা জ্ঞানতৈন্য প্রাপ্তি।
নেপিত্যকো সুক্ষমতায় যথাযথতে মহামান।

তুষ্ক্ষান্তি স্বায়িত্তে আগ্রাহ্যাদাস্বতী: মহান।
নফির্মী পুরাণ। পুরাণ উপাসকে নামক অধ্যায়।

সেই মৃতের নাম ও মায়ান্ত্রের কহিলেন। তোমার এই মৃতের নাম কর। তুষি ও মায়ান্ত্র তাহাদের কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া মহাযজ্ঞ। পুরাণ সৎকালীন সমুদায় কর্তৃক সম্মান করিয়া তাদৃশ কলাম করিল। কহিলেন।

বায়ু ও পরমপুরাণে মৃতের এই প্রকার সমস্ত আছে। এই তুষি পুরাণে লিখিত আছে, মৃতের চূর্ণ প্রকার রতি নিরপেক্ষ ছিল; পুরাণ-কীর্তন ও কার্য্য-কর্ম ॥। রামায়ণ ও মহাভারতেও তাহদের

* যো পুরাণ তথ্যসংযোগ সাধনার্থ সব দোন্ত।

পূর্বাপি ও ধার্মিক নিবিড়তায় প্রাপ্তিত।

পার্শ্বদাসী যে স্তর সম্মত: সাধোপতিষ্ঠ।

শুক্লবিব্রিহৃদের শীতকালীন আকাশে মিটি।

গুরুত্ব। প্রথমাধ্যায়।
উপকর্ত্রমিকা । ১৬৫

সারথ্য কর্ম ও রাজবংশের বশো বর্ণন এই উভয় রুদ্ধ ধােকিযার প্রচুর প্রশং স্পন্দ হওয়ায় যায় । এইরূপে তাহাদিগের কর্তৃক রাজ-বংশ-বিশেষ বিবরণ ও তৎসংক্রান্ত কিছু কিছু পুরাণ রক্ষিত হইয়া পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ হয়। রামায়ণের অন্তর্গত মৃন্ময়ীকৃত পৌরাণিক কথা তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। আর মহাভারতের অনেক স্থানে বংশ-বিশেষের কৌতুকেীতে পুরাণ বলিয়া লিখিত আছে তাহারও এই কারণ।

মহর্ষি পণ্ডিক কহিলেন,

ধুরাষ্টি কথা দিয়া আধিবংশায় ধীরতাম।
কথনা বে পুঞ্যাভে অতুভূজঃ পিতৃকূলঃ ॥

মহাভারত। আদি পর্শ। পঞ্চমাদ্যায়। ২ শ্লোক।

পুরাণে সমুদায় মনোহর কথা ও রুদ্ধিকান বাণিজ্যের আদি-বংশের বৃত্তান্ত আছে। পুরাণে আসির পীখার সম্বন্ধে সে সমস্ত কথা অর্থে করিয়াছি।

ভারত-বক্তা উদ্দেশ্য কহিলেন,

ইথ শেহনান পূঠ ভারবায় মহামূলন।
নিগদাসিম বাখুস্তুপুরাণাস্বতবতুম।

আদি পর্শ। পঞ্চমাদ্যায়। ৩ ও ৭ শ্লোক।

মহামূলন। পুরাণে এই পুরাণ ভূগ-বংশের যে স্মৃতি বৃত্তান্ত আছে, আদি তাহার বহুলপুর্ণ বর্ণন করি।

(গোসীর শ্লোক ৫৪) রামায়ণ। ২। ১২। ৩৬।
মহাভারতের আদি পূর্বের প্রথমাধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত আছে, পুক, রুক, যুক, শূর, বিখ, অগু, রুথস্ত, কদুৎ, রথু, বিজ্ঞ, বীজতেজৎ, অঙ্গ, ভব, বত্স, বৃহস্পতি, উপরের, সাতর, কং, দলিলু, রূপ, দেবাচর, রুপারণ, পরিশ্রম, রুহাল, পুলক্ত, পুরোহিত, সূর্য, সূর্য, নির্দিষ্ট নল, সত্যায়ত, বাল্য, ব্যক্তি, বয়, ভট্ট, আনন্দ, অন্তর, অর্ক, বলবন্ধ, নির্মিত, বেক্ষণ, রূপাল, পুক্ত, বৃহৎকেতু, বৃহৎকেতু, দিশাকেতু, আয়ীক্ষ, চাপাল, হৃদ, কৃষ্ণ, রূপাল, বুদ্ধিবদ্ধ, মহাপুরুষের প্রতিখ্যাত, পত্নী, পত্নী ইত্যাদি সহস্রা সহস্র বিদ্যমান বর্ণনামূলক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব পূর্বের প্রথমাধ্যায়ে সূত্র জাতির মেহফুল মনোনিবেশিত হল এবং রাজারণ এমন মহাভারতের স্থানে স্থানে স্থানে প্রারম্ভিক কথা বলতে লিপিত আছে, তাহা সেবনের পর গায়ে করিয়া প্রাতিহারিত হইতেছে, প্রথমে সঙ্গ-বিষয়ক বর্ণনার মধ্যে নিদর্শন এবং তাহার আয়ূত্ত্ব কোন কোন পুরাতন তথা কীর্তি কথা সূত্র জাতির এক প্রকার ব্যবস্থা ছিল।

এক্ষণে রব-শাস্ত্রের মেহফুল বিভাগ ও শৃঙ্খলা এভাবে আছে, তাহা রক্ষাধ্যায়ে বাঙার রূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সমুদায় রক্ষাধারণ পুরাণ ও সমুদ্র মহাভারত তাহাই প্রমো বলিয়া বিশালি আছে কিন্তু রচনা এক সময় মহাভারত পুরাণের মহাভারত অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। সেই পুরাণের এক জনের দ্বিতীয় বলিয়া কোন ক্ষুদ্রের কথা করা যায় না। ফলতঃ একশত আদিশ পুরাণের এক পুরাণও যে বেদবাদের রচিত নয়, তাহা প্রচুর মিলমিল বিদ্যমান হইতে পারে। মহাভারতের এক জনের দ্বিতীয় নয় হুত হইতে পূর্বে প্রদর্শিত হইতে পারে। বেদবাদের আদিশ পুরাণের রচনাকল্প। এ প্রবণ ও যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, পুরাণের মধ্যে ভাঙ্গা নিন্দান লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাতে এই শত্রু লিখিত আছে যে বেদবাদের এ কথার পুরাণ-সংখ্যা প্রথম করিতে হইবে। পুরাণের ভাঙ্গা ও আদিশ পুরাণের এই কথাটি সম্পর্কে লিখিত আছে।

এমন বিষয়পূর্ণ হইতে উল্লেখ হইতেছে।

আনন্দবিজয়ী প্রাক্তনালীগামি: কলম্বানিভবিষ:।
পুরাণচরিত্র ব্যাখ্যা পুরাণবিজ্ঞানবল:।

*আদিশ ১ খন্ন ২২৫-২৩৬ কং।*
উপক্রমণিকা ।

নথায়ো আসমিয়ার্স ন চুরো শৈল দেখে লোমধ্যয়ন ।
পুরাণসংহিতার তথ্যে তথ্যে ঝামুনি শা ছায়পাবন ।
সুমতিকাশঙ্কিত মিত্রয় শাংশী চাম্বন ।
অতীতাত্বানায় সাদরং প্রতি মিঠাখায় চাম্বন ।
কামধে: সর্বনাত্মতার সাদরং শাংশীপাবন ।
লোমধ্যয়ন চাম্ব তিনিয়া দুরসহিত ।

বিভ্রেণ। ৩ অংশ। ৫ অধ্যায়। ১৩-১৯ ঘোষ ।

পুরাণের লিখনি বিষয়ে অন্যান্য উপাখ্যান, উপাখ্যান, গণিত ও কথামুখি নিম্ন। একাই আমি পুরাণের প্রাণক্ষুদ্র শিশুর মৃত্যুকালে, লোমধ্যর্থে প্রদান করিলেন। স্মৃতি, অপরিচ্ছেদ মিত্রয়, শ্রমলোক, অকালন ও সার্ধন নামে তাহার চিত্ত শিশু ছিল।
তথায় 'কৃষ্ণ, সর্বনাত্মক শাংশী পাবন ইহার এক একাই পুরাণসংহিতা করকে। লোমঃক্রমে লোমধ্যর্থিকে না যে সংহিতা প্রত্য করিলেন, তাহাই এ তিনির মূল।

ভাবাতোক পুরাণ-সংহিতা-বিষয়ক উপাখ্যান প্রথম এইপ্রথম। তাহার স্বামীর দীর্ঘকাল এই প্রথম লিখিত হইলে বিষয়ে শুরু করিয়া লোমধ্যর্থে প্রদান করিলেন, লোমঃক্রমে তাহার সত্যবোধি একুশ্চি শিশুকে সাধন করিলেন এবং উপাখ্যান উঠার নিকট এই চর্চায় সংহিতাই শিক্ষা করেন *। বিষয়ে এক, কি চাহিদি, কি চাহিদি সংহিতা সংশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন, প্রচণ্ড তাহা বিভিন্ন হইলে।

উপস্থিতি পুরাণ-সংহিতা বিষয়ক উপাখ্যানের সমূহের কথা সমাধি কি না, তাহা নিম্নে সংক্ষেপ কর। স্থির বলিয়া, কিন্তু কোন সময়ের পরিণাম যে বেদব্যাসকে কৃস্থ একাই পুরাণসংহিতার কর্তা লক্ষ বিশ্বাস করিতেন এবং তাহার সত্যবোধি পুরাণ বিষয়ক উপাখ্যান যে তাহার বক্তব্য পরে সংশ্লিষ্ট হইয়া, ইহার পূর্বোক্ত বদন-বর্ণনে স্পষ্ট প্রতিফলিত হইতে ছয়৷

তিনি যে চুরু খানি সংহিতা করিয়াছিলেন,

* প্রথম আধ: চতুর্থ শিক্ষাবয়: সমাধীর হৃদ্য প্রদান তথ্যে
ছায়াছায়াঃ বায়া যায়া যায়: শুঁশু যায়া যায়: মিঠাখার
তা: হচ্ছাঃ সমাধীরনু।

১২ সংখ্যার ৭ অধ্যায়ের ৫ ঘোষের নীচ।
১৬৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

ইহার কোন পুঁথিতে লিখিত নাই। বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত পুস্তক বাঁচান স্বত্ব লিখিত আছে, বেদবাসী একমাত্র পুরাণসংহিতা করিয়া লোমহর্ষণকে প্রণালি করেন। লোমহর্ষণ তন্মুখী একমাত্র পুরাণসংহিতা রচনা করেন এবং বৃহদায়িত্ব শিলা কাশ্যপ, সাবর্ন্ধি ও শাংশ্যপায় তদ্বতে এক একমাত্র সংহিতা প্রস্তুত করিয়া যান।

অধুনাতন পণ্ডিতের সকলেই সমুদায় অষ্টাদশ পুরাণ বেদবাসী-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করেন; অতএব ব্যাস-কর্তৃক একমাত্র পুরাণ-সংকলন বিষয়ক পুরোক্ত বচন তাহাদের মতে বিবেচন্ত যেন। কখনও পৌরোক্ত হইতে পারে না; সত্রাঙ্গ ঐ বচন তাহাদের কর্ষক কপিত হওয়া কোন্তক্ষেতে সৃষ্টিত নয়। সুতরাং ঐ বচন তাহাদের কর্ষক কপিত হওয়া কোন্তক্ষেতে সৃষ্টিত নয়। সুতরাং ঐ বচন তাহাদের কর্ষক কপিত হওয়া কোন্তক্ষেতে সৃষ্টিত নয়। অধুনাতন পণ্ডিতের সকলেই সমুদায় অষ্টাদশ পুরাণ বেদবাসী-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করেন; অতএব ব্যাস-কর্তৃক একমাত্র পুরাণ-সংকলন বিষয়ক পুরোক্ত বচন তাহাদের মতে বিবেচন্ত যেন। কথনও পৌরোক্ত হইতে পারে না; সত্রাঙ্গ ঐ বচন তাহাদের কর্ষক কপিত হওয়া কোন্তক্ষেতে সৃষ্টিত নয়। সুতরাং ঐ বচন তাহাদের কর্ষক কপিত হওয়া কোন্তক্ষেতে সৃষ্টিত নয়। একেবারে ঐ উপাখ্যানটি কোন্তক্ষেতে অধূরুনিক বোঝা হয়। এবং উহা বঙ্গভাষায় দেখা পড়িতে পারে না; তাহাতে নিতেও অধূরুনিক বোঝা হয়। একেবারে ঐ উপাখ্যানটি কোন্তক্ষেতে অধূরুনিক বোঝা হয়। এবং উহা বঙ্গভাষায় দেখা পড়িতে পারে না; তাহাতে নিতেও অধূরুনিক বোঝা হয়।

* বিশ্বপুরাণের বচন পুরোক্ত হয় না। বংশবিদ্যায় এবং বাঙ্গালি ও অন্য-পুরাণের কর্ষক বচন পুরোক্ত হয়না। অন্য শিল্পের এই পাঠে দেখা যায়, তাহারা পাঠ করিয়া দেখিয়াই আঁধিয়া পায়।

মানার্য ও ব্যাস-কর্তৃক পুস্তক বাঁচান স্বত্ব লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিয়াই আঁধিয়া পায়।

বাঙ্গালি লেখিকা পুষ্পকীর্তি কৃষ্ণচন্দ্র:।

মা আসারু গুরুরায়ি জ্ঞানী অজ্ঞতিতে বিষম্বিষ্ট:।

মাত্রনিউত্তমনিবাস সিমায়: বংশবান:।

নামনীয় ব্যাসের শিক্ষা: কল্যাণ কাঙ্গু:।

সংস্কৃত ও বাংলা বর্ণমালা:।

অবস্থান।
উপাক্রমণিকা।

করেন, তাহার পুরাণ ও ইতিহাস সংকলন করিতেও প্রয়োজন হইলে ছিলে পারে। সে সময়ে হরের যে সমস্ত পরশুরামের পুরাণ বহুল ফুটিত, তিনি তাহা সংকলিত ও শুরুনির্মিত করিয়া তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপন। বিষয়ে উদ্বাহ এদান করিয়া ইহাই সম্ভব নয়।

বিষ্ণুপুরাণে ঐ পুরাণ-সংকলন করিয়াছিল, তাহা তিনি সেই স্থলে নির্দেশ করা একেবারে অসাধ্য বলিতে হয়। বিষ্ণুপুরাণকৃত লিখিত রাখেন, বেদবাচ আখানন, উপাখান, গাথা, কশপুক্তি এই চারি বিষয় লইয়া পুরাণ-সংকলন প্রস্তুত করেন। ঐ পুরাণের ছোটকার নেওয়া, যাহাও লিখিত করিয়া যে সকল বিষয় কবিতা হইয়াছে তাহার নাম আখানন, পুরাণ অথব তাহার নাম উপাখান, পিতৃ-বিষয়ক ও পৌরী-বিষয়ক গীত ও অনান্য কোন কোন গীতের নাম গাথা এবং আর্য-কাল্পক-নির্দেশনার নাম কশপুক্তি। বেদবাচ পুরাণ-সংকলন প্রস্তুত করেন বা নাই করেন, যে সময়ে পূৰ্ব্বোক্ত পুরাণ-সংকলন বিষয়ে কোন নীতি রচিত হইয়াছিল, যে সময়ের প্রচলিত পুরাণ এইগুলি ছিল বলিয়া হয়।

উপরে পূর্বে পুরাণের এইরূপ বিষয় ধনাত্মক সংকলন করা, কিছু তাহার নিহিত যে অধুনাতন পুরাণ সমুদায় সংকলিত হইয়াছে এমনও নয়। পুরাণ সমুদায় কর্মভাব পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে এবং তাহাতে কালে কালে মূল মূর্ত বিষয় বিনিবেশিত হইয়াছে। অমরমিল অধ্যয়নের লিখিত রাখেন, পুরাণের পাঁচ লক্ষণ, "পুরাণ পাঁঠিতকৃত।" সেই পাঁচ লক্ষণ কি কি, তাহা ঐ এদেশের ছোটকারের সকলই সাবিস্ত্রী বর্ণন করিয়াছেন।

স্মৃতি পরিগ্রহণ স্মৃতিসমাগনরাশি এ।

স্বরাণযুক্ত পুরাণ পাঁঠিতকৃত।

* পুরাণের এক লক্ষণ সৃষ্টি ও প্রতিসৃষ্টি সর্ব-বিষয়ে বলিয়া উক্ত হই।

** অমরমিল মানুষের কাতিতে সৃষ্টি হইয়াছে।

*** স্মৃতি পরিগ্রহণ স্মৃতিসমাগনরাশি এ।
ভারতবর্ষীয় উপালিক-সম্প্রদায়।

ধর্ম-বর্ণনা এবং অধ্যান অধ্যান বংশোদ্ভব ব্যক্তিদের চতুর্থ-বিষয়ের রূপান্তর সমাবেশিত ছিল। ধর্ম-সংকেত ক্রিয়াকলাপগুলি উপদেশ করা ইহার একটি বিষয়েরও উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু একাধিক প্রচলিত পুরুষ ও উপপুরুষ সমুদায় দেবদেবীর মহাযাত-কথন, দেব্যাসন, দেবাংসন ও ব্রত-নিয়মাঙ্কিত বিবরণে তে পরিপূর্ণ। তাহাতে পুরুষকে পঙ্ক লক্ষ্যের অপরাধ যে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আনুষ্ঠানিক মাত্র। বাদি ধর্মোপদেশ-দান ইন্দ্রাঞ্জন প্রচলিত পুরাণের নাম পূর্বক পুরাণেও উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে উহা মূল ভূতের ব্যবসায় ন। হইয়া। অধুনাতন ব্রাহ্মণ কথাকের নাম বটেন শারীরিক ব্রাহ্মণ-বর্ণেরই রূপে বিশেষ বলিয়া বর্ণিত হইত। বিষ্ণু মুনি ও অপর মাধবণ ব্রাহ্মণগণকে বর্ণ-শিক্ষা দেওয়া। মূর্তি বিষ্ণু জাতির ব্যবসায় হইলে কোন সম্ভব নয়। অতএব অমরনিংহের সময়ে, অর্থাৎ ব্যাপক তদাঘহ চতুর্ধ বৎসর পূর্বে যে সকল পুরুষ প্রচলিত ছিল, তাহার সমিত অধুনাতন পুরুষ সমুদায়ের অকাশ-পাতাল প্রভূত সম্প্রদায়ে পাওয়া যায়। মূর্তরাং বলিতে হইবে, এই সকল পুরুষ অমরনিংহের পরে সম্প্রদত হইতেছে, অথবা তাহার উল্লিখিত পঞ্চ-লক্ষণাংশ পুরাণ সমুদায় এ পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে এবং তাহাতে এই মূর্ত স্বতন্ত্র অন্তিম হইতেছে যে, সে সকলের এক অন্য মূর্ত সম্প্রদায় বলা যাইতে পারবে।

ব্রহ্মবেদ-পুরাণে মহাপুরুষ দোহাক্তিক্ষেত্র বলিয়া লিখিত আছে। তথায় শৈবরি-ভূগোলে একটি লক্ষ্য ও অন্যান্য দেবতাদের

ধর্মের। পরমেশ্বর কর্তৃক পুরোহিতবাদ পক্ষীত, বুল-সুধীর ও ইন্দিয়ান-সূত্র নাম সাধি এবং ব্যষ্টি কর্তৃক চরাচর-সূত্র নাম বিশেষ।

ধূমাকারের সংস্কার, জন্য তারাপদ:।

নামতার গুণের আরাধনা: দীর্ঘ: অর্থ:।।

ভাগত: ৬। ১০। ৪।।

শপথরের সংস্কারের এই পুরুষ অন্তর্ভুক্ত বিষয় ক্রীড়াদায়িত হইয়াছে। শপথা পাটীর অনেকের মূৰ্ত্তি বিপরীত সিদ্ধান্তের এই পুরুষের অধীন বিনিয়োগ হওয়া। অপরের অনেক পুরুষের এই পুরুষের অধীন বিনিয়োগ পাওয়া যায়। তাহার পরিবর্তে দেবদেবীর মহাযাত ও বুল-সুধীরের সূত্র বর্ণিত আছে।
উপ্রমুখিকা।

গণনার জাপান একটি লক্ষণ । শ্রীকৃষ্ণের দশ-কীর্তি ও মাহাত্মা-বর্ণন করা প্রজনবর্ত পুরাণকের উদ্ধৃত। তাহার রূপ ও অন্য কল্পিত বিখ্যাত সমুদায় প্রচলিত পুরাণ অমর-নিশিত পঞ্চ লক্ষণের অনুযায়ী নয় যেখানে, তাহার উপলব্ধিত দশমী লক্ষণ করে। করিতে চাহিয়া তাহার সঙ্গে নাহি । যে ধার্মি যে প্রক্রিয়া করে, সে কল্পন অবশ্যই সে পূর্বের তদনুরূপ লক্ষণ করিয়া থাকে। অতএব তাহার রূপ লক্ষণ হইয়া সে অন্যের প্রাকৃতিক ও প্রাকৃতিক অণুন্তে করা যায় না। অমরানিত এক ক্ষুদ্র অন্তর্বাদন করি, পূর্ণাঙ্গ লক্ষণ করা তাহার পক্ষে অর্থোষ্ণ ও সম্ভাবিত নয়। কারণ, তাহার পক্ষে অণুন্তে ভিত্ত করিয়া উপকার নাই। তাহার সময়ে যে প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল যে তাহারই তদনুরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ মধ্যপূর্ণের পুরাণের ঐ পঞ্চ লক্ষণ সর্ববাদ-সমূহ না হইত, তবে অসূচিত পুরাণকল্পনা তাহার প্রতিবাদ করিতে কাহার করিতে না। প্রথমে, ভাগ্নায় শ্রীবৈষম্য প্রতিবাদ করিয়া পূর্ণের ঐ পঞ্চ লক্ষণ উঠেন তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। অতএব অসূচিত পূর্ণ সকল স্বল্পিত না রচিত শব্দের পূর্বকার পুরাণ সমৃদ্ধ পুরাণ।

* মনে পুনরিতু। বিবাক্তন করিব।
ব্যাপ্তি নির্বাচন চতুর্দশাদশ।
খন পুরাণায়ণ বিশ্বস্ত বিস্মৃতি।
ভক্তার্থ ধৰ্ম্ম হিতকারি নহ।
ক্রিয়ায় ধৰ্ম্ম হিতকারি নহ।
ধ্যান মধ্যে মধ্যে সমুদ্র নহ।
নাম নামধ্যে পুরাণ নয়।
কল্পনায় পুরাণ নহ।
কল্পনায় পুরাণ নহ।
লালন চক্ষু দুরালয় ভক্তি নিষ্কাশন।
ধারণায় ধৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম।
* স্বাভাবিক পুনর্গতি পুনর্গতি।
ধর্ম ধর্ম।

d. ভাব ভাব ভাব ভাব।

d. ভাব ভাব ভাব ভাব।

বঙ্গালি ভাষায় ।

ভাগ্ন। ১২ অংশ। ৭ অধ্যায়। ১৯ লেক।
ঘন লক্ষণক্রমে অনার্থ পুরাণ ছিল এরূপ নীমাণ্ড করা কোন মতেই যুক্তি-বিকল্প নয়।

ক্রমবিন্ধুপুরাণ অনুটি পুরাণায়ারী লক্ষন কর্ম্ম করিলেন এবং পূর্ক পরামর্শের যে পঞ্চ লক্ষন গ্রাহিত হইয়াছে, তাহার কোন প্রার্থী নীমিত্ত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া এই রূপে একটি কমিতর কথা লিখিলেন যে, উপপুরাণ সকল পঞ্চ-লক্ষণক্রমে, আর মহাপুরাণ সকল শারীরিক-লক্ষণময়। কিন্তু এই বিষয়ে যে সকল যাহু উপপুরাণ বলিয়া গেল না, তাহা আমরকোষের পঞ্চ-লক্ষ-
লক্ষণক্রম হওয়া দুরাধীক অনেক সময়ে যে সকল রচিত হয় নাই। উপপুরাণ সমুদায়ের যে উদিমী পঞ্চ-লক্ষ
লক্ষণক্রম নহে, পাঠ করিয়া দেখিলেই তাহা অনুষ্ঠান জানিতে পারিন কাছে। পুরাণে ঐ পঞ্চলক্ষনের যাহা কিছু আছে, উপপুরাণে তাহাও নাই। এত সময়ে দে বিশেষের যাহা ঐ বিশেষ ইতিহাস প্রদর্শন করা যাইতেছে।
েকাহার উপপুরাণের নাম কালিকাপুরাণ। তাহার চতুর্থ অধ্যায়
হইতে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত শিবের বিবাহ-মূর্ত্তা, সতীর জয়-কর্ম্ম, সতীর শিববিক্রম ও শিবের সাহিত তাহার, বিবাহ, চতুর্দশণ
এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের শিবের সাহিত সতীর কৈলাস-গমন ও তাহাদের নানারূপ কৌীরীক্তি-পলায়ন, যেুীু, সুগন্ধ এবং অতীষ্ঠ অধ্যায়ের দক্ষিণের অনুসারে, সেই যত্নে সতীর প্রাণ-ভাগ্য, সতী-শোকে শিবের বিলাপ ও উদ্যোগ, সতীর মৃত দেহ ঘণ্টা দ্বারা পীঠভারের উপাত্ত ও কারুণিক এই সমষ্টি তত্ত্বের মাহাত্মা-বিবরণ, চতু-
কিংশ অধ্যায়ের শিবের তপনাসম ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যা কব্রসম মাত্রার যুক্ত
এবং জগৎ-প্রাপ্তির অস্তি চিন্তা করিয়া সংঘ বস্তুতঃ শিবের চিন্তা-পর্শ, ব্যাখ্যা অধ্যায়ে হইতে সাহিত্য। অধ্যায় পর্যায় সংজ্ঞা, ক্ষুদ্র, বল, হািদি অবতার-প্রেম হিতাদি শিব-শক্তি ও অন্যান্য দেবতা-প্রদর্শনী এই উপনুরাণ পরিপূর্ণ। কক্ষ নামে একাহার উপপুরাণের অধিকাংশ বিষ্ণুবিষ্ণু, কক্ষিকুর্ম বিষ্ণুর জন্ম, উপনয়ন, বিবাহ, শিব-সৌচ, শিব-সমৃদ্ধে অন্তর-বক্তালাদি-প্রস্তু এবং বেটা, জৈব, সেচারের সাহিত যুক্ত, রাম, পরশুরাম ও কৃষ্ণবত কুর্ম, হরিভক্তির লক্ষণ ইতিহাদি দেব-
চরিত ও দেব-ভক্তিতের বিবরণ নাম। অপর একাহার উপপুরাণের নাম
শিবপুরাণ। তাহা শিব ও শিবনুম্বলের মাহাত্ম্য ও পূজা-প্রকরণ নামে 
প্রায় শিব-মুখ ও শিবপাথাম, শিব-মুখ ও যোগ-সাধন ইতিহাদি শিব- 
মুখৰ্যা ও শিবপাথাম সংক্রান্ত বিবরণ গৃহীত আর কিছুই নয় ।

* সতীসিংহদের হই একাহার উপপুরাণ অনৈতিক মহাপুরাণ সংক্রান্ত বিবরণ নয় ।

*
উপকৃম্মিকা।

এখানে এই পুরুষে জানা যাইতেছে যে, পুরাণের এই পৃথক পৃষ্ঠ হুই লক্ষ্য হয়। তাহার হই সমেতে অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে। যদি বিবরণ ও বিশ্ব-বন্ধন পুরুষের পার্ক-লক্ষ্যকারণ পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল, আর এক্ষণকার দন্ত-লক্ষ্যকারণ পুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রভৃতি ধার-সংক্রান্ত ব্যাপারের বিবরণে পরিগৃহণ। প্রচলিত পুরাণ সমুদায় যে দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচার উদ্দেশ্যেই বিচিত্র, তদীয় বিভাগ- 
কল্পনাতেও তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশিত রহিয়াছে । কতকগুলি বিষ- 
প্রধান, কতকগুলি শক্তি-প্রধান ও অপর কতকগুলি শিব-প্রধান। 
এখন না অমর লিখিত পঞ্চাশ্যকারণ পুরাণে বিদ্যমান আছে, না বিজ্ঞাপনের সাথিতাই ক্রমাগত দুর্বল হইয়া থাকে। পুরুষেই লিখিত 
হইতেছেন, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপাসনিবদ্ধ, কম্পষ্ট, রামায়ণ, মনুসংহিতা 
প্রভৃতি যে সমুদ্র অদ্বৈত যাস্থে পুরুষ শক্রের উল্লেখ আছে, 
তাহার কোন সাধারণ ঘটনা নিরলিখিত নহ। তাহার বাবর 
বিষয়ে পুরুষেই প্রকাশ লিখিত হইতেছে; বেদব্যাস একমাত্র মাত্র পুরুষ- 
সংহিতা প্রকাশ করেন। অতএব পুরুষেই ঘটনাক্রমে হইতেছে, 
বিশাল অসাধারণ পুরুষ ও উপপুরুষ প্রকৃত করেন একাধিক 
কল্পনারূপে সমুদায়ক্রমে প্রচার করেন। এহু সমুদায়ের 
রচনা-সম্পর্কে বেদব্যাসের অংশ লিখিত হয় না। এই অসাধারণ 
যে পুরুষ ও উপপুরুষ সংখ্যায় অনেকদিন পূর্বে রহিয়াছেন। পুরুষে, 
বিশাল পুরুষ ও উপপুরুষের নামাঙ্কন করা যাইতেছে, পাঠ 
করিলে জানিতে পারা যাইবে, করণ ভয়ের অতীতের সংখ্যা 
অসাধারণ অন্য অধিক হচ্ছে।

* ১৬৩ পৃষ্ঠা।

† কল্পনা সমুদ্র প্রাচীন পুরাণ অন্তর্ভুক্ত এই তাহাকে অর্থ সৃষ্টি বিদ্য- 
মান নাই। কেন প্রাচীন সংক্রান্ত রূপে হইতে গিয়াছে! সংহিতা, ব্রাহ্মণ, 
আরামক, উপাসনিবদ্ধ ও কর্মের পুরুষ, ইতিহাস, সুরা লাইলি, আধ্যায়ন, 
পুরুষ-বেদ, ইতিহাস-বেদ, বেদ-বেদ, পুরুষ-বেদ, অহর-বেদ। প্রভৃতি যে 
সমুদ্র বিশাল পুরুষের নাম প্রাপ্ত হয়। যাহার আর কাহার পুরুষক্ষেত্র 
হইতে এরূপ বোধ হয় না। ধন সে সমুদায় অপর প্রচারের অবলম্বিত থাকে, 
কেবল অনুকূল পার্বত্য হওয়া অত্যন্ত।

* এই প্রস্তুত কল্পনার সংস্করণ গোপুর তারসেল (১১৪২১) দেখতে।

১৩৬ ও ১৫৩ পৃষ্ঠা।
পুরাণ।

১ চিত্রপূর্ণ। ৬ বারাহ। ১১ ভবিষ্য। ১৬ চন্দ্র।
২ ভাগবত। ৭ ভক্ত। ১২ বামন। ১৭ মনস।
৩ নারদ। ৮ মহাভারত। ১৩ শির বা বালু। ১৮ কুর্ষ।
৪ পুত্র। ৯ ব্রহ্মবৈরব। ১৪ লিঙ্গ। ১৯ দেবীভাগবত।
৫ পদু। ১০ মালদেব। ১৫ গুর্জন। ২০ বন্ধু।

২১ পুরাণ ব্রহ্মবৈরব।

এই পুরাণ-নাবিক অনুসারে, পুরাণের সংখ্যা একবিংশিত হয়। অস্তিত্ব ও বিদ্যা এই দুইটি এক পরমার্থের শক্তি। কিন্তু অধিপুরাণ ও বিবা-পুরাণ দুই হাত স্বতন্ত্র সত্তা দুইটি। পুরাণ প্রভৃতিতে পুরাণের সমাধান-সংকলন পূর্বক প্রভূতিতে বিভাগ দিয়েছে। অতঃপর, কীভাবে কি উপায় পুরাণ শ্রুতিপুরাণের যে বিভাগ বলিয়া অংশ দিত আছে: যেমন কাশিকাদাহি, উৎকলাভ, কুমিল্লাকাণ্ড, বিব্ধিনী, সূচনাপ্রভৃতি। অন্যান্য কুমপুরাণ বিদ্যমান নাই। পুরাণ অক্ষাদি নামে এই সংখ্যা নির্দেশিত হইবার উপায়কালে: হিন্দুযুগীয় ধর্ম-শাস্ত্রি প্রচার উদ্দেশ্যে, এই সমস্ত পুরাণ অর্থাৎ দেবতা-মাহাত্ম প্রভৃতি অন্য জ্ঞান নির্দেশিত হইলে মাত্র, ইহাদের ভিন্নতায় এই সমস্ত পুরাণের প্রকাশিত হয়। কেবল এই তাকথা হয় যে মাহাত্মা নামে স্পর্শার্থে এই বিভিন্ন পুরাণের অযোগ্য বলিয়া প্রচারিত হইতে হয়। নয়ন তাব্রিক পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া লিখিত অনাত্মরত্নী মাহাত্মা মহাত্মা অশ্বমহাত্মা অন্তর্তরস্থমাহা অশ্বমহাত্মা; চিত্তাপারি-মাহাত্ম ও তুষারত্তষ্ঠাং মাহাত্ম; অশ্বমহাত্মা অস্তর্তরস্থমাহা অশ্বমহাত্মা কর্তৃকমহাত্ম এবং তুষারত্তষ্ঠাং মাহাত্ম পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রচারিত অন্তর্তরস্থমাহা এবং কর্তৃকমহাত্ম মাহাত্ম পুরাণের অংশ-বিভাগের বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। কর্তৃকমহাত্ম কলাপরস্থমাহা কলাপরস্থমাহা কলাপরস্থমাহা কলাপরস্থমাহা কলাপরস্থমাহা কলাপরস্থমাহা এবং তুষারত্তষ্ঠাং মাহাত্ম এরূপ প্রচারিত হইয়াছে। এইরূপ প্রচারিত অন্তর্গত পুরাণ শপথিত অমৃত বিদ্যমান আছে।

উপপুরাণ

১ সম্পুর্ণ। ৭ মানব। ১৫ আদিত।
২ নরসিংহ বা। ৮ শশন। ১৬ মাহেশ্বর।
মূলসিংহ। ৯ বাঙ্গ। ১৭ ভার্গব বা।
৩ নারদী বা। ১০ কালিকা। ২৫ ভাগবত।
রহস্যদী। ১১ শায়। ১৮ বাঙ্কিক।
৪ সিথ। ১২ নদি বান। ১৯ ভবিষ্য।
৫ দৃষ্টাস্ত। ১৩ সোর। ২০ ব্রাহ্মণ।
৬ কাপিল। ১৪ পারশুর। ২১ কৌম ক।

ইহা ভিন্ন, ২২ আদি, ২৩ মুদুস তা, ২৪ কলিক, ২৫ ভবিষ্যট ও ২৬ রূপকার্থ নামে আর করকার্থি উপপুরাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব নীতবাস অদ্বিদী উপপুরাণ করে এই একাদশ প্রচলিত একটা পুর্ণ সাধারণত হইবে এক একে অদ্বিী উপপুরাণ রচিত হইয়াছে তাহার সন্ধেষ্ট নাই।

দেবদেবীর মাহাত্ম-প্রতিপাদনেই যে প্রচলিত পুরাণ সমুদায়ের প্রধান উদ্ধেশ্য, শিবপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাদেব ভাগবত, দেবীপাদ প্রভৃতি নামেহই তাহার স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে। বিশেষ বিশেষ পুরাণ বিশেষ বিশেষ দেবতার ভিক্ষুক্তগুলি বিষ্ণুপুরাণ পরমে কৃষ্ণ লিঙ্গদী শিব-প্রাঙ্ক। মার্ক্হেরাদি কত্তকগুলি পুরাণে শক্তিনাথাত্মা সাধিত রচিত আছে। পদ্মপুরাণজ্ঞানী অদ্বিদী পুরাণ তিন ভাগে বিভক্ত কাওয়াছেন; সাবিক, রাজসিক ও তামসিক। বিষ্ণুপুরাণ পুরাণ গুলি সার্থিক এবং শিবপ্রাঙ্ক গুলি তামসিক। তিনি এই শেষোক্ত

৩ ব্রহ্মা, ভগবত, ভদ্রা, কৌরাণি এ গুলি মহাপুরাণ, অতচ আধার উপপুরাণের নামাকার্থে মধ্যেও অনন্যবিদ দেখা বাইতেছে। অতএব এ বিষয়ে নাবিকের গোপুরাণে মধ্যকার বিষয় রচিত হইতেছে।

‡ ত্রান্ত, ব্রাহ্ম, ব্রহ্মবৈকুণ্ঠ, মার্ক্হেরাদি, অধিবশাসন এই পুরাণগুলির নাম ভাস্ক পুরাণ। এ পুরাণের কেন্ত শক্তি-মাহাত্মা ভক্ত, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, শিব ও দেবতার্থে মাহাত্মা-পরামর্শ আছে।
গুলিকে কেবল তামস বলিয়া নির্দেশ হন নাই, সে সমুদায়কে নরক-সাধন বলিয়া দৃষ্ট করিয়াছেন।

নবম নামস্ত্রীয় নিয়মানুসারেঃ

শুরুতপথক-মিত্র পদ্মপুরাণের উচ্চ ভক্তিতে ৪৩ অধ্যায়ের বচন।

চতুর্থ পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায় তদীয় অমরকোষে লিপিবদ্ধ পঞ্চ-লক্ষণকাণ্ড না হইল, তবে উহার উত্তরকালীন ক্ষণের ভাব সেদিন নাই।

এই অধ্যায়কে যদি নামহন্ত হইলেন, এই সময় পুরাণ ও উপপুরাণের রচনা-কালের একটি পূর্বসূর্য নিয়ন্ত্রিত হইবে বলে, এই সম্পদী ভাব পরে বায়বিকে কোনরূপ পূর্বৈতিক রচিত হওয়া সম্ভব ও সম্ভব নয়।

দৃষ্টান্তের একটি বিহারে অর্থাৎ বৌদ্ধ দেবালয়ে খোদাই আছে, বাস বিক্রমদিতের নয়। জন সমাজের ছিল; তাহারা নবীন বলিয়া বিবচারে; অমরকোষের এক রূপ: স্ত্রী এক অনাধিকার

বুদ্ধিমানী প্রথম পরিচিত এবং মহাশিবের সেই মাতৃ ও ভিত্তিক তাঁর এই বিহার প্রস্তুত করেন। যখন তিনি নবীনের এক রূপ

বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তখন তিনি অধ্যায়কে অমরকোষ।

উল্লেখিত লিখিত-দৃষ্ট। লিখিত হইয়াছে অমরকোষে যে এই বুদ্ধ-দৃষ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া। তখন তিনি এই সময় পুরুষের জানাইবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ ১০০৫ দশম পঞ্চ সর্বের (অর্থাৎ ১৪৮ যুগের আটলিপ ক্ষতিকে) চৈত্রবর্ষের পুরুষোত্তম চতুর্থী দশকের এই পত্র খোদাই করিলেন।

অতএব অমরকোষ এই সময়ের পূর্বক্ষণ লোক ইহা নিঃশব্দ অবশ্যই হইতেছে। মূলন কলিতে বুদ্ধগব্যায় এই বিহার প্রায় করিয়া। অতএব প্রতিষ্ঠা করিলেন, চিন্তাধিকারী হিহিপমাণ সংহিতোত্তম চতুর্থাস্ত উৎসঙ্গের পূর্বে উত্তর বিধান দর্শন করিয়া যান।

তিনি দেখান, এই বিখ্যাত যুগ-প্রতিষ্ঠা পূর্বমুখে অনুভব করেন। এমনই এই দৈবের পূর্ববর্তী দৈবের পরের পরমাণু দৃষ্টি করেন, বর্তমান

† অধ্যায়র্থী অন্যতম যে বৌদ্ধ ছিলেন, অমরকোষের উপকথাতেই ভাবার সুপ্রাপ্ত প্রধান বিবলামন রক্ষা করেন।
‡ Asiatic Researches, vol. I., p. 287.
¶ Colonel A. Cunningham's Archaeological Survey Report, published in the Supplementary Number of the Asiatic Society of Bengal for 1863, pp. VII—X.
উপক্রমিকা।

বেদিতে সম্পূর্ণ বিশেষ বিভিন্ন মতে করেন। তা হিসাবে নামে চীন-  
দেশীয় অনেক তীর্থাত্রী ৩১৯ তার শত নির্মলকাল খৃষ্টাধ্যায় ভারতবর্ষে  
আগমন পূর্বক ৪১৪ চারি শত চৌদ্দ খৃষ্টাধ্যায় পূর্বাক তীর্থা শত করেন।  
তাহার সময়ে তাহার এই বিহার বিদান ছিল না। অতএব অমরসিংহ  
খৃষ্টাধ্যায়ের চতুর্থ শতাব্দীর পর সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে কোন সময়ে  
প্রায়স্কৃত হয় এই প্রথিত হইতেছে। এই পুস্তকের প্রথম ভাগে  
প্রথিত হইতেছে, নবরত্নের অনেক রচনা বরাহমিহির শকাব্দের  
পঞ্চম শতাব্দীর শেষ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে অবস্থান বিদায়  
কবিতা ছিলেন। অমরসিংহ তাহার সমকালীন একাদিকৃত কোন মতে  
অনিচ্ছ বেদে হইতেছেন না।

পূর্বোক্ত ধোমিত লিখিতে অমর বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক  
রচনা বলিয়া লিখিত আছে। ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্য নামে অনেক  
প্রথিত রাজা, রাজা সোমেশ্বর করিয়া গিয়াছেন। এখানে যে বিক্রমাদিত্যের  
সময়ের বিশ্ব শতাব্দী চলিতেছে, অমর কালিগুস্ত, বরাহমিহিরাদিকি  
নাম ডিচর্বিহার পরিচালিত তাহার সহায় সমাজ ছিলেন এইচার সময়ে  
ভারতে চলিত আছে। কিন্তু এই বরাহমিহিরের সময় নিঃসরণের  
বীরীরিত হওয়ায়, এই জন-প্রজার মূলের পরিত্যাক্ত ঘটিতেছে।  
তিনি শকাব্দের পঞ্চম ও ষষ্ঠ এবং খৃষ্টাঙ্গের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদায়  
ছিলেন তাহার সহায় নাই। তবে অমর বরাহমিহিরাদিকৃত  
বিক্রমাদিত্যের সভায়। বরাহমিহির নামে তৈত্তিষ্ঠ শব্দ এক  
প্রখ্যাত আছে। কারণ উইলিকুলি প্রথম তাহার প্রশস্ত উপাধিত  
করেন এবং তুলসী বেঙ্গের ১৮১৯ খৃষ্টাঙ্গের অনুবাদ সম্পর্কে  
তাহার সারাংশ-সংজ্ঞায় প্রচার করিয়া দেন। তাহাতে লিখিত  
আছে অন্য এক বিক্রমাদিত্য ৪১৬ শকাব্দে অল্প ৫৪৪ খৃষ্টাঙ্গে  
কাল্পনিক হন। অতএব তাহার সময়ের সমভাবে অমর ও বরাহ-  
মিহিরের সময়ের একসাথে অনুপক্ষাপাত করা যায় না। যখন  
অধুনাভন পুরাণ  
পুরাণের অমরসিংহ-ছিলিত পাকলক্ষিত নয়, তখন সে সমুদায়  
অর্থাৎ চন্দ্রাদিক অন্তর্দারকের পুরাণ ও সমুদায় উপপুরাণ  
তাহার সময়ের অর্থাৎ খৃষ্টাঙ্গের ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তর কালে লিখিত হয়। একেশ্বেই  
অমরকুরাণ করিতে পারে। যায়। রাত্রিন ভট্টচার্যি কিছুদূর চারি শত

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগে একাদিকৃত উপক্রমিকার প্রথম ৫২ পৃষ্ঠা

†. Asiatic Researches, Vol. IX, p. 156.
বৎসর পূর্বে • বিধিরের দুর্বল-প্রকল্পে অভাব পুত্রের
অভিযুক্ত অংশীদার করিয়াছেন ও তিন পরামর্শ তমলে মধ্যে অনেকানেক
পুত্রের বচনও উচ্চত করিয়া নিজাবহেন। তিনি বিশেষ বিদ্যমান
একরণ যে সমস্ত পুত্রাদি ও উপপুত্রগুলির উর্দ্ধে করিয়াছেন,
তাহা বর্তমান পুরাণ ও উপপুরাণেরই নাম। পুত্রাদি বলিতে হয়,
অনিয়ন্ত্রিত উত্তরকালে অনেক কুকুরের বস্ত শান্তিনিবারণ ও রদ্রে
মন্ত্রের সময়ের অর্থাৎ ধূমকেতুর চতুর্দশ বা রেতগ্রন্থ শতাব্দীর পূর্বে ঐ
অন্তর্লভ পুরাণ নামে অনুস্তিত হয় তাহার ক্রমে নাই। কারণ সে সুমুখায় যে
অনেকের অনেকের পরে সুকিরণ ও বিভিন্ন ছইয়ায় এই পশ্চাতে কিছু
কিছু পাত্রিক ছিলেন।

৩৩ পর্যায়—প্রাচীন পুরাণের বিশ্ব অবধি বহুলভারিণার অনাদৃত
খণ্ডনীতি তীর্থবিভাগ এবং উৎকল-সাহিত্য, শিক্ষ, শর্ত ও কিংবা
শর্তাবলি তাহার আলোচিত মনানীয় পুরানীকালের উপাধায়ে বর্ণনা
আরো অভিপ্রেত হইলে তিনি পুরাণের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণণের
রচিত ছিল। এই বলি বর্ণনায় পুরাণের অনেকের নাম একাদিকন। একাদিক
তাহার অভিপ্রেত শব্দ বিশ্বাস করিয়া উৎকলা অদ্ভুত কেবল ৩৩ পুর্বতন সাহিত্যের
থাকা স্থানের রক্ষা পুরাণের মধ্যে এই পুরাণের প্রয়োজন আহি।

—খিন্ননা, রাজনীতি, রাজনীতি শিক্ষাদান এই দুই অম সাহিত্যিক হিসেব
এই দুই পারিপার্থিক প্রথা প্রচলিত আছে। যুদ্ধায় সীমাবদ্ধতা ছয়।
মনে করা হইয়া যে এই স্থানের বিষয়াবলীর চিহ্নিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। খিন্ননা
১৭০৭ সালে অবশেষ করিয়া ১৪৫৫ সালে প্রাপ্তবয়স্ক করেন।—এই পুস্তকের
প্রথম অঙ্ক, খিন্ননা-শপথ, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

—খিন্ননা, রাজনীতি, রাজনীতি শিক্ষাদান এই দুই অম সাহিত্যিক হিসেব
এই দুই পারিপার্থিক প্রথা প্রচলিত আছে। যুদ্ধায় সীমাবদ্ধতা ছয়।
মনে করা হইয়া যে এই স্থানের বিষয়াবলীর চিহ্নিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। খিন্ননা
১৭০৭ সালে অবশেষ করিয়া ১৪৫৫ সালে প্রাপ্তবয়স্ক করেন।—এই পুস্তকের
প্রথম অঙ্ক, খিন্ননা-শপথ, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

† খেন মতিতে পুরাণনাম-প্রকাশে মার্কেশ, কৃষ্ণ, কার্য, চিত্ত,
বিশ্ব, বন্ধু, তথ্য, তথ্য, তথ্য, শব্দ ও কৃষ্ণ পূর্ণ বা আজ্ঞাতের মধ্য-
কারক তথ্য ও বাক্য প্রকাশে অনুপ্রবণ ও গবেষণায় প্রবণ ও
কারখানা খেন মতিতে পুরাণনাম-প্রকাশে মার্কেশ, কৃষ্ণ, বিশ্ব, কার্য,
বিশ্ব, বন্ধু, তথ্য, তথ্য, তথ্য, শব্দ ও কৃষ্ণ পূর্ণ বা আজ্ঞাতের মধ্য-
কারক তথ্য ও বাক্য পূর্ণ বা আজ্ঞাতের মধ্য-
CCC

 Account of Orissa Proper, or Cuttack, by A. Stirling :
উপক্রমিকাঃ

১৭৯

খুঁটাসে তাহা নির্দারণ করিবা। অতএব বখন রামপুরাণে এই সকল দেবতাদের অন্তর্গত রূপান্তর রহিয়াছে, তখন এই পুরাণ খুঁটাসের অন্তর্গত বা চূড়ান্ত শতাব্দীর পূর্বে প্রকাশ হয় নাই ইহাই সহজেই জানিতে পারা যাইতেছে।

পদ্মপুরাণ!—পদ্মপুরাণের উত্তরাধিকারে দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বীরচন্দ্র ও বেষ্টকান্তিতে নামক দুই স্থানের বিশিষ্ট-মন্দির* ও কুলভজ্ঞ নদী-ধ্বন্দ্ব হরিপুরের নগরে অন্তর্গত আছে। এই পুরাণে বেষ্টকান্তির তিলক-মৃত্তিকা অভিমুখ অন্তর্গত বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে।

আহার দর্শন ব্যাপী বৈষ্ণবরী কহিবে কভু বহুমুক্তপঞ্চমী ।
ধার্মেক্কুল্লকঃ পুষ্কর দিগ্বিজয়ীকঃ।

উক্তরুক্ত

এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত রামায়ণের সমস্তারে বিবরণ-মধ্যে দেখিতে পাইবে, এই বেষ্টকান্তির মন্দির প্রথমে শিবলয় ছিল, রামায়ণের খুঁটাসের স্বাধীন শতাব্দীতে তাহাতে বিষ্ণু-বিশ্ব প্রভূত করেন। নামার্গালঘুসারে, হরিপুরের অন্য একটি নাম বিজয়-নগর বলিয়া বিচিত্র হইয়াছে। চিত্তহরের পিয়লপতে এই প্রাচীন খোলিয়া আছে ও এরূপ অর্থাত প্রচলিত রহিয়াছে যে, দক্ষিণাপথের অন্তর্গত রাজা-বিশেষের অধীন হরিহর ও রুক্মিণীর খুঁটাসের চূড়ান্ত শতাব্দীতে এই নগর পাদক করেন। হরিহরের নাম পুরুষ নামে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।। অতএব এই পুরাণের অনেক অংশ এই সময়ের পরে বিচিত্র হয় এই হরিহর সন্দেহ নাই। ইহার উত্তরাধিকারে মধ্যে রামায়ণ প্রভৃতি চারিটি প্রধান বেষ্টকান্তির নামও উদ্ধৃত হয়।

শ্রীরামবিশ্বেন্দ্রে হে সন্তানি নিঃসন্তানতাঃ।
অত: বলী বিলায়িত ঘনার: সন্তানান্ত।

* দক্ষিণাপথের প্রায় তিন কোণ পশ্চিমের বেষ্টকান্তির এবং স্বাধীন বিনশিষ্টলগ্নের অর্ঘ্য-ধ্বন্দ্ব-ধ্বনিতে।
† এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত ভগৌর-সম্প্রদায়-বিশেষের ৬ পৃষ্ঠ।
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সন্ন্যাস।

স্বীকারী হন্তু মনকা বিশ্বাম: খিলিইয়ালা।
শব্দকল্পকের সন্ন্যাস ধর্মে উচ্চতর পদ্ধতির ছাত্র।

এই চারিট সন্ন্যাস রামায়ণ*, বনভাষাস্তু, বিষাণ্ড ও মহাভাষাত্ম।
এই পুনরিক্ত প্রথম ভাগে দেখতে পাইবে, সন্ন্যাস-বিশ্বকর্ম রামায়ণের মাধ্যমে শাক্তির বৃদ্ধি প্রক্রিয়া, মহাভাষির উহার রূপচক্র শাক্তির এবং বনভাষার উহার যোগেশ শাক্তির প্রাপ্তির হন। তুলনামূলক পদ্ধতির উত্তরত্ব খৃষ্টাঙ্কের মাধ্যমে শাক্তির প্রভাবিত হল। গীতিকে কাতর করিতে হয়।

এই পুনরায় বিশ্বকর্মের বিশ্ব-মূলক বিশ্ব কখনো আছে না।

ধর্মীয়খণ্ড এর নামে রূপান্তরে দেখতে পাওয়া যায়, খৃষ্টাঙ্কের এরূপ ও মাধ্যম শাক্তির এখন। ভাঙ্গার কিছু অন্য পক্ষাঙ্ক এই বিষয়ে বিপরিক্ত সংজ্ঞিত হয়।

পুরাণগুলি সব দৃষ্টিকোণে খৃষ্টাঙ্কের মাধ্যমে রূপান্তর গীতিকে কাতর করিতে হয়।

শব্দবৈষ্ণবপুরাণ।-পূর্ণতা শব্দবৈষ্ণব নামে একথার পুরাণ এরচিত ছিল; সংস্কৃতির তাহার নিন্দিত লক্ষণ লিখিত আছে।

বননারদ রামরায় সন্ন্যাসমূহের বন্ধন।
বাবুলিবিনা নারদর রামমাহানান্যন্তমূ।
অনি সন্ন্যাসজগৎ অট্ট মরণে মুক্ত।
বনভাষাস্তু বল্লভস্বর্ণ সুস্তবে।

মে পুরাণ সাবধান নারদ-সঙ্গে কীর্তিত করেন এবং বাঙ্গালি জীবনের মাধ্যমে, রথিত ক্ষমার রূপতান্ত ও বাঙ্গালির ব্যবহারের উপাধি বর্ণিত হইয়াছে, সেই অভাজ্ঞ সহায়তা নোক বিশিষ্ট পুরাণকে ব্যক্তিত্বপূর্ণ বলে।

কিন্তু এখনো যে ব্যক্তিবীর্যপূর্ণ বিশ্বাস আছে, ভাঙ্গাতে না।

* পশ্চিমশাম্বুরুহ পদ্ধতির বহন-বিশেষে রামায়ণের নাম লাই বিশ্বাস রহিয়াছে।
† এই পুরাণের প্রথম ভাগ, বিশ্বকর্ম-সন্ন্যাস, ৪ পৃষ্ঠ।
‡ এই পুরাণের প্রথম ভাগ, বিশ্বকর্ম-সন্ন্যাস, ৬, ১০২ ও ১১১ পৃষ্ঠ।
উপক্রমশিকা}

নাথন কন্ধ এই অঞ্চলে না একবারের রক্তান্ত জীব হয় না তাহা সিংহল অথবা করাক কথিত হয়ে আছে। এখানে একধর্ম যাত্রার অন্ত বাণী বা কর্তব্যের সঙ্গে প্রসঙ্গই উপার্জনের উপাধ্যায় প্রচারিত যাচিতে হইলে, ইহাতে তাহা সমীক্ষণ না হওয়া কোন মতোই সত্য ও সঙ্গত নয়। অতএব রাধা-সংক্রান্ত কথা এই পুরাণ অপেক্ষা অধুনাকৃতি। কিছু-পরেই দৃষ্ট হইলে, ভাগবতের বয়ঃক্রম এখন নূতনাধিক হয় শর বৎসর। স্বরূপ ক্রষ্ণবৈষ্ণবপুরাণ তথ্যেক্ষণ আধুনিক। বর্তমানের বৈষ্ণব-প্রদর্শন ইহেই রাধাকৃষ্ণের এইপ্রকার উপাধ্যায় প্রচারিত হয়। বাস্তবায়িতে সত্যকে পঞ্জিকা শতাব্দীর মধ্য-ভাগে সবিশেষ যত্ন-সহকারে তথা পড়ার করেন।

অতএব ক্রষ্ণবৈষ্ণব পুরাণ তথ্যেক্ষণ আধুনিক। এই পুরাণের ক্রমবিষয়ের ১২৭ অধ্যায়ে বিবর্ণ-কথা-ছন্দে সেহি রাধার অধিকার । লোকের সেন্তামাদের অনেক বিষয় সর্বাধিকচরি বর্ণনা ও বর্ণবিচারের অনাস্থা ও হিন্দুধর্ম-বিকৃতি অন্য অন্য কথকলার বিশেষ বর্ণনা হইয়া আছে। এরিলে মোলসমানদের ভারত-বর্ণবিচার-বিকৃতি ও তাহার উত্তরকালীন হিন্দুধর্মের বর্ণনা বই আর কিছু বোধ হয় না। এই অঙ্কের ফলে ভারতবর্ষীয় অনেক লোকের মোলসমান বধে প্রবিধিত হয় এবং বিবর্ধ-বিশেষে বর্ণবিচার-বিকৃতি অংশ বহার প্রচারিত হইয়া যায়। এই অঙ্কের ফলে অনেক লোকের উপাসন-সপ্তাহেরও বর্ণবের বস্তু পরিচিত করেন। পশ্চিমাঞ্চলের এই বিষয়ের দিলে প্রভূত নামান্তে অনুভূত পাণ্ডকনির বিচার নাই একথা সত্য প্রত্যুষ্ট আছে। এই ক্ষেপের হিন্দুরা নিজ ব্যায় বৃত্তি তথ্যেক্ষণ অর্থনীতি সম্পর্কে বহির্ভাস করিয়া বহির্ভাস করিয়া বহির্ভাস করিয়া। যথায়, ক্রষ্ণবৈষ্ণবপুরাণের উপাধ্যায় হইতে হিন্দুদের মধ্যে, প্রবন্ধ, পুরাণ, মাতৃত্ব ও ওকর প্রতি অনন্যনন্দন ইহেই কথকলার দৃষ্টান্ত বিবরণ সমীক্ষণ অর্থে।

তাবুন্ত অপারারহর ভারতবর্ষে মোলসমান রাজ্যের অধিকার-সময় 

* এই পুনরক্ষের প্রথম ভাগের অন্তর্গত বাস্তবায়িত-সম্পূর্ণ-বিবরণের ১১১ পৃষ্ঠা।

† জানিয়ানায়া: বর্তমানের পরিপালন।

কৃষ্ণমূল। ১২১। ২৫।

‡ মোলসমান বা ব্যর্থ রসমূল তথ্য।

ন অনেকান্তে ওঁর কৃত্যে আশ্বাষ্টম। বদল।

কৃষ্ণমূল। ১২১। ২৪।
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

সম্ভিক প্রচলিত হয়। কবীর খুন্তহান্দের পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই ধর্ম প্রচলিত হইয়াছিল। তিনি নিজ সময়ে বিদ্যমান কল লোকের অবিকল এরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছিলেন।

কবীর-সুখোদন।

অন্যান্তাদ্বিতীয়তাং পুনঃ।

মিশ্রনাশী যুবকঃ।

পুত্র পিতাকে এবং শিশা

কেহ দার পরিগ্রহ

বিদ্যা বুদ্ধাব্যক্ত।

শশু শতবিদ্যা মানাপিতা যুবক।

কবীর বিদ্যালোচন।

করিয়া পিতা মাতা ও শুককে

পীড়ন করে।

কবীর রূপের অভাব ও কবীরের আরোগ্য ভারতবর্ষীয় লোকের এই অন্তর্বিষয়কৃতি-বৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত সাধন। দৃষ্ট হইতে থাকে। এই সম্ভাবনা লোচনা করিয়া দেখিলে কবীর বুদ্ধদেবর্ত পুরাণের সেই রাজা মানসলাল রাজা বলিয়া আত্যন্ত হইয়াছে। ইত্যাদি, ভারতবর্ষে মোসলমান-অধিকার বিষয় ও বহুল হবার পর, বর্তমানে কবীর ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত ও সহকারে হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাইয়াছি।

কবীরের পুষ্পকৃতি হইয়াছে, নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন এই কবীরের পুষ্পকৃতির শুদ্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া প্রচলিত আছে; যেমন কাশিকাও, ঊৎকলকে, রেবেঘুর, বঙ্কোত্রও ইত্যাদি। উৎকলকে পুরুষকেন্দ্র বিষয় ও ভবনাশীর শিবের মন্দির বিষয় আছে। এই দুই মন্দির ধুন্তহান্দের প্রচলন ও সম্পর্ক মতাদৃষ্টিতে প্রযুক্ত হইয়া ইহার পুরুষকেন্দ্র প্রাপ্ত হইয়াছে না। অথবা এই খুন্তহান্দের ত্যাদিপ্রাপ্ত অপেক্ষা অধুনাকালীন বলিয়া প্রচলিত করিতে হয়।

কৃষ্ণপুরাণে—কুর্মপুরাণে তবের, ভাষা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি তত্ত্ব-শাস্ত্রের উল্লেখ আছে।

এবং স্মৃতিভিত্তিক বহুল মাধবেন মুখরিতা।

তুমি মুর্মান্ত ক্ষুদ্র এক্ষণে মুখরিতা।}

এই পুস্তকের কর্মনাম-সম্প্রদায়-বিবরণের ৪৩ পৃষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত পূর্ব-কালীন ভারতবর্ষীয় লোকের অন্তর্বিষয় বিষয় দেখ।

এই পুস্তকের প্রথম ভাগের কবীরপত্নি-বিবরণের ৪৫ ও পরিচিতের ৩০৭ ও ২১১ পৃষ্ঠা দেখ।

১৭১ পৃষ্ঠা।
উপক্রমণিকা। ১৮৭

ধর্মবান্ধ পাদপুত্র তথাচার্মীন সম্বন্ধে।

কৃষ্ণপুরাণ। ১৪ অধ্যায়।

শিব বিশ্ব কর্তৃক এইরূপ সচরাচরিত ও বিশ্ব শিব কর্তৃক নিরোধিত
হইয়া কামিনী, নাকুল, বাক্স, পূর্ব পশ্চিম ভৈরব, পঙ্করাত্র, পাপ্তগত
eবাদ সহস্র সহস্র মোক্ষার্থ চরণ করেন।

c এই পুঞ্জারের বচনস্তরেও যামল, কলাম, ভৈরব প্রভৃতি তত্ত্বের
নাম আছে। তত্ত্ব-শাস্ত্র সচরাচর প্রচারন নয়। ঐ শাস্ত্রের মধ্যেই
উঁচু যে কল্পনার শাস্ত্র বলিয়া লিখিত আছে * এ কথ্যটিও
বিবেচিত বাক্সার আধুনিকের পরিচয়ক বিবেচনা করিতে পারেন।
অমুপাল্ল শাস্ত্রের মধ্যে যে শিলা ভিত্তি সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রের নাম
লেখ করিয়াছেন, তথায় তত্ত্বের নাম সহিষ্ণুমান নাই। ঐ শাস্ত্রে
সে সময়ে প্রচলিত পালকের নাণী না থাকে। কোন কোন সময় ও
সঙ্গে কোন নাই। তিনি খুদ্বারের যত্ন শতাধিক বিদ্যমান ছিলেন।
অতএব উল্লিখিত যামল তৈরি করার তত্ত্ব-শাস্ত্র ভাষ্কর্য অক্ষরপ্রণীত।
শ্রীরাম কৃষ্ণপুরাণের ভাষা নাম এই বলিতে হয়। খুদ্বারের অষ্টম
c নবম শাস্ত্রীয় পর বিবেচিত বলি সুলভ বিস্তারের শাস্ত্রের
তথ্যমায়ে ভিত্তি সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রের নাম নির্দেশিত হইয়া, কিন্তু তাহার
মধ্যে তত্ত্বের নাম বিদ্যমান নাই। এই সমস্ত যুক্তি অমুপাল্লে,
তত্ত্বের বর্ণন্ময় সহস্র সহস্র অপেক্ষা বড় অধিক হওয়া সম্ভব নয়।

* শিবের চালনা বিষয়ের চিহ্নিত থাকিয়া

ঘরাই ধর্ম আদি নগরী তৃতীয় কবী।

মহানির্বাণজয়।

সত্যজিত আদিনিন্দ্র দেবেন নামার্থে কষ্ট।

পুরস্কৃতরসারায়ণত্ব। ৩ পতল।

* অদ্যক্রমের অনুমোধ্য নানাধরের মধ্যে তত্ত্ব শাস্ত্র বিদ্যমান আছে যা

বিশিষ্ট তাহার অর্থ তত্ত্ব-শাস্ত্র নহ। প্রাধান্য, নিয়মান্ত, পরিচয় ও বিষয়বাদ অর্থে

* এই পুঞ্জারের বর্ণন্ময় সহস্র সহস্র অপেক্ষা বড় অধিক হওয়া সম্ভব নয়।

এই পুঞ্জারের বর্ণন্ময় সহস্র সহস্র অপেক্ষা বড় অধিক হওয়া সম্ভব নয়।

* তাই যে তখন শিবপুরাণ-বচন্তার সহস্র নিরূপন বিষয়ক প্রচার দেখিয়া।
পাদদেশীয় পাঁচালী পরিচয়

পাদদেশীয় পাঁচালী পরিচয়

বর্ণদাত্মক, দশম পত্র, শ্রেষ্ঠ পরিবেশ

পদের প্রথমে কেন্দ্রীয় করিয়া, করিয়ার নায়ে উদ্ভাবিত হয়। (যেমন যথিক্ত, যে ইত্যাদি)। কেন্দ্রীয় পরিবেশ হইলেও পরিবেশ উদ্ধার হয়। অর্থ অর্থ শুনি ইচ্ছার কল্পন হইতে উদ্ধার হইতে উদ্ধার থাকে।

বন্ধুদের সাথে অভিনব আঘাত আঘাত আঘাত আঘাত

বন্ধকৃত বন্ধকৃত বন্ধকৃত বন্ধকৃত

• Useful tables by James Prinsep or Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. VII., part I., pp. XIII and XIV.
উপক্রমিকা। ১৮৫

প্রাচীনের দিকের ও শুনিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ অনেক অনেক তত্ত্ব যে ঐ প্রদেশে বিচিত্র হয় এবং সর্বত্র ও সহজ। বাঙ্গালি ভাষার সহিত সংকল্প-বিভক্তি সংযোগ করিলে যেরূপ হয়, তত্ত্বের কোন কোন স্নেহের ভাষা অায়ার সেরূপ। পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালি দেশে সংকল্প অায়ার রচিত মহারাণী ইহার কোন নিদর্শনই লক্ষিত হয় না। অতএব বাঙ্গালি দেশে অায়ার ঐসময় তত্ত্ব-অনুচ্ছেদ ঐসময়ের অপেক্ষা অাচীনতর হয়। কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু উহার পূর্ণ ভারতবর্ধে যে ঐ শাস্ত্র একাদশে অাল্পরিচিত ছিল না এরূপ বলিতে পারা যায় না। অনবীণ-নিবিড় রয়েচিন্দ ভট্টাচার্য বিশিষ্ট চারিশত বৎসর পূর্বে বিদামান ছিলেন। তিনি তিথিতে ত্রিভূত্য অনুষ্ঠান-সর্করের ও মলমাসতত্ত্বের অনুষ্ঠানের দীক্ষা-প্রকাশে উভয়তুল্য। বাঙ্গালীর কলাব, ভূচরিত্র, গান, সাহিত্য এবং জানমাল, জগৎসরস, মনোসরন, প্রেমপুরীয়, মন্ত্রমূখবলী অতৃত্তি বিভিন্ন সত্ত্ব-সাহিত্রের নামগুলির বা বচন উক্ত করিয়াছেন। অতএব যুগু কপে পাঁচ শত বৎসর পূর্বে অনেকগুলি তত্ত্ব-অনুচ্ছেদ প্রচারিত ছিল তাহার সমনীহ নাই। গাজিপুরের কীর্তিকূলে বৃহাধিক অটি শত বৎসর পূর্বে অথবা তাহারও পরে কোন লিপি-বিশেষে তত্ত্বের নাম বিনিবেশিত আছে। ঐ শাস্ত্র তত্ত্ব-শাস্ত্র-বাচক হইল যে প্রদেশে ঐ শাস্ত্র ঐ সময়ে প্রচারিত ছিল বলিতে হয়। কিন্তু কোন কোন তত্ত্ব অবাক অতীতের আধুনিক ; এমন যে এক সাহিত্যের অপেক্ষা অধিক অাচীন। একালের শক্তি ভিন্ন-লক্ষ-কীর্তন-চরে লণ্ডন নগর ও লণ্ডন-বায়ির ইংরেজেদের নাম পর্যন্ত বিনিবেশিত হইয়াছে। পাঠ করিয়া অনেকেই রুখিতে পারা যায়, ঐ ভল্ত ইংরেজেদের ভারত-বর্ষাধিকার-প্রকাশের উত্তর কালে বিচিত্র হয়।

দূরীফ্রায় নব্যন্তর অনুসন্ধান অনুপ্রিয় মনোনীতি

* ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বীরাঙ্গন যুদ্ধায় মৃত্যু অঠারবিংশতি ভাষ্বের অধিক ভাগের ৪৪, ৪৫ ও ৪৫৬—৪৫৫ পৃষ্ঠা।
† ঐ ধারায় যে ক্ষমতায় অযুক্তিগত তত্ত্ববিদ্যাধর্মী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।
"রামায়ণবিশেষার্থীকায়।"—The Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VI', p. 5.
‡ লন্ডন ইংরেজের বল্লালের ইমেজ (Londres) নামের। অন্তর্গত তত্ত্ববিদ্যাধর্মী প্রচারিত হইয়াছে ঐ নামের বর্ষ-বিন্যাস করিয়াছে তেরায় অনিলান্ত নয়। কোন হইয়াছে।

পৃ. ২৪
শুচিপাদ্রঃ চাষিকলায় উপাস্ত-পঞ্চদীয়া

ক্রিয়াজ্ঞান মন্ত্রাবৃত্ত সংস্কারে কল্যানাবিরূপাভাবে

অধিকারাবিশ্বাস সংস্কারে জ্ঞানাভাবিতা।

ছুটে নবজ্ঞান লবণ্যাবার্থী মাধবন।

. শত্রুপুরুষের হিন্দু শাস্ত্র তুলনা মেধা তেজ তেজের
  হেরিয়ে বিশ্ব রাক্ষণের বচন।

পূর্বপাদ্রাবিরূপাভাবে বিভিন্ন-ভাবে বিশিষ্ট বিশ্ব শত্রুকৃষ্ণের
  কথা শুনেছি। নতুন-নগার-ক্ষত পালন উজ্জ্বল জন মিছায় দেই সমস্ত
  মন্ত্র সাধন পূর্বক যুদ্ধকৃত্তি হয়। বক্তব্যো অধিীশ্বর হইলে।

যথেষ্ট, যখন অন্যকো বিশ্বতরূপে সম্প্রতি শত্রুর নামের
  মধ্যে তৃণ-শাত্রের নাম নির্দেশিত নাই, তখন উহার বঞ্চনায়
  সত্ত্ব বঞ্চন অপেক্ষা আর কিছু অবিচিৎ হয়। বিশ্বতরূপে শত্রু
  যে কূর্ণগুণীয় ভিত্তি তাহের নাম উপন্যাসিত আছে, তাহার তথাকথিত
  অপ্রচলিত কর প্রচলিত হওয়া কোন মন্ত্রোপলক্ষিত না।

বিশ্বতরূপে বিশ্বলঃ তৃণীকর অংশের অক্ষালো অধাতের বোধ
  এবং অত্যন্ত জন্মনদী শত্রুপুরুষের সংস্কারে একটি উপাস্যায় আচ্ছা।

এই উপাস্যায়ের বোধ ও তৃণদন্ত নিয়নায় বিশ্ব-সৃষ্টি।

বোধ ধরম এখানে প্রচলিত না থাকিলে, তাহার বহি-মূল বিশ্বতন্ত্র
  উপাস্যায়-বিষয়ে কর্ম করা সমর্পণ রোধ হয় না।

বোধের প্রতিকৃষ্ণের
  মাধ্যমে তাকার সংস্কার নাই।

. অতএব বিশ্বতরূপে অথবা ভালবাসী এই সকল স্পে পরবর্তীর
  পূর্বে বিশিষ্ট হয়।

অন্য কথকলুলু পুরোহিতের নাম বিশ্বতরূপের চতুর্থ অংশের
  চতুর্থ বিশিন অধ্যায়ে ভবিষ্যৎ-কথন-ঘটনে মৌন, যুগ্ম, কোণ, অকৃত্তির
  বঞ্চনা অন্তর্নিহিত আছে। এই সমস্ত বঞ্চনার যে মনকাশিত নয়,
  নানাপ্রকার মনুমূর্তি ও গৌণিত বিশিষ্ট তাহ। পরমাণু করা প্রাপ্ত হয়।

মৌন-রাজা-নিশ্চিত চতুর্থ হৃদয়ের ১২২ ধুম্বর বার বঞ্চন পূর্বে
  বিশিষ্ট ছিলেন ইহ। ওখানে পুরাণের অংশ প্রামাণ্যে নিঃসংবাদে
  অপ্রকাশিত হইয়াছে। মৌন-লক্ষনীয় রাজা। ১৩৭ একাংশ সাধ্যায়িনী,
  কৃষ্ণলক্ষনীয়। ১১৬ একাংশের বার, কৃষ্ণলক্ষনীরা ৪৫ পরাঞ্চনিরায় ও অকৃত্তি-
  বঞ্চনীরা ৪৩৬ চতুর্থতাহ চুর্ণিত বঞ্চন বহুতাদে রাজ্যে রাজ্যে রাজ্যে করেন।

* ভাগ্য, ভাগ্যতুল ও বিশ্বতরূপে অকৃত্তির ক্রিয়া অনেক রাজ্য ৪৩৬ চতুর্থতাহ
  চুর্ণিত বঞ্চন বহুতাদে রাজ্যে রাজ্যে রাজ্যে করেন। কিন্তু তা প্রতিকৃষ্ণের
  ভিত্তিত সমস্ত মূর্তির সাদা পানি। দেখিলে, ক্রিয়া অনুপকরণ অনেক
উপক্রমিকা।

এই লিপি অনুসারে, ঐ চারি বংশের রাজকুল-কাল ৭৩০ সাত শত ত্রিশ বৎসর হয়। চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে গুণনা করিয়া দেখিলে, ৪১৮ চারি শত আঠার খৃষ্টাদে অন্ধ বংশীয় রাজাদের রাজ্যাধিকার নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

চারি বংশের রাজকুল-কাল ............................................ ৭৩০
চন্দ্রগুপ্তের সময় .................................................. খৃ, পূ, ৩১২

অন্ধ বংশীয় দুইটি রাজার নাম নিয়ে ও পুলিমান। মৎস্যপুরাণে এই শেষের নামটি পুলিমান বলিয়া লিখিত আছে। চীন পাচ্ছিল এই দুইটি নরপতির নাম লিখিয়া দিয়াছেন: সত্যদয়ী, যজ্ঞী ৪০৮ চারিশ হইতে আঠার পুলিমান ৬২২ খৃষ্ট শত একশ খৃষ্টাদে রাজত্ব করেন।

যজ্ঞীর সময় বিশ্বেষ পূর্ণাঙ্গ ও চীন পাচ্ছিল সম্পূর্ণ এক দেখা যাইতেছে।

পুলিমান বিশ্বেষ যে অগ্রে দৃষ্টি হইতেছে, তাহা পুরাণ-সংস্কার-কারদের অন্তর্গত হইতে হয়। বিন্ধু পুরাণ-শালোক ও চীন-পাচ্ছিলের পুলিমান যে এক ব্যক্তি, ইহাতে সন্ধে করিবার কোন কারণ নাই। চীন পাচ্ছিল পুলিমান রাজধানী কুষ্টিয়ায় ও পুলিমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা যে সকল রাজার রাজ-ধানী ছিল, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব বিন্ধুপুরাণে খৃষ্টাদের পক্ষে, ধ্বংস ও শতাব্দীর অন্তর্গত সহিতিভাষিত রহিয়াছে। এই পুরাণের শক ধ্বংস ও শতাব্দীর অন্তর্গত সহিতিভাষিত রহিয়াছে।

শকানি কর্তকগুলি অন্যতম জাতীয় লোকের খৃষ্টাদের বিষয়ক পূর্ব

নূন হয়। মৎস্যপুরাণে উন্নত জন রাজা প্রত্যেকের নাম ও রাজকুল-কাল বিশেষত্বক নিষ্পত্তি হইয়াছে। সেই সময় রাজকুল-কালের সম্পত্তি করিয়া, চারিশ পঞ্চিশ বৎসর চারি মাস হয়।

* নবস্থা নুমানিদাস: নবস্থা বৃক্ষগানী, নবস্থা বৃক্ষগানী চিত্তোড়; নবস্থা থেকানী: নূন বাণী; নবস্থা বাণী:।

বিষ্ণুপুরাণ ৪। ২৪। ১৩।

উত্তর (আরো বিশ্বাস-পত্র) পূজ্য গোয়ালকুপুর, গোয়ালকুপুরের পূজ্য পুলিমান, পুলিমানের পূজ্য শিন্যী শাকুশ্ী, শিন্যীর পূজ্য শেষাশ্র চীন রাজাদের পূজ্য যজ্ঞী।

† “নর: ষষ্ঠা মন্দামুঘড়িমিতার। নর অদী যথা: নর্তন্ত্র সত্ত্বা:” দেখাই।

বিষ্ণুপুরাণ ৪। ২৪। ১৪।
হইতে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত রাজ্য করে ইহা খুলাস্তের লিখিত হইয়াছে । পঞ্চ গুনান-রাজবংশের বিভয়ও উল্লিখিত হইয়াছে ।

অন্তর্গতামার্গ সাহায্য গুমান্ত মোক্ষলিঙ্গ ।

বিবিধপুরাণ । ৪। ২৪। ১৮।

মণি-দেশীয় খুল্বন্ধীরেরা গঙ্গা নদীর সমীপে এরাগ পর্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়ান ।

তাহারা ধূ নাট্যের সমূহ শতাব্দীর পর পর্যন্ত রাজ্য করেন ।

এতদি এই পুণ্য অথবা ইহার স্বত্ত্বে তাহাদের প্রাণ আছে, তাহা তদৈশে । ইহার কিছু পরিসর লিখিত আছে, মেহেদিদি নিকুল কাঠীরের নিকুলত, দার্পিকত্ত্ব, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর দেশ ভোগ করিয়ান ।

বিন্তোর-ঝঙ্কি-বহুলাময়া-কাশ্মীরবিপ্লবান্ত রাজ্য

অস্তাদয়: সরুকা: মোক্ষলিঙ্গ ।

বিবিধপুরাণ । ৪। ২৪। ১৮।

বালা শৃঙ্খল ও সেচ্ছাদি জাতীয়েরা নিকুলত, দার্পিকত্ত্ব, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর দেশ ভোগ করিয়ান ।

এই সেচ্ছ শত্রু গোসলমান হওয়াই সম্ভব । গোসলমানেরা প্রথমে খৃষ্টার অন্ত শতাব্দীর প্রাচ্য পঞ্চাব দেশ অধিকরণ করে এবং এ শতাব্দীর শেষে অধিনায়ন নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ তাহার বিশেষ অধিকার করিয়া । চাঁনির গুহায় বিদেশে লিখিত আছে, অরবীনদের কর্কুক অরাহন্ত হইয়া কাশ্মীরের রাজা ৭১৩ সাত শত তের খৃষ্টাব্দে চিন-দেশীয় দুঃখের সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পারিলাম । অতঃপর বিবিধপুরাণ অথবা তাহার উল্লিখিত স্থল সমুদ্র থুর্বাদের অধিক বা নবম শতাব্দীর পর বিচিত্র হয় লিখিত হইবে ।

* ৮৮ পৃষ্ঠা ।


‡ Wilson's Vishnu Purana, 1840, pp. 473—481।
৩ত্রমানাংনাম্বার হুমা মৌজ্জ বিভ্রূপি।
ভাগবত ১২ ১ ছোট।
রুপ পাঠার ছটাচে, বলিতে পারা যায় না।

তিলোকত ৩ দুঃসা বীরিন নয়নালিংক্ষল।
ফুলানা সুহু রাজারথা খুজা আদশভয়।
ভাগবত ১২ ১ ২১।
ঝ ১৮৪ পৃথি দেখ।
পদ্মতৃষ্ণ হইতে গৃহে প্রাণ উহারে অনেক পরে প্রসন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেমন তাহার প্রাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

চন্দ্রপ্রাণী ফিকীয় পূর্বক বিভক্ত ও বায়ুপুরুষের সহিত ভাব-বাতের বিভিন্ন বিভিন্ন দেখিয়া পাওয়া যায়। উহার তাহা কোন মতেই প্রাতিবাচন নয়। হিন্দুস্মাকে ভাবগত ও মহাভারতের এক অন্য-কোনোরূপ প্রকৃতিতে বিচিত্র প্রচলিত হয়। কিন্তু উহারের তাহা পর-স্পর বিষ্ণুর বিভিন্ন। একের চন্দ্র অতীব নব; অপরের অপরক্রমে প্রাচীন। মহাভারত সরল, ওধ্যায় ও মধ্যে মধ্যে সমাধিক গানীয়-শালী। কিন্তু ভাবগত অসরল, কঠিন, অস্বাভাবিক বিভিন্ন ও সমাধিক। জীবনের প্রভাবে প্রাচীন চন্দ্র নাই লক্ষণ।* ভাবগতের এই প্রথম শক্তিতের চর্চা অথবা স্পষ্ট লিখিত অচেতন প্রথমে পুরাণ ও ইতিহাস প্রথম করেন, তাহাতে পরিরূপ হয় পদ্মতৃষ্ণ এই ভাবগত চোলা করিয়া যায়। অতএব ভাবগতের এই প্রথম সরলার অক্ষর পুরাণ হইতে পারে না। উহা রচিত হইবার পূর্বে পুরাণ সঙ্গীতে প্রচলিত ছিল বলিয়াই, ভাবগতের মনোনিতের একের মধ্যে লিখিত হইয়াছে ভূতার প্রকৃত। ভাবগত অক্ষরের অন্তর্গত নয়। যে কোনো ব্যক্তির এই রচনা করেন এইরূপ একটি প্রাণাধিক জ্ঞান আসিয়াছে। লোকসাধনে এই পুরাণের বিষয়ে যে সংশয় প্রচলিত ছিল, শৈখ-সমাজের দীক্ষাতে তাহা বিলক্ষণ লক্ষ্য হইতেছে। তিনি লিখিয়েছেন।

অসল নামান্তরিত্য নামকরনীন্দ্রঃ。

প্রথম শোকের টিকা।

ভাবগতের নাম অন্য পুস্তকে আছে। এরপ সংশয করা কর্তব্য নয়।

* ভবে প্রশংসার যে বে মনে করিয়া ভক্তিবাদী প্রাকৃত করিয়াছেন, তথায় উক্তিতে স্পষ্ট প্রকৃতির ব্যাপারে দেখিয়া পাওয়া যায়। আর যে কথা প্রাচীনত্বের মতো হইতে সাহায্য, তথায় মনে মনে সেই গ্রন্থের পদ-সমূহ ও উক্তি করিয়াছে।

† উপসর্গঃ ভাবগতন্ত্র ইত্যাদি থাকার অভাব:

ধরিতৰক্ষণ পুরাণে বর্ণ দেখাইল।

ভাবগত। ১৮। ২০।।

(দ্যাসেলদি) ছোড়, খৎস, সাম, অধৃতোর এই চারি বেদ পুঞ্জ করিয়া এবং প্রায় বেদ-বলিয়া উল্লিখিত পুরাণ ও ইতিহাস বিস্তার করিলেন।
ঔপন্নিকাং

শ্রীধর স্থানী যে পুরাণের দীক্ষা করেন, তাহাই অর্থাৎ বিশ্বগণের প্রচলিত ভাগবতই প্রকৃত ভাগবত এ বিষয়ে সংশয় না থাকিলে, তিনি কেনই বা এরূপ কথা উপস্থিত করিবেন? সেই এতের অমূলক ও প্রতিফল পক্ষে ঘোরতর বিবাদ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। সেই বিবাদ কি রূপ বিদ্বেষ-মৃত্যুক ও বদ্ধমূলক হই, উভয়-পক্ষে বিচিত্র দুর্জন-মুখচিত্রান্ত, হুর্জনমুখবিন্দুরহস্য, ভাগবতশূদ্রপরিবারশ্চিন্তামাত্র প্রয়োজন ইত্যাদি বহুতর এক্ষেত্রে নামেতেই স্বাভাবিক রূপক পরিচয় দিতেছে। বিচ্ছিন্ন মূলে যথাক্রমে, উভূরূপ এবং কংলিত কিছেই অর্থাৎ যে নাটিশয় বিস্তারের হইয়া তীব্র ব্যাপড়ে রহে প্রকৃতিপ্রকাশিত আছে। অনেক এই এবং কোনো রূপক অসঙ্গত নয়।

ভাগবত সংক্রান্ত উদ্ধৃতি করিয়া হাজি ওদেঢ়ের দুই পাঠিত অভাজ্যের হ্রদীয়ের স্থানেই লিখিত হইয়া আছে, ব্যাপিতলিঙ্গ হেমাজির আঘাত বাক্তি ছিলেন। ঐ হেমাজি দেবার্ণমীর (অর্থাৎ দোলংড়ার) রাজ রামচন্দ্রের মুখ। অনেক গুলি আমুর হেমাজির কৃত বিলায় প্রচলিত বিচ্ছিন্ন সৃষ্টিঘটনা। সে সমুদায় তীব্র অনুরোধে ব্যাপিতলিঙ্গ ব্যবহার কর্তৃক বিচিত্র এইরূপ জন-অবনত আছে, যেমন দানহেমাজি, হেমাজি শাস্তি, হেমাজি শরীরবিহীন ইত্যাদি। তবে বিষ্ণুকে কল্লুক ব্যাপিতলিঙ্গ রূপে শরীরের নামক উত্তম প্রথা লিখিত হইয়াছে, এই আমুর দেবার্ণমীর রাজ রামচন্দ্রের মুখের হেমাজির অনুরোধে ব্যাপিতলিঙ্গ কর্তৃক বিচিত্র। শ্রীমান ওঠাটুর একটি দক্ষিণপথের অভ্যাস নামামাপনের বহু-বৃহৎ পথের সহকার স্পর্শের লিখিতকায়ার্থে ব্যাখ্যা করেন। অনেকে দেবার্ণমীর ব্যবহারের প্রতিদিন বিভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, উদ্ধৃতিতে রাজা রামচন্দ্র ১১৯৩ এর শত তিন শতক এশিয়ার অর্থাৎ ১২৭১ নার শত একাদশ ধনী দেবার্ণমী রাজসংস্থানে অধিগ্রহণ করেন। অতীত তিনি, তদীয় মুখেক্ষুর হেমাজি ও হেমাজির প্রতিক ব্যাপিতলিঙ্গ এই রূপের তীব্র চাঁদরের শাহিদের শেষার্থে বিদায় ছিলেন। এই রূপে ব্যাপিতলিঙ্গের প্রকৃতিভাবে এই সময়ে অর্থাৎ ইম্যুনিয়াচর চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে বিচিত্র হয় বলিতে হইবে।

‡ Le Bhāgavata Purāṇa, par E. Burnouf, Preface, pp. LIX—CIV.
ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম এক সময় অতীত প্রবল হইয়া উঠে। পশ্চিম খৃষ্টাঙ্গের পক্ষে ভারতীয় হইতে সম্পূর্ণ ভারতীয় পর্যাস্ত কুমার কৌশল হইয়া আসে এবং অকেল ভারতীয় হইতে উত্তরাঞ্চল অতীত হস্তাক্ষর পাইয়া তাহার পরে ভারতবর্ষ হইতে একজনে অস্ত্রিত হইয়া যায়। যে সময় ঐ ধর্ম এখানে সমাধিক কৌশল হইয়া। আসিয়াছিল, সেই সময়ে ও তাহারও উত্তর কালে পুরাণ সকল রচিত হয় দেখিতে পাওয়া যাইতে তাহো। অতএব ঐ ধর্মে হুরি করিয়া হিন্দুধর্ম সমাধিক একজন করাই পুনরাত্মক তাহার উদ্দেশ্য হইতে গিয়া। পুরাণে এবং পুরাতনের যে কৌশল নিদর্শন সম্ভব উপাধিতে পুনরায় শিক্ষার আমাদের থাকে। ঐ শাস্ত্রে বৌদ্ধধর্মের পর হিন্দুধর্মের পক্ষদীপন করিয়াছে দেখা যাইতে সন্দেহ নাই। পুরাণ-পুরাতল কৌশল বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের একটি একজন বিশাল এবং শক্তি ও সম্বন্ধিত এই পক্ষদীপন হিন্দু-ধর্ম-প্রাণী প্রধান প্রবর্তক। কুমারিক ভট্ট হৃষ্টাঙ্গের সম্পূর্ণ ভারতীয় হইলেন। তিনি নিঃশেষে পুনরায় বৌদ্ধ-মতের প্রতিবাদ করেন এবং বৌদ্ধদের প্রতি

* বিস্তুলির ১ অংশ, ২ অংশ এবং ৩ অংশ, ১৮ অংশ।
* দক্ষিণপথের অন্তর্গত মুজতার দেশে কুমারিক ভট্টের রক্তচিত্র বলিয়া অনেক প্রতিকৃতি প্রচলিত আছে এবং তাহুকির ঐ দেশীয় কেরল-উপজেলা নামক গ্রামে ঐবিন্দে লিখিত হয় যে, তিনি শঙ্করচীরের একজন বিশিষ্ট পুরুষ সহায়তায় প্রার্থিত হন এবং তথাহইতে মূল্যগত নির্দেশিত করিয়া দেন। দক্ষিণপথের আন্তর্গত গ্রামে এবং তথাপির দুর্গ প্রথাগত আছে। তুলনামূল দেখাইয়া প্রতিকৃতি প্রচলিত আছে। কুমারিক ভট্টের সম্পূর্ণতায় সম্প্রদায়-তুলনা করিয়া দেখিয়া উপাধি করে। তদ্যুবলের শক্তি তাই কুমারিক নাম সম্পূর্ণ দিল্লিতে প্রার্থিত থাকিল, কিছু স্থলে কোল বিচার করিয়া দেখিয়া রাঙ্গেন, ঐ গ্রামে তাঁহার মহাশ্যাম বলিয়া আছে। অতএব তিনি শঙ্কর-চীরের পূর্বস্তে সোজাপান আছেন। অদ্য তাঁহার শঙ্করচীর প্রথাগত সমাপ্ত হইলেন। তাহা হইলে অর্থ শঙ্করচীর প্রথাগত সমাপ্ত হইলেন। অতএব কুমারিক ভট্টের ঐ অঞ্চলের সম্পূর্ণ শঙ্করচীর শক্তি বিদ্যমান নাই। ঐ প্রতিকৃতি বিদ্যমান করিতে পারে যায়। এই প্রতিকৃতিতে বিদ্যমান গ্রাম খুষি ও কোন সম্প্রদায়েই উপস্থিত হয় নাই। প্রহৃত, উঁচুর সংকোচ সকল কথায় ইহ সম্প্রদায় করিয়া আলিঙ্গে।

উপক্রমিকা।  ১৯৩

বার পর নাই বিদ্যমান প্রকাশ করিয়া যায় না। শহরচার্য্য খৃষ্টাঙ্গের অন্ত না নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান নির্মম-ক্রমে বৈঠব-ধর্ম প্রচার করেন এবং রামানুজচার্য্য। উচ্চ র্তাদেশ শতাব্দীতে জীবি-বিশেষ অনুষ্ঠানে বৈঠব-ধর্ম প্রচারিত করিয়া যান। অতএব তাদৃশ অভিনব ধর্ম-প্রচারণীর উদ্দেশ্যন্তরীণ বর্তমান পুরাণগুলি এই সময়ের পরে রচিত ও সম্প্রচারিত হওয়াই সর্বভাবে সম্ভব। ইতিপূর্বে এই সময় পুরাণ-রচনার সময় যে রচনা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাত্ত্বিক সহিত এই প্রতিপ্রদায়ের মূলের সঙ্গতি দেখা যাইতেছে।

প্রচলিত পুরাণগুলি এক অভিনীত হইলেও, তদীয় রচয়িতারা।

* বিমুর্ত যে, দেহাঞ্চিতকে জন্মন্বয়ের সিংহ করিয়া, তাহার তারি জীবন এবং বিশ্ব বিবর্ত সিদ্ধিন্ত প্রাপ্ত হওয়া। যায়। কপিলের সমান্তর সময়ে মৌলিক মন্তায় একটি প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক সমান্তর বিজ্ঞান সম্পন্ন হইল। তাহা বর্ষায় ধারিতেই সম্পর্কের বিশেষ প্রাপ্ত হয়। তথায় রূপচৈতন্য অল্পনা দৈবাচার্য ও দৈব-প্রতিমূর্তি এবং একটি অন্তঃক্রিয়া বিদ্যায় হই। এ সময়ে একত্বের কে ইহাই গৃহীত। তাহার চলার দিকে এক শ্রুত কল্যাণের বিদ্যমান আছে না, দেহাঞ্চি বেদ মহাত্মা নিত্যমূল তথ্যের বিষয়ের করিয়া।

অগঙ্গন্তিকে, নির্মূল, কিটা, টমস ও হলো এই জ্ঞান ধন ও অধুনাদিত্য করিয়া। প্যাটার দেবরাচ্যারস্থ, কৌশল্য ধর্মগ্রন্থ, শোদরাচ্যারস্থ, শিল্পাচ্যারস্থ, কৃষ্ণ, ধর্ম, স্বর্ণ রূপর, দৈব সন্ধি ও অর্থায় এক করা শীতোষ্ণ রঞ্জনাচ্যারস্থ।

সমৃদ্ধ দেবাঞ্চি ও দৈব-প্রতিমূর্তি যে একটি ধূঢ় বস্ত, এ সময়ের তারাপরেই নিদর্শন। দক্ষিণপাতে কূণ্ডলিক বহু দেহাঞ্চিতকে অবরু পীড়ন ও সর্বত্র এতে পরাত্তে বহিতের করিয়া। দেন। মাধবচার্য্য সিদ্ধাংশুর, কূণ্ডলিকের সমাজ-স্তূর্ত স্বরূপ রাজ। দেহাঞ্চি সত্যময় উদ্দেশ্যে এই আদেশ দেন না।

এই ক্ষুদ্রকালের অঞ্চায় রহস্যময় না।

মূলিত যে, যে ক্ষুদ্রকালে অঞ্চায় রহস্যময় না।

রাজ। যেই কর্ষ্চারিতগণ আদেশ করিয়া, এক দিকে সেনাদুর্ভ রাজার্ধ, অন্য দিকে বিদ্যামূল পরিচ্ছেদ, ইহার সম্বন্ধে আধারণ তথা দেহাঞ্চি কর। সন্ধায়। যত করা না, তাহারা দিকে না, তাদৃশিতে দিকে না।

ভারতবর্ষের উপাসনা-সম্প্রদায়।

সর্বসাধারণের চির-স্বাভাবিক বাস্তবিক অভিভাষ্য অতিক্রম করিয়া দেই সমর্পণ অর্জনের মহিমা-বর্ধন-চেষ্টার পরামর্শ করিয়া যাইতেন। কেহ কেহ, পুরাণ ঋতুসংক্রান্ত নিদর্শন পদার্থ। কেহ কেহ বলেন, উহা বেদের অপেক্ষায় প্রাচীন অষ্টে পুরাণ, পশ্চাত বেদ অবস্থিত হয়। কেহ বা নির্ভর্য ও নিরস্ত্রভাবে বলিয়া থাকেন, বা হার বিরুদ্ধ এস্বৰ্গনিতে বেদের দোষ সমুদায় সংশোধন করিয়া যাইতেন।

পুরাণে মহাভারতের মধ্যে মনুষ্য অবস্থা অবস্থান।

পদার্থপুরাণ।

তথ্য সর্বপ্রথমে পুরাণ-শাস্ত্র ব্যক্ত করেন।

পুরাণে মহাভারতের মধ্যে মনুষ্য অবস্থা অবস্থান।

অনন্তর আর কোনো বেদান্ত বিনিময় হয়।

পুরাণে মহাভারতের মধ্যে মনুষ্য অবস্থা অবস্থান।

নির্দেশ শব্দময় পৃথক শব্দকৌশলপুরুষ অবস্থান।

অনন্তর আর কোনো বেদান্ত বিনিময় হয়।

মহামায়া নায়বিদ্যা ও প্রাকাত্মাত্মাভিসম্বন্ধ।

মথদপুরাণ। ৩। ৩। ৪।

তথ্য সমুদায় শাস্ত্রের মধ্যে অত্যন্ত শব্দকৌশলপুরুষ বিশিষ্ট, নিদর্শন, পরিকল্পনা ও শীর্ষে পুরাণ-শাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত করেন। পরে সমস্ত বেদ, মহামায়া ও অন্তর্কার অনুমাস-সংযুক্ত রায় বিষয় দুর্বল মনুষ্য হইতে নিস্কৃত হয়।

বাসনাদি বহন এত প্রায় মনুষ্যবিশিষ্টতাম।

সারাপাদৃত্য পুরাণের শব্দবিবর্ণনের ভূমিকা।

পুরাণদৃপ্ত পুরাণের অসাধারণ ভূমিকা।

অনুষ্ঠানবিদ্যা পুরাণ। ১। ৪। ৪।

of the Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1863, pp. xciiv—cxcix.
উপকথমিকা।

ভগবদ্ধ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ও যাহা ইচ্ছা করেন, আমি সেই সকল পুরাণের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্র শ্রীত্বেবতর্ন্তঃপূর্ণ অবতার আছি।
তাহাতে পুরাণ, উপপুরাণ ও বেদ সমুদায়ের ভর্ত ভঙ্গন করিয়াছে।
যেহেতু বেদ-বেদান্তের ভক্তিতাত্ত্বিক হিন্দু-মূলার অন্তর্গত হইয়া অকৃত্রিমতে ও অসাধারণ বদনে একপক্ষ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অপার সাহস।

পুরাণের বিষয় যাহা। কিছু লিখিত হইল, সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, বেদবাদকে প্রচলিত পুরাণ সমুদায়ের চরিত্রা বলিয়া কোন মতে বিশ্বাস করা যায় না; এথানে, স্বল্পমাত্রা পঞ্চগুণ কর্তৃক যা অতুলনীয় ধ্রুপল্পলী-প্রচলন উদ্দেশে তাহার নামে সেই সমস্ত প্রচার করা হইয়াছে এইটি সত্যজাতীয় হইয়া উঠে। আর এক পক্ষ আমাদের তাহাই একিত্ত করিয়া দিতেছে। কিন্তু ভিন্ন পুরাণে পরম্পর একপক্ষ বিবর্ণ মত গোষ্ঠীর নিদর্শন ও বিষয় বিষয়কভাব প্রকাশিত হইয়াছে যে, সেই সমুদায় এক মতব্যাপ্ত এক বক্তি কর্তৃক বিশ্বাস হওয়া।
কোন রূপে সম্ভব না। শিব-প্রধান সমুদায় পুরাণের এই পরম্পরাগত প্রণীত ইতিপূর্বেই উপস্থিত হইয়াছে।
পুরাণ উপস্থিত বিষয়ের আর হই চতুর্থ উদাহরণ প্রদর্শন করা বাইতেছে; দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

মোহনাধ্য: পূজীবদ্য ও পাপধ্য ভক্তিত।
প্রতীয়মান ব্যাপারে নিম্নাঙ্ক গাহিত ভক্ত।
স্বর্গবৃন্দ হই যোগ্যাধিকার ভাবগুণ প্রাপ্তি;।
নিম্নাঙ্ক মন্দকায়নান্ত ভাষায় ভক্ত ভবন।
কালকালীন ভাষায় ধর্মের নরকালিন।

পুরাণের উত্তর অদ্যাবধি।

যে বক্ত যোজন যোজন বিষয় অক্ষর দুর্বল উপাসনা করে, সে পাষ্প হইবে। বিষয় অক্ষরের নিবিষ্ঠা গাহিত। যে অক্ষর বক্তর মাত্র শিল্পদি এবং সমাধি ভক্তি করে, সে নিবিষ্ঠ চওঁল। সে নরকালিতে কোন রূপে যোগ দত্ত হয়।

শৌর্য মারামার ব্যাপারের পরিবর্তন।
মানুষ বৈশ্বিক হইয়া পরিস্কারণ।

* ১৭৬ ও ১৭৭ পৃষ্ঠা।
দুর্বল বিবর্ণবিনোদন খ্রিস্তানস্মৃতি ব্যাখ্যা।

ন কাশ্য মাল্যের প্রত্যেক কুক্তিমোক্ষম।

পরমপুরাণ। উত্তর ছে। ১০০ অঃখায়।

সেরু, গাণিত্য, শারু, শৈল্পিক হতে বৈপ্রীত্য সংসর্গ অঞ্চল করিতে বা। বিচ্ছিন্নতম শৈল-শালকর্ণিক সংসর্গ করিতে না ও তাহার- দিগের নিকট প্রার্থনা করিতে না। তাহাদের সম্পর্কে পুরী-তুল্য।

আনন্দ হরমক্ষমার স্নান বন্ধার্থিতায় আবির্ভ্য িত মন্ত্র সিদ্ধিকর্ম।

তেজা বিনম্রতি বিজ্ঞ যে নিদ্রিত পিনাকিনন্দ।

কৃষ্ণপুরাণ। ২৫ অঃখায়।

হাঁচারা শিব-ভিত্তাকরণ, তাহাদের মূল্য, হোম, ধর্ম, জ্ঞান ও যজ্ঞাদি বিধি সমুদয় শীত হয়।

তথায় মাতেতে আরম্ভার্থিতায় বিনম্রতি।

বিদ্যামন্দিরান্ত ব্যাখ্যার মহৎ।

তথ্য সজ্জিত নিদ্রিত পিনা নিদ্রিত পিনা নিদ্রিত।

পরমপুরাণ। উত্তর ছে। ১০৩ অঃখায়।

বিচ্ছিন্ন ভিত্তি অনে দেবতাকে ভক্তি করা ব্যাখ্যায়ের পক্ষে অতি গার্ভিত।

তাহা করিলে, হরমক্ষমা চলে। হরমক্ষমা চলে। তাহার সমুদয় অক্ষ হইল। যায় ও তাহার পিতা নামকরণে গমন করে।

অগ্নিরায়: কালিকাবায় মাহাত্ম্য বল পীড়িত।

নানাদেবতাবিক্রিয়া তথাগত বিধি।

কালী করিতু ব্যাখ্যাত্মা ঘৃত ব্যাখ্যাবিরত।

অগ্নিরায়ন নাম কালিকাবিক্রিয়া মাহাত্ম্য।

বৰ্তমান।

যে পুনর্বর্তী অনেকের অনুষ্ঠানের চিহ্ন ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য-রূপে আছে, পাঁচুতা তাহারই ভাগবত বলিয়া জানেন।

কালিমূলে বৈকুণ্ঠেনির দুর্লভ হৃদয়। লোক নিজের মাহাত্ম্য-বুদ্ধি অনুযায়কে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবত করিবে।

অতএব গর্ভে বহনপ্রাণমাহাত্ম্য।
উপক্রমিকা ।

সনাতনভাষাস্বাগত্যঃ তে হয় পারিভজনকা।

সনাতনাব্দাধুতে অস্ত্রাহারামাস্তাণ্ডীধারাভিষেকী।

অষ্টচন্দ্র অস্ত্রাহারামাস্তাণ্ডে হয় পারিভজন; যত্বে।

পদ্মপুরাণ। উত্তর ধৃত। ৪২ অধ্যায়।

যে সকল অস্ত্রানু ব্যয়িত বিষে ভিন্ন অন্য দেবতাকে শ্রমে ও তিনে-পুঞ্জ বলিয়া ব্যক্ত করে এবং বংশ, ইন্দ্রাণী, তথ্যাক্ষ, কল্যাণেকাক্ষ, জটা, ভব্যাবধি ধারণ করে তাহাতে নিশ্চিত পায়।

জন্মকারেরাই এই ধর্মী ( বা আধ্যাত্মি যুক্তে শাস্ত ও শাস্ত পক্ষ অবলম্বন করিয়া বচন-বাণতে নিকৃষ্ঠ করিতে কোনো করেন নাই।

গোকুলকালিকাপতিমৌলীবালিমূর্তিপতনাম।

কাশিপুরমারাইন স্ত্রীজয়কামকাপালক।

নির্ভাষ্টত্ত্ব।

কালিকার স্তূতি-ক্ষ-পুঞ্জ গৌরাকালিকাপতি শ্রীরূপ কালী-পদে-প্রসাদে লোকের পালনকর্তা হন।

বেহালায়ন্তস্ত অক্ষাদুত বিষ্ণুজালা বঙ্কুভিঃ পাম।

চাঁদমো ন মন্দেশ্যায় ন ভূমীত ত্রুল্লিকতম।

ন স্কুর্মুন তৃষ্ণীপলত মায়াব্যাঘ্ন নাচেন।

কুলাবতীতত্ত্ব।

বিষ্ণু বৃহস্পতি ধারণ করিয়া বেদের নিন্দা করিয়াছেন, অতএব হরিনাম গ্রহণ করিবে না, তৃণসূচক প্রস্ত করিবে না ও শালেশ্বরিতি পূজা করিবে না।

যুদ্ধ উপস্থিত পুরাণ-বিকাল পুরাণ-বচন ও বিষ্ণুভাষক অধিগ্রহণ এক লক্ষ্মীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া। এতদ্বারা যাহা এমন অবস্থা বিষয়চিন্তা কিছু নাই যে, তিনি তাহা বিষ্ণুস্তর করিতে না পারেন।

সামবিধান বৃত্তমা ও সৈন্যকর্মের অংশের রূপ নৃপতি শাক্ত শেষোজা এবং পুরাণ-পুঞ্জ বলিরাও তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । বেদাপত্রের মধ্যে সেই দুই অশুক্ত সমাধিক প্রাচীন না ছাড়ি বিশিষ্ট বিনির্গত করিতে না পারেন।

* সামবিধান ভাষার ভূমি প্রাচীনের একটির শিখা-প্রশান্তির মধ্যে তাহার পুঞ্জ বানরের মন্য বিনির্গত করিতে না পারেন।

বৈষ্ণব প্রাচীন বিভিন্নশিখা শাক্তপ্রাচীন পুরাণ ।
সেই উভয়ের আধানিরের বোধ হয়, বাস্ত আধুন সময়ের কথার বর্তমানের বহু পুরুষের লোক। ইহা হইলে, তাহার সময়ের ভাষায় ও অধুনার প্রচলিত পুরাতনের সংক্ষেপ বিশেষ বিশ্লেষণ যানিতে হইয়া। বেদাণ্ডার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-প্রশ্নের সমাধানের পুরকালীন মুনি-বিশেষ প্রচলিত পুরাণ, উপপুরাণ ও পৌরাণিক ধর্মের চর করেন, ইহার ধর্মের প্রচলিত-পুষ্ট বিচারের সূচনায় এটি একটি অসংলগ্ন, অসঙ্গত ও অলুক ভাব।

পুরাণ ও উপপুরাণের যে কবল মনঃ-কর্মত অভিনব বিষয়েরই পরিপূর্ণ এখন নয়। এই সমুদায়ের ও তাইপূর্ক পুনর্নির্মাণ ধর্ম-প্রাণীর অধুনার অন্যা অন্যা প্রাপ্তির পৃথক কর্তা, মূল্য, রাজ্যাবিধি সৃষ্টি ও প্রাচীন বিষয় সমুদায়ের সকল পুরুষের নিজের প্রাণে সহিষ্ণুতা করিয়া রাখিতে ও শিব-বৈষ্ণব মূর্তন আরো উপসনক-সমষ্টির সংঘাত ব্যবস্থায় অসংখ্য করিয়া। তাহাদের নানাভাবের অভিনব বেশ লক্ষ্য করিয়া গিয়াছে।

ব্যাখ্যা, বিশ্ব, শিব এই ত্রিতৃতীয় উপাসনা প্রচার ও বিশেষতঃ বিশ্ব, ব্যাখ্যা ও তাহার শক্তিসাধনের মধ্যে রক্ষণ ও আরাধনা-প্রচলন করা সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণের প্রধান উন্মুক্ত। মহাভারত ও পুরাণ-

তথ্যগন্ধক্ষরায় নারদবিবিধকথায় বিক্ষিপ্তিকালায় পার্থ-মহাবাণ আধ্যাত্মিকতার দৈনিক: পার্থকালের নারদের পার্থ-মহাবাণ ও পার্থকালের নারদের পার্থ-মহাবাণ।

৩ পাঠক। ১৭৩।

এই নারদের প্রাপ্তির কথ্যক প্রকাশিত হয়। প্রাপ্তির ভাগ রহমতিকে, রহস্যতা নামকে, নামক বিধবাসিকে, বিধবাসিকে পারস্পর-পূর্ব কাপড়েকে, পারস্পর-পূর্ব বাস্তু কৈলিকে, সৈনিকে পৌর্ণিমাকে, পৌর্ণিমাকে পারস্পর-পূর্ব বাস্তু কৈলিকে, পারস্পর-পূর্ব বাস্তু কৈলিকে, বাস্তু পৌর্ণিমাকে ও শাখারীনীকে এবং তাহী ও শাখারীনীর অন্য অনেক বিষয়ের উপদেশ দেন।

এই নারদের আধ্যাত্মিক বিষয়ে পারস্পর-পূর্ব কাপড়ে বাস্তু নামক নারদের বিষয় বিষয় হইয়াছে, যে সকলের সামাধান তাহাদের বিষয় বিষয় হইয়াছে হয়। প্রাপ্তির ভাগ নামকে, ব্যবাহ কাপড়বস্তুর বিষয়ের বহু পুরুষের লোক। তৈত্তিয়ানের আধ্যাত্মিক প্রচারের কথা তাত্ত্বিক আধ্যাত্মিক প্রচলন-প্রকাশে।

ষষ্ঠীদিঘি আধ্যাত্মিক: ৩ অংশট।
উপক্রমণিকা। ১৯৯

কর্তাদের নিজ নিজ মত-প্রভাব-প্রচার ও সম্প্রদায়-বর্ধন-সাধন উদ্দেশে পুরাণ-বিশেষে ও উপাধান-বিশেষে দেবতা-বিশেষের সমধিক মহাস্তা কীভিতে হইবে। এই হে আমাদের ও পৌরাণিক পরলোক যুগের যোগ বিপরীত পদার্থ, তিনি তাঁর পুরাণে সেইরূপ পঞ্চম-বিক্ষা মত সমুদায় প্রবলতি হইবে। মৈথুনের মহাদেবকে তৃণ ও বিন্দুর অর্থাৎ কৈশোর গুণের বিষয়ে পুরুষ ও মহাদেবের স্রোত-কর্তা এবং এই স্রোতের ভাবতীতে গ্রহণ নিয়ে এই উৎপাদন-কর্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লিঙ্গপুরাণের মতে, শিব ব্রহ্ম ও বিন্দুর মহাদেব ও সম্প্রদায়মণ্ডলী।

অব্যাহার মহাদেব: প্রীতির স্বরূপসমুহ।

যমন্ত্র মা মহাদেব ভাগ সর্ব বিবৃথতলম।

বর্ধন মন্ত্রী গায়কান্ত মম পূৰ্ব্ব সর্বনাচার।

অন্য মন্ত্র ধেন। ভাগ লোকপিতামহ।

বামে ভাগ ধেন মে বিষয় বিভূতিব্যবহার।

লিঙ্গপুরাণ। ১৭। ১-৩।

পরে মহাদেব বলিলেন, স্রষ্টাভির ( ব্রহ্ম ও বিন্দু)। আহি ( নারায়ণের স্বর্ণে ) সমুদায় হইবাহি। আহি মহাদেব। আমি নিজের দর্শন কর। পূর্ণকালে তোমরা হই মহাবল ( পুরুষ ) আমার শরীর হইতে উৎপত্তি হইবাহি। এই লোক-পিতামহ ব্রহ্ম। আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও জগৎের অস্করণে হিতস্বরূপ বিষয় আমার ব্যাপার পার্শ্বে অষ্টক হন।

এই পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, নিক্ষেপ সম্পর্কীয়কে নিখর্ষণ সমুহ করিতে হয়, মহাদেব বিষয়কে নিখর্ষণ কর্তা। বাহি। বলিয়া সমুহন করেন।

বস্ত্র বস্ত্র হইই বিষয় পালনধারণতারতম।

লিঙ্গপুরাণ। ১৭। ১১।

বস্ত্র! বস্ত্র! হে বিষয়! তুমি এই চরাচর জগত পালন কর।

ভাগবত-কর্তা ইহার বিপুলতি ফি লিঙ্গপুরাণে দেখ।

ফ্রাহি নির্বলিতফুলে হরি কৃপান লহর।

ভাগবত। ২১। ৩০।

আহি ( অর্থাৎ ব্রহ্ম ) তাহাই অর্থাৎ বিষয়। কর্তৃক নির্বল হইয়া প্রজ্ঞা করিতেছিল এবং মহাদেব তাহার নিশেষক্রমে সহায়তা করিতেছেন।
স্যাথার নুন্টী নতুন পল্লী পানিতে ঝুঁকি।
সমুদ্রের চতুর্দিকে স্তুপাক ব্যক্তিমান।
বিহুপুরাণ ১৭। ১০।

tাহার (অর্থাৎ মহাদেব) কোনো একজন কৃষীবিশিষ্ট দেশ জীবন জয় করে সমস্ত জীবনের তার প্রভাব নাম প্রবন্ধে অবশধান।

স্তুপাক তাহার বহুল প্রকারভাবে শিক্ষিত।
মহাভারত অনুশাসনগুলি ১৪১। ৪।

প্রথমে উপরের স্থানে উপনর্জন হন এবং আমি (অর্থাৎ মহাদেব)
tাহার শিক্ষাদেশ হইতে জন্ম গ্রহণ করি।

অগ্নিকুর্ম গুণানু বন্ধু মর্যাদাস্থ গীত।
গুভি সর্বভাগ দেবী ন চ সর্বভাগ হন্তে।
স্ততিবিশালদেবানাং জ্ঞান চ প্রথমে চ।
স্ততিবিশাল: পিয়াচান্তায় চ হি দেবা চপ্পান্তে।
প্রজায়নাং পরলন্ত যুধিষ্ঠির চ বে: পর।
চিন্তয়নে যোগবিদ্যাবিনীতি: গীতিকৃত্ত্বাদিকি।

অনুশাসনগুলি ১৪। ৩–৫।

যদি সোনার মালাপু অস্ত কুৰ্মাপু দর্শন দোঁ বিন্দু ও দেবরাজের স্থানে ও হাত অবধি পিশাচে পর্যন্ত দেব্যর বাহার উপায় না করেন, আমি নিজেই বিশাল মহাদেবের পর্যন্ত আশঃ

বাহারের পরে বাহারের ন বাহারের বিচিত্রতত্ত্ব।

বাহারের পরে বাহার থেকে বাহার বিচিত্রত।

* * * * * *
কৃত্য সমাপ্তি কৃত্যেতে মিত্র-বিনোদিত।

ভাগবত ২। ৫। ১৪, ১৫ ও ১৭।

বন্ধু! বামুদের অপেক্ষায় কেহই বামুদিক জ্ঞাত নাই। মারাত্মক
উপক্রমিকা।

হইতে বেদের উৎপত্তি হয় ও দেবগণ নারায়ণের আজ্ঞা হইতে কৃত্তিত্ব করেন। * * * * * তিনি আমার (অর্থাৎ ব্রহ্মে) শৃংখলায়।
আমি তাঁহার কাঠামোর মাত্র আদেশ পাই। তাহারই নিকট বসত সমুদায় পুনঃনতার শরীর করিয়াছি।
ভগবতী শিব-তর্কঝুঁ। একথা। অনেক পুরাণেই লিখিত আছে, কিন্তু আমার চক্ষু, বিষ্ণু, শিব তিনেই জননী বিভাষা। বর্ণিত হইয়াছেন।

বিষ্ণু: হরিযজ্ঞ মন্ত্র মেহান এবং চ।

কারিতা হে অগ্নিকান্তাজা। জোতুঁ শিক্ষমানু শৈবে।

মার্কণ্ডের পুরাণ। দেবীমালালতা চরিত। মধুকীটভিবর-এফকরণ। ৮৩ ও ৮৪ সোক।

তুমি আমার (অর্থাৎ ব্রহ্মে), বিষ্ণু ও মহাদেবের শক্তি উৎপাদন
করিয়াছেন। অতএব কে তেমন স্বর করিতে সক্ষম হইতে পারে?

মহেমনসনী লঃ কি নি নিক্ষাম্বান্তস্তুপক্ষ্য।

ঘটুমান্তমিকা লঃ কি ঘটুমান্তমিকায়।

কার্তিক।

তুমি সর্বভক্তময়ী, ভগ্নাদির উদ্দেশ-কারিতী, চতুর্ভূমাগাজিকা এবং চতু-কর্ণ-ফল-দারিক ক।

এই পুরাণ, ভগবদ-বিশেষের ভক্তি-প্রভাবে, কোন উপাধানে শিবে,
কুস্তি বিষ্ণু ও কোথাও বা ভগবতী সর্ব-স্থান দেবতা বলিয়া পবিত্রায় হইয়াছেন। শ্যাম-পশ্চিমাত্রায় পরম-স্বর্ণীর পশ্চিমাত্রায়। প্রাচীন পশ্চিমাত্রায় উপাসনা দেবতার মহিষাকর্ষণ। নিজ নিজ উপাধান দেবতার মহিষাকর্ষণ-পরিবর্তণ উদ্ভোদন এই সমস্ত উপাধান ও পরমপর-বিভক্ত পুরূর পবিত্রায় মত সমুদায় উন্মুক্ত করিয়াছেন তাহার সদ্ধে নাই। পদ্ধতি বেশ-রূপস্তূর্ভূত অপার পশ্চিমাত্রায়। সদাসমুদায় অপরাধের কৃতি-বিভক্ত দেবী।

সামঞ্জস্য-সাধন উদ্ভোদন এই পুরাণ জ্ঞান একাশ করিয়াছেন যে, যিনি ব্রহ্ম,
তিনি বিষ্ণু, তিনি মহেশ। ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিমূৰ্ত্তির মধ্যে প্রথম দেবতা ব্রহ্ম। বিষ্ণু পশ্চিমাত্রায় প্রাচীন হইয়াছে। অপর দুইটি দেবতা বিষ্ণু ও শিব। বেদানস্বরূপ বিষ্ণু নামে একটি দেবতার প্রসাদ আছে, কিন্তু তিনি পুরাণের শর্শ-চক্র-গদা-পদ্ম-সাহিত্য চতুর্জ্জ বিষ্ণু। তিনি
আপত্তি আলোকের একটি আলোকায়ত। । না পরমেত্র, না গোকুল ও

* ১১—১৭ পৃষ্ঠ।
† পুরাণের মতেও আদিত্য-বিশেষের নাম বিষ্ণু।—বিষ্ণুপুরাণ ১১১০/১৩১।

২৬
বৈষ্ণববাদ। যদি এ বেদান্ত আদিত্য-রূপী বিষ্ণু উত্তর কালে পৌরাণিক বিকৃত্রী পরিণত হইয়া থাকেন, তথাচ সেটি কর্মণঃ হটিয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে ওহার পদেশিতের স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, দেবগণ বলিলেন,

ধোনি: অন্য সময়া সত্যা সত্যায় দেশবাসিনিদিদিষ্টয়খ
ভট্টচ পূর্ববচনীষু ম ন: বেহী মত্ত তথা ও: সম্ভায়া
স্থলিতস্তথাযি। তথিষ্ঠ: মথম: মাস। স দ্বারান্তঃ
স্থানীয়বসনঃ। নানাবাড়িয়ুবান্তঃ অষ্ট হুদি।

শতপথব্রাহ্মণ ১৪। ১। ৬। ৫। ক।

আমাদিগের মধ্যে যিনি যম, তপস্যা, অশ্ব, যজ্ঞ ও আত্মিয় যারা প্রথমে যজ্ঞ-ফল জানিতে পারেন, তিনি শরীর। ইহাতে আমাদের সকলেরই আধিকার থাকিবে। তাহার তথাপি বলিয়া সম্ভব হইলেন। বিষ্ণু দশম-প্রথমে ইহা সাধন করিলেন। তিনি দেবগণের শরীর হইলেন। এই কেচু লোকে বলে, বিষ্ণু সকল দেবতার প্রধান।

বে সময়ের হিন্দু-শাস্ত্রে পৌরাণিক বিষ্ণুর অধিভুক্ত হয় নাই, অথবা যে সময়ের শাস্ত্রে বিষ্ণু-দেবের পুরাণে পাওয়া আছে পুরুষ-কুম্ভ বিকৃতির হয় নাই, যেহেতু সময়ের বিচিত্র অনেক অনেক উপাদান উত্তর কালে এই গৌরীদেবী ও কন্যাদেবী চতুর্দশ বিষ্ণু-দেবের গুণ-চীত্রন অভিপ্রায়ে নিয়োজিত হইয়াছে। এমন কি, পূর্বতন দেবতা-বিশেষের নাম পর্যন্ত পরে বিষ্ণু-নামবলি-মধ্যে সংজ্ঞিত হইয়াছে। একথা নারায়ণ-বলিত বিষ্ণু-বাচক বলিয়া প্রচলিত আছে। সত্যীনারায়ণ পদের অর্থ মানসী ও বিষ্ণু। কিন্তু এই প্রথমে রাষ্ট্র নাম ছিল ইহা পূর্বে অপরিণিত হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণের একসময়ে বেদান্ত পুকুর-দেবতা নারায়ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

যুষো গ নারায়ণঃ বাসামাধবান্তিদিষ্টয়খ। স্তব্ধবি
মুরুন্নামেহেদ শর্মস্তথাযি।

শতপথব্রাহ্মণ ১৩। ৬। ৬। ১।

পুকুর-নারায়ণ কামনা করিলেন, আমি যেন যারা অর্থ অভিভুক্ত করি ও আমি যেন এই সময় বস্ত্র হয়।

* ১০ পূঢ়া।
উপক্রমিকা।

নারায়ণ শঙ্করের ইতিভূত পূর্বালোচনা। কহিয়া দেখিলে এইটেই গৌরীমান হইল। উঠে যে, প্রথমে বেদেক্ত পুকুর, পরে ব্যঙ্গ। এবং সর্বত্রে বিদ্য এই আখ্যায় লাইফ করেন। পুরাণের মত, বিদ্য প্রলয়-কালে জল-শারীর্য থাকেন, কিন্তু প্রাণের জল-প্রাণে দেখিয়ে পাওয়া যায়। বেদেক্ত পুকুর (প্রজাপতি) ও ব্যঙ্গ জলশারীরী ছিল এই মতই পূর্বে প্রচলিত ছিল ।

নাচ চলি জৈন মহিষাসুর। তাইনিমিতে বিংশ-
ব্যাষ্মাকাঞ্চি। ব্যঙ্গ মহামায়ে বেসা আতীতে নাচরু বি-
ব্যাষ্মাকাঞ্চি।

শতপথব্রাহ্মণ ১। ১। ৩। ২।

তখন তাঁহার (অর্থাৎ প্রজাপতি-সংজ্ঞক পুকুরের) অবস্থিতি করিবার
স্থান ছিল না। এই চেষ্টা তিনি এই হিরণ্য অঙ্গ অবস্থান পূর্ব্বক সহস্র
কাল সিলেন ইত্যাদিতে ভবমান হইয়া ছিলেন।

ব্যাষ্মাকাঞ্চি নিঃসংহিতায়, ওয়াদসংহিতায় দশম মণ্ডল ও শতপথ
ব্রাহ্মণে পুকুর নামক সৈকতি দেবতা-বিশেষের যে সমস্ত গণ ও শর্ণি বর্ণিত
আছে, পরে মুসুম্ভিহিত যাগ ব্যাসার গণ বলিয়া বর্ণিত হয় ।, অবশেষে
ভাগবতে বিদ্য ও কুঁই স্বরূপে লেই সমুদায় আরোপিত হইয়াছে।
পুরাণের কিছুই সেই বেদেক্ত পুকুরের মত সহস্র-বীর্য, সহস্র-পাদ ও
সহস্র-লোচন। পুকুরের তার বিদ্য বুঝ, তত্ত্বাদি ও বর্ষমান সমস্ত
বুঝ। পুকুরের তার বিদ্য হইতে বিশাল সত্তা এবং অংক সামাজিক বেদ
ও সর্বনাম, ক্ষুর, বৈশ্ব, শুদ্ধ এই চারি বর্ণের উৎপাত হয়। দেবগণাদি
যেমন পুকুরকে বা পুকুরের অঙ্গ সমুদায়কে যজ্ঞ-সামাজী করিয়া যজ্ঞের
অনুষ্ঠান করেন, সহায়গ, বিদ্য অঙ্গ হইতে যজ্ঞ-সামাজী সকল আহরণ
করিয়া উঁচাইয়ে যজ্ঞ করা হয়। এই সমস্ত বিষয় বেদে বেদেক্ত পুকুর-
তারে, এবং পরে ভাগবতে পুরাণের কিছু, মহাত্মা-প্রতিপাদক
বলিয়া কীর্তি হইয়াছে।

বেদেক্ত পুকুর।
ভাগবতের বিদ্য ও ব্যঙ্গ।
সক্তমোহীন উদ্ধৃতি:
বিভ্রম: বিভাজনাদি
ঋ-সং ১০। ৯০। ১৩।
ভাগবত ২। ৫। ৩৫।

* ৭৩ পৃষ্ঠা দেখ।
† ২৪ ও ৭৫ পৃষ্ঠা।
ভাগবতোৎকর্তা বিঙ্গুর ও নৃসূধেদে।
বাংলা বুদ্ধ বর্ষেদ
মূঢ় ভালু ভংব বলু।
ভাগবত ২ ৬ ১৫।

tেনেদ্রাহাট তৈয্য খিয়ান্ত বিরাজিত ভিপসন।
ভাগবত ২ ৬ ১৫।

tেবিশোপে খাটোরে রিখিমুখ খ্যাত-খ্যাতেচ্ছাতে। ধরাজ: পুষ্পো বোঝো নাগারাতৃতাশ্রম।
ভাগবত ২ ১ ২৫।

ভাগবত। ২ ১ ২৫।

তন্ন বলিয়া মৌন মূখ্য জারমাত্র। তেলেকে খেয়াল অসামান্য।
ভাগবত ২ ৫ ৩৭।

ভাগবত। ২ ৬ ২৬।
উদ্ধৃতির উল্লেখ আছে বচন গুলি এক করিয়া দেখি লে, এই সমস্তে এক অভ্যুত্তর হইতে অন্য এই সংকলন হইতে হইতে সেধ থাকে না। কে কে উক্তি ও কে কে অন্ধকার তাহা অপরিজ্ঞত ধারণার বিবর নয়। বিষয় ও রূপকে নৃত্য-প্রতিষ্ঠিত-গল্প-কহিতে পরাতন বলিয়া প্রতিপত্তি করা ভাগবত-প্রাণের বোধন উদ্ভাবন। কিন্তু পূর্ব পূর্ব এই লিখিত আছে, রূপক মহজনকর্তা ও মহাদেবের সংহারকর্তা। হইতে ভাগবত-রচিত তত্ত্বে অনেক সংকটে পলায়ন হইতে এবং কৌশল প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

তিনি এই বিশ্ব-ভূমি-উদ্দেশে লিখিয়াছেন, বিষয় কর্তৃক নিরোধিত হইয়া ব্রহ্মা ও শিব ভজন ও সংহার করেন।

বিষয় তুমুলের ভার-সোচনা মঞ্চ, কৌশল বরাহার প্রতিষ্ঠানে অবতীর্ণ হন এ বিষয় সারণ, মহাভারত ও পুরাণে সূচনাল বন্ধন হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনতর শাস্ত্র বা উপাস্যানি-বিশেষে এই গুলি ব্রহ্মা ও প্রজাপতির অবতার বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়।

মৎস্যবর্ত ও শতাপথ রাগনে মৎস্যবর্তের একটি অপূর্ব উপাস্যান আছে।

মৎস্যবর্ত ও শতাপথ রাগনে মৎস্যবর্তের একটি অপূর্ব উপাস্যান আছে।

অঞ্জন মজার্পিত ম্যান অন্য নামের নামহীন।

অঞ্জন মজার্পিত ম্যান অন্য নামের নামহীন।

মঞ্চাঙ্গ বহুল মহাভারতীয়তা মহাদেব।

মঞ্চাঙ্গ বহুল মহাভারতীয়তা মহাদেব।

বনপুক্ত। ১৮৭। ৫২।

(মঞ্চা করিয়া পূর্বক, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মাঃ মৎস্যবর্তে পরিচালিত পূর্বক তোমাদিগকে এই ভাব হইতে যুক্ত করিলাম।

নবমের ব্রহ্মার উপাসনা প্রাথমিক ছিল, সেই সময়ে বনপুক্তের এই কথাটি বিচিত্র হয় তাহার সমস্ত নাই। মহাভারতের অপেক্ষায় অপ্রাচীন ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, এই মৎস্য বিষয়ের অবতার।

বিভূতির কথার যে অন্ধ অধ্যায়ের ২২ অবধি ২৯ পর্যন্ত করিয়া যৌক্ত পরিচালিত ও বহুলকৃত করিয়া যৌক্ত হইয়াছে।

* ১৯৯ পৃষ্ঠা।

† শতাপথ রাগন। ১। ৮।
হিন্দুদের ভাস্কৃত ধর্মের কালে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে দেখি। এক উপাখ্যান ভিত্তি সম্বন্ধে ভিতর ভিতর দেবতার মহিমা-প্রকাশ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে। রক্ষণ মহিমার চক্ষু করিয়া বিচ্ছিন্ন উপাসনায় প্রচার করে তাঁবা পাইতে লাগিল, তাহীর উপাসনার প্রার্থনা অন্তর্গত উপাখ্যান সমূহে কিছু কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত করিয়া আপনাদের উপাখ্যান দেবের মহিমা-কীর্তনে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। তদ্নুসারে, মহোদয়ের অন্তর্গত ধর্মের মহাভাষ্য-বোধক এই উপাখ্যান ভাব্যতা আদি পুরাণে বিচ্ছিন্ন মহাভাষ্য-প্রতিপাদক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণের মত এই যে, জল-প্রকাশের উপন্যাস হইলে, মণ্ডল মূল সমুদ্রের উপাখ্যান হইলেন। যদি হিন্দুর সমুদ্রে এলাক-সংগ্রহ আর্য করিয়া এক ধাতন বিচ্ছিন্ন অবস্থা আরোহণ করেন, কিছু ভাষাতে পথ, পথ, বীজং সঙ্গ লিখিয়া আম। কিছু ভাগবতে লিখিত আছে, মণ্ডল-মূল গাজান রাজা সারংদ-সংক্ষেপের উপনীত হইলেন। এলাক-কাল উপনীত হইলে, তিনি অকালে আদর্শ অনুসারে মূল্য সাধন করিয়া বিচ্ছিন্ন সমর্থিত করিয়া। একথান বিচ্ছিন্ন দীর্ঘতা আরোহণ করেন। এলাক-কাল অতীত হইলে, বিচ্ছিন্ন ভাগবত প্রকাশ করিয়া এলাক-সমূহ হইতে উন্মুক্ত হইয়া হয় এবং অস্ত্রকে বিনাশ পূর্বক বেদ সমগ্র উদ্ধার করেন।

* ভাগক ন। ৮ শ্লোক ২৪ অধ্যায়

† এই উপাখ্যানের অর্থের বিশ্ব-কাল উপাখ্যাত কিন্তু, তথ্যসূত্র বিচ্ছিন্ন বলে-উদ্ভার জন্য মণ্ডল-মূল প্রকাশ করে, তদুপরি এই প্রক্রিয়াঙ্গ-বিশেষ এলাক হইতে পারে।† কিন্তু এনে পুরাণের রক্ষণ নষ্ট্ট নিষিদ্ধ আছে,

“তুমি যে অর্ধে বামে তুষ্ণীর্দিক মূল্য।” (ভাগক ১১৩১৫)

“চতুষ্কোট মূল অর্থাত কালে সমুদ্র-রুপ হইয়া গল্প গল্প হইলে পর,
বিচ্ছিন্ন সমুদ্র-রুপ ধারণ করিয়াছিলেন।”

বৃহদ দিবস্কালে চতুর্দশ মূল অর্ধাঙ্ক হয়, তার অর্থে চতুষ্কোট গণ সমুদ্রের গ্রন্থাদেশ তৃণের বিপিন কি প্রকারে কথিত পারে? এবং তৃণের প্রকার বিচ্ছিিক প্রকাশের সাধন থাকে? অতএব তাগবতের হুই মূলের এই সহিত কথা পূর্বপুর-রিৰি।

এইরূপ একটি পৃথিবী-বাণী জন-প্রকাশ-রুপতা অন্য নামাজের নায়কগণের সাধন সমাবেশিত হইয়াছে। কোলালের দেশের ইহোসাস।

* ভাগবতের দীক্ষা তৈরীরী ইহোসাস।
উপক্রমণিকা।  

মৎস্য পুরাণের অর্থের অন্তর্ভুক্ত সংস্কার মহাসাগর-রূপক সহিত হইতে সন্ত্রাসক্ষী। তাহাতে লিখিত আছে, তিনি মৎস্যালাপ পরিভাষা করিয়া মুক্তে এই পুরাণ উপদেশ দেন। ঐ রূপক মহাভারতীর উপাখ্যানের অনুরূপ।


দীর্ঘদিন দেশের শাসনে ইহার অধিকাংশ অনুরূপ একটি উপাখ্যান হইতে।

বৃহস্পতির সম্প্রদায়ের বাইতেল নামক সম্প্রদায়ের এবিষয়ের যে অবলম্বন এইরূপ একটি উপাখ্যান সমর্থ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রচলিত আছে। বেদনা ঈশ্বরের প্রজ্ঞাধর ক্ষুদ্র সংস্কার পদ্ধ, পক্ষে ও খান্দা-সামগ্রী সংস্কার সুগত পূর্বক আরোপ করিয়া রচিত হয়, তাহার নাম নোম্বা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। —Bible Genesis. chap. 6. 7. 8.

আমেরিকানাধিকৃত হইবার বিশেষ রূপক এখনও চরিত্রিত আছে।
পরিকৃত-দেশীয় লোকের মধ্যে এইরূপ এককল্পত আছে যে, এককল্পে সম্প্রদায় লোক কল্পিত হইয়াছে যে একজন একটি পুরুষ ও তাহার গৃহীতী ভাবী রক্ষা পায়। তাহাদের হইতেই পুনরায় মহুয়া-কুলের রক্ষা হয়। কৃষ্ণপ্রথায় এইরূপ এককল্প প্রচলিত আছে যে, কোন সময়ে এক শ্রেণী প্রথমে শ্রেণী রূপে একজন সম্প্রদায় সাধারণ আরোপ করিয়া সম্প্রদায় নির্ধারণ করিয়া, তাহার বাণিজ্যকল্পের পরিবার ও অন্য অন্য শ্রেণী সম্প্রদায়ের আঘাত আরোপ করে।
চারিকাল-দেশীয় কল্পিত লোকের কথা এরূপ কাঠামো সম্প্রদায় রক্ষা পায়; প্রথম তাহাদের হইতেই পুনরায় মহুয়া-কুলের রক্ষা হয়। অতএব। এই সময়ে বৃহস্পতি, আমেরিকানাধিকৃত আরূক্তি হেদিনাকুলে প্রয়োজন প্রচলিত নানাদৃষ্ট সমাজ-সংস্কৃতির নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। —Encyclopedia Britannica. 7th Edn. Article on Deluge.

এপিসলুই দেশের অর্থের কৌতুক নামক নামক ছাড়ে চুলকালি। দেশীয় জন-অল রূপক পূর্বক ছিল। কয়েক বৎসর হইল, লিডানু প্রচলিত এবং স্মৃতি
কৃষ্ণবর্তী—পুরাণাদি অপেক্ষা প্রাচীনতর শাস্ত্রের মতে, কৃষ্ণ
অবতারের অবতার ছিল।

স অন্ত্যেষ্টিরাম এতদুর্গুণ জলা প্রজাপতি; প্রজা
অষ্টত বুদ্ধবজ্ঞারেণব্যতারাত্বকৃত্তি কষ্ঠপো
য়ে কৃষ্ণং মারারাণং: সমস্যা: প্রজা: কাল্যাণঃহি। স যঃ
স কৃষ্ণোর্ষি স আতিষ্ঠা:

শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.৪.৩.৫॥

অগাধপতি কৃষ্ণ-রূপ ধারণ করিয়া সত্ত্বনা উৎপাদন করিলেন। যাহার
তিনি হয়ন করিলেন, তাহার (অন্যের) অর্থাৎ করিলেন এই নিমিত্তেই
উষ্ণাকে কৃষ্ণ বলে। কষ্ঠপ শকে কৃষ্ণ বৃতায় এই নিমিত্ত লোকে কহে,
সকল জীব কয়লি শাস্ত্রের সত্ত্ব। সেই কৃষ্ণ যিনি অসর্বত্র তিনি।

এই বৈদিক উপাধিতে অর্জুনারে, কৃষ্ণ আর্যতা-অর্থ ও অজাগাতির
অবতর। এই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কথা তাহার সন্ধে নাই। পঞ্চাঙ
বিষ্ণু-উপাসনার প্রাচীনত্ব হইলে, পুরাণে কৃষ্ণ বিষ্ণুবর্তী বলিয়া প্রচা
রিত হয়। দেবাভাষ্মে একত হইয়া সমৃদ্ধ মন্তন করেন, তাহার মন্দর
মূল-দুর্গ ও বালিকা রূপ হয় এবং বিষ্ণু কৃষ্ণ-রূপ পরিপূর্ণ পূজন
তাহ। অনুসারে অনেক এবং প্রথম ভাষায় অর্থোদেহ করিয়া ১৮৭২
থায়ের ৩য় ভিনযার একটি সত্যৰ আঞ্জল পাঠ পাঠ করেন। ইহ পূর্বো-
কৃত্তিত নামারুপাধিতের অনুসারে। যিনি প্রথম এবং প্রথম-পঞ্জামি সহ্যনি
অর্থলাভ আচারের করিয়া প্রার্থনা পান, তাহার নাম শিক্ষিত থ।

এই পুস্তকের শুরুতে এই রূপ একটি অনুমান অসুবিধার কথা বিনিমে-
শিত আছে, বিষ্ণু, উপাধিকারুপাধিতে সুপ্রস্তুক কোন কোন বিষ্ণু শাস্ত্রে
তাহার কিছু কিছু অনুপলব দুই হইয়া থাকে। তাহা এই বিনিময় আছে যে,
ভিনযার নামার রূপাত্বিরশে কথায় মহাব্যাখ্যা। উপাধিত
হইয়া। মূল-দুর্গ বিনোদ হইয়া। শব্দ জন বিশ্ববোধি বিপুল। অন-শব্দ
পাইলে, দেবাভাষ্ম দিয়া। পুর্ব-মূল্য সমুদ্র বিবিধ করেন এবং স্বর্গ-মূল্য
দ্বারা সেই সমুদ্রায়ে বিনোদ করিয়া যেন।

* Society of Biblical Archaeology.
† The Year book of Facts of Science and the arts, for
1875, p. 285 and 286.
‡ Encyclopedia Britannica. 7th Edn. Vol. 7.
উপক্রমিকা। ২১৯

পরিমন্ত ধারণ করেন। এ বিষয়ের পৌরাণিক উপাধ্যান হিন্দু-সমাজে
চিত্তরি প্রাসঙ্গিক আছে এবং অনেকানেক বাস্তবে এসেছে তাহার প্রচার-
বিষয় ছিল। অতএব এ হলে সবিভাগ বিবরণ করিব। এহু-বাহুল্য
করিবার প্রয়োজন মাত্র। রামায়ণের ব্যাখ্যাকারের ৪৫ সর্গে, অঞ্চলবর্ণের
১৭-১৯ অংশে, মৎস্যপুরাণের ২৪৪-২৫০ অংশে, বিংশপুরাণের প্রথম
অংশের নবম অংশের, পদ্মপুরাণের অষ্টাদশ অংশের ও তৃতীয়
প্রথের লক্ষ্যাংশিক নামক অংশে, ভাগবতের অষ্টম অংশের সপ্তম অংশের
ে অংশের তৃতীয় অংশের এবিষয়ের উপাধ্যান সমাপ্তি বর্ণিত
ছিল। যেই সমস্তে উপাধ্যানের পরিসর বিষয় অনুসংহার ও বিভিন্ন
দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ যে সমুদায়ই একত্বাবলী এক প্রাধান্য করার
বিরিত বলিয়া প্রচলিত আছে এই সমাজে কৌতুকের বিষয় নয়।

বর্ণানুসারে।—এইচ বর্ণানুসারে আঞ্চলিক সূত্রের অবতার
বিষয়। বিভিন্ন হইয়াছে। এ বিষয়ে তেজিত্রিয়নিঃসিদ্ধার্থ প্রাগানি সর্মক-
পেশা প্রচুর বোধ হয়।

আয়োজনমূল্য বলিবলিঙ্গীত। তত্ত্ববোধনস্তু। যত্ন মন্ত্রমসি
বিষয়ক্ষায়াতাত। স দুঃসান্ত অপবধাত। তামু বক্ষঃ
ধাব্যাচতঃ।

তেজিত্রিয়সাদ্ধিতা ৭ ১ ৫।।

এই জগৎ প্রথমে জন্ম ছিল। অঞ্চলিক বাহু স্বরূপ হইবার
তাহাতে বিচারণ করেন। তিনি এই পৃথিবী দর্শন করিয়াছিলেন ও বরাহ-
রূপ পরিগ্রহ পুরুষক উভয় করিয়াছিলেন।

আয়োজনমূল্য বলিবলিঙ্গীত। তেজ প্রজাপতি-
রসায়নমসি। কথমড়ে বাহিত। রত্নাগ্রমূল পুষ্করণ্যে
নিয়ত। সৌন্দর্য। অল্প নাত। রক্তচিদিরতিতে
নিতস্তিত। স ব্রাহ্মণং জাতোযক্ষমন্ত। স চন্দ্র
বীমধ্য অস্ত্যম সম্পন্ন ॥ তথা যত্নস্যদর্শনমাত। তন্ত পুষ্কর-
পদিয় মধ্যম ॥ বদ্রমধ্যত তন্ত দেবিন দেবিদেহমাত।

তেজিত্রিয় ব্রাহ্মণ। প্রথমান্তর। প্রথমমায় তৃতীয়মায়।

এই জগৎ অতএব জন্ম ছিল। অঞ্চলিক স্বাভাবিক বিষয়ে করিয়া

২৭
বিবেচনা করিলেন *, কিকে এইরূপ জগৎ নির্মিত হইবে? তিনি
দেখিলেন, একটি প্রমাণ রহিয়াছে। মনে করিলেন, অবশুই ইহার
আধার-অরূপে কোন বস্তু বিদ্যমান আছে। তিনি বরাহপুর্ণ ধারণ
করিয়া সিদ্ধে নিম্ন হইলেন এবং নীচে গিয়া পৃথিবী প্রাপ্ত
হইলেন। তাহ ছইতে দুর্বীল। মুক্তিকা খনন করিয়া লইয়া উঠিত
হইলেন। এ মুক্তিকা পৃষ্ঠপোষক প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রসারিত করিয়া
রাখিলেন। সেই মুক্তিকা প্রাপ্ত হইয়া বলিয়া তাহার নাম পৃথিবী হইল।

* "আনাঙ্গু” পরামুখেন পরমেন নমোন কৃপণ। — সাগর-কাঠা।
† "অক্ষোদ্ধারু” কামিনীকৃষ্ণ কাৰ্ত্ত কবি। মুনী ব্যতীত
ধর্মীয় ধীর্মণ নিবন্ধন। — সাগর-কাঠা।
‡ শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যে এইরূপ বর্ণনা কর্তৃক পৃথিবী-উপকারের প্রকাশ
আছে।

ধর্মীয় বৈ বেশমুখ দুঃখিতা মায়েজালী। নিমলোচনা হেন বরাহ
তামাজন।

শতপথ তত্ত্ব। ১৪।১২।১৪।

এই পৃথিবী এক প্রাণেশ্বর ছিল। একটি এমূস নামক বরাহ তাঁকে
উদ্ধার করে।

এই উপাধিগানের নামটি প্রাণাঙ্গির সহকর দেখিয়া পাওয়া যায়, কেননা
এই কথার পরেই নিদ্রা আছ।

কোলা: শিন: নামালিঙ্গ ষ্ঠী মহামনি বেল মিদিহ ধার্মা দস-
কর্ম করিতে।

পৃথী-পাদ প্রাণাঙ্গির এই এমূসে ইহার এই আবাদ-নিশিদমন সিদ্ধান
গ্রহণ ও সম্পূর্ণ করিয়া দেয়।

শৈলীর আরায়ে মৃত্যুকালে প্রক্ষললে শিন আছে,

সুদিনিধরের বোধ্যাঙ্গির। তর্ক সাধন মহার্ঘ্য * জন্মে মন-
বাহুল্য।

শৈলীর আরায়ে। ১০।১৯।

(মৃত্যু)। তুমি পৃথিবী-যুগান্ত ও যেহেতু (অর্থাৎ বিভব-বিজ্ঞান) এবং
স্ত্রী ও শ্রীমতীর ধারণায় একটি কৃত্রিম পদ্ধাতি ব্যবহার
করে।

* সংসারসাধন। — সংসারসাধন।
উপক্রমণিকা। ২১১

তৈত্তিরীয় রংকের বর্ণালীর বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।
রামায়ণে বর্ণ ব্রাহ্মণের অবতার বলিয়া স্পষ্ট লিখিত আছে।

সর্বে সত্ত্বেরায়েতা এই বিবিঃ তার নির্দীপ্ত। ।
ততঃ সমস্যা ব্রহ্মা ক্রিয়াকলাপের প্রচলিত স্তুতি ॥
স বরাহাকারে ভবনা মোক্ষার্থী বরুণারাম্য ॥
অধ্যাত্ম জগত্ত মহামায় রমণে জনালোচনা ॥

রামায়ণ। ২। ১১৩। ৩ 和 ৪ ॥

গ্রন্থের সমস্ত অংশে ছিল তাহাতেই পুষ্পবী নির্ধিত হয়। পরে প্রথমঃ ব্রহ্মা দেবগণ সমভিক্ষাপ্রার্থী উৎপাধ হন। অনন্তর তিনি বরাহঃ
রূপ ধরণ করিয়া পুষ্পবীকে উদ্ধার করেন ও আপনার কৃতার্থ। পুর্ণ
গণকে ভঙ্গ লইয়া সমস্ত স্তুতি স্থল করিয়া ফেলেন।

রাবণ কৈকেয়বং ব্রহ্মা নিত্তে যথার্থতামন্যে ॥
সুমায়েমাত্রি যথায়ক্ষেত্রে অথ ছুঁতে ॥
ধর্মীণে মূর্তি যগা দর্শানি ব্রহ্মায় চ চাত্মনু ॥
স্বতঃ তদাতা সতি চন্দ্র ব্রহ্মা অপ্রসারিতং ধরে ॥
জনালোচনা চ তাং সমাদ্য সনাতন। ॥
পূর্বত্ত আপনারাম্য ব্রহ্মা ধৃতমানে হিচননন: ॥

নিকৃতিকাণ্ড। ৪। ৪৫-৪৬ ॥

রাবণকালে স্তুতি রূপে সমস্ত মায়াবর্তন করিয়াছিলেন। এই নির্মিত তিনি নারায়ণ বলিয়া উচ্চ হইয়াছেন। রাবণের স্তুতি রূপে স্তুতি রূপে করিয়াছিলেন এবং চরাচর জগত শুধু দেখিয়া প্রাণ করিতে মানস করিলেন। ধর্মী-
মূল জগত পরিপূর্ণ ছিল; সনাতন ব্রহ্মাবরাহ ধরণ পূর্বক তাহাকে
গ্রহণ করিয়া পূর্বময় স্থাপন করিলেন।

তৈত্তিরীয়মহিষা তৈত্তিরীয়বাণ্ড ও রামায়নাত্সই উল্লিখিত উপা-
খাব জনালোকের অশ্লীল পৌরাণিক উপাখ্যান অপেক্ষা অস্তিত্বাদি
তাহার সন্দেহ নাই। ঐ উভয়ে বরাহ প্রজাপতি ও ব্রাহ্ম অবতার বলিয়া নির্দেশ-

* ৭০ পৃষ্ঠা এই শম্ভের রাপ্তপতি ছিল।
শির হইতে ছিল। লিঙ্গপুরাণ বিশ-অধ্যাত্ম; বিষ্ণু-মহিমা প্রচার করা তাহার উদ্দেশ্য নহয়; অবহেলা তাহাতে প্রাচীনতর উপাখ্যানে যুক্ত, বরং স্বাভাবিক অবতারের বিশ্বাস নিষ্প্রাণ হইতেছে। পশ্চাৎ বিষ্ণুপুরাণ, বলিক্ষপুরাণ, পরপুরাণ ও হরিবংশে ঐ উপাখ্যান পরিবর্ধিত ও পরিবর্ধিত করিয়া বিষ্ণুর মহিমা-প্রতিপন্ন বিষয়ে নির্দেশিত করা হইতেছে। এই সকল পুরাণ ও হরিবংশের মতে, বরং বিষ্ণুই অবতার। মূলনীতিতে এ পরিবর্ধিত হইয়াছে যে, অবতীর্ণ হইবার মূল উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত উপাখ্যান তুই একাকী বিভক্ত হইতে পারে; এক প্রকার এই যে, বিষ্ণু রসাতল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশে বরাহ-রূপ ধারণ করেন, আর বিভিন্ন এই যে, তিনি দৈত্যা-বধী তৃষ্ণাগৃহীত ঐ মুখ প্রকার উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার অভিপ্রায়ে একুশ্চিতে অবতীর্ণ হন। বিষ্ণু ও পদাতিক পুরাণে রসাতল হইতে পৃথিবী-উদ্ধারের বিবরণ আছে, অত মহাভারতে এবং লিঙ্গ, বলিক্ষ্ণপুরাণ বরাহ হতে দৈত্য-বধের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। হরিবংশ এবং মঘ-পুরাণে ঐ উভয় একাকী উপাখ্যানই কিংবদন্তি যুক্ত হইতেছে। গিয়াছে।

এই ভাবে বরাহ হয় রসাতল-ময়। পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার অধ্যায় আছে এবং তথ্যে পৃথিবী-রূপ বিস্তারে এই রূপ উকিয়া আছে যে, "ভগবন! আমি তোমার কর্তৃক অমৃতান্ত্র হইয়া দোষার শরণপ্রার্থী হই-রায়ে; আমাকে পরিত্যাগ কর।" ॥

বিষ্ণুপুরাণে বরাহের নামক একটি বরাহ-প্রসঙ্গ আছে। সেটি বর্ষাকো লেখা করিয়া নাম। উদ্ধারের চারি দিকে তাহার চারি পাদ, মূল তাহার সংক্রান্তি, অম্ব জিজ্ঞা, কৃষ গাছ-লোক ছোট ছোট মূল, পরাশির মহাকাল, রূপান্তর সূক্ষ্ম সমাগম কেটে রাখিয়া, রোমাঞ্চ গান-তুকু, মঘ-মূল নামকা, চরণ-পা কর্ণ-ক্ষুর, সাম-গান গানীর নাম, মঘ-মূল অঙ্ক-শিক্ষা ইত্যাদি রূপক বর্ণনায় দৃষ্টিহইয়া থাকে। এবিষয়ে ভাবনাত ও বিষ্ণুপুরাণে পরমার্থ কিছুই কিছুই বিভিন্ন দেখিভে পাওয়া যায় ॥

মহাভারতের শাপমর্যাদার অন্তর্গত মেধাকর্তার ২৩৯ অধ্যায়ে, ভাগবতের তৃতীয় কল্পের ১৮ ও ১৯ অধ্যায়ে, লিঙ্গপুরাণের ১৭

১ হানীকারীদাসানাং হেমলক্ষ্মী গরাউ।
লোকালাঙ্গ স্বপ্নেচ নান্দিন যত্ন গরাউ॥
বীরভদ্র। ২২। ২৩।
† বিষ্ণুপুরাণ, ১, ৪ এবং ভাগবত, ৩, ১৩ পৃষ্ঠা।
উপক্রমিকা।

অধ্যায়ে, অশ্বিনুপারাণের চতুর্থ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপারাণের প্রথম অংশের চতুর্থ অধ্যায়ে, পদ্মপারাণের সমস্ত ও মন্ত্রপারাণের ২৪৫ ও ২৪৭ অধ্যায়ে এবং বিষ্ণু ও গুরুপারাণে বিষ্ণুর বরাহ-রূপ-ধারণ বিষয়ের মানোন্নত উপাধ্যায় বিষয়কাল আছে।

বামন।—ধর্মের এক দূর্গে লিখিত আছে, বিষ্ণু অর্ধ-আদিত্য-বিশেষ এই জগতের তিন পদের বিশেষ করে।

ছোট বিষ্ণুবিখ্যাত লিখিত নিহিত পাঁচ। বিষ্ণুমাত্র

খাঁটি।

খ-সং। ১। ২২। ১৭॥

বিষ্ণু এই জগতে তিন পদ বিশেষ করিয়াছিলেন; সমুদায় জগৎ
তাহার মূলি-মূর্তি পদ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

লোকি পদা বিখ্যাত বিষ্ণুমূর্তি অর্থায়। অতী

খ্যাতিমূর্তি ধারণা।

খ-সং। ১। ২২। ১৮॥

ব্যাপী ও সকল জগতের বক্ষাকারী বিষ্ণু ধর্ষের পুষ্ট-মূর্তি দেবতাকে তিন পদ বিশেষ করিয়াছিলেন।

নিকটকার পাশ্চ ধর্ষ এই দুই পদের বৈষ্ণব ব্যাপ্ত করেন, পশ্চাত
লিখিত হইতেছে।

হইতে কিশোর তিন পদের বিষ্ণু। বিধা নিমিতে পদে
ঈধার্যায় বিধায় জাদুকরনির্মী দীর্ঘতিমূলক:।

সমারূপে বিষ্ণু পদে গর্ভপূরবীকৃতলীলানাম।

নিকট। ১২। ১৯৭॥

বিষ্ণু এই সকল পদে পরিক্রম করেন। তিনি তিন পদের বৈষ্ণব 
আচার্য্যের ভিন্ন পদ-বিশেষ করেন। ধার্মিক বলা, (বিষ্ণু) ভূতলাকার, 
ভূজস্তম্ভ ও সর্বশক্তিকে পদ-বিশেষ করেন। ঔর্ধ্ব-স্বত্তে, মধ্যাকারে ও অন্ত-গমন-স্তলে পদার্পণ করেন।

অতএব ঔর্ধ্বতরের পদে, এই বিষ্ণু শর্ত ও তাহার তিন পদ-বিশেষ 
উদয়, অন্ত ও মধ্যা-রূপে গতি বহি আর কিছুই নয়। দুর্গাচারী নিকুণ্ড-
ভায়া। এই কথাটি সকল লিখিত হইয়াছে।

বিষ্ণু বাহিনি:। জাতিনি তুল আয় লিখা নিহিত
ব্যবহারের পর পাইকার কিম্বা গয়নারূপ ও গয়নারের উপাধ্যায় বিচিত্র হয়েছে? যখন ব্যবহারের পাইকার অবিচিত হয়েছে তখন অবিচিত হয়েছে এবং ব্যবহারের পাইকার অবিচিত হয়েছে এবং ব্যবহারের পাইকার অবিচিত হয়েছে।
উপাখ্যানিকা ।

২১৫

অসঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু বেদেক্ত বিষ্ণু বলি-বঞ্চক পৌরাণিক বিষ্ণু নন, মূলেও কোন অভাবের অসঙ্গ নাই এবং পূর্ব পূর্বক আচার্যেরা তাহার সেরা অর্থ করেন নাই। বরং বেদেক্ত বিষ্ণু নামক আদি-বিশেষের উল্লিখিত ত্রিপাদ-বিক্রমের অসঙ্গ হইতেই পৌরাণিক বিষ্ণু বীমা-বতারের উপাখ্যান উপলব্ধি হইয়াছে এই কথাই সকলের মধ্যে সম্প্রূক্ত অধিকার করিয়া লন। সেই উপাখ্যানটি এই স্থানে অবিকল উদ্দেশ্য হইতেছে।

দেবাত্বা অসঙ্গ ভবয় প্রাজায়মায়: প্রস্তুতির্ষ। ততো
দেবা অবুঃসারেশচার্য্যাঃ রন্ধনেদ্বৃত্তাঃ খুল্ল সংবাদ
ফিরি। || ১ || তে মুক্তিমেন যাত্রী বিভাগ যো বিভাগ্যo-
প্রাণী মেলানি। তামৌচা চোমেন। প্রভাতানাং বিভাগানাং বামরী-
ঃ || ২ || তত ন বে দেবঃ ধাঃ প্রস্তুতিকালো ভষ ব্যামামানু: দেবানো প্রেত দেবানাদেবা ব্যামামানুন। কে তত: প্রাচ
যাদয় মনঃ ন মধ্যাভিধীত। তে বদনেব বিষ্ণু পুরুষলাহু: || ৩ || তে
হর্ষ। বিষ্ণুনাত্ম যামিন বামাভাবাভাবেন নোগ্যেস্ত্র ভগ দেক্ত।
তেসুস্তা বিষ্ণুন পুনর্ভাব বিষ্ণু শৃষ্টি। তামানু স্তব্ধস্তব্ধে নাম নোগ্যেস্ত্র বিষ্ণু নামাদু ময় হর্ষ: || ৪ || ভাবনো ন বিষ্ণু বিয়। তত্ত্ব ন নিষিদ্ধ
ভীরে মহাত্ম নো যজ্ঞকুশীত মহাবিদিত। || ৫ || তে প্রাচঃ
বিষ্ণু নিয়ম ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নিয়ম নিরপেক্ষ গায়নন লাল্কন্তু।
পারম্পর্য্যন্ত দৃষ্টিবাচকাত্মতে মূলকৰ্ম লাল্কন্তু। পারম্পর্য্যন্ত পারম্পর্য্যন্ত মূলকৰ্ম প্রাপ্ত পারম্পর্য্যন্ত: || ৬ || মচ
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নিয়ম নিরাপত্তাত সাধারণ নিয়ম নিয়ম।
অসঙ্গকে সঙ্গে মান সংগ যাত্রী সম্বিনিত।
দেবগণ ও অন্যরূপ উভয়ের প্রাণপতির সমান। তাহারা পুরুষর বিরোধ করিয়াছিলেন; তাহাতে দেবতারা পরামর্শ হন। অন্যদের বিবেচনা করিল, এই পৃথিবী নিকৃষ্ট আমাদেরই। তৎসম্বন্ধে তাহারা বলিল, এস আমরা এই পৃথিবী ভাগ করি; কবিরা তুমি বিজ্ঞানী নির্ধারণ করিতে থাকি। তদমুখে, তাহারা রূপ-চর্যা দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিভাগ করিতে লাগিলেন। দেবগণ শুনিয়া কহিলেন, অন্যরা পৃথিবী বিভাগ করিতেছে, অতএব এস, আমরা বিভাগ-মন্ত্রে গমন করি। যদি আমরা উহার অংশ না পাই, তাহা হইলে, আমাদের কি ছইবে? তাহারা যজ্ঞ-ক্রিয়া বিশুদ্ধ করিতে পরিব্রত্তী করিয়া। তথায় চলিলেন এবং বলিলেন, আমাদিগকে পৃথিবীর অধিকারী কর; আমাদিগকেও ইহার অংশ দান কর। অন্যদের অন্যা-পরবশ হইয়া অতুলন করিল, বিষ্ণু যে প্রাণ স্থান ব্যাপিয়া যাইতে পারেন, তাহাই দিব। বিষ্ণু বামন ছিলেন। দেবগণ তাহাতে অবিচলি করিলেন না; কিন্তু অগ্নিদের মধ্যে এই কথা বলিলেন, অন্যদের আগ্নিকে যজ্ঞ-পরিব্রত্ত স্থান দান করিয়াছে। তাহারা যথেষ্ট দিয়াছে। পরে তাহারা (অর্থাৎ দেবগণ) বিশুদ্ধ করিতে প্রাণ দিনে পরিব্রত্ত করিলেন, তথায় দিলেন, তাহাকে দক্ষ দিকে গায়ত্রীচন্দনে পরিব্রত্ত করি, পশ্চিম দিকে তিনি ভক্তাচন্দনে পরিব্রত্ত করি, এই কথা দিলে তথায়কে চূলে দিয়া পরিব্রত্ত করিয়া, তাহারা অগ্নিকে পূর্ণ দিকে কূপিত করিলেন, এবং অগ্নিও অমর করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদৃশী তাহার সমুদ্র ভূমন্ত্র প্রাপ্ত হইল।

এ দিনের বৈদিক প্রাণ যাহা কিছু উদ্ধত হইল, তাহার ফল-তার এই যে, ধ্যেনেদাতাহীনদের, আদিত্য-বিশেষ বিপ্লব অর্থাৎ স্রুষ্ট উদয়-কালে উদর-গিরিতে, মধাকালে অপরীকে, এবং অন্ত-কালে অন্ত-গামন-স্থলে পদ-বিলোপ করেন; আর আত্মপর স্বাভাবিক অনুসারে, অমর-অত্যক বাণিজ্য-কৌশলক্রমে অন্যরূপ ছলনা পূর্বক অবিন-মুল অধিকার করিয়া লন। এই সৌর-কীর্তি ও জল মহাম-প্রতিপালক বৈদিক উপাখ্যান হইতে যজ্ঞ-স্বর্গিক-প্রায়কর্ন। বৈষ্ণব বাৰ্তী পৌরাণিক বিশুদ্ধির প্রাধান্যবান-বিষয়ক কি অতুলু উপাখ্যান উদাহরিত হয় হয়। হিন্দু সাধারণে তাহা সর্বপ্রথমই অঙ্কিত, অতএব বাহ্য-ভরে এখনলাই আর বিবিধতা হইল না। ভাগবতের অক্ষমত্তের সমুদ্র অবধি জ্যোতির্বিশিষ্ট অধ্যায় পর্যন্ত, পুষ্পসুরারণের উত্তরক্ষেত্রের আচরিত ও উপস্থাপন অধ্যায়ে এবং ব্যাধ্যবর্তের প্রতিক্রিয়া অধ্যায় পাঁচ করিলেই সবিশেষ জানিতে পারা বাহব। সেই উপাখ্যানের মধ্যে বৈদিক ও পৌরাণিক বিশুদ্ধ।
উপক্রমণিকা

অভেদ-প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে একটি কৌশলও প্রাপ্ত করা হইয়াছে।
বৈদিক বিষ্ণু আধিকা-বিশেষ। বামন-রামী পৌরাণিক বিষ্ণু অধিকর
পুরন; স্থলতাং তিনি আদিত্য। ইহা হইলে, উভয় বিষ্ণুতে এ অংশে
সন্দর্ভ এক্ষণে রহিত হয়।

এ পর্যন্ত বিষ্ণু বিষ্ণু যথবিক্ষিপ্ত যথাযথ লিখিত হইল, সমস্ত পাঠ
করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীনতর শাস্ত্র-প্রমাণে, পুরাণ ও ব্রাহ্মণ
নামক নামকারণ, পদচার অধিবাস এষ্ঠানে অভিষিক্ত হইয়াছে; প্রাচীনতর শাস্ত্রের মত এই যে, ব্রহ্ম ও প্রাকৃত সংস্করণ গতম শাস্ত্রী ছিলেন, তত্ত্বার্থে অধিবাস এষ্ঠানে বিষ্ণুতে সমন্বিত বিশ্বাস বিলয়। বিশ্বাস হইয়াছে; শাস্ত্র নামকৃতা, বেদ,
বিরাট ও নির্ণয়, তাহা প্রতীক্ষিত করা কতকগুলি বিষয় বৰ্ণ ও সে পুরন দেবের
ক্রিয়া বিলয়। হিন্দুযুগীয় সমাজের বিষয় ছিল, অধিবাস এষ্ঠানে তাহাতে বিষ্ণু
ক্রিয়া বিলয়। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং প্রাচীনতর শাস্ত্র অর্থে, পুরিরভ
হিন্দু মহাত্মা কর্তৃক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে; অধিবাস অর্থে শাস্ত্রী
নিবৃত্ত হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রের ব্যতির স্থলে নেপালাসন দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগ জনার
নেপালী মন্ত্র অর্জন করি অপন আনন্দের মনে ভাষা প্রাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। এইগুলি, 'উদ্দেশ পি উদ্দেশ বুদ্ধির ক্ষেত্রে' স্থাপন করিয়া হিন্দু-ধর্মের অভিনব রূপ উপাসন করা হইয়াছে।
হিন্দু শাস্ত্র কর্তৃপাল প্রতিষ্ঠিত ও করিয়া বিশ্বাস হইয়াছে।

বাম-রামারামারি——বিষ্ণুর মন্ত্রের মধ্যে হিন্দুমাজে এখন বাম-
কৃষ্ণের উপাসনাযুক্ত ও প্রথম পূর্ব কালে অষ্টাদশ বীণ-পুরন-
দের অর্থন নামকারণ প্রচলিত হয়। সেই রূপে, ভারতবর্ষের বাম-
পরামাদি বীণ-পুরন নামক বিলয়। কীর্তিত ও পুরোহিতর হইয়া আসি-
যায়। রামচণ্ড দক্ষিণাপথে ও লক্ষীর অর্থুৎ সিংহল বীণে গণন করিয়া। শৌভ-বীণ প্রাপ্ত করিয়া ইহাতে করিতে করা রামায়ণ-রচনার
অধ্যায় উদ্দেয়। পঞ্চাশ ও এ অংশনে পরিভাষণ পূর্বক কোলরাজ

* পুর্বে বিষ্ণু সিংহল বীণের নাম স্বচ্ছ। ছিল একটি স্বতন্ত্র আধুনিক অনুপাত নয়। পালিতায় বিষ্ণু সিংহল বীণের গণন এবং এ সিংহলের একটি
ধ্বনি বিদ্যমান আছে।

বঙ্গবীর সরলতাতে বহি ধীরু শ্রীযুতে। তেন তৎক্ষণাত্মক বীষ্মে।
সংস্থাপন ও তথ্য বার্ষিক আর্থিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা চুরির এরূপ বর্জিত আছে । হয়ত ইহা ভারতবর্ষের দক্ষিণতে আর্থিক-বাণিজ্য ও আর্থিক-ধর্ম-সংস্থাপনের সর্পিল করিয়া যাই । কলঙ্ক, রাম পার্শ্বরাম উভয়েরই উল্লিখিত রূপ পরিকল্পিত বীরধুল্লা-প্রচারেই তাহাদিগকে বিশ্ব বর্তীর করিয়া তুলিয়াছে ।

অনিয়ন্ত্রের দাঙ্গায় বন্ধু বধিতা তেন বধিমা । তেন বধিতন্ত্রান্নাশ ধরিয়া দুর্বোধন না ॥

মহারং | গন্ধর পরিচ্ছেদ ।

সীমারহ রাজঃ । সিংহ বহ করেন, এই চূড়ান্ত তদীয় পুণ্ডর্য নীলাল বন্য উদ্ধত হয় । সেই নীলালের এই পান্ন অধিকার করিয়া ভাঙা তে অধিবাস করেন, এই নিম্ন ইহার নাম নীল কয়ল ।

পানিপাড়ীর সীমানা বন সংস্থাপিত হইয়া সংস্থাপিত হয় ॥


dd

পরশুরাম বার্ষিক কান্তী-কুল হং করেন এ পার্শ্ব অপর সাধারণ সকলের ইচ্ছা প্রতিপালন করেন । তাহার দক্ষিণাত্য-সংক্ষিপ্ত কীৰ্ত্তি-বিবর্ধক অন্য একটি কথাও লিপিপত্র রহিয়াছে । তিনি যে ঐ কথার গীতা অবস্থিত করেন, সমাজভিত্তিক পুল-বিশেষে ভাষার বুদ্ধি আছে ।

গন্ধের স্বপুরোধ ধূমকেতু দুর্দাম ধনধারী ॥

ন পতন গীতার রাম স্বপুরোধ কর্ত্তব্য ॥

নতঃ স্বপুরোধ দেয় স্বপুরোধ নিশ্চিতি ॥

ধৃষ্টিজ আদর্শন্তু ধূমপালনমূলন ॥

শালির । রাজগন্ধে ॥ ৬৯ । ৬৮ ॥

স্বপুরোধি রাম ! আমার অধিকারে বাণিঝ করুক কৃপা ও তাহার উচিত নয় । অতএব তুমি স্বপুরোধ ও তাহার গমন কর । তৎপরেই লসং কাল নিমিত্ত সূচনার দেশ নির্মাণ করিতে দিলেন । তিনি পৃথিবীর অপরাধ দেশ গমন করিলেন ।

স্বপুরোধের সচরাচর খণ্ডে লিখিত আছে ।

স্বপুরোধী দেখু তেন কুমারি প্রক্ষা ভার্গব ।

× × × ব্যাপক অলঙ্কার ॥

সংস্কৃতির দণ্ডিবে যে চলিবে বিদায় প্রক্ষা ভার্গব ॥

সংস্কৃতির দণ্ডিবে যে চলিবে বিদায় প্রক্ষা ভার্গব ॥ (ইত্যাদি ।)

কল্পপুরীত সুগন্ধ শেষের উত্তর কাব্য ।
উপক্রমণিকা।

রক্ষা।—বেদের-মধ্যে কৃষ্ণের একজন প্রায়ই নাই। কেবল উচ্চার
সম্ভাব্যা অগ্রাহ অংশ অথবা উপানিষদ-ভাগে উচ্চার নাম উল্লিখিত আছে।
তাই যে এই শাস্ত্রের কোন দ্বারা তিনি স্তব-স্তুতি-প্রসন্নকরণ
পরম্পরা অনেক। একটি প্রধান দেবতা বলিয়া ভিন্ন হন নাই।

তখন পরস্পরায় সেই ত্রাণ-বৈরিতে দেশে তৈরিতিনককে দেখি। হয় সুস্পষ্ট
প্রদান করিয়া এবং সেই কৃষ্ণ-ভাষ্যদিগকে নিজ প্রেম করিয়া প্রীতি
মনে হইলেন, (ইত্যাদি)।

কেবল-উৎপত্তি নামক প্রধে-পরস্পরায়ের দিকে পশ্চিম-গঙ্গায় কীর্তি সমুদায়
ও Wilson’s MacKenzie Collection, Vol. 2। এই ছুই পৃষ্ঠ পাঠ
করিলে এগুলোর অনেক কথা প্রায় হওয়া যাইবে।

অন্যতম আর্য-সংহিত: জাতার তৈজিরাজারা জ্ঞান।
অতি-
মায়া যা ঘর বংশ। ধৃষ্টদেবায়িতর খ্রিষ্ট সমতার চিত্তফুলবিরাটময়
দাশগুণময়।

হ্রদোপোর মুখবিক্রম। ৩ প্রাপ্তক। ১৭ খণ্ড।

আব্দুর রহমানের ঘোর ও দেবকী-পৃষ্ঠ রুজ তাহাই উপদেশ নির্দিষ্টির
বিষয়। তিনি (আশ্চর্য ভাষায়) দেবকী-রাধিকা অর্থাৎ কান্তে-শুনাই
জান। এই, অর্থাৎ অর্থাৎ মূল সন্থস্থে এই অর্থাৎ বাক্য অবলম্বন করিয়া,
অক্ষরত্ব, অচ্চুতত্ব ও প্রসন্নিকরণ।

তৈজিরীয় আর্যানুক্রমের নামের একটি আছে বটে। কিন্তু ভাষার উদ্ধে নাম
মাধ্যমের অধিক প্রচ্ছন্নহরের পরিচাল নয়। একক্ষে, বেদের সমস্ত আর্যানন্দ
ভাগ অনেক কোন অপর্যাপ্ত। অথবা আবার, যে কাল পর্যন্ত কেবল তৈজিরীয়
দ্যায়ের আর্যানুক্রমীর আধিক প্রচ্ছন্নহরের পরিচালিত হয়। একক্ষে, বেদের
সমস্ত আর্যানুক্রমের পরিচাল। অথবা আবার, যে কাল পর্যন্ত কেবল তৈজিরীয়
দ্যায়ের আর্যানুক্রমীর আধিক প্রচ্ছন্নহরের পরিচালিত হয়।

* তৈজিরীয় আর্যানুক্রম। ১০। ১। ৬।

* এই পৃষ্ঠের শেষ ভাগে প্রকাশিত উপক্রমিকায় অন্তর্নিহিত ছুই পৃষ্ঠ
* তৈজিরীয় আর্যানুক্রমের দশ প্রাপ্তিক পাঠ করিলেই একগুলি অনেকের
বিষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে।
রামায়ণের প্রথম অধ্যায়-কলে রাম ও মহাভারতের প্রথম রচনা-কলে রূপক বিষয় বলিয়া পরিগণিত ছিলেন না। এই অনুমানের বিষয় ইতি পূর্বে লিখিত হইয়াছে। এক সর্বোত্তর যে, রূপক চরিতবর্তী বলিয়া লোকের সংখ্যা ছিল না, মহাভারতের মধ্যে তাহার বহুতর নির্দেশনা লক্ষিত হয় জাতীয় উপনিষদ। তাহা পূর্বে মুখ্যাত্মা দশোপনিষদের অর্থত চৌদ্দো-রাজ্যমিত্রা অনুসারে অনুমান তাহার সন্ধে নাই।

* আর্য মহাভারতীর অধ্যায় পর্যায়।

৪৯ ও ৯০ পৃষ্ঠ।

মহাভারতে উক্তকের ঈশ্বরী-শ্রীপালক অনেক স্থলে যে পশ্চাদ বিনিময়ান্ত হইয়া একাধারে প্রধান দেবতা পাওয়া যায়। মহাভারতীয় যুগল উপাস্যাণের লক্ষিত রূপক প্রধান ভাগকৃত কোনো সহস্র নাই। এই রূপক স্থান-বর্ণনার মধ্যে একাধার পরমারথি-প্রধান সম্পূর্ণ দর্শন-শাস্তি লক্ষিত করা হইয়াছে। একাধার, "হুমকে দেষ্টানো।” এই প্রথম-চরিত্রার উপাখ্যান কি জন্য? জীবনের ধৃঃ হয় না, আর যে বিচার নয়-হতাহত করে, তাহাতে কিছুমাত্র পাতাক নাই। শালিপোর্কের ২০৭ অধ্যায়ের উপাখ্যানটি কোনো বিদ্যমান-স্তবকারী, তাহার মধ্যে কয়েকটি স্থলে রূপকজ্ঞ একুশ বিদ্যমান আছে এবং লোকচরিত দুটি প্রাকে শঙ্গু ও স্বাভাবিক অনন্য বর্ণ করা হইয়াছে।

পাঠ করিলে, ঐ সেই দুটি পাঠ সংখ্যাক্রমে দিয়া সংস্করণের এই অধ্যায় হয়। এই দুই চিত্র রচিত করিলে, উ লোকের উপাখ্যানের কিছুমাত্র অপসরা হয়।

শালিপোর্কের ২৮০ অধ্যায়ে নিক্ষু মার্কন্তকে চিনিয়াছে; প্রথমে তাহার মধ্যে কখন তুমি কোনো প্রশ্ন উপস্থিত হয় না; সর্বশেষ যুক্তিতে ও কোনো উপলক্ষে ও ঋষিদের মৃদুর্স্ত বাণিজ্যের মধ্যে কিছুমাত্র পাঠ করিয়া, পিতামহ এই কথাই কি সেই ভগবানের নামের যে। এই শেষ অংশ তুমি পর্যায় করিলে ঐ উপাখ্যানের কিছুমাত্র কথা হয় না৷ ঐ উপাখ্যানটি আদ্যপাদ পাঠ করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন রূপক পুরুষের ভাগ্যবর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন বিবর্ণিত উদ্ধৃতিকে আক্ষরিক ২৬ পৃষ্ঠ।
উপক্রমিকাঃ

২২১

হইয়া থাকে। হর্ষাধন, হৃদাসন, কণ্ড ও শশ্নী শ্রীরূপকে বন্ধন করিতে কৃত্ত-সংকল্প হন। কণ্ড মহারাজ শলাকার রূপে অপেক্ষা গুণবান, বলবান ও বীর্যবান বলিয়া বন্ধন করেন। হর্ষাধন শলাকার রূপে অপেক্ষা গুণশালী, বল-বীর্য-সম্পদ ও আশ্চর্য নীলাঙ্গশালী বলিয়া প্রশংসা করেন। যুধিষ্ঠির রাজসুর সভায় রূপকে অর্ঘ্য প্রদান করাতে, শিশুপাল যুধিষ্ঠিরাদিকে যার পর নাই অর্ধ সন। করেন এবং সেই সঙ্গে রূপকে একটি নিতাপ্ত বিকৃত সামনা লোক বলিয়া অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে থাকেন। এই সমষ্টি বিষয় যে সময় প্রথম কথিত, রচিত হয় প্রচুর বিদ্যমান সৌভাগ্যের মাধ্যমে কোন মতেই সংহত হয়। ভাগবত ও ব্রহ্মবিদ্যায় পূর্ণ শ্রীরূপ রূপে বিষ্ণু অর্ঘ্য পরাইপর পঞ্চমেশ্বর বলিয়াই বিষ্ণু চরিত হইয়াছেন। "কলাপগুলি ভক্তদের নয়।" এমন কি, তাহার অবতারের মধ্যে গণের করিলে, তাহার অধিমান্য করা হয়। এজন্য বিষ্ণু বিদ্বেষের চিংড়িটি শ্রীরূপের প্রতিরূপ চিত্রিত হয় না। কিন্তু তারা একাকেই এরূপ উল্লম্ব পদ প্রাপ্ত হন নাই। স্বধি দুরের খালস্ক, প্রথমে ভদ্রে অশ্ব বলিয়াও পরিযুক্ত ছিলেন না। বিষ্ণু-প্রধান বিষ্ণুপ্রাণে লিখিত আছে, রূপ বিষ্ণুর অংশের একটি অংশমাত্র।

মৈত্রে অভাসতমূল খন্তু ঘোষচন্দ্রশি লর্যঃ

বিশাখায়ম্বূমূতিচরিতং অগতো হিতমূ।

বিষ্ণুপুরাণ । ৩। ১। ৪।

মৈত্রে ! বিষ্ণুর অংশের অংশ স্রূপ (শ্রীরূপ) জ্ঞা প্রাপ্ত করিয়া জগতের যে সমস্ত হিতকর কার্যা সাধন করিয়াছেন, তুমি আমার নিকট তাহাকে জ্ঞাত করিয়াছ; অবল কর।

মহাভারতের সঙ্গ-বিবেচনে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি এক সময় বিষ্ণুর অবমান্য মাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন।

দুরীত্যশীং তস্তেম বিষ্ণু ক্ষয়বস্ত্রু তমু।

• উদ্ভাসু পূর্ব । ১২৯ | ৫ ইত্যাদি।
• কণ্ঠপ্রকর্ষ । ৬১, ৬১। ৬৬।
• কণ্ঠনগড় । ৫২। ৬১। ৬৬।
• নায়পূর্ব । ৩৬।
• ভাগবত । ১ কন্ঠ । ৩ অধ্যায় । ২৮ ও ২৯।
টুরিযাত্তেন লোকাঞ্জলীন মাহাবলীব বৃহদিমানু।

শান্তিপর্ক। ২৮১। ৩৪।

এই অবিনষ্ঠ কেশব উঠায়ই অক্ষম অংশ স্রোত জানিবে। সেই বৃহদিমানু পুকুরে অক্ষম হইতে লোকর উৎপন্ন হয়।

শ্রীভাগবতের সুদর্শন কথা কিছু তদীয় এগীতার ক্ষেপণা-ক্রিয়া নয়। অন্যতম পূর্ণতার নাম তাহাকে পূর্ণ পূর্ব উপাধ্যায় সহকলন করিয়া তাহার অভিনবরূপ বেশ-বিন্যাস করিতে হইয়াছে। অতএব, শ্রীভক্তে পরমপ-পূর্ব শ্রীত্য ভগবান বলিয়া প্রচার করা উচিত।

শ্রেণীর উদ্দেশ্য হইলে, রক্ষা যে বিভক্ত অংশ মাত্র এই অগ্রস্থিত পূর্বতন কথা ও ভাগবত তদে বিকাশ গিয়াছে।

সংস্থাপনাৎ ধন্মুক্ত প্রস্তাঙ্গায়তত্রস্য চ।

অবতীর্থীধি ভগবানশিন জগদীশ্বর।

ভাগবত। ১০। ৩১। ৩৭।

অধর্ম-দুর্ভাগ্য ও ধর্ম-সংখ্যাপ্ত উদ্দেশে ভগবান পরমেশ্বর অলিঙ্গভাগ্য
(অর্থাৎ নিজ অংশবিন্যাস রূপে ভার) হইয়াছেন।

ফলস্থলে লিখিত আছে, কুঁচ বিপুল একজন কেশ মাত্র।

এবং সংস্থাপনায় ভগবান পরমেশ্বর।

তদারাকুণ্ডে: কেশী সিতকুষী মাধুরী।

ভাবো চ কুঁচনিতী মল্লিকো বস্ত্রাদি।

অবতীর্থী ভূতামায়াত্ত্বাতিনী কবিত্যত।

× × × × × ×

বস্ত্রেক্ষ চ পদ্মী দেবার্জী দেবায়ম।

তস্যায়মভো ভাগভাগে ভবিতা কুঁচ।

অবতীর্থী চ তন্ত্রায় বর্ষে ঘৃষা চিন্তাস্রষ্ঠ ভূতি।

কালেনি সমুদ্ভূতভূতিয়কঃ স্বাধ্যায়ে হরি।

বিশ্বপুরুষ। ৫। ১। ৫৯, ৬০, ৬৩ ও ৬৪।

মহামুনি! ভগবান পরমেশ্বর (দেবগণ কর্তৃক) এইরূপ স্বীয় হইয়া আপনার শুভ ও রক্ষা হইতে কেশ উৎপন্ন করিয়া এবং দেবগণকে বলিয়া, আপনি এই কেশময় ভূতলে অবতীর্থ হইয়া ভূলোকের দায়
উপক্রমিকা। ২২৭

৩ ত্রৈশ মোচন করবে। ই. ই. ই. ই. ই. দেবগণ। বমদেবের দেবকে নাম দেবতা-সদৃশী যে এক ভর্তী। আছে, আমার এই কেশ তাহার অক্তা গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে। এই কেশ তাহার অবতীর্ণ হইয়া। কংসরপে সমুদ্রপর কালেদেশের সংহত করবে। এই কথা বলিয়া বিষ্ম অনুষ্ঠিত হইলেন।

এক সময়ে মিনি এই রং বিষ্মের অংশের অংশমাত্র বলিয়া। গণ্য ছিলেন, পাশাৎ ভক্তগণের ভক্তি-প্রকাশের উদয়ে তাহার ভক্তিকে উদ্দেশ্য পদ প্রকল্পিত হইয়া আসিয়াছে। মহাদেবের তিনি সচ্চর রাজা ও বীর-ব্রতী, কুত্রাপি উপাসনা এবং কোথায় বা কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠিত প্রান্ত বলিয়া বর্ণিত হইলেন। উহার কোন স্থলে তাহার কর্তৃক শিবপুজন না। বিবাদ-প্রসংগ, কুত্রাপি শিব-রূপের বিবাদ-প্রসংগ, এবং কোথায় ও ঐ উভয়ের অভেদভাবে ভক্তি-বর্ণন সহিতেরকম আছে।

নরনারায়ণের অবতীর্ণ-প্রসংগে লিখিত আছে, নারায়ণ মহাদেবের গলা চিপায় ধরেন, ইহাতেই তাহার কঠিন নীলবর্ণ হইয়া যায়।

নর এক্স সমুদ্রমণ্ডলে কোন জমাত পাথিয়া।

নারায়ণ এ বিষ্মাকা নিলাঙ্ক মিলকিমিল।

শান্তিপর্ক। ৩৪৩। ৮৬ ও ৮৭।

পরে সেই বিষ্মের আত্মারূপ নারায়ণ এই অমূল্য সম্পদ মহাদেবের কঠিন হস্ত দ্বারা ধারণ করেন, ইহাতে তাহার গন্দেশ কুর্মরূপ হইয়া যায়।

শান্তিপর্কের উক্ত অদ্যাবধি ১০৭ ক্ষেত্রে লিখিত আছে, মহাদেব নারায়নের বক্ষঃস্থলে শূল-প্রহার করেন, তাহাতে একটি চিহ্ন হয়, সেই চিহ্নের নাম চূড়াঙ্গ চিহ্ন। দেবতা-বিষ্মের ভক্তি-বিষ্মের ভক্তি-ভাব অধ্যয়নাতে ভূম ভূতের এই সমষ্টি বিচিত্র হইয়াছে তাহার সমস্ত নাই।

কুর্ম বৈদিক দেবতা নাই একথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কোন কোন পুরাণকার গুরুর পরিসমান নাই। ভূতার কুর্ম দূরে থাকুক, রাখাতে বৈদিক দেবতা এবং বিষ্ণুপুরাণে ঐ উভয়ের মহাময়া-বর্ণনায় পরিপূর্ণ বলিয়া একাক করিয়াছেন। রাঘব বিষ্ণু বেদের মধ্যে থাকা দূরে থাকুক, হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এই সমষ্টি বিষ্ণু প্রধান অংশ

* শান্তিপর্ক। ৮০। ৪৩। শান্তিপর্ক। ৩৪৩। ২৪-২৩।
† শান্তিপর্ক। ৩৪৩। ৮৫-১০৭। হরিবংশ। ১৮৩। ১৭ ইত্যাদি।
‡ শান্তিপর্ক। ৩৪৩। ২৬ ও ২৭। হরিবংশ। ১৮৪। ১২।
পুড়াগোঁড়েতেও দিঃমান নাই, বেদ-শাস্ত্রের সত্ত্বাপেক্ষা অপ্রাণী (উপ নিষেধ)
ভাগের মীমাংসাকারী শক্তরচিত্র রাধার বিষয় জানিতেন না। চূনাইক
সহজ বতস হইল, তোমরা শিব। অনন্তবিশ্ব শংকরবিজ্ঞ নামে শংকর-চার্যের
জীবন-ভূত্তে রচনা করেন; তাহাতে সে সময়ে প্রচলিত বলিত।
উল্লিখিত শিব, শঙ্কর, বৈষ্ণব হিন্দু-শাস্ত্রে সমুদয় একার উপাসক-
সম্প্রদায়ের সহজ আগে*; তথ্যে লক্ষ্যে সরস্বতী প্রভুতি বিষ্ণু-শক্তি
ও বাপ্পবপোল কথাও সংস্করিত রচিয়াছে, কিন্তু রাধার নাম-গন্ধ বিছুই
নাই। যদি সে সময় রাধার বিষয় প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে ঐ
অঙ্কুৰত ভাগ প্রসঙ্গ হুইত। কোন মতেই সহজ ও সংস্করণ ফলতঃ
রাধার উপাসনা নিতান্ত অপূর্বক। অথচ ব্রজবৈষ্ট্যপুরাণেও রচয়িতার
মহাশর লজ্জা ভর পরিত্যাগ করিয়া আহ্মন বদনে বলিয়াছেন,

রাধায়ণ অনন্তি: সামবেদিঃ নিক্ষিপ্তা;

দীক্ষিত কোটিকোঠার কথালোক স্বধামূখসমূহ।
আকাশো গোবিশ্ব হয়ঃ রোগমুর্ধনীত;||
ধানকামায়োহানিমাকারো অবব্যন্তসমূহ।
অধিশাসার চৌকট্টা: বাণভাসিত ন প্রথম;||
দীক্ষিত নিষ্কল ভিতে দাস্য বাণাপদাব্রুে।
বোধিতুন্ত সদানন্দ; চ চ চ চ
ধাকঃ সভাবাস ততক্ষালকেশী চ।
দেহতি সারিণ সাক্ষ্য ততক্ষান্ত চহঁ: কচ্ছসমূহ।
আকারকালোকার্য্য দানযক্তা চরো যঃ।
এসসায় যশ যশমলি সৃষ্টিকালে রক্ষিতমিত।
স্বরুপধা: ঘ্রাণাদ্যোগামৰামোহবাল্য কতিপয়ে।
রোগাদোক্ষুস্বয় ব্যমত্ন নাতর্কামাবসহ;||

তপদদদীঘপুরাণ। আক্রান্তঃ যে৷ ১০ অধ্যায়।

* ফুলবিষয় ৪—৯৫ এক্ষণ। প্রশ্ন, ২, ৬, ২০ ও ২১ এক্ষণ।
উপক্রমিকা।

সামবেদে রাধা সংবেদের বৃত্তিক নিবিড়তা আছে। নিরিক্তিক নিভে। রাধা শরুতি উদ্দেশ্য, শ্রবণ ও মুঢ়ন করিবে, উহার অন্তর্ভুক্ত রকারে কোন স্থায়ীত্ব পাপ ও স্বত্নতার কর্মাভাগ নির্ভর করে, আকারে মাত্রত্ব অর্থাৎ পুনর্নিীতি এবং খোঁজ ও মুঢ়তা নির্বাণ করে এবং তাহাকে অপরাধের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মুঢ়ন হইতে মুক্ত করে ইহাতে বিচ্ছিন্নতা সেখানে নাই। রকারে শ্রীসঙ্গে পাদ-কোলে নির্মীত ভগবান দাসারী, সমস্ত অভীত বিষয় ও সমান্তারপন প্রদান করে। তাহার মুখে নির্মাণ সূচিত সহায়তা, সাধনা ও ধ্রুপদা মুক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে। আকারে হিসাবে ভজনেরগ্রাস, দানধর্ম, যোগ-শ্রবণ, যোগ-মুখ্যতা ও নিরস্ত্র হিসাবের সম্প্রদায় প্রদান করে। রাধা শরুতি মুঢ়ন ও মনন করিবে, খোঁজ, পাপ, খোঁজ শোক ও মুঢ়ন কমিত হইতে থাকে ইহাতে সাধনের নাই, এই বেদের উক্তি।

যে দেশ হইতে উপাধীয় বিদ্যা একে আচরণ হইতে হইয়াছে, তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত দেশে একে অভিপ্রায়ে প্রাপ্ত করা কোন কোনই সম্ভব নয়। কোন বৈদিক-বিশারদ নির্দেশক পাপিত এবং প্রথাগত বিধিনিষ্ঠা করিবে। ক্রৃত্যাঙ্কণ পুণ্যের রচনাকার কি বিশেষত বিশেষিত করিতে পারিলে।

শক্তিরিয় পৃথিবীর নাম শক্তিতে বিরাহিত হয়; তাহাতে বাহুদেব এবং শ্রীসঙ্গে নামে হীরার উপাধি সহিত শক্তিতে আছে। তিনি ভক্ত নামক তার সন্ধারের উপাধি বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছেন।

আহীন সময় বহুপুঞ্জ:। রাবিণু বার্তাই; পদ্মপুষ্প: বাহুপুঞ্জ
বাহুপুঞ্জ:। মধ্য: বার্তাভব: হয় রাধাকৃষ্ণঃ অগ্নিস্য ব্যবহরিত মুখার বিদ্যালয় বিবর্তিত প্রস্তুততায় স স্বর্ণের স্বাধীনতার বিদ্যালয় স্থাপনবিদ্যালয় স্থাপনবিদ্যালয় স্থাপনবিদ্যালয় স্থাপনবিদ্যালয় স্থাপনবিদ্যালয়।

শক্তিরিয়। বর্ষ প্রকাশ।

বর্ণনামুখীর সময়ে অধিক প্রশ্নের প্রথা স্কটারে বিশ্বাসের বিশেষ অবস্থা ছিল, তিনি যে বিষয়ের একাহার এক নিঃসাগর যান এবং একটি অবস্থার পাপের আর্থিক ভাবায় তাহার অনুভূত করেন। আর পাপের দেখিতে আসা যায়, যে সময়ে এক কারণ তাহাদের রীতিশুল্কে অনুভূত ছিল, কিন্তু তাহাতে

29
ভারতবর্ষীয় উপাসনা-সম্প্রদায়।

কৃত্যাদিক প্রসঙ্গে নাই। অতএব এই প্রমাণগুলোতে,
সে সময় পর্যন্ত কোন কৃত্যাদিক-সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয় নাই বলিতে
হয়। ফা-হিন্দু নামক চাই-দেবীর তীর্থযাত্রী খাতিজার পক্ষে শিক্ষার
অধ্যয়ন ভারতবর্ষে বোধ-বীর্য দর্শন করিতে আমি। মুখোর বোধ
ধর্মে এই আহ্মদের দেখিতে পাই। তিনি স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন,
শাক্ত যুনির মূর্তি-ঘটনার পর বোধ ধর্ম বিনা ব্যাঘাতে প্রবল হীরা
আমি। এ নামেতে বৌদ্ধদের বিরচিত কলেক্ষানি খোদিত-
লিপি পরিষ্কার হওয়া হয়। নিয়াকে ন। অতএব বা মূল্য। এখন
কৃত্যাদিক অকার-ক্রম, সে সময় ভাঙ্গায় বোধ ধর্মের আহ্মদের
ছিল। রিউন থানে খাতিজাদের সময় শিক্ষারী তথায় বিশিষ্ট বোধ-
ধর্ম-বিষয়ের এ সুখ শীর্ষে উদাসীন দর্শন করেন। এই সময় কোণ
ব্রহ্মাণ্ডের উক্ত শাস্ত্রে রোকাবার রমিত মনে হইতে পারে। কিছু
তাহার বজ্র পূর্বে রূপ হিন্দুদের দেবমণ্ডলী মধ্যে পরিগত হইয়াছিলেন
তাহার নস্ত্রহ ছিল। উক্ত জ্যোতিৰ্বিশেষের সম্বদ্ধকাহিণী বলিয়া উল্লিখিত
কৃষ্ণ মলাকাস হই এক তুল্য শ্রীকৃষ্ণের দেবতা-প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করি-
স্থাপেন। এই পুস্তকের পাশে পাইয়া, ঐ কবি-বৈষ্ণবী
কথনই খাতিজাদের নিয়ে শিক্ষার উদাসীন লোক ছিলেন না এ।

রক্ষা জাভালাজি সংস্কার ১০ ন মোদনল প্রশ্নাভাঙ্গ।

বর্মীশাহার মনোভিত্ত মন: মহরখাদ্যারক।

বন মহায় ধুমরিতার কানিয়ানুবন্ধনে নে

বহুক্ষস করিতের বিনা। সূত্রপাত বিন্যাস:

মেঘদূত । পূর্বার যে ১৫ শ্লোক।

একেক-মিলিত কাজ বক্তৃতা পরিকল্পনা ইন্দ্রধূম-খণ্ড
এই সমুদ্রময় কল্যাঙ্কের পরিচয়ার হইতে ওকাম পাইতেছে। গৌণ-
রূপধারী বিষ্ণু ( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ) যেমন উজ্জল-কাংসি মনুষ্যপুজু ধারী
লোকাধীন হন, দেহীর, তোমার কুম্ব শরীরে সেই ইন্দ্রধূম ধারী
সাতিশয লোভা আপন হইয়।

* Journal Asiatique, Tom. 8, IV. Série, p. 305.
† Pilgrimage of Fa Hian, 1848, pp. 99 and 102.
‡ Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1878, p. 130.
উপক্রমণিকা।  ২২৭

খুঁটাষের নাম। শতাংশীর খছভিটনিতে কুক্ক-অসঙ্গ আঁঠে *, তথ্যে চারুবর্ণ শতাংশীতে খোদিত ওদের বংশীর সঙ্গতি-বিশেষের এক-খানি সৌন্দর্য্য অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। তাহাতে উপমায়কে বীর্যঃ ও তৎসংক্রান্ত লক্ষনী ও কালিদী মাধ্যান উল্লিখিত রহিয়াছে।

শীর্ষক্ষেত্র ব্যাখ্যাগ্রস্তরায়াম্ব: কীটহৃদ-থাকিয়া।

লক্ষ্যস্থানের উৎপত্তি ও কুক্ক-দলের প্রতিলিপি কীভাবে মাঝি সমর্থ।

আবৃত্তি এই লিপিতে যব লক্ষনী ও কালিদী মাধ্যান নাম সহকারে কুক্কের নাম বিদায়চু রহিয়াছে, তবে তিনি এ সময়ের পূর্বে একতার মত একটি প্রাচীন দেবতা বলিয়া পরিগাণিত ছিলেন বলিতে হইবে। যদি সময়ের খছভিটনিতে কুক্ক-নাম সর্ববির্দ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বিভিন্ন শতাংশীর প্রথমাব্দের খছভিটনিতে খনিই সর্বাঙ্গের প্রাচীন। এ লিপির তাংরার্য্য-প্রকাশ্য উহাতে উল্লিখিত রাজপুরুষ ভিনু-শাদুরের কুক্কের নাম বলিয়া বিবেচনা করিবার করিয়াছেন। ইহাতে হইলে, এই সময়ের খনিই সময়ে তাহার দেবতা-প্রথম প্রচলিত ছিল তাহাতে কেবলা সংখ্যা রহিয়া যারা না।

বাম্বারের নামক একটি সঙ্গতি খুঁটাষের দ্বিতীয় শতাংশীতে রাজস্থ করেন। তাহার কথকলি মুক্তিব ও ও তাহার নাম বিষয় পরিপুষ্ট। বাম্বারের পুত্র বাম্বারের দেবের উপায়কে পূর্বে প্রচলিত ছিল, তদনুসারে প্রচলিত রাজার নাম রাখা হয় ইহাই সম্ভব।

রামকৃষ্ণ গোপাল ভারতের প্রদর্শন করিয়াছেন, খুঁটাষের বিভিন্ন শতাংশীতে কুক্কের প্রাণন্ত হিন্দু নামকে প্রচলিত ছিল। বহুসংখ্য। এই সময়ে বিরচিত বাসভাষার মধ্যে উদাহরণ-স্থল কুক্ক ও কুক্ক সংক্রান্ত অন্ত্রু শঙ্করাদিতে নাম এবং কুক্ক বিচ্ছেদ ক্ষম-বোদ্ধের উপায়কে ক্ষেপণ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে উল্লিখিত অভিপ্রেত সংখ্যায় ছইয়া বিষয় থাকে না।

‡ “কুক্কসন্ধারয়” “কুক্কসন্ধারয়”
Journal of the Asiatic society of Bengal, 1854, pp. 57 and 58.
¶ Indian Antiquary, August 1881, pp. 213—217.
ভারতবর্ষের উপাসক-সম্বন্ধ যাবতীয়

পালিদি ৩.১।২৬ শতকের ভাষা।
কংস বধ বর্ণন করিতেছে এই অর্থে 'কংস মাতৃত্ব' হয়।
অশ্ব কংস কিছু মাতৃত্ব।

পালিদি ৩.২।১১১ শতকের ভাষা।
বায়ববে। পাসকেক নিশ্চিত ধর করেন।

বক্ত যে রুক্ম দর্শন করেন নাই, উপাসনার বায়বে তাহারই উপাসন।
অতএব পাসকের সময়ে উভয় একটি প্রাচীন উপাসনার বলির।
প্রচলিত ছিল।

অন্য দিনের জন্য:

পালিদি ২।৩।৩৬ শতকের ভাষা।
কংস মাতৃতে। প্রতি বিবর্ণ ছিলেন।

অন্য দিনের জন্য কংস জন্মান।

পালিদি ২।২।২৩ শতকের ভাষা।
কংস মাতৃতে। প্রতি বিবর্ণ ছিলেন।

পালিদি ৪।৩।৬৬ শতকের ভাষা।
অন্ন মাতৃতে। বায়ববে সঙ্গীত ।

জনাদান অন্ধকার নিজে চর্চন ব্যাপ্তি। অন্ন তাহার আর নিত্যে সঙ্গীত ছিল।

এই সময় উদাহরণের কোনটি অন্ন পূর্ণ এবং কোনটি উপাসনার ছলে বিবর্ণ। অতএব বলিতে হয়, পাসক বিশেষ বিশেষ পত্ত অন্ন হইতে এই সময় উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সময়ের পাসকের সন্ধান করিয়া দেখিলে একটি প্রতীকায় হইয়া উঠে যে, পাসকের সময়ে অন্ন পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ অন্ন হইতে হিন্দু সঙ্গীত করিয়া পূর্ণ পার্থী সূচীয় নির্দেশ করিয়া বিভিন্ন এবং অন্তর্নিঃস্ত প্রচলিত হয় তাহার সন্ধান নাই। কেবল উপাস-
উপক্রমিকা। ২২৯

ধ্যান ও অন্য প্রচলিত নয়, তাদুর্ঘ্য সময়ে এবং তাহারও পূর্বে, রূপের
উপাসনাও প্রচলিত ছিল বেশ হয়। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। *
পাণিনি নিজেই একটি হুতে বাম্বদেব-ভঙ্কের উপরে করিয়াছেন †। যে
পাণিনি-হুতে বাম্বদেবভঙ্ক-বাচক বাম্বদেবক পদ সাধারণ হয়, পাণিনি
তথ্য-ভঙ্কের মধ্যে হুতি-গ্রাণ্ডে বাম্বদেব ভঙ্কের একটি নাম
বিস্তরে উল্লেখ করিয়াছেন।

অথবা দৈব অভিযুক্ত ধর্মীয় সংস্করণ।

অথবা ইহ কিছুই নয়; ভঙ্কের নাম।

এবুক অষ্টকর্ণের ভারতবর্ষের দেবভাষাগতের এবুক দেবভাষার নাম
দিরা চরণ করিয়াছেন। ভারত দেশে হেতুকিং নামে একটি দেবভাষার
উপাসনা প্রচলিত ছিল। ধৃতু, চতুর্থ পত্তালে মিলিয়ে ভারতবর্ষের
আগমন করিয়া যে সমস্ত বিবাদ-বিদ্ধাস্ত লিখিত রাখিয়া, ভারত মধ্যে একটি
ভারতবর্ষের আগমন দেবভাষাকে সেই দেবভাষার নাম দিয়া। তৎ- সংক্রান্ত কথা
কথ্যে উপাসনা বর্ণ করিয়াছেন। তিনি বহুদুর পরিচিত পুরুষ কর্তৃক
উপাসনা করেন, বলির বিবরে সকল লোককে অন্তর্ক্ষা পুরুষ দৈত্য
বধ করিয়া পৃথিবীর ভার মোচন করিয়া। তাহ, মথুরা-প্রদেশীয় লোক
কর্তৃক বিশেষ রূপ অত্যন্ত-ভার হন, সেই প্রদেশ দিয়া একটি একবল নদী
প্রবাহ হয়। মিলিয়ে পুরুষ দৈত্য লিখিত এই সমস্ত কথা মুখবিশেষ
যেমন সহযোগ ও সহযোগ হয়, অন্যান্য দেবভাষার বিষয়ে সেই সহযোগ

উপক্রমিকা ১০০ পৃষ্ঠা।

† ১ অ, ৪ পা, ২২ ও ৪ অ, ১ পা, ১১৪ পৃষ্ঠের উপাসনায় ক্ষুদ্র এবং
হুতি-ক্ষুদ্রীয় ধর্মীয় নাম উল্লেখ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ অ, ৩ পা, ৯৯ পৃষ্ঠের
উপাসনায় পূর্বে ও আরও সাধারণ বাচক ভাষার নাম উল্লেখ হয়।

‡ Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, by J.
W. McCrindle, 1877, pp. 89 and 201.

‖ Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, by
J. W. McCrindle, pp. 158 and 201—203.
ভারতবর্ষীয় উপাখ্যান-সম্প্রদায়।

প্রতিনিধিদের সময়ে অর্থাৎ খুঁ, পুঁ, চতুর্থ শতাব্দীতে এই বিষয়ের মূলগুলিকে উপাখ্যান প্রচলিত ছিল এই রূপে বিবেচনা করিয়া থাকেন *।

বৌদ্ধ-শাস্ত্র মধ্যে কুপোষ্টিক সার্বপ্রাচীন অস্থায়ি। তাহাতে রূপ নামে অবস্থা দৈত্য-বিষয়ের পুনঃপুনঃ প্রস্তুত আছে †। বৌদ্ধের অস্থায়ি পুনঃ পুনঃ প্রস্তুত আছে। তীব্রতার বিবেচনা করিয়া, হয়তো এমন হই। রূপ হইতে হিন্দু-সমাজের রূপের এই কিছু অনেক তাহার সে মতে অনুমোদন করিয়া গাঁথি। সেই সৌদীক অনুসারে রূপ শাস্ত্রের দল বল মন্দ লাগিয়া গৃহিত ভারলান্ড উপভোগ করিতে থাকে, পরে ইহু তাহাকে পরামর্শ ও সংহার করেন। অন্যান্য স্থানের সংখ্যা করিয়া, তাহার বলা-লোপ উদ্দেশে তদ্দীপ গৃহিতকে অস্ত করা হয়। অপর এক সূত্রে পদ্মাপ সংখ্যা অর্থের আশা করিতে পারে, এটি প্রচেষ্টা করিতে পারে রূপ হয়। ভারতবর্ষের আদিম নিরাপত্তির শাস্ত্রের লোকের এই রূপ শাস্ত্রের অভিপ্রায়ে বৌদ্ধ হয়। যে সৌদীকের রূপ নামে একটি কৃত্তির প্রস্তুত আছে। তিনি বৌদ্ধদের অর্থাৎ বৌদ্ধদের পত্র নন; অন্যতম রূপকে অধীন করিয়া স্বপ্নের অভিপ্রায় অক্ষম মণ্ডলের ৮৫-৮৭ ও অন্য মণ্ডলের ৪২-৪৪ হুইচ একত্র করিয়া। এ সমুদ্রের রূপের সাহিত্য সম্পূর্ণতা ও সাহিত্য রূপের স্বতন্ত্রতা সম্প্রদায় নাই। ফলতঃ বহু কালাধিক রূপ-শাস্ত্রের রূপ-প্রস্তুত না দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করিয়াছেন, রূপাবস্থার আধুনিক ধর্ম। বিশেষ লোকে লিখিয়াছেন, রূপের শাস্ত্রের রূপের প্রস্তুত না পাইলে, এই শাস্ত্র প্রচেষ্টার উভয় কালে রূপাবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় বিবেচনা করিতে হইবে।

বিষয়বল্প বিষয়ের বৌদ্ধ-প্রচেষ্টায় কং, মহাকাশ অর্থাৎ কংস, মহাকংস, মহাকস্ত।

---
*Lassen's Indischen Alterthumskunde, i. 647 ff., alluded to and remarked on in Weber's History of Indian Literature, 1878, p. 136.
† সন্তিকার: ২২ অধ্যায ( খুঁ, পুঁ, ৪৩৫ পৃষ্ট )।
‡ Weber's History of Indian Literature, 1878, p. 304.
ণ F. Max Muller in the Indian Antiquary, November 1880, p. 289.
§ জন্মী নামাখ্যাতার খুঁ, (খুঁ, পুঁ, ৫৩৫, অনুমোদন।)
উপক্রুমণিকা।

কেশব প্রভুতি নাম সমভিক্ত আছে *। পূর্বকাৰ্য্য-বিশেষে রূপ্নের নাম কবর্স অধ্যাধি কৃত্তি ছিল এই প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে। রথ্যাল্পনারসারে নামক একখানি মন্ত্যী লিখিত আছে, রাজা কোবস্থা ভিক্ষ্মাক্ষ-প্রব- 
শোভ্যুষ রথ্যাল্পন বলিয়াছিলেন, তুমি প্রাচীন না; আর তোরণ- 
বংশ; তোমার কেশ কুক্কোর কেশ-নূপৃষ্ঠ †। কিন্তু শীতান্ত বেশের 
এই সমুদায় নামের সহিত হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত রূপকের কোন সংবাদ আছে 
এই রূপ মনে করিয়া নাহ। সে যাহা হউক, কিছু দিন হইল, এ বিষয়ের 
সুর্য সংশয় দীর্ঘকাল হইয়াছে। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ-শাস্ত্রে রূপকের 
নাম কোথায় এই হওয়া বিবেচনা করিয়াছে। ললিতবিন্দ্র নামক বুঞ্জ-চিত্রিত 
ঈশ্বর, চন্দ্র, মহীশূর, কৃপেশ্য দেবগণের সহিত রূপকের নাম উল্লিখিত আছে। 
সে চলে রূপক দেবতা ভবিষ্যত কদাচ অষ্ট্য-বাচক হওয়া সম্ভব
নয়। ললিতবিন্দ্রের অন্তর্গত গাথাগুলি সমধিক প্রাচীন। সেই 
গাথার মধ্যেই এ নাম সমভিক্ত হইয়াছে।

কথ্য বায়ুবার্তারীক্রমে আত্মা কুবেরেকায়ন 
আত্মা বায়ুবার্তা সং ! বিনামা বায়ুবার্তার কুবেরেকায়ন।
আত্মার বায়ুবার্তার সং প্রতি বহন করা যায়।
আত্মার বায়ুবার্তার সং প্রতি বহন করা যায়।
আত্মার বায়ুবার্তার সং প্রতি বহন করা যায়।
ললিতবিন্দ্র। ১১ অধ্যায়।

এই গাথার অবাধিত পূর্বেই তিনি মহোৎসাহ বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছেন।

অধ কথ্যালিঙ্গাদেবঃ ।

এ বিষয়ের রূপকের রূপদাতা-লীলায় অপেক্ষা মহাভারতকে চরিত- 
বর্ণনার সহিতই সম্পূর্ণ সংগত হয়। রাধা-নিকট উপাখ্যান ও ঵র্তমান 
কৃষ্ণের নিকট সমুদায় তাদৃশ প্রাচীন নয় বলে, কিন্তু রূপকের 
নিকট-লোক অপেক্ষা প্রাচীন তাছার সমূহ নাই। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে

* Westergaard's Catalogue of the Copenhagen Indian MSS. 1846, pp. 40 and 41.
† Hardy's Eastern Monachism, 1850, p. 41.
‡ Weber's History of Indian Literature, 1878, p. 304.
ভারতবর্ষীয় উপাখ্যান-সম্প্রদায়।

কুষ্ঠ-প্রত্য না দেখিয়া, অনেকে বিশেষায় করিয়া, মহাভারতের অন্তর্গত ভগবৎগীতায় কুষ্ঠ-বিষয়ক প্রবন্ধ বৌদ্ধ-শাস্ত্র প্রণয়নের অর্থাং পু. পঞ্চম বা বাষ ষোড়শীর উত্তর-কালীন প্রায় ষো। কিন্তু এখন আর উক্ত কারণে সেরুপ কোন কিছু করিবার সময় নাই।

কুষ্ঠ-বিষয় ভারতবর্ষীয়দের নানা অংশে একটি পর্য্য মুখের বিভার ছইরা থাকিয়াছে। হুমাবন-লোকের উপাখ্যানটি ভারতবর্ষীয় কবির্মদের একটি অপূর্ব প্রত্যক্ষ। আত পূর্ণ, সাধিতা, ভীতিত, কবি, সাংবাদিক নামার্থ ধারণ করিয়া সথা, বাঙ্গাল, মধুরাম্বাদ ভাষে ভাঙ্গাবহুল মুরি করিয়া রাখিয়াছে। বুদ্ধের অন্য কোন দেশের কোন একটি উপাখ্যান এরূপ বিভিন্ন ভাবে প্রবর্তিত হইতে বিভিন্ন রস-দর্শনে কিছু একটি প্রবর্তিত করিয়াছে এরূপ যেকোনো ভাষাতে পাওয়া যায় না। রস-দর্শন-পরিপূর্ণ কীর্তিন শব্দে যাহার অনুসংহার ভাঙ্গাৰু ছইতু এই অনুকরণ পরিবর্তন নাই, তাহার চিত্ত পাটুর অপেক্ষায় কঠিনতর প্রমাণে বিনিময় কার্যকে সাধা নাই। ভাব-প্রাচীন পঠিকষণ। একটি সর্দার দেবের সাধা নাই কর। এইরূপ উপাখ্যান আচ্ছা হইবে, কিন্তু একবার কারার হয় না। ভোজি তাহা জড়তে যেমন পাৰ্ব্বণ পূর্দুর স্ত্রীকে মৃত হইয়া মৃত্যু জন করিয়া বলিয়াছেন,

"একবার আর, ভাঙ্গ। নফর হিন্দু ডাকে, দেখ। সেখানে, বাঙ্গালের জীবন কানাই।

নামাবন বলে বলে বনকল একটি তুলে রেখেছি ডাঁড়ার অঙ্গলে, নেচ। বলাম খাও নাই।"

কলিয়ালু-সর্ব মৃদুমূল ঢোকের শেষার্থ সহিতই উপাখ্যানটি বেহার পূর্ণর্ক ধারণ করিয়া দেব, উদ্দিত সত্তীতের অন্তর্গত "মেচা। বল খাও না" এই সপ্তাঙ্গ-পরিপূর্ণ মৃদুমূল পড়িতে হইলে সত্তীর অভিজ্জ ধরি করিয়া তুলিয়াছে।

এখন। — এখন হিন্দু-সমাজে ভুজচ্ছ ও বেঁধে-ছর্ণের বিষয় সবিশেষ প্রচারিত নাই। অতএব হিন্দু-শ্রুতিক ভূমির বিশেষের প্রসার লিখিতে স্বাগত, প্রথমে উদ্দিতবিষয় কিছু অবগত করা আবশ্যক।

* কিছু পরেই দুর্দান্তচরের এরূপ যে দেখিয়ে এটাই, ভাষুম নতুনে বৌদ্ধ-পাঠ সমন্বিত রাখ।

† Indian Antiquary, November 1880, pp. 288-290.
উপক্রমিকা।

ভারতস্থয়ে অর্থাৎ বঙ্গভূমির ইতিহাস এই প্রথম ভাগে বিভক্ত;
চিন্তা ও বৌদ্ধ। কিন্তু আরো অবগমন কাল প্রচলিত ছিল, ইতিমধ্যে একটি মহান্তরিত মহাযুগীয় ঘটনা উপস্থিত হইয়া হিন্দুধর্মের ইতিহাসকে দৃঢ় ভাগে বিভক্ত করিয়া দেয়। ভারতে ধর্ম বিবর্তের একটি বিষয় বিবর্ত ঘটিয়া সমাপ্ত হইলে হয়। এই বেদ ও বৃহত্তত্ত্বের মন্দ-স্বাধীন পদাতিক বৌদ্ধধর্ম-প্রকাশ নতুন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেয়। 

অনন্তর, মানবিক বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিরুপরে উৎপন্ন হয় এমন নয়; এক কালে ভারত-ভূমিতে আয়োগে নিরিখ আধুনিক নাট্যগুলির নাট্য মানবীয় মনের অন্তর্গত অন্তর্লিপি সৃষ্টিজনক বিশ্বাস হইয়া দিয়া বিক্ষিপ্ত হওয়া সুদৃশ্য উৎপাদন করিয়াছিল। 

সেই মহাকাল বৌদ্ধধর্ম আকর্ষিত হইয়া হিন্দুধর্মকে বিভক্ত করিয়া যায়। বৌদ্ধ-বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধপন্থা, বৌদ্ধীত্ব, বৌদ্ধধর্মীর প্রতিরূপ ঈষোদি বৌদ্ধধর্মীর সংস্কৃতি বিরুদ্ধে বহু তুল্য পরিষ্কার হইয়া যায়। কিউল সমস্ত বৌদ্ধ চীনের তীর্থযাত্রীর বেশ সত্ত্বা আর পরিধিম হইয়া, সে সম-রে স্থলে এই ধর্মের অনেক স্থান হয়। তথাপি সে সময়েও তাহারে ভারতবর্ষের সুলভ কথাই বৌদ্ধধর্ম দর্শন করিয়া যায়। অন্যান্য বুদ্ধানুসারী বৌদ্ধীত্বের সহায়তায় একটি ভাষায় সংস্কৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বুদ্ধ, যে বা পক্ষ শাস্ত্রীয়ে সে পক্ষের সুরক্ষিত করিবার বুদ্ধানুসারীর মূল বৌদ্ধ মহানত্ত্ব পরিচিত করিয়া তিনি ন্যায় শাস্ত্রীয়ে পুনরায় রতন। তিনি অভিশপ্রুক্ত বুদ্ধধর্ম ও অন্যা- নামীয় ছিলেন। সন্তানের উপস্থিত ও এই দৃষ্টি হইতে পরিগত স্তর সম্প্রতি বিশাল করিয়া উদাসীনের উপস্থিত ও বিষয়-প্রত্যয়। 

dুই কল্পিত গুহা হইতে বিভক্ত হন। তিনি প্রথমে সমাদ রাজ্যের রাজধানী বৃহৎ পুকুরে, যে বুদ্ধানুসারী সমন্বয়ে বাসহিতে গমন করিয়া প্রথমে স্বাধ্যায় ও উপাধ্যায় প্রাপ্ত করেন। তাহার জীবন বৃহৎ পরশ্চীলিত করিয়া দেখিয়া পাওয়া যায়, তিনি যাগে পুকুর, গৌড়ের পশ্চিম, হিমালয়ের দক্ষিণ ও ভারতীয় উত্তর এই চারি দিকে মধ্যবর্তী স্থলে অধ্যায়, অবোধ্য, মিঠায়, বাঙালী, মনে এই সমস্ত রাজ্যে অবস্থিত পূর্বের অম্বাদানীর ধর্ম প্রচার করিতে প্রত্যুষ্ট থাকেন। তিনি প্রথমপুরুষ-সাধনকারী একেকৃত উমাসীন-সমকায় অবস্থান করতেন, ভাওড়ের ও

* বৌদ্ধ-সমবায়ী উদ্ভবের নাম বিভিন্ন। ইহৰ মনস-কৃতি হইতে একটি আবদ্ধ করে। ইহর পূজার মনস মনস বহন করিয়া রূপে হয় কাল বিচার করিতে হয়। ইহারা বহুল মনস চীন-পুকুর পরিধান যাহার আকারক একটি পুকুর আশানোনা বাহবার করে। অথবা সমস্ত সুপ্রস্তুত করিয়া রাখে। শৈল-
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

অসংখ্য লোকের ধর্মোপদেশার্থ ভিন্ন ভিন্ন ইহো একাদশ যাবতীয় সংস্কার করা এবং সাধ, অষ্ট্য, অহিংসা যেভাবে হরমীতির অধীনা ঘোষণা করিয়া দেন। পশ্চাৎ সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইবে।

শাক্তিমূল বেদ শাস্ত্রের প্রতি অন্যত্ম আদর্শন ও তুষ্টিকর মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিছু সংগ্রামের মধ্যে বর্ণ-বিচার প্রাপ্ত হইতে কিনা এবং তাহার নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে ব্যক্তিগত নিঃস্ব প্রতি কি ইহঁ, কি ভাব, কি দৃষ্টি সংক্ষেপেই ধর্মোপদেশ শ্রদ্ধান করিয়।

এখন কি, অস্ত্র অসুচিত জাতি পর্যাটন ব্যক্তি অস্ত্রাদি অস্ত্র বর্ণের ভাব বিভক্ত দেখার চেষ্টা করিতে পারে। বৌদ্ধধর্মীয় যে জন-সম্মেলনের পূর্বে প্রচলিত ছিল, অন্যান্য সংস্কার আছে। কেবল মহানুষ রচিত হইয়াছে। তিনি নিজের অবস্থানে কঠিন তপস্না ও কঠোর ব্যবহার অবলম্বন করেন, কিন্তু পশ্চাতে বিনিুড় হইয়াছিলেন।

এখন কি, ভাষার প্রচলিত পার্যম কোন শ্রেণীর শিষ্য ভাষাকে উপদেশের বিবেচনা পূর্বক পরিভাষণ করিয়া কাজীবাদী।

ইহোর একাদশী শাস্ত্র বিষয়ে ধিক পুরীক্ষণ আহার-রূপে শ্রদ্ধান করিয়া পূর্বোকালই এক কালের এক কোন বৃহদ সূত্রে এক অপর এক উপকারী তত্ত্বজ্ঞ বিবেশ। পুরোহিত লোকের উপদেশ দন এবং মস্তকের মিত্রের স্রষ্টা ধারণার উপাসনা করে।

এই অধ্যায়ের মাত্র, অহিংসা প্রমত্ত দৃষ্টি। কিন্তু তাহার ফুল উদর হয় এই দানাক্ষার ইহোর সমাজের প্রাপ্ত নছে। কিন্তু দৃষ্টি কেন কেতিয়া প্রাপ্ত নহে যে ইহোর অধ্যায়ের উপদেশে ব্যক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে।

কাজীদের নিম্নের সংখ্যার কোন কোন পাক্ষিক উদর হয় এই অধ্যায়ের কাহে কেতিয়া এক কোন পাক্ষিক পাবন করা যায়।

দৃষ্টির নাম উপাসন ও উপস্থিক।

নবী-প্রধানী সিরিয়ার ও স্থান-বিচারের ইহোর উপাসন পূর্বাভাসের নিবৃত্ত ইহোর ধর্মীয় হিন্দুদের ধর্মের সাধ, যোগ, অহিংসা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি ও অভ্যাস। নবীদের কৃষ্ণ নামক প্রাথমিক সম্প্রদায়ের নেন এবং বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ব্যাপার অবরোধ দৃষ্টি এবং শাক্তির উপাসনায় মিত্রের সমূহ, যেখানে এই অধ্যায়ের এক তত্ত্বচূড়ান্ত হয়।

সমাধি সম্পর্কে অসন্তোষ ও অন্যান্য সমালোচনা করে, স্থানের পক্ষ অস্বীকার করে। কথাবাদের উপাসনায় প্রথম িনি কথা ব্যাখ্যা করে এবং সেইসাথে পুরুষী গমনপথ করা অবস্থায় পক্ষ বিশেষ দেন। তুষ্টিকর উপাসনাকে দৃষ্টি বা মন্ত্রবিবর্তিত দৃষ্টি ধারণ করিয়া হইলে নিকট সাধারণের ভাষা প্রভাবশালী হইতে হইবে।


Turner’s Tibet, Hardy’s Eastern Manichæism, pp. 6-105. Chambers’s Encyclopedia.

Buddhism. পালিতে এই ধর্মীয় সমালোচনা অন্য অন্য বিষয় প্রচলিত হইতে।

Weber’s History of Indian Literature, 1878, p. 306.
উপক্রমণিকা।

ঢাকা। শাকামূর্তি দর্শনীয় হন; অনুরূপ বৎসর বাংলাদেশের সময়ে উৎসাহ ও এজীবন-সুখকরে অন্তর্গত উপদেশ প্রদান করিতেন।

এইরূপ একটি উপাদান আছে যে, তিনি অপরিমিত ব্যাঘ-মাসে ভোজন করিয়া পীড়িত হন এবং সেই পীড়াতেই তাহার প্রাণ-বিরোধ হয়।

ইহার পরেও তিনি শুক-মাসে ভোজন করেন এপ্রহলিত আছে।

তিনি অনুশাসন ব্যতিরেকে পরিভাষা করিলে পর, কতকগুলি এই স্তুতি কৃত্তিবাসকের ভক্তিভাষায় তাহাকে দর্শন করিতে নিয়া তিল, তোল ও শুক-মাসে রক্ত করায় দেয়।

এককীভিক্ত নিশ্চিতনন্দন অ প্রতিরোধন মূল ॥

ললিতবিজয়। অষ্টাদশ অধ্যায়।

অমৃত কৃত্তিনাথের একটি শুভ্র এবং তিল ও তোল প্রদান দ্বারা তাহার পূজা করিল।

অনুমোদন: কৃত্তিবাসসিদ্ধান্ত সংস্থার আধিক্য: কল্যাণ-
নামিত অর্থনুসা। নামের প্রাপ্তিকর: কল্যাণ নারায়ণচন্দ্র
ধর্মপালাচরণ বিশিষ্টপ্রবৃত্তমন্ত্রু।

ললিতবিজয়। অষ্টাদশ অধ্যায়।

তাহার অর্থাৎ এই কৃত্তিবাসের সেই সময় শুভ্র, তিল, তোল ও লালির
মূল একত্রিত করিয়া বোধিসত্ত্বের অর্থাৎ বৌদ্ধ-ব্যবস্থা শাকামূর্তি
সমীপে উপস্থিত করিল। বোধিসত্ব এই সমূহের ভক্তিকে করিয়া এবং
ক্রমে দৌঁতার আদেশ অবহিত পূর্বে অন্ত ভোজন করিয়া রূপবান
ও বলবান হইলেন।

কিন্তু একইসময় বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রাধিক অভিসংবাদের বিপ-
রীতি কথা। অতএব, তাহার সময়ে ঐ অভিসংবাদের অক্ষম।

# অর্থ ফল মিলিত: পঞ্চভাঙ্গা মহাশ্বেতাম্ববৃহৎ। তথায়
নাকুলন্ত্রায়া তথ্য প্রতিষ্ঠা সম্মিলন পূর্বন্ত ন মর্যাদ। # কিন্তু-
ব্যাপীনিদ্রানুসারে একইসময়ে সাধনাযোগ্য স্বাভাবিক কর্ম।
কি পুরুষে ভূতোপসাময়িকেহ মুন্নিকৃত্তিসংরক্ষরক্ষদ্যা তাভ্যে-
উদাহিত ও মন্ত্রানু বোধিসত্বাদিত্বকালে সমস্যাকলানের বায়বারোগী
গাথা কথিতনে মহাবহির্ভুতাঃ।

ললিতবিজয়। অষ্টাদশ অধ্যায়। যুক্তি পৃষ্ঠার ৩২৪ পৃষ্ঠ।

* "ন যাস্ত্র" ন মহালুন্দৃ চ।
বৈষ্ণবর্ষীয় উপাসন-মন্দির।

ইহার তিনি কি না দেখেছে। এখনও জৈনেরা তখন অহিংসা-পরায়ণ, বৌদ্ধদের তত নয়। চীন-দেশীয়ের বৌদ্ধীয়ের চতুর্থ মাগুল্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

শাক্ত কোন স্থানে অেসূ রাখিয়া ঘান নাই। তাহার মৃত্যুর পর বৌদ্ধদের চিন্তার মহাবৃত্তি হয়। যুক্তিদেব যে বা বুদ্ধ, অতএব শতাব্দীতে মগধায় প্রথম অন্তর্ভুক্ত, সহারা এক শতাব্দী পরে কালাকাশ, খু, পূঃ ২৪৭ ও ২৪৭ দ্বিতীয় অশোক এবং খু, পূঃ ১৪৩ অশোক কালের তুল্য রাজা কৃষ্ণরাজ যাহার এক প্রভু কহিতেন।

হারায় প্রথম সভাতে বুদ্ধের উপদেশ ও বিচার। স্কন্ধার হইয়া বৌদ্ধ-শাস্ত্রে অনুমোদন হয়। এই শাস্ত্রে তিন অক্ষর; দুর্বল-পিতক, বিশাল-পিতক ও অভিধার্য-পিতক। এই তিনের নাম বিনিময় করিয়া। ইহাতে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মত, নীতি, সংস্কার, অধ্যায়িক বিষয়াদি বিনিময় আছে। নূতনে এই সময় পিতকের নানা ভাবাসন ও অন্যান্য ব্যাপার পুনর্জন্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। বৌদ্ধ-শাস্ত্রের বৌদ্ধশাস্ত্রের বিভাগ আছে, আহার নাম আছ; যথা, ধূম, দো, বোয়াকোল, মাথা, উদাম, বিস্তুল, জানক, জানক, বোয়াকোল, নরমেন, নীরব, জননী ও উপদেশ। ইহার মধ্যে প্রথমেই লেখা আছে সন্দেশ। বৌদ্ধ-শাস্ত্রের বুদ্ধবর্ষ ৪৫০ খৃষ্টের পরে নিতান্তই পূর্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

*Turnour's Mohenawaso, pp. 11, 19 and 42, Weter's History of Indian Literature, pp. 287-290 and Monier Williams's Indian Wisdom, p. 60 দেখ।

† এই নূতন পত্র বিষয় নামে নামে জানাইয়া থাকি যে, এই সময়ের শাস্ত্রের নাম ধরিয়া আছে, যথা, সুর, পূর, বুদ্ধৰ্ম, পাশা, উদাম, অগ্নি, জানক গায়িকা নীরব, জননী, উপরে।

‡ R. Morris and Max Müller, in the Indian Antiquary, November 1880, pp. 288 and 289.

‡ হৃদ্যকের সন্ধ্যা শাশ্ত্রের তত্ত্ব শাখারের পরিকল্পনা ও পুরা তত্ত্বের মন্দির দূরের এই পূর্ব প্রায় লৌকিক আচার দেখা হয়।
উপাক্রমণিকা।

২৩৭

এই ভৌটিশাস্ত্রের নাম কহ-গ্রাম ও নন-গ্রাম। এই উভয়ই অতি প্রকাও।
কহ-গ্রামের মধ্যে ১০৮৩ খানি আলু সঞ্চিকিত আছে। সে সময়ের কথন
১০০, কথন ১০২ ও কথন ১০৭ রুহৎ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া মুদ্রিত করা
হয়। নন-গ্রামের রুহৎ রুহৎ ২২৫ খণ্ডে বিভক্ত। তাহার এক খণ্ডে ১/২
হইতে হয় বা ২। এই আচার নে পরিষেবা। তবে, ভৌটিশাস্ত্র চীন,
মোগল, কলমুথ প্রভৃতি উন্দরশ্রেয়ীর অন্য অন্য ভাষাতেও অনুবাদিত হইয়া
প্রচলিত হইয়াছে। দক্ষিণ আঞ্চলের বৌদ্ধ-শাস্ত্রের উৎস পালি ৰূপ ও নিখোবী
ভাষায় অনুবাদ করেন এবং পার্থ তাহা পুরুষেশ্বরিয় ভাষাতে অনু-
বাদিত হয়। ললিতবিনী নামক পুরুষদের জীবন-রূপান্তে গাথা নামে
কতকগুলি কোয়া আছে, তাহা সংক্ষেপে অনুর্ভু, কিছু কিছু কিছু
ভিজা। কথাস্রাপকথা কথা সংস্কৃত্ত ক্রমশঃ রপ্যাতিত হইয়া আমিয়াছে।
গাথা তাহাও একটি প্রাচীনবৃন্দ বেদ হয়।

প্রাচীনতম বৌদ্ধ-সমাজের ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করেন না।
ঈশ্বরভোগের মতে, জগৎ পদার্থ নিত্য ও সৈতং জগৎ পদার্থের শক্তিভেদেই

* মহাবংস, কুমার, দাচায়োক, ধনঃবায়ো, অনন্তবান্ত, পরমাণবান্ত, দর-
স্ফ, রুহুভো, রুহুলম্ব ইত্যাদি অনেকগুলি পালিগ্রহ মুদ্রিত হইয়াছে। পালি-
দযায় লিখিত বৌদ্ধ-শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে নাটক। ঐহিয়ান, মুলুব্ব সরসের অস্তিত্ব
প্রতিকী কিন্তু বিশ্বাস করিয়া, এই বুদ্ধদেবের সময়ে অন্যান্য সাধারের পশ্চাতেই ২০
এই আচারের পালি পারসানি ছিল এবং রাজা বাক্সামানির সময়ে অন্ধ পুলিশক্ষ
প্রকরণের ৮০ একাদশের পুরুষেরা হইতে একটি প্রচলিত ছিল। আর ধর্মদর্শনের চারিদিকে
ধর্মের রূপকাণ্ডের বিষয়ে কিছু কিছু কিছু কিছু কিছু কিছু কিছু কিছু কিছু কিছু কিছু কিছু
রাজাগায়ণের নাম প্রেম করার কারণে নাই। ১১৪৫ মস. ৬৩৭ খ্রী কোনো দেশের বৌদ্ধদের
যে সভা, তাহা পূর্বের বৈষ্ণুবিদ্যার বিদ্যাময় ছিল, এখন তাহার
সম্মত সংসারই বর্তমান আছে।

† পরিবর্তিত। ২৩০ ৬৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।

* মহাবংস লিখিত আছে, বুদ্ধদেব দেবদের লিখিতের পর ১২৩ বৎসর হইতে ২২৩
বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ ১০১ পুরুষ হইতে ১০০৫ পুরুষ পর্যন্ত এই কয়েক বৎসরের মধ্যে
সংস্কৃত ভাষায় বিশিষ্ট অনেকনামাত্মক অনুবাদ করেন, প্রকৃষ্ট অথচ পিতকগুলির
ভাষার সংগ্রহ করেন এবং নানাদৃষ্ট, অপূর্বাকৃতি আর কলাকারী প্রচলিত
করেন।—দাচায়ো, ধনঃবায়ো লিখিত হয়। এই বিবরণ কর্তৃক প্রচলিত গ্রন্থ ২০০–২১৭ পৃষ্ঠা।

মহাবংস-১২৩৪ মহানাম জিহ্বাদের রাজা ধ্যাচায়োসনের পিতৃভাষা। ঐ রাজা ৪৩২
হইতে ৪৩২ পুরুষ পর্য্যন্ত রাজতন্ত্র করেন। অর্থাৎ বুদ্ধদেবের কর্তৃক গুলি মহাবংসের সম্পূর্ণ
সময়ের হিমস্থত সর্বময় সম্পন্ননা হয়। বর্তমান বিশ্বাস প্রাচীনের সময়ে সংহিতা, তাহার ইতিহাস
অধিকার প্রামাণিক বলিয়া নাবিদে। রূপান্তরিত হইত।—Max Muller's Introduction to
Buddhaghosha's Parables translated by Captain T. Rogers, pp. X—XXIV,
† বক্তৃতায় ব্য়ু, ৫৮ হইতে ৬৩ বৎসর পর্য্যন্ত রাজতন্ত্র করেন।—মহাবংস।

§ Indian Antiquary, December, 1881, p. 372,
ভারতবর্ষীয় উপাসনক-সন্ন্যাসীর 
সম্প্রদায় সকল হইতে থাকে। মধ্যে মধ্যে একে অথবা তেমনি, এই জন্তের অন্তঃপ্রায় বিরুদ্ধ প্রভাবটির সন্ধিতে হয়।

উত্তরকালে নেপাল প্রদেশে এই ধর্মের সন্ন্যাস-বিশেষ উৎপত্তি হয়; সেই সন্ন্যাসীরা একটি আদি রূপের অন্তর্গত অঙ্কিক করিয়া আলিঙ্গন করেন। তিনি নিশ্চিত হইলেন, আলিঙ্গন করিলে সমস্ত করিতে থাকেন।

এই শেষোক্ত সন্ন্যাসকে আপত্তি কৌতুক বলিলে অসঙ্গত হয়।

ইহার হইতে বিভিন্ন। এক দলের ব্যাখ্যা নিলেন, প্রথমে কেবল
এককাল তিনি ছিলেন; অন্য বহু কিছুই ছিল না। অপর দলের
এ আদি রূপের সহিত নিত্য জড় পদার্থের সত্তা অত্যন্ত করিয়া থাকেন।

এই আদি রূপ ইহুদীদের অন্তর্গত হইতে অন্য পাহাট্টা বা সাহিত্য উৎপত্তি করেন, তাহাদের নাম ধানবুদ্ধ। এই সত্য প্রাচীনতম হইতে আর পাহাট্টা বা সাহিত্য উৎপত্তি হয়, তাহাদের নাম বোধিসত্ত্ব।

ইহার প্রভাবে প্রকৃতপক্ষে জগৎ স্নিখি করিয়া থাকেন। এখন অব
লোকের নামক জন্ম চতুর্থ বোধিসত্ত্ব অধিকার যাইতেছে। তিনি
অমিতাভ নামক বুদ্ধ হইতে উৎপত্তি।

নেপালের বৌদ্ধ আত্মক ও সংস্থান বৌদ্ধবা সর্বমাত্রভক্ত
বন্ধু। নেপাল, ভোটো ও চীন-দেশীয় বৌদ্ধ আদিরুদ্ধ, আদিরুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও অন্য অন্য বিভিন্ন সংস্থালিক সংস্থালিক আত্মক বিবাহ করেন; কেবল দেবদেবী কে ভাল হিন্দু-শাস্ত্রীর নাম কিছু, কিছু, গৃহরাজ উৎকৃষ্ট জীবিত ও অত্যন্ত অঙ্কিক করিয়া থাকেন। শাক্ত-মুনিদের জীবন-প্রায় ও অন্য অন্য নামে পুনর্জন্ম তাহার উল্লেখ আছে।

সিঁহ ও বৃক্ষদেবীরা ভাষার কিছু মানে না।

বৌদ্ধবন্ধু নামে অপন আপন কর্মায় পরুষ পুরুষ বোধিসত্ত্ব ও সর্বমাত্রভক্ত বিবাহ করেন। বহু একাদশ অনুসন্ধান ক্রম হইতে হইতে বিভিন্ন ঘটিতেছে, হীরিয়ান ও মহায়ান। হীরিয়া সন্ন্যাসীরা সংগ্রাহিত করিবার কর্তব্যের অনুযায়ী পূর্বক অনুসন্ধান করে এবং মহায়ান বৌদ্ধদেশীয় নির্ভর-লাভ প্রাথমিক অনুযায়ী পূর্বক সন্ন্যাসীর অনুযায়ী ও ধারণয়ের প্রতীক

উপক্রমিকা।

অনুচ্ছেদ করে । সংহার নকাশার; যেহেতু মন্তব্য এই মন্তব্যের মূল; অতএব এ শুক্র-মূল শৃঙ্খলা ধারা নিতান্ত আবশ্যক। ধারাভঙ্গ এই সমস্ত বিনয় হইতে পারে। কিন্তু, নিবেদিত পরম পুকুরার্থ বহির। ইহাই মহাযান সাধকগণের পরম পুকুরার্থ। ইহা-রাই এ সম্পদের প্রধান লোক। বৌদ্ধ-মতে, ধ্যান-বল সব বলের

বোধ শোক ও অস্তু প্রকাশ হইতে মুখ হইত, নরকাশার পরমে হঠাৎ মুখ হইত এই অন্তরাশে মৃত্যু ভাঙ্গন বলে। তুঁত্ত্বরূপ লোককে মৃত্যু-হইত, হাস্যের রহিত মৃত্যু হইত, এই অন্তরাশে মৃত্যু ভাঙ্গন বলে। অন্তরাশে মৃত্যু ভাঙ্গনের প্রশ্ন হইতে মৃত্যু ভাঙ্গন বলে। বোধ শোক ও অস্তু প্রকাশ হইতে মুখ হইত, নরকাশার পরমে হঠাৎ মুখ হইত, ইহা ইহাই মহাযান সাধকগণের পরম পুকুরার্থ। ইহা ইহাই মহাযান সাধকগণের পরম পুকুরার্থ।

* Pilgrimage of Fa Hian, 1849, pp. 9 and 11,
ভারতবর্ষের উপাসনা-সম্প্রদায়।

অধুনা বলে। সৌজন্যের বিষাণু এই স্থানে মূর্তি তৈরি করার সময়ে কঠিন কাজ হয়। কিন্তু ইংরেজ ব্রিটিশ সামরিক সামরিক হয়। এখানে নতুন মূর্তি তৈরি করার সময়ে কঠিন কাজ হয়। তিনি সেই স্থানে তৈরি করার সময়ে কঠিন কাজ হয়। এই অঞ্চলে সম্প্রদায়ের অধিকার আছে।

দেহ-সংগ্রামের সূচনা-নির্দেশের সাক্ষাৎ নাই, কিন্তু ইংরেজ ব্রিটিশ সামরিক সামরিক হয়। এই অঞ্চলে সম্প্রদায়ের অধিকার আছে।

কিন্তু মূর্তি তৈরি করার সময়ে কঠিন কাজ হয়। এই অঞ্চলে সম্প্রদায়ের অধিকার আছে।

নস্তী ব্রহ্ম | নস্তী ব্রহ্ম | নস্তী ব্রহ্ম | নস্তী ব্রহ্ম |
নস্তী ব্রহ্ম | নস্তী ব্রহ্ম | নস্তী ব্রহ্ম |

আর এক প্রকার বুদ্ধের নাম দান। তাহার বিষাণু তৈরি করিতে গৃহীত পৃথিবীতে তৈরি করিতে গৃহীত পৃথিবীতে তৈরি করিতে গৃহীত পৃথিবীতে তৈরি করিতে গৃহীত পৃথিবীতে তৈরি করিতে গৃহীত পৃথিবীতে তৈরি করিতে গৃহীত পৃথিবীতে তৈরি করিতে গৃহীত পৃথিবীতে তৈরি করিতে গৃহীত পৃথিবীতে 

† Pilgrimage of Fa Hian, 1818, p. 181.
‡ ২৩৮ পৃষ্ঠা।
§ Asiatic Researches, Vol. XVI., pp. 446-449.
∥ Max Müller's Chips from a German Workshop, Vol. I., p. 284.
উপক্রমিকাঃ

বিদ্যার্থীর মত ও ধর্মে যাত্রা বজ্রায়িত ক্রিয়াপূর্ণতার ব্যাপ্তি নাই। পুরুষেই নিধরং হইয়াছে, বেদান্তের দান, দর্শন, সভাসাধনা অভ্যাস-সিদ্ধির হিত কর্মেরই প্রাথমিক অদ্বিতীয়। নিতে সমুদ্রারের পারিভাষিক নাম 'ধ্রুপতি'।

বিদ্যাকৃতাঙ্গ সাধনের যেমন ধৰ্ম্ম, বিদ্যাও ধর্মের নাম বিজ্ঞান এবং ক্ষীর শারীরসাধনে যেমন জনকের, তন্ত্রের ও কোষাঙ্গের নাম বিজ্ঞান; সেইপুরী, বৌদ্ধের ধর্মের বিজ্ঞান রুপ, ধর্ম ও সঙ্গ। যদিও এই তিনটি আঘাত-ভিত্তির অধিরাজাস পদার্থার কিংবা আকৃতি তাহারা একই পদার্থ।

তাহাদের একটিই এক; পুরুষ কোন অঙ্গে ভিন্ন নয়।

বৈষ্ণব-ভক্তিকারী পদার্থার্থ চারিটি যথানা তথ্য নেয়া সাধনের ধর্ম-চক্র বিদ্যাকৃত কর্মে। তাহাই বৌদ্ধ-ধর্মের যুগীয়তা।

তাহারই বিভাগ ও পদার্থালোচনায় নির্দিষ্ট উপাধি প্রাপ্তির ক্ষমতা দীর্ঘনিয়মে।

বিদ্যান্বয় ব্যাসার্থ: নিয়মের ব্যাখ্যাঃ প্রথমে অনুপস্থিত সাধনের আপনার চারিতে পারে না।

বহু ও আপনার অনুপস্থিত পরস্পর পুরুষাধিকারী । উপনেত্র পুরুষ ধর্ম-চক্রের ক্রমাগত হইতে এই কোন মতের সম্ভাবনা নয়।

ধর্মার্থের নামান্তর জনকের বিদ্যায় শরীর-সূচনা শরীরের পদার্থ-ধর্ম। অভ্যাস ও আকৃতির দ্বারা, অভ্যাস, আকৃতির মাধ্যমে, অনেক অন্য পদার্থার পরমাঙ্গায় প্রাপ্ত হয় না।

এই সহজ পদার্থান্তর কর্মে।

পুরুষান্তরে সাধন চাহিদা ভিন্ন হয়। সাধনার ভিন্ন পদার্থাদির হিত কর্মের উল্লেখিত হইতে পারে না।

৩০.

সচরাচর সমাজ-ক্রিয়ার ভিন্ন সমাজের চাহিদা সহজ।

এখান-বিশেষে চারিটি একার সমাজ-বিশেষের প্রাচী যে নয়, তথাপি অন্যান্য এক প্রকার।

� চক্র পদার্থ যোগের সাধনের রঙ্গ গ্রহণ।

ইহার একটি ধর্ম ধর্ম-চক্রের বিভাগ।

যুক্ত কর্তৃক ধর্ম-চক্রের নিয়ম নির্দেশ করিতে হইলে, কোন শিবায়ের ক্ষতি, বিন ধর্মচক্র সূচিত করিতে হইতে হইতে।

ইহার পদার্থ একটি ধর্ম, ভূতের হিতসূচক-বিকালকে।

কেবল চক্রের নাম তাহার অন্য নাম নয়।

চক্রবৃহৎ নিয়ম চক্র-বিভাগের সূচক সংগৃহীত করা ও তাহার আপনে দেহান্তর উপাধির হয় না।

এই নির্ধারিত উপাধির নিয়ম মন্ত্রিত।

ভারতবর্ষীয় উপার্জন-সম্পদন।

১। জীবলোকে হংস ও সাক্ষাৎ সর্বদা বাংলা।

২। শেষ, মত্তা, তামতা, রাগ, ভেবাদি হইতে হংস-সাক্ষাৎ উৎপন্ন হয়। মহাকাশের নিয়ম-বােলন অদৃশ্য সমুদায়ের মূল।

৩। হংস-সাক্ষাৎ কারণ-ধারণ হইলেই হংস-সাক্ষাৎ ধারন হয়, অর্থাৎ শেষ, মহাকাশের বন্ধন হইতে আত্মাকে মুক্ত করিলেই, হংস-সাক্ষাৎ অবহেলা হইয়া যায়।

৪। নির্দেশ-লাভের পক্ষে চারিটি পথ আছে, তাহাতে প্রেম করিলে আত্মার মুক্তি-সাধন সম্পন্ন হইতে পারে। সে চারিটি এই: পূর্ণ অথবা, পূর্ণ চিতান্তা, পূর্ণ বাক্য ও পূর্ণ ক্রিয়া।

৫। গৌরব বোধ-সম্পদনের ধর্ম-কার্য স্বরূপ ন্যায় সত্যধি সত্যবাদ-সিদ্ধ ধর্মগীতির প্রসারণে অবদান রচনা ও সেই সমুদায়ী মানব-কুলের সাধী-সাধক বলিয়া তদীয় অনুষ্ঠানের বাক্য দেন। তথ্যের অনুসারে, অপর ধর্মসম্পদন কল্পনার উপদেশের প্রকল্পগুলিতে পাচটি ধর্মगীতি নিকটবর্তী রচিত হয়; যথা করিয়া না, অনিবার করিয়া না, বাক্যচার-গ্রাম্য করিয়া না, বিদ্যা।

৬। পাঞ্চাঙ্গ মাত্র নিত্য পাঁচ করিয়া। বোধ-ধর্মের সম্পূর্ণ ভারবহ করিতে পারিলে এরূপ মন করিয়াই না। প্রকাস্থ-অশ্রু রজনী অশোকশাসনপত্রের বিশ্বাসে অপরাপর বিশ্বাসে বৃত্তান্ত জানিতে পারিতেন। হিন্দুদের যত এই যোগ্য ও যাষা মজবুত অনুষ্ঠান দ্বারা প্রচারের বিমোচন হয়। কিন্তু শাক্ত শুদ্ধ তাহা অশোকের করিয়া উপদেশ দেন, কায়নোবাসে সর্বজীবে সেনা-গ্রাম্য ও তদীয় বিচার শাসন বাসিন্দাকে অন্য বিচারিতে সক্ষাত্কার হয়।

ভারতবর্ষীয় বুদ্ধিসমৃদ্ধির মধ্যে প্রথমে মধ্যাধিকার অসাক্ষর রাজা শুদ্ধ, পুরুষ তাত্ত্বিক বোধ-ধর্মের অবলম্বন করেন। হৃদয়ে যে সত্য বাক্য উত্তর করার অসাধারণ ক্ষমতা কইল। সে অগতের অসাধারণ হিত-সাধন করিয়া যশোী ও চিদম্বরীর হয়, উহাদের মধ্যে কোন কেহ বাক্য প্রথম বলন সাত্ত্বিক হইল। উহাদের মধ্যে তাহাদের বৌদ্ধ-কুলের অসাক্ষর প্রাপ্ত বৌদ্ধ শুদ্ধ ও মিশ্রণ নির্দেশ ছিলেন। পেুইতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধুল-তিলক অসাক্ষর তাত্ত্বিক মধ্যে পরিনিঃসরিত। তাহি প্রথম বলন না শুদ্ধার, না শুদ্ধীল ছিলেন। বিদ্যা-শাসন ছিলেন না। বিদ্যাবাসি প্রেম-গ্রাম্য কর্ম না এই এই এই প্রেম-গ্রাম্য কর্ম না এই কর্ম।

* এই পাচটি সাধারণ ধর্মগীতি অপর সাধারণ কল্পনার গুরুত্ব বিখ্যাত। তবে এখন কোন ভাল পাচটি দিন নিকট করে। অন্যতম অপর বৌদ্ধ সাধারণের ব্যবহার করিয়া না, দীর্ঘ, বাণী, পৃষ্ঠা ও সমান গ্রাম্য না, তাহি প্রেম ও অল্পকর ব্যবহার করিয়া না, অপর বর্ণ প্রবল করিয়া না এবং উপাধিতে সম্পূর্ণ প্রবর্তন করিয়া না।
ঔপক্রমিকা ।

বলিয়া উল্লেখ করি। এই গুলির লিখিত আছে যে, একটি পরিষদ-বাণী লেক মুক্ত নামক বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রাণ-বধার্য নামলিখ চেষ্টা করিয়াছে। প্রাণ কিছু বিচিন্তি করিয়া হতে পারে নাই। ইহাতে দে আত্মস্বরূপ প্রাণ হইয়া একজন অন্যান্য বৌদ্ধ কর্মোপাধি করিয়া। তারিক ভক্ষু নিকট আদ্যপাত্ত সমাপ্ত রূপস্ত অপনাইয় হইয়াছে এই পরিষদ-বাণী ব্যক্তির পরিচর্চা করেন এবং তাহার অন্যান্য দৈবশক্তি-সম্পর্কের বিচারের নিজের দৌীশাদৃশ্য অনুভূত হন। উল্লেখ উৎপত্তি-প্রভূতে এই বৌদ্ধ-দর্শন এবং প্রাগুবৰ্ত্তি হইয়া পড়ি প্রকাশ দেন। তিনি এই বৌদ্ধ, এই শ্যান ও অন্য এই প্রকার কাজনিরক্ত শুরু হইয়া পড়ে পরিবর্তে ধৰ্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে সচিবার করিল। তিনি কতকগুলি অনু-শাসন অনুসরণে ধৰ্ম্ম প্রচার করিয়া দেন।

— Dr. Bajendra Lal Mitra in the Proceedings, Asiatic Society of Bengal, for January 1878.

অনুপ্রাণণ নিকট ও এই বিষয়ের এই শ্যান দে বিষয়ের অনুপ্রাণণ শিক্ষার্থের অনুপ্রাণণ বিষয়ে তাহার সমাপ্ত সম্পর্কে তার বিচার করিয়া এই বৌদ্ধ শ্যান করিয়া। শিক্ষার্থের ভাবায় শ্যান বিচার শ্যান বহুলা হইয়া প্রাণ অপনাইয়া শ্যান মুখরা করিয়া হইয়া এবং ১৮৮৯ গুণ্ডারের ঘটিতে মে একই একই মহামন্ত্রী হইলেন। যে কেন্দ্র দেশীয় একই বিণ্ডুর শ্যান শুদ্ধি ফি অন্য কৃত্তি অপারী হইয়া। অসংখ্য অন্ন অন্ন অন্য অস্ত্র বিশিষ্ট কর্কুকে পরম্পরাগত সংক্রান্ত সঙ্ক্রান্তির পাদ হইয়াছে। এই শ্যানের প্রকৃত-বিভিন্ন পরিবর্তের উৎসাহ নিকট ও কৃত্তির শ্যান প্রচুর হইয়াছে। চাঁদেশায় বুদ্ধিগুণ যে হয়ে যে কৌলক্রমি- অনুপ্রাণণ করিয়াছেন। অস্ত্র হইতেই তারি প্রাণ হওয়া শুরু হইয়াছে। — The Indian Daily News—May 11 & 26, 1881.

কিন্তু কিছু মহান অনুপ্রাণণ গতের কেনে শ্যানের নাম শিক্ষার নাই। কিছু মহান অনুপ্রাণণ গতের কেনে শ্যানের নাম শিক্ষার নাই। কিছু মহান অনুপ্রাণণ গতের কেনে শ্যানের নাম শিক্ষার নাই।
রুদ্র দেবের অর্চনায় নয়। বহু, নির্মাণ, উপরাস্তি নিত্য সৈনিক ক্রিয়াও নয়। ইহা হে, বাৎসরিক, ভক্তি, সম্মান, বাড়িরভাব, অহংসিকর্ম
তথ্যনীতিতে। কেবল এই হর্ষের অমূল্যতমই একিক ও পারম্বিক ব্যক্তি
মন্ত্র আপন হওয়া। যাহা কি হিন্দু কি মোসলমান, কি মুসলিম কি
ঙ্গণিত, কি জৈন কি পার্শ্ব, মহান হস্ত সম্বন্ধ এবং সে মহান জ্ঞানের অভি-
মত ও সম্পদ, তাহাই এই 'হর্ষ'। এবিষয়ে নাভিকতাবাদী দৈবের।
অন্তিমকালার্থ হিন্দুর অপেক্ষা সম্ভবত এক কারণ করিয়া। জগতের
অমূল্য ও পৃথিবীর হয়ে রহিয়াছেন। অনেক রাজা পূর্বে রিজিডেন্ট
অমূল্যতন্ত্রের পিতৃ-বন্ধ্যা, মাতৃ-বন্ধ্যা, একতা, জাতি, অভিবাসী
ও আত্মীয়রাজার দান ও অংশের প্রদান করা, ভক্তি-ক্ষুদ্রতা সহকারে ব্যাঘ্র,
ও অমনি দান করা, দৃঢ়ত্ব ও অন্তত্ব লোকদের শক্তি অনুশীলন-একাশ, এতের অাবার্ধ ও তাহার প্রতি ভক্তিমান থাকা, মিষ্টান্ত ও
হিয়ানাম, মিছা ও অস্ত কথা-পরিবর্তন ইত্যাদি অশ্বাস কর্তব্য কর্তব্য
সমাধানের ব্যবস্থা প্রচার করেন। মায়ু ও ইতির জন্য উভয়ের প্রতি নদী
ও মহুয়া ভাব প্রদর্শন করেন। তাহার মতে, এ সময়ে পরদিকে পারস্পরিক
মাত্র ক্রিয়া। তিনি কেবল মত প্রচার করিয়া। মিমট হন নাই,
নিজে অনুরূপ কর্ম নাম করিয়া একাশের ক্ষুদ্রলোক চেষ্টা পান।
শুরু হইল। নিবাস করিবেন, পণ্ড ও মুখার ব্যবস্থা চিত্ত-সাধনে ব্যবস্থা
সহায়ত করেন এবং রাজা যে মধ্যে ধর্ম-প্রদেশ-প্রণালী প্রতিষ্ঠা
করেন। পরস্পরের নিয়ম অবতীর্ণ হইল, অপর অন্তর-অন্তর ধর্ম প্রচার করিয়া
কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি মুসলিম, সকলকেই এরূপে অভিকষ্ট করিয়া
গিয়াছেন। তথ্যের প্রয়োজন শুধু তত বংশ পূর্বে এই শুধু যেই সেই উমাতিয়া নির্মিতি হয়, কতকগুলি অধিক অবর্তে তাহ উদ্দেশে লোকের চিন্তাস্বরূপ করিয়া বেহত; কাহার কিছু
কিছু অচ্ছ করেন না। অপর কতকগুলি ধর্ম-প্রচারক অধিক লোক-লোকের
নরপতি নামহীন প্রদর্শন পূর্বে ধর্মপথপ্রদ প্রদান করেন।

প্রথমে বহুত-প্রাকৃতিক তথ্য এর ধর্মীয় উদ্দেশ্যে মায়ুর অধিক, শুধু মায়ুর সহায়ে মায়ুর সহায়ী পার্থক্য বিভাগ হইল। ঝুঁকির সহায়ে মায়ুর করিয়া বাহির।

* জানাইল এই দুই রীতি প্রচারের ফল। —Hardy, p. 388.

উপক্রমণিকা।

পুরুষকে অমুশাসনপত্রে তিনি কি গৃহীত কি উদাসীন যে রাজি যে ধর্ম পালন করক না কেন, তাহাদের সকলের প্রতি অন্য প্রকাশ ও তাহাদের সকলেরই ধর্ম-রক্ষক মত-প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি দান ও অজ্ঞ অজ সাক্ষাৎ। সকলকে তাহাদের প্রতি হস্তক্ষেপ করিব। বলেন, এই সকল ক্রিয়া অপেক্ষার ভৌতের সার ব্যর্থ ধর্ম-নিত্যের ভাবাতীয় প্রতি অভিলাষ অধিক গৌরবের বিষয়। তিনি প্রশংসক গৌরব করিয়া দেন, মনুষ্যের মহিঃধর্মে অস্ত্র করা উচিত, কিন্তু কেদর পর-ধর্মের নিম্ন ও অনিশ্চিত কর্ত্তব্য নয়। সকল নিয়মই পর-ধর্ম-সন্তাষার উচিততম অস্ত্র করা কর্ত্তব্য। যে ধর্মের বেলা নিয়ম, তাহার অন্ত: অমুশাসনী অস্ত্র করা বিষয়। এরূপ আচরণ করিলে, হিমবর্তের উভয় ও পরধর্মের হিত-সাধন করা হইবে। যে ইহার অনাচরণ করে, সে অপার ও পর উভয় ধর্মেই অনিশ্চিত উৎপাদন করিব। যে ব্যক্তি বিশ্বাস-সন্তাষার অমুশাসন বলতঃ পরধর্ম-সন্তাষার নিম্ন। করিয়া নিজ সন্তাষারের গৌরব প্রকাশ করে, তাহার এরূপ আচরণ দ্বারা নিজ ধর্ম-সন্তাষারের উপরই অভিলাষ করিতে অভিজ্ঞ করা হয়।^ অশেষ রাজ্যের এক খানি অমুশাসনপত্রে এরূপ লিখিত আছে যে, যাহাদের বেদ্য ধর্মে বিশ্বাস নাই, তাহারাও আরাম রাজ্যে মধ্যে নিবড়ের বাস করক।

ঈশ্বরমূ নিবী বিদ্যা হালা। হরি হরি হরি।

deবগণ-প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা ঈশ্বর। করিতেছেন, সমস্ত পাপবা (অর্থাৎ বেদ্য ধর্মে আস্ত্র-মাধ্যম বাক্য সমূহ) পরিপূর্ণ নিবন্ধনে বাস করক, কেন না তাহারও ভাবান্ত ও ধর্মশাসন ঈশ্বর করে।

অবিচ্ছিন্ন লোকদের সন্তাষার ধর্ম-সন্তাষার এ অংশে যদি অশেষের পর-বৈশিষ্টকৃত অশেষ করিয়া পারিতেন, তবে অসংখ্য লোকের ধর্মের নিবৃত্ত অকালে কালগত-প্রবেশ নিবারিত হইত। বেদগণ-সঙ্কলনের অন্তঃপুর প্রকাশ কর্তৃ প্রবর্তন তুল। এই নাশক নামকরণের সার ধোপায় বিষাদ অব্যবসায় হইয়া ধর্ম-সন্তাষার।


চারদিকের উপাসনা-সম্প্রদায়।

ভাবিয়ে হইতে থাকু। উপ-মূলতি জীবন ও বৈচিত্র অন্তরের ভাবাবহ দীর্ঘ-আনন্দ থাক। মধুর কিছু। পুষ্টের অপরূপ দোষ-বিদ্ধ দীর্ঘ-মূলক কৃত্তিবাণী কদাচিতেও থাক। অন্যদিকের প্রশ্ন-মধ্যে অভ্যন্তর হওয়ার পরে মূল-শাখা-সম্প্রদায়ের কর-মূলিত চাকচাকাশালী অভ্যন্তর তর্কের মধ্যে থাক।

অশোক-অজানিত ধর্ম-পণ্ডিতীর বৎসিতিকিঙ্ক সম্পূর্ণ মাত্র লিখিত হইল। ইহা মূল্য-কুলের ভাবনা-সিদ্ধ সাধারণ ধর্ম; মনঃকর্ষিত হয়। অতিরেক ও বর্ণ-প্রভেদে ইহার বৈষম্য ও বিদ্বেষ হয়। কিন্তু কি কৃত, কি মোক্ষের কিছুই এ ধর্মের বিশেষ নয়। তথাহইম কোন বিদ্যার লাভের পদ্ধতি অপরিপূর্ণ করিয়া আসিয়াছে, এই জন্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের নিকট তত্ত্ব আদর্শীয় ও পূর্ণ। পুরুষ মূর্তি পীর পঞ্জ মূল, সেই সৌন্দর্য কীমত যে পরিণাম এই ধর্মের অনুভূতি ও মহিমা উন্নতি করিয়াছে না, সেই পরিণামে একুশ্চি পুনঃক্ষেত্র অধিকারী হইতে পারিয়াছে।

অধুনাতন মানব-কৃত বুদ্ধ-বিদ্যার পথ-প্রদর্শক কোন বিদ্যা ঔমুখ্য, ডাকাতি ও মুসলমান, ভিক্ষু ও চৈতন্যের ইহাদের এই ধর্মের তারলা অনুসারী সম্প্রদায়ের ধর্মর বিলায়ত পরিত্যাগ এবং ভাবের উৎসাহ ও আচরণ প্রকাশ না করিবার বিষয় নয়।

বেদান্তধারার ভূতপূর্ব অর্থনীতির দান ধর্মের অনুভূতির কথা। পশ্চাৎ ভারতের একটি উদাহরণ শোধন করা যাইতেছে। ভারতের প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে হৃদয়ের সংস্কার অন্য বৈষ্ণব তীর্থের ব্যাপার প্রক্ষেপন হয় পূর্বে এই পুরুষ কলী বৈষ্ণব মেঠে নেই। অতীধারী এই পুরুষ বৈষ্ণবের অধিকারী হইতে পারিয়াছে।

ক্ষুদ্র গৃহীলোকের মধ্যে এই পুরুষ প্রক্ষেপন হয়, কিন্তু দেশের স্বাধীন সংঘটন প্রশ্ন, অশোক রাজার পাীম প্রক্ষেপার অনুশীলন সাধারণের একটি মহাকাশ প্রতিষ্ঠাত করেন, ভারতের এই অর্থ-দেশ বিদ্যার ও দান ধর্মের অনুভূতি উত্তর প্রক্ষেপন ছিল। কিন্তু পরে গৃহীলোকের পাীম বিদ্যার নিমিত্ত একেবারেই উঠিয়া যায়। এসোনালোকের পূরক বঙ্গসাহিত্য সম্প্রদায় হইত। পূরকের সমস্ত ভাবাবহ প্রাণগুলি অক্ষুণ্ণ এবং গৃহীলোকের অনুভূতি হয়। চীনের তীর্থলীন জিহুড়ুন পুণ্ডরীক তাহ। সাধন করিয়া বান।

* এই রচনা কোসল অপর হতে ভাষার।
* অত্যাহার অহিংসারক পরিমলে সুন্দর।
উপক্রমণিকা। ২৪১

এই স্ববিদৃষ্ট উৎসব-ক্ষেত্র একটি আনন্দ-ক্ষেত্র ছিল ; চারি দিকে সহস্র সময় গৌরব গাছের ঘর্ষণ রূপ, তাহাতে অপরাধু মনেহার পৃষ্ঠ-ভূষণ মায়ান্য ফ্রুতি এবং মধুময় ঝর্না, রক্তম, পটলবস্ত ও অপরাপর বহুপ্রকার পরিপূর্ণ সুমধু গৃহস্থাই। তাহার সম্পাদনা সারি সারি একপ্রকার বিদেশের ভাঙন-গুঁড়ি ছিল যে তাহার অন্তর্গত একপ্রকার বাক্স একত্র ভোজন করিলে পারিত। মহারাজ শিলাদিত্রয় অভ্যাস-ক্ষেত্রে তাহাকে তাহাকে পরিপূর্ণ মায়ান যুক্ত হইয়াছিল। সার্কি দুই মাস বাঙালি রাজ-ভোজন লাভ করিয়া ঐ উৎসবের সময় সমাপ্ত হয়। উৎসাহে বিনোদ কৌশিক শিক্ষার ভাবে দুর্বল ইংরেজ হয়। তাহার মাঝারি ভাবে রূপন রূপন করিতে পারিত। পূর্বে হিন্দু কৌশিক ও বিশেষ ভাবের প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিন্দু ও বিশেষ মন্ত্র যুগলকে বহুল সমাধি দান করা এবং চর্চা, চোখ, লেখা, পেল্লীর নানা বিদ্যা সমাধিতে ভোজন করান।

তন্ত্র রাজা ঐ উৎসবে বর্তী আর অপরাধু যুগল সাধিক বার্তা করিয়া রূপন লোকের সময় ধরাই বিভিন্ন করিতেন। এতে কি, তাহার নিকটের পরিচাল, কর্ণকুল, কর্ক-মালা প্রভৃতি বর্তীয় মূল্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়া চোখ বিচিত্র করিতে পারিত। অবশেষে প্রাতঃ সোনে বন্ধ পরিধান পূর্বক রূপলালিখে উঠিয়া তের মানসিক বিশ্বাস প্রকাশ করিতেন।

বৌদ্ধ ও হিন্দুদের নয়ন মৌলু পার নানারূপ যৌন-রূপ ধীরে ধীরে করে। যিনি ইহ করে যে রূপ শুভল কর্ম করেন, পরমেশ্বর তিনি থমুরূপ রূপান্তর করিয়া দেন। কেবল পশ্চাদনাম মূলধন করা নয়, পল্লীর পরিমাণ নামার্গ, মুশিঙ্গা দুর্গাপঞ্চ হইলো ময়লার প্রাণ করিতে হয়। যদি কেহ এরূপ ঘোষণা করে যে, তাহার মূলধন করা নোন করিলেও তাহার উন্নতি শান্তি হয় না তাহা হইলে তাহাকে নর্তক হইতে হয়। উৎক্ষেপ, ১০ একপ্রকার তৃণালী নব বিধান আছে। যে রূপ পাপ-কর্ম করে, তাহাকে তথ্য বহিঃপ্রকাশ করিয়া তাহার পরিশ্রমিত কার্য বাল করিতে হয়। কাহার নর্তক-ভোজের সময় কেবল বৎস-ভাগের অপেক্ষা মূল্য নাই।

পূর্ণ কর্মর এরূপ পুষ্টি আছে। পুণ্য বন্ধ করি, যদি তাহার জ্ঞান না হয় পূর্বক স্থান স্থানে করিতে হয়। ভার্ত্ত অর্ধের অর্ধের কন্ট্রোলের কার্য ঘটে দেবী-রৌপ্য প্রাণে হইতে কহিতে হয়। কাহারও অর্ধ-ভোজের সময় শাস্ত্রী কোন বৎসর অপেক্ষা না হয়। বৌদ্ধের ধীরে, বর্তী যুগল নিজের উন্মুক্ত, সূত্রালী মূলায় যে তথ্য ভাগ করিয়া আসিলেন। তিনি পদ্ধপদানি কোন যে নিজের কিরূপ কার্য করিয়াছেন, বৌদ্ধ-শাস্ত্রে তাহার সত্যের রক্ষার সময়ে প্রবেশিত হইয়া।
ভারতভবন্তির উপাসন-সম্প্রদায়।

অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম বিভিন্নরূপে মাত্রায় স্তর করে চাইতে দর্শন উপর হইলো; বাধ্যতম, যোগাচার, লেত্রাস্তিক ও বৈভাবিক। বাধ্যতমেত, কান পদার্থে বাঙালি বিজ্ঞান নাই; যোগাচারেও যোগাচার অকৃত্রিম বিজ্ঞান বাঙালি আপার যোগাচার পদার্থের অন্যতম অধীক করে। যোগাচারের মতে কোন বিজ্ঞান অবচ; জল, বায়ু, পৃথিবীতে বায়ু বহু কিছুই নাই। যোগাচারের অধীন এই বিজ্ঞানের দুই ভাগে বিভক্ত করে; কল্পনা-বিজ্ঞান ও আঞ্চলিক-বিজ্ঞান। জল ও স্বাধীনতার যে অন্য কিছু তাহাতে কল্পনা-বিজ্ঞান বলে ও কৃত্তিসে দশা যে অন্য কিছু তাহার নাম আঞ্চলিক-বিজ্ঞান। অপর দিকে সংগ্রহীত বায়ু পদার্থ ও অভ্যন্তর পদার্থ উভেদেরই অন্যতম অধীক করেন। বায়ু পদার্থ হই ভাগে বিভক্ত; স্বাধীন ও কৃত্তিক। কল্পনা, জল, যোগাচার এই চারিটি নাম ভুল এবং চূড়ান্ত পালা অত্যন্ত অংশবিহীন নাই, পরম্পরাগত বিশ্ব সমাজের নামোন্নতি। সেই সমাজেরই পরমাণু-সম্প্রদায়। এই জগতের ওজনের সমাজের পদার্থের পরমাণুজগতেই সহায়তা করে।

শেষেই এই সমাজের ফলে পরস্পর কিছু বিশেষ হয়। এক সংগ্রহীত কিছু বই গ্রন্থ নিয়ম। জল বায়ু সমাজের কেবল প্রাণ-নিওনি, তাহাদের নাম বৈদ্যগীত। অন্তর সংগ্রহীত কিছু, বায়ু বিপরীত হয়, কিন্তু অত্যন্ত নিওনি; একেবারেই প্রাণ-নিওনি হয় না। চিন্তায় বায়ু বিভক্ত সমাজের অত্যন্ত উৎপত্তি হয়, এবং সেই প্রাণ-নিওনি হয় তাহাদের অন্তর দের আলাদা। এই সমষ্টির নাম সৃষ্টিরিক। উপর হতেই, যে সমাজ তৃষ্ণা প্রায় হয়, সেই সমাজই তাহার অভিজ্ঞতা। প্রাণ-নিওনি না। তিনি সংগ্রহীত তাহার বিপরীত হয় যায়। এই নিয়ম হিন্দু প্রতিক্ষেতে তাহারিকে পূর্ণ বৈদ্যগীতিক অর্থে সর্বভূমির বিষয়। উপর করিবে।

বোঝতের হিন্দু বৈদ্যগীতিকের নাম অন্যকরণের একটি কৃত্রিম বিষয় প্রাচীন করেন না এবং চিন্তাও নিবারণ। পরিশ্রম ভিতর বিষয় অভিজ্ঞ করেন না।

অন্য-অন্য সমাজের উপাসন-সম্প্রদায়ের নাম দেখিয়াও কখন কখন নাম সমাজের বিভক্ত হয়। বহুসংখ্য একমাত্র এই নাম সমাজের বিভক্ত হয় এবং চীন-দেশীয় ভিন্ন জন পরিহেত তাহা। চীন-ভাষায় বিভাগ করিয়া বুঝেন। তবে সমাজের সম্প্রদায়ের সমস্ত ভিন্ন বৈদ্যগীতিক, ফুলোনি, বাস্তবার্থতা, চীনাঃ প্রতি পরিশ্রম যাহা না।

* Coleridge’s Miscellaneous Essays Vol. I, 1873, pp. 413-424 (বিশ্বকর্তা)
উপক্রমীয়।

পূর্বকীটন, ইত্যাদি, সর্বাঙ্গিক, চিহ্নন, বাংসি-পুকুর, ধর্মীয়, ভ্রাতৃত্ব, মাৰ্ত্তি, যাজ্ঞিক, মহীশূর্য, দর্শন, কাশ্মীরি এবং সত্ত্বক্রমে পোষ্টানার্থে। এখদেশ মহাসাগর সম্পূর্ণ ভার সমাপ্ত এবং ঐ স্থানের সমস্ত সম্প্রদায় প্রভৃতি একাধীশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। সমুদ্রের অংশশীল সম্প্রদায়।  

বৌদ্ধ ইহোস্র অধিকারই করেন, আর অন্য অন্য নাই। বিষয়ে অনানুমতি বৃদ্ধি-প্রাথমিক প্রকাশ করা কিন্তু অনন্য নিরিক্ত ধর্মঃ সম্প্রদায়ের নাম পোষ্টাল হইয়া রহিয়াছেন বলিতে হইবে। প্রতিমা-পুরুষ, বৃদ্ধ প্রভুতি অষ্ট দেবতার অস্ত্রনীৰ্ধ এবং নামাবিষ্ট রহিয়াছে। মহানুন্ন অবাধে চলিয়া আসিতেছে ত। ফাহরিয়া খ্রিষ্টানদের পথম শাস্ত্রীর প্রথম অনন্য রূপান্তরীণ প্রতিমূর্তি দেখিয়া যান। কেবল শাক্ত-লুক্ত-ময়, এক এক দেবতার অন্য অন্য বৌদ্ধ দেবতার প্রতিমূর্তি ও প্রতিষ্ঠিত ও অলঙ্কারিত হইয়া গিয়া। ভারতবর্ষের মধ্যে বুকায় তারা দেবী ও বাংসীহাতী দেবী, বৈষ্ণবীতে অর্থাৎ বেসারু অনাদে ধানী-রূপ অনন্য ভিদিত্ত ও বৌদ্ধ বৈষ্ণবী অবলাভিক্ষেপন ঘটে। বলাবলীর অনন্য অনন্য রূপান্তরীণ প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়ে একে একে পূৰ্বে আর ইহার পুনর্গুণ করেন।  

অশিক্ষিত বৌদ্ধের মধ্যে সায়কার উপাসন। প্রচলিত ছিলা। আরও যাহা তাহার সমুদ্রের নাই; কিন্তু চীন-শ্রীল অনাদের বৌদ্ধের। প্রতিমা-পুরুষ ও শাস্তি সমাপ্ত দ্বারা বৌদ্ধ দেবগণের প্রবংশাদি প্রচুরতি চলিত ধর্ম্মাযাসন সমুদ্রের পোষ্টাল করেন না। চুড়ি নামে একটি বৌদ্ধ-বৈষ্ণবীর পুষ্প লিখিয়া নিয়েছেন, বৌদ্ধের অন্য মন্ত্রাণি ধ্যায় বন্ধ।

* Indian Antiquary, December 1880, pp. 299-301.
‡ Forbes’ Ceylon Almanac, 1884, extracted in R. Spence Hardy’s Eastern Monachism, p. 203.
ও প্রচলন যাপনের সময় ওঠা হয় না; আপনাদের আস্তানেই অভিনব নিবেশ করেন; পালনোন্মত পৃথিবী মনকুমিত্ত ও দেখাহয়।

যদিও রুদ্রনাথের অমিত, কৈশ, দামু, বক্তা অভিভূত মুক্তিকার প্রাচীন করিয়া, তাহার উপর একটি পূর্ণ-গভীর ঘটাকার বন্ধু বিশ্বাস করে ও ভক্তি-াঙ্গ-সহকারে বিপ্লব-বিধানে তাহার অর্জন করিয়া থাকে এবং তীর্থনামীর। সেই সময়ে তিনি তীর্থ-কূণ্ড জান করিয়া দর্শন করিতে যায়। মূলনীতি হই শত খৃষ্টানের এলিয়েনাইটা, নামক তীর্থ পূজিত। তীর্থেদের অস্ত্রকা পূজার এই করিয়া গিয়াছেন। ফাইহরন যে সময়ে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন, সে সময়ে অর্থনীতি পরিকল্পনা পালনের অনেক নিয়ন্ত্রণের বোঝ-নিয়ন্ত্রণ রুপের তৌরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছিল; তাহাতে প্রতিদিন তাহার প্রচুর ও বিশালদৃষ্টি করিতে হইতে মন।

ফিউনিক্স হস্ত কর্ণের সম্ভবত অন্যতম উদ্দেশ্যে হিমৃক্ষণ ও দুঃখক্ষণে মনের সৌন্দর্য মাধ্যমে অর্থনীতি ভারতবর্ষে হর্ম্যাপূর্ণ-প্রাচীন বলিহার অল্প বুঝি তুলি সৃষ্টি করিয়া যান।

কেবল রুদ্র কর, সুধীর প্রধান প্রধান ঔরঙ্গ ও প্রধান প্রধান যৌবন রাজাদের অস্ত্রপূজা করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় আরেকবার॥

অন্যান্য শর্ম-সম্প্রদায়ের নামে স্বাভাবিক উৎসব আঁকিয়া প্রবেষের বিষয় ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে ৷

সুমধুর ধীরে ধীরে একটি উৎসব হইয়া থাকে, তাহাতে পালিক ভাষায় বিচিত্র একুশি বিশেষ পলিত হয়। তাহাকে বস্তুমূলক বলে।

ভিক্ষু একটি বস্তুমূলক বিশ্বাস করিয়া বর্ধিত মান ভাঙ্গে অবশ্যিত করে এবং সেই সময়ে পূর্বমী, অন্ধবিহি। এবং রুদ্র ও প্রত্যক্ষ অদ্ভুত তিথিতে বন্ধ করিয়া থাকে। অার এই অবশ্যের স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

এই বস্তুমূলকের মধ্যে বন্ধ বৃষ্টির নাম উক্ত হইয়া হয়, তখন কোনো বাদুধ সাধু সাধু বলিয়া তীর্থকার করিয়া উঠে। এই অন্য একটি উৎসবের নাম পালিশ। এটি পালি শব্দ।

• Indian Antiquary, December 1880, pp. 316 and 317.
• বিদ্যা উম্মাদিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।
• The Pilgrimage of Fa Hian, 1848, pp. 44–65.
• ১৮৪৮ সালের প্রথম পাঞ্জাব।
• Hardcover's Eastern Monachism, pp. 222–231.
উপক্রমিকা।

ভাষায় ইহাকে পিতির বলে। সিংহলদের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, মানব জাতির বাণিজ্য দ্বারা বিশ্বের কেপ হইতে উৎপন্ন হয় এবং সেই কোন শাস্ত্রীয় উদ্দেশে এই উৎপাদনের অনুষ্ঠান হয়। তাই ইহাতেও উল্লিখিত রূপ বন্ধ হয়। বাণিজ্যের উল্লিখিত ফ্রাঙ্কোনার চর্চাপ্রস্থান প্রভূতির নামে সত্য দিন অবিচ্ছেদে এ বন্ধ চিহ্নিত থাকে। তুই হইতে ভিন্ন পথারক্ষণে হই ঘটাকাল পালিত করে।

এই ক্রিয়াটি রাজিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশ কালে কোনো স্থানে আগমন করে; তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকের অধিক। তাহারা প্রত্যেক এক একটি রূপসী নাটিকেলেঝাল; লইয়া আইনে এবং বিধানের চর্চাপ্রস্থানের প্রচারে সেই সমস্ত মাণুষ সংস্কৃতি করিয়া দীপ আলাদার দেয়।

ভোট দেশে তিনটি উৎপাদন প্রচলিত আছে। একটি প্রাচীনত্ব, অপর একটি শক্তিও প্রারম্ভে এবং তৃতীয়টি নির্দেশে সম্পন্ন হয়। একথা পাইয়া মূল জমি উৎপাদনের শরণ হয়। তিনি যাহা পাইয়া পরিভাষা করেন হইতেই সংক্রান্ত তৃতীয়টি অনুষ্ঠিত হয়। এক পক্ষে ব্যাপারের উৎপাদন অনুষ্ঠিত হয় এবং সে সমস্ত হয়, পাই, স্বপন, নীচদান্তি নামবিধ অনুপাদ-আর্য্যাদানার চিহ্নিত থাকে।

হিন্দুমধ্যপূর্বীয় সিদ্ধান্তের যেমন অধিক, সোনার, ব্যাপ্তি প্রাপ্তি অটি প্রতি একবিংশ লাভ করেন লিখিত আছেন, সেইরূপ, যে প্রতিনিধিত্ব এই প্রকার বিধান আছে যে, এই প্রকার সিদ্ধান্ত ব্যাপক অশেষ রূপ অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অতির অনুষ্ঠান করিয়া সম্পাদন করিতে সম্পন্ন হয়; যেমন বায়ু মধ্যে সংক্রান্ত, কলার উপর গমনাগমন, হিন্দুমধ্যপূর্বে, জল-গন্ধ, মুক্ত ও সম্মত হয়, উৎপাদন প্রস্তুত ও পৃথিবী প্রকাশ্য, যখন জাতি বায়ু-প্রবাহ উৎপাদন, বায়ুর নাম জাতিবিয়ে গমন, শারীরিক ও অন্য অন্য শারীরিক উদ্ধারের জন্য, অব্যাকর্ত অনন্য ইহংভার। বৌদ্ধধর্ম এইরূপ সংক্রান্ত আছে যে, সাধন-সিদ্ধান্ত একমাত্র ভিন্ন অনাচার এক শাষ্ট্রীয় অন্য করিয়া পাওয়া, বিভিন্ন দেশের সংস্কার হইতে ইহং ভারতীয় বিশেষ করিতে পাওয়া, দাতা, কার্যকরী ও অনন্য অনন্য শারীরিক সংস্কার করিয়া হইতে পাওয়া দীর্ঘকাল পরিপূর্ণ করিয়া হইতে পাওয়া, এমন একরূপ জ্যোতির্বর্ত্তী উৎপাদন

*খৈবালী প্রথমীলকা, ২২০ ও ২৩০ পৃথক।
কীর্তিতে সম্পূর্ণ ছয় হয়, তদ্বারা দিবা চণ্ডী নায় সকল গ্রামে সমস্ত কীর্তিতে পাড়াবে এবং মৃন্ময়কলে অগ্নি-সংহারে বান্ধিরেকে বিহারীর দৃষ্টি কীর্তিতে পাড়াবেন।

যে সাধনা দ্বারা এই সমস্ত সম্পূর্ণ ছয় লিখিত আছে, তাহার নাম কনিন। কসিন-সাধনায় একই একই কীর্তিতে জল, বায়ু, যুক্তিকর অভ্যর্তির মূলগুলিও বিচার পূর্বক বায়ু ও শক্তিযুক্ত জল, বায়ু প্রভাবে আনিতা ও পরিবর্তনের বলিয়া নিশ্চিত করা হয় তীব্র হইয়া একার্তর্ভ হইয়া সেই সমস্ত অভিভাবক-ভাবাদি পুনঃপুনঃ চিত্তা করিবে। কীর্তিতে কীর্তিতে, তাহা মনেযন্তে নিভানো পরিক্ষিত হইয়া একাশ পাইবে। পাইলে, সেই যে শিষ্য অষ্ঠুত উৎপন্ন হয়, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। নিমিত্ত মানসিক জোরিং-পূর্বভাগ। ইহা অতি দূর্বল পদার্থ। নিমিত্ত সমস্ত হইলে তাহাকে অভিভাবক নিয়ন্ত্রিত করা হয়। সমাধি ইহার উত্তোলন অবস্থা। সমাধি সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে অর্থ-সমাধি বলা হয়। সে অবস্থায় চিত্তাভ্রান্তি সমুদায়ের নিকট চিত্তা এই হয় সত্ত্ব ধ্যানের নিকটে ইহাই সত্ত্ব ধ্যানের সত্য বিভিন্ন ধ্যানের আন্তর্নির্মিত হয়, তাহার বিভিন্ন ধ্যানের সমাধি-জাত বলিয়া লিখিত আছে।

স্থান:সাধনাবিভাগী সমাধিজ মীরিয়ার দ্বিতীয় আনাস-সম্প্রদায় বিশ্বাস

লিখিত বিশেষ। ২২ অধ্যায়।

বৌদ্ধ মতে, ধার্ম পরম পদার্থ, ধার্ম হাস্যরূপ নির্ভর লাভ হয় একথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধদের হিন্দুদের নামে লেখা হয়।

* Hardy's Eastern Monachism, pp. 260—261.

যে স্থানের পার্থক্য বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে একটি বিভিন্ন কীর্তিতে (Theosopist) বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে, তাহার বাস্তবের অপবৃত্তির পাণ্ডবরুপে পাই। তাহার সমাধান-আমীর নাম বুলুকেলায়। তিনি কলামে পার্থক্যে উপনীত দেশে অবিরত হইয়াছেন। পার্থক্য অন্তরালায় আনাস সমাধানের কর্ম প্রকৃতি হইয়াছে। পুরুষসাধনি ইহুদী ও আরেকের হাস্যরূপে ও ব্যতিক্রম অবিভাজিত কীর্তিতে সমাধি হইয়াছে।

** এই সমাধানের পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ বৃহৎপুনঃ ব্যাখ্যা করিবে। অনাসঃ সমাধির চিহ্নের করিয়া, নির্দেশন করিয়া, পৃথিবীর সমুদায় দুগ্ধগুলির মধ্যে, অসংখ্য রহিত করিয়া, বুলুকেলায় দুগ্ধগুলির মধ্যে, নির্দেশকরিয়া। সমুদায়ের সমুদায়ের সমুদায়ের ব্যবহার হইয়াছে। একার্তর্ভ হইয়া এক এক দুগ্ধ করিয়া। তাহাদের করিতে হয়।
উপক্রমিকা।

ব্যক্তিগতির অভিজ্ব অনুষ্ঠান করেন। ধারাই বিক্রো ধান-বলে ব্যক্তিগত গমন করিতে সমর্থ হন এই রূপ লিখিত আছে।

বৈজ্ঞানিক ও ব্যক্তিগত সম্পদের অপরাধ সমূহের ধর্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা প্রথম ও বিশুদ্ধ। ঐ উভয়ের প্রতোকে যত সংখ্যক লোক বিনিময়ে আছে, অনেক কোন-স্থানাধিকার তত নাই। এই উভয়ের ইতিহাসের পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে, অনেক বিষয়ের সৌদৃশ্যের দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণববাদ ও বৈষ্ণব উপদেশে দান, ধর্ম, কৃপা, সচিবালয় অভিলষিত ধর্মের প্রাধান্য, এক এক প্রকার বিজ্ঞানীর সাথে, নিজ-সমাজের অন্যের কল্যাণের ক্ষেত্রে, কিস্মত, কা সাহিত্য, কিশোরঞ্চি সকলের করা ধর্মরূপের অভিলষিত, সমাজে ও ব্যক্তিগত সম্পদে প্রবর্তন হয়।

ব্যক্তিগত বিক্রো এবং ব্যক্তিগত উচ্চ পরামর্শ ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয়ে পূর্ব ও পরবর্তী ধর্মীয় উভয়ের সাহিত্যের সাদৃশ্য দৃষ্টান্ত হইতেছে। বৈষ্ণবপ্রাচীন ঘোষণা ও পূর্বের ধর্মীয উভয়ের অপেক্ষা অনেক অপ্রচীন। যদি প্রকৃতি-সংস্কার ঐ প্রকার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে বোধ করা যায় যে, ব্যক্তিগত সর্বদা সংবৎসর মন্ত্রণালয়ে নিষেধ বলিয়া দেশের অধিকারের কারণ হইতে হয়।

“So numerous and surprising are the analogies and coincidences, that Mrs. Speir, in her book on Life in Ancient India, could almost imagine that before God planted Christianity upon earth, he took a branch from the luxuriant tree, and threw it down to India.” — Chambers’s Encyclopedia, 1889, Vol. II., p. 409.

* Hardy’s Eastern Monachism নামক পুস্তকের এক অংশ অধ্যায়ে এই প্রচলনের ভাষায় লিখিত হইল।
† ১৩১ পৃষ্ঠ।
‡ ২৪১ পৃষ্ঠ।
§ এই নথির সম্প্রদায়ের যে সমূহ ধর্ম-কর্ম ও প্রচার-ব্যবহারের বিষয় লিখিত হইল, তাহার অধিকাংশ রদিয়েন বিশেষরূপে সম্প্রদায়ের এটিপ্পটিও প্রকাশিত।
¶ প্রবন্ধ এক সম্প্রদায়ের কাঠামো নৈতিক তথ্য প্রদান করিতে থাকে।
The Christian system and the Buddhistic one, though differing from each other in their respective objects and ends as much as truth from error, have, it must be confessed, many striking features of an astonishing resemblance. There are many mortal precepts equally commanded and enforced in common by both creeds. It will not be considered rash to assert that most of the moral truths prescribed by the gospel are to be met with in the Buddhistic scriptures. "In reading the particulars of the life of the last Buddha Gautama, it is impossible not to feel reminded of many circumstances relating to our Saviour's life, such as it has been sketched by the Evangelists." "It may be said in favour of Buddhism," he writes (p. viii), "that no philosophico-religious system has ever upheld, to an equal degree, the notions of a saviour and deliverer, and the necessity of his mission for procuring the salvation, in a Buddhist sense, of man."*

---

* Bishop Bigandet's 'Life and Legend of Gandama, the 'Buddha of the Burmese' quoted in Max Müller's Introduction to Buddhaghosha's Parables, translated by Captain T. Rogers, pp. XXV and XXVI.

† Chips from a German workshop by Max Müller, Vol. IV, pp. 175-189.
ধর্মনীতি-নিবন্ধী জোস্টেস নামে একটি গৌরবী প্রতিষ্ঠিত নামে ভারতীয় ব্যক্তির লিঙ্ক এক খানি উপাধিবান-বিষয় প্রবর্তন করে। সে উপাধিবানটি বুদ্ধচরিতের অনুরূপ। রুদ্র একটি রাজপুত্র। তিনি কৃষ্ণের হিসেবে একটি স্বর্ণ-বিন্দুকৃত গৃহে বসেন, রাজস্থান মহামহিমায় হইলেন। হয়, ভুষালের চক্রবর্তী রাজা, নয়, সন্নাসাধ্য অবস্থান পূর্বক লোক-শ্রেষ্ঠ রুদ্র হইলেন। রাজা অর্জন করিয়া উদ্দিন করিয়া এবং রাজকুমারী কিছু বরেং হইলেন, উইধার সন্নাসাধ্য নির্বাণ-উদ্দেশ, নানাধর স্নায়-সন্নাসাধ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ একটি প্রাপ্ত করিয়া রাখিলেন। কিছু দিন পরে, রাজকুমারী বর্ষণমের অনুযায়ি পান এবং বাঙালির রথারোহণ পূর্বক এক দিন একটি প্রিয়তাতে অপর এক দিন একটি বিষ্ণুপুর এবং তীর্থে দিনে শোকারো ব্যতিরেকে পরিচিত একটি মৃত বাক্যের বিষয়ে লিখন করেন ও তদ্বারা। সংলাপের বোধ-শোক-জন্মা শত্রুর দ্বারা এবং প্রধান বিপুলনের শান্তি ও স্বপ্ন ভাব অবলোকন করিয়া নিক্ষেপময়-অবলোকনে অনুষ্ঠিত হন। জোস্টেস রুদ্রের অর্থত অস্তিত্ব উপস্থিত। বুদ্ধের নাম তিনি বুদ্ধপুরুষ। তাহার জন্ম শ্রীহাত হইলে, একটি জোস্টেস করিতে মিলিন করিল। তাহারা স্ত্রী শ্রীহাতের মহিমা লাভ করিলেন। সে মহিমা নিজ রাজ্যের নয়। তাহারা উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকার সামগ্রী মধ্যে পরিবর্তন হইল। বন্ধনে তিনি মৃত্যুর সম্প্রদায়ের অতিবাহিক নিভুবিত ধর্ম অবলম্বন করিলেন। এই বিষয়ের প্রতিবিধানাধীন অষ্টাঙ্গার্থ উপাধিবান করিল। হয়। উইধারকে সকল প্রকার স্থল সামগ্রী-পরিপূর্ণ একটি প্রাপ্ত মধ্যে রক্ষা করা হইল এবং তিনি যাহা যাহা রোগ-শোক- জন্মা-মৃত্যুর বিষয় কিছু অবৈধ হইতে না পারিলেন, তন্ত্র যথাক্রমে য়াহা হইল। কিছু করিয়া পরে, তাহার পিতা তাহাকে স্বৰ্গ-বিষ্ণুর হইতে আদেশ দেন। তিনি রথারোহণ পূর্বক এক দিন একটি অক্ষু ও অপর একটি স্নায়-শ্রেষ্ঠ দর্শন করিলেন। অপর এক দিন ঐ পূর্বক বিষ্ণুর হইল। একটি জন্ম-কীর্তি রুদ্র বাক্যের দেখিতে পান; তাহার অক্ষু গলিত, কেশ পলিচাদ, দৃষ্টি স্থাপিত এবং পদ্ধতি করিল। তিনি এই সমস্ত দর্শন পূর্বক বিষয় মধ্যে স্নায়-শ্রেষ্ঠ উপাধিতে আদেশ দেন। তিনি রথারোহণ পূর্বক এক দিন একটি অক্ষু ও অপর একটি ধর্ম দর্শন করিলেন। আর এক দিন ঐ পূর্বক বিষ্ণুর হইল। একটি জন্ম-কীর্তি রুদ্র বাক্যের দেখিতে পান; তাহার অক্ষু গলিত, কেশ পলিচাদ, দৃষ্টি স্থাপিত এবং পদ্ধতি করিল। তিনি এই সমস্ত দর্শন পূর্বক বিষয় মধ্যে স্নায়-শ্রেষ্ঠ উপাধিতে আদেশ দেন। এই সমস্ত ব্যতি- পরিবর্তন প্রাপ্ত অনুসারে করিয়া। দেখিলে, রুদ্র এবং জোস্টেস রত্ন অন্য বিষয়ের স্বথের স্নায়- হইল। থাকে। উভয়েই পরিবর্তে নিজ
নিজ পিতাকে অধর্মে প্রবর্তিত করেন এবং উত্তরেই মৃত্যুর পূর্বে রুদ্রের সে স্থানে বলিয়া পরিগণিত হন।

বুদ্ধের কাপিলবস্ত্রের মধ্যে যে স্থানে রথারুৎপত্তি করিয়া গমন করেন, তথায় এক একটি জন্যে নির্নিখ্য হয়। কাফ্যান্ন শূলায় ঝুঁকিয়া পঞ্চম শতাব্দীর আগে এবং হিন্দু পুস্তকে লিখিত শতাব্দীর একাদশক্রীত্বে সেই গুলি দৃষ্টি করিয়া যান। কিয় উল্লিখিত এই একটি একোটার জোরের আরো সাবাত অলমুখার্দের একটি এধান অমাব ছিলেন, তার জন্য তিনি কৃত্তিত্বে লিও ইসিকুস নামক বুট্টা সেবার দ্বারা এই প্রতিপক্ষ বলিয়া বিদ্যমান হন। পুনরাং দুষ্ক্রিয়তের দ্বারায় তিনি ৩০০ তিরো শত বৎসর পরে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া হয়। ললিতবিন্দুর নামক যে সংক্রান্ত এ ঐ বুদ্ধের উল্লিখিত চরিত-রক্তন বর্ণিত আছে, তাহাতে জোরালের একো অপেক্ষা বিদেশী অনুযায়ী। অতএব তিনি যে বুদ্ধের দুর্ধর্ষতরের অনুকরণ র অব্যবহার করিয়া উক্ত উপাধ্যায় রচনা করেন ইহাতে সমত হইলেন না। এই কাফ নিজেই শীঘ্র করিয়া ছেন, আত্ম বোধ হইতে এতেরাতে লোকের মুখে ইহা উপাধ্যায় অবলম্বন করিয়াছিল। ওমান, মুন্নবর বিশেষ করেন, ললিতবিন্দুর হইতেও উহার অনেক স্থল মূল্য হওয়া সত্য। রুদ্র ও জোকসটি বে অতীতে বাণিজ্যিক দর্শন করেন, এই গুলি উভয় এ ঐতি তাহাতে কতক এই বিশেষ বিশেষ করা হইয়াছে। সেই বিশেষ গুলির সাতিশয সাধ্য দোষে ভাবা যায়।

মসুরগাঁক দেবীতের ধর্মহীন প্রতিষ্ঠানের দেবী বুদ্ধক্ষেত এবং কাফ্যান্ন কিশোরকৃত নামক আরো এই ঐতি চরিত। বোধন প্রতিষ্ঠানের নাম মৃত্যুক্ষেত্র বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন। রুদ্রাকুল উল্লিখিত করায় পাণ্ডীর প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ দুইটি নাম পাসার রুদ্রসম্ভু অর্থাৎ সংক্রত বোধিসত্ত্ব শেষের স্বরাংশ হইল। শাকানুমিন ললিতবিন্দুর মধ্যে বোধিসত্ত্বের উল্লিখিত হয়।

* তিনি প্রাসাদের অল্পনা রুদ্রের রাজা রাজাসের জন্য পরিকল্পিত ইমিকায় যেদিন প্রথম প্রাসাদের শিক্ষক ইমিকায় হয় হয় ইমিকায় নেই প্রাসাদের শিক্ষক ইমিকায় হয়।
† কনস্টান্টিনোপল (Constantinople) শহর বর্তমান নাম আগুন। ইহার নাম মৃত্যুক্ষেত্রের পুষ্প তাপো রাজাদের উল্লিখিত হয়।
‡ আইরিস। ২৪১ পুরাক।

§ Mémoire Sur l' Inde, par Reinand p. 91.
উপক্রমণিকা।

নব বলিয়া উপলব্ধি হইয়াছেন। শ্রীমান্মু, মুলতর রিনিওয়া এই কথার অনুসৃদন করিয়াছেন এবং শ্রীমান বেঙ্গল বিশেষ করেন, এই কথার পাঠিতে এই স্বকল্পনা-সম্পর্ক অভিন্নার্থী উপস্থিত বিষয় অর্থাৎ জোসফু ও রুদ্র দেবের অভেদ-স্পষ্টিকারণের মূল হয়।

রোমেন্দ্র কেল্পুলিক সমন্ধারীর ঐ ক্ষেত্রকে অর্থাৎ ভারত-বর্ষের যুগ্ম দেবের আপনাদের একটি স্টেট বলিয়া পরিগঠিত করিয়া লান। তাহার সারা সমন্ধায় ২৪ অগস্ত ১৭ পোশাক সমন্ধায় ২৭ জানুয়ারি তাহার মূঢ়-দিন বলিয়া পালিত হইয়া থাকে। তাহার এই উপাধিকান এক সময় ইয়ুরোপ, আর্মিয়ার এবং আফ্রিকারও মধ্যে মহাসাগর সৃষ্টিকারণ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি হয়। ইহা আরাবি, আর্মিয়া, হিব্রু, ইথিওপিয়া, লাটিন, ফার্সি, ইংরেজি, জার্মান, ইথেরিয়া, রূমানিয়া, দুর্গাপুরী, পোলিশ এবং আইন্সটাইন নামক নূতন সমুহের প্রাচীন ভাষার অস্তিত্ব পুনরুদ্ধার হয়। অতএব অবিনিময়ক্রমে রুদ্রের মহিমা যেমন বাল্ক ভাবে, সেইরূপ অবিনিময় ভাবেও পরিবর্তন হইয়া যায়।

ইথিওপিয়া হিন্দু-ষাট্টোকে দেবতাগণের অন্তর্গত বিশার, শুভার কথাসৃষ্টি হয় যেখানে প্রকার বোধ্য-অর্থ, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার করিবার লক্ষ্য-ডাকার সত্য-নীচ৷ ও পাপ-পুরুষের পরমাণুসারে তাহাতে অধিবাস করিয়া পৃথিবী-ভূমিকা, পৃথিবী-বিশেষের কাঠামো, শিখতে পড়ি প্রভূতি বেদনাক সজ্জাধরণ হয় যা বৌদ্ধ মত ও বৌদ্ধ-কথা। সমুদ্রাস্তর পূর্বাঞ্চলে। করিয়া দেখিলে, এই ধর্মহই হিন্দু-সাধনা হইতে বিনিময়ে হইয়াছে বলিয়া যেই প্রতীক হইয়া উঠে। কাপিল ও রুদ্র উভয়েই নামকৃত বৌদ্ধ। বৌদ্ধ ও সাধু উভয় মত ইয়ুরোপ সাধু নির্ভর বৃহত্তম। সেই হৃদয় হইতে জীবের পরিণত সাধন চেষ্টা এই উভয় মত-প্রবর্তনের মূল হয়। এই যোগ ধর্মিত বিশেষে উভয় মতের সম্পূর্ণ এক দেশীয়, অনেকে বৌদ্ধ ধর্মর সাধারণ হইতে উৎপন্ন বিবেচনা করেন। রুদ্রের জ্যোৎস্নার নাম কাপিলবসু। রুদ্রের মাতার নাম মায়া। এ দুইটি সাধু-মতের পরিচয়। একটি সাধু-মতে নাম পঞ্চশিশির; বৌদ্ধ-পঞ্চিত তাহাকে গমন বলিয়া বর্ণন করা হইবে। বৌদ্ধদের এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে রুদ্র পূর্ব যেন কাপিল হইলেন। শাক্তাধিকারী মৃত্তিকা আপনাদের সাধন-নির্মাণের জ্ঞান নিরপেক্ষ করিয়া গিয়া কাপিল হীরের কুটির দর্শন ও তাহার সহিত সাধন।

* Weber's History of Indian Literature, p. 307.

† নির্মাণ এক পর্যায়ের পথ, যিনি সমাজ ইন্দ্রিয়বিদ্যার মধ্যে পথিক পথিক পথিক পথিক পথিক।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সন্ন্যাসীর

cেন। কারণে পর তিনি উপাসকদের একটি শাস্তি নির্দেশ করিয়া নিলেন। সেই শাস্তি নিয়ন্ত্রিত হইলে, কারণের নাম সম্পূর্ণরূপে তাহার নাম কলিতপুর হইল। এই উপাসকদের সাধারণ-মানুষ-প্রবন্ধের সঙ্গে বৌদ্ধ-মত-প্রবন্ধের বিশেষ রূপ সংশ্লিষ্ট হইতেছে। সে যাহা ছিল, তাহার ভিত্তি ধর্মরাবণী লোকে এক শাস্তি অগ্রাহিত হইলে, এক ধর্মরাবণী বাক্যের অন্তরে অনুষ্ঠান করে ইহার শিক্ষা কিছু উদারণীয় পূজিত হইত। এতদৃষ্ট নি ভিন্ন উপাসক একটি পূর্বে ধর্মরাবণী হইত। এদেশে সে বিষয়ের প্রমাণের অস্তিত্ব নাই। হিন্দুরা বে মুসলমান পীরের বিষয় মানুষের কর এবং শীত ও উপাসক চরিত্র থাকে ইহা কাহারও অবিভক্ত নাই। মুসলমানেরাও সেইরূপ সভ্য চিত্তে হিন্দুদের শীতলাদি দেবতার পূজা নিয়া থাকে। পূর্ব কালে হিন্দু ও মুসলমানদের পরির এইরূপ অনুকরণ ও উপাসনা-প্রাঙ্গণ সংঘটিত হয়। হিন্দু-

- Buddhabhusha’s Parables translated by Captain T. Rogers, 1870, p. 176

† উপাসকেন। 

১৮১ ও ১৮২ পৃষ্ঠ।

পুনর্বাসত্ব অকলে মোসলমানের মহরের সময়ে হিন্দুরা পূর্ব-কৃত্ত হাম্রিক অপুষ্টতাকে, 
করিয়া ছিল, ভিন্ন হইয়া ও মোসলমান-সন্ন্যাসীর অনে আর্য অনুষ্ঠান করে একই পূর্বের একাধারে সপ্তাহ হইত। এ পাহারার কোন পাতা করে এক একাধারে পীরের অর্থাৎ করিয়া, হিন্দুরা বহু অনুষ্ঠানের ধর্মরাবণী যাহা বহু বহু করিয়া থাকে। প্রথমে প্রথমের অনুশীলন অপুষ্টতা একাধারে সমস্ত পুরুষ সাধারণ ছিল, মোসলমানের সমস্ত কালের একটি পীরের কালে হইত। যেখানে একই বংশের হিন্দুরা যাহা হিন্দুরা একটি যায়। হিন্দুরা মোসলমান 
থায় তাহার বুদ্ধিক যাহা সুবিধায় বিদ্যা নদাই সাধারণের সন্ন্যাসী অঙ্গন করে। দুরর দুরর হইতে লোক-সমাজ যাহা। এই সময়ে যে লোকোদ্ভিদ হয় ও এই ধর্মান- 
ধর্মানকে প্রথমে প্রথমে সংযোগ দিয়া মোসলমানের বিকাশ করিয়া, সাহায্য করে। রোহিত্র ছিল, মিশরির বাস্তব, প্রতীতি বিতাও অ 
আর একাধারে সুবিধায় সাধারণ সাধারণায় সেই পীরের সাহায্য ও বহুমূর্ত অপুষ্ট ত পূজিত আর বহু যায়। বাস্তব। যেখানে একাধারের সূচনার অসম্ভব নাই। 

মুসলমান প্রকারের তথ্য রূপে পীরের সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ একটি পূর্বে উপাসনার অর্থাৎ 

cেন। কাহার পূজা বা পূৰ্ব-মান, ধর্ম পাঠ শীতল হইলে, মহরের 

১৮২ পৃষ্ঠ।

বৃদ্ধি একপ্রাঙ্গণ লোক। মহরের সময়ে মোসলমানের চেয়ে একটি থাকে।
উপক্রমকিতি।  ২৫৯

সিদ্ধ যে ধর্মীয়-প্রথাগত সর্বনা:কেক্তি আধুনিক, মৈথুনীর বৌদ্ধের নেই তাজ্জীবিক-পণ্ডিতকে নিজ ধর্মময়ে পরিগৃহীত করিয়াছেন। ইহারা পিতৃ, জাতি, গণ, পুনর্গবের, সৃষ্টি, ধর্ম, মহাকাল, মহান।

আত্মা। হিন্দু সোসান। ওঁ তার জাতির হিসাব লোক আদর্শ-কোনো ভাব্য উপায় হয়। কিন্তু, ঐ পুরীর বক্তব্য পরিত্যাগ র্যাক্তির অধিষ্ঠায় বজ করিয়া যান যে, সম্পর্ক তাহার হইতে পীরের প্রাচীন কিঞ্চিৎ শুক্ল অর্থ করিয়া এবং অল্পবেলা তুই আরো হইল। উহাদের প্রাণের যুগ্মতা হইতে ভাষা হইতে কহিয়া করে। ঐ জলাব গোপালপুর প্রাচীন ইহার নায়ক নাই আর একটি পীরের হাত আছে। হিন্দুরা আপনাদিগের প্রতিষ্ঠায় সমারোহ উপক্রম-ব্যতি সহজিত আত্ম ধোল লিয়া কাহারূল বুলিয়া দিয়া।

হিন্দু অন্তরে চালিত লতায়ারাগের নীলি একটি প্রধান উন্নতি-হয়।

ইহারা সাধকপীরের নীলিত বলে। সাধু সংস্কৃত এবং পীর ও নীলিত পারস্যপথে। ঐ কতকাল ভাষায় বন্ধ এবং নীলিত পীর। পারস্য প্রাকৃতিক পারস্য-দ্রোহ্যে ঐহিত্য পাইয়া ও কর্ক্কুড় ধারায় মার্গ চাপিয়া পরিচয় নিকটে।

ঐহিত্যের এই ধর্মযুক্ত ভারতীয় মার্গের সাধক-মানুষ-রূপে ও মৌলিক-ধর্ম-প্রবন্ধের অপরের পরিচয় দিয়া এই কিছুরূপ নয়।

এই অন্তরে হিন্দু সাধকের শাস্ত্রের মার্গের ক্ষেপ মহিমা তাহ। এদিকেই আচারঃ 

আলোক হিন্দুতে রূপনির্দেশ রূপে হেতু ও সুথা রূপে, পারস্যদের মার্গের মানস-পথে ও কর্ক্কুড় প্রকারে মানিক করিয়া ধরে। পারস্যের পরিত্যাগ থাকবে একটি, দেখায় একটি নিকটে দিয়া। 

যে সোসান ও পীরের নোঁচ ও নেঙ্গে একটি তুই দেয়াল নোঁচ। একটি ইধানি সংলগ্ন কোনো কোনো না কোনো অপরের হইলা। মার্গের উপর আচারে পীরের তুই বলে। সোসানের শেষ না নিয়ে তুই দেয়াল একটি যে ডাক হইলা।

হিন্দু আচার তাহার পীরের তুই না বলে সোসানের পীরের তুই দেয়াল পীরের তুই হইলা।

হিন্দু-মৌলিক অর্থ উপরে আচারের অর্থের দিকের কথা, কল্যাণকারি শুরুর তাত্ত্বিক। 

হিন্দুর শুরুর তাত্ত্বিক কথা। হিন্দুর শুরুর তাত্ত্বিক এরকম উপরে আচারের (অর্থের তাত্ত্বিক) কথা হইলা।

হিন্দুর শুরুর তাত্ত্বিক এরকম উপরে আচারের (অর্থের তাত্ত্বিক) কথা হইল।

হিন্দুর শুরুর তাত্ত্বিক এরকম উপরে আচারের (অর্থের তাত্ত্বিক) কথা হইল।

হিন্দুর শুরুর তাত্ত্বিক এরকম উপরে আচারের (অর্থের তাত্ত্বিক) কথা হইল।

হিন্দুর শুরুর তাত্ত্বিক এরকম উপরে আচারের (অর্থের তাত্ত্বিক) কথা হইল।

হিন্দুর শুরুর তাত্ত্বিক এরকম উপরে আচারের (অর্থের তাত্ত্বিক) কথা হইল।
বালক, পাটল, সিদ্ধ, কৃষ্ণ একত্রিত হইতে ধরি। হিন্দুবর্গের মানসিক-করণ কৃত্তিত্ব বা অথচ উপদেশ করা হয়। গাজিবাগের মালামাল সাহেবের স্বরূপ গোরুউল্লাসের অঞ্চলের নিকটে কিছু করিয়াছেন। তিনি নিজেই কেন্দ্রের ইকটিবহির্বিষ্টির এই পীঠের অন্তর্গত মহিলাই চিত্ত।

আমি এখানে বাজো বিবর্তিত করিব। আমার এ বিষয়ের বিষয়বিষয়-পূর্বের অর্থই সমস্তের চিহ্নিত হইবে। বালিগ্রামে দেওয়ান গাজিজ নামে একটি পীঠের আজানা ছিল। সে মানান অনুসারে হিন্দুবর্গের মানসিক বারোটি উচ্চারণ অনুসারে পরিবর্তন করিয়াছে। হিন্দু পুরাতাত্ত্বিকদের ব্যাপক পূজা ও নিদর্শন বিবর্তিত করিয়াছে। এই পীঠের সর্বাধিকারী পুরাতাত্ত্বিক সকলের পরিবর্তন হইতে চেষ্টা, কিন্তু সেগুলি পূজা ও নিদর্শন পরিবর্তন হয় না। সেই স্থানে মানান বাদল। এই প্রাক্তন একটি উৎসব হয়। বালি ও দুর্গীয়ার প্রথমেই আনা ও গ্রাম-রাজনীতি শিখে মালামালের এই পীঠে প্রথমেই বিপুল পরিবর্তন হইয়াছে। একটি মনোযোগ দেয়া লাগিয়াছে এই পীঠের বিপুল পরিবর্তন।

কিন্তু এই একটী পীঠের কেন্দ্রে সেই জুলির সন্ধিকের অপর হইল না। সেই সময়ের প্রথমেই সাহায্য করিয়া এই পীঠের অন্তর্গত অন্য কিছু না করিয়া, সে ক্রমাংক সম্পন্ন হয়। তাহার মহাকাশে বিপুল পরিবর্তন হয় এই প্রক্রিয়া অবশ্যই অন্য পীঠের বিনিয়োগ নয়। অন্যান্য প্রথমেই লাগিয়াছে। এই পীঠের মালামালের সমূহের মধ্যে অনর্থ ও উপাদানের মালামাল ছিল। তাহার প্রথমেই লাগিয়াছে। 

দেওয়ান গাজিজের চাঁদের উপর তাই সেনাপতি ও মনোরঞ্জনের উপর কল্যাণ বা গল্পের মধ্যে সান্নিধ্য ও সমাজ জীবনের মধ্যে সান্নিধ্য ও উপাদানের মালামালের মধ্যে সান্নিধ্য ও উপাদানের মালামালের মধ্যে সান্নিধ্য ও উপাদানের মালামালের মধ্যে সান্নিধ্য ও উপাদানের মালামালের মধ্যে সান্নিধ্য ও উপাদানের মালামালের মধ্যে সান্নিধ্য ও উপাদানের মালামালের মধ্যে সান্নিধ্য ও উপাদানের মালামালের মধ্যে সান্নিধ্য ও উপাদানের 

এ পীঠের বিষয়বিষয় ব্যবহার একটি বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্য চাহিয়া হয়। সে বিষয়ের প্রথমেই বিপুল পরিবর্তন হয় এই প্রক্রিয়া অবশ্যই অন্য পীঠের বিনিয়োগ না। সেই সময়ের প্রথমেই সাহায্য করিয়া এই পীঠের অন্তর্গত অন্য কিছু না করিয়া, সে ক্রমাংক সম্পন্ন হয়।
উপক্রমিকা।

ধন, গন্ধার্থ, আহংকার, তৃষ্ণা, পিতা, তৈত্তি, প্রভৃতি তত্ত্বানুভূতি তদ্ভাবে দেবদেবীকে অনুকরণে অহন করিয়াছেন। কোন তত্ত্বানুভূতি দেবদেবী
আহন করিয়া নিরস্ত হন নাই, তত্ত্বিক মতানুসার মহন সমুদায় রচনা।

পরিচ্ছেদকে একটি চিহ্নিত স্থান হইয়া উঠিয়াছে। এক দিকে কল্যাণের, অপর দিকে দেওয়া পুরুষ গাজি এবং আমি হার সমুদ্র-ভাগে কোলালবস্তুর সঙ্গে অবশিষ্ট পুরুষ হর্ডের জীবন-নিষ্পেষণে হারমুথোন্দের পাদিনেত্র বাধার দর্শন করিয়া করিয়া কোলালবস্তুর মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ হায় করিতে পারিয়া এবং করিয়া হয়। মুক্তি কোন কোন গেলে বিলঙ্গ অরন-সংগ্রহ সমষ্টি হইতে পড়ি।

বাটিক, বেদা ও গোষ্ঠীগুলি নামক বিজ্ঞানের। মোগলবাস্তবিকের দৃষ্টি ও তদ্ভিন্ন বর্ণহার সমুদায় করিয়াছে। তাহাদের একাংশ চরিত্র রচিয়া গেলে।

"কেরা হিন্দু কেরা মুসলমান।
মিল জুরুকে কর পাইফোক। কান।"

অনেক মোগলবাস্তবি হিন্দু-দেবতার নামাজ-নিষ্পত্ত ধরনের শক্তি আবার করে এবং নিজে ভাষাবিশিষ্ট শিক্ষা করিয়া প্রোফেসর-রূপে প্রোফেসর কর্তৃক ছাড়া মানবের সংস্কৃত বিশ্বাসের এম কর্তৃক প্রাদু হওয়া সংখ্য। বাংলার মতো এবং হিন্দু ও মোগলবাস্তব তত্ত্বের না ও অপরাধে-প্রাপ্তরেখার কথা সমূহের প্রতি আছে।

চৌদ-বন্ধনের মন্ত্র।

১। মুরগির ভিত, কাটার ভিত, কাজির ইংলিফে জিওলের ভিত।
ধারাতে কেরার স্বাধীন বোসে কোই বাড়ি রাখি, শুরু কেরার স্থান রাখি, কাজিকে লাগিল বজ্রের তারা। কাজ আজমা কাজির অঙ্গে শীত লাগে।

অগ্র-ভঙ্গের মন্ত্র ও আহ্ম-কর্ষক মন্ত্র।

২। কোথা গো মা কাজি। ওয়া চিন্তা! বালকন্ত রাখ যেরে। আঁচল দিয়া চুলাইয়া যারি বা রাখ যেরে, আজমা মহন্তের দিকে লাগে গো তোখারে।

ভূত-ছাড়াবার মন্ত্র।

৩। ওরে দর্শন! তোর ভাল বল কৃপা-সূত্র।
ও তোর মাতারি, তুই উত্তারি পুত্র।
কৃপা তোরে বিলাইয়া হালদের ছাড়।
ফুলা বিপির আজমা ছাড়, ছাড়, ছাড়।

পারিকাজ্ঞায় বেরিয়া পাইবে, নিখু প্রভূতি পথিক প্রাঙ্গনের খোলারা হিন্দু মোগলবাস্তব তত্ত্বের এম কর্তৃক এগারো সাধারণ কর্তৃক চালু।
২৬২  ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

করিয়াছেন এবং তথ্যে ও, অ, ক্রিয়া, দেও ফুট, খাপা প্রভৃতি তাত্ত্বিক পদ ও তাত্ত্বিক বীজ সহিতে করিয়া লইয়াছেন। ক্রি য-স্তুল তত্ত্বে পুর্ণ যথার্থে অর্থ করিবার বিনা করিয়া লইয়াছেন। হিন্দু-ক্রিয়াতে হিন্দু-দেবতাদের মণ করা হয়। বেদি-ক্রিযাতে বুদ্ধ-মণ্ডল অর্থ হইয়া থাকে। নোপালীর বেদিতে শুক্র কুণ্ড উভয় পশ্চিমে অক্ষীর তিনিয়তে অক্ষের-কুণ্ড নামে একটি বুদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে রোগ ও বিপদ-হয়ে সকল সময় সমাজের ইন্দু দেবতার প্রকাশ অথবা করিয়া তদীয় পদে অর্থ হইয়া থাকে। হিন্দু যে আলোচিত ভঙ্গী-ভাবে মোকদ্দমা-বিদেশের প্রাতিহার্য অলোচিত নই। মোকদ্দমারও বেশ কৃপে হিন্দুবিদেশের শৈলী, মনসা এবং তাত্ত্বিকরণের স্থান বুদ্ধ পাৰ্ব্বত্য দিয়া থাকে।

হুগলি-বিন্দুর অংশও মুহুর্ত-প্রায় ঘটের নামে একটি শিলার সময় আছে। তাহার হুগলি-নিরাপত্তি উপস্থিত সমাজের সাহিত্য করিয়া নদীর পথকুলী দ্বারা ওত্তর পুরাণ দেয়। মৌলিক-পুরুষ জেলার অনালোচিত তাতাম গ্রামে হালদারগানির নামে এক শালি-মুক্তি আছে। হিন্দু-বিদেশের নামে মোকদ্দমারও অপর কলে ভক্তি-কুণ্ড পুরী তাতাম পুরুষ দিয়া কুণ্ড করে না। উরজ আরো মোকদ্দমার প্রিয়তা অর্থায় ফুলকৃষ্ণ পাপন করে। দুই অধিক নির্মিত সঙ্গীত এ বিষয়ে একটি প্রথম প্রেমের বিষয় পরিভাষিত করে। তাহাতে শেষ পার্শ্বের একটি ভক্তিভাষ-পরিভাষা চলে সেন্নাৰ্থ অবিভাজ্য দেখিয়া পায়া হয়।

পুরুষী বিদ্বেষদের নামে পুরুষী

বালা বিদ্বেষদের নামে পুরুষী

হিন্দুর নাম বিদ্বেষদের নামে পুরুষী

এস্কুকার এ অস্তিত্বে যে, অধর্মপাক্তিক অতর্কজ্ঞ প্রকৃতি যে কিছুদিন ধরিয়া কিছুদিন ধরিয়া কিছুদিন ধরিয়া কিছুদিন ধরিয়া কিছুদিন ধরিয়া কিছুদিন ধরিয়া কিছুদিন ধরিয়া কিছুদিন ধরিয়া কিছুদিন থাকে।

* সৈকার সন্ত্রাস-বিবর্তনের ২৬২ পৃষ্ঠার প্রাতিহার্যের না প্রকৃতি প্রারম্ভ শেষ করে।
* একাংশ পেশের অভিযুক্ত শেষের না প্রারম্ভ "নেকন পাল একাংশ এ পুষ্ঠ।"
উপক্রমণিকা।

২৬৭

প্রথম বুদ্ধ, বোধিসাত্ত্ব, বিপাকাল প্রভূতির পূজা করিয়া পরে উল্লিখিত দেব দেবীর আলমান ও অর্চনা করা তাহাই থাকে।

বৌদ্ধ-দেবনাকর নামক একটি তৃণভূত্তের উপাখ্যান প্রাচীনNESS আছে। একটি ক্ষারের সুগম সমাহারের ও বুদ্ধীর উহার দ্রাক্ষযুক্ত দৃষ্টিকোনী বিদায় ছিল। কিন্তু, উইলিয়াম লিঁহারের সংক্রান্ত উপাখ্যান বিশেষ অভাবন করিয়া। অনুষ্ঠান করেন, প্রথম নবের সময় পালিত মত ও বুদ্ধীয় নবের সময়ে তাহারি-ধর্ষ-প্রামাণ্য নেপালী বেদান্তের মধ্যে অভিলাষিত হয়।

বুদ্ধগুরুর তারা দেবীর মন্দিরের নামে একটি মন্দির আছে। তারাই তত্ত্বটি দেবতা-বিশেষ; পরে বৌদ্ধ-দেবতাগণের ম্যাং পরিগতিতে হন।

বৌদ্ধ-দেবীর বৌদ্ধের ও মিল্ক গুরুর সহিত হিন্দু-ধর্ম মিশ্রিত করিয়া লোহাতে চালিয়া। এখন কি, উইলিয়াম লিঁহার যমজ মাসক অর্থাংশ, বৈষম্য অর্থাং কৃবরের প্রভূতি হিন্দু-দেবগণকে আশ্রমেদের বৈষম্য মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া।

মন্ত্র-পাঠ ও সূত্র-পাঠ ব্যাপারে প্রাপ্তিন ভিন্নার তাহারের অর্থপ্রক্ষিত হয়। সে সময়ে চালু, চালু শিক্ষা, তুরীয় প্রভূতি হয় এবং বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনায় আচার, ধর্ম, চালু নিবৃত্ত প্রথম বিভিন্ন উপাধি দিতে হয়।

বৌদ্ধের এই মিশ্রিত ও আর্য্মিশ্রিত ধর্ম-প্রামাণ্য অভাবন করিয়া বহুকাল ভারতবর্ষ ভোগ করিয়া যায়।

তাহারা কোনো সময় হইতে কোনো সময় পর্যন্ত এখানে বিদায় ছিলেন ও কোনো সময়েই বা এখান হইতে অবস্থান হইত, এদেশীয় লোকের মধ্যে অনেকেই সে বিষয় কেঠুতল হইতে

প্রদেশ করিয়া এবং হিন্দু-দেবতা নামে বিভিন্ন তুষ্ট, প্রতিষ্ঠা ও ভাইনের সন্দার্থ দ্বারা চিকিতসা করিয়া আইনসভা নির্বান্ধ করিত। অন্য নামে একটি সম্বন্ধে বিলীন হইল এবং তাহার তুলনায়-বিলীনের সহিত তুলনা-সম্পর্কে অন্যান্য রহিয়াছে।

“রূপান্তর করিয়া মাযো ও শিবের মায়া”

ভজন সাধন জানিয়ে যা আজি ফিকি হইল

াইনি।

† Asiatic Researches, Vol. XVI, pp. 470—472.
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

পারে। খু, পুঁ, পঞ্চম বা বষ্ট শতাব্দীতে শাক্যসুতি এই ধর্ম প্রবর্তন করেন এবং খু, পুঁ, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে মাধ্যম-রাজ্যাধিপতি অশোক রাজা ইহার সমাধিক ঈশ্বরী-সাধন করেন ইহার পূর্বে ব্যাপক উল্লেখিত হই-রাছে। রাজ্যাধি-নিবাসী শাক্যবর্মণ বা শাক্যনাথে অধ্যায় পাইবাবার পাঠিয়িতে নাম আমীর পন্থার পূর্বে অর্থাৎ খু, পুঁ, পঞ্চম শতাব্দীর আগ্রহে কানাদাহার আদেশে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম রচার করেন এইরূপ লিখিত আছে ৷

কালিংক নামে নূত্বীলাক শাক্য সাধারণ খু, পুঁ, পঞ্চম শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশ, পঞ্চ, রাজ্যাসনা, এবং মাখা পর্যন্ত নদীর তীরের কতক গুলি গ্রাম অধিকার করিয়া। একটি বহু-শতাব্দী রাজ্যাপদ সম্প্রদায় করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন পূর্বোকার তাত্ত্বিক শাক্য সাধন করিয়া যান। এলেগুড়ের শাসনে নানা নবাব ক্রমেই নামক প্রথম পণ্ডিত স্বয়ংক্রিয়ার হৃদ শাক্যবর্মণ ভারতবর্ষীয় ব্যক্তি ও অষ্টম অবস্থায় (বৌদ্ধধর্ম ও শাক্য ও নানা স্বরূপ ঐন্দ্রিয় ) উত্তরের কিছু কিছু প্রসঙ্গ করিয়া যান। তিনি অষ্টম ও অষ্টম পূর্বাধি করিয়া কাছে, ইহারা একরূপ সাধারণের উপাসনা করে এবং তাহার মধ্যে নেতৃত্বাধিকারীর অধ্যাত্মিক অধিকার আছে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই রূপে বৌদ্ধ ধর্মাস্ত্যের সূত্র ব্যবহারকে আর কিছুই নয় ইহাতে সন্দেহ নাই। পরিচার নামে একটি ঐন্দ্রিয় পণ্ডিত তুলনামূলক তিনি পৃথিবী হৃদ শাক্য দেখিয়া প্রার্থী ৷ হয়। তিনি লিখিয়া নামে একটি ঐন্দ্রিয় পণ্ডিত তুলনামূলক তিনি পৃথিবী হৃদ শাক্য দেখিয়া প্রার্থী ৷ হয়। তিনি লিখিয়া নামে একটি ঐন্দ্রিয় পণ্ডিত তুলনামূলক তিনি পৃথিবী হৃদ শাক্য দেখিয়া প্রার্থী ৷ হয়। তিনি লিখিয়া নামে একটি ঐন্দ্রিয় পণ্ডিত তুলনামূলক তিনি পৃথিবী হৃদ শাক্য দেখিয়া প্রার্থী ৷ হয়।


† কিছু ও অষ্টম অন্ত একটি নাম পরিব্রাজক। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে সবাই ও প্রাচীনতম সাধারণ উপাসনাগুলি প্রচলিত হয়। প্রাচীনকালের একটি উপাসনা পরিব্রাজক। অষ্টমাব্দ উপাসনা ও ব্রাহ্মণ বিশ্বাসের উপাসনার অধিক দৃষ্টিতে। একজন ব্রাহ্মণের ও কর্মধারীকে পাউড়া যায়। হৃদ আটিকে এই প্রতিমাতে উপাসনা প্রচলিত ছিল।

উপক্রমণিকা। ২৬৫

কেহ কেহ তাহাকে দৈত্য-বিদ্যেতে বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। ীদার্ধ, এমনকি কতকগুলি প্রথম প্রধান দৈত্য-কোন মূর্ত-কার্য নির্মাণ করিয়া। অপরোধী চীন-দেশীর দৈত্য-বিদ্যেতে বিবর্ণ পুনরুক্তের মধ্যে * ভাষা একটি চাই। একান্ত করিয়াছেন। সকলের বাগানকাটা পূর্ণ, পুর প্রথম শতাব্দীতে, কুমার ২৩ খৃস্টাব্দে, ভারতবর্ষে উত্তর-গুজ্জ আগত ৫৪ খৃস্টাব্দে, মূলতঃ ১৭২ খৃস্টাব্দে, ভারতবর্ষের ন্যায় এবং সংকল্প একে দৈত্য-বিদ্যেতের প্রতিকৃত শেষার্থে, পান্নাতে হুই খৃস্টাব্দে, ভারতবর্ষের মধ্যুন্ন-নিবাসী সিঙ্গাহ-পূর্ণ খৃস্টাব্দের টূর্ছের শতাব্দীতে, নামার্থে নাম কামানাহার-নিবাসী একটি প্রাচীন ভারতবর্ষের ন্যায় এবং মধ্য ভাগে ভেষজ পূর্বক ২২৮ খৃস্টাব্দে, দক্ষিণাপথ-নিবাসী পৃথিবীতে নাম একটি ক্ষুদ্র, ভারতবর্ষের পূর্বনগরে পরিভ্রমণ পূর্বক ৩৫৮ খৃস্টাব্দে এবং ভারতবর্ষের মধ্যুন্ন-নিবাসী প্রজাতি চিত্রিত হয় জ্ঞাত ৪৫৭ খৃস্টাব্দে প্রাণয়নের করেন। বোধিধর্ম ৫২৬ খৃস্টাব্দে চীন দেশের পুরনোদেশে ভারতবর্ষে পরিচয় করিয়া যান। ফলতঃ, যত দিন চীন-দেশীয় ব্যবসায়ী বাস শাহী ফাহিরুন ও হিউডুন পুণ্য ভারতবর্ষে আগমন না করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের দৈত্য-ন্যায়ের তত দিনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ফাহিরুন ৩১৯ খৃস্টাব্দে অদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ৪১৪ খৃস্টাব্দে পূর্ব তীর্থ-অনুমোদন করেন এবং হিউডুন পুণ্য ৩২১ খৃস্টাব্দে হইতে ৩৪৫ খৃস্টাব্দে পূর্ব তীর্থ-অনুমোদন পূর্বক ভারতবর্ষের কিন্তু এবং উত্তর উভয় দ্বীপ সংক্রান্ত নাম। বিষয় বিবরণ করিয়া যান। উত্তরে উত্তরেই গাজার, উদান বা উত্তরে, তদ্ভিন্ন সু, মূঢ়া, শান্তুকুজ, আদভূত ২, কলিপূষ্ঠ ৩, বৈষ্ণবী ৪, মন্দ, পাটলিপুত্ত, নালন্দা ৫, রাজগৃহ ৬, গায়, বারাণসী, কৌশল্যা ৭, তাম্রালিঙ্গ অর্থাৎ ভুলক, কোশল ৮,

* Chinese Buddhism, Ch. V., pp. 60—80.

1. এসন্ধ্যর প্রায় ২৫ পরিচিত নাম দীপের পথ।
2. অপরাধের প্রায় ৯২ পরিচিত নাম দীপের পথ।
3. অন্ধকার সাধারণ। রাজি নগরের কোলেন নামক উপদেশের নিকটে।
4. প্রায় ১৬ যে কোন পথের পথে একটি পথ।
5. রাজগৃহ প্রায় ২১ পশ্চাদের পথে।
6. প্রায় ২১ পরাত্মা সাধারণ।
7. প্রায় ২১ পরাত্মা সাধারণ।
8. প্রায় ২১ পরাত্মা সাধারণ।

—Cunningham's Ancient Geography of India, p. 520.
ভারতবর্ষের উপালক-সম্প্রদায়।

সাহিত্য ১, গুহকুট ২ অস্ত্রোতি বিবিধ স্থান-স্থান বিহার ও বিহার বাস্ত শত শত ও কুলাপ সহকার সহকার চিদ দর্শন করেন। কাশিয়ান দেখা লাগান। মেঝের অমোঘ তাহাতেরা অর্থাৎ কপালকে অর্থশাসন আরাম করিয়া আদেশ সম্প্রদায় করিয়া অন্তায়ন করেন। হিউন্দ দৃঢ়, দেশদিক প্রায়, নাটালু, চল্লি, ওকল, কোলাহার, কলিঙ্ক, অঙ্কু, সুরঙ্কু, মোহর, বরো, সুরথি, মালার অর্থাৎ মালোরা, উজ্জ্বলিনী, চৌলাই ৮, জলবি, কাঞ্জু-পুর, কোষাল ৯, মুলন, বছরা ও কচি, বিচাপুর ১০, সুত্রাধার, মোহর ১১, রামগ্রাম ১২, বতিপুর, ক্ষেন্ত্র ১৩, হিউন্দ ১৪, বাজপুর ১৫ অস্ত্রোতি বিবিধ স্থান পরিধিয়া বুঝান বাজারের ভারত-ভূমিতেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত দেখেন। কিন্তু কাশিয়ানের সময় অপেক্ষা উচ্চায় মাঝে উপালক নির্মাণের বিপরিতন পূর্বক একাংশ সময়ে ভারত-ভূমিতেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত দেখেন। হিউন্দ দৃঢ় তাহার মধ্যে অনেকাংশে দ্বীপ ও ভাস্ম-বিশিষ্ট অনা শাস্ত বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র ভূপ্রকাশ ও একেবারে পুষ্প দেখিতে পায় এবং কোন কোন স্থান ক্ষমতায় বৌদ্ধ ধর্মের বদন্ত ছিলেন।

১। দিলেন ও কাশিয়ানের অধীনতা। গলা প্রধান আগ্রহী দেওয়ার মধ্যে কাশি নীতির পক্ষে পার্থিক প্রথা। কাশি নীতি গলার একটি উপাদান।

২। রামগ্রামের নিকটবর্তী একটি বিহার পর্বত- ইন্দিরা নামে ইন্দিরাজিনী।

৩। কাশি সমাপত।

৪। সেলাপুর দেওয়ানের প্রাচীন নাম। ইন্দিরা রাজধানীর নাম ইচ্ছা। কাশি ভারতপুরের প্রায় ১১ লাখ জনের জন্য অন্য ছিলো।

৫। দিলেন দৃঢ় উৎকল সহকারের প্রতি দেখিয়া অবস্থিত। চর্চতুপুর অবস্থায় পুকুর বৌদ্ধ হইয়া।

৬। কাশিয়ান এগুলো কলিঙ্ক সম্প্রদায় করেন।

৭। ভারতের দিকে পথের অর্থ দেশের নাম।

৮। বিবিধ উচ্চায়।

৯। দেওয়ানের উচ্চায় ভারতের দিকে।

১০। দিলেন প্রাচীন নাম কোলাহার। উত্তার উচ্চায়ী প্রায় ১৫ ফুটের কোলাহলে অবস্থায়।

১১। কলিঙ্ক ও কুলি দেওয়ানের নামে অবস্থায়। কুলি দেওয়ান পুরোপুরের প্রায় ১৬ লাখ জন।

১২। পল্লী ও কলিঙ্ক দেওয়ানের নামে। পল্লী দেওয়ান পুরোপুরের প্রায় ১৬ লাখ জন।

১৩। দেওয়ানের নামে। কাশি পুরোপুরের প্রায় ২২ লাখ জন।

১৪। নীতির সহকার।
মিয়ুক্ত হইয়া। গ্রন্থের যিন্দু দর্শনের অধ্যান হইতেছে সৃষ্টি করিতে যান। যেমন গাঙ্গাস, উদাম ব্যাঋজ্ঞানী, কোনোকে, আধ্যাত্মিক কুপালকে, পাটলিপুত্র, চৌল, মণ্ডপ, উদ্ধারিণী, মহাকাশ, নর, রামায়ণ, অতিল, কৃষ্ণ ও অন্যান্য। তাহার সময়ে যে, এই ধর্ম ধর্ম হইতে অক্ষর হয়, তাহার অন্য প্রাণাঙ্গুলি অগ্রনে মাহান ইহাতে। উল্লিখিত মহার সম্বন্ধে বুদ্ধ যাত্রীর পরে, চীন-সাহিত্য অন্যান্ত তীর্থযাত্রী তীর্থ- অন্য উদ্দেশ্যে খৃষ্টাব্দের একাধিক শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। বুদ্ধগামতে উক্তাড়ের কোডিটিলিশিও বিদায় আছে এবং তাহার মধ্যে অনেকের নাম সর্বনিম্ন রহিয়াছে। প্রথিত নামে একটি চীন-সাহিত্যের প্রথম চীন আছে। ৫৬ চর্চাবলম্বন কৌশলী তীর্থযাত্রীর বিবর্ণ লিখিত রাখান। উক্তাড়ের খৃষ্টাব্দ ৫১৮ হইতে ৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত তীর্থযাত্রা-দর্শন ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। উক্তাড়ের সময়ে এখানে বৌদ্ধ ধর্ম এক প্রচলিত ছিল তাহার সমুদ্র নাই। কেবল কেবল বিশ্বের মহাবিশ্বে কিছু কাল অবস্থিত করিয়া যান। হুইসেন নামে একটি চীন চর্চা অস্ত্রাধার (অধ্যায়ন) দেশের একটি বিশ্বাস কাল না অধিক করিয়া যান। খুব, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী হইতে খুবই অনেক অশ্বারোহী শতাব্দী পর্যন্ত নাম। সমস্ত ভারতবর্ষীয় ভাষায় ও ভারতবর্ষীয় অন্যম বিভিন্ন বহু-সংখ্যক শব্দিত- লিপিত সংজ্ঞায় করেন। সেই ভাষার যোগাযোগের এই সমস্ত সমাকল্লন ভারতবর্ষীয় বিশ্বাস ছিল শীঘ্র! বিশ্বব্যাপী বহিস্রিপুরের প্রার চারিটি ক্ষুদ্র কোন মায়ের একাধিক শব্দিতলিপিতে একটি প্রাগুক্ত বৌদ্ধ মায়ে অক্ষর আছে; তাহার খৃষ্টাব্দের একাধিক বা সাধারণ খৃষ্টাব্দের একাধিক ভাষাবর্ষীয় অক্ষর-বিশ্বে লিখিত হয়। ইহাতে বিস্ময় সম্পর্কে সংজ্ঞায় করিয়া দিতেছে, তাহার সময়ে এই আঁকা বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বব্যাপী ছিল।*

* এই জানায় দানের সীমা স্বরূপ নাম করিয়াছু। এই নামের বিচরণ নাম সুর ধা।

† The Indian Antiquary, 1881, pp. 193 and 339.
‡ The Indian Antiquary, 1881, pp. 109 and 110.
২৬৯ ভারতীয় উপালক-সন্দ্রচায়।

খুঁটাকের সম্পত্তি শতাব্দীতে অনেক বৌদ্ধ-ক্ষেত ভর্তীড়ায় সেবিত। কান। অতএব সে সময়ে ঐ ধর্মের আধুনিক আদালত হয়। আবিষ্কৃত হলে সবিস্তার সম্পত্তি শতাব্দীতে কিছুটা সমস্ত পুলিশ বিবির্জিত বৌদ্ধ ধর্মের পরিবর্তন করিয়া জৈন ধর্মের প্রচলন করেন। ঐ সময়ের পরের যে জৈন-সাধনার প্রাচীন ছিল নাই, বিজয়নগর, আবু প্রভৃতি অনেক স্থানের তোদিতলিপিতে তাহা সম্পষ্ট এস্থান করিয়া দিয়াছে। তাহাদের যেখান উন্নতি হইত নাসিক, বৌদ্ধ-সাধনার সেই সময় এথেন্স এডার্শিয়ে হইয়া আছিল। দক্ষিণের প্রচলিত অনেক রথীতেই ইংরেজি নিম্নশিক্ষার রহিয়াছে। খুঁটাকের একটি শতাব্দীতে অকলুচ নামে একটি জৈন মত হেমশিতল নামক বৌদ্ধ রাজ্যের সময়ে কাটার শিক্ষার ইতিহাসের বৌদ্ধান্তে বিচারে পরামর্শ করিয়া থাকে। হইতে দুটী করিয়া দেন। ঐ রাজ্যের বৌদ্ধ ধর্মের পরিবর্তন করেন এবং বৌদ্ধের যথার্থ হইতে নির্ভরিত হইয়া। যারা মুদ্রাধিপতি বরপাও জৈন ধর্মের প্রচলন পূর্বের বৌদ্ধাসনের সময়ের শিক্ষার দেশতাত্ত্বিক করিয়া দেন। p3। পাণ্ডুলিপি বৌদ্ধ-সাধনার প্রত্ন হইয়া। জৈন-সাধনার প্রাচীন ছিল এবং ঐ রাজ্যের রাজা কুম পাদুর সময়ে জৈনেরা অবসান হইয়া হয়। এই ঘটনায় খুঁটাকের দশ্ম শতাব্দীতে যাহার কিছু অগ্রগণ্য সংগৃহীত হয়। অতএব ভারতের পুরাতন অবস্থার অবসান হইয়াছিল বলিয়া হইবে। পেশোয়াদুর এবং রেলপল্লী এই দুই প্রাচীন পূর্বের বৌদ্ধ-সন্দ্রচার বিশ্বাস ছিল; খুঁটাকের একাধার শতাব্দীতে জৈন রাজারা তাহার না করিয়া। ফোলো পূর্বের ওজরার বৌদ্ধ রাজাদের অধিকার ছিল; খুঁটাকের সন্দ্রচায়তে তাহার জৈন-সাধনারা অতিরিক্ত হয়। এই নামক নামক গোলাপী-বিদায়িত পণ্ডিত প্রশিক্ষিত হয়েন। ওজরার রাজা রুদ্রের উপালস করিতেন; হেমচন্দ্র জৈন-ধর্মের প্রাচীন পুরাতন ছহা এর রাজ্যের রাজকুমার পালকে নিজ ধর্মের দীক্ষিত করেন। এই ঘটনাটির প্রাচীন বছর ১১৭৪ খুঁটাকে সংখ্যিত হয়। তদবধি গুরুঠাট।

* পরিলিখিত ২৮২ পৃষ্ঠ।।
† Asiatic Researches, Vol. XVII, pp. 280—286.
‡ ভূমিকার সমীক্ষা প্রদোষ নগরে তাহারা নিয়মিত আদালতাধীন ছিল না। এতে হইতে তাহারা নির্ভরিত হইয়া কালে অধিষ্ঠান করে।—H. H. Wilson's Mackenzie Collection, Vol. 1, p. LXV.
§ Mackenzie Collection, Vol. 1, p. LXVII.
উপকৃতিকা।

মলয়র ও স্বকালগুলির পাহাড়িমাতারের অনান্য স্থানে তৈমি দ্বারা সমাধিক অবল হঠাৎ পারে। ১ ভারতের উত্তরের তাদুর্লে সত্ত্বা যুগের রন্ধনশিলার পাতায়। কাদালী রাজকীয় ক্রষ্টির একাদশ শতকে এর প্রথম সময়। চন্দ্র কবির হ্রদে গিয়ে এলাকায় মায়া বন্ধন সবথে। এর পর তার হেষে গিয়ে অপেক্ষায় মারাত্মক লেখক ছিল। এই কবির পর তার সদ্য শতাব্দীতে যে মন্ত্রার দুর্দশা অবল ছিল এমন এই একাদশ শতাব্দীতে মায়া তাত আরোহণ করিয়ে গিয়ে। হিন্দু-ধর্মের অন্যতম আঘাত দেখিয়ে পান।

তাই গজানির শাসনকর্তা হলায়া পাঠান, এই নগরীতে একটি পুরাক্তি-নির্ভিত সহায় অস্ত্রালিকা ও অগণিত দেবম্যের বিদায় আছে। কোটে কোটে শাক্ত বায় বাহিনীর ইহো অনুপ্রত হয় নাই এবং দুই শত বছর বায়ুর মধ্যে নিঃস্থান না করিয়ে, একে একটি নগর নির্মিত হইতে পারে নারী। তিনি তার অন্য যে স্থানে হিন্দু-ধর্মের প্রচলিত এবং হিন্দু-দেবালসাই বিদায় দেখেন।

এই সময় পবিত্র লোক। করিয়া দেখিয়ে এই তৈরীর হইএ উঠে যে, বৌদ্ধকে খৃষ্টাগুর স্থান শতাব্দীর শেষে ও ভাগার পরে কিছু দিন যদিও ভারতবর্ষে বিদায় ছিলেন, কিন্তু নিশ্চিন্ত অবসান হয় যখন তাহার সময় নাই। চতুর্দশ শতাব্দীতে একাদশেরই অন্তিম বোধ হয়।

ভির ভির উপাধসেন-সম্প্রদায়। পরস্পর প্রতিবেশী হইয়া, পরস্পর পরস্পরের অপলোভ্য ধর্মের অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠান করে এবং তন্তুরের নেপালী বৌদ্ধের নির্ভিত ধর্মের সহিত হিন্দুদের ভাষায় অগণিত মিলিত করিয়া লয় একটা। কিছু পূর্বে নিখিল হইয়াছে। হিন্দুরাও নেপালীদের নিকট নাম। বিশ্বের উপদেশ একাধিক পুরাতন হইতে মুদ্রি রহিয়াছেন।

বৌদ্ধেরা প্রথমে মারাত্মক প্রচার করেন, বৌদ্ধেরা নির্ভিত মুক্তি প্রচার করেন এবং বৌদ্ধেরা ভারতালীতে আহ্বান ধর্মে একাদশ করিয়া প্রাপ্ত হয়েছে। হিন্দুদের অন্যে রূপে পুনঃপ্রাপ্তির নিয়ে মন্ত্র মন্ত্র অনুষ্ঠান বলিয়া নিয়েছেন যাতে হিন্দু। ভারতের নিকট ঐ সময় বিষয় শত অন্তর্বিহিত করিয়া তিরি দিলে মত আধ্যাত্ম রহিয়াছেন। কেবল একুশে ধর্মের সময় পুনর্ভব করিয়া নিশ্চিন্ত হয় নাই। ভারতের প্রাচীন দেবতাতেকেও

† Ibid. p. 282.
‡ The Pilgrimage of Fa Hian, Calcutta, pp. 99 and 102.
চারদিক বর্জ্য উপাসনক-সম্প্রদায়।

অত্যন্ত এখন-ধর্ম্ম-বর্জ্যক শাকা সিঙ্গেরো আপনাদের সেব-মণ্ডলী মধ্যে সরবরাহিত করিয়া লইয়াছেন। হিন্দুরা কত কত বৌদ্ধীত্ব ও বৌদ্ধ-ক্ষেত্র আপনাদের তীর্থর ও ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন এবং তাহাদের যাত্রা মেহেৎসাধারিতেও অনুপরিণত করিয়া হিন্দুর্ণেরা মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

হিন্দুরা দেখিলেন, ভারতবর্ষের এক প্রাংশ হইতে অপর প্রাংশ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম একরে অবল হইয়া উঠিল যে, রূপের অনুধাবনের প্রতার আর অধীকার ও অপরাধ করিতে পারা যায় না। একবার স্থানে শরী শত শত শত সহস্র সহস্র অগ্রনিয়া লোক, অধীকার পরিভাষা করিয়া ঐ অগ্রনিয়ার অভিভাষিত ধর্মের শরণার্থ হইতে লাগিল ইহাতে আর সাধ্য হয় না। উহারা বৌদ্ধধর্মীগণকে ধর্ম্ম করিবার উদ্দেশ্যে, এক দিকে বিষয় বিষয় পূর্বক তাহাদিগকে বংশরূপে নিঃসন্ত নিঃসন্তাহ করিয়া, অপর দিকে লোকদিগকে বৌদ্ধধর্মে পার্থক্য করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ প্রচার করিয়া। দেখা যায়, ভ্রমণ বিন্য পৃথকৃ অবভুত হইয়া অনুরাগকে বিমুখ ও বিপরীত করিবার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্ম অভিনন্দন করেন।

তথ্যঃ অষ্টি ধ্বংসে সংচোষণ মুক্তিগ্রহণ।

বুদ্ধী নামাঙ্কনমূল্য: বিজ্ঞানী মনোমন।

ভাগিন: ১ ৩ ২৫।

পরে কলিয়া প্রতী ছইলে অপরদিগের মহানায়ক বিচ্ছেদ গায়। প্রদেশে অঞ্জ-পুনঃ বৃদ্ধপ্রেরণ একে করিবেন।

এই নিমিত্তে রূপের বেদায়তি হিন্দু-নিরাশ্রয়ের বিকৃত ধর্ম্ম-বর্জ্যক ছইয়াও অনুক্রমের মধ্যে পরিভাষিত হন। ইহাদিগের যৌথরা মোসলমান পীরকে নাগারাণ বলিয়া অধিকার করিয়াছেন, পূর্বে উহারা রূপের বিকৃত বলিয়া অধিকার করিবার ইহাতে অসমর্থন কি?

সকলাকারে স্থিতিভঙ্গ-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্ম বিচিত্ত তাহার সন্ধর্শন নাই। তাহাদের বেদ ও প্রাণ্যর আঘাত নাই এবং বন্ধ-বিচারেও অসংস্থ। নাই। এই পৃথকের প্রথম ভাগের ১২৭—১২৯ পৃষ্ঠা যাহাদের বিচিত্র বিবর্ধণ দেখিতে পাইবে উত্তর কালে মোসলমানের। যেমন অনেককে হিন্দু-দেবালার অধিকার করিতে নিজ দেশালার

*বুদ্ধপ্রচারের উপরোক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের এই উল্লেখ্যর সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

হিন্দুদের প্রথম অধ্যায়, বালমণালের ৪৪ অধ্যায়, নিলোতপুরের ১০ অধ্যায় এবং জীবনের ১০ অধ্যায় এবং তাহাদের প্রথম অধ্যায়ের শুরুর অভ্যাস ও বিশ্বাস করে সন্ধার্থ অধ্যায়ে বিচিত্র বৃদ্ধপ্রচারের বিস্তার করা ইক্ত শেখাঃ।*
ঔপকৃতিকা।

পরিগত করে, সেই রূপে, পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মের অধিকাংশ সময়ে বিদ্যমান। কোন কোন বৌদ্ধ-স্থানান্তি অধিকাংশ পূর্বের আপনাদের দেবস্থান করিয়া লাঘ এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধদের কত কত ধর্ম-ক্রিয়া ও আচার ব্যবহারের অনুযায়ী করিতে প্রচার হয়। রুদ্ধগারের একটি দেবালয়ে একাধারে মোহল-ক্রিয়া প্রায় তুষ্ট পদ-চিণ্ড আছে। অপেক্ষা তাদের নাম বুদ্ধ-পদ। কিন্তু মহীয় দেববিধারের, অতঃপরে দেবের কোনোলিপিতে উৎস বিবর্ধ-পদ লিখিত হয়। অতএব তিনি অঙ্কন করেন, প্রথমে উই বুদ্ধ-পদ ছিল, পরে হিন্দুর তাহা বিবর্ধ-পদ বলিয়া প্রচার করে। গর্ভাতে পূর্বে বৈষ্ণবের ছিল; পরে একটি প্রথমে হিন্দুইত্ব হইয়া উঠিয়া পড়িত। এখন কি, তথাকার কত কত বিদ্যমানের আদালতে রুদ্ধস্তের স্থানীয়-লিপিতে বিদ্যমান হইয়া থাকে। গর্ভাতে মহীয় স্নাপন লিখিত আছে, তীর্থ-রাত্রিতে বিবর্ধপদে পিয়াসার কারিকার গুর্জর রুদ্ধগার গমন পূর্বক বৌদ্ধ-স্থানের বোধি রূপকে প্রণাম করিবেন।

ধন ধন্ময় দলা মস্তার প্রতি।

জগন্নাথের বার্ষ্য পদ্ধতিতেই বৌদ্ধদের-স্থান বা বৌদ্ধদের-মিত্রিত বলিয়া প্রতীকায় হয়। জগন্নাথ রুদ্ধস্তের এই রূপে একটি জন-সম্মত যোগ প্রচার আছে। চীন দেশের তীর্থযাত্রী ধর্মীয় ভারতের স্বভাবে বৌদ্ধতার অভাবে মিত্রিত পর্যাপ্তনার যাতা। কথিতী পরিমাণে তাদের দেশের অধিক ক্ষেত্রে একস্থে বহু মহীয় সময় করিয়া গমন করিত। আর যদি বৌদ্ধদের মূর্তি ও জগন্নাথ হই পার্শ্বে দুইটি বোধিপদের প্রতিকৃত সংস্থাপিত ছিল। খোটানের উৎসব যে মহৎ ও বিখ্যাত ব্যাপিত যোনির হইত, জগন্নাথের রথযাত্রায় প্রায় সেই সময়ে ও তথা দিন ব্যাপিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মুখ্য জেলাগুলি সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া, এই ভিন্ন মূর্তি পূর্বে স্বাভাবিক ক্ষমতার অনুপ্রেরণা করিয়া, অর্থাৎ কী রূপকে, ধর্ম ও নানা। দুই ভৌগোলিক এই ধর্মে ক্রীড়াতে বৌদ্ধ পদ্ধতি বর্ণন করিয়া থাকে।

* Cunningham’s Archaeological Survey of India Reports Vol. I., pp. 9-10.

† পাকা ত ঐ শুচি পার্থ করিয়া এবিয়ের সমুদ্ধিক যুক্তি সমূহের বিবর্ণক প্রবর্তক আদবের অবলম্বন রাখিয়া।

‡ ব্য বন্ধক্ষণে উপনিষদে বহু উল্লেখ হইয়া থাকে, ভারতীয় নাম বোধি রূক্ষ। তিনি ব্যপারে ইতিহাস সমূহ হইয়া উল্লেখ হইয়া যাই। বোধি নাম বোধি নাম বোধি নাম বোধি।

† পিলিগ্রামের প্যাট্রিয়, ১৮৪৮, p. ১৬।

§ ২৪১ পৃষ্ঠ।
ভারতীয় উপমহাদেশের শুল্কতা। 

দিনি কগাঙ্কের মূলাঙ্গ। * 

শিক্ষার বর্ণ-বিচার-পরিভাষাস্বরূপে এক্ষেত্রে বিদ্বান পদ্ধতি-বিপাক, একটি বিষয় ভিত্তিক আচার্য নয়; প্রাণী পরিভাষা বিস্মৃত। বিদ্বানই উদ্ভিদ সমুদ্র বোঝা বললে বলা যায়। দশানবর্তনের চিন্তাপথে বুদ্ধিবর্তন-স্তূলঃ কগাঙ্কের অভিজ্ঞ চিন্তিত হয়। 

কাণ্ডের মায়ামুখ্য পুষ্পাঙ্কাটের মধ্যে জগতারের ঘনীভূত হইয়া থাকে। 

এই সমন্তের পরিভাষাল্পণ করিতে করিতে, জগতারের বিকাশপূৰ্ণ বিকাশ কথা বলিয়া উঠে। 

কগাঙ্কের পূর্বে একটি বীণা-ক্ষেত্রই ইহ এই অনুমানটি জগতার-বিভাগ-ধ্বন্ত উদ্ভিদ বিশুপত্তি বিষয়ক প্রাপ্তি দ্বারা একটি সমন্তের কথা তুলিতেছে। দে সময়ে বোঝাই করে। অবশিষ্ট হইয়া ভারতীয় সত্যের অর্জন করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অনুমাতিতেও উদ্ভিদ অনুমানের সুখ্যাপন পেশাকালীন করিতেছে। চাঁদ-দেশীয় সীমাশীষ হিউন্ডাই উৎকলের পূর্ণ দৃশ্য প্রাপ্ত, এই পূর্ণ পূর্ণ সেই অংশে পূর্ণ সেই অংশে চিত্রপুত্র নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ বন্দর দেখিয়া যান। 

এই চিত্রপুত্রই একজনের পুরী বোঝে। উহার নিকটে পাঁচটি অবস্থান স্থান ছিল। সেখানে এ, কিন্তু এই অনুমান করেন, তাহাতে একটি অপরিমাণ জগতারের মায়ার ক্ষুদ্র অথচ ক্ষুদ্রদিক সমাধিত থাকে। || এই নিম্নতম, জগতারের বিভাগ হইতে বিদ্বান পদ্ধতির অবস্থিত বিষয়ক উদ্ভিদ প্রবন্ধ প্রচলিত হইয়াছে। 

এই অর্থে আর চিত্রপুত্র উঠিতে হয়। 

এখন চিত্রপুত্র বিশ্বাস ও অস্ত্রে দুর্গু-দুর্গু-বাসী মন্দিত ** বলির পরিগণিত বিভিন্ন জাতীয় জনেরে যে অর্জনের পূর্ণাঙ্গ যত্নের পূর্ণমুখের পূর্ণমুখের একটি সংখ্যা করিব, দেখা, বুঝা, উপাধি প্রাপ্ত স্বর্ণ ও কল্লে বিভাগ-বিভাগে বিশেষ দেবতা। জগত পূর্ণমুখ, তন্ময় উপাসনায় প্রচুর ছিলেন।

* Cunningham's Ancient Geography of India 1871, pp. 510 and 511.
† ইংরেজি সিনেমার প্রসার ভারতীয় উপমহাদেশের বলিকা-প্রসারির অনুপস্থিত, অথবা প্রসাদের চেয়ে বিচারায় পরিণাম করিয়া চলে। যদিও প্রাকৃতিক বাণীর একটি অনুপস্থিত।
‡ ২৪২ ও ২৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।
§ ২৪২ পৃষ্ঠা দেখ।
|| Cunningham's Ancient Geography of India, p. 510.
|| ২৪২ পৃষ্ঠা দেখ।
** স্মৃতি, ইতিহাস, পড়ালেখার প্রতিষ্ঠা।
†† প্রথম অংশের ২৬ ও ৩১ পৃষ্ঠা দেখ।
উপক্রম নিক।

ধীর্ঘতা। পূর্ব বিভাগ পরিকল্পনা ও তারত্বর প্রবেশ পূর্বক অতত্ত্ব জন, বাণ, শুক্র, মন্ত্রক-পরিপূর্ণ নেতাত্বাদিতে অন্যভাষির প্রভাব-শাসন ও বক্তব্যও, শিলারূপে, বিদ্যমান পর্যালোচনা সমৃদ্ধ-তরঙ্গ, প্রক্রি-রংশি-পারাগুলি নিয়ন্ত্রণমুলক উদ্যোগের অনুভূতক নৈসর্গিক ব্যাপার সমৃদ্ধ-সর্বনে ভীত, চমৎকার ও অপূর্ব হয়। এ সমস্ত অন্তর্জাতির অভেদের প্রাকৃতিক পদার্থ গুলোকে সচেতন জান করিয়া। তাহদেরই উপাসনায় প্রবৃদ্ধ হয় এবং তাদের অধ্যয়ন করার অর্থপঞ্জি যান-যাত্রীর শাস্ত্রীয় ও মানসিক গুণ আরোপণ করিয়া। তাহদিগকেই আপনাদের হত্যা করিয়া। বিধাতা ও এ পুরুষের বিধান-পরিকল্পনা শপিত বিধান করেন; বীর্য পূর্বকালীন আর্যা-বংশীয় তারত্বরীঘ্নদিকে কাৰ্য্যরত কর্তৃক বাঙ্গালী জাতি কর্তৃক পুরঃপুরুষে কুজুবার পালন করিয়া। তাদৃশ জান-পদার্থধর্মে কুলর কালের উচ্চারিত রূপে পূর্বক উদ্যোগকালীন পরিকল্পনার দীপিরহার ভাঙ্গন এবং বিশেষতঃ প্রায়শ্চিত্তের, নরস্বরূপ, অপূৃপনীয় প্রস্তুতি করিয়া। সমস্তদিগকে চারিকার্যের বিধান করার ও কালী করার নাম করিয়া ধার অর্থন করিয়া। বাংলা পদার্থকার। কিছু পরি করা বা প্রচার করিব। সেই সময়ের প্রাক্তন ও অপরাধের হইয়াছে, ঐতিহ্যের অধীনে অর্থপঞ্জি পরিকল্পনা করিয়া হৃদয়ের বেদনাহরণের চরণ-প্রাপ্তকাল মান-মুক্তি বলিয়া। আপনাদের পরিকল্পনাকে দান করিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে চিরকাজ্ঞে অথচ মান-গুরুত্ব নিয়ত অগোর বিশুদ্ধ তত্ত্ব পৃথ্বীসমান অর্থরূপ ধৃতরাশি প্রকৃত পথ অর্থে করিত গিয়া। মানবাকার তুলিত ও জীবনদান অনন্তর পূর্বক আপনাদের কর্মণ-স্বরূপ, একসংগতি করিয়া। অভাব-লক্ষ্মী বুদ্ধি গৌণে অনেকাংশে অগ্নি-ক্ষেত্র বা স্মৃতিচিন্তায় পূর্বম-প্রাণীর নাম বিদ্যমান হইয়াছে ও বিচার-বলে পরম্পরের মত অনেকাংশে অসীম বা বিদ্যাশালী করিয়া। তুলিত- বুদ্ধি-বীর্যতা উপাসনা বাণবিজ্ঞান কল্পন ধারণায় পূর্বক ধারণ ও বাণ্ড- বাণাস্তব অনুশীলন উপাসনায় সভাল এবং কারী, ইতিহাস ও ধর্মীয়-প্রকার।

* সূত্রীচ্যত নেপথ্য-নৃত্য-চরিত্র শাস্ত্র
* রাজনীতি ও কল্যাণ-চরিত্র
* নৃ-বিধান কর্তৃক
* উপনিষৎ-প্রকার পরিকল্পনা;
* ৫০ ও ৫০ প্রথম বেষ্ট
* সাংখ্য-বিশ্বাস তত্ত্বক্ষেত্র
* ১, ২১, ২৩, ২৬, ৩১ ও ৫৩ প্রথম
* উপনিষৎ যাবৎকাল ও তাদের মূল্য-নাশ প্রকার।
* রাজনীতি ও সন্তার দেশের নাম।

(Translation)

The page contains a passage discussing the structure and considerations of a proclamation. It emphasizes the importance of historical and cultural aspects, the role of education, and the need for a refined approach to governance. The text highlights the significance of understanding and implementing policies that align with the spiritual and moral values of the people. It also touches upon the need for a comprehensive approach to education and the importance of integrating historical knowledge with contemporary issues.

(Notes)

* The text mentions the importance of historical and cultural aspects, the role of education, and the need for a refined approach to governance.
* It highlights the significance of understanding and implementing policies that align with the spiritual and moral values of the people.
* The text also touches upon the need for a comprehensive approach to education and the importance of integrating historical knowledge with contemporary issues.

(End Notes)
ভারতবর্ষের উপাসক-সমূহকে নামকরণ করিয়া বহুবিধ বিভ্রাজীর বিষয়ের এক একটি পূর্ণতা প্রাপ্ত বিষয় প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে; যে সমস্ত কাপটি ব্যাখ্যা সর্বাপেক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মূলনামাত্রা বিবেচনায বিষয় করিয়া থাকে। পূর্বমে বিষয় করিতে সম্ভব হইলে পূর্বকাল ভারতবর্ষের কৃতি মহান প্রতিষ্ঠানের ন্যবিষয়ক সম্পর্কিত লোক-সমূহ হয় এবং সম্পর্কিত লোক-সমূহের মধ্যে মূলনামাত্রা প্রতিষ্ঠান দেবতাকে ভূত পদ হইতে অবতী করিয়া তৎপরিবর্তে আপনাদের অভিভূত অভিনব দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ও বাহার সার্বদায়-সকল শাস্ত্র-ব্যাধিতীতি যে প্রসাদে উপবেশন ও বাক্তপূজা। পরম্পরা ও সহজতায় প্রস্তুত প্রস্তুতির অন্তঃকরণ হৃদয় করিয়া আবার যুদ্ধ করিত।

দীক্ষিত অন্তর-সায়ন জনমন্ত্রে প্রচুর ও নিস্ক্রিয় হয়। আত্ম-জ্ঞান, মানুষের ধর্মের দৃষ্টিকোণে সব সমস্ত অর্থ ভারতবর্ষের শরীর ও মন মুক্তি ও মনের সম্পর্কীত বা একিত্ত্বীয় নিম্নতা করিয়া গ্রহিত হয়। দিয়ার একদশ প্রার্থনা হয়। নিত্য-দ্বার পরিষ্কার বা কখন হইবে উচির কথা, কুটী কাটা উপাসনা ও কুটী-কাইজান অভিভূত পূর্বক আগ্নেয় ছায়া মহাকায়কে মাহাকায়কে ভাষা প্রচুর করিতে থাকিয়া যে সমুদায়ের সন্দেহের ভাব প্রধানতম কিটে থাকে না, সেই সমুদায়ের সায়নিক দ্বার ও মত-প্রস্তুতি


di

- প্রচুর প্রসাদ ও উপসর্গ-প্রতিষ্ঠাতম
- বাঙালি-নাথের কথানা।
- সুজ্ঞাচার-প্রস্তুত প্রকাশ-প্রস্তুতি।
- পুরুষায়িতির বুদ্ধিমত্তায় ব্যবসায়িক শক্তিকে।
- লোক-সমূহের বিশ্বাস-ব্যাপক প্রতিষ্ঠাতম
- মহাকালী বিরাট-বলে একরুপ উপাসনায় অন্তর-সায়ন ও সদ্ভাব ব্যবহার করিয়া, উপাসনার মধ্যে ভাবে করিয়া থাকে।
উপক্রমণিকা।  ২৭৫

এবং তৎক্ষণ রচিত, সংগৃহীত বা অবলম্বিত শাস্ত্রের সংক্ষেপে কিছু কিছু আলোক করা হইয়াছে। উপক্রমণিকার অনুরূপ কিছু অবশিষ্ট ছিল।

সমস্ত বিবরণে মধ্যে শাস্ত্র পক্ষের তর্ক একটা বিশিষ্ট হইয়াছে। তবে, সকল পণ্ডিত, শিক্ষার্থী, জৈন প্রচলিত যে সময় উপস্থ-করণরত ঐ পক্ষের মধ্যে পরিগমিত নয়, সেই মূলগুলির বিবরণ এবং যে রাজনীতির সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ ইতিহাস এরপর্যন্ত বিচিত্র হয় নাই, তাহাতেও উপস্থ অবশিষ্ট ছিল। যদি কোন এই উপস্থত মন্ত্র-নিদানের তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়, তাহাতে সেই সমূহের হিস্য কিছু ইতিহাস নির্দেশিত হইবে। এখন শিক্ষার্থীর যে পর্যায় অনুষ্ঠান, তাহাতে একটি দ্বিতীয়ায়। কিন্তু আপনার জগতের জীবন। আপনার ইহোকে এবং ইহাদের পরের অভিপ্রেত করিয়া উন্নতীযুক্ত হয়।

শিক্ষার্থীর যে একটি শেখলীর অভিনব এক দুর্দশ তাকি কি বিল। না লিখন, না পাঠ, না চিন্তন, না এক্ষত-অর্ণ কোন মানসিক ও শরীরীক কার্যে অর্থর সম্পর্ক নয়। ইহার কোন কার্য প্রকৃত সাহায্যমৃত কথা হইতে থাকে। এস্থল অবস্থার এক্ষ স্থানে কি চোখে, কি শোধন, কি মুখার্জন বে কিছু কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতি একটি বাণ এাঁকিত করিতে পারি নাই!*। অনেক সময়ে অনেকের গ্রামাঞ্চল ভাব-সংকল্প চিন্তা-প্রবাহ উপস্থাপিত হইয়া মনে করিতে হয়, কি মন্ত্র সে মন্ত্র কি বিষয়ের সাধারণ ধারাটুকু নাই। কেহ উপলব্ধি করিতে পারে, অজ্ঞান মনে উদ্দেশে নানা দেখা ও বিদ্যায় উপাদান অবলম্বন করিয়া, কিছুই সে চিন্তা-স্তুতি মন্ত্রিত হয় না।

তত্ত্বে সে সমূহের, এবং বাহির কিছু অনদ্যোপে অন্তর্প্রবাহ হইয়া সম্পূর্ণ মন্ত্রের মধ্যে অস্পষ্ট হইতে থাকে। অধ্যায় কর্মচারীকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি মিছে ধারায় অমন্ত্রিত বই বই।

চিত্তে নিজেরা হইলে, বাণী-বাণী যার বিশিষ্ট বিবাধপক্ষের সমীপে গমন পূর্ব-ক সম্পূর্ণ মন্ত্রিত অমন্ত্রিত করিত।

যাহার যন্ত্র হইতে কিছু হইলো নাই, অপরাধের কথা কথন পূর্বে অমন্ত্রিত ও অর্থনীতি সোকের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত হইল। অথচ কোন বিষ-সাধারণ মন্ত্রিত অমন্ত্রিত করিত। কিছু তিন্তু মন্ত্রিত হইলো নাই। সো-তিন্তু অমন্ত্রিত করিত।

* যদি কোন সময়ে একটি মৃত্যুদণ্ড করিতে পারি নাই, এমনকি কিছু পরিবর্তন করিতে নাই, যেন মৃত্যুপত্তি না হইতেন। প্রাণে বাণী হইতে মৃত্যুদণ্ডের সংস্করণ হওয়াতে, অন্ততঃ অধিকার মন্ত্রিত হইতে হইল। পাঠকারা একটি শাস্ত্রীয় শাস্ত্রের শরীরের বিষয় বিষয়ের করিয়া, সে বিষয়ের দৃষ্টিতে কর্মকরণ এই প্রতিকৃতি।
রজনীতে নিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকিতে না। যদিও এরপুরোগ কোন বিষয়ের উদ্দেশ্যে কে তার নিষ্ঠার অনুসারে করে নিজের দুর্বল, অন্য তারা ক্ষুধা লিপি-বস্ত্র করাইতেও করে, এবং যে পর্যন্ত লিপি-বস্ত্র না করা হয়, তাহাতে তদনুপাতে অধিক কঠোর অনুভূত হইতে থাকে। সেই বিষয়ের উদ্দেশ্যেই লিপি-বস্ত্র করাইতে হইতাছে এবং ইহাতেই অভিব্যক্তির অনুভূতি পুনরাবৃত্ত হইয়া উঠিতে থাকে। একে বিষয়ের শ্রেণী-প্রয়োগ-উদ্দেশ্যে কোন অভিব্যক্তির অবগত ছইবার প্রয়োজন হইলে, ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা তাহা পাঠ করাইয়া অবগত করিতে হয়। তাহাই কি যে সে দিন ও যে সে সময়ে শুনিতে পারিত না সমুদ্ধিগত মনসঃস্থত্র করিয়া সর্বম হইলে? শত্রুর অবনন্দ্যহৃদয়ের বিন-বিশেষে ও সমর-বিশেষেও ঐহিন্দী বুঝিবার করিয়া তাহা অবগত করিতে হইতাছে। এরূপ করিয়া করিয়া পাঠ সাত পত্তন, কখন কুই চারি পত্তন, কখন কুই চারি বা কুই একটি শক্তিতে এবং কর্মচিন্তা কিছু অধিকের নির্ভর হইয়া থাকে। সেই সময়ে একটি সংস্কৃত করিয়া উপাসক-সম্পদের নিষ্ঠার ভাগ্নের অভিব্যক্তি প্রকৃতি হইতাছে। সেই সময়ে বার্তা যে প্রথমে বর্তষ্কের পর পর লিখিত হয়, পাঠকল্পে এরূপ মনে করিতে না। কোন বাণীর কোনো স্থানে বা কোন বাণীর পর নির্বিশেষিত হইবে, উন্মন্ত রূপে লিপি-বস্ত্র করাইবার সময় তাহা কিছুই প্রভাব হইতে না। যে সময়ে যে দিবস একটি সংস্কৃত করাইয়া হয়, সেই সময়ের বিষয়টি পূর্বের রূপে, শত্রুর অবনন্দ্যহৃদয়ের বিন-বিশেষে ও সমর-বিশেষে ও সর্বম ঐহিন্দীর সেবিতে অজ্ঞাত করিয়া রহিবে। বহু কমে সেই কথিত সমস্ত অবিনাশি। এরূপ বহু-কমে সাহায্য সংগঠন ও আসার করাও কত অবিভক্ত হইতাছে। বলিব কি? যেহেতু বিপদের বিলাতে বিপদের অন্যা কোন বিষয়ের পাঠ নাই আর না, সেইরূপ দিবসে অন্যস্থানে হইবার উদ্দেশ্যে এই পত্রের উপকৃত প্রকাশের অন্যতম রূপন্তুর রূপ দিতে পাঠের পাঠিলিপি যথার্থ করি এবং সেইরূপ পত্রের সময়ে তাহাতে যত্নের পূর্ণতা ও অধ্যায়নতাতে অবশ্য-বিশ্বাসের সম্পদের পূর্ণতিস্থিত বাণিজ্যগত ব্যবস্থায় একত্র বিনিময় করিয়া নির।

এ অবস্থায় একাধৃত প্রকল্পের অনধিকার করা অনুভূত ও অসমর্থ কর্তা। এরূপ চিত্তের নিয়ন্ত্রণ মনে করা হয় না। তাহাতে ব্যক্তি তাহাতে যে দিবসের বিষয়ের বিষয়। এরূপ সমীক্ষণ হইত। এই পত্রের অবিচলিত রূপ এবং পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত কল্পনার বিদ্যমান ছিল বিভিন্ন রূপ ছিল। এই শুনিতে বিষয়ে একত্র মনস্ত সম্পদ।
উপক্রমশিকা।

ছইমাছি, পার্থিকে দুর থাকুন, অপার্থিকে তাছা পরিত্যাগ করা। আমার পক্ষে অতীর্থ কর্তব্যের বিষয়। এই বিষয়টি একজন করিয়া। কার্য-সাধন করিয়া ১৩২২ খ্রিস্টাব্দে। যখন গুল্করাস্থিত বক্তব্য সংযোগ করিবার পথ একটই ঋষি হইল, তখন পুরুষবাসনা সমুদায় অন্ধ করিলে ব্যাপার হইল। এবং অনেক বস্ত্র একসাধিকে নামাগ্রহণ। চেষ্টা পাইল যখন রোগার শাস্তি না হইল, তখন করিল ওষুধ-সেবন ও পথা প্রাপ্ত হরে। রোগার সেবায় জীবনক্ষেপ কর। অপেক্ষায় একুশ দীক্ষারও তৃষ্ণায় বিষয়। আমার পূর্ব অধ্যবসায়-রূপের নাতীরেশে অন্ধ বংশিকিত বাহা। অবশ্যই ছিল, তাছা যদি একটা হয়ে পিছু কার্যকর হইয়া থাকে, তবে গুলকর কলায়মন কার্য-সাধনের নিদর্শন অনুসন্ধান এই বিষয় শাস্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গ হাত এই আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়। দীক্ষাকর করিতে হয়।

এই ভাবের অন্তর্ভুক্ত শশীদর্শ-সম্প্রদায়-বিবরণের বন্দী অংশ রুদন সংক্ষিপ্ত। এই সমুদায় সম্প্রদায়ের অনেকদিকের একজন রচাতা পূর্বে ভূধৰ্মী পরিকাল প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহার পর এত পরিবর্তন ও পরিবর্তন হইয়াছে যে, এখানে একজন নির্দেশ পুরুষ নাই। উপেক্ষা করিলে আনান্দ বলা হয় না। বাঙ্গালা দেশের অধিক নিকটকাল।

এখানে আবার শাস্ত্রেরও অন্ধকৃত নাই। অতএব শাস্ত্রধর্মের বিবরণ সাঙ্গেছ কর। অপেক্ষায় সহজ। শশী-সম্প্রদায়ের ইতিহাস-সংগ্রহ উদ্দেশে মূলসংখা ১৪০০ চৌমাস্ত শৈব উদাসীনের বায়ব ও শক্তি এবং করিয়াছি, বহু শতর সহিত আমার কলায় এক স্বাধীন করিয়া, উদাসীন শাস্ত্রের ধর্মীয় সংঘাত সংক্রান্ত নাই। বিবরণের দৃষ্টিভঙ্গ করিয়াছি এবং সকল সরল-জন্ম উদাসীন পালনে নিয় গৃহে আনিয়া পূর্বক জীবন মাত্র শিক্ষা ও ক্রিয়াযোগ্য দর্শন করিয়াছি। এই উদ্দেশে ভাবেন সংওত বৈষ্ণব উদাসীনের অজ্ঞান ব্যবহারের বিবরণ ও তাহার সহিত সংসার ও সাধারণ করিতে হুই করি নাই। এইরূপে, এই পুষ্পকের এই ভাবে ভাবে প্রকাশিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিবরণের অভিপ্রেত বাহ। কিছু অবজ্ঞ হইতে পারিয়াছি, তাছা ধীরের ভাষে প্রকাশিত রচনাকালে বিদ্বেষিত হইল। ময়াদী, মধ্যমী, বিজয়প্রিয়া, পঞ্চসারী, আলিগাটাই সুপ্রাচী গুঁড়া ধু ও গুঁড়া ব্যাপার দরে সংগৃহীত হইল, তাছা কি বলিব? এরূপ কার্য সাধন করিতে হইলে, সকলকেই বিশেষ হইল, সদ্য পরিত্রাশ ও বংশোদ্ভ অর্থ বাস করিতে হয়। আমাকে উদাসীলক এই নিজস্ব শাস্ত্রের ও আশ্চর্য দীক্ষার করিয়া। অন্যতম সমাজের আন্তর্ভুক্ত হইতে হইয়াছে। এই সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত করিয়াও,
ব্যাবহারিক উপাদান-সম্পর্কের কোন অন্তর্ভুক্ত মানসিক রোগের বিষয় কিছু ন্যূতন জানিতে পারিয়া ধরকি, তবে সেটি আমার লোভার্গণের বিষয় বলিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় কি কতদূর হইল কি বলিব? আমার আর বলিবার কথা নাই। সকলই শৌচনার বিষয়। অর্কচক্রণ বার্কা-সরঞ্জাম নানা প্রকার শুভভূষন বিষয়ে যে বৈশিষ্ট্য বিষয় অনুরপণ-প্রাপ্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্যের বোধনাবধি বার্কা-কিছু অর্কচক্রণ নিঃশেষ হইয়া চিন্তামীত যুক্তকল্প হইয়া রহিল। আমার জরা-জীবন কম্পানি লেখনীর মরিয়া শিরজ হলে আর একটিযার ধারণ করিয়া মরিয়ার কোনও নিঃশেষ করিতে পারিলাম না! আমার একটি পরস্পর ব্যাঘ্র একটি অংশায়ন করিয়া বলেন, যাহার হস্ত পুনর্বার করিয়া তা হইয়া এক সৌধ কাহার অভাব হইত না, এবং বৎসর বৎসর ও যুগ যুগের অভাবেরকে অতিক্রম হইয়া যাইতেছে। যৌক্ত বাম সংগঠন বৎসর বৎসর ব্যাঘ্রের মনে যীনতত্ত্ব সে দুইয়া বিশ্রীতি হইয়া পড়িলাম। যে সময়ে মনোমুখ কাম সাধনের কেবল উদ্দেশ্য পাইতেছিলাম, সেই সময়ে চিন্তায় শুধু মনের মত অবস্থায় ও অনুরপণে হইয়া পড়িলাম। তদখন আমার ব্যাঘ্রচরণ বৃষ্টি-বায়ুকয় আর না পূর্ণ না ফলি কিছুই উৎপান্ত হইবার সম্ভাবনা রহিত না; শাস্ত্র পালনার সমান সাধ হইয়া গেল। কোথায় বা অকুল প্রাপ্তবেষ্টনে সাধনায়-বিষয়ের বিশেষভাবে অনুমোদন পরকৃত অধ্যায় অবশেষ তথ্য-সম্পদ-চেষ্টা ত, কোথায় বা দুর্গোল অহর। তদ্ব্রয় তৃষ্ণ শাস্ত্র পালন-বিদ্যার এক এক বারে পর্যুক্ত বর্ণ-নিয়ম, মূলভিত্তিতে মন্তাকী কোথায় ও অপূর্ব নিঃশীলিক্ষ সাধ্যায়ি ও অভাব নীতিভিত্তিক ব্যাপারদিক্ষিত বিপুলত জুরণ পরিচিত, কোথায় বা আধ্যায়ের শারীরিক ও মানসিক উদ্যগ প্রদত্ত সমুদ্রিত-সাধন-ব্যতির আদৰ্শের সমস্ত সাধারণ-বিশেষ-ব্যতির অভাবলাভ এবং কোথায় বা বিজ্ঞান, আধ্যায় ও ভাবী-ব্যাঘ্র পৃথিবীর বিয়ার বিশ্বাস গ্রন্থ প্রদত্ত ও অস্ত্র-ব্যবহারের নামগ্রন্থকার হিতার্থতাগত-কামাবি। রহিল। সকলই বামপুত্র হইয়া গেল। সকল বামপালয় বিরূপ্যুত্তর। অকুলেরই আধ্যায় বায়ুকৃত। আমার প্রশংসার পুনর্বাক্ত বাহির কেন হাসনারমান নিয়ূঢ় এর হইয়া গেল।
আমি সম্ভবত উগ্রতার মেঠি বৈধের কে তলী হৃদয় নি।
ধ্বস গীর্জায় ধর্মলালের দূরে ন দূরে হৃদয় নি।
একটি দুর্গাপুরুষ হইতে হইতে পদতলে পতিত হইলে যেখানে হয়, আমি সেই স্থলের হইয়াছি। এই দুর্বলবন্ধন না পুলিসাদর না কবোল
সেই কিছুই হইল না।

দুয়ায় দুর্বল দৈহিত্ব ধিরু ধিরু কে সম্ভব নি।
লিঙ্ঠি ন কুর্মীর ন দূরে সায়ের কে তলী হৃদয় নি।
আমি ক্ষুর রূপে উদ্ধর্ণে অনেক রূপ দুর্বল-বিলুপ্ত ছিল। কিন্তু আমি কখনও মনের আশ্বাসের হৃদয়ের উপযোগ করি নাই।

ধর্মলালের ধিরু ধিরু কা কাব্য ঘৃণায় ন পায়।
কী দিনকি চলে জাগিয়ে মাটিকে তলী হৃদয় নি।
আমি এই দুস্য-কমল একখানি হইতে পাইল না এই অক্ষরের বিষয়। আমি কিছু দিনের সঙ্গে দৃষ্টিতার হইতে চলিয়াছি।

ধর্মলালের ধিরু ধিরু কা পাতায় হৃদয় নি।
ফয়তাব বার্ষিক বিযান্ত নিজের অভিসন্ধি হৃদয় নি।
আমি এখানেই বিনয় হইলাম। কাহার নিকট আবেদন করি নি।
তাহারা দৌড়েই দৃষ্টিতার ছিল।

ভারতবর্ষের উপাসন-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাঙ্গ প্রচারিত হইয়াছে বিগতেই ইহার একটি হর্ষ-বিবাদের ব্যাপারের উপাধিত ইহার গ্রাহ্য হইয়াছে।
১৮০০ থেকে রামনোহর রায়ের সম্প্রদায়ে একটি নতুন করিয়া বিষয় বিশালাকার নিবৃত্তি করিয়া দেন। তাহার এক বিশ্বাস পূর্বে এই পুঞ্জকের মধ্যে এরূপ করণ তাহার সংক্রান্ততার করণ পৃথিবী এবং মুক্তি হয়। তাহাতে তাহার জীব কীর্তিতায় তাহার পার্থী ভক্তি শক্তি। ও রূপাত্ম প্রকাশ-সম্প্রদায় তাহার প্রতিজ্ঞাত-একটি ও সত্যবিশেষ জীবনস্বরূপ রচনার অনুসারে হয় না। মুক্তি হইয়া সমাধি, আমার পরমেশ্বর প্রভুর কীর্তি বাণু কৌশলচন্দ্র দরবার ও পিতৃচরের যোগাযোগবিশেষ হর্ষায় তাহা পাতি করে।
করিয়া সমাধি তাহারের অংশকরণ।

১০ পঞ্চ।
ষৈষ্ঠ অর্থ হয় যে, তাহারা অঞ্জলি সমরণ করিয়ে সমরণ হয় নাই।
তুমি সমরণ এই প্রচুর সাহায্যের পোঁচার হইলে বিশেষ উপকার
দীনবর সমরণা বিচেষ্টা করিয়া, তাহার। ঐ শাসকের ১৩ই নৌকোরের
সোমপ্রকাশে তাহার প্রবন্ধার্থ প্রেরণ করেন। তাই এক বস্তু প্রাকৃতিক
হইল, পাঠ করিয়া জন-সমাজে তাহার ওঁ-রাগ ও পুন্ত-বিশিষ্ট বিষয়
সংবিধান নিষ্ক্রিয় সহকরে আন্তঃপ্রকাশ হইতে লাগিল, উদ্দিষ্ট বিষয়ে সমধিক উৎসাহ-বৃদ্ধি ও উক্ত সভায় সাহায্যের লোক-মান্যতার
হইল, রায়মোহন রায়ের ওঁ-সূত্র-উপলক্ষে ঐ স্থানীয় ভাষায়র
আরোহে ও যেকোনো অঞ্চল অনেক পূর্বক পঞ্চিক হইল, আরোহ করিয়া
জগতের ভাষা ও সাহিত্য অভিনব ও অঞ্জলি অভিজ্ঞতা হইয়া পড়িল।
এবং ঐ স্থানে লিখিত অভিনবামৃতুসারে সাহায্য ভাষালক্ষিত নইলে
রায়মোহন রায়ের প্রতিমূর্তি-সম্বন্ধে ও সমবেত জীবন-রূপকের
উৎসাহিত ও রূপ-সম্পন্ন হইলেন। হরবের বিষয় ঐ যে, কোন সাধারণ
বাস্ত অনুরক্তিযুক্ত বাণ্ডল। দ্বারা উক্ত মহামার চরিত-বিষয়ক একপ্রকার
অনুভূত হইতে কাজ। প্রাকৃত বিশ্বাস এবং অপর কোন অঞ্চল হিসাবের
বাস্ত সর্বপ্রস্থ অমূল্যতাপূর্বক ঐ মহামার ভারত-ভুক্ত সর্বপ্রস্থ
জীবন-রূপক সংহত করিয়া প্রাচীন করিয়৷ সমধিক বৃদ্ধি রূপাঙ্গ হইলেন।
বিষয়ের বিষয় ঐ যে, প্রতিমূর্তি-প্রতিকৃত কোন সর্বাধিক দেখিতেছি
ন। বহুবিধ বার্তা। সে বিষয়ের অমূল্যতা ও কল্পনা হয়। আমার
পরামর্শের কোন কোন বাস্ত আমাকে বিশ্বাস করিয়া পাঠান, “এ
বিষয়ের নিকট সর্বনাশ্রেণীরের একটি সভা হইত রায়মোহন রায়ের
পাথায় মানুষ প্রতিমূর্তি নির্মাণের প্রস্তাব হইবে।” অনেকেরকে
উৎসাহই বাস্ত উৎসাহ সহকরে আমারে বলিয়া যায়। রায়মোহন
রায়ের প্রতিমূর্তি অপারের অভিনবামৃতুসারে জীবন-স্বাধীনের
দক্ষতা হইতে দিকেই প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের সম্পূর্ণ। কিছু
নিম্ন পরে রায়মোহন হইতে সংবাদ পাই, আবিষ্কার এ বিষয়ের
অমূল্য ও উদ্যোগ হইবে। একবার ঐ বিষয় সম্পাদনার্থ একটি
সভা হইল, তাহার কার্য-অনুষদীর নিয়ম নির্ধারিত হইল, ভিন্ন ভিন্ন
কর্মচারী নির্ধারিত হইল। এক এক জন তৎক্ষনা এক এক বিষয়ের
ভাষা শেষ করিয়া বৃত্ত সর্বসাথের জীবন-কর্মক্ষণ
সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়া। ধর্মমুক্তিরুপে রূপক শেষের অনুপ
করণে আপন-প্রাপ্তের সমাধীন হইতে থাকে। কিছু আর বস্ত্রে
টাকীকুশিং নাই, বুঝা ইচ্ছাও নাই। সকলই দৃষ্টি-কর্মিত ব্যাপার
হইল!—সকলই ধ্রুপদ হইল গেল।

এই যদি একটি খাদ্যপদটি ইংরেজের প্রতি চরিত্র-নির্দেশের সংলাপ
হইত, তাহা হইলে কত নানাপদার্থ ভূমধ্যকারীর বিস্তৃত ভূমধ্যকির
উপরের, কত রাজা-শুন্য রাজ্যপালদের রাজ্য-ভাগে, কত কর্ষণ-
চারিত-পদের নিমিত্ত-স্বল্প, কত বাণিজ্য-বাবসারের লাভাংশ
ও কত কত অন্যতম অধীন রূপকের আর্টক মুষলের দান-পুষ্টকের
আমতা ও অবিলে এক্ষণে রাষ্ট্রীয় হইয়া কার্য্য সাধন করিয়া
দিত। অথবা, রামমোহন রায়েরই স্বরলিখিত সংহারপনার্থ যদি
একটি সমান ইংরেজ উদ্যোগী হইতেন, তাহা হইলেও কোন
কালে ইহা সম্পর্ক হইত। যদিও অনুষ্ঠান ও প্রাচীন-সাহিত্য-
প্রকাশকেই অনুলিপি যে সমুদ্রে সমুদ্রে পুরোহিত করিয়া ফুটিত।
আমাদিগকে
ধ্যা!—শত ধিক্কা!—সহস্রবার ধিক্কা! এমন হৃদয়শালায় হইল বিন্দু জ্ঞানের চিঙ্কিত হইবার ইচ্ছা। আঁধারে যখন আমার দ্বারে দাড়ি
ভুক্ত করিবার সময় নাই, তখন এক শিষ্য উৎক্ষেপণ ও আর্টনীঘ-প্রকাশ করা সৌভাগ্য পায় না। কিন্তু আমাদিগের যজ্ঞাঙ্গায় ও স্বল্প দাবানলের নূতন শিখা-সমুদ্রকে নিবারণ করিতে পারে?
প্রচুর বারী-বর্ণনা না হইলে, দাবানল অস্থির আর্টকে ভাঙ্গিত না
করিয়া নির্মল হয় না। ভিক্ষা! দুরে খুরাক, চেটিয়া দুরে খুরাক, বাঁকা-
মূলগাছেও শিক্ষা নাই! পূর্বের পলক গুলি আধুনিক চিতা-তন্ত্রের
অন্তর্গত অমৃত-ক্ষেত্র রই আর কিছুই নয়। তাহাতে কুত্তরী কিছু
উৎসাহহীন উদ্যোগ করিলে, সৌভাগ্যের বিয়োগ হইত। উৎসাহ প্রকৃত
হইল; ইত্যাদি তাহার উদ্যোক অনুভূত হইল; কিন্তু তাল-পতার আর;
নীচর্থে হইতেই নির্ভর হইল। গেল। সকলই আঁধারের বিষয়!
মনস্তাপ! মনস্তাপ! আঁধারে শৃংগ্র-প্রতিমা নির্মাণ করিয়া
পূর্ণ করিবেন, তথাচ সিংহ-প্রতিরূপ বর্ষনে অমৃতাহ ও উদ্যোগী
হইবেন না। এদেশে মান-ব্যক্তিতের কি বিকৃতি ও বিপর্যস্ত
ঘটিতাছে!—ও ইতেরোপী ! ও আমেরিকা! একবার এদিকে নেত্র-
পাট কর! যদি রামমোহন রায়ের অস্থির-বর্ষনের কড়ুভার
অধিপাত পাটিতে পারে দৃঢ়িতা চাও, তবে আমাদের এতদ এক-
বার দৃঢ়িপাত কর। উত্তেজন! পার্থক্য বিশেষ অথবা হয়, উচ্চারণ
কিছু নীচাহর্ষ হয় ও সমুদ্রেচ্ছ কিছু অমৃতের আধার
হয়, তাহা একবার আমাদের এতি নেত্রপাট করিয়া। দৃষ্টি কর।
পর্ষ্ট কিরূপ গভীর হয়, ইহাক কিরূপ অজ্ঞাত হয় ও স্বল্প কারণ কিরূপ জ্ঞান-রাশিতে পরিণত হয়, তাহা একবার এই বর্ষ- মাস, অরুণা মনাহ্ন জাতির প্রতি নেতৃপত্তি করিয়া। দৃঢ় কর

বালিগুলোর শেড়নেখান।

১৮০৪ শতাব্দী ৮ই চৈত্র।

শ্রীকৃষ্ণু কুমার দত্ত।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

শৈব-সম্প্রদায়।

এই পুস্তকের প্রথমভাগে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের রূপান্তর
সংক্ষেপে ধরিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ঐ সম্প্রদায় অতীব
প্রবল; কিন্তু শৈব-সম্প্রদায়ও সামান্য প্রবল ও তদ-
পেশায় অম্পু প্রাচীনও নয়।

শৈব-ধর্ম-প্রচারের যেমন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়
তাহাতে বোধ হয় শিবের উপাসনা বিষ্ণুর উপাসনার
অপেক্ষায় কোন মতেই অপ্রাচীন হইবার বিষয় নয়।
পৌরাণিক ধর্মের শুদ্ধপাতেই শিব উপাসনার আরম্ভ
হয়। বেদ ও বৈদিক-ধর্মমত-প্রতিপাদক শাস্ত্র ব্যতি-
রকে রামায়ণ মহাভারতাদি অপরাপর সমুদায় শাস্ত্রী
শিব-শাস্ত্র এবং শিব ও শক্তির মাহাত্মা বর্ণন আছে।
শূদ্রকর্মের কুতুল মৃচ্ছকটিক এবং কবি কালিদাসের কুতু
গভিন্ধানশক্তিকাল প্রভূতি এমন প্রায় প্রচলিত অন্য
অর্থাৎ বিভিন্ন সাহিত্যের অপেক্ষা প্রাচীন। ঐ সকল
শাস্ত্রের মধ্যে তাহাদের সময়ে শৈব-ধর্ম-প্রচার ধারিবার
বহুতর নিদর্শন লক্ষ্য হইয়া থাকে। এমন কি, প্রধমেই
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

শিব-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রসঙ্গ সহকারে এ সকল নাটকটাকে আরও হয়, এবং এই সমুদায়ের কোন কোন একে শিবের অক্ষ মূর্তি ও তাহার বিশেষ বিশেষ সংঘ প্রতৃতি অনেক বিষয়ের সবিস্তর বর্ণনা আছে ॥ কালিদাস-গ্রন্থিত কুমারসম্বব কেবল শিব-দূর্গারই লীলা-কথন ও শূল-কীর্তন মাত্র।

প্রামাণিক ইতিহাস ও অন্য অন্য সন্দেহপর কথা-প্রমাণেও শিব-পূজার প্রচীনত্ব সন্দর্ভে প্রতিপন্ন হইতেছে ॥

॥ পাম্প যো নীরকছুদ্ধ কৰ্য্যা ম্যান্দাম্বুদ্দীন্দ্র।
বৌদ্ধববতন বব বিদ্বেষ্ট রাজন।
কৃষ্ণকিঞ্চ নান্দিনী।

গোরীর বিহ্রাস্থে সদৃশ ভূং-নায় শোভিত যে, মহাদেরের স্বামবর্ণ অলদ-তুলা কঠিদেশ, তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করক।

হযায়ি রণ্ডু মিলায়া মাহীদা
কিমিথি ভলেমু মিলিয়েজু মিয়িয়ে।
অন্যান্য বিশোচ পরাক্ষণহয়
যথাঃ মিয়ি মুর্ত্ত মীীঘলিয়ে যা ॥

ক্ষত্রিয়া সময়মাক্ষু।

এই যে বালাই তোমাকে কেশাকর্ণপূর্বক দ্ধত কর। আসি। এখন গৌণ কর, চিৎকার কর, এবং উৎচন্ত্রে শতু, শিব, শঙ্কর, বা ঈশ্বরকে আহ্বান কর।

(৫) এই প্রাকৃত কৌকের সংস্কৃত অনুবাদ যথা—

ধবালি যা ধকি। মহামিথি মিলারীতা
কিমিথি ভলেমু মিলিয়েজু মিয়িয়ে।
অন্যান্য বিশোচ পরাক্ষণহয়
যথাঃ মিয়ি মুর্ত্ত মীীঘলিয়ে যা ॥
মুসলমানেরা যে সময়ে ভারতবর্ষ অধিকার করেন, সে
সময়ের হিন্দুধর্মে অনেকাংশে প্রায় এককার মতই ছিল।
১০২৪ দশ শত চৌষ্ঠ খুটাদে সুলতান মামুদ সোমনাথ
নামক শিব ও টীয় মন্দিরের স্থানে বিষম দুরবস্থা উপ-
স্থিত করেন, তাহা স্বল্পক্ষির লোকের মধ্যে কাহারও অবি-
দিত নাই। উহারও কত শাম্বী পূর্বে যে শিবের উপাসনা
বহুলরূপ প্রচলিত ছিল, সেই সময়ের শিপ্প-লিপি৷ ও
প্রচলিত মুদ্রায় শিবনাম ও শিবরূপের সন্নিবেশে তাহা
অসংশয়করূপে স্থাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে; পূৰ্ব্বাদে
অষ্টম শতাব্দীর শেষে অথবা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে
শ্রীমান শঙ্করচার্য্য ধুৰ্মত-চ্চন্দ্রে প্রাঙ্গণ থাকেন। উহার
শিবায় আনন্দজয়ি স্খুত শঙ্করদিগের সে সময়ের

ব্যবহৃত ছিল: খুটাদে বহুত বিবিধকর বা চব্বিশর চ কোটী
বে নে কালে বিষ্ণু: অসীমভাবযুগের বা ক্ষিতা যায় বিশ্বকর্ম।
ণামান্তর: স্বর্ণীয়মণ্ডলে তিনি মানীন: মায়ুনন:
সন্তানের প্রতি ভক্তি বহুধর্মিতাভিত্তীর্মীর।

অষ্টম শতাব্দীনাং

জল, আগম্য, যজ্ঞান্ত, বৃষ্টি, চূড়া আকাশ, পৃথিবী, এবং বায়ু
এই প্রত্যেক অক্ষ-মূলক ভিক্ষাতে মহাদেবের ওষুধ হইয়া তোমাদিগকে
রক্ষা করা।

* আবার খোদাই করিয়া লিপি।

† H.H. Wilson’s Ariana Antiqua, Asiatic Researches,
Journals of the Asiatic society of Bengal, Journals of the
Royal Asiatic society of Great Britain and Ireland ইত্যাদি
গ্রন্থের এই বিষয়ের বহু প্রাপ্ত এই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।


**ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়**

প্রচলিত শিবাদি প্রায় সমুদায় পৌরাণিক দেবতার উপাসনার বিষয় সম্পর্কে বর্ণন করেন।

মেওয়ারের পশ্চিম ভাগে শিরোহি প্রদেশের অর্ধুপার্বত্য শিব-মন্দিরে খচিত রহিয়াছে। তাহাতে কতকগুলি শিপ্প-লিপি খোদিত আছে। তথ্যমুখে সম্ভ ৭২৭ সাতশ শতাব্দী আর অর্থাত শত শতাব্দীর পর্যন্ত অর্থাৎ ২৭১ খ্রিস্টাব্দ অবধি ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১১৫০ এগার শত পঞ্চাশ বৎসরের অনেক লিপিতে শৈব-ধর্মাবলম্বী অনেকানেক নৃপতি প্রভৃতির বিবরণ আছে।

* যে বৎসরে যে রাজাদির সময়ে ঐ শিপ্প-লিপি সমুদায় প্রস্তুত হয় তাহার বিবরণ।

<table>
<thead>
<tr>
<th>সম্ভ</th>
<th>খ্রিস্টাব্দ</th>
<th>যে রাজাদির সময়ে লেখা হয়।</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>৭২৭</td>
<td>৬৭১</td>
<td>ভীম</td>
</tr>
<tr>
<td>১২৩৫</td>
<td>১২৩১</td>
<td>তেজসিংহ</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩৪২</td>
<td>১২৮৬</td>
<td>সমর সিংহ</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩৪২</td>
<td>১২৮৬</td>
<td>লুঙ্গীর</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩৭৭</td>
<td>১৩২১</td>
<td>তেজ সিংহ</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩৮৭</td>
<td>১৩০১</td>
<td>কচ্ছ দেব</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩৯৪</td>
<td>১৩৮৮</td>
<td>রবেল</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৩৪</td>
<td>১৪০৮</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৬৮</td>
<td>১৪১২</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৫২৩</td>
<td>১৪৬৭</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৫২৪</td>
<td>১৪৩৮</td>
<td>মানসিংহ</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬৩৩</td>
<td>১৫৭৭</td>
<td>সূরতন</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬৪১</td>
<td>১৫৯৪</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৭৯২</td>
<td>১৭১৬</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
চীন-দেশীয় তীর্থ-যাত্রীরাও এবিষয়ের সাফল্য দান করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টাব্দের ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে হিউএন ধন্তুক্ষুদ্র নামে এক জন সুগণ্ধিত চীন, তীর্থযোগ্য উদ্দেশ্যে, ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাহার সাবেক বৃত্তান্ত চীন ভাষায় লিখিত আছে, এবং কিছু দিন হইল, ইযুরোপে নীত হইয়া স্থানিয়। জুলিএ নামক করাশী পরিণত কর্তৃক করাশী ভাষায় অনুবাদিত হয়। ঐ চীন- দেশীয় যাত্রী কাশী, কান্যকুণ্ড, কারাগ, মালোযার, গান্ধার অর্থাৎ কান্দাহারের প্রভূতি বিবিধ খ্যানে শিব ও শিব-মন্দির দর্শন করেন এবং তাহার মধ্যে কয়েক খ্যানে পাশ্চাত্য নামক বিভূতি-সংযুক্ত শৈব-সম্প্রদায়ী লোক দেখিতে গান। তিনি কাশীখামে গিয়া। সুন্দর সুন্দর কুড়িটি মন্দির ও একটি সর্বাধিক শিব-মূর্তি দর্শন করেন। ঐ মূর্তিটি শিখরময় ও হৃদয়াধিক হয়নার্থে হাত দীর্ঘ। চীন গণ্ডিত লেখেন, ঐ শিব-মূর্তি দেখিতে অতিভাীভাবে খালী এবং দেখিলে, অদ্যপি শীতল বোধ হইয়া। যুগপৎ ভয় ও ভক্তি উপস্থিত হয়। তিনি তথায় ভক্তাবৃত-কলেবর ।

<table>
<thead>
<tr>
<th>সংখ্য</th>
<th>খৃষ্টাব্দ</th>
<th>যে রাজাদিব সময়ে লেখা হয়</th>
<th>হাতেহ সিংহ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>১৮১৯</td>
<td>১৭৫৩</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৮৩০</td>
<td>১৮০৪</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৮৭৩</td>
<td>১৮১৭</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৮৭৫</td>
<td>১৮১৯</td>
<td></td>
<td>লেওলিঙ্গ</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮৭৭</td>
<td>১৮২১</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* তিনি ভীর ভর করিয়া। ৫৪৫ হর্ষপদ পরতালিষ্ট খৃষ্টাব্দে খন্দেশে ফিরিয়া যান।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

পালকের বিষ্ণু জটিলী নিগম ও অন্য অন্য শৈব-
সম্প্রদায় দৃষ্টি করেন। তিনি স্থান-বিশেষে শিব-শক্তির
উপাসনাও প্রচলিত দেখিয়া যান। অযোধ্যা হইতে
গঙ্গা দিয়া পূর্বমুখে আসিয়া আসিতে আসিতে হুমাইকে দম্ভগণকে
কতিপয় আক্রান্ত হন। তাহারা প্রতিবৎসর একটি করিয়া
মধ্যে দিত এবং সে বার ঐ চীন-দেশীয় বৌদ্ধ তীর্থ-
যাত্রীকে বলিদিব মন্দির করিয়াছিল; কিন্তু সহসা। একটি
বড় উপক্রম হওয়াতে, তাহারা ভীত হইয়া সে সম্পূর্ণ
পরিপাত করে।

উল্লেখিত চীন-দেশীয় তীর্থ-যাত্রীর ভারতবর্ষ-ভ্রমণের
কিছু পুরনো এবং অদ্ভুত শতাব্দী জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির
সুবলভূত হন। তিনি এক খানি এখান সবময়ে
হিন্দু ধর্মের অবস্থা বর্ণন করিয়া যান এবং এক জন
আরবীয় আধুনিক সেই বিষয়টি অনুবাদ করিয়া রাখেন।
তাহাতে শব্দ শুরুকার উপাসনার কিছু উল্লেখ
নাই, তত্ত্বির শিবাদি ও অন্য অন্য পৌরাণিক দেবতার
আরাধনা সে সময়ে প্রায় একশতাল মতই প্রচলিত ছিল
বলিয়া বর্ণিত আছে।

মৃদুকৃত নাটকে যেরূপ প্রাচীন আচার ব্যবহার ও
বৌদ্ধধর্মের যেরূপ প্রাচীনতার বর্ণিত রহিয়াছে, তাহাতে

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগের উপক্রমিকার
52 পৃষ্ঠায় দেখ।
† Journal Asiatique, Tome VIII, IVe Serie, October 1846,
p. 305.
ঔ খানি সাহিত্য-শাস্ত্রের মধ্যে একখানি অতি প্রাচীন পুস্তক না হইয়া যায় না। উহার রচনা-কাল নিশ্চিত নিরূপণ করা মুক্তিন, তবে উহা খুর্জাকের প্রথম দুই তিন শতাব্দীর অপেক্ষায় যে ইদানীন্তন নয় একথা অক্ষেপেই বলিতে পারা যায় । ঐ গ্রন্থে নানক নামে একগুলি স্বর্ণ-মূৰ্ত্তির উল্লেখ আছে ; উহার দীক্ষার ঐ মূৰ্ত্তিকে শিবরূপাকৃতি মূৰ্ত্তি বলিয়া বাঙ্গালা করিয়াছেন।

* মৃগ্নকটি নাটক শুভ্রক রাজার প্রিয় বলিয়া লিখিত আছে; কিন্তু উহা উহার নিঃসরণ কৃত কি তাজার অসংগতিকারে কোন পণ্ডিত কর্তৃক বিশ্বাস করা বল। যায় ন। (১) যাও হইতে উহার সময়-নির্দেশনা-বিষয়ে উভয়ই তুল্য।

সদর পুস্তকের কৃত্তিকাখ্যে লিখিত আছে, শুভ্রক রাজার কলিগতাকে ১৪২০ তিন হাজার দুই শত নববই অর্থে রাজ্য শাসন করেন। তাহার হইলে উহার সময়ের মৃগ্নকটিক ১৩০০ এক শত নববই খুর্জাকে রচিত বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। দক্ষিণাত্যে এরূপ অস্থায়ী বিশ্বাস আছে, যে তিনি চন্দ্ৰ গুপ্তের পূর্বে কিন্তু নহেন পশ্চিম প্রদেশের রাজা হন; উহার প্রচলিত মূৰ্ত্তি উপর নাম। এই শব্দটি অনুভূত আছে। যদি ঐ পুস্তকে উল্লিখিত নানাং ঐ নানাশব্দ হইতে নিপুণ ছইয়া থাকে তাহার হইলে উহাকে খুর্জাকের দীক্ষার পূর্বতন অন্য বলিয়া বিবেচিত করিতে পারা যায় ন।—H. H. Wilson’s Theatre of

(১) রাজা বা ধনাচা লোকের সহায়তা করে পণ্ডিত বিশেষ কর্তৃক লিখিত পুস্তকের ঐ রাজারের প্রিয় বলিয়া প্রকাশিত হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব ও নিতান্ত বিরল নয়। সম্প্রতি যুত কানীক্রমে কিংবা যায়ের এ প্রকারের অসম্ভব ও নিতান্ত বিরল নয়। যেমন বিজ্ঞাত ও পণ্ডিতগণ কর্তৃক অনুমানিত বহুলাপন ঐ সিংহবাহুর অসম্ভব বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

নান্দকুমারকামকায়ন।

প্রথমাংশঃ।

টীকা—মিয়াকৃত্তাঙ্কালাভিধান্তান্ত নাড়নী।

শিবরপাকিত্ত মুদ্রাপঞ্চারী কামের তাড়নী।

কান্যকুমারের শুদ্ধ উপাধিধারী নৃপতি-বংশীয়েরা খৃষ্টাদের দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাহারা শিব-ভক্ত ছিলেন। তাহাদের কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রাসূচী শিবের রূপ, ত্রিশূল, শিব-শক্তি সংহর্বাহিনী প্রভৃতির প্রতিকৃষ্ণ অঙ্কিত আছে এবং খৃষ্টাদের চতুর্থ শতাব্দী ও তাহার উত্তর কালে সৌরাষ্ট্রীয় রাজাদের মুদ্রাতেও বৃদ্ধি শিব-সংক্রান্ত বস্তুর আকার বিদ্যমান রহিয়াছে।

খৃষ্টাদের দ্বিতীয় শতাব্দীতে এরিয়ানু নামক এক জন গ্রীক এন্ড্রুসার ভারতবর্ষ মেশিনীর অনেকানেক বিষয়ের বিষয় করেন। তিনি কন্যাকুমারীর নাম কুমার লিখিয়া করিয়াছেন, এক দেবীর নামে এই 'স্থানের নাম-করণ হইয়াছে। এই অনুকূলের সময়ে সে স্থানে ঐ দেবীর এক খানি


প্রতিযুক্তি ছিল। দ্বিতীয় একটি নাম কুমারী; তাহার মুখ্য-বিশেষ অদ্যাপি তখন বিদ্যমান আছে *

এখনে যে বিক্রিয়াদিতের সমতে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে, অর্থাৎ যিনি খুসফাদের স্থানাধিক ৫৬ বৎসর পূঃ নিজ সময় প্রচলিত করেন, তাহার সংক্রান্ত সমুদয় আখ্যান-মধ্যেই শিব ও শিব-শক্তির ভূতি ভূমি প্রসঙ্গ সম্বন্ধিত আছে।

শক, জাত, হৃদ্য প্রভূতি অসভ্য জাতীয় এর খৃষ্টাদের কিছু কাল পূর্বে হইতে ৫ পঞ্চম অথবা ৬ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত সিকুং নদের পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রথমকাল কতকগুলি নৃপতি অগ্নি-উপাসনার ভিতর হিমালয়-দেবতাদের উপাসনা প্রদর্শিত করেন। তাহাদের মূর্তি-সমুহে শিবের রুখ ও বিশুদ্ধ এবং অর্ধ-নারীকে প্রভূতির আকার অঙ্কিত আছে †.

খৃষ্টাদ আরম্ভের পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে একান্তরিক আলকজাগর দিশাধর যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ও মিগানসি নামে একজন একান্তরিক, মহারাজ

* কিন্তু এই দেবী শিব-শক্তি কি পিয়া-শক্তি, একিয়ানের পূঃ তাহার কিছু নির্দেশ নাই। তবে উহার বহিরাল পূর্বাধিক যে এই অঞ্চলে শিবের উপাসনা প্রচলিত ছিল তাহার অন্তর্ভুক্ত অনেক প্রাণ অংশ হওয়ায় যায়।


† আলকজাগরের খৃষ্টাদের ৩২৭ তিন শত মাত্স বৎসর
ভারতবর্ষীয় উপাসনা-সম্প্রদায়।

চন্দ্রণেত্রের সভায় দুর্যোগোন উপনীত হন। এই সময়ে শাহারা ও শাহাদের সমগ্রিয় শিক্ষা ব্যক্তিরা হিন্দু দের আচার ব্যবহার ধর্মীয় ব্যবহার দর্শন করেন, পৌরী- দেশীয় বন্ধন অস্তিকারদের পুনর্গত তাহার সবিত্রী রূপান্তর বিনিময় আছে। তাহারা লিখেন, হিন্দুরা তান্ত্রিক ও হর্কিতুলিস্ত নামক দুই দেবতার বন্ধন প্রকার উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুইটি দেবতা পৌরীদের উপাসনা হিন্দুদের নয়। বোধ হয়, তাহারা হিন্দুদিগের যে দুইটি দেব- তাকে আশানার বকসু ও হর্কিতুলিস; দেবতার সদৃশ অন্তর্ভুক্ত হইলেন, তাহারা দিগকেই এই দুই নাম দিয়া গিয়াচেই। ভারতবর্ষীয় মহাদেবের ন্যায় পৌরী-দেশীয় বকসু দেবের বিশপ্রশিক্ষা বিন্দুতরূপ প্রচলিত ছিল। অতএব পৌরীদের মহাদেবকেই বকসু দেব বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছে এ কথা সক্রোভাবে অন্ধমান-লিদ্ধ বা নিতাক্ত সত্তারিত বলিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ ক্ষেতে পাণ্ডু ও চৌল নামে দুইটি সম্প্রদায় রাজ্য ছিল। সূচিতে নামক পৌরীগুলিকের লিখিত গিয়াছেন, পাণ্ডু-রাজ্যের এক জন নৃপতি অগস্ত প্রাচীন রোমান-বিখ্যাত রোমান সত্রাটের সমীপে দৃঢ়।

পূর্বে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মিয়াদুল্লীনরা দিল্লির নায়- কেটার নামক পৌরী নরপতির দুঃখ। এই রাজ্য ৩১২ খ্রীস্টপূর্বাব্দ ত্রিপুর বৎসর পূর্বে রাজ্য-পঞ্জা অভিন্ন হইয়া পূর্বেরা দুই শত অস্তুর বৎসর পূর্বে প্রাণ তাগ করেন।

*Transactions of the Royal Asiatic Society vol, III. Article VI and Tod's Rajasthan Vol I, chap. II and V দেখ।
শৈব-সম্প্রদায়।

প্রেরণ করেন। এই রূপ বিবেচিত হইয়াছে যে, এই পাণ্ডুলিপি রাজ্য খু, পু, ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে পাণ্ডুলিপি নামক একজন অযোধ্যা-নিবাসী কৃষি-ধর্মী কর্মকর্তা সংস্কারিত হয় এবং স্থ, পু, ৩৫০ তিন শত পঞ্চম বৎসরের পরে ও ২১৪ হই শত চৌদ্ধ খুঃকাদের পূর্বে চৌল রাজ্যের সাহিত্য সংঘুর্ণ হইয়া যায়। এই উভয় রাজ্যের প্রথমকার ভূ-পতির শিখ-স্থাপন ও অত্যন্ত শিখ-ভক্ত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে।

আলেগ্জান্ডারের তারতম্য আক্রমণের হুইশত বৎসর পূর্বে শাক্য মুনি বৌদ্ধ-ধর্ম প্রকাশ করেন। বৌদ্ধদের স্থান নামক প্রাচীন শাস্ত্র ও অন্য অন্য বিবিধ প্রদ্রুণে বুদ্ধ দেবের চরিত-সংক্ষেপ মধ্যে শিখ, ব্রহ্ম, নারায়ণ। প্রভৃতি পৌরাণিক দেবগণের নামাধিক সম্পদ্য প্রসঙ্গ আছে।

বুদ্ধ-দেবের সময়ে হিন্দু-সমাজে এ সমস্ত দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, উক্ত এক্ষাক্ষারের ইহা বিখ্যাত করিতেন ও ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াও গিয়াছে। শাক্যসিংহের মৃত্যুর পরে বৌদ্ধ-ধর্মবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তির পরে তিনটী সভা হয় এবং তাহাতে তিন প্রকার শাস্ত্র নির্মাণিত হয়;


† শাকামুলি খুঃকাদের ৫৪৫ বৎসর পূর্বে প্রাচ তাহ করেন এই রূপ প্রাপ্তিত আছে, কিন্তু পুরান্ত ম, মূলারের সত্ত্বে পু, ৪৭৭ বৎসরে এই ঘটনা হয়। ——Ancient Sanskrit Literature, 1859, page 298.
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

স্ত্রী, বিনয় ও অভিধর্ম্ম। তাহার প্রাণ-তাঞ্জির অভ্যাস
দিন পরেই প্রথম সভার অধিবেশন হইয়া স্ত্রী নামক
বৌদ্ধ-শাস্ত্র সংকলিত হয়। অতএব বৌদ্ধদিগের ঐ
শাস্ত্র সর্বমূলে প্রাপ্ত। এমন কিংবা বিশ্বাস করেন,
বুদ্ধ-দেবের নিজের কথাই তাহাতে সমীপবিশিষ্ট আছে। ঐ
শাস্ত্রের রচনা তেজশ্রী সরল ও তাংপর্য্যাং যে প্রকার সহজ,
তাহা কেন অংশেই ঐ অভ্যাসের বিরোধী নহে। ইহা
হইলে লুণ্ঠনের প্রায় হয় শত বৎসর পূর্বে শিবের উপাসনা
অপ্রাণিতে ও প্রাণিতে ছিল বলিতে হয়।

অঞ্চল ও জলদের নামে কাশ্মীর-রাজ্যের ছইতে
রাজ্য ছিলেন। লৌকিক হ. হ. উইলসনের অবলম্বিত বিচার-
পদ্ধতি অনুসারে সুলস রূপ গণনা করিয়া দেখিলে, তাহারা
শ্র, পু, ষ্ঠ ও সুম শতাক্ষরে বিদ্যামান ছিলেন বলিতে
হয়। তাহারা উভয়ই অভ্যস্ত শিব-ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত
হইয়াছেন।

বিজয়করম্যদ্বিয়নে অধিষ্ঠিত হন।

লক্ষ সমগ্রী রাজ্য: প্রতিষ্ঠা মন্ত্রাভিজ্ঞ।

রাজবংশী ও তরঙ্গ রাজ্য।

বিজয়কর নলিব ও ক্ষেত্রে জজেশ শিবের অর্ধনারী সেই
সত্যবাদী (জলদের) রাজা সতত্ত্বে অভিযোজি ছিলেন।

কেবল রাজবংশীর এই বচন এ বিষয়ের একমাত্র
অনুমান। বিষ্ণু এ কথা বলিতে পারিয়া যে, যদি ভারত-

বর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে ধ্বংস, পূ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে শিবের আরাধনা প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার উত্তর খণ্ডে ঐ সময়ে ঐ ধর্ম প্রচলিত থাকা। সর্বতোভাবেই সঙ্গত, তাহার সম্ভব নাই। উল্লিখিত এখনে উহারও পূর্বে কাশ্মীর-প্রদেশে শৈব-ধর্ম বিদ্যমান ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা প্রমাণাত্মক দ্বারা। সিদ্ধ না হইলে নিশ্চিত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারেনা। ঐ ধর্মের বয়ঃক্রমের বিষয় বিচার করিতে করিতে এত দুরে উপনীত হইব প্রথমে যেন করি নাই।

শৈব-ধর্ম যেমন হিন্দুদের প্রতিমূর্তি-পূজার প্রারম্ভ-কালেই প্রাকাশিত হয় তেমনি আবার ভারতবর্ষের সীমার অতিক্রম করিয়া বহু দূর পর্যন্ত নানা দেশে ব্যাপ্ত হইয়া ও যায়। বেদুটি স্থানের অন্তর্গত হিন্দুজাতি হিন্দু-দের একটি তীর্থ-স্থান; শৈব ও শাক্ত-সম্প্রদায়ী তীর্থ-যাত্রীর অদ্যাপি তথায় গমন করিয়া থাকেন। পূর্বে কালে হিন্দুদের যে দেশ দেশান্তর গমনাগমনের প্রাচীন ছিল, বেদ, মূর্তি, পুরাণ, ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি প্রায় সমুদায় সংস্কৃত শাস্ত্রেই ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ বিদ্যমান আছে। তাহারা ভারত সমুদ্র অতিক্রম পূর্বক বাণি ও যবনীপে গিয়া হিন্দু-শাক্ত, হিন্দু-ধর্ম ও বিশেষতঃ শিবের উপাসনা প্রচার করেন।

নিম্নেও ইতণ্য মুসলমান-ধর্ম প্রচারিত আছে বটে, কিন্তু পূর্বে যে তথায় হিন্দু-ধর্ম প্রচারিত ছিল, তাহার ভুরি ভুরি অখণ্ড নিদর্শন অদ্যাপি দেখিতে
পাওয়া যায়। তথায় প্রথমে নামে একটা স্থান আছে, তাহার কোন কোন স্থলে চূড়া শত অপেক্ষা অধিক সংখ্যক দেব-মন্দির এবং শিব, হুর্গ, গণেশ, শ্রীর্ম প্রভৃতির পার্থার্গময় ও পিতলময় প্রতিমূর্তি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমান হইলেও অনেকে সেই সকল দেব-প্রতিমূর্তিকে অত্যন্ত আদর্শ তক্তি করিয়া শনা গিয়াছে।

এ ঘটনা যে সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রবল হইয়া উঠে, তখন তথাকার কতকগুলি হিন্দু বালি নামক একটি নিকটস্থ লুট্টি দীপে গিয়া আশ্রয় লই। তাহারা আন্দর পর্যন্ত সেই স্থানে অবস্থিত থাকিয়া হিন্দু-ধর্মের যথাবিধি অনু- ষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। তাহারা প্রাচীন হিন্দুদের নায় চারি বর্ণে বিভক্ত; রাষ্ট্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূর্দ। তন্ত্রের সমূহ হইতে রূপাণ, বঙ্গ হইয়া ক্ষত্রিয়, নাভির অধোভাগ হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূর্দ বৈষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছে এ কথাটাতে তথায় প্রচলিত আছে। সেখানে চাঁদাললও দুই হইয়া থাকে; তাহারা আমের প্রান্ত ভাগে বাস করে এবং চর্ম ও মদিরা ব্যবসায় প্রভৃতি হীন-রূপ্তে হারা সংসার নির্বাহ করিয়া থাকে।

* এক ধর্মকে অশ্রয় করিয়া। অন্য ধর্মে বিশ্বাস কর। অক্ষীয়ের পক্ষে অশ্রয় নয়। এ দেশের অনেক বাজি শাহী বা বৌদ্ধ হইয়া। মুসলমানের দেবতাকে সর্বশক্তিমান বলিয়। মানেন ও রোগ-শান্তি, ধন-প্রাপ্তি ব। অন্য একার শুভ লাভের উদেশে মানসিক করেন এবং মুসলমান-ধর্মের অত্যন্ত প্রাপ্তি বাবহার করিয়া থাকেন।

† তাহারা সেখানে চাঁদাল নামেই খ্যাত আছে।
শৈব-সম্প্রদায়।

এই বালি দ্বীপে অদ্যাপি হিন্দু রাজ্যের রাজত্ব করেন এবং হিন্দুদের পূর্বকালীন রাজনীতি অনুসারে ব্রাহ্মণের বিচারকর্তার কায়স্থ করিয়া থাকেন। তবে ব্রাহ্মণ প্রায় বিচারকর্তার সন্ধ্যা অধিক নয়; অন্য অন্য অনেক বর্ণকেও বিচারকর্তার পদ দেওয়া হইয়া থাকে।

তথাকার ব্রাহ্মণেরা নিরামিষ-ভোজী; মৎস্য মাংস পরিত্যাগ পূর্বক কেবল যব, তঙ্গুল ও ফল-মূলাদি ভক্ষণ করিয়া শরীর রক্ষা করেন। তথায় শব-দাহ ও সহ-রহণের রীতিও প্রচলিত আছে। ভাষায় যদি স্বামীর চিতারূপ করে, তবে সে দেশের ভাষায় তাহাকে 'সত্য' বলে। আর উপপত্তি বা দাসী অথবা পরিবার বাস্তু অন্য কোন স্ত্রীলোক সহযোগী হইলে তাহাকে বলে 'বেল' বলিয়া থাকে। তথায় উদ্বাহ বিষয়ে এদেশীয় মৃত্যু-শাস্ত্রের ব্যবস্থাগত অনুসারে ও বিলম্বের বিষয় বিচেন। করা প্রচলিত আছে। উৎকৃষ্ট বর্ণের লোকে নিকটবর্তী বর্ণের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু নিকটবর্তী বর্ণের লোকে উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা-এইরূপে অধিকারী নয়।

এ দেশের সংস্কৃত ভাষার ন্যায় তথাকার কর্তব্য নামক ভাষ। অতিশয় অর্দ্ধের ও আদরণীয়; তাহাতেই তথাকার অধিকাংশ গ্রন্থ লিখিত হয়। দক্ষিণপ্রদেশের আদিত্য নিবাসীদের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ লিখিত ছাইয়। যেমন

* বালির রায় লম্বক দ্বীপে হিন্দু রাজার অধীন এবং সেখানেও প্রায় বিচারকদিগের এরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

ডাবিডাদি ভাষা উৎপম্ম হইয়াছে, সেই রূপ, যদ্যপীকের ভাষায় বিভক্তি-শূন্য সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হইয়া কবি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। তথাকার ব্রাহ্মণবিশ্বে ভারত-বর্ষীয় দেবনাগর অথবা বৌদ্ধদের প্রচলিত পালিত অক্ষর হইতে উৎপন্ন। কলতাকেবল বালিযোগে কেন্দ্র অঞ্চলের অন্যান্য দ্বিপদ্ম লোকেরও শিক্ষা ও সভ্যতাসাধন বিষয়ে যে হিন্দুদিগের বিশেষজ্ঞ কার্যকারিতা ছিল, তাহার সমূহ মন্দির নাম। বিষয়েই লক্ষ্য হইয়া থাকে।

এমন কি, ভারতবর্ষীয় দীপ-পুঞ্জের অন্তর্গত স্মৃত্ত্ব, লেখা প্রভৃতি দ্বারে বর্ণবাদী দেবনাগর ভারতবর্ষীয় অন্যদের কর্য চর্চা দ্বারা বিভিন্ন-বিভিন্ন জন্মসারে বিভক্ত দেখা যায়।

এই বালিযোগে বেদ পুরাণাদি অনেকানেক হিন্দু-বাণিজ্য বিদ্যমান আছে। রত্নুষ্ণ নামক এক গ্রন্থে মহাত্মারতের যুদ্ধ সকল বর্ণিত আছে। তেজ্বীর রামায়ণ, রামায়ণ-পুরাণ, কামদকীর মীরা-শাস্ত্র, অজ্ঞু-বিজ্ঞ এবং আগম, দেবগ্রহ, তথা প্রভূতি নামে অনেক অষ্ট্র পালিত আছে। ইহার মধ্যে বেদ পুরাণাদি কাঠকগুলি সংস্কৃত শাস্ত্রের সাহিত বালির দেশ-ভাষায় কৃত্ত ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে। আর রামায়ণ, অক্তাদশ পর্ব, রত্নুষ্ণ প্রভূতি অপর কতকগুলি একই কবি-ভাষায় বিষয়। যখন তথায় হিন্দু-ধর্ম-প্রতিপাদক উল্লিখিত একই সম্পদী বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন সত্য, তেজ, স্বাপ, কলিযুগের বিষয় এবং হিন্দুদের শিক্ষার্থীদের
শিবারাধ্যনা।

দেবতার উপাধ্যায় ও হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য অনেক প্রকার মত ও অভিপ্রায়ও যে প্রচলিত আছে এ কথা বলা বাংলায়।

এই বালি-ধীপ ও যব-ধীপস্থ হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ একটি জন-শ্রুতি আছে এবং তাহারদিগের এনের এই-রূপ লিখিত আছে যে তাহারা ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলিঙ্গ দেশ হইতে তথ্য গমন করেন। শিবারাধ্যনাই ঐ বালি-ধীপের প্রচলিত ধর্ম, কিন্তু তাহারণের প্রতিমূর্তির পৃষ্ঠ করেন না। *

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে লেজুঘুন্ধ, পশ্চিমে হিঙ্গলাঞ্জ ও পূর্বদিকে ভারতীয় ধীপপুঞ্জ পর্যায় বিভূতি ও রুদ্রক্ষ-বিভূতি বিশাল শৈব-ধর্ম অদ্যাপি বিষ্ণু করিতেছে।

শিবারাধ্যন।

শৈবেরাও অন্যান্য উপাসকের নাম বিশেষ বিশেষ বীজ-মন্ত্র উপাদিক হন। একাংশ মন্ত্র ‘হেঃ’। ভ্রাণ্ডক মন্ত্র ‘ও জু সং’; ইহার নাম মূঘ্জৌঞ্জায়ক মন্ত্র। চতুর্বরক মন্ত্র ‘উর্জক্ত’; ইহার নাম চৌ মন্ত্র। পশ্চাক মন্ত্র ‘নমঃ শিবায়’। বড়ক্ষ মন্ত্র ‘ও নমঃ শিবায়’। অষ্টাঙ্গ মন্ত্র

ঝর্না ও নমঃশিবায় ঝর্না। এইরূপ বিশ্বত্যক্ষর পরম্পরা
মন্ত্র আছে এবং মন্ত্র-বিশেষে বিশেষ বিশেষ ধ্যান ও
উপাসনা-পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে। কুকানন্দ-কৃত তন্ত্রসারে
ও অপরাপর তন্ত্র-সংগ্রহে সে সমুদায়ের বিস্তারিত
রূপান্তর বিবেচিত আছে। শিবারাধনার শরীরে
বিভূতি-লেপন* ও রুদ্রাক্ষ-ধারণী নিতান্ত আবশ্যক।
বিদ্যামূলতরঙ্গিতে শৈবের বেশ-ভূষা স্বদর্শন বর্ণিত
হইয়াছে।

শীমান্তাবৃতি অতালশ্রীলোক্ষণগণগৰ্ভংসমভাগঃ।
বিদ্যাসাধিকরণস্যত্তোহসুদ্ভাবমাত্রাকিনিতেহ্হ॥

বিদ্যামূলতরঙ্গী।

জটা-মুক্ত, ব্যতি-চর্য-পরিধান, বিভূতি-বিভূতিত উজ্জ্বল অঙ্গ-
বিশিষ্ট এবং শরীরের উজ্জ্বলভাগে কক্ষপথ মালায় শোভিত এই শীমান্ত
পুকুর আঞ্জন করিতেছেন।

* ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে মাইশোর দেশের মধ্যে মনোনিষ্ঠ-
বেট নামক পর্বতে একরূপ সৈকত মূর্তিকা পাওয়া যায়। সে
এদেশের শৈবেরা বিভূতির পরিবর্তে সেই মূর্তিকা ব্যবহার করিয়া

† শিখায় ক্ষয়ায়ো: কথে কষ্ণিয়োদ্ভাদি যো লযঃ।
বদ্ধত্রাং ঘয়োয়েলক্ষ্যা শিবলোকমবায়ুতাত॥

যোগসার।

শিখাতে, হস্ত-দয়, কাঠ এবং কর্ণ-সুগলে যে অনুষ্ঠান ভক্তি পর্যন্ত
কক্ষপথ ধারণ করেন, তিনি শিখ-লোকে প্রাপ্ত হন।
শিবারাহন।

বীরাচারী শাক্ত-সম্প্রদায়ের স্বরূপ-সেবনের ন্যায় শৈব-মূলের সমন্বিত-সেবন ইত্যাদিনার একটি অঙ্গ-বিশেষ। সাধকদের ভাবে মন্ত্র-পূজা করিয়া ধ্যান ও জ্ঞান পূর্বক চিত্তে পান করিতে হয়।

কল্যাণি কবিতায় মহত্তায় কৃত্তি স্বাভাবিকং পং বুঝু।
অপহরণি দুরিতিনিজয় কি কি ন করোতি সম্বিক্ষিপ্তাঃ।
প্রাণতোমি।

সন্নিধ্যাত দায়ি। মহত্তায় কবিতার রচনা হয়, পুকৃষ্ণদিগের স্বাভাবিকাস্থ-বিনিয়োগ হয়, ও পাপ-সমূহ নষ্ট হয়, অতএব তদীয় কি না কহিবা থাকে?

শৈবথেরা জল-মিশিত বিজয় অর্থাং সিদ্ধি-পানের ন্যায় বিজয়ঃ-ধূম-পানও করিয়া থাকেন।

অনন্ত মন্ত্রনামে বিজয়ঃ ঘূংতাঃ।
ভোজনস্থল মিশিত ন হেয়াদেবতি কহ।
নমঃ বুঝে চৌঁ চৌঁ বুঝে।
প্রাণতোমি।

কেন? কেন? কেন? এই মন্ত্র দায় বিজয়-ধূম শোধন করিয়া পান করিবের মহাদেব। ভাবিতে দেষ নাই।

এদেশীয় লোকের মধ্যে, বিশেষতঃ গৃহস্থেতে, শিবোপাসন প্রায় দৃষ্ট হয়ন। দক্ষিণে দ্রাক্ষিক্ষ ও পশ্চিমে রাজস্থান প্রভৃতি অনেক দেশের গৃহস্থেরা শিবের উপাসক। রাজস্থানের অন্তর্গত মেওরার প্রদেশের ইতিহাস-

* অর্থাৎ গাজা।
ভারতের ঔপাসক-সম্প্রদায়।

মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, বহুকাল পূর্বাপর্য তদীয় রাজ-বংশীয়েরা শিবের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা ছিলেন। ঐ প্রদেশের মধ্যে স্থানে স্থানে উৎক্ষেপ শিব-মন্দির ও শিব-লিঙ্গ সকল বিদ্যমান আছে। তথাকার একলিঙ্গ নামক শিবের মন্দিরটি অতি বৃহৎ। তাহা শেত পূজ্যের নির্মিত ও নানা রূপ চিত্র-কার্যে এ রূপ প্রতিপূর্ণ যে তাহার সুবিশেষ বর্ণনা করা যুক্তিধর। বহুশত বৎসর পূর্বাপর্য মেওয়ার অঞ্চলে যে শৈব-ধর্ম প্রবল রূপে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, পুরোন্ত এ বিষয়ের বিবরণ করা গিয়াছে। ঐ প্রদেশের শৈব-পূজীয় অনেকাংশ বুদ্ধিভূমি ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা বহুতর শিব-মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার করাইয়া যান।

প্রতিটি শিবের দক্ষিণ অঞ্চলের যে অনেক কাল পূর্বে শিবোপাসনার প্রচার ছিল ইহা একবার উল্লিখিত হইয়াছে। এখনও তথায় গৃহস্থ ও উদাসীন বন্ধ-সংখ্যক শৈবের অবস্থিতি আছে। বাঙ্গলা দেশীয় গৃহস্থদিগের মধ্যে পৃথক শিবোপাসন প্রায় নাই বটে, কিন্তু শাক্তেরা শাক্ত-পার্থ শিবের অধ্যাপনা ও শিব-বৃত্ত সকল পালন করিয়া থাকেন।

ইহা তাহাদের কর্তব্য কর্ষ。

আদিত্য স্মৃতি গুল্লায়া মালিখায়া তলা পঞ্চ।

নতুন জলকল্লু চন্দ্র গ্রহাতোর্ষ ভবেদ চণ্ড।

নয়ে মরিয়ানী আদি জিহ্ন পদ্মোমিতু।

প্রাগতোষি-ঝগ্গ তোড়লং প্রবন।

* ৪ পৃষ্ঠা দেখ।*
দশনামী। 21

আপনি শির-পূজা করিয়া পরে শক্তি-পূজা করিবে, নতুনা সমুদায় পূজা-দ্বয়া গণ্ধ-জল হইলেও মূর্ত-সদৃশ হয়। অতএব মেহেশ্বরি আপনি শির-পূজা করিবে।

শৈবালয়ের মধ্যে উদাসীন-সম্প্রদায়ী অধিক। তাহারা সচরাচর প্রায় সম্প্রদায় ও গোসাই বলিয়া উঠিয়া থাকে। বাঙ্গালী-দেশীয় শৈবালয়ের প্রধান গুরুদের স্মৃতি গোসাই, কিন্তু পশ্চিমান্তর অঞ্চলে শৈব সম্প্রদায়গুলিকেই গোসাই বলিয়া থাকে। তথায় সাধু-লোক বলিয়া যেমন শৈব উদাসীন রুক্মিণী, সেইরূপ, গোসাই-লোক বলিয়া শৈব উদাসীন রুক্মিণী হয়।

কোন উদাসীন শৈব কি শৈব, তিলক দেখিলেই অর্কেশে জানিতে পারে যায়। বেরাণিরা নাম মূল হইতে কেশ পার্থান উঠিলে যাই, আর শৈবালয়ে ললাটের বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পার্থান বিভূতি দিয়া তিনটি রেখা করিয়া থাকে। প্রথমটি তিলককে উত্তর পুরুষ ও শেষোক্ত তিলককে ত্রিপুষ্প বলে।

শৈব ও কয়েক প্রকার নিঃসৃত গোপালক উদাসীন পর-স্পর এরূপ বিমিশ্রিত ও মূসুম্বদ্ধ এবং কোন কোন অংশে কিছুই ব্যবহার এরূপ মূসুম্বদ্ধ যে, উভয় দলেরই একত্র বিশ্বাস করা আবশ্যক হইতেছে।

দশনামী।

এইরূপ এবাদ আছে যে, পূর্বে সম্প্রদায়-ধর্মে বন্ধকাল প্রচলিত ছিল, মধ্যে রহিত বা ছন্দের হইয়া যায়, পরে শ্রীযুত শঙ্করচার্য্য তাহা গন্তরায় প্রবর্তিত বা গঠন করেন।
ভারতবর্ষীয় উপাস-সম্প্রদায়।

অতএব এস্থলে তাহার বিষয় কিছু বলা অপ্রচলিত ও অন্তন্ত্রিত নয়। শঙ্কর-জয়, শঙ্করীশ্বরিন্দ্র্যায়, শঙ্করীশ্বরিন্দ্র্যায়-বিলাস, কেরল-উপত্যকা প্রভৃতি বন্ধুতর এখন তাহার চরিত-রূপ আছে। শেষোক্ত পুস্তকানি তেলুগু ভাষায় বিচিত্র। খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষ অথবা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি প্রাথমিক হন। মলয়বর দেশের নতুন নামক ব্রাহ্মণ-কুলে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। প্রচলিত প্রাচীনত্ত্বের অষ্টম বর্ষে উপননতা-কাল্যান সম্পন্ন হইলে, তিনি বেদান্তায়নে প্রবৃত্ত হন। অংশ দিনের মধ্যেই তাহার এরূপ শিক্ষা ও রূপক প্রাক্তন হয় যে, তাহা দেখিয়া সকলেই বিশ্বাসপূর্ণ হইয়াছিল। রাজকা বর্ষ বর্ষক্রমের সময়ে তাহার পিতা-বিয়োগ হইয়া কিন্তু তাহাতেও তিনি অধ্যয়ন বিয়োগের কিছুমাত্র বিলুপ্ত হন নাই। বর্ষ উত্তরোত্তর অধিকতর বর্তুয়াই প্রাপ্ত করেন; অনর্থক কালের মধ্যেই তিনি একটি তেজীয় ক্ষতিজাত লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এরূপ আনন্দ আছে যে, পূর্বে মলয়বর চারি বর্ণ ছিল, তাহা তাহা বিভাগের বর্ণ অবতীর্ণ করেন। অংশ বয়স্কই তাহার সন্ন্যাসাণ্ড্রম অবলম্বনের ইচ্ছা হইয়া, কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে সে বিশ্বে কিছুকাল নিবারিত করিয়া রাখিয়া। এই বিষয়ের পশ্চা-লিখিত আধ্যাত্মিক লিপি-বদ্ধ আছে। একদিন তিনি আপন মাতার সহিত একটি আমীর লোকের বাড়িতে গমন।

* অন্য একটি এরূপ আধ্যাত্ম আছে যে, তিনি চিদিতে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে তাহাই হইতে মলয়বরে উঠিয়া যান।
করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন-কালে পথের মধ্যে দেখেন, যাইবার সময়ে যে নদী অচেতনে পদ-প্রাঙ্গণ পার হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা রুক্ষির জলে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাল বিলম্ব করিয়া, জলের কিছু হ্রাস হইলে, তাহার নদীতে অবতরণ করিলেন। চলিতে চলিতে ক্রমশঃ কঠিন-দেশ পর্যন্ত জল-ময় হইলে, শঙ্করচার্য্য শ্রুতি-পাইয়া জননীকে কহিলেন, জননি! যদি আমাকে সন্ধান-গ্রহণে অনুমতি প্রদান না কর, তাহা হইলে জল-ময় হইলে উভয়েরই প্রাণ নষ্ট হইবে; তার যদি কৃপা করিয়া। আমাকে সন্ধানী হইতে দাও, তবে জগ- দীর্ঘকালের আরাধনা করিয়া উভয়েরই জীবন-রক্ষার উপায় সাধন করি। শঙ্করচার্য্যের মাতা বিবৃতি সন্ধু দিয়া অগত্যা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও তখন শঙ্করচার্য্য তাহাকে পৃথিবী-দেশে গঠন করিয়া সন্তরণ দ্বারা নদী-পারে উত্তীর্ণ হইলেন এবং জননীকে যথাবিধি প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্তাব করিলেন *.

* কিন্তু অন্য একটি আখ্যানে উল্লিখিত আছে, তিনি স্বভাব মাতার মৃত্যু-সময়ে গৃহাশ্মেই অবহিত ছিলেন। মলয়বানে লোকে তাহার একজন বিষের ছিল যে, এই সময়ে তাঠির জননীর অন্থিক-পুঞ্জিতের অনুশীলন্তে অপি দান করে নাই ও অন্য কোন ব্রাহ্মণেও তাের বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয় নাই। এই বিষের কারণে কি স্থির বলা কঠিন। শঙ্করচার্য্যের অন্য রহস্যস্তের বিষয়ে কিছু সংশয় আছে। ফেরগুলো লুপ্তির রচিত। লিখিত, এই বিষয়ের কুসংশ্লিত-প্রচার ছিল না, তাহার মাতা ত্রিশোহস্তী জাতি-চূড়া হইল।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

তদন্তর শঙ্করচার্য্য ভারত-ভূমির অন্তর্গত নানা দেশ ভূমি ও সে সময়ের প্রচলিত নানা মত খণ্ডন করিয়া যৌথ মত সংযুক্ত করেন এইরূপ অনেক কথা তাহার চরিত-বিষয়ক সকল গ্রন্থে ও সকল জ্ঞানপ্রদত্ত তত্ত্বের অধ্যায়ে ব্যক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। বেদাংশুশিক্ষার প্রচার ও তত্ত্ব-শাস্ত্র-প্রচলন-উদ্দেশে তিনি চারি দিকে চারি রিটিম মত প্রতিষ্ঠিত করেন; পূৰ্ব্বপুৰুষের শৃঙ্গনির্ণয়ে পূৰ্ব্বপুৰুষের মৃদু চার্ণ সান্ত মত, ভারকৃষ্ণ সাদা মত, ভ্রমের গোবিন্দর মৃদু ও বরিকাশ্ম-অঙ্কের জ্ঞানী মত।

নিদ্রণ-উপাসনা প্রকাশ করিও এই সমস্ত মত-সংযুক্তের প্রথম প্রকাশ তাহার সঙ্গে নাই, কিন্তু একটি বিশেষ দেখিতেছি, সগুলো অর্থাৎ সাক্ষাৎ দেবতার উপাসনায় তাহার কিছু মত বিশ্বাস ছিল না। এই সমস্ত মত সাক্ষাৎ-বাদীদের তীর্থ-স্থানেই প্রস্তুত ও মত-বিশেষে সাক্ষাৎ দেবতা-বিশেষের প্রতিমূর্তি ও প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

রসকৃষ্ণপুরসমীপে তুল্যভক্তদ্বারা শরীর নিম্নায় তাহার সর্বত্র নিম্নায় প্রাকাক্ষে নিম্নায় ভরবহূমি জ্ঞান-স্বাভ্যাস নিম্নায় জ্ঞান তত্ত্ব দেখা; পীরনিন্মার্ণ জ্ঞান ভারতী-সমন্ত নিম্নায় শাখার প্রতিষ্ঠিত করা।

শাক্তদর্শিজ্ঞা।

তুল্যভক্তি-নদী-তীরে শঙ্করপুরের নিকটে চক্র নিম্নায় করিয়া তাহার সমুদ্রে নদীর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সমুদ্রে নদীর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সমুদ্রে নদীর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সমুদ্রে নদীর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া।
দশনাংশ

বিদ্রেষ করা দূরে থাকুক, এইরূপ লিখিত আছে যে,
তিনি আত্ম-জ্ঞানে অসমর্থ ব্যক্তিদের নিমিত্তে শিবা-
দির উপাসনা-প্রচারের উদ্যোক্ত ছিলেন।

নানাপাপভূতঃ সত্যিষু মহাইতবিদ্যায়মনান-
ধিকারিষু তথ্যং তথা; পুনর্পতি বহুক্ষিতা ভবতীতি বিচার্যঃ
লোকতাব বর্ণশিমপালনায়ত্ব প্রমত্তকল্পনামাত্রে জীবে-
থমীদায়াক্ষ রচিতস্মৃত্তম্ভ নিজগীত্য পরমত্তকালানলঃ
হইতেমাখ।

আনন্দগিরী-রূপ শঙ্করদিনিজয়।

নানাপাপ দ্বারা জানাকৃত বিনষ্ট হওয়াতে, যাহারা নিষেধ
অবৈত্ব ব্রহ্ম-জ্ঞানে অনন্ধকারী হইয়াছে, তাহারা বহুক্ষিতাতীত হইবে
এই বিবেচনায় তিনি লোকতাবারূপ ও বর্ণশিমপালন উক্ষেশে
জীবের আবেদন-বোধ করিয়া শ্রুতি হইয়া পরমত্তকালানল নামক
নিজ শিখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা কহিলেন।

লিখিত আছে, শঙ্করচার্যের শিখেরা তন্ত্র আদেশা-
ন্ত্রে নানা দেশে ভয় ও তত্ত্ব প্রতিদগ্ধের সহিত
বিচার করিয়া স্বর বিয়ু প্রভৃতি সাকার দেবতার
উপাসনা প্রচার করেন।

এবং প্রত্যাহারিতঃ সত্য তদস্ত্‌ যথাযথত: কান্তিত: পথ্য-
চরিতার্থমূলঃ রাজনীতিসাহিত্য তন্ত্রাভ্যাসন; করোতি
পরমত্তকালানলঃ যজ্ঞরাগচ্ছিনা।

আনন্দগিরী-রূপ শঙ্করদিনিজয়।

শঙ্করচার্যের শিখা পরমত্তকালানল অংশের রূপে দিনিজয় করিয়া।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

মেই মেই দেশের অনেক লোকের পক্ষের মতের উপেক্ষা দ্বারা শৈশবমতাবলম্বী করিতে থাকেন।

পূর্বেঠানে ঘটিয়াছিলো: কিছু স্বামীর ভাবে কাঞ্চি-হালকায়ান্তী ছিদ্রপুর পুষ্পার্চনায়ক কাঞ্চিরামায় অগ্রাসন করা। বড় শিক্ষামতে: পুনরাবৃত্তি পরমাঙ্কচরণ মন্ত্রালয়ে তথা উদাহরণশীলতা মায়েরজ্যমানের ভাষাবিজ্ঞানের কিরোট। হস্তাক্ষরে সম্মান প্রত্যক্ষিকির মতে অভিন্নচরণ আকাশগ্রামায় অবস্থান করিয়া কন্যা মমতাপিত্ব পরমমুক্ত প্রাপ্ত।

আনন্দপিকলাকৃতো শঙ্করদিগের।

লক্ষ্মণচার্য পুরুষভাগনে দিগের করিয়া ব্রাহ্মণ সমূদ্রকে চিত্র-যুক্ত-উষ্ণ-পুণ্য-ধারী ও শর্ম-চক্রাধি-চিত্রায় চুক্তি-বিশিষ্ট বৈষ্ণব করিয়া এবং ভাষার নিয়ম প্রত্যাগমন পুরুষ পরম গুরু শঙ্করচার্যারকে প্রণয় করেন। তাহার আদেশস্বারে মত প্রকাশ করে ভাষাদিগ গুরু-সমূহ রচনা করিলেন। হস্তাক্ষরে পশ্চিম খণ্ডে দিগের পৃষ্ঠক লোক সকলকে বিষ্ণুর অনুকরণ মতে উপদেশ করিয়া পরম গুরুকে অবগত করিবার উদ্দেশে তাহার সমীপে আগমন করিলেন।

এইরূপে দিবাকর আচার্য দ্বারা সৌন-মত, ত্রিপুর-কুমার দ্বারা শাক্ত-মত, গীরেজাপুত্র দ্বারা গণপত্য-মত ও বটুকনাথ দ্বারা তৈরক-উপাসনা প্রচারিত হয় বলিয়া লিখিত আছে। ইহারা সকলেই পরম গুরু শঙ্করচার্যের শিষ্য।

শঙ্করচার্য কাঙ্গী, কর্ণ্টি, কাষ্টি, কাম্রূপ প্রাপ্তভূতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভক্তি করিয়াছিলেন। জীবনের
শেষ-ভাগে কাশ্মীর-রাজ্যে গমন করেন, এবং তথায় প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সরস্বতী-পীরে অবিশিষ্ট হন। তথা হইতে বদরিকাশ্রমে চলিয়া যান ও অবশেষে কেদারনাথে গিয়া ৩২ বর্ষিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে প্রাণ ত্যাগ করেন।

এবং কাশ্মীর: মিবাবতারস্য মুদৈবতি।

হালিশদ্বোজ্বলক্ষ্মীতিরাগঃ: সমা অতীতঃ কিল বক্রস্য

মাধবাচার্যা-রূপ শক্তরজয়।

উজ্জল-কান্তি-রাশি-বিপিন্টী শিবার্তার ক্ষুণ শক্তরাচার্যার এই রূপ পাপ-নাশক শুভ চরিত ঘাঁট। ৩২ বর্ষিশ বৎসর গত হইয়াছিল।

জন-প্রবাদে লোকের শৃণাঙুণ উত্তরেভার বদ্ধন করিতে থাকে এবং শিষ্যেরা নিজ গুরুর দৌষ পরিবর্জন ও শুণ পরিবর্ধন করিয়া চরিত বর্ণন করিতে সহজেই প্রার্থ্য হয়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এ বিষয়ের উদাহরণ-স্তুলের অপ্রত্য নাই। অতএব শক্তর শান্তীর যাবতীয় জীবন-রত্নাঞ্চলের এই উভয় দৌষে দৃষ্ট হওয়া কোনরূপেই অসম্ভব নয়; অতুম তাহাতে অনেকের কল্পনা কথা সম্ভব হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। তথাচ হিন্দু-ধর্মের পরিবর্তন ও সংস্কার-সাধন বিষয়ে তাহার যে বিশেষ কার্যকারিত্ব ছিল ইহা অর্করেই উল্লেখ করিতে পারা যায়। তাহার বিন্ধত ভক্তর পুষ্কর ও তাহার প্রকৃতি রূপক শিষ্য-সম্প্রদায় সমুদায়ই ইহার স্মৃতি প্রভাষ প্রমাণ। দুই একটি প্রমাণ-গৌরব বিষয়েও তাহার জীবন-
ভারতবর্ষীয় উপাধি-সম্প্রদায়।

রসাল্টের কোন কোন বিষয়ের পোষকতা করিয়েছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জোসি মঠ মলাবর-দেশী এক এক জন নব্বো ব্রাহ্মণ বরাবর পূজারী হইয়া আসিয়েছে। শক্তরাচার্যা কাম্বোরগন ও প্রতিপক্ষিকে পরাজী করিয়া যে সর্বস্বতী-স্থান উপভোগ করিয়া। তাহার অল্প বিদ্যমান বলিয়া আসিয়া ও বাসী-গণও তথায় গিয়া ঐ নামের একটি স্থান দেখিতে পাইয়া। তিনি শারীরিক ভাষায়, দেশোপনিষদ-ভাষা, শেতাভাষ-রোপনিষদ-ভাষা ও ভাগবনীতি ভাষ্য প্রত্যিত করিয়া। তত্ত্বমালে মোহমুক্তর তাঁহারই রচিত বলিয়া লিখিত আছে।

পূর্বে এক বার লিখিত হইয়াছে, মধ্যে দোগ্রহণ রহিত হইয়া যায়, পরে শক্তরাচার্য্য তাহা পুনরায় প্রবর্তিত করিয়া। তাঁহার প্রধান চারি শিক্ষা, পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডল ও তোটক। পদ্মপাদের চূর্ণ শিষ্য, তোর্ক ও আশ্রম। হস্তামলকের চূর্ণ শিষ্য ও বন ও অণ্য। মণ্ডলের তিন শিক্ষা; গিরি, পরীত ও সাগর। তোটকের তিন শিক্ষা; সংস্কৃত, ভারতী ও পুরী। এই শক্তরাচার্য্য গুলি অক্ষেষা বোধ হইতে পারে, এ সমন্ত তাহাদের গুলিতে নাম নয়, কেটাইত উপাধি-বিশেষ। লিখিত আছে৷

* শক্তরাচার্যা বেদবাস-কৃত বেদাস্তাত্ত্বের যে ভাষা রচনা করেন, তাহার নামাংশ নাম প্রচলিত আছে, যথা মূর্ত্তভাষা, শারীরিকভাষা, শারীরিকনীতিমাংস, উত্তরনীতিমাংস ও বেদাস্ত-দর্শন।
বিশেষ বিশেষ লক্ষণসাধারণে এই দশ শিখনের তীর্থাদি
দশটি নাম ও এই দশ জন হইলেই দশনামী সন্ন্যাসীদের
তীর্থাদি দশ সংক্রান্ত উপাধি হইয়াছে।

বিশেষাধিকভাবে তীর্থ তথ্যস্যাদি দলিলচরণ।
সোত্রাচার্য ভাবেন তীর্থনামা সম্পন্ত।
চারুমগ্নিণী প্রোত্ত চারুপাশ্ববিবর্ণ।
চারুতত্ত্ববিনিশ্চিত এতদান্তমলচরণ।
সুরময় নির্ভরে দৃষ্টি বেষ বাসন করায় তি।
চারুপাশ্ববিনিমুখকোচননামা সম্পন্ত।
চারুকে সংস্থানমুন্দরনমনতন্ত্র্য বেল।
ত্যজ সম্বিদ্যা বিশ্বরাশ্রয়লচরণ।
বাসোগরিবরে নিবৃত্ত গুরুতাম্বৰ্য হি তত্ত্ব।
গম্ভীরাচলবিষ্ণু গিরিনামা সম্পন্ত।
বসত্র পর্বতদলের প্রদীপ্ততাহান্দারণানুত।
সারায়ার বিজ্ঞানার্থ পর্যত: পরিত্যাগিত।
বসত্র সাগরগম্ভীরে বনরাত্রিমাগ্রণ।
সম্বন্ধ ন লব্ধুত সাগর: পরিত্যাগিত।
স্ত্রীনামবিনিমূল্যমায় কথাদ্বারে: কবির্য।
সংসার সাগরে সারাচিভোধ্য সর্পক্ষটি।
বিগ্নানচরণ সমস্ত: সর্বমাণ পরিত্যাগিত।
ধ্বংসকরি জানাতি ভারতী পরিত্যাগিত।
ব্যাঙ্কোতেন সমুদ্র। পৃথিবীতে স্থির।
পর্বতার তোনিত্য পুরীনামা সম্পন্ত।

প্রাণোদিতি। অবস্থুত-প্রকল্প।


শক্ত্র স্মারির প্রতিষ্ঠিত পূর্বকোল চারি মণ্ডের মধ্যে শৃঙ্গগিরির মণ্ডে পুরী, ভারতী ও সর্বশীর্ষী, সারদা মণ্ডে তীর্থ ও আশ্রমের, গোবর্ধন মণ্ডে বন ও অরণ্যের এবং জোনী মণ্ডে গিরি, পর্ব্বত ও সাগরের শিশ্য-প্রাণালী প্রচলিত হইয়া আনিয়াছে। এখন অরণ্য, একরূপ বিলম্ব হইয়াছে বলিলেই হয়; সাগর ও পর্ব্বত তত্ত্ব অতি বিরল। প্রত্যেক দশনামী ইহার কোন না। কোন মণ্ডের ও কোন না কোন প্রাণালীর অন্তগত। এই দশ একার সম্প্রদায়ের স্থানীয় মধ্যে যিনি যে শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তিনি
দশনামী। ৩১

সেই শ্রেষ্ঠীর নাম প্রাপ্ত হন। দণ্ডী ও সন্যাসীদের বিবরণ মধ্যে সে বিষয়ের সর্বশেষ বুদ্ধি লিখিত হইবে।

এ চারিটি প্রধান মঠ তিন্ম স্থানে স্থানে অন্য লোকের প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি মঠ বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক মঠের এক এক জন অধ্যক্ষ থাকে, তাহার নাম মহন্ত। তথায় শিবাদি দেবতার প্রতিমূর্তি স্থাপিত দেখা যায় ও লোকে তথায় আসিয়াই সন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক মঠের বার নির্বাহ জন্য কিছু কিছু ভূ-সম্পত্তি দেওয়া থাকে। মঠ ও সেই সম্পত্তির উপর তদীয় মহন্তের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও সর্বাঙ্গীন প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রদেশে তারকেশর ও ভোট-বাগানের দেবালয় এক একটি মঠ। তাক্কল, ইহাদের আখাড়া নামে কতকগুলি স্থান আছে, যথাস্থানে তাহার বিষয় লিখিত হইবে।

জিজ্ঞাসা করিলে, দশনামীরা অনেকে আপনাদিগকে নিষ্কৃত-উপাসক বলিয়া পরিচয় দেন; কিন্তু তাহাদের বিভূতি প্রভুতি শেষ-চিহ্ন-ধারণ, শিবালয়ে অবস্থান, নিজ গুরু শক্তর স্থানীয় শিবতাত্ত্বি বলিয়া বিশ্বাস, অধিকাংশ শেষেই প্রথমে শিব-মন্ত্র-এর গ্রহণ, মহিমার স্তর নামে

* সন্যাসীদের বিবরণ দেখ।

† তথ্যাঙ্ক উপযুক্ত তথ্যপূর্ণ হইলে।

আবারো কথার নোটিশ দূরন্তে। ||
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

প্রথম শিব-স্তেত-পাঠ মাত্রে অনেকানেক অশ্রিকত সন্ন্যাসীর উপাসনা-কার্যের পর্যাপ্ত ইত্যাদি বিবিধ বিষয় তাহাদের শিবানুরাগ ও শিব-প্রকৃতিতা বিষয়ে সাক্ষা দান করিতেছে। শাস্ত্রেও সুস্পষ্ট লিখিত আছে, মহাদেবই সন্ন্যাসীদের দেবতা।

অনীতান্ন সন্ন্যাসঃ।

নৃসতন্ন হিতঃ।

মহাদেব সন্ন্যাসীদের দেবতা।

তাহাদের প্রতিপক্ষীয় বৈষ্ণবউদাসীনেরাও তাহাদিগকে শৈব-মতস্থ বলিয়া জানেন। শৈব-বৈষ্ণবের যে বঙ্কু-মূল বিরোধ ও যুদ্ধের বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বৈষ্ণুদের সহিত এই দশনামী সন্ন্যাসীদের বিরোধ বই তার কিছুই নয়। ইহাদের অন্তর্গত কতকগুলি বিঃপ্রাপ্ত ক্ষণ্য মা বা দাস্যাং মধ্যাং। অবাকঃ ৷

আকাশ: শঙ্করাক্ষী কলা মল্লামাসমান।

শেষসঙ্গঃ শব্দগুল্মান্ত নিবারিকা নারী ৷

নিবারিকাধীনান্ত মহিমানি দার্শনি ৷

রহস্যমরণ উঠের খণ্ড।

সরস্বতীর দুঃখ নিবারণ উদ্দেশে শিব ও বৈষ্ণু কোন আচার্য কুলে অবতীর্ণ হইবেন। সরস্বতী আচার্য-রূপ বিষ্ণু ভার্ধী হইবেন। শঙ্কর নামক আচার্য সন্ন্যাস অনুশীলন শুরু পূর্বক উভয়ে নৈতিক সত্য দ্বারা বৌদ্ধদিগকে নিবারণ করিবেন ও তাহাদিগের বল-প্রভাবে তাহার দণ্ড হইবে মমী।
লোক নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠুর-উপাসক অথবা আত্মজ্ঞানী তাহার সন্দেহ নাই। এই পুস্তকের উত্তরায়ণ অংশ পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারা যাইবে। শঙ্করাচার্যের ভাষামুখী বেদান্ত-চর্চা ও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য আত্ম-জ্ঞান-সাধনমূলক পত্রাদির মূল্য ধর্ম। ফলতঃ দশনামীদের বিশ্বাস এই বে, যিনি ব্রহ্ম তিনিই শিব। শিবগীতাতে শিবের নিরাকার নাকার উভয় শ্রুত্রুপের একত্র বর্ণনা দ্বারা সে বিষয়টি স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

অর্থঃ শ্রুতিশক্তি আত্মজ্ঞানঞ্জনমূলক শিখন ।
আত্মসাক্ষাত্রিত প্রশাল্ল বিষ্ণু কারণম ।
এক বিষম চিদানন্দকর্মজ্ঞসমং প্রকৃতি ।
শ্রুতকেশব পরমদেহং সন্তানম।
আত্মসাক্ষাৎ বর্ণমূলক বিবর্ণনম ।
জটারং চন্দ্রমোলিং নাগবদ্যোবীতিনম ।
আত্মসাক্ষাত্রীরীত্ব বলরামভাননম ।
পরামাব্দশ্চ ইত্যাদিয়া বিবক্ষায় পরস্পরঃ খগম ।
চন্দ্রকুচ্চকুচকাতিনাং চরিত্রাত্রীরীতাং ।
ভূতশিতাশচ সর্বভূতশোভিতম ।
এতেয়াতি জ্ঞানং কা প্রাচীনশ্রীতরাজসম ।
জ্ঞানতিষ্ঠনামে কায়েনাম সার্থর্যং পরম: মা জন:।।

শিবগীতা।
ৰং-বর্জিত, জ্ঞ-রহিত, অসুত, শূন্য-শ্রীটিক-প্রভ, উমার অর্জ-দেহ
ধারী, ব্যাঙ-চর্চ-পরিধান, মৌলকম, ত্রিলোচন, জলাধার, চন্দ্রোপলি,
নাগ-মণ্ডলপীত-ধারী, ব্যাঙ-চর্চ-রচিত-উত্তমীর-ধারী, বরীর, অভর-প্রদত্ত, হৃই উক্তুক উদ্ধত দ্বারা পরীকভ এবং মৃগ ধারী, মধ্যাঙ-কালীন কোটি হর্ষের ভাগ আভা-যুক্ত, কোটি-চন্দ-তুল্য যুগী-তল, চন্দ্র হর্ষে অর্থ এই বিনয়-বিশিষ্ট, ঈৎ-হার্শ-যুক্ত-মুখ-পদ্ম-বিশিষ্ট, সর্পাঙ্কে বিভূতি-ভূষিত, এবং সর্পাঙ্কে যুক্ত এইরূপ আত্মাতে আমি, আমাকে অর্ণি করিয়া, প্রধাবকে উত্তর অর্ণি করিয়া, আমার মূর্ত্ত পুরুষকে আমার সাঙ্কোচ দেখিতে পাই।

উলিখিত দশ প্রকার সন্ন্যাসীর মধ্যে অনেকেই কেবল আপন আপন শ্রেণীর নামযোগ ধারণ করে; স্মরণোচিত সাধন ও নিয়মায়োজিত কিছুই করেন। তাহারা নিতান্ত মূর্ত; কেবল তীর্থন্মের ও বিজয়া-ধূম পান করিয়া জীবন-ক্ষেপ করে। বেদান্তলুক্ত তত্ত্ব-জ্ঞানের অমূল্যীন ঈহাদের অদি ধর্ম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু পরে ঈহারা তত্ত্ব ও যোগ-শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তদসম্মানী অগ্রভূত হইতে রাষ্টে। তদসম্মানে অনেকে যোগ-সাধন ও অলৌকিক ক্রিয়ামূঢ়-ঢাল দ্বারা তৈরি শুভ প্রকাশ করিয়াও চেষ্টা পায়। দাইব-স্তানে লিখিত আছে, একটি দণ্ডী দিন ঘটা কাল নিমিত্ত রোধ, শিব হইতে দুষ্ট নিসারণ, কেশ দ্বারা আর্ধ-ছেদন ও বোতলের মধ্যে অক্ষর অগ্রে শব্দিত করিতে পারে।

যদিও ঈহারা ভিকৃৎ কীৰ্ত্তিৰ, কিন্তু পশ্চাৎ দৃষ্ট হইতে, ঈহাদের অন্তর্গত সম্প্রদায়-বিশেষে স্বভাবত বাণিজ্য-
ব্যবসায়ে প্রচুর হইতে রাষ্টে।
ইহার। বৈরাগীদের ন্যায় টোর কৌশিক ধারণ করে
ও মৃত্যু ঘটিলে, শব দাহ না করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে স্থাপন
অথবা জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ইহাকেই মৃৎ-সমাধি
ও জল-সমাধি বলে।

সন্ত্রাসিনাং জ্ঞান প্রাপ্ত হারেকথ মন্তব্যক′

স্মৃতি গ্যুরুমুখানীন নবাংলায় মজারে।

স্থানিকাণ্ড শত্র অক্ষোপালাস।

সন্ত্রাসিনাং জ্ঞান প্রাপ্ত হারেকথ মন্তব্যক′
অর্জনা করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া অথবা জলে মঞ্চ
করিয়া দিবে।

কাশী, মুক্তাপুর প্রভৃতি পশ্চিমমন্দির প্রদেশে কেহ
কেহ একটি প্রষ্ট্রাধারে শব সংস্থাপন করিয়া সমাধি
দেয়।

দশনামীদের মধ্যে উত্তম উত্তম পণ্ডিত ও প্রধান
প্রধান প্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য যে সমস্ত
আত্মজান-বিষয়ক পুনর্নুপুন করেন, তাহা পূর্বেই লিখিত
হইয়াছে। অনন্দলগ্নী ও অমরশতকা তাঁহার প্রণীত
বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তদীয় শিষ্য অনন্দলগ্নী শঙ্কর-
দর্শনীয় নামে তাঁহার চরিত-গুর্ভ একথানু প্রচু রচনা
করেন ও তাঁহার কুত্তু সুত্তু ভাষায় উপনিষদভাষায় প্রভৃতি
সমূদয় ভাষ্যের দীক্ষা প্রকৃত করিয়া যান। অমরকোষের
একজন শীকারকের নাম রামাস্থম। পঞ্চদশী এমন
ভারতীয়বিদ্যাভাষ্যায়ন্তার প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

আছে। বেদ-ভাষাকার মাধবচার্য সম্বন্ধে ধর্ম অবলম্বন করিলে বিপ্লবী নাম নামে ব্যাপ্ত হন।

ইহাদের মধ্যে অনেকাংকার ব্যক্তি অধ্যাত্মিক ও উৎসাহবানু দেশ-পর্যায়গত হইয়া গিয়াছেন। শরণার্থঃ নিজের শিষ্য-গণ সমভিব্যাহারে যাইয়া ভারতভূমির দক্ষিণে সীমা হইতে উত্তরাভিমুখে নানা দেশ পরিভ্রমণ পূর্বক উহার উত্তর সীমাবস্থাহিত হিমালয় পর্বতে আরোহণ করিয়া কেদারনাথ পর্যায়ে গমন করেন। এখনও অনেক দক্ষিণে সেতুবন্ধ, উত্তরে বদরিকাশ্ম, কেদারনাথ, কৈলাস-পর্বত ও মানসদরবতঃ এবং পশ্চিমে বেলুচিষ্ঠানের অস্তর্গত হিন্দুদের পর্যায় পর্যায়ে গমন করেন ও কেহ বা অন্যান্য সাই সমাহিত হইয়া তদপেক্ষায় দূর দূর নাট্য যাত্রা করিয়া থাকেন।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে ভাগীরথভারতী নামে

* এই ধর্মের সংস্কৃত নাম হিঙ্গল। ইহা হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থ-তীর্থ।

সমাদৃত হিঙ্গলাভা ভারতী ভাষায় ভাষায়।

কাঠার্য বা মহাভারত বিশ্বাস যা বিশ্বাস।

তত্ত্বাদি।

সত্তির রশ্মি হিঙ্গলাভে পতিত হয়। সেখানে ভীমনাথচন্দ্র
ভীরব এবং কোটীনাথ দিগলী দিগলী মহামায়া। বিষ্ণুরাম
আছেন।
একটি পরমহংসের সহিত আমার আলাপ ও আত্মীয়তা ঘটে। তিনি স্থল-পথে দক্ষিণে নেতৃবন্ধনরাখিয়ে, পূর্বের অনেকানেক বন পর্যন্ত অতিক্রম পূর্বক বিভিন্ন রুক্ষিদের দেশ, পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কালুল, কাদাহার, হিঙ্গলাজ ও গোরাশান এবং উত্তরে হিমালয় উত্তরের পূর্বের ভোট-দেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমাঞ্চলে চীনতাতাতারের অন্তর্গত ইয়ার্কিয়ামও পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তিনি কয়েক বার সমুদ্র-পথেও যাত্রা করেন। আমার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিবার মূলাধারিতে তিন বৎসর পূর্বে এক বার করাচী বন্দরে একটি দণ্ডলী গোলাইয়ের অরণপোতে আরোহণ করিয়া। পশ্চিমাঞ্চলে গমন পূর্বক আরবের অষ্টাঙ্গানী মস্তক নগরে উপনীত হন এবং তথা হইতে ঐ জাহাজেই দক্ষিণ মুখে যাত্রা করিয়া মরীচ অর্থাৎ মরিশাসু দীপে অবতরণ করেন। তথায় কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া। উত্তরাঞ্চলে প্রস্থান করেন ও আরেক নগর অতিক্রম ও লোহিত সাগর প্রবেশ পূর্বে মক্কা নগর দক্ষিণ হস্তে রাধিয়া। কমশূন্য উত্তর মুখে চলিয়া যান। কিছু দূর গিয়া তদপেক্ষা একটি বৃহৎ সমুদ্রে পড়েন ও পশ্চিমপূর্ব মুখে গমন করিয়া। মক্কার পশ্চিমাঞ্চল হইতে যাত্রা করিবার ১৭। ১৮ দিবস পরে সমুদ্র-তীরস্থে একটি পর্বতের উপর জালায়ুগী দেখিতে পান ॥

* ঐ জালা-মুখী লিপারি-বীপস্থ স্তুবঙ্গলি নামক আমেঝ-গিরি বলিয়া সহসা বোধ হইতে পারে। পরমহংস বলেন, ঐ পর্বত কম-
পুরাণপুরি।

শাম দেশের অস্তর্গত বা অতি নিকটস্থ। ইটালির রাজধানী জগদ্ধাত্রী দেশ রোমনগর ও উল্লিখিত স্থানের সমীপস্থ রেডে, অতএব এ অঞ্চলে ঐ অামানের সহিত উহার কথার অস্বীকার হয়। কিন্তু সে অঞ্চলে শাম নামে কোন দেশ বিন্দমান নাই। পারসীক ভূগোলে তুর্কি-দেশের এক অঞ্চলের নাম কম এবং সীরিয়া ও দমিনস নগরের নাম শাম বলিয়া লিখিত আছে।
নামে একটি উল্লেখযোগ্য সম্বন্ধী বিদ্যমান ছিলেন। দেশ- 
পর্যটনে তাহার এরূপ উৎসাহ ছিল যে, তদীয় অমরন-বৃত্তান্ত  
পাঠ করিয়া দেখিলে বিস্ময়পন্ন হইতে হয়। তিনি কান্তে- 
কুজ্জ-নিবাসী একটি রাজপুত-জাতীয় কুটিলের কুলে জম গ্রহণ করেন। নয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে অর্থাং  
১৭৫৬ অথবা ৫৩ খৃষ্টাব্দে পরিবর্জনের অভাবের সাহায্যে গৃহ  
পরিত্যাগ পূর্বক বিদ্যুম্ন আদর্শ সম্বন্ধাশ্রম অবলম্বন  
করেন। এ সময়ের পর ও ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন  
সময়ে প্রয়াগে আগমন করিয়া উল্লেখযোগ্য হন। তিনি উত্তরে  
ভোট অর্থাং তিব্বত, দক্ষিণে সিঙ্গেলা দীপ ও পৌরুর্দকে  
পূর্বে-দেশ পর্যায় গমন করেন এবং পশ্চিমে সিঙ্গেল নদীর  
অভিক্রম করেন। আফগানিস্তান, খোরসান, কাম্পোয়ান  
সাগরের সীমাস্থ নানা স্থান ও ঋঙ্গিয়ার অন্তর্গত আফ্রিকা-  
কান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ, প্রদেশ, নগরার্থে পরিভাষণ  
পূর্বক আমিয়া-থেকের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হন। তাহার  
তেহের পরিক্ষেত্র ও প্রতিনিধিত্ব না হইয়া ইউরোপীয় ঋঙ্গ-  
ধায় প্রবেশ পূর্বক মস্ত-নগর পর্যায় পর্যায় করেন। তিনি  
তথ্য হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমনের সময়ে ও তাহার পরে  
তুর্কি, ইরান, খর-দীপ, বাহ্রিনু-দীপ, মস্ত, বোখারা,  
সমরকন্দ, ভোট প্রভৃতি নানাবিধ দেশ প্রদেশ নগর ও  
গ্রাম অমরন করিয়া নেত্র-যুগলের তৃপ্তি সাধন করেন।

* বাংলাদেশের যে দেশের নাম দ্বারা বলিয়া লিখিত হয়,  
তাহার প্রথম নাম ভোট।
তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি তুর্কি-দেশীয় বস্ত্র নগরে সোহোবিন্দরাও ও কলাণ্ডরাও নামে দুইটি বিখ্যাত সম্প্রদায় দেখিয়াছি ও আরব-দেশীয় মস্ত নগরে, তাতার-দেশীয় বাঙ্গালী নগরে ও খরক-দ্বীপে অনেক হিন্দু সাহিত্য সাধক করিয়াছি। আর তিনি ইহাও কহিয়াছেন, আসিয়ার অন্তর্গত চীন-দেশের অন্তর্গত নগরের অনেকগুলি হিন্দু অবস্থিত আছে; তাহার আমাকে যথেষ্ট আদর অবক্ষ্য করিয়াছিলেন। কত কত বন পথচড়া অতিরিক্ত করিয়া ও নানা গ্রামের অসভ্য ও বংশ জাতির মধ্য দিয়া পদ প্রবেশ এই দূর অভ্যন্তর সাধারণ বীর্য ও সাধারণ উৎসাহের কর্ম নয়।

আমাদের এ উল্লেখ্য ধারকের অনুগ্রহ করিয়া দুই একবার রাজ-চিঠি ও করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে সময়ে বেটোন-দেশের জাতির সামনে অবস্থিত করিতেছিলেন, সে সময়ে তথ্যাকার রাজস্থানীরা তাহার দ্বারা গবর্ণর জেনারেল হেস্তিংসের সমীপে রাজ-কাগজের সংক্রান্ত হয়ে কতকগুলি কাগজ-পত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি সেই সময় লইয়া বারএল্যান্ড ও এলিয়ট সাহেবের সমক্ষে অপর্যাপ্ত করিয়া যান। আর একবার তাহাকে কাশ্মীর-নগরীতে রাজা চেত সিংহ ও তথ্যাকার রেসিডেন্ট গ্রেহাম সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর পরে গবর্ণর জেনারেল তাহাকে আশাপুরের নামক এক ধানি গ্রাম জয়গির দেন, এবং তিনি তাহা বোঝার নিক্ষেপ ভোগ করিয়া আইসেন।
দশনামী। ৪১

তাহার বুদ্ধি, বীর্য, নাহস ও অধ্যবসায়ের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি ইউরোপীয় বিদ্যার সুখিক্ষিত হইলে, হয় ত, দ্বিতীয় রামমোহন রায় হইয়া। উঠিতেন ৷—এদেশের সভ্যতার নব্য সম্প্রদায়, তোমরা কমলা-দেবীর প্রাসাদ-লাইভ উদ্ধেশে ধূম-ধ্বংস স্নুচার সমুদ্র-সাগরে সুখে শরান ও স্বচ্ছন্দে দোলায়মান হইয়া, চর্ণ চৌর লেখে গোর চতুর্থ ভোগ উপভোগ পুর্বক, অর্কণে কমলা-তীর্থ বিলাত-ক্ষেত্র দর্শন করিতে পার, এ তথাকার অস্থায়ী চাঙ্গাদের দর্শনে চমকে ও বিমোচিত হইয়া, বিলাতীয় বেশ-ভূষার ভৌতিক বিষয় মাত্রের অনুমূলন পুরস্কার, আপনাদের অগাধতঃ ও প্রাকাশ করিতে সমর্থ হও; কিন্তু নিশ্চয় জানিবে, এ অংশে অশ্রমিণ্ড পুরাণপুরীর উৎসাহ, অধ্যায়, কৌতুহল ও প্রতি-বিধির অযাপারি তোমাদের আদর্শ-ভূমি হইয়া রহিয়াছে।

তোমাদের শরীরের গুলিকে কেবল বায়নরূপ ধারণ করিয়া এরূপ নহে, মনও তাহার অনুমূলনী হয় নাই। “আকার-সদৃশী প্রজা’ কেবল দিলবেরই হইতে হয় এমন নয়; তাদৃশ কবি উপনিষদের থাকিলে, ভাবান্তরে তোমাদেরও

* পুরাণগুলির মৈল ভাষণ-ব্যাখ্যা হইতে এ বিষয়টি সংক্ষেপে সংগঠিত হইল, তাহার ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের নে সাগরে সহস্রিধ হয় ; অথবা তিনি দেশ-পৃষ্ঠাটেনে এক বারে নিশ্চিত হন নাই।

নেই রূপ বর্ণনা করিতে পারিতেন। শারীর ধরণে, মন ধরণে,
আচার অপূর্ব, ইচ্ছাতে আচার শুচি প্রত্যাশায় নড়াইয়া কি? 
ভারতভূমির প্রত্যাশায় মনে ধিন ধিন কী এবং বিলীন হইতেছে তাহার সক্ষেত্র মাই। 
শিক্ষায় সত্তারের 
ক্র কত পুরুষ করিতে পারে? ধর্মনীতির অমূল্যতম ও
অমূল্যম-শিক্ষা এদেশীয় শিক্ষা-প্রণালীতে সম্বন্ধিত
কর। রাজপুত্রদের ক্ষেত্র যোগ হয় নাই। অতএব সে
বিষয়ের ত কথাই নাই। একবারই মন-মূত্তি। অ-
তপনীয় ধন-সেবা ও শুদ্ধ-গর্ভ অভিমান ‘বিদ্যারাণা’
অধিকার করিয়াছে। শেষ শুদ্ধাকর পানীর-দোবে। ঐ
পুণ্য-ধামের সকল গুণ সংহার ও সকল অকল্যাণ বর্ধন
করিতেছে। উক্ততর ও মহুতর গুণ মূল্যায়ত তথায় স্থান
পাইতেছে না। অশিক্ত লোকের কথাই বা কি
করিব? “——–উত্তোন্ধিকণ” উভয় দলের মধ্যেই
বায়ো-পাচার অস্ত্রাব পরস্পরের মন পেষণ করিতেছে।

* পূর্বকলামে মিলকে দীর্ঘকাল, সাহসী ও
আনুষ্ঠানিক এর অন্য অন্য সকল জাতি অপেক্ষা রূপ-পাতিত বদিয়া
বর্ণন করিয়াছেন, তাহার। এখন বুদ্ধি-কাশ হইয়া। বুদ্ধি হইয়া গোল।
হায়! প্রদীপ, বলিত, দীর্ঘকাল বীরপুরুষের কুনলে কতকগুলি
পিশাচিকা জমিলাম। এ দুঃখ রাধিবার শ্বাস নাই। আমাদের সে দিন
কি আর ফিরে আসুবে না?

† সাধারণ বিষয় সমধিক সকল কথাই প্রায় বাতিলাত-শুল
থাকে; অতএব এ সকল কথা নাই এখন নয়। এখন পূর্বেকে
আপনাকে বাতিলাত-শুল মনে করিলেই আর প্রতিকার-চেষ্টার
সম্ভাবনা থাকে না।
মিথ্যা, শর্তভা, প্রতারণা ও ভর্ত্তিত্ব যোগদানর দেশ-
মধ্যে যে কিন্তু অমল অবশিষ্ট দিয়াছে, তা বলিবার নয়।
পূর্বকালে যে হিন্দু-জাতির নায়কপত্তা, সত্যবাদিতা,
শাস্ত্রীয়তা, পান-দোষ-বিহীনতা, ব্যবহার-বিশ্বাসী এ ও
সর্বাঙ্গে বিশ্বাস-চরিত্রা দেখিয়া বিদেশী লোকে বিশ্ব-
রাপণ হইত, যাহাদের মধ্যে ঙ্ঙ-দান ও তাদৃশ অন্য
অন্য অনেক বৈশিষ্ট্য ব্যবহার বিষয়ে দৃষ্ট পত্রাদি লিখন
এক সময়ে অপ্রচলিত ছিল, যাহারা ধনাদি-রক্ষাকে
কুলুপ দিয়া ঘাঁঠ রক্ষা করা অনবশ্য জানিত ও শত
বৎসর অপেক্ষাও অপ্রকাশ পূর্বে যাহারা শূর্য-সাক্ষী
ও ধর্ম-সাক্ষী করিয়া। অকুশ্চিত হায় দেখি অন্য এদান করিত,
এই সেই হিন্দুদের এখন এইরূপ চূর্ণকা। উল্লেখিত হইল
হায়! কি ভারতভূমিই এ অংশে কি হইয়া গেল! অশি-
ক্রিত লোকের মতই চূর্ণ হইব না কেন, ঐতি নিকে-
ঝন শিক্ষিত-সন্ন্যাসী। লোকে তোমাদেরই বিনষ্ঠ
আশাতে ভরসা করিতে পারে এখন তোমাদিগকেই হা-
রসা বলিতে মন হায়। কিন্তু তোমাদেরই ভাই অপরাধ

* যোগদানর বিমূলতা।

† উপনীতত্ত্ববিশিষ্ট শতাব্দি পূর্বে আলোকাংশাদি ও বিশ্বাসীর
এবং ভারতেরের সহায় যৌক্তি। এলাপন দেখিয়া চূর্ণক হয়। ভারত
ভারতভূমি একটু লোকজনে মিথ্যা। কথা কৃত্রিম শুনিতে নাই। এবং
কথা যে কথা কথিত যে কথা কথিত পারে নাই। নির্দিষ্টতাকে
যাস্ব শতাব্দি পূর্বে চীন সংস্কৃত নীর্ধাতা, ভারতভূমি, এ-এ
হিন্দুদের এলাপন সুপরিচিত চূর্ণর করিয়া জান।
কি প্রকারে কোন কার্যের উৎপত্তি হয় না। কারণ—
সকল উপস্থিত হইয়াই আমাদের এই হৃদয়ে ঘটিয়াছে।
তাহাই হে! আমি মুক্ত-কল্প বলিতে ও মন্তব্য করতে
লিখিতে পারি, একেবারে সম্মিলন বিবিধ বিষয়ের * বর্ণমান
অবস্থা বিদ্যমান থাকিয়ে, বাঙ্গলায় পুনরায় আশা—
নৃপের অস্তিত্ব উৎপত্তি হওয়াও যদি কথঞ্চিন্তা সত্ত্ব হয়,
তথাচ একটি রামমোহন রায় আর এখানে জ্ঞান—গ্রহণ
করিবেন না।! বিশ্বাস-বুদ্ধি রাজপুরুষেরা আমাদের
অক্ষুন্ন রূপ ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা হইলে যদিই কিছু প্রতিক্রিয়া
করিতে পারেন, তথাচ অনিবার্য নৈসর্গিক লোষ্ট কে
নিবারণ করিবে? ভারতবর্ষের ইঙ্গ-রাজত্বের নিত্য—
সহচর-ব্যপ্ত সাহস-ক্ষম, পাপ-রুদ্ধি ও হর্ষ-লাভ বোধই বা
কি প্রকারে দূরীভূত হইবে? আমার সর্বাঙ্গের অতিপ্রবলের সহিত অতি দূর্বলের মূল্যক্ষেত্র শাস্ত্রী—শাসিত সম্ভবের বিষয়
এই চরম ফল মনে হইলে সংক্ষেপ উপস্থিত হয়। যে সমস্ত
কারণ-প্রভাবে আমাদের উল্লিখিত অকল্যাণ-রাশির সঞ্চয় হইয়াছে,
সেই সমুদায়ের কার্য-প্রবাহ নিঃসন্তর চলিলে,
আমাদের বিপৎ-প্রবাহ কোথায় গিয়া শেষ হইবে,
কে বলিতে পারে? একবার ভাবিয়া দেখে দেখি, কি সর্ব—

* জগ-বান্ধব, বালা-বাবাহর, শিক্ষা-শ্রেণী, অসম্বল ও অতিরিক্ত
পরিমাণে পরিক্রম, আয়া-রক্ষা ও বল-রুদ্ধির চেষ্টা-বিচার, ধর্ম
নীতির অনুশীলন ও অনুভূতি ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক ব্যবস্থা-শ্রেণীর
চেষ্টা-সামুদ্রিক ইত্যাদি বিখ্যাত।

† প্রথমবারের আশাবদ্ধ চেষ্টা।
নাম উপস্থিত! তাল এক অগ্রাসঙ্গিক শোচনীয় স্পিশার উপাধিত করিয়া অন্তঃকরণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলাম।
উপায় যে কিছুই দেখিনে। তাহের কুল পাইনে। এদেশের উত্তর কালীন অবস্থা পর পর কবল ধূমাকাঁটা দেখিতে ছিল। বিষাদ ও অবসাদ আসি। জীবন জড়ীকৃত করিল। যেন কৃষ্ণটিকায় ছদ্ম-ভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।--হে হার্দিক!—মহাব্যাপার নিঃশেষনয়!—
বিদ্রুপ-শূন্য মেঘাচ্ছন্ন তামসী বিভাবরী।!

প্রকৃত প্রস্তাব আর ভূলিয়া থাকা উচিত নয়। দশ-নামীরা ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও সাধন অবলম্বন করিয়াদণ্ডী,
পরমহংস, সন্নাসী প্রভূতি ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হন। পশ্চাৎ যথাক্রমে সে সমস্ত লিখিত হইতেছে।

দণ্ডী।

বালাহারা দণ্ডী কমওলু সঙ্গে দহিরা অমন করেন তাহাদের নাম দণ্ডী। মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা ও
তার্ক-বিহিনী তাক্ষণ ভিন্ন অন্য কাহার দণ্ডী ছইবার

* এটি বঙ্গ-দণ্ডী। সেই বর্ণের ঐছিনি সমুদায় ছিলে বে মূলক পাখ। নির্গত হয় তাহার কারণ করিয়া কিছু কিছু অবশিষ্ট

হইয়া থাকে।
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

অধিকার নাই। এই ধর্ম ব্যক্তি সমাজসংস্কার অবলম্বনে কৃত-সঙ্গম হইলে, কোন ভক্ত-ভাষন দিব-সন্ধানে উপস্থিত হইয়া আত্ম-বাসনা অবগত করেন। করিলে, সেই দত্ত গুরুপ্রভাকর দ্বারা তাহাকে নিৰ্দ্দেশ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও যথার্থই পিয়া, মাতা, ভার্গবা, পুত্রাদি-বিব-জিত্ত জানিতে পারিলে, যথার্থিত উপদেশদান ও তার্ক কতকগুলি জিতিয়া সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হন।

দণ্ড-এচন ব্যাপারটি শিষ্যের পুনর্জন্ম বন্ধ পরিকল্পিত হয়। গুরু তাহার শরীরে ফুটকার দিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন, অন্যপ্রশংসন ও পন্তঃসংক্রান্ত করিয়া দেন।

* পিয়া, মাতা, শিষ্য-পুত্র ও যুবতী ভার্গবা বিদ্যমান থাকিতে দণ্ড-এচন করিলে, তাহা বিকল্প হয় ও বিষয় পড়াবার জন্য।

জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার প্রমেয়তাঁ।

বর্তৰ কি বিদ্যার তথ্য বয় ধৰা দুর্গতি কুষ্ঠাত্মক।

বিশ্বনেত্রী দেঁইরি দেও বয় ধৰ্ম্মস্মৃতি যোগ।

বিশ্ববল্লভ বিদ্যার তথ্য তৌরাস্তং মন্মতি।

বিশ্বনীতি বাল্মীকি তথ্য ধাঙ্গা ভূমিজ্ঞা।

বিশ্বনাথ বিদ্যার তথ্য প্তীর্থ্যাং মন্মতি।

বক্তব্যের মিশ্রণে টিয়াৰাঙ্গাম মণ্ডামত।

সমর্পণ বভ্র ব্যাঘাত পূর্বক।

* উদ্ধৃত দুইটি বিষয় জানিবার উদ্দেশে অনেক গুলি ব্যাপারের অনুপ্রাণ করিতে হয়। তাহার সন্ধিবার বিবরণ করিতে হইলে সাংবিধান বাহুল্য হইয়া পড়ে।
এবং দশা করতে নামে একটি ভাষ উপদেশ করিয়া থাকেন। এইটি ইহাদের মূল ভাষা। ইহারা এইটি জপ করিয়া। অনেক কার্য সাধন করেন। দণ্ড-গ্রহণের সময়ে শিখা ও মৃত্যু অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত পরিব্যাপ্ত করিতে হয়। একটি গৃহকের সাহিত নেই শিখা ও যজ্ঞোপবীত সংযোজিত এবং স্তুতি ও মৃত্যু ব্যাপার দ্বারা বিলিপিত করিয়া স্থানান্তরিত করিতে হয়। তাহাই ভাষায় ভুঁত হইলে, শিখা ভক্তি করেন। করিলে, তৎক্ষণাং নরনারায়ণ হইয়া উঠেন এই রূপ লিখিত আছে। এই নিম্নতম লোকে বলে 'পীতা পুড়িয়া ভগবান হয়।'

গুরু যশাবিধ মহাবোধি ও ক্রিয়া অমূল্যন করিয়া শিখায় দুঃ, কম্বলে ও গেরুয়া বস্ত্রের কোপিন প্রদান করেন। ঐ দণ্ডের এক ভাগ যজ্ঞোপবীত-জড়িত ও একটি গেরুয়া বস্ত্র আরুত থাকে। ঐ দণ্ড গাছিত দণ্ডের পরম পদার্থ। তাহারা উহার উপরিভাগে মহাকালীর পূজা করেন ও তথায় মহাকালী। বিদ্যাধার আছেন এইরূপ ভাবনা করিয়া থাকেন।

অষ্টাদশ মহাকালী মহাকালী বিভাগে।

কিছু পূজায় মহাকালী মহাকালী বিভাগে শুধু নমে।

বাস্তবতার প্রায় চি মহাদেবী দ্বারা।

মহাকালী বিশ্বাসে বিশ্বাসে মহাকালীকে কিন্তু।

নির্ধারণ তত্ত্ব।

অষ্টাদশ দণ্ডের উপরে মহাকালী বিভাগ বলিয়া ভাবনা করি। এই দণ্ডের উপরে মহাকালীর সান্নিধ্য পূজা করিয়া থাকে। মহাকালী লোক।
নারায়ণ স্রুপ ও ধর্মাধর্মের অতীত। তোমার মা, পিতা, তোমার সকল লোক-সম্প্রদায়ে অবস্থিত।

দণ্ডী ও পরমহংসেরা কহেন, দর্শনার্থীর মধ্যে তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী ও ভারতীর কিরণংশ এই সাড়ে তিন শ্রেণী শঙ্করচর্চারের প্রকৃত শিষ্য-সম্প্রদায়। তাহারা শঙ্করচর্চারের প্রবলিত মতের অমূল্যতা ধাক্কিয়া যথাবিধি ধর্মাধিন্য করিয়া আরসিতেছেন। অবশিষ্ট সাড়ে চারি শ্রেণী স্বধর্ম হইতে প্রলিপিত হইয়া অনেক প্রকার অমূল্যতাতে আচরণে অমূল্যত হইয়াছে। দণ্ডীরা দওগ্রহণের সময়ে পূর্বনাম পরিভাষায় করিয়া একটি নুতন নাম ও উল্লিখিত তীর্থাঙ্গি চারি উপাধির একটি উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ইহারা নিজেরা উপাসনায় মূখ ধর্ম বলিয়া জানেন ও অনেকে তীর্থ একবে জুপ ও তত্ত্বদ্যুত অন্য অন্য অমূল্য সমাধান করিয়া থাকেন। তাহারা তাহারা অসমাধি বা অন্ধিকারী, তাহারা শিবাঙ্গি কোন সঙ্গে দেবতার মস্তলইয়া দৌলি উপাসনায় প্রবৃত্ত হন।

ইহাদের মহাবাক্যাঙ্গন নামে একটি ক্রিয়া আছে। উপনিষদের মধ্যে পরমাত্মার স্রুপ-প্রতিপাদক ও জীব-ব্রহ্মের অভেদ-বোধক কলেক্ট মহাবাক্য আছে; ঐ ক্রিয়ার তাহারই একটি অবলম্বন করিতে হয়।

ইহারা মন্তক মুঘন, শ্রুত পরিভাষায় ও গোপুরার বস্ত্র পরিধান এবং বিভূতি ও রূপাক্ষ মালা ধারণ করেন, ও

* পরমহংসের প্রস্তাবে মহাবাক্যের বিষয় লিখিত হইবে।
পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, দণ্ড কমলায় সঙ্গে লইয়া শক্তি করিয়া থাকেন। ইহার অপরাপর সমুদয় দশনালীর অপেক্ষা শুদ্ধচারী। শত্রুদিদি কমলায় ও পরিধৈর্য বস্ত্র ধৌত করেন, সন্ধ্যাবসন্ধাদি কতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন এবং শত্রু অমাবস্যাতে অথবা হই মাস অন্তরে কোরী হইয়া থাকেন। ধাতু ও অন্য স্পর্শ করেন না, স্তুত্রাং স্বয় পাক করিয়া থাকে না। কোন ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা-ঘৃণা অর্থাৎ প্রাপ্তত অন্ত ভক্ষণ করেন, অথবা সঙ্গে ভুক্তচারী থাকে তাহাই হষ্টে ভোজন করিয়া থাকেন। দি-ভোজন, ভোজন ভিন্ন অন্য জাতির অন্তঃঘৃণা ও আঘাত থা, খেলা। প্রভূতি স্থূলবস্ত্র পরিধান ইহাদের পক্ষে বিধেয় নয়। নগরে বসতি করাও নিষিদ্ধ; উহার সমীপত্র কোন স্থানে নির্জনে একাকী অবস্থিত করাই উচিত। কিন্তু ইহাদিগকে এই শেষোক্ত নিয়মটি সর্বত্রোভাবে পালন করিতে দেখা যায় না। পশ্চাদ্ধিকৃত পরমহস্ত অব্ধৃত প্রভূতিকে উত্তরাঃ শুদ্ধচার অব-লয়ন করিয়া। চলিতে হয় না।

* অধুনাতেন দণ্ড-সপ্তদায়ের আচার, ব্যবহার ও ধর্মানুষ্ঠান অনেকাংশে পূর্বকালীন চতুর্থ আঞ্চলের আঞ্চাল। উহাদের যে শ্রেণীর নিরসন লিখিত হইল, পশ্চাদ্ধিকৃত মহু-চলন গুলিতে যার সেই রূপই ব্যবহৃত হইয়াছে।

* অধুনাতেন দণ্ড-সপ্তদায়ের আচার, ব্যবহার ও ধর্মানুষ্ঠান অনেকাংশে পূর্বকালীন চতুর্থ আঞ্চলের আঞ্চাল। উহাদের যে শ্রেণীর নিরসন লিখিত হইল, পশ্চাদ্ধিকৃত মহু-চলন গুলিতে যার সেই রূপই ব্যবহৃত হইয়াছে।

* ধ্যানের জাতিবা বিরত: গ্রন্থিতে।

মন্ত্র ৩। ৪১
দুঃখীর। শুদ্ধাচারী হইলেও, তথায় মধ্যে ঈহাদের গুল্ম তাবে মদ্যমাংসাদি ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

পশ্চাতঃ মধ্যে তীর্থ যুগমাধিঃ জিতেন্দ্রঃ।
গোপীদের দণ্ড-একরণ।

তুমি জিতেন্দ্রঃ গোপীদের মদ্যমাংসাদি পঞ্চতজ্জ গাছ করিবে।

কমণ্ডুলু গৃহ-শূন্য পূর্বক গৃহ মাত্র হইতে বহির্গত হইয়া ও মোনাবলম্বন পুরুষের সমীপ-প্রাণ স্থল সামাজিকে নিহৃষ্ট হইয়া পরিত্যাজণ করিবে।

অণমুদ্রনিগ্রহেরঃ তার্কায়মন্ত্রনিগ্রহেরন।

ত্রিজগত্যমুদ্রনিগ্রহিনিগ্রহিনি।

সমু ৩। ৪৩

অষ্ট-প্রশ্ন-পরিভাষাগী, গৃহ-শূন্য শারীরিক কষ্টাদিতে উপেক্ষা-কারী, শির-চিড় ও পরত্রুতে একাকী মন হইয়া অহোরাত্র অর্জনে অবস্থিত করিবে; কেবল ভিক্ষার্থ এক এক বার আমে শান্ত।

ক্রীষিবিদ্যালয়ঃ পানী মধ্যে ক্রীষিবিদ্যালয়ের নিয়ম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনালয়ের নিয়ম।

সমু ৩। ৫২

কেশ, নখ ও শাল পরিচ্ছন্ন অর্থাৎ করিতে করিয়া রাধিবে এবং

দাঙ্কমণ্ডলু ও বিভিন্ন পাত্র সঙ্গে লইয়া ও কোন প্রাণীকে পীড়া না দিতে লিখত ভাবে করিবে।

রবীন্দ্রনাথ এ মহাকোর বিধান।

সতি দ্বিভাষিক বর্ণিতসমাধি ভাষার।

সমু ৩। ৫৫
ফলতঃ শাক্তদের যেমন পশ্চাতারী ও বীরাচারী নামে হুই সম্প্রদায় আছে, ইহাদেরও সেইরূপ হুই দল আছে শুনিতে পাই। কোন কোন দণ্ডী অতি সংগোপনে মদ্য যাংশাদি ব্যবহার করেন, অপর কেহ কেহ করেন না।

দণ্ডীতে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত উল্লিখিত নিয়ম সমুদায় পরিপালন পূর্বক দণ্ড তাগ করিয়া পরমহংস আশ্রম অবলম্বন করিবে এই রূপ বিধান আছে।

ঐণ-ধারণার্থ দিনে একারসমাত্র ভিক্ষা করিবে, কিন্তু প্রত্যেক ভিক্ষায় একটি হইবে না। যতি ভিক্ষাসংখ্যা হইলে পরে বিস্তারকর্ম হইয়া পড়ে।

বিবেচনা স্বদ্যঃদ্বিতীয় মূর্য্যান্নে।

হয় যাহার যাহারি মিছামিছায় বলিবাণঃ।

মসু ৬। ৫৬

স্বাধীনের ধৃম রাখিত হইলে, মুষ্টলাভাত (অর্থাৎ ধান ভাঙা) নিম্পত্ত হইলে, চূলীর আগ্নি নিবারণ হইলে, লোকের ভোজন-ক্রীয়া সম্পন্ন হইলে, এবং শরব (অর্থাৎ ভোজন-পাত) পরিত্যাগ হইলে, যতিতে প্রতিদিন ভিক্ষা করিবে।

অল্পাং ন বিদাহী মাথায় মঞ্চ ন কুষ্ঠিনি।

দ্যা মাথায় বৃদ্ধি: স্যামানাগ্নিদিগিঃ।

মসু ৬। ৫৭

ভিক্ষাদি না পাইলে বিশ্ব হইবে না, লাভ হইলেও ছফ হইবে না। ঐণ-ধারণার্থ তাম্রলের উপযুক্ত অর ভোজন করিবে। দণ্ড-কমলু-রূপ সম্পত্তিতেও অসংক্র-শৃঙ্খ হইবে, অর্থাৎ তাহারও মধ্যে এই কুৎসিত বস্তু তাগ কার অথবা এই মনোহর বস্তু স্পৃষ্ট করিবে ইত্যাদি প্রসঙ্গও করিবে না।
ঘরবাড়ী দত্তী।

ঈহারা দত্তী নামে প্রথম থাকিলেও, স্ত্রী পুল্লাদি লইয়া সংসার করে ও কৃষি-কর্মাদি বিষয়-কর্মও করিয়া থাকে। ঈহারা পূর্ব-লিখিত দশক্ষের অন্তর্গত তীর্থ আশ্রমাদি উপাধি ধারণ করে ও মধ্যে মধ্যে দুই, কমওলু, গেলুয়া বস্ত্র প্রভৃতি ধারণ করিয়া তীর্থ-আশ্রম ও ভিক্ষা-পর্যটন করিয়া বেড়ায়।

পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশে ও বিশেষতঃ কাশী জেলার
কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস।

মধ্যে স্থানে স্থানে এই সম্প্রদায়ী অনেক লোকের বসতি আছে। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহুদিদের বিবাহাদি চলিয়া থাকে। অপরাপর গৃহস্থ লোকের যেমন স্বয়ংত্রে বিবাহ করিতে নাই, ইহুদিদেরও সেইরূপ নিজ মঠের দণ্ড-গৃহে পালি-শ্রদ্ধ করা বিধি নয়। সাধা মঠের অন্তর্গত তীর্থ ও আশ্রমে শৃঙ্গগিরি মঠের ভারতী ও সরস্বতীর গৃহে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু আপন মঠের কোন দণ্ড-কন্যার পালি শ্রদ্ধ করিতে পারে না।

ধৌ অথচ গৃহস্থ একথাটি আপাততঃ হুবর্মণয় পাণি-পাটের মত অসংখ্য ও কৌতুকাবহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বোধ হয়, কোন কোন স্ত্রীলোক-বিশেষের মধ্যে তারে বিবৃদ্ধ হইয়া এই কৌতুক ঘটিয়াছেন। সন্ত্রাসীদের মুখেও এ বিষয়ের এইরূপ কথাই শুনিতে পাওয়া যায়।

কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস।

গৃহসংহিতার অন্যায়-খেলতে চারি একার সন্ন্যাসীর বিবরণ। সম্বন্ধে মিলিত আছে; কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস। যদিও পরমহংসদের তত্ত্ব—অনাবলম্বী, কিন্তু গৃহসংহিতাতে মহাদেব পরমহংসাদি সমুদয় শৈব-সন্ন্যাসীর আশ্ব-দেবত। বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত শৈব-সন্ন্যাসীর বিবরণ মধ্যে তাহাদেরও রক্তাত্ম লিখিত হইল ।
ভারতবর্ষের উপাসক-সম্প্রদায়।

সংস্কৃতমূলক মন্ত্র দেখুন: প্রকৃতিত:।
স্তবকৃতমঘাত মনে সুখতীনায় মহিঃহর।।
বানদা সংস্কৃত মন্ত্রমাধ্যমে নিদ্রিত বা।
নামান্ত সরুগ্রো কালিণী পুরুষ: সংযোগসিন্ন চর।।

সুধূর হিতা জ্ঞানঋণ-ষ্ঠ।।

স্তবচারিদিগের দেবতা। নাম, গৃহঃদিগের সকল দেবতাই পূজা, সরাসন্নিদিগের দেবতা মহাদেব, এবং বানপ্রাণদিগের দেবতা পুরুষ। অতএব সরাসন্নীরা সর্বকালে শিষ্যের পূজা করিবেন।

কটিক ও হংসেরা শিব-লিঙ্গ অর্ধনা করেন, বহু-দেবকরা দেব-পুজায় প্রার্থনা হন, পরমহংসেরা কেবল প্রণব-জগ ও জ্ঞানস্মীলন করিয়া থাকেন। স্তবসংহিতায় জ্ঞান-যোগ-ষ্ঠ হইতে ঈশ্বরের ক্রিয়ামূলবানের রূপাং পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইতেছে।

কটীর্ঘ্য সংস্ক্রিত কোঃ দেশালিত বিষয়।।
স্বল্পলাভ মুক্তিত সংবিধান সম্প্রদায়।।
শ্লোক, বল্লভবীনি স্বাত্ত বিদ্যকী সংসারভক্তি:।
স প্রভাব কাহারী গায়নীজ্ঞ অপেক্ষ সহ।।
স আঞ্জনমূলন কৃষ্ণানু বিদ্যাপ্রদ বিষ্ণমিথি।
বিবিধমধ্যায় কৃষ্ণানু অল্পবৈব দিণে দিণে।।

কুটিলের সরাসন ধারণ পূর্বক চীর গৃহে বা স্বরূপ-গৃহে অবস্থিতি করিবে, এবং ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিতে থাকিবে। শিখা-বিশিষ্ট, মুক্ত-বীর্যীকর, বিষ্ণু-কম্পনমুখী, কাব্য-বক্ত-পদ্ধতন 
ও শুভকারী থাকিয়া সরবরা গায়ত্রী জপ করিবে। জিন্দ্যা।
কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস। ৫৫

সর্বাঙ্গে ভয় লপন ও লাতে ত্রিপূর ধারণ করিবে এবং এতি দিবস শ্বা-সহকারে শিখ লিঙ্গ অর্জন করিতে থাকিবে।

বহুদক সমায়া বনাময়াহরিবিভিন্নত:।
সমাগার্গ চরিত্র মৈধ্য একাং পরিবর্জিত।
গোবলারজ্ঞ সমাম নিজধার মিশ্রকম্পত।
পাতঃ গলমলক্ষ কোদীনগ্র কমাঙ্গলম।
চাচ্চাহন্ত তথা কন্যার পাত্রক কমাঙ্গলম।
পরিমাজিন সচ্ছন্ন পাটকীমার সুকম্পক।
যোগস্ট্র বিখ্যাত প্রতিকীনিদত্তানিদত।
সম্প্রেক্ষণন তহত নিয়োজ্য ধারণ।
শিখি যশোপবীতী চ দেবত্রাপনে রত:।
স্থায়ী সর্বনা ব্যাপকঃ হেমন্তঃ অনন্তত।
সম্মার্জিতৰু সাধিনী অনন্ত কর্ম সমাচরেত।

বহুদকে সমাসাধ্য অবলম্বন ও বন্ধ পুনর্বাদি পরিঅর্থ করিয়া সাত গৃহে ভিত্তি করিবে; এক গৃহস্থের অক্ষ-াঙ্গণ করিবে না।
গোপুর-শালাগুলির রক্ষা দ্বারা, বন্ধ ক্রিন্দ, শিখা, জল-পুত্র পাত, কোপনি, কমাঙ্গ, গাটাঙ্গানি, কন্যা, পানকা, ছুট, পরিবর্তক, কুটি পরিকী, ক্ষতাঙ্গালা, যোগস্ট্র, বর্হ্বাস, খনিতী ও রুপাঙ্গ অঙ্গন করিবে। সর্বাঙ্গে ভয় লপন এবং ত্রিপূর, শিখা ও যজ্ঞোপবিশ্ব ধারণ করিবে। বেদাধায়ন ও দেবতাধারনায় রত ছিয়া ও সর্বদা বাচা পরিঅর্থ করিয়া ইষ্টদেবতার চিন্তনে তৎপর ছিয়া এবং সম্ভাবনায় পায়ট্র-পুঞ্জ সহকারে স্মৃতিচিত্র করিয়া মুক্তিবিদ্যায় প্রস্তুত থাকিবে।

হংস: আলংকারে শিখা বিশ্বাপাত্ম স্থায় থ।
কন্যা কোদীনগ্রামাঙ্গমুখন বষ্কশস্ত।।
কাস্ত্রবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

একজন বৈঠক হষ্টঃ ঘরেতে ভিষ্কামাহারাণ।
বিপুলকৌশুম্ন কামাত্ত ভিষ্কিকু সময়বেহুল।
পঞ্চাদিঙ্গ ভজনকলন্দনকান্ত বাহিষ্ক দুর্বল।
সন্তানানায় হ্রাস্বনা ভজনকলন্দনকান্ত 
তীর্থেরা তথা রাজ্য তথা মান্ধালাস্তাকান্ত।
কুলনূ গ্রামসাত্তরণ আবিষ্কার সমাধিতে।

হংসে কষ্ণ্ণু, শিখা, ভিক্ষা-পাত্র, কস্তা, কোণীন, আচার্যন, অঙ্ক-বস্ত, বিহিনী, এবং বংশ-দশ সত্ত বৃহস্পতি মাৰ্গ করিয়ে।
অন্যেতে ভক্ত লেনন বিপুলকৌশুম্ন ও শিখ-লিঙ্গ আচার্য।
করিয়ে, প্রতি দিবসে এক মাত্র আট আদ্ধ ভোজন করিয়ে, শিখা সহিত সমুদ্র কেন্দ্র মুড়ন করিয়ে, সন্তানকলন্দন এবং আচার্য, ভজনকান্ত।
এবং তীর্থ-সেবা, রাজ্য ও চাহরোয় পর্যায় যুক্ত সঙ্কারে এক রাত্রি মাত্র আদ্ধে অবস্থিত করিয়ে ও নাম-মূল্য আচার্য করিয়ে ধারে করিয়ে।

পরমভিত্তিক জীবন রক্ষার বিধিবিরোধি কারণী ভজনকান্ত।
মিষ্যার অবতারের পরিবর্তন সমষ্টিরূপী।
পর্যন্তী শীতল থাকিও অনুপস্থিত পরিচেত।
মিষ্যার অবতারের পরিবর্তন সমষ্টিরূপী।
কোণীন জীবন বর্তমান কামাং মিষ্যার জীৰ্দ্ধের পরিচেত।
ষোলটি বিলেবল্প যাঁদেরা হসন মস্তক ও চোখ 
সন্তানকান্ত সঙ্কারে বিধেতার জীবন কৃষ্ণমূর্তি 
অমরিয়াবিভিন্নীতে কুলনূ পুরুষ সঙ্কার।
বোধিতর ও বিধি অন্তর্বার্তা বিচ্ছিন্ন পরাস্তরে।

পরমবৎসে বিশ্ব, গো-বাল-সন্নিধি রক্ষা, জীব-পরিত্যাগ পিণা।
কুটীচক, বহুলক, কাংস ও পরমহংস। ৫৭

পবিত্র কাংস, পক্ষী, অজীন, হৃদ, মৃৎকর্মী, রূপাঙ্গ, শিখা,
ব্যাঙ্গেরীতি ও নিয়া-কর্ষ পরিত্যাগ করিব। কেপথ, আচার্য-কর্ষ,
শীত-নিরাকার কাংস। যোগপট, বহির্বাস, পাহারুক, ছুত, অক্ষালী
ও বাঙ্গ-দেশ গ্রহণ করিব, "আমি" ইতাদি মন্ত্র ধরা অন্য ভঙ্গ লেপন
করিবে ও তিন বার "ও" উচ্চারণ করিয়া তিন প্রপুন করিবে *।

অতিভোজন করিলে ও রুপু-পরতন্ত্র হইলে যোগ-ভাসে মনঃসংযোগ হয় না, এজন্য পরমহংসদের
অপরিমিত আহার এবং কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, হৃদ, বিষাদ
প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে।

মাধ্যমবিশিষ্ট পরমহংস: খালাবক।
মাধ্যমবিশিষ্ট বোগলীন্দ্র নান্দিনাসনন্ত।
লক্ষায়োগানুশাসন মুদ্রিত পরমহংস।
অভিমত: বন্ধের অস্ত রাধিবিকালায়ত।
পরমহংসদের নানা স্থান হইতে অন্য অন্য তৈরা সংঘাত

* কিন্তু নির্দেশিত লিখিত আছে,

পরমহংসজ্ঞান হে বোগলীন্দ্র।
বিশ্বামী দৌংশি বাজি।
ন দেখন ন পিপাসা সাক্ষাত্ত বর্তি পরমহংস চটি।

নির্দেশিত।

পরমহংসে একটি দূষ্ণ স্থান করিয়া, কিন্তু আলোকে পরমহংসদের
পক্ষে তাহাও বিদেয় নয়। পরমহংসে নদু, শিখা ও আচার্য নাম
ধরণ করিবে না।
পূর্বক একবারমাত্র আহার করিবে। অনাহারী এবং অত্যাহারী
রুত্রারী ভোজন না, অত্যন্ত পরমহঙ্গন। যোগান্বিত ভোজন
করিবে এবং নিম্নতামূলক পরিতাঙ্গ করিয়া। সর্ব-বর্ণান্তিত ব্যবহার
করিতে পারিবে।

ব্যাং যীতনিষ্ঠাম। ড্রাজায়ুতিরক্ষণঞ্চ।
কামকোয়ধিকাং রসরোধবিষজ্ঞস্মৃ॥
কোসোহীয়রিপিকাং ব্যাঙায়ুচিক্রমঞ্চ।
অন্ত্রায়িত্যাগণ ধর্ম্মাঙ্গ বাহির্নল মত্তাবধি:॥

ব্রহ্মবাধিতা। বলন, কৃষিক, বহুক, হাস ও পরমহঙ্গন স্না,
পোষ্টাপার ও অভিধান করিবে এবং বাণিজ্য, কাম, কোহ, হর্ষ,
রোষ, লোভ, মোহ, নাক, দর্প প্রভৃতি পরিভাষী ও চাতুর্য্যাসের
অনুষ্ঠান করিবে।

এই চারি একার সম্মালিয় মোকালিলামী। কৃষীকাক, ০
বহুক ও হাসের অভাবনের নায় গায়ত্রী অপ করেন; 
পরমহঙ্গনের কেবল এষাব-জপে অপর থাকেন।

কৃষীকাণাং চক্ষাত নায় ও বহুক্ষনা:॥
বাণিজ্যলোভীলামী: বিরোধিত্যাকিতাহং॥
মথুবাধায়ুমোদীকাঃ: পরমে পথায়বেদ্ধাঃ॥
তামাং মথুবাধায়ুত: পখান পত্রাঙ্গ: | ধাতু অধিন।
বিবিধ্যমাঝারিত্বদীত্বকুলাঙ্গিনা: সমাপিত:॥
ব্যাঙালিত্বমাৰ্জিতস্মৃতিতে স্বাবাঙ্গিলাং দেব:॥

কৃষিক, হাস ও বহুক ইহি যোহ সান্ত কল্পে মত্তাবধি:।
উপাসনা করিবেন । বেদ-ব্রহ্মাংল প্রণব-মূলক, এবং প্রণামের হৃদয়ের পূর্ববস্ত, অতএব পরমহংসে সর্বদ। প্রণামাত্র জপ করিবে ।
স্বামী-প্রধান পরমহংসে নির্জন দেশে সমাহিত ও মনে যথেষ্ট উপবিন্ধ ধাঁকের যথা তথ্য সম্বন্ধে হইবে ।

উপনিষদের মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান-বোধক ও জীব-কর্ষনর অভেদ-প্রতিপাদক কয়েকটি নির্দিষ্ট বাক্য আছে, তাহাকে মহাবাক্য বলে । যেমন

অব্যাহত্যা সম্বন্ধ ।

এই জীবাত্মা ব্রহ্ম ।

অতি সম্ভ্রান্তি ।

আমি ব্রহ্ম ।

সভ্যবাণি ।

তুমি সেই ব্রহ্ম ।

জ্ঞানাত্ম পরমহংসেরা ইহার কোন না কোন মহাবাক্য অবলম্বন ও তদব্দ-চিন্তন করিয়া আত্ম-অন্তরে অন্ত্রশীলনে প্রারম্ভ করেন । তৈত্তৰ্যাৰ্যার যেমন হৃদি হৃদি, রাধে রাধে বা হৃদি তারা প্রভূতি ইত্যাদিবৃত্তার নাম উচ্চারণ করেন, ইহাদের মধ্যে অনেকে সেইরূপ মধ্যে মধ্যে জীব-কর্ষনর অভেদ-প্রতিপাদক সোঃ শিবহং শিবহং ইত্যাদি বাক্য উল্লেখ করিয়া আপনাদের তত্ত্বঞ্জানাবলম্বনের পর্যায়ে প্রণাম করিতে থাকেন ।

পরমহংসদের এক একটি দল আছে, তাহাকে
ভারতবর্ষীয় উপাসনা-সম্প্রদায়।

মণ্ডলী ক্রমে। যেমন মনের অধ্যক্ষকে মহন্ত বলে, সেইরূপ পরমহংস-মণ্ডলীরও এক জন অধ্যক্ষ বা কর্তা থাকেন, তাহার নাম মহাম। এরূপ মণ্ডলী-বদ্ধ পরমহংসেরা কখন গৃহ-বিশেষে অবস্থিতি করেন, কখন বা তীর্থ-অষ্টমণি প্রস্তুত হইয়া নানা স্থান পর্যটন করিয়া থাকেন।

উত্তর চারি প্রকার উপাসনাের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াও একঃ রূপ নয়। নির্ণিধিত্তুতে কুটীরকে দায়িত্ব, বহুকালে জল-তারণ ও হ্রদে জলে নিক্ষেপ, এবং পরমহংসের কখন করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বায়ুসংহিতাতে লিখিত আছে, পরমহংস ভিন্ন অন্য তিন একাদিক সদ্যাসীকে খনন করিয়া পরে দাহ করিবে।

চণ্ডীর ন দুর্গন্ত কাঞ্চ পরমহংসকেই মনসিহ।

কর্মান্তর খননত এই নামাচার্ম নোদকরিয়া।

অর্থস্থায় কাঞ্চ তত্ত্বজ্ঞ আধ্যাত্মনা মুনি।

অবহেলায় আমি তাহা আবিষ্কার করিয়া আছি।

অন্যায়মাত্র বিজ্ঞাপি খুনলে তস্মলবস্তি পুরীকালে।

প্রাকৃতিক নার্মাচার্ম খণ্ডপ্রাপণাচাৰ্য্য।

পরমহংসের মৃত্যু হইলে, দাহ না করিয়া খনন করিবে।

ঁাহার


cুটীরকে দায়িত্ব, বহুকালে জল-তারণ, হ্রদে জলে নিক্ষেপ,

এবং পরমহংসকে খনন করিবে।

নির্ণিধিত্তুতে।
কুটীচীক, বহুবক, চূংস ও পরমহংস। ৬১
অশুচি নাই, জল-চিহ্ন নাই। চে মুনি। অশুচি সেই ছানে অশুচি রোপণ করিবেন। অশুচি ধ্বংসন করিলে তাহার শিব-ধ্বংস করা হয়। অতএব সর্বাঙ্গস্বরূপ কোথায় খনন করিবে, পবিত্র শব্দ অহংকার করিয়া যমাদান দাহন করিবে।

এই চারি একার সর্বসাধারণের মধ্যে পরমহংসকেই সচরাচর দৃষ্টি করা যায়। অপর তিন একারকে সেরুপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরমহংস ডুই একার; ধণু-পরমহংস ও অবধূত-পরমহংস। যাঁহারা দণ্ড ত্যাগ করিয়া পরমহংসাশ্রম অবলম্বন করেন, তাঁহারা দণ্ড-পরমহংস। আর যাঁহারা অবধূতী রূপের অশুচি করিয়া পরে পরমহংস হন, তাহাদের নাম অবধূত-পরমহংস। অবধূতী রূপের বিষয় পচান লিখিত হইবে।

বদিও ইহঁরা ওঁকার-উপাসক ও তম্বুজানাবলম্বী, তথাচ প্রয়োজন হইলে, কেহ কেহ দেব-প্রতিশুদ্ধির অর্থনা করেন, কিন্তু তাহাকে নমস্কার করেন না। ইহঁদের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তি বীরচার অবলম্বন অর্থাৎ হুরা পান করিয়া থাকেন।

কাশী ইহঁদের প্রধান স্থান। তাহার অন্তর্গত কোন কোন স্থানে শত শত দণ্ডী ও পরমহংস একত্র দেখিতে পাওয়া যায়।
সম্যাসী।

(অবধূত)

যে সমস্ত রুচি ও শূণ্য-ধারী শৈব উদায়ীন সচরাচর সম্যাসী বলিয়া এসিয়া আছে, তাহারা আপনাদিগকে অবধূত ও আপনাদের রুচিকে অর্ধুত রুচি বলিয়া পরিচয় দেয়।

তথ্যকারেরা কহেন, কলিযুগে বেদের সন্তান নিষিদ্ধ; তত্ত্বাবধায়ন সন্তান নিষিদ্ধ।

পুনঃ বেদান্তের ইচ্ছা বেদবৈষ্ণবধারাব্যতি।

কালী নামকর তথ্য অবধারণ চীতভূমি।

* যে সকল শৈব উদায়ীন দুর্গীকের ত্রায় অমাবস্যায় মুদিত মূর্তি যাহার না করিবে। সচরাচর জটা ও শূণ্যধারণ করেন এবং এই প্রকারের মধ্যে বিশেষ নিরিক্ষণকারী হৌহার সন্তান-সংহিত, বটকৃষ্ণনাগর ও সুনামনিক রুচি অবলম্বন কর। হয়, তাহাদিগকেই অমূল্য ও তাহাদের রুচিকেই অর্ধুত রুচি বলে।

মহু ইচ্ছা ব্যাপীয়িত অবধূত বা যাহাদের।

বীরজ্ঞ বুদ্ধি আদর্শটি বা তথ্যপ্রাপ্ত বীরজ্ঞ।

অর্থ করিতে বীরজ্ঞ ব্যাপী বাণিজ্যবাদে যাইয়।

তদুপুর সূর্যব্যাপী ব্যাপী ব্যাপী ব্যাপী।

পূর্ববর্তী মহাব্যাপী যাবজ্জ্বায় বহনযাতে।

তথ্য কিছু ভাবনা ব্যাপী সুন্দর মিত্র।

অন্যত্র বেদবৈষ্ণবধারাব্যতি।

আত্মাষানায়া দীর্ঘ ব্যাপার ধারণে।
শীল্যন্তারিঘবিনাভবতাসমঘারসূ।
তথ্য কথিত অধু সমগ্রামকথায় কথায়॥
মহানির্ভরণত্বে অহোদ্ধাস।

বিঘবন্ধো বা বীরিন্দ্রৰো বা কৌষিকী ভবেত। ।
লপ্তকুকীবিনাফ্য কুমারেকান্দদুর্গাসু।

নির্দ্বরণ তথা চতুর্দশ পত্তন।
দেবি! যে রূপে অবস্থার হয়, বলিতেছি শুন। তিনি সত্ত্ব
পাণ্ডুকুস-সেবায় তৎপর থাকিতেন। বীর! ফ্রমের জন্য মান করিবেন।
সমাজ সংক্রান্ত সমস্ত উৎকৃষ্ট বিষয়ের যে রূপে বিবরণ করিয়াছিলেন,
তিনি সেই রূপ বীর-প্রিয়ভাষা সমৃদ্ধ কার্যের অধীনে করিয়াছিলেন।
দেখী সকলে অবস্থায় নিন্দে যে রূপে মনকে মুক্ত করেন, প্রিয়ে! ।
বীরাবধুতে নিষ্ঠুর করিবে না। অসংক্রণ কুমলর্কি ও নিধন
মূল-কেশ সমুথ ধারণ করিবে। অধি-নাজার নৌকিত হইবে
বা ক্রাপ্ত ব্যাবহার করিবে। বীর-অষ্ট অবস্থাতে বিবর্ণ ধারণ
বা কৌশিকী ধারণ করিবে এবং শান্তের বৃত্তান্ত ও ভাষা লেপন
করিতে ধারিতে ।

তত্ত্বে চারি একার অবস্থাতের রূপকাণ্ড আছে; ব্রহ্মাবধূত, শৈব- ।
বধূত, ভক্তাবধূত ও চন্দ্রাবধূত। ।

মহানির্ভরণতাব্য রাজ্যমিতাধারিয়া।
ব্রহ্মান্তত্র বাণীপ্রকাশিত ব্যাখ্যা দিবে ॥

মহানির্ভরণত্বে চতুর্দশশোভাস।

* এছাড়া বীর শক্তির অর্থ। বীরাবধুত-বিশিষ্ট। শান্তি নিজেদের
বিষয়ে মধ্যে নে-বিষয়ের কারণে ব্যবধান দেখিতে পাইবে।
তথ্যে! কলিকালে সর্বাশ্রেষ্ঠে বেদোত্ত দণ্ড

ব্রাহ্মণ কর্তৃকাদি যে সমস্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম-মজ্জে এহং করে, তাহার গৃহস্থ হইলেও যতি বলিবে। পরিগণিত হইয়া যায়।

পুত্রা পুত্রিকাবিধিনা সংঘর্ষ যে অ নানা:।
মহারাজারাজশালী নিঃস্ব যুজনীয়: কুলাকীনি॥
মহানির্বাণতত্ত্ব চতুর্দশোহাস।

যে সকল লোকে পূর্ণাতিশিক্ষের নিমিত্ত মুসারে সর্বাশ্রেষ্ঠে এহং করে,

নেই সমস্ত অন্যায়ে ব্যক্তির নাম খৈবারভূত।

মায়া মহারাজরাজশালী: যুজনীয়: কুলাকীনি॥
মূঢ়: মায়া মহারাজরাজশালী: মায়া মহারাজরাজশালী: মূঢ়:॥

প্রাণতোভিনী-স্ত্রী মহানির্বাণতত্ত্ব-বচন।
ভক্তাকুল হুই একার: পূর্ণ ও অপূর্ণ। পূর্ণ ভক্তাকুলকে পরম-হংস ও অপূর্ণ কে পরিব্রাহক বলে।

বরসানীয়মারান্ত দুরূহী বুঝ জানি তাহি।
মহেরাজো রোগমোগ্যা মূলন: স্বর্জী মিয়ে পদ্ধতি:॥
মৃত্যু ন কৃষ্ণায় মৃত্যু ন মৃত্যু হে পরম্পরাস্তু।
মহামায়ারু মায়া মহারাজরাজশালী: নিষেধবিধিবিষ্কৃত:॥
মায়া মহারাজরাজশালী: পঞ্জাবিশিষ্টান্ত: ।
দুরূহী বিধেতু অতিসংখ্য গ্রন্থস্তো গ্রন্থবহ:॥
ধনাশ্বাসনারস্ত: যুক্তানীষ্ঠিতেনি।
নিষেধবিধিবিষ্কৃত: মহারাজেষ্ঠিী শিখিপ্রকৃত:॥
নাকুম মহাজীর্য়ান ন মৃত্যু অবতারত্ত।
কুলধামমারান্তো দুঃখান্তরহিতী ভবি:॥

প্রাণতোভিনী-স্ত্রী মহানির্বাণতত্ত্ব-বচন।
ধারণের বিধান নাই *; কেন না তাহা শোভি সংস্কার।
শৈব সংস্কার দ্বারে যে অবধূতাশ্রম-গ্রহণ, তাহাই কলিতে
সন্ন্যাসগ্রহণ †।

চারি প্রকার অবধূতের মধ্যে চতুর্থকে তুরীয় বলে। অন্য তিন
প্রকার অবধূত যোগ ভোগ উভয়েতেই রত। তাহাতে মুক্তি ও শিব-তুলা। হংসাবধূতে ব্রীষিং ও দান গ্রহণ করিবে না; যদুচ্ছ-ক্রমে যাহা
কিছু পায় তাহাই তর্ক করিবে; নিষেধ বিধি কিছুই মানিবে না।
এ তুরীয়বধূতে বজ্রাতির চিন্ত ও গৃহাগ্রের ক্রিয়া সমস্ত পরিপাক
করিবে এবং সংস্পন্ন-বর্জিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া সর্বত্র ভাষণ করিতে
খারিজে। সর্বদেশ আত্ম-আবেদে সভান্ত, শোক-মোহ-রহিত, গৃহ-
শুন্য, তিতিক্ষা-মুক্ত, লোক-সংসর্গ-বর্জিত ও নিকৃত্তব হইবে।
তাহার ধ্যান-ধারণও নাই, ভক্ষণ-পানীয় নিবেদন করাও নাই। তিনি
মুক্ত, বিমুক্ত, নির্বিশেষ হংসাচার-পরায়ণ ও যতি।

* কিছু রগধূনন ভট্টাচার্য মলমাসনকের মধ্যে লিখিতাছেন,
কলিতে যে সন্ন্যাস-গ্রহণের নিষেধ আছে তাহা ক্ষতির ও বৈশ্যের
প্রতি, ব্রাহ্মণের প্রতি নয়।

† এ দিকে আবার গৃহাস্মী সাধক-বিশেষকে অবধূত সংস্কা
দেওয়া হইতে।

অবধূত ব্যবধান স্থজ্ঞায় বিবাহ সংস্কার।
র্বেষান্নি বিন্যাসার্থতাবিলিঙ্গবাক্য।
মহার বর্জিতো অষ্টাশ্রম রিলেকার।
সকার্ধং বিন্যাস স্বজ্ঞায় ধরায়িত মাত্র।
প্রাণতমোচিত-শুঠ যুগলাভাত্মক-বচন।

dেবশি! অবধূত দুই প্রকার; গৃহস্থ ও উদাসীন। বন্ধ-ধারী বা
বিবাহ, দার-পরিপাতী, যথাস্বাভাবিক সক্রিয়াময় ও অক্রিয়াময়, গৃহস্থ
অবধূত বিতৃষ্ণ সমাধিবর্জন।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

ব্রাহ্মণ, কৃত্তিবাস, বৈশ্ব, শ্রূষ্ণ, সামান্য বর্ণ সকলেরই অবধুতার্থম অবলম্বনে অধিকার আছে।

বাসনা: বরিধোতীষ্ঠ: শুদ্ধ: সামান্য এব চ।

কুলাবধূতার্থম ব্যাখ্যামিতাহি।
আত্মাহীবিণুর্ময় মহানিবাবুত বচন।

ব্রাহ্মণ, কৃত্তিবাস, বৈশ্ব, শ্রূষ্ণ, সামান্য এই পঞ্চ একার বর্ণেরই কুলাবধূত হইবার অধিকার আছে।

রূপ পিতা মাতা, পতিতেতা ভাব্যা ও শিষ্ট পুজ্জ বিদ্য-মান থাকিতে অবধুতার্থম উচ্চ করিতে নাই।

মাতর্গ পিতার্থ ইত্যাদীর পুনর্বিশ্বাসু।
মিশ্রত্তু নন্য বিলা নাবলতার্থম বজ্রনু।
মহানিবুতদ্ব অক্ষম উদ্বাস।

রূপ পিতা মাতা, পতিতেতা ভাব্যা ও শিষ্ট পুজ্জ পরিতাপ করিয়া অবধুতার্থম অবলম্বন করিবে না।

নামসন্ধ্য ন।

যিনি গৃহালম্ব পরিতাপগুরুর্ক সন্ন্যাসাবলম্বনে কৃত-সঞ্চল্প হন *, প্রথমে তিনি শুরু-সম্বিধানে আগমন পূর্ববর্ক শ্রিখা-শ্রূষ্ণ পরিতাপ করিয়া নমঃ শিবায় বা ঐ নমঃ

* লোকে ভিন একারে সমাধি হয়।

১—কেহো কোন কারণে সংসারের উপর বিরক্ত ও গৃহী হইতে যেহেতু পূর্ববর্ক বহিঃনষ্ট হইয়া সমাধি-ধর্মীতলম করে।

২—কোন গৃহী বাক্তি নিঃসন্ধান হইলে তাজ্জিত-তাজ্জমল সমাধি—
কর্মসম্বন্ধ বা সঠিক ষষ্ঠ। ৬৭

শিবায় এই মন্ত্র গ্রহণ করেন, এবং আপনার পূর্ব নাম বিসর্জন দিয়া। একটি মন্ত্র নাম ও ঘিরি, পুরি, ভারতী, বন, অরণ্য, পর্বত, সাগর এই সাত উপাধির অন্তর্গত একটি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাকেই নাম-সন্ন্যাস কহে।

নামসন্ন্যাসী শুধু উপদেশ অনুসারে উপাসনা ও তীর্থ-ভজনাদি করিয়া অর্ঘ্য হন ও কিছু দিন পরে পশ্চা-লিখিত সূত্র প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া পুর্বাপেক্ষা শীত অন্য একটি মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইহাকে কর্মসম্বন্ধ বলে।

কর্মসম্বন্ধ বা সঠিক ষষ্ঠ।

উহা গ্রহণ করিবার সময়ে দেব, খস্তি ও পিতৃ-লোকের অর্জনা, আহ্ম-ক্রাঙ্গ ও বীজহোম নামে একটি হোমের

বিশেষের সর্বিধানে উপস্থিত হইয়া এইরূপে মানসিক করি যে, মদ্দি আমার পূজ-সত্ত্ব হন, তাহা হইলে আপনার নিকট তাহাকে সমর্পণ করিব। সন্ন্যাসী এইরূপে যে বালকটি গ্রাহ্য হন, তাহাকে ঐতিপাদ-লম করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম উপদেশ দেন।

৩—কোন কোন সন্ন্যাসী কোন বিবর্ধন সূত্রের নিকট কীভাবে বালকের করিয়া নিজ গর্ভে দীক্ষিত করেন। এই তিন প্রকারের মধ্যে প্রত্যেক প্রকার সন্ন্যাসীই অধিক।

† ইহারের এই নাম এই প্রকার নাম গ্রহণ করিবার অধিকার অর্জন বটে কিন্তু এখন ঘিরি, পুরি ও ভারতী ভিন্ন অন্য অন্য প্রাণ-ধারী সন্ন্যাসী চর্চাচর পেশিতে পায়া না।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

অষ্টাঢ়ান করিয়া শিখা ও যজ্ঞস্তুত্ত পরিভাষা করিতে হয়। শূলুঁ রা যজ্ঞস্তূতি নাই, অতএব তাহার শিখাভ্যাগ করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়।

নামনাম্ন না: শর্মা ইন্দ্রিয়িনিদ্বন্ত।
বিন্দুঞ্জলপরিভাষায়া সম্বন্ধিত সহিত মন্ত্রময় ভবেন।
বনস্ত্রূলবিন্দুঞ্জলতাগান্ত সম্বন্ধ: স্বাভিক্ষিপ্তানন্ত।
মুদ্রায়ানিতরেীতিতে মিশ্রা স্তলীব সংক্রান্ত।

মহানির্ভাগত্তে অক্ষ উল্লাস।

তদনন্তর দেব, খুবি ও পিতৃ-লোকের তৃপ্তি সাধন এবং শিখা ও যজ্ঞস্তূতি পরিভাষা করিয়া মনুষ্য উপকার হইবে। ত্রৈমশ্চ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বী শিখা স্বত্র উভয় পরিভাষা করিয়া সম্প্রদায় হইবে। শূলুঁম ও অন্ত অন্য স্বর্ণের কেবল শিখা দুই হইলেই সম্রাট্ট-সংস্কার সিদ্ধ হয়।

উল্লিখিত ছয় প্রকার কর্মকে স্ত্রুত করিয়া যাবৎ, এই সমুদ্র সম্প্রদায় নিরূপ-লিখিত মহাযুগ গৃহীত না হয়, তাবৎ সম্প্রদায় পূর্ণ সম্প্রদায় হন না। ঐ ছয় প্রকার কর্ম সম্পন্ন

* সম্প্রদায় নামসম্রাজ শিরোনামের সময়ে শিখা ও স্তূতি পরিভাষা করিয়া। অতএব কর্মসম্প্রদায়ের সময়ে প্রথমে একবার যজ্ঞস্তূতি শিরোনাম করিয়া পশ্চাৎ তারাকে ধরিয়া। ইহার বহুদিনের নাম ঐ স্তূতি একটি গুপ্তিতে জড়িত ও অমিতে মন্ত্র করিয়া। ভক্ষণ করিয়া। সত্ত্ব-সাধনের সময়ে যদি মন্ত্রকে জটা ধরিয়া তাহা হইলে সেই জটা কর্তন করিয়া, নতুং কুর্ষের শিখ। প্রমুখ করিয়া চেতন করিতে হয়।

† ইহারাও ঐ স্ত্রুতসম্বন্ধের সময়ে দণ্ড প্রাণ করিয়া। ধাইয়া,
কর্মসম্প্রদায় বা ষট্টকর্ম।

হইলে, গুরু শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে জীব-ত্রস্তের অভেদ-বোধক নিঃ-লিখিত মন্ত্র উপদেশ দেন। ইহার নাম সচি-দান্ত মন্ত্র।

নস্করহি মহামাপা ঘটস্নান কর্ম: যোগস্থ বিভাগে।
নিঃশ্বরে নিঃশ্বস্তার: শ্রাবণ যুগে ঘর।
মহানির্দেশাত্মক অষ্টম উদ্বাদ।

মহাপ্রাণ! তুমি সেই ব্রহ্ম। আমি সেই ব্রহ্ম। এইরূপ ভাবনা কর। মমতা ও আহ্সার পরিভাষা করিয়া। আত্মভাবে প্রথে বিচারণ কর।

শিষ্য এইরূপ মহামাপ প্রহর্ষক আপনাকে আমূ শ্রুতিক বিবেচনা করিয়া। নিঃ-লিখিত মন্ত্রোচ্চারণ পুর্বক গুরুকে প্রণাম করেন।

নস্বক্রম নমোন্মন্ত্র তুমি মন্ত্র নমোনন।
কেবল সচিবশিব বিষ্ণবক্রম নমোন্ত্র নি।
মহানির্দেশাত্মক অষ্টম উদ্বাদ।

তোমাকে নমঃ কর। আমাকে নমঃ কর। তোমাকে ও আমাকে বার বার নমঃ কর। তুমি পুত্তমান। তুমি ও আমি বিষ্ণুরূপ, অতএব তোমাকে নমঃ কর।

কিন্তু দত্তের অন্য তাহার ধারণ ও সঙ্গে লইহ। ভদ্র করেন না। ঐ সময়েই পুনরায় গুরুকে অপর্ণ করেন।

† হস্ত শশরের নাম। অর্থ: শর, শৃঙ্খলা, বিষ্ণু, পরমাত্মা। ইত্যাদি।
এই মন্ত্রে ও ইহার পাঠালিখিত করণে মন্ত্রে উচ্চ পরমাত্মা। অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রতিগাঢ় বোধ হয়।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

তদ্ব্যতর্থে উল্লিখিত অর্থ-মন্ত্র উপদেশ দিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীরা সচরাচর এরূপ অর্থ-প্রতিপাদক নিম্ন-লিখিত সচিবালয় মন্ত্রটি * গঠন করিয়া থাকেন।

অথু যোগ্য হইলে পরমশ্রদ্ধ পরব্রহ্ম ইত্যাদি।

বিচার সম্বন্ধে অনুশীলনচর্চায় যোগ্য হয়।

ও॥ আমি সেই হংস, পরমহংস, পরমস্বাদেবত। আমি
সেই জ্ঞানময়, সচিবালয়-অরুপ পরমহংস।

এই মন্ত্রের একটি গায়ত্রীও আছে, তাহা অভ্যাস করিয়া জপ করিতে হয়। সেটি এই,—

অধি ইত্যাদি বিচার পরমহংসবাদ ধীরেমন্ত্রে
নানা হর্ষ: মধুবনান।

ও। হংসকে আকলা হই। পরমহংসকে চিন্তা করি, হংস আমি—
দিগকে তাহা প্রেরণ করি।

এ দেশীয় ব্রাহ্মণেরা যেমন উপনয়নকালে গায়ত্রী-
উপদেশ গঠন করেন, কিন্তু প্রায় সকলেই তাহার অর্থ-
বোধ ও তাত্ত্বিকতাধীনে অসমর্থ হইয়া তত্ত্বাংক একটি
সাকার দেবতার আরাধনায় অনুসরন হন, সেইরূপ, সন্ন্যাসীরা
শেষে সচিবালয় মন্ত্র গঠন করেন বলে, কিন্তু অধি-
কাংশে তাহার তার-এইচ ও অর্থ-বোধে অসমর্থ হইয়া।

* ইহার অত্যন্ত একটি নাম পরমহংস যোগ। এই পরমহংস মন্ত্র
যাদেশ একাদি।
কর্ষসম্প্রদায় বা শঠকর্ষ।

শিবের উপাসনাতেই গৃহত থাকেন। ঠাহারা মহারাজ এই নির্ম-লিখিত ক্লোকটি আন্তর্জ করেন,—

মহাদেবের পরে তাই তাই মহিলারা ন পরা স্তূপি:।
অবশেষে পরে মন্দো নান্তি তন্ত্র ধরেও: পরমু॥

মহাদেবের পর আর দেবতা নাই, মহিলাভূমির পর আর তাহ নাই, অষ্টা-মস্তের পর আর মস্ত নাই, গুরু-তত্ত্বের পর আর তত্ত্ব নাই।

উল্লিখিত কর্ষসম্প্রদায়ের অন্তর্গত উপনয়ন ক্রিয়াটি দিবাভাগ ও অপরাপর সমুদায় কর্ষ রাজিয়ে গেল সম্পন্ন হয়। যেখানে তারা তারি জীবন * উপস্থিত হয়, তথায় একেবারে বন্ধুসংখ্যক সম্প্রদায় মহান হইয়া যায়।

যে গুরু ধর্মকর্ষ সম্পাদন করিয়া দেন, ঠাহারে আচার্য্য বলে। সত্তী আচার্য্যী প্রশংসা; সত্তী উপস্থিত না থাকিলে কোন সম্প্রদায়কে এ পদে অভিধিনী করা হয়।

সম্প্রদায়ের মধ্যে দীক্ষা-গুরু ও মহু-শিষ্য ব্যাটিসেরকে অন্য একক গুরু-শিষ্যের সহস্র বিদ্যমান আছে। কোন কোন সম্প্রদায় আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা বর্তমান অন্য কোন সম্প্রদায়কে গুরু-স্রোতে বিশেষ করিয়া ঠাহারের নিকট ধর্ম্ম-বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করেন ও ঠাহার অম্বরভ হইয়া। সেবা শান্তি করিতে থাকেন। এই রূপ গুরুকে লিখি ও শিষ্যকে নান্তক বলে।

* কিছু পরেই জ্ঞাতব্য বিষয়ে দেখিয়ে থাকিবে।
প্রাত্যাহিক ক্রিয়া।

সর্বার্থীদের প্রাত্যাহিক ক্রিয়াতে শিব-পূজার অধিকাংশ দেবীতে পাওয়া যায়। তাহারা প্রত্যেকে স্থাননন্দন কঠিন পরিবর্তন ও বিভূতি ধারণ করিয়া শিব-পূজা করেন। যদি সঙ্গে কোন শিব-মুর্তি থাকে, তবে তাহারই আরাধনা করেন, নতুন নিকটে শিবালয় থাকিলে, সেই স্থানে অর্চনা করিতে যান। ঐ উভয়ের অস্থায়ী হইলে, বাহ হস্তের অল্পের গুলির বিন্যাস-বিশেষ দ্বারা পঞ্চমুখী অথবা বুদ্ধ-বিশিষ্ট লিঙ্করুণী মহাদেব করিয়া। তাহারই পুজা করিয়া থাকেন। পরে সর্বার্থী-এরাই সময়ে গৃহীত নমঃ শিবায় বা ও নমঃ শিবায় এই মন্ত্র জপ করেন।

অবশেষে মহিমান্তর ও তাদৃশ অন্য স্তোত্র ও কোন দেব-নামার্থ অথবা ইহার মধ্যে কোন হই একটি বিষয় পাঠ করেন এবং কেহ কেহ ভগবন্তাতাদি তত্ত্ব-শাস্ত্রে আরুতি করিয়া থাকেন।

অন্য অন্য অনেক সম্প্রদায়ের নাম ইহাদেরও গুরু-তত্ত্ব একটি প্রধান ধর্ম। সায়ংকালে ইহারা মানসী পুজা করেন; চক্ষু যুদিত করিয়া গুরু-মুর্তি ধারণ করেন, যেন যেন তাহার আসন দিয়া উপবেশন করান, পাদপুকালন ও স্নানাদি করিয়া তাহার শরীরে

*যেকেন ভগবদ্ধীতা, মায়ারূপলিন্ধু, কেশকালামি, বিভূতিপশর, গুরুদেহ, অবৃত্তালীতা, ওকনমক্ষর ও তাদৃশ অন্য অন্য গুরু সঙ্গে রাখেন ও অবসর ক্রমে মধ্যে পাঠ করিয়া থাকেন।
বিভূতি লেপন করেন, পুষ্প-চন্দনান্ধর ধারা অর্জনা করেন, নানাবিধ সুরস সাধ্যী সংঘাত করিয়া। ভোজন করিতে দেন ও অন্যান্য নানাপ্রকারে অশ্বত্ত ভক্তি অনুষ্ঠান করিতে থাকেন।

ইহীদের যেগুলি নিত্য-ক্রিয়া প্রশস্ত, তাহাই লিখিত হইল। ব্যক্তি-বিশেষের জ্যোতি ও স্বভাবের তারতম্য অনুসারে ইহার অনেক ইত্যাদি বিশেষ হইয়া থাকে। গৃহীতের ন্যায় ইহীদের মধ্যেও অনেকেই যথাবিধানে কার্য্য করেন না; কেবল ভিক্ষা ও বিজ্ঞাপ-ধূম-পান করি-রাই কালে কেপ করিয়া থাকেন।

বেশভূষা।

ইহীদা ডাঁচ, কৌশিকন *, বিভূতি † ও কুঠাক্ষ-

* একিদিন নিম্ন-লিখিত মন্ত্রোচ্চরণ করিয়া থেকে কেশীন পরিধান করিতে হয়। এই মন্ত্র পঞ্চ করিয়া। দেখিবেন, ইহার সমুদয়ই কৌশিক-ধারার উদ্ভূতগত বিশ্লেষ। প্রতীয়মান হইতে থাকে।

অমৃ যুক্তি বস্বর বস্বর, বস্বর বস্বর, না দরে তোমার না পড়ে দয়া, পৌষ্ঠা যোগীধী চেয়ে বল্ড। । পরমানাগা ধ্যানসাধন কৌশিক, নায়া পর্তুবা মানসসাহে, সুবৃহত্ত বাঁধে বেকোট। । সাধনপাত্ত কৌশিক বংশ, অনন্ত বৌদ্ধ বিশালী বিশ্ব। । বাপে পীর অন্য পীর, হো হো হো জগজ্জ পীর।

† বিভূতি-ধারণের মন্ত্র।

আরুবে তোমার অভাবাদ্যো বিহর। পরমানাগা নাগি ধর্মগৃহা লুপ। অমৃত বধং, ঘরত্তো ফরে। । তো মুখ হারা শুভদী চরে। । খুঁকু-খুঁকু খুঁকু খাস্য-
মাল। *ধারণ করেন, গৌরুপাল বস্ত্র এবং অন্য অন্য প্রকার বস্ত্র ও ব্যবহার করিয়া থাকেন, ও নানা তীর্থে গমন করিয়া। নানা প্রকার তীর্থ-নামস্ত্রানুসারে সংগঠনপূর্বক শরীরে সংযুক্ত করিয়া রাখেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে বাহু-লেশে পিত্তলময়, তাম্রময় ও লৌহময় এক এক প্রকার বলয়াকার ব্র্যাস ধারণ করেন। এই সম্মুখনাকে নেপাল, বদরিকা ও কেদারনাথের কল্পন করে। এই স্থলের উপরে বিবিধ প্রাকার দেব-মূর্তি আহ্বান থাকে। নেপালে অষ্টরীয়ের মত অর্থাৎ তদেপক্ষা কিছু বড় পিত্তলময় একক্রপ দ্ব্য পাওয়া যায়, তাহাকে নেপালের পবিত্র বলে। তাহাতে শিব, রূপ ও তিলুলের প্রতিরূপিত থাকে। সন্নাত সে কেহ কেহ তাহা রূদ্রাক্ষমালার সহিত ঐহিত করিয়া। গল-দেশে

মত্র অথবা, পুরুষ-মূল নবিন্দে, কো মানুষিক শান্তি অবনী বোট যিনি প্রাণকার মৃত্যুচ্ছ। যদ্যপি থাক ক্ষয় রূপদায়ক, অন্যত্ব বিন্দুলাল আধ্যাত্মিক। মানুষিক শান্তি বাস্ত্র যাত তাহা রূদ্র।

* ক্রমান্ত-ধারণের মত।

আম যৌহক। যুগ বদনি বিষ্ণু অথচ ক্ষয় রূপদান। মূলে মন্ধা মত্র বিষ্ণু, বিষ্ণু ক্ষয় ত্রিভুবন বিষ্ণু, হরনীত মন্ধার।

† সন্নাতি। পরিদর্শন বস্ত্র সমুদায়কের সুবতি-প্রসঙ্গ ব্যাপার। বিষ্ণু করেন ও বিশেষ বিষ্ণুশেষ মন্ত্রকারণ পূর্বক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই সমুদায়ের আইল ভিন্ন নাম আছে, যেমন সাক্ষা, ব্রহ্ম- সঞ্চী। শিরোন্নারা সামুদায়। অনেকে সার্থক তিন হস্ত প্রসাদ একান্তি বস্ত্র পৃষ্ঠ ও ব্যাখ্যালে বাঁধি। রাখেন, তাহার নাম ব্র্যাস্কাল।
ধারণ করেন। তাহারা নেপালে পাপণপতিনাথ, বদরিকা- অথবা বদরিনারায়ণ ও কেদারনাথে কেদারনাথ দর্শন করিতে গিয়া ঐ সমস্ত ক্ষু করিয়া আনেন। কেন কোন সন্ন্যাসী নেপাল হইতে ঐরূপ আর একটি সামগ্রী আনিয়া ব্যবহার করেন, তাহার ঐ স্থানের শুষ্কঘাসরী দেবীর চূড়া বলে। অনেকে আবার হিঙ্কলাজে গিয়া একুশ্চ অন্তর্বন্ধ শেরবর্ণ মৃদু মৃদু মালা পরিয়া আই- সেন, তাহার নাম ঢুঁষুরা। কেহ বা তাহার সহিত প্রবাল- কৃষ্ণ মিনিত করিয়া গলে-দেশ সুশোভিত করিয়া রাখেন। কেহ কেহ আবার হিঙ্কলাজকেশ্বরীর একস্থান শুকুরী ও সূর্য- মণ্ডী নামে এক প্রকার ধাতু-ক্রব্য জটিল বা অন্য কোন স্থানে ধারণ করেন। হিঙ্কলাজ-কাজীদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তথায় পর্বতের নিম্ন ভাগে একটি সুরুক্ষ আছে, তাহা ঐ দেবীর মোনি-গ্রুপ। তাহার মথ সংযুগ ঐ সমস্ত বস্ত লইয়া গেলেই প্রসাদ হইয়া যায়। কোন সন্ন্যাসী বা প্রকোষ্ঠ-দেশে গণের-চর্মের বলয় পরিধান করেন। কেহ কেহ সেতুবন্ধরামেধরে একুশ্চ মালা ও শঙ্খ-বলয় গ্রাহণ করিয়া স্রীকে ধারণ করেন। ঐ শঙ্খ-বলয়কে রাম- নাথের পরিদৃশ্য বলে। কোন কোন ব্যক্তি আবার মণিকৃষ্ণা বা মণিকুণ্ড মৃদু মৃদু রুলিয়া একুশ্চ উপল- খণ্ড গলে-দেশে ধারণ করেন। তাহারা বলেন, হিয়া- লয়ের মধ্যে এক স্থানে ঐ নামে এলাহ একটি উক্ত-প্রহর্ষণ আছে যে, অর্থ-সংযোগ ব্যাপ্তিকে তাহার জন্য ভাব, ডাল প্রতৃতি বস্তু করিয়া ভোজন করা যায়। সেই প্রদ-
বন একটি প্রধান তীর্থ তাহার তাহা দর্শন করিয়া গিয়া ঐ উপল-ধূল আহরণ করিয়া ধাক্কা যাকেন। সন্ন্যাসীদের অস্ত্রা ফুটাও, ফুটাই সম্প্রদায়ে অনু, অন্য অপূর্ব আলঙ্কারের শরীর অলঙ্কার করিয়া রাখে; যথা স্থানে সে সমস্ত লিখিত হইবে।

পরম্পর স্তম্ভ হইলে, সন্ন্যাসীরা “ও নোমারায়ণায়” বলিয়া অভিবাদন করেন। গৃহীত লোকে তামাদিগকে “নোমারায়ণায়” বলিয়া নমস্কার করে এবং তাহারা “নারায়ণ” বলিয়া প্রত্যাহার দিয়া থাকেন।

মঠ-আখাড়ারি পরিচালন বিষয়।

দণ্ডীর কেবল মঠের অস্ত্রা, কিন্তু সন্ন্যাসীরা মঠ ও আখাড়া উভয়েরই অস্ত্রা। হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব-দের ন্যায় ইহাদেরও সাতটি মূল আখাড়া আছে; নিরবাঙ্গ, নিরঞ্জন, অটল, আশ্রম, যুনা, আনন্দ ও বড় আখাড়া। প্রত্যেক সন্ন্যাসীই ইহার কোন না কোন আখাড়ার লোক।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে মঠ ও আখাড়া বিদ্যমান আছে। কোন কোন অংশ এই উভয়বিধ দেবালয়ের বিশেষ বিতর্ক। দেখিতে পাওয়া যায়। মঠের মহন্তেরা মঠ-সংক্রান্ত সকল বিষয়ই একঘটনা করেন; ইচ্ছা হয়, সন্ন্যাসীরা তথ্য স্থান দেন, না ইচ্ছা হইলে, না দিতে পারেন। আখাড়ার মহন্তেরা সেকারূপ নয়; তথ্য সন্ন্যাসী-দেরই প্রভুত্ব। লোকে মঠের আলীরা সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ করিতে পারে, কিন্তু আখাড়ায় সে বিষয়ের ব্যবস্থা নাই।
মঠ-আখাড়াদি পরিচায়ক বিষয়।

মঠ ও আখাড়া ব্যতিরেকে ইহাদের পরিচায়ক আরও কতকগুলি বিষয় আছে; যেমন জাতি, বর্ণ, গৌর্জ, দেব, দেবী, অহোতী, পরিবার, চুলা, চন্দ্রী ইত্যাদি। ইহাদের পরিচয় জ্ঞানিতে হইলে, সেই সমুদয় জিজ্ঞাসা করিতে হয়। সেই সমস্ত যত দূর জ্ঞানিতে পারিয়াছি, পশ্চাত তাহার বিবরণ করিতেছি।

ইহাদের সমন্বয়ই এক জাতি, এক বর্ণ ও এক পরিবার। জাতির নাম বিহৃষ্ণম, বর্ণের নাম রুদ্র ও পরিবারের নাম অনন্ত। সম্প্রদায় গৌর্জাদি অন্য অন্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। চারি মঠে চারি সম্প্রদায় ও চারি গৌর্জ চলিয়া আসিয়েছে; প্রত্যেক সম্যালি তাহার কোন না কোন সম্প্রদায়ের ও কোন না কোন গৌর্জের অন্তভূত। যথাক্রমে সে সমুদয়ের নাম নির্দেশ করা যাইতেছে।

<table>
<thead>
<tr>
<th>মঠ</th>
<th>সম্প্রদায়</th>
<th>গৌর্জ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>শূন্তগিরি মঠ</td>
<td>ভূষ্ণর</td>
<td>ভবেশর</td>
</tr>
<tr>
<td>জ্যোলী মঠ</td>
<td>আনন্দবার</td>
<td>লাতেশর</td>
</tr>
<tr>
<td>সারদা মঠ</td>
<td>কীটবার</td>
<td>——</td>
</tr>
<tr>
<td>গোবর্জন মঠ</td>
<td>ভোগবার</td>
<td>——</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* দশনামীর। সচারচর এই মঠের নাম সিঙ্গ্রি বা সিঙ্গ্রি বলিয়া উল্লেখ করে। উহা শূন্তগিরি শব্দেরই অভিধান বোধ হয়। এই মঠটি দক্ষিণপশ্চিমের অন্তর্গত ভূমিতে নদীর তীরস্ক্র।

† সম্যালির পরিচয়ক এই সমস্ত বিষয়ের নাম তাহাদের মুখে বয়ের শুনিয়াছি ও তাহাদের আহার-অবশ্য দ্বার। বয়ের অবগত ছিলাম, সেই শুনিলাম। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এই চারি
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

প্রত্যেক মঠের স্তত্ত্ব স্তত্ত্ব ক্ষেত্র, দেব, দেবী, তীর্থ, বেদ ও মহাবাক্য নির্দিষ্ট আছে; প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আপন আপন মঠমান্বিতা ভাষার এক একটি অবলম্বন করিয়ে হয়।

মঠ ক্ষেত্র দেব দেবী তীর্থ বেদ মহাবাক্য
শুন্তগিরি রামমুখ অন্তরাধিকারক যুগলকেত। যুগলকেত অন্তরাধিকারক
জ্যোতির বদ্ধকৃতম নিরাকার মুখগিরি অলকনন। অলকনন অন্তরাধিকারক
নারায়ণ ধারক নিশ্চিত তত্ত্বক্রমে গৌরগীতিকেত। গৌরগীতিকেত তত্ত্বক্রমে
গোবিন্দ পুরুষপদ জগন্ধ নিমল মহোদাস সংক্রম প্রজ্ঞানি।
মানসাঙ্গ তত্ত্ব

এইরূপ, এই চারি মঠের § প্রত্যেকের এক একটি
আচার্য্য ও ব্রহ্মচারী নির্দিষ্ট আছে। আচার্য্য-গুণের

মঠের স্তত্ত্ব স্তত্ত্ব বিবরণ আছে, তাহার নাম আহার। যথা।
উভয়মাত্র, দক্ষিণাত্য, পূর্বমাত্র ও পশ্চিমাত্র।

* সম্প্রদায়। শক্রাচার্য্য-প্রতিদিন উদিতচিত্ত চারি মঠ বাসিন্দাকে
আর তিনটি মঠ-কর্ত্তা সাহায্য করেন। তাহার বিষয়
মঠ প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। পাঠ সহিত হইতেছে। পাঠ সহিত
 দেখিলে, ঐ তিনটির কথা। তাহার ইচ্ছা-সাধনার বিজ্ঞাপক ভিত্তি
 অন্ত কিছু বোধ হয় না।

পঞ্চম মঠ।—কৈলাস ক্ষেত্র। কাশী সম্প্রদায়। নির্মলন দেবতা। মানস-
সরোবর তীর্থ। ঈশ্বর আচার্য্য। সন্ন্যাস সন্ন্যাস। সন্ন্যাসি
কৃষ্ণঃ ব্রাহ্মণ নামে। সন্ন্যাস আনন্দনু ব্রহ্ম বাক্স।

ষষ্ঠ মঠ।—নাভিক্ষুদ্রিয়া ক্ষেত্র। সত্য সম্প্রদায়। পরমহংস দেবতা।
 অঙ্গ দেবী। বিশ্ব তীর্থ। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, মহেশাদি ব্রহ্ম-
 চারি। আম্বা মা।

সপ্তম মঠ।—এই মঠের আচার্য্যের শুদ্ধায় তীর্থ এবং অহমের হাঁস,
 ঋষীতাংশ, নির্মলাংশ, শূদ্ধাংশ, নির্মলাঙ্গকাঙ্গযয়।
জ্যোত্যমার্গ।

নাম গুলিতে কিছু সংশয় বোধ হওয়াতে, বিশেষ করিয়া লিখিলাম না। ব্রহ্মচারীদের বিষয় তদীয় প্রকরণ মধ্যে প্রস্তাবিত হইবে।

মধ্যে মধ্যে এক একটি সম্বন্ধী বিশেষরূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়া এক একটি সম্বন্ধী-দল প্রবর্তিত করেন, তাহারই নাম মন্ত্রী। যেমন কেশবপুরি মুলতানী, বৈকুণ্ঠী, ভগবান্ধু পুরি, ওঁকারী, বড় কেবল পুরি, ছোট কেবল পুরি, সৈন্তনাথী, গঙ্গাদর্শনী, অপারালালী, মেষনাথী, চুর্ণনাথী, সৈন্ত-পুরি, পরমানন্দী, ব্রহ্মনাথী, বোধলা ইত্যাদি। এইরূপে সমুদায়ে ৫২ বারাহটি মন্ত্রী উৎপন্ন হইয়াছে।

চুলা ও চক্ষু কেবল গিরি গোসাইদেরই পরিচারক। পুরি, ভারতী প্রভুতি অন্য অন্য সম্বন্ধীর সহিত তাহার কেন সঙ্গ নাই। তুলসীনাথাদী কোন কোন দেবতা ঐ হুই বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী; তদ্ভাবে ঐ উভয়ের নাম তুলসী-নাথী চুলা; ঘারকানাথী চুলা, পার্বতী চক্ষুই ইত্যাদি।

জ্যোত্যমার্গ।

সম্বন্ধীরা। অনেকেই কুলাচারী অধীত মধ্য মাংসাদি ব্যবহার করেন। নির্ভবন তত্ত্বে স্পষ্টই লিখিত আছে।

শাক্তিহীন কুলার যাহা কার্যক্ষেত্রন।

প্রাণেরা শক্তি-যুগ্ম নির্ভবন্তব্রহ্ম।

সম্বন্ধ গ্রহণ ও সর্বদা প্রচুর সেবন করিবে।

ইত্যাদি তবুজ্জ্বল-সম্পন্ন বিমুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ-প্রতিপাদক কথকসাহি বাকা নিবেদিত আছে।
দুমভ্রেন ইণ্যি ক্ষুং মনুমায়বল্মী।
আমারসিংহা তথা তেহা মহাত্মনং বিভূতি।
নির্জানতত্ত্ব।

প্রোণ-গিরে! বরাননে! দেবেশ্বরি! অবশ কর। সম্প্রদায়ে গুগ্ধভাবে পক্ষভূত প্রাঙ্গণ করিবে।

জ্যোত্যাংভার্ষণ নামে ইহাদের এক প্রকার সাধনা আছে, তাহা তদ্ভিন্ন চক্র-সাধনা-বিশেষ বলিলে বলা যায়। তাহাতে যথেষ্ট মূখ্য মাংস চলিয়া থাকে।

যে দেবীর উদ্দেশ্যে এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, তাহার নাম বালাসুদ্রী। সম্প্রদায়। নিশা-মোগে কোন নিষ্ঠুর স্থানে একত্র সমাগত হইয়া নিষ্ঠুর-লিখিত প্রকারে একরূপ জ্যোতি অর্থাৎ দীপ প্রজ্বলিত করেন এবং সেই জ্যোতি লিয়া যাইতে আবর্ত্তার হয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই নিমিত্তই ইহার নাম জ্যোত্যাং। তাহারা তথায় দৈর্ঘ্যমঃ এক হাত হয় অন্ধুলি প্রমাণ একটি মৃত্তিকায় বেণ্টি নির্ঘণ্ট করিয়া। তাহার উপরে এই পরিমাণের এক খণ্ড শেষভাগ বস্ত্র হ্রাস করেন, ও তাহার উপর ঐ পরিমাণের অর এক খণ্ড রক্তভাগ বস্ত্র অধিক খেরা পাতিয়া থাকেন এবং ঐ রক্তভাগ বস্ত্রের মধ্যস্থলে একটি গ্রাস রাখিয়া। তাহার চতুর্দিকে তঙ্গুল দিয়া কান্তিকা, রক্ষা, বিন্দু, হস্তমাণু ও তৈরি প্রভৃতির প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করেন। ঐ গ্রাস সৃষ্ট-পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে একটি

* নির্ভূত স্থানের প্রয়োজন বলিয়া, পথ মোত্তর প্রদেশে কখন কখন ত-খানার। যদোহ ঐ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

† মৃত্তিকায় নির্ভূত রূপ-বিশেষের নাম ত-খানা।
জ্যোতমার্গ।

কার্পাসের বার্তা দেন ও সেই বার্তার অঞ্চ-ভাঙে একটি কর্পূর দিয়া রাখেন। সাধারণ সময়ে সেই বার্তা প্রকৃতিতে উল্লিখিত বালামূল্যরী দেবীর অর্ধনা করেন এবং যশ, মাংস, লুচি প্রভৃতি ভোগ দিয়া প্রাসাদ পাইতে থাকেন। ইহঁরা ঐ দীপ-শিখাকে অলক্ষে আলা-মূখার শিখা বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং অনেকে ঐ জ্যোতমার্গ বর্তমান ভব্য একটি মাহব্লির মধ্যে রাখিয়া গল-দেশে ধারণ করেন।

জ্যোতমার্গে সৌন্দর্যানাদিতে গুহা ব্যাপারের অন্তর্ভুক্তি হয় বলিয়া, সন্ন্যাসীরা সেই সমস্ত গৌণন রাখিবার উদ্দেশে কতকগুলি সাংক্রান্তিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। জ্যোতমার্গান্নাদিতে সন্ন্যাসী ব্যান্ডেরকে অনেকে তাহা জানিতে পারে না। পল্লো তাহার কতকগুলি যিনি হইতে হইতে।

গ্রীষ্ম । 
মন । 
মাংস । 
জীবিত ছাগ । 
মৎস্য । 
তামাক । 
গাছা । 
শুক । 
জল । 
বোঁদ । 
ভাত । 
লুচি ।

মাঝে । 
তীর্থ, বিভাগ, বিশ্বাস । 
সিদ্ধি ও হিংসা। 
ঝাড়ি। 
তৃতীয়। 
বিজয় ও তহবিলপত্র। 
স্নাত । 
ধার। 
অলীল। 
কুজ হয়। 
বিন। 
চকিত। 
কেড়।
জ্যোত্মাগ্র-প্রকিষ্ঠ সম্মানীর। চৈত্র ও আশ্বিন মাসে
বর্ষাত্ম নামে একটি বংশের অমৃত্থান করেন। একটি
সম্মানী কোন গৃহের মধ্যে দুই পাশে দুইটি প্রদীপ
জ্বালিয়া। উপবিষ্ট থাকেন। একটি প্রদীপ রুত-পূর্ণ
আর একটি তৈল-পূর্ণ। স্বতঃপ্রবৃতি মহাদেবের
উদ্দেশে ও তৈলের প্রদীপটি কালীর উদ্দেশে প্রক্ষ-
লিত হয়। সম্মানীর গরীভবনে জ্যোত্মাগ্রান্তুসারী
অপরাপর সম্মানী আরো শব, শক্তি ও ভৈরবের অর্ধনা করেন
ও ভোগ দিয়া প্রসাদ-সামগ্রী অভ্যন্ত করিতে থাকেন।
নবম দিনের পূর্বােক্ত রূপে জ্যোত্মাগ্রের অমৃত্থান করেন
ও সেই উপলক্ষে দুর দুরাস্তরের জ্যোত্মাগ্রান্তুসারী
সম্মানীদিগকে কোতযার স্বাবাদ নিসত্রণ করিয়া পাঠান।
লোকের ওপর আমোদ বিষয়ে সংক্ষ-লাভের ইচ্ছা এড়
অবল যে, সম্মানী। গৃহীদিগকে যথক্ষার্থির অমৃত্থান
দেখিতে দেন না, কিন্তু আলোক তুঁছাদিগকে অমোদ-
ময় জ্যোত্মাগ্রে প্রবেশিত করিয়া লন।
পশ্চিমোপরি প্রদেশে অনেক সম্মানীতে এবং কখন
কখন সম্মানী ও পৃথক উভয়ে মিলিত হইয়া। উল্লিখিত-
রূপ নানা প্রকার চত্র করিয়া থাকে। তাহার সকল প্রক্র-
রুতী পুরুষ উভয়েই প্রবেশ পূর্বক মদ্য মাংসাদি
ব্যবহার করে। শুনিয়াছি, চত্র-বিশেষে একটি পুরুষ
একটী তুঁছারকে সঙ্গে লইয়া আবরণ-বিশেষের অন্তরালে
একটী ক্রিয়া অমৃত্থান করেন এবং সেই চক্রস্থ সমস্ত
ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া-লক্ষ পরম পদার্থটি, অর্ধাং এই পুষ্কের
আহার ব্যবহার।

প্রথম ভাগে বাওল-সম্প্রদায়ের বিবরণ মধ্যে লিখিত চারি চতুর্থের দ্বিতীয় চতুর্থের*, জল-মিশ্রিত করিয়া উদরন্ধ করিয়া থাকেন। ঐ ক্রিয়ার সর্বশেষ সুস্বাদ লিখিতে হইলে অত্যন্ত অল্পশীল হইয়া উঠে।

আহার ব্যবহার।

সম্প্রদায়কে সচরাচর ভাঙ্গন ও সম্প্রদায়ের লোকের অম্লের গুচ্ছ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহারা মূখে বলিয়া আমাদের সকল জাতির অম্ল ভোজনেই অধি-কার আছে; চুরি, নারী, মিথ্যা এই তিনটি ব্যতিরেকে আর কিছুই আমাদের পরিবারের নয়। স্বাদেও ইহাদের প্রতি এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

বিমান্তা ধ্রুপচালা বা বন্ধানন্দনে সমাগতম।

ঈশ্বর তথা ভাঙ্গনীবাদবিধায়ন।

প্রাণতোষিণী-ভূত মহানিবারণ তত্ত্ব-বচন।

সম্প্রদায়ের যে স্থান যে স্থান হইতে কি বাঙ্গল কি চণ্ডাল যে কোন জাতির অম্ল প্রাপ্ত হউল না কেন, দেশ কালের বিচার না করিয়া তাহা ভোজন করিবেন।

ধাতুরসিন্ধু নিদ্রামাধুত কুড়লা ব্যধ।

ঈশ্বরাগমন্দাক্ষী সমাগতী পরিপ্রেক্ষিত।

মহানিবারণ তত্ত্ব।

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগের ১৩৯ পৃষ্ঠা।

দেখ।
ধাতু-প্রতিক্রিয়া, মিষ্টা, মিষ্টা। কখন, স্রীলোকের সহিত ক্রীড়া, রেফেরুয়ার্গ এবং অন্য। এই সমস্ত কার্য সম্যাসীতে পরিচালিত করিবে।

এরূপ ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু কয় ব্যক্তি ব্যাক-স্বাভাবিক কার্য করিতে পারে?

ঝাঁপ।

স্থানে স্থানে অনেক সম্যাসী একত্র দল-বদ্ধ হইয়া অবস্থিত করেন, অথবা তীর্থ-পর্যটন করেন নাকেন। ঐ দলকে ঝাঁপ বলে। ঐ জমাতের কার্য-নির্বাহের বন্দোবস্ত নিতান্ত সামান্য নয়। তদ্রুপ অনেক গুলি কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকে: মহস্ত, পুষ্পাঙ্কা, কুঠারী, ভাঙ্গোরী, কারবারী, হিসাবী, কোতোয়াল, পাহাড়িরাও ও তুরহীওয়ালা। মহস্ত প্রধান অধ্যক্ষ; তিনি জমাতের সকল বিষয়ের অধ্যক্ষতা ও সমস্ত কার্য সম্পাদন করেন। পুষ্পাঙ্কা ষ্ঠা নিয়ন্ত্রণ ও যথা সময়ে চরণপাক পূজা করেন। কুঠারী প্রধান ভাঙ্গোরী; তিনি আহার-দ্রব্যাদি সমস্ত বস্ত রক্ষা করেন। পাতলকের নাম ভাঙ্গোরী; তিনি রস্তা করিয়া সম্যাসীদিগকে স্থান করান। বড় বড় জমাতে বহুসংখ্যক ভাঙ্গোরী থাকে। কার-বারী প্রকৃত ধনরক্ষক; তিনি ধন রক্ষা করেন ও প্রয়োজন মতে ব্যাপার অর্থ দিয়া থাকেন। মুখ্যীকে হিসাবী বলে; তিনি আয় ব্যয় লিখিয়া রাখেন। কোতোয়াল মহস্তের আদেশানুসারে অন্য অন্য কর্ম-
চারীকে স্ব স্ব কর্ষ্যে নিয়োজিত করেন ও তাহাদের কার্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। দেব-স্থান এবং ডক্কা, নিশান, বাঙ্গা, খাটা প্রভৃতি পুজুর স্বয়ং রক্ষার্থ চৌকী দেওয়া পাহাড়াদারের কার্ষ্য। সন্মান্তাদের মধ্যে অনেক পর্যায়ের দিবারাত্র ঐ কর্ষ্য নিবাস করেন। ভূরহিওয়ালা ভূরহাবাদ করিয়া জমাতের গৌরব বৃদ্ধি করেন। কেবল ভূরী নয়, ডক্কা ও গণাতের শোভা ও মহিমা বর্ধন করিয়া থাকে। সন্মান্তাদের মধ্যে কর্ষ্যচারীর পদে অভিভিত্ত হন। কেবল সন্মান্তা নয়, বোটা, পুরুষকাঞ্জি প্রভৃতি অন্য অন্য শৈব উদাসীনেও জমাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

হরিদারাদি তীর্থ-স্থানে এক এক সময়ে ভারী ভারী জমাত উপস্থিত ছয়। এ প্রদেশের মধ্যে ভোট-বাগানেও কার্ভিক মাসে ও কোন কোন বংসর কার্ভিক ও গোষ্ঠ উভয় মাসে গঙ্গাসাগর-গমন উদ্দেশে মন্দ জমাত হয় না। সেই সেই সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, গণা উড়িতেছে, ভূরী ও ডক্কা বাজিতেছে, চন্দ্রাত্যের নিম্ন দেশে পাহাড়ের চরণপাহার্কার স্পৃহিত হইয়াছে, প্রতি দিন ঐ চরণপাহার্কার পূজা ও ভোগ *

* রত, আটা ও চিনি মিশ্রিত করিয়া এক রূপ চূর্ণ পদার্থ প্রস্তুত করা হয়, তাহাদের রোষ বলে। এক এক দিন অপরাধে ঐ রোষ ভোগ দেওয়া হয়; হইলে, প্রতোক সন্মানী অসাদাত্ম এই চরণপাহার্কার যোগী থাকে।
দেওয়া যাইতেছে, পঙ্ক্তিতের দিন কাজ করের বন্দোবস্ত হইতেছে, দিন দিন স্থতন স্থতন সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়া দল-পুটি করিতেছে, স্থানাধিক শত সংখ্যক সন্ন্যাসী একত্র তোজনে বসিয়া গিয়াছে, প্রায় সর্ব-ক্ষণই গাঢ় ও সুখার ধূম চতুর্দিকে ব্যাপিতেছে; ধূমের আর সীমা নাই।

হরিহার, প্রয়াগ, উজ্জ্বলিনী, গোবাবরী এই চারি স্থানের মেলায় তীর্থ-স্থান উপলক্ষে যে সমস্ত ভারী ভারী জমা উপস্থিত হয়, তাহার নিকট ভোটবাগানের জমা কিছুই নয় বলিলে বলা যায়। ঐ চারি স্থানে বহু সহস্র সন্ন্যাসী এক এক জমাতের অন্ত-ভূত থাকে ও শত শত ভাগারী রক্ষন-কার্যে নির্নিত্র নিযুক্ত রহে। তথায় সহস্র সহস্র টাকা মূল্যের এক এক পতাকা উড়িয়েমান হয়।

বারদা, নাগর দ্বিরূপ করেক স্থান করেক প্রধান জমা বিদ্যমান আছে। ঐ ঐ স্থানের হিন্দু রাজারা তাহাদের সম্পুর্ণ আম্বারুল্য করিয়া থাকেন।

মরণোত্তর-ক্রিয়া।

কোন সন্ন্যাসীর মৃত্যু ঘটিলে, পুরোহিতকে মৃৎ-সমাধি বা জল-সমাধি দেওয়া হয়, এবং তিন দিনের দিন রোত ভোগ ও তের দিনের দিন পঙ্ক্তি ও শঙ্ক্তাল নামে

* ৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।
একটি ক্রিয়া হইয়া থাকে। শঙ্কাচালটি কিছু গুরুতর ক্রিয়া; অধিক ব্যয় হয় বলিয়া, অনেকেরই তাহা সম্পন্ন হয় না ॥ দিবা-ভাগে পঞ্চত্র ও রোঠে ভোগ হয়, কিন্তু শঙ্কাচালটি রাত্রি-যোগে নিবাহিত হইয়া থাকে। মৃত্যু-শ্বানে অন্য অন্য সর্বাঙ্গী উপস্থিত থাকিলে ও ব্যোম-পথতে অর্থ সংগ্রহ হইলে, সেই স্থানেই ঐ সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হয়, নতুনা তাহার গুরুর গাদিতে সংবাদ পাইয়াছিলে, তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্থায় ও স্থায়ের না থাকায়, উল্লিখিত মৃৎ-সমাধি বা জল-সমাধি মাত্রই কত ব্যক্তির মরণোত্তর ক্রিয়ার পর্য্যবেক্ষন হয়।

নাগার।

যে সমস্ত সর্বাঙ্গী মন্ত্রকের জটাগুলি রজ্জুর নায় পাকিয়া। উকীলের মত বন্ধ করিয়া। রাখে, তাহারাই নাগার। নগ্রা শুদ্ধের অর্থ উলঙ্গ। ইহার চচ্চারচার বিবদ্ধ।

* জোদ্যারূপানুমারী সর্বাঙ্গীদেরই শঙ্কাচাল হয়, অনেকের হয় না। মৃত ব্যক্তির শিশু বা শিশুর শিশুর কোন সর্বাঙ্গী কুশ-পর্বতে অনুষ্ঠিত করিয়া। এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন এবং সেই ক্রিয়াকারক ও ক্রিয়া-কৃত্তিবাস অথা অন্য সমস্ত সর্বাঙ্গী মন্ত্রের পুর্বে সেই পর্বতের উপরে জন্ম দানিতে থাকেন।

† জটিল ভিনে একার। নাগুজ্জট, শক্তুজ্জট ও বাব্রানু জট।। নাগার। এই মত পাকান জট। ধারণ করে, তাহার নায় নাগুজ্জট।। যে জটি এই মত পাকান নয়, তাহার নাম শক্তুজ্জট।। শক্তুজ্জট। ছোট হইলে বাব্রানু বলিয়া। উল্লিখিত হয়।
৮৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সন্তানদায়।

থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, এই নিমিত ইহাদিগকে নাগা বলে। একথে রাজ-শাসনের ভয়ে সর্বত্র উল্লঙ্গ থাকিতে পায় না; একরূপ কোপীন ধারণ ও অন্য অন্য অক্ষর বস্ত্র পরিধান করে, ঐ কোপীনের নাম না-কণী।

নাগা দুই নাগচ্ছন্ন।

অপরাপর সন্তানের ডেরে ও কোপীন স্বতন্ত্র স্বত্ব; ইহাদের এই এক নাগকণীতেই উত্তয়ের কার্য সম্পন্ন হয়।

ইহারা বিভূতির উপাসক। বিভূতি-রাশিকে একটী-ভূত করিয়া জমাইয়া রাখে, এবং গিরি-মৃত্তিকায় চিত্রিত ও চন্দনান্ধ দ্বারা বিলঙ্ঘিত করিয়া থাকে। এইরূপ প্রস্তুত করা বিভূতি-পুঞ্জকে গোলা বলে। ভিন্ন ভিন্ন আথাড়ার ভিন্ন ভিন্ন পুঞ্জ গোলা; নিরঞ্জনি আথাড়ার গোল অর্থাৎ চক্রাকার ও নির্বাসনি আথাড়ার চতুকোণ। ইহারা প্রতিদিন পুঞ্জ চন্দনান্ধ দ্বারা উঠার অর্থন করে ও উঠাই হস্তে লইয়া মঠ-ধারী আত্মীয়ের নিকটে ভিক্ষা করিয়া থাকে। যিনি যে কিছু যুদ্ধ ভিক্ষা দেন, তাহা ঐ বিভূতি-গোলার উপরই গ্রহণ করে ॥

নাগারা নিজে শিখা করে না; যাহারা অন্যতম সন্তান এই করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে আশিয়া ইহাদের

* ইহারা ঐ বিভূতি-গোলার উপর উঁচুত-মুহর্ষ ভিন্ন অপর নিকটতম মুহর্ষ গ্রহণ করে না। এইরূপ ব্যক্তি করিয়া থাকে।
দল-ভুক্ত হয়। এই রূপেই ইহাদের প্রবচন চালিয়া আসিতেছে। ইহাদিগকে দীক্ষা-গুরুর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া নাগা-দল প্রচেষ্টা করিতে হয়, এই নিমিত্ত এই ব্যাপারটিকে গুরু-পক্ষের পরিত্যাগ পূর্বক দেব-পক্ষ অবলম্বন বলিয়া থাকে। ঐ সময়ে ইহারা কতকগুলি ক্ষিপ্রার অনুঘটন পূর্ববর্তী নানাবিধ কঠোর ব্যবহার করিতে পারিত হয়। পূর্বীকার গুরু-দত্ত কৌশলের পরিত্যাগ করিয়া একবারে বিভক্ত হইয়া থাকে; এমন কি, এক খাই স্থতা পর্য্যন্ত শরীরের ধারণ করিতে পারিত না। ঐ অবস্থায় প্রায়ত্ন তাদৃশ আশ্রয়ের প্রবচন পর্যন্ত অবস্থিত করে; গৃহ-মধ্যে কদাচ অধিবাস করিতে পারে না। প্রাগাদ শীতের সময় হইলেও, ইহার অন্যান্য ব্যাপার সম্বন্ধে মন্তব্য নাই।

সম্মানের দিকে নাগা-দল-ভুক্ত করিবার সময়ে নাগা মহান্তের বিষ্ট্য বয় হয়, এই নিমিত্ত তিনি একবারে বহু-মঞ্চকে যাকান এই দলে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ইহারা অত্যন্ত উগ্র-শীল ও কলহ-শ্রীম। পূর্বে ইহাদের উপরের লোকে আঘাত হইত; একসময় রাজসিহত হয়। তাহার অনেক নিরাপত্ত হইয়াছে। কবির নিজ এস্থে নাগাদির প্রতি যে সমস্ত প্রশ্নালিখিত তৎসমূহের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাদের চূড়ান্ত স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

"ভাই হে! অমি এরূপ যোগী কোন কালে দেখি নাই যে, নিজের ধর্ম বিশ্বাস হইয়া রুখ। পর্যাপ্ত হয়। নাগা-দল-ভুক্ত, মহান্তের বিষ্ট্য দিয়া নাগাদির প্রতি যে সমস্ত প্রশ্নালিখিত তৎসমূহের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাদের চূড়ান্ত স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

তাহাতেই ইহাদের চূড়ান্ত স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।"

নাগাদের উদ্ধত স্বভাব ও বিশেষভাবে বৈবর্ধিতের সহিত ঈশার পাশ বিশ্বাসিতা হুস্তপ্রসিদ্ধ আছে। হরিধারে মধ্যে মধ্যে কুস্তমেলা। নামে একটি মেলা হয়, তাহাতে গঙ্গা-স্নান উদ্দেশে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে ঈশ্বর নাগাদিগের সহিত বৈরাগীদিগের বিবাদ উপস্থিত হইয়া এক এক বারে

* সংসারে চরচর আপনাদিগকে অতিৎ বলিয়া উদ্ধেশ করে। ঈশ্বর অর্থ অতিরিক্ত বোধ হয়।

† ৬১ রেমনিক।
সহস্র সহস্র সমন্ধে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। পারসীক ভাষায় প্রণীত দাবিস্তান নামক এমনের দ্বিতীয় ভাগের অক্সে অধ্যায়ে লিখিত আছে, ১০৫০ এক হাজার পঞ্চাশ হিজরা শিক হরিদ্রার মুওয়ারের সহিত সর্বাধিক তুমুল সংঘাত উপস্থিত হয়, তাহাতে সর্বাধিক জয়-লাভ করিয়া। বহুসংখ্যক মুওয়ার প্রাণ বধ করে। মুওয়ার প্রাণ-ভয়ে তুলসী-মালা। পরিত্যাগ পূর্বক কণ্ঠ কটি যোগিদিগের নায়ক কর্ণ-যুগলে কুণ্ডল ধারণ করে। ঐ দাবিস্তানের দ্বিতীয় ভাগের বাদাশ অধ্যায়ে জলালি ও মদারি নামক দুই মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত সর্বাধিক যুদ্ধ-ঘটনার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতেও সর্বাধিক জয় প্রাপ্ত হইয়া জলালি ও মদারিদিগের পূর্ব মধ্যে সাত শত বাজির প্রাণ নষ্ট করে ও তাহাদের পুত্রদিগকে শৈব-ধর্ম শিখা দেয়।

* অর্থাৎ বৈরাগীদের।

† দাবিস্তানে মদারি ও জলালিদিগের ধর্মীয় অনেক অংশে শৈব সর্বাধিক তুল্য-রূপ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। মদারি-সম্প্রদায়ের লোকে জটাধারণ, ভন্ন-লেপন, অগ্নি-সেবন ও প্রচুর পরিমাণে সবিদ। পান করিত এবং তাহার প্রধাম সাধন-কের। একেবারে বিধাতা স্বাধীন। জলালিরাও সেই রূপ অমুক্ত করিত; কেবল জটাধারণ করিত না। কিন্তু এই উভয় সম্প্রদায়েই গো-বদ্ধ নির্মিত হয় নাই। জলালি-সম্প্রদায়ী গুর্দিগের এই একটি কুৎসিত ব্যবহার ছিল যে, তাহারা শিকারদিগের হৃদে উপস্থিত হইয়া বেশক্ষামুসারে কোন কুলত্রীর সহিত সহবাস করিত এবং সময়ে সময়ে নিজ গৃহে আনন্দ করিয়া রাখিত।
১৭২৯ সত্তর শুন্ত উন্নতি বা ৩০ বিশ্ব শাকে হরিদারে
এরূপ একটি যুদ্ধ হইয়া যায়, তাহাতেও যুদ্ধ-
জয়ী শৈব মন্থনীরা ১৮০০০ অষ্টাদশ সহস্র বৈরাগীকে
রণ-ভূমিতে নিপাত করেন। ১৭১১ সত্তর শর সত্তর
শাকে ঐ হরিদারে তীর্থ-স্থান উপলক্ষে শাক, মন্থনী,
বৈরাগী এই তিন সম্প্রদায়ে একটি ভয়ানক সংগ্রাম
উপস্থিত হয়, তাহাতে অশ্বারোহ শীর্ষ-সম্প্রদায়ার
অপর দুই দলস্থ সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করিয়া বহু
ব্যক্তিকে রণ-ক্ষেত্রে বিনাশ করে, এবং অবিশিষ্ট সকল-
কে বন, পরত ও নন্দনে তাড়িত করিয়া দেয়।

হিন্দু রাজারা ইহারিগকে এইরূপ উগ্র-শীল ও কলহ-
প্রিয় দেখিয়া অনেক দিন অবধি সেনাপদে নিযুক্ত করিয়া
আমিয়াছেন। জয়পুরে অদাল্প নাগা-সৈন্য বিদ্যমান
আছে।

নির্বাণ ও নিরঞ্জন আখাড়ার নাগাই সচরাচর
দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের
কোন কোন স্থানে আটল আখাড়ার নাগা বিদ্যমান আছে;
কিন্তু তাহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই।

সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে যে মন উল্লিখিত রূপ
রীতি-বিশ্বেষ অবলম্বন করিয়া নাগা নামে খ্যাত হয়, সেই
রূপ অন্য অন্য রূপ ঋষি ওহে করিয়া আলে-

† A. R. Vol. VI, P. 317.
খিয়া, দঙ্গলী, উত্তরবাচক প্রভূতি বিবিধ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পশ্চাতে ক্রমে ক্রমে তাহাদের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

আলেখিয়া।

ইহার অলখ নাম উচ্চারণপূর্বক ভিক্ষা করিয়া অন্যান্য সন্ন্যাসীকে ভোজন করায়, এই নিমিত্তই ইহাদের নাম আলেখিয়া। এইরূপ বারবার অলখ শব্দ উচ্চারণ করার জন্য আলখ জাগান করে। ইহাই ইহাদের প্রধান রূপ।

ইহারা ভক্ত্য-সংগঠার্থ সঙ্গে ঝলি রাখে ও সেই ঝলি পরম পবিত্র মহিমান্তি বলিয়া বিশাল করে। কেহ কেহ চাল, ডাল, লবণ, আটা প্রভূতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু রাখিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ঝলি গ্রহণ করে ও বাম ক্ষণ হইতে প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত সমস্ত বাম ভুজে সেই সমুদায় সজ্জীভূত করিয়া রাখে। অপর অনেকে এক ঝলির মধ্যে পৃথক পৃথক কোষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া পৃথক পৃথক ভক্ত্য বস্তু গ্রহণ করে।

ইহাদের এ ঝলি মৃত্যই বৈরব, গণেশ বা কালীদেবীর উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত ও তদমুল্যে আলেখিয়া। তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; বৈরব-झলি-ধারী, গণেশ-झলি-ধারী ও কালী-झলি-ধারী। গণেশ-झলি-ধারীর পূর্বাক্ষে, বৈরব-झলি-ধারীর বৈকালে ও সায়কালে এবং কালী-ঝলি-ধারীর অধিক রাত্রে ভিক্ষাচরণ করিতে যায়। মৃত্যই-
ঝুলী-ধারী ও কালী-ঝুলী-ধারীদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ দেবতার সাক্ষিকার লাভের উদ্দেশে মদ্য, মাংস ও ছুরিকা রাখিয়া দেয়। কুকুর তৈরিকের বাহন, এই নিমিত্ত তৈরিকে-ঝুলী-ধারীরা ঝুলীর মধ্যে রুটি লইয়া যায় ও কুকুর দেখিলেই তাহার এক এক খণ্ড অর্পণ করিয়া থাকে।

এই তিবিধ আলেখিয়ার মধ্যে গণেশ-কালী-ধারীরা ভিক্ষার্থ গৃহে গৃহে গমন করে ও ইচ্ছা হইলে, তখায় কিরিক্ষণ বিশ্বাম করিতেও পারে। কিন্তু কালী-ঝুলী-ধারীরা ও তৈরিকে-ঝুলী-ধারীরা কাহারও দ্বারসু হয় না; পথ দিয়া অল্প অল্প শব্দ উচ্ছারণ করিতে করিতে যায়, যাঁহার ইচ্ছা হয় তিনি ইহাদিগকে আহ্বান করিয়া ভিক্ষা দান করেন।

আলেখিয়ারা কেবল ভক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া নিমিত্ত হয় না; নিজে রক্ষণ করিয়া ভোজন করায়। এই নিমিত্ত কোন কোন ব্যক্তিকে বৃহৎ বৃহৎ তামার হাঁড়ি, ঘড়া প্রভৃতি ধাতু-পাত্র সঙ্গে রাখিয়া দেখা যায়। সন্যাসীরা যে সময়ে একত্র তীর্থ-মাত্রা করে অথবা কুকুরপি অবস্থিত করিয়া থাকে, তখন তাহার অন্তর্গত আলেখিয়েরাই, যত জনকে পারে, ভোজন করায় দেখিতে পাই। সন্যাসীদের মধ্যে ইহাদের বৃত্তি-সর্ব-শ্রেষ্ঠ বোধ হয়। এ রূপে ভুলোকের অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর লোকের উপযুক্ত।

* ছাগলের মেটে ভাঙ্গা।
ইহারা গাত্রে একরূপ খেলকা ও কতকগুলি অলঙ্কার ব্যবহার করে। অনেকে রৌপ্য, পিতল অথবা তাঁত্রঃ নির্মিত চারি পাঁচ হারা। জিজিতের মত একরূপ অলঙ্কার পায়ে পরে, তাহার নাম গিনায় হল। তাহার মধ্য-স্থলে একরূপ সামুদ্রিক বস্তু সমন্বিত হয়, তাহাকে ইহারা সাধন-যন্ত্র-বিশেষ বলিয়া থাকে। ইহারা জিজিরের সন্দেশ কিন্তু তদপেক্ষা স্থল আর এক প্রকার অলঙ্কার ধারণ করে, তাহার নাম তোপ্তা। তৎক্ষন্ত কেহ কেহ হস্তে ও বাহু-দেশে ছল, অপূর্বী প্রভূতি স্বর্ণ ও রৌপ্য রচিত অন্য অন্য প্রকার ভূষণও ব্যবহার করিয়া থাকে। এইরূপ বিভিন্ন ভূষণে ভূষিত হইয়া, উদর ও বক্ষঃস্থল মতঙ্গ * নামক ঔর্ণ রশ্মিতে পরিসরিত করিয়া, বাম হস্তে ঝুলী ও খর্পর ও ধক্কি হস্তে চিমটা লইয়া এবং মন্দীরের বাবার্ধ্যা বিভূতি রুদ্রাঙ্কাদি অপরাপর উপকরণ গ্রহণ করিয়া, যুঁষ্ঠরের শঙ্ক করিতে, করিতে, যখন ভিক্ষার পর্য্যন্ত করে, তখন বড় মন্দ দেখায় না।

আলেখিয়া গিনায় পুনঃ প্রভূতি অনেক স্থানে অবস্থিত করে ও মধ্যে মধ্যে তীর্থ-পর্য্যন্ত করিতে যায়।

* ইহারা ৪০।৫০ হাজার পরিমিত একগাছি ঔর্ণ রঙ্গুলি কোলী-নের উপর হইতে কঙ্ক দেশ পর্য্যন্ত বেঁধে করে ও সেই রঙ্গুলি দুই গ্রহণে যুঁষ্ঠ বায়ন্ত্র। রাখে; ইহাকেই মতঙ্গ বলে।
দঙ্গলী।

সংসারে অর্থের বল অত্যন্ত অধিক। সম্প্রদায়ের এক সম্প্রদায়ে ভিক্ষা-রুপি পরিতাত্ত্ব করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রচু হইয়াছে। ঈহাদের নাম দঙ্গলী। হায়-দারাবাদ, পুনা, সেতারা প্রভৃতি অনেকানেক প্রসিদ্ধ নগরে ঈহাদের মঠ ও কুঠি বিদ্যমান আছে। পূর্বে কলিকাতার মধ্যেও ঈহাদের কুঠি ছিল শুনিয়াছি; এফেন্তে উহার পূর্ব দিকে বেলেঘাটায় একটি চূর্ণ-ব্যবসায়ী দঙ্গলী সম্প্রদায় অবস্থিত করিয়া থাকে।

এই সম্প্রদায়ী এক এক মঠাধ্যক্ষ অর্থাৎ মহোদয় বহু-বিশ্বী বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। এখন কি, কোন কোন মহীনকের কোটি কোটিটি টুকার বিলায় ও নিজের জাহাজে আছে; সেই জাহাজে দেশ বিদেশে পণ্য সামগ্রী প্রেরিত হয়। তিনি স্বয়ং মঠে অবস্থিতি করিয়া মঠের কার্য্য সম্পাদন করেন; শিষ্যেরা ও অন্য অন্য কর্মচারীরা দেশ দেশান্তর গমন গমন পূর্বক বাণিজ্য-ব্যাপার নির্বাহ করিতে থাকে। উহার ব্যাপারে যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহা সম্প্রদায়ের ভোজন, দেব-মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা এবং তাদৃশ অন্যান্য ক্রিয়াতে ব্যয় হইয়া থাকে।

দঙ্গলী মহোদয়েরা বালক ক্রেষ্ট করিয়া শিষ্য অর্থাৎ চেলা করেন ও যত্ন পূর্বক তাহাকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। কিছু দিন এইরূপ পরিকা
পালন করিয়া যদি মঠায়ক হইবার উপযুক্ত বোধ হয়,
তাহা হইলে বরাবর রাখিয়া দেন, নতুন অন্য কোন
দৃশ্যান্তী সন্ধ্যাসীকে সমর্পণ করেন।

অষ্টোত্তরি।

তন্মূলঃ অনন্যের পরমহংসের সমুদভ শ্রীমত বোধ
করিয়া যন্ত মনে মনেই সত্বর সমদৃষ্টি অভ্যাস করেন; অধুনা-
তন অষ্টোত্তরি। সেই বোধ ও সেই দৃষ্টি কার্যে পরিণত
করিয়া বিষ। চন্দন সমান জ্ঞান করে এইরূপ দেখাইয়া
থাকে। তন্মূলের তাহারা নানা ব্যবহার বীতৎস সুবহাব
সহকারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহারা সকল বস্তুতে
সমভাব ও সমদর্শিতা জানাইবার উদ্দেশে শরীরে বিষা
মূত্রাদি লেপন করে, এবং করোটি বা কাঙ্গায়ে রাখিয়া
সঙ্গ লইয়া যায়। ঐ সমস্ত সৃষ্টি বস্তু ভক্ষণ করে,
অথবা গৃহস্তের নিকট ভিক্ষা না পাইলে, তাহার গৃহে
ক্ষেপণ করিয়া থাকে। গৃহস্তের ভয় প্রদর্শন করিবার
উদ্দেশে আপনার অঙ্ক বিশেষে আঘাত করিয়াও শোণিত
নিঃসারণ করে, এবং অগ্রাপর বহু ওঁকার কূলিত
অচরণ দ্বারা গৃহস্তকে উদ্ভ্রব্য করিয়া থাকে।

অষ্টোত্তর হইতে হইলে, প্রথমে বধানির্মমন সন্ধ্যাস
লইয়া পশ্চাৎ অষ্টোত্তরে এই এক করিতে হয়। সন্ধ্যাসীর
এ মন্ত্রকে অতীত প্রভাববান এবং অষ্টোত্তরীকে
দেব-শক্তি-সপ্তম বলিয়া বিখ্যাত করেন।
অষ্টাদশ ঘণ্টা দান:

অষ্টাদশের পর আর মন্ত্র নাই।

হিন্দুমাত্রী যেমন সচরাচর প্রতায় যান, পূর্বতন ঋষি মুনিরা গো-বধ করিয়া পুনজীবিত করিয়া দিতেন, নেইরূপ, শৈব ৰূপান্তনেরা বলেন, অষ্টাদশ এখনও নর-ধর ও নর-মাংস ভোজন পূর্বক মন্ত্র-বলে পুনর্জীবিত করিয়া দেয়।

পূর্বকালীন অষ্টাদশ উৎকট নিয়মানুসারে ঘোর-রূপ। শৈব-শক্তি-বিশেষের অর্চনা করিত। তাহারা অভ্য-সহকৰ্ত্তা ও নর-কপাল-মূলক এক গাছি যখন দণ্ড-কমণ্ডলু স্বরূপ ব্যবহার করিত এবং ময় মাংস ভক্ষণ ও নর-বলি দান প্রাতৃতি ঘোরতর কর্মে প্রাপ্ত হইত।

পূর্বে ভারতবর্ষে নর-বলি দান প্রচলিত ছিল ইহ। একরূপ প্রচলিত আছে। বেদাদি প্রাচীন এখনো, রূহ-কথাদি উপাখ্যান-পুনর্নতো ও অপরাপর কাব্য ও নাটকে এ বিষয়ের বিষয় বর্ণনা আছে। ভবভূতি-গ্রাহী মালতী-মাধব নাটকে লিখিত আছে। অষ্টাদশ চামুণ্ডার উদ্দেশ্যে মালতীকে বলিদান দিয়া উদ্ধত হয় * এমন

* বহস্ত মরসূ ভুতমায়ার্বি ভাষ্যকার সমস্তি ব্যাখ্যাবাদান্তায়িত্ব অষ্টাদশ অধিন পঞ্চমার্ত মালতীমাধব পঞ্চমার্ত পঞ্চমার্ত;
উদ্ধবাঙ্গ, আকাশমূখী, নথী, ঠাড়েঘরী, 
উদ্ধমূখী, পঞ্চধূনী, মৌন-ব্রতী, 
জলশয্যাই ও জলধারা-তপস্তী।

শারীরিক কষ্ট ব্যবহার দ্বারা দেবতা-বিশেষের স্বাভাবিক সাধন করা হিন্দু-ধর্মের একটি প্রধান অংশ। সন্ন্যাসীদের মধ্যে, অনেকে এই প্রস্তাব অনুসরণ করে উদ্ধবাঙ্গ, আকাশমূখী, পঞ্চধূনী প্রভৃতি বিখ্যাত উপাধি অর্জন করেন। যাহারা এক বা উভয় বাঙ্গকে উদ্ধবাঙ্গকে উদ্ধবাঙ্গ করিয়া রাখেন, তাহাদের নাম উদ্ধবাঙ্গ। যে সকল সন্ন্যাসী সত্ত উদ্ধমূখে থাকেন, তাতদের নাম আকাশমূখী। নবরণ্যা করা যে সকল সন্ন্যাসীর বিশেষ রূপ, তাতদের নাম নথী।

ঠাড়েঘরী সন্ন্যাসীরা বিপ-রাত্রি দুঃখারায় থাকেন। এই প্রস্তাব অবস্থানেই কেজনাই সকল কর্ম সমাধি করেন ও সমুদ্রে একটা কিছু অবলম্বন করেন। এই প্রস্তাব অবস্থানেই নিদ্রা থাকে।

কোন কোন সন্ন্যাসী উর্দ্ধ-পাদ ও নিম-বক্সে ঘোষ।
তপস্যা করেন। ইহারা উত্তরাধিকারী মুক্তি-শাখাধি কোন বস্তুতে পা হুটি বস্ত্র পূর্বক অধোমস্তক ছইয়া। বুলিতে থাকেন ও মন্তরের নিবন্ধনে অগ্নি স্থাপন করিয়া রাখেন। এইরূপ অবস্থায় মন্তরের উত্তরাধিকারী মুখ থাকে বলিয়া ইহাদিগকে উত্তরাধিকারী অথবা উত্তরাধিকারী তপস্যা বলে ৫।

পঞ্চমূুীন সম্ভাবনা আপনার চারি দিকে চারি স্থানে ও সমুদ্রে অন্য এক স্থানে অগ্নি স্থাপন করিয়া তপস্যা করেন এবং সেই সমুদ্রস্থ অগ্নিতে হোম ও ভোগ দিয়া থাকেন। ইহারা এইরূপ পাঁচ স্থানে ধূমী অর্থাৎ অগ্নি প্রস্থালিত করিয়া তপস্যা করেন এই নিমিত্ত ইহাদের নাম পঞ্চমূুীন হইয়াছে।

খাঁছারা পরমার্থ-সাধননিয়ে লোকের সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিয়া যথা বিধানে মৌন-ব্রত অবলম্বন করেন, তাহাদিগকে মৌনী বা মৌন-ব্রতী বলে। খাঁছারা অর্থাৎ রূপ অঙ্ক-ভঙ্গী ছাড়া, এবং কেহ কেহ সেই সংখ্যা উঁ অঁ। প্রভুতি অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ পূর্বক, মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কোন কোন সম্ভাবনা সাতকাল অবধি বুঝিয়াছেন পর্যন্ত জল-মধ্যে শরীর মধ্যে আবিষ্কার তপস্যা করেন। এই রূপ তপস্যা কে জলময়া বলে এবং এই সমস্ত তপস্যাকে জলময়া বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

* রম্য নিয়া এক্ষুদ্ধি প্রতীর বিশালগী মধ্যে ঠাকুরগীর ও উদ্ধ-যুদ্ধে পাঠানু পাঠানু পাঠানু পাঠানু পাঠানু।
ফরারী, দুধাধারী ও অলুন। । ১০১

আহ একক জল-তপস্তা আছে, তাহার নাম জল
ধারা। নির্দিক্ষা স্থানে বলিবার উপযুক্ত একটি খাত খনন
করিয়া তাহার উপরে মঞ্চ প্রস্তুত করিতে হয়; সেই মঞ্চের
উপর একটি বহু-পিছি-বৃহৎ জল-পাত্র থাকে। তপস্বী ঐ
খাতের মধ্যে উপনেশন করেন এবং তাহার কোন শিশ্যে
উল্লিখিত জল-পাত্রে নিরস্তর জল সেচন করিতে থাকে।
এ তপস্তাটিও রাত্রিকালে অন্শুষ্ঠিত হয়।

প্রাগুক্ত শীতের সময়ে জলধারাও জলশয্যার অমুঠান
প্রথম হিসাব-কালীনে পঞ্জিকৃত তপস্যা। অপেক্ষা ও ভয়মন।
এই তেই জলতপস্বীরা যখন তপস্যা ভঙ্গ করিয়া উঠেন,
তখন তাহাদের শরীরে আর কিছু থাকে না। এই
শেষের হিসাবে তপস্বী উল্লবাহ প্রভূতির ন্যায়
লোক-প্রসিদ্ধ নয়। ঈষাদের সংখ্যা অতি অল্প।

কডালিঙ্গী।

অন্য এক রূপ সর্বমুক্ত নাম কডালিঙ্গী। তাহারা
উল্লো থাকেন, এবং আপনাদিগকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া
একক করিবার উদ্দেশে নিরস্তর শিথি-দেশে একটি
লোহা-কুল্ল দিয়া রাখেন। নানকপ্রবী মধ্যেও এই
তপস্যা বিদ্যমান আছে।

ফরারী, দুধাধারী ও অলুন।

আহার-সংযমে হিন্দু-ধর্মের একটি প্রধান অধ্যায়।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে আপন আপন ভোজন-ক্রিয়ার নির্মান্তাসারে এক একটি উপাধি প্রাপ্ত হন; যেমন ফুলারী, ধুধাধারী ও অলুন। যাঁহারা যব, গম, তৃণুল, তমিল প্রভৃতি অন্য ভোজন বিরত থাকেন ও কেবল ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া। দিন-পাত করেন, তাহাদের নাম ফুলারী। যাঁহারা হংসমাত্র পান করিয়া শরীর রক্ষা করেন, তাহাদিগকে ধুধাধারী বলে। যাঁহারা লবণ-বর্ষিত ভোজন করেন, তাহাদিগকে মৃত্রাচ্ছ অলুন। বলিয়া থাকে।

রাসায় নিমাই প্রতৃতি হিন্দুস্তানী বৈষ্ণবদের মধ্যেও ফুলারী ধুধাধারী, এই দুইটি শ্রেণী বিদ্যমান আছে।

অওরুড়, সুদড়, স্বখড়, কখড়, ভখড়, কুকড় ও উখড়।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, বৃষ্টিগিরি নামে একটি দশ-নামী-সন্ন্যাসী যোগি-গুরু গোরক্ষনাথের প্রসাদ লাভ করিয়া অওরুড় নামে একটি মূর্তি প্রবর্তিত করেন। সন্ন্যাসীরা বলেন, গুরুর অঞ্চলে তাহার গাছ আছে, কিন্তু শিষ্য প্রণালী নাই। ঐ গাছের মহস্তের মৃত্তি ঘটিলে, তত্ত্বাবধায় সন্ন্যাসীদের মধ্যে এক জনকে প্রকরণ-বিশেষ দ্বারা ঐ অওরুড়-গাছের অধিকারী করা হয়।

এই অওরুড়-মূর্তি-প্রকরণে বৃষ্টিগিরির সহিত কখড় স্বখড় প্রভৃতি নিয়ে লিখিত করেকটি মতের সরিশেষ
অওড়া, গুড়ড় প্রভূতি।

সমস্ত বর্ণিত হইয়া থাকে। জন্মভূমি আছে, গোলক-নাথ তাহায় মনুষ্য না করিয়া। কর্ণকূলী করেকুটি নিজ চিন্ত প্রদান করেন; বন্ধুগিরি তাহা। এ রূপে স্বস্থ প্রভূতির্কে অণ্গণ করিয়া যায়।

কোন সম্মাসীর মুখে ঘটিয়া, সুখে, রুখে, গুড়ে এই তিন সম্প্রদায়ীর। তাহার অন্যরা-ক্রিয়া-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করে; তাহাকে আন করায়, বিভূতি মাখায়, বস্তু পরিধান করায় ও সমাবি দিয়া। তাহার সমুদায় সামগ্রী অধিকার করিয়া লয়। ঈহাই ঈহাদের প্রধান রূপী।

গুড়ে, রুখে, স্বস্থে এই তিনেই এক একটি কার্য্য-রূপ খেলা পরিধান করে। রুখে ও স্বস্থের। হই কর্ণে তাম্র বা পিতল-নির্মিত কুওল ধারণ করে, আর গুড়ের। এক কর্ণে কুওল আর এক কর্ণে অওড়ের পদ্ধ-চিন্তা-মুক্ত তামার তত্ত্ব রাখে। ঐ কুওলাদিকে খেচা মুখে বলে।

উল্লিখিত তিন সম্প্রদায়ে পাত্র-বিশেষে মূল জ্ঞানার্থ ভিক্ষা করে। গুড়ের। ধুনচীতে এবং রুখে ও স্বস্থের। খোকে অথচ মারিকের মালাতে ঐ মূলাহ্নির রাখে এবং যে যাহা কিছু ভিক্ষা দেয় তাহাও উহাতেই গ্রহণ করিয়া থাকে। এমনিল্লা মুখে ও কুক্তিগুলিকে পৃতী দেখিয়ে পাওয়া যায় না। শুনিয়াছি, ভুখের। ঐ রূপ খোকে লহর ভিক্ষা করে কিছু মূল জ্ঞানার না। কুক্তিগুলিকে একটি মূল হা ভিক্ষা করে ও তাহাতেই পাক করিয়া থায়। সেই হা কালীকে কালী হা কথা।

যে হই এবং অবলম্বন করিয়া। এই পুনর্বর্ণিতে।
অবধূতানী।

(অবধূতী)

এদেশীয় শ্রীলোক-বিশেষে যেমন তেক লইয়া বৈকুণ্ঠী হয়, সেইরূপ, পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় কোন কোন শ্রীলোকে সম্মাস প্রহর করিয়া অবধূতানী নাম প্রাপ্ত হয়। সংস্কৃত ভাষায় ইংরাজ অবধূতী বলে।

অবধূত: মিহ: বাণারঘোষ: বহানিব:।
অবধূতী মিহা ইবি অবধূতানাম মহূ।

মুখ্যাত্মক ২য় পঠল।

অবধূত সংক্ষণ সনদাশিব-ষ্ঠর ও অবধূতী শিবা-রূপী। অতঃএই দেবী অবধুতানীর বিষয় অবণ কর।

ইহঁরা সন্নাযীদের নায় বিভূতি রূপান্তর শৈব-চিহ্ন ধারণ করে, মধ্যে-মধ্যে তীর্থ পর্যটন করিতে যায় ও ভিক্ষা করিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাণ করিতে থাকে, কিন্তু তাহাদের পণ্ড উপবেশন করিতে পায় না।
ঘরবারী সন্ন্যাসী।

গঙ্গাগিরি নামে একটি ট্রীলোক প্রথম অবধূতানী হয়ে এই রূপে আবদ্ধ আছে। সন্ন্যাসী যেমন সন্ন্যাসীর গুরু, সেইরূপ, অবধূতানীর গুরু অবধূতানী; সন্ন্যাসীরা ট্রীলোকে সন্ন্যাস-মন্ত্র উপদেশ দেন না।

ইহাদের মধ্যে ও সাক্ষিক ভাবের লোক অতি অস্থির; তবে কদাচিৎ একটিকে দেখিয়া রুদ্ধিমতী ও ধর্ম-পরায়ণা বোধ হয়। যতগুলি অবধূতীর সহিত আমার সাক্ষাত্কার ঘটে, তাহার মধ্যে হিমালয়ের অন্তর্গত ও কাশ্মীরের পূর্ব-দক্ষিণে কোন নগরের একটি অবধূতানীকে তেজবিনী ও রুদ্ধিমতী দেখিয়াছিলাম। তিনি কথায় কথায় হিন্দী লোক পাঠ করেন ও অনেক প্রথা-প্রচলন সহায়ে আপন ধর্মের পরিচয় দিয়া থাকেন।

ঘরবারী সন্ন্যাসী।

যে সমস্ত সন্ন্যাসী শ্রী পুত্র দিয়া সংসার করে, তাহাদের নামঃ ঘরবারী সন্ন্যাসী। মুলোচা তত্ত্বে যে গৃহাধর্মের রূপ আছে, ৫, তাহা নয় ঘরবারীদেরই বিবরণ বোধ হয়। অপরাপর সন্ন্যাসীরা তাহাদিগকে অভ্যন্তর নিকটে বলিয়া জানেন; তাহাদের সহিত আহার ব্যবহারের কথা ঘুরে থাকে তাহাদের পৃষ্ঠ অন্তর্গত ভঙ্গ করেন না।

নির্জন সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাহাদের বিবাহাদি হইয়া থাকে। ঘরবারী দেবীর নাম তাহাদের ও কমলে বিবাহের কথা নিম্প্রিয়। শৃঙ্গাগির মন্ত্রের অভ্যন্তর পুরী কোলাইয়ে

* ৬৫ পৃষ্ঠা দেখ।
ঝোলী মঠের গিরি গোলাইরের গৃহে বিবাহ করিতে পারে, নিজ মঠের পুরুষ বা ভারতী কন্যার পাখি-গ্রহণ করিতে পারে না।

ঠিকরনাথ।

ঈহারা ঈহারের উপাসক। বহু-ছিন্ন-যুক্ত এক মৃৎপাত্রের নাম ঠিকরা; ঈহারা সেই ঠিকরা হস্তে করিয়া ভিক্ষা করে এই নির্মিত ঠিকরনাথ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। ঈহারা ললাটে মসী ও সিন্দুর লেপন পূর্বক তীর্থ যুদ্ধ ধারণ করিয়া ভিক্ষায় যায়। হস্তে একপ্রকার রস্ম-পত্র রাখিয়া তাহার উপরে ঠিকরা স্থাপন করে ও তাহাতে অগ্নি প্রচ্ছুলিত করিয়া ঘৃত ও তৈল অর্পণ করিতে থাকে। শিকল, চিমা ও লোহ-শালাকা সঙ্গে রাখে, ও সেই সমুদ্র ঐ অট্টরে উত্তু করে। যদি কেহ ভিক্ষা দিতে বিলম বা অন্ধকার করে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত নিজ শরীরে আঘাত করিয়া রক্ত-পত্ত করিতে থাকে।

ঈহারা মদ যাংস ব্যবহার করে ও ইত্যাদি ত্রহ সমুদ্র জাতিতে ঐ অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। অপরাপর দশনাধীন ঈহারার সহিত কোনো ভোজ্যায়তা সম্বন্ধ রাখেন না।

এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, গঙ্গাগিরি অবস্থানে তাহার হইতেই ঠিকরনাথ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। ঈহারা এদেশে অতি বিরল। আরু, গির্জা ও গুরুমান্ড অঞ্চলে অনেক দেবীদের পাওয়া যায়।
ইহারা বর্ণ-বিচার একবারেই পরিভাষায় করিয়াছে; নীচ ও উচ্চ সকল জাতির গৃহেই অন্ব ভিক্ষা করিয়া। তোমরা কোন দেশের ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ও অলোকিক উপাখ্যানের অসম্ভাব্য নাই। দেশনামীদের মধ্যে এইরূপ একটি কথা প্রচলিত আছে যে, যিনি এই সম্প্রদায়টি প্রবর্তিত করেন, তিনি ভাষায় অবধি অস্ত্রচ পর্যন্ত সকল জাতির অর্থে একটি ভিক্ষা করিয়া তথ্যপত্র মন্ত্র-পুত্ত জল নিকেপ করিতেন। করিলে, সকল জাতির অর্থ পৃথক পৃথক হইয়া যাইত ও তাহা হইতে তিনি ভাষায়ের অন্তর মাত্র শ্রদ্ধণ করিয়া ভক্ত করিতেন।

ইহারাও পূর্বাঞ্চল অধ্যোপদেশের নায় অস্থিত, নর-কাপল ও মল-মূত্র ব্যবহার করে এবং শূনিতে পাই, অনেক আপনাদিগকে এই অধ্যোপদেশে এই অধ্যোপদেশ বলিয়াই পরিচয় দেয়।

অন্য অন্য দেশনামীরা ইহারাদিগকে অত্যন্ত হৃদয় করেন; এমন কি, ইহাদের সহিত সহবাস ও আহার ব্যবহার করিতেও অসম্ভব হয়।

ত্যাগসম্মান।

ত্যাগসম্মানী সম্প্রতি বাংলায় নিপ্পন্দ অস্থিত; আহারের জন্য দাও আহার করিবেন না, দাও উপবাসী ধারে দাও পরিধীয় পরিধান করিবেন; না দাও বিবদ্ধ প্রাপ্ত।
বেন। এরূপ মহাপুরুষ বলিয়া যাহাদের সম্মত জস্মিনাছে, তাহাদের আর ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন থাকে না এবং জীবনযাত্রা-নির্বাহারেও কোন অংশে অপর্যাপ্ত হইবার বিষয় নাই। লোকে তাহাদিগকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর জান করিয়া। তদীয় পদ-মূলে অপর্যাপ্ত পৃক্ষ-জ্যোত্ব অপর্যাপ্ত করিতে থাকে।

যে সকল সম্যাসী ও পরমহংস অপনাদিগকে তত্ত্ব-জ্ঞানের উচ্চতর সৌপানে সমারুহ বোধ করেন, তাহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। কার্তীর সুপ্রসিদ্ধ তৈলসন্ধানী এই অবস্থার লোক ছিলেন বলিয়া এবার আছে।

---

আতুর-সম্যাসী, মানস-সম্যাসী ও অন্ত-সম্যাসী।

এপর্যন্ত যত একার সন্ন্যাসীর বিবরণ লিখিত ছইল, তাহারা দর্শনাগীর অন্তর্গত। তত্ত্ব আর কতকগুলি উদাসীন সম্যাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে বেশ আতুর-সম্যাসী, মানস-সম্যাসী ও অন্ত-সম্যাসী।

দ্বিতীয়ভাবে লোকের মধ্যে মূর্য্যু ব্যক্তি-বিশেষকে সম্যাস অহং ও নিগৃহ মন্ত্রপ্রদেশ করাইবার প্রথা প্রচারিত আছে। এইরূপ সম্যাসকে আতুর-সম্যাস বলে। পরকালে সদাতি-লাভই এইরূপ সম্যাস-ঘটনের উদ্দেশ্য।
আতুর-সন্ন্যাসী প্রভুতি। ১০৯

আতুর-সন্ন্যাস এহন করিয়া য়াহার মৃত্যু না ঘটে, তিনি পুনরায় গৃহ-প্রবেশ করিতে পান না; যাবজ্জীবন উদাসীন-ভাবেই কাল-হরণ করেন। তুলসীদাস নামে একটি দাগিনায় ব্রাহ্মণ ঐরূপ সন্ন্যাস-মন্ত্র এহন করিবার পর রোগ হইতে মুক্ত হন, ও কাশি-বাস করিয়া বেদান্ত-মতানুসারে তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়বার্তা অমূল্যশীল করেন। তিনি একটি প্রধান 'বৈদাত্তিক ও তেজীয়' লোক ছিলেন। তাহাকে একবার চর্মপাঞ্চকা পায়ে পঞ্চ-কোশ্চী কাশি পরিক্রম করিতে দেখিয়া, কোন কোন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিল, স্বামী! আপনি কোনু শাস্ত্রের বিধান্তময় চর্মপাঞ্চকা পায়ে কাশি পরিক্রম করিতেছেন? তিনি উভয় দিলেন, আমি চর্মপাঞ্চকা কোথায় পাইব? আমার একখানি পাঞ্চকা ক্ষুদ্রাদের মন্তককে ও অপর খানি উপাসকদিগের শিরোদেশে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

যিনি মনে মনে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করেন ও তদ্বত্তি অমূল্য করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, অথচ গোয়ায়-বিস্তারি সন্ন্যাস-চিহ্ন ধারণ করেন না, তাহার নাম মানস-সন্ন্যাসী।

যিনি এক স্থানে উপবেশন ও অনর্থন পূর্বক পর- ব্রহ্মকে মনঃ সমাধান করিয়া প্রাঙ্গ-ত্যাগ করিতে কৃত-সংশ্রব হন, তাহার নাম অন্ত-সন্ন্যাসী। এখন এরূপ সন্ন্যাসী অতি বিরল, কিন্তু একজন পরমহংস আমাকে বলেন, আমি হরিযারে এইরূপ একজন সন্ন্যাসী দেখিয়াছি।
ঢাঙ্গাচারী।

ঢাঙ্গাচারীরা গিরি পুরি প্রভূতি দশনামের কোন উপাধি প্রাপ্ত হন না, মৃত্যুর তাহার অন্ত্যেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারি মঠের চারি প্রকার ঢাঙ্গাচারী নির্দিষ্ট আছে; উত্তর মঠের আনন্দ, দক্ষিণ মঠের চৈতন্য, পূর্ব মঠের প্রকাশ ও পশ্চিম মঠের অরুণ ঢাঙ্গাচারী। তথ্যতায় সারে ঢাঙ্গাচারীরা ইহারই কোন না কোন উপাধি ধারণ করেন।

ব্রাহ্মণের প্রথম অংশে যে মৃত্যুতে ঢাঙ্গাচর্যা, তাহা এ ঢাঙ্গাচর্যা নয়, বরং একাকে সেই দার্শনিক-ব্যাপী ঢাঙ্গাচর্যার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চিত দেখিতে পাওয়া যায়।

* দীর্ঘকাল সম্প্রতি ধারণায় কলমঘস্ত: *

ত্রৈবিষ্ণু স্তোত্রাদিত্যুৰ্ব্বত্থায় সদোমেতে
জ্ঞানি নাম বহুঃ বিচ্ছিন্ন হিজাবিতি:
অগ্নিবিভিগ্নানঃ সমালোচ নিষিদ্ধস্পন ছান্দ্যপ্রকারাণ্যাং সয়ং নিষিদ্ধপ্রকারস্য
বাণীগুলঃ ধ্বনিজ্ঞানঃ স্বধায়ে বিনিময়ে রূপিণিত:।
ঢাঙ্গাচার্যাস্বাভাবিক বহুঃ সন্ত্যায়
প্রাক্তবিবিধান্য বিষ্ণায় অসংখ্যানিল
সংবং দৌসায়; পার্থিয় মূষ্ঠোতোপ্তোতোত্যঃ
দ্বিতীয়েতাদুুকুলূুক্লু প্রথম প্রথম:।
অনিল্লু দায়যোদ্ধাবন্ধু বিভিন্নরূপান্ত:।
চোকাছাত্র অবলোচনা সৌন্দর্যপালনীতে:।
মাল্লাপাড়িত্য মূচ্ছ প্রভাবিত্যম ধারণ:।
ঐধুনিকত্তে তৃষ্ণা-বস্ত্র পরিধান ও ফল-মূলাদি 
আহার করিয়া, নখ-লোমাদি রক্ষা করিয়া, এবং হস্তে 
ত্রিশূল ও কর্ণ-মূলাদি তাত্ত্ব-যুক্ত রূদ্রাক্ষ-মালা ধারণ 
করিবে এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

দীর্ঘকাল ত্রষ্ণাগুলি, কম্পনো-ধারণ, দেবরের দ্বারা পুনর্ন উৎপাদন, 
বাণসঙ্গীত কৃত্তিক সম্প্রদায়, ত্রষ্ণাগুলি তিনি বর্ণের অন্বেষণ। কনা-প্রাণ, 
ধর্ম-মুক্ত অত্যততাত্ত্ব কনাদের হিংসা, যথা বিধি বাণপ্রাণ আত্মো অব 
লভন, হর্ত এবং ধর্মায়ত্ব ধারার অশুচি-সংকোচ, ত্রষ্ণার্তের মরণসূত্র 
ধারণ, সংখ্যায় যোগান পূর্ব, মধুপুট-এদানে পুনর্ন-রক্ত, মধুক-পুট 
ও ছেদা পুটের ভাগ পুনর্ন শুকার, শুষ্কের মধ্যে দায়, গোপাল, কুল 
মিত্র ও অন্যান্য্যরি বাণির সভ্য গৃহস্তীর ভেবে আজ্জোর, অতি দুরে 
তাত্ত্ব-সেবা, শুষ্ক কর্পদ্রু ত্রস্তাদের অন্তর-পাক, অতি ঘাড়া ও ওড়া হান 
ছেতে পতিন জ্বারা ইচ্ছামৃত, রুদ্র ব্যাক্তি প্রভূতির ইচ্ছ-মৃত্যু এই 
সকল কর্মে মহাত্মা পাউডের। লোক-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নিষেধ 
করিন্দে বে।

এই ক্ষেত্রে বচনে পূর্বের কালের অনেক প্রকার আচার ব্যবহার 
অবরুদ্ধ হয়। যাইহে। এই নিমিত্ত সমাজের বচনগুলি উচ্চ 
করিয়া রাখিলাম।

* যে ক্ষেত্রের সাহিত প্রকার উৎপন্ন অনিয়ত্ব ভাষা করিয়া লম্বাইর 
বলনার দ্বারে, তাহাকে অন্যতম বল।
১১২
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

গৈরিকং বসন্ত কুলে সুষ্ণ হইতালামন্তপ।
ললন্তলাগাররতঃ বুধ্গ গমন সমারসিত।

নির্বাণ-তত্ত্ব।

ব্রহ্মচারীতে গৈরিক বসন্ত পরিধান করিবে, দেবতা-ধামায় অমূল-রক্ত হইবে, এবং ফল মূল ভঙ্গ ও গো-হৃদ্র পান করিতে থাকিবে।

সদৈব তু সদাসাভাস্মী সদৈব আননতপ।
বিগৃহ ঘর্ঘহেবীক বিগৃহ ঘর্ঘতে।
নামুনুর্কৃত ব্রহ্মালোকে কর্ণস্থলে নিবেষ্যেত।

নির্বাণ-তত্ত্ব।

ব্রহ্মচারীতে নেক-লোমালি রক্ত। করিবে, সর্বদা। ভাত-মুক্ত হইয়। ইত্যাদিকার তৎপর থাকিবে, ক্ষিতল বা ত্রিশিখা ধারণ করিবে এবং কর্ণ-মূলে ভাত-মুক্ত কক্ষাক-বীজ বিনিমিত করিয়া রাখিবে।

তত্ত্বের মতে গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়েই ব্রহ্মচারী হইতে পারে, তমধ্যে গৃহস্থ, ব্রহ্মচারীর প্রতি কাল-বিশেষে স্ত্রী-সঙ্গ করিবারও আদেশ আছে৷

কোন কোন ব্রহ্মচারীও সমস্ত সৌদীদের মত কঠোর তপস্যা অবলম্বন করেন। আসিয়াকাব্বি রিসিচ নামক পুস্তকাবলির ৫ পঞ্চ খণ্ডে পরমব্রহ্মপ্রকাশানন্দ ব্রহ্মচারী নামে

"পরম্পরায়" বিবাদ নাই জ্ঞানান্দাস্বরূপ হইয়।
অগতোত্তীর্থিত নির্বাণ-তত্ত্বাধ্যায়।

গৃহস্থ ব্রহ্মচারীতে শূন্ত-কাল ব্যতিরেকে অর্থ-নসর্গ করিবে না।
একটি বঙ্গচারীর বৃত্তান্ত ও চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত আছে; তিনি কঠোর ও কষ্টকারী শর্মায় শয্যন করিয়া থাকিতেন।

পরম-বৃত্ত প্রকাশানন্দ বঙ্গচারী।

ইনি পাঞ্জাব-দেশীয় একটি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতামাতা জগন্ধর দর্শন করিতে গিয়া ঐ অঞ্চলে শুলিগো নামক গ্রামে বাস করিয়া থাকেন; সেইস্থানে ইহার জন্ম হয়। ইনি দশ বৎসর বয়সেই কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন এবং বিশ্বতি বৎসর বয়ংকরের সময়ে গৃহ পরিভাষা করিয়া তীর্থ-পর্যটনে অর্জন হন। নেপাল, ভোট, কাশ্মীর, ঝালামুখী, পেশোয়ার, হিমালয়, প্রভাগ, কাশ্মীর, জগন্ধর-কেন্দ্র, রাজশাহী, সৌরাষ্ট্র ও মস্তক প্রভূতি অনেক দেশ, প্রদেশ ও নগর পরিভ্রমণ করেন। সে সময়ে ইনি কাশ্মীরে অবস্থিত করেন; সেই সময়ে একটি ইংরেজ ইহার চিত্রময় প্রতিরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বঙ্গচারীর মধ্যেও কুলাচারী ও পাঞ্জাবিয় দুই দল ১৫
আচ্ছা, অর্থাৎ কেহ কেহ তন্ত্র-মতানুসারে সুরাপান করেন, আর কেহ উহা স্পর্শের করেন না। কিছু কাল হইল, কালীঘাটে আস্বারাম ব্রহ্মচারী নামে একটি কুলচার-পরায়ণ ব্রহ্মচারী অবস্থিতি করিয়ে। লোকে তাহাকে সিদ্ধ পুরুষ ‘বলিয়া বিশ্বাস যাইত। তাহার সহিত আমাদের অভিশাপ অন্ধীয়তা ও বিশেষপ্রকার বাধ্য-বাধকতা ছিল। তিনি সময় ক্রমে কখন কখন আমাদের আলস আলিয়া অধিষ্ঠিত হইতেন ও এক এক দিন ইত্যাদি দ্বিতীয়ে রাত্রিকালে সুরাপান করিয়া শক্তি-বিষয় ও শিব-বিষয়ক পরমার্থ বিষয়ে যখন বংশীতে গান করিলেন, শুনিয়া লোকে অন্তঃব্রাহ্ম একবারে উদাস হইয়া যাইত। আমি সে সময়ে বালক ছিলাম; তিনি আমাকে অজ্ঞাত তাল বাসিতেন ও কথা-প্রসঙ্গে নানাবিধ হিত-গর্ভ সংস্কৃত বচন শিক্ষা দিতেন।

যোগী।

অধুনাতন যোগীরাও শৈব-সপ্তদশের মধ্যে পরিগমিত। যোগ-রূপিতাপ্রধান পাতাস্বল্প একটি প্রাচীন দর্শন। পুরাণ ও মহাভারতা এবং মালতীভাষ্য প্রভৃতি সাহিত্যে যোগের প্রসঙ্গ আছে। অতএব যোগধর্ম নিতাং অগ্রাচীন বলা যায় না। তবে কিছু পরেই কথার্কট প্রভৃতি যে সমস্ত ইন্দ্রীয়কে যোগী-সপ্তদশের তাষ্ট্রব উপস্থিত হইবে, সে সমুদায় তাদৃশ এতাচীন নয় বটে।
হঠপ্রদীপিকা, দত্তাত্রেয়সংহিতা, গোরক্ষসংহিতা। এই তিন একে এই সমস্ত যোগ-সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয় যোগ-প্রশালীর আসন প্রাগায়ামাদি সমুদায় অক্ষের সবিশেষ রূপান্তর বর্ণিত হইয়াছে। হঠপ্রদীপিকা এস্থ সহজানন্দ চিন্তামনি স্বামীরাম যোগীদের রূপ, যাহাতে চারু উপ- দেশ আছে। প্রথম উপদেশে প্রথম প্রধান হঠ-যোগীর নাম, যোগ-সাধনের অন্বয়ুক্ত ও প্রতিকৃষ্ণ ক্রিয়া- সমূহের বিবরণ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাগায়াম, এই চারু প্রকার যোগাঙ্ক এবং যোগাধিকারের লক্ষণ ও যোগীদের ভোজনের নিয়ম লিখিত আছে। দ্বিতীয় উপদেশে হোতী বন্ধু প্রভূতি যাত্রক ও কয়েক প্রকার কুক্তকের লক্ষণ নির্দেশিত হইয়াছে। তৃতীয় উপদেশে দশ একার মুদ্রা-সাধনের বিবরণ এবং চতুর্থ উপদেশে সমাধির বিষয় ও নানারূপ। সিদ্ধান্তের রূপান্তর প্রভূতি সমন্বিত রহিয়াছে। দত্তাত্রেয়সংহিতা দত্তাত্রেয়-কথিত বলিয়া লিখিত আছে। ভাগবত ও মার্কব্যে পুরাণ অস্থায়ী, দত্তাত্রেয় অত্র ও অন্যস্থায়ীর পুনঃ এবং বিকৃত অবতার- বিশেষ। লিখিত আছে, তিনি নিজে পরম যোগী ছিলেন ও যোগ-ধর্ম্ম একাকী বিতর্ক করিয়া প্রচারাদিত্বে উপদেশ দেন।

যে সংহিতাধারী তাহার যোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে,

* দলন বৈদ্যান্তের বর্ণনার সহিত আঁক্ষিপ্ত।
* প্রাচীন বৈদ্যান্তের মাত্রাহীন অধ্যায়।
* ভাগবত ১ম অধ্যায় ৩র অধ্যায়।
* অত্র ও অন্যস্থায়ীর পুনঃ দত্তাত্রেয় ভাগবতের বর্ণনার সহ অবতার। তিনি অন্যস্থায়ী একাকী বিতর্ক করিয়া আঁক্ষিত ছিলেন।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

তাহাতে মত্তযোগের * লক্ষণাদি নির্দেশ পূর্বক তাহার নিকটে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । গোষ্ঠীর স্থচনা
পূর্বক নাসাগতভাবে দৃষ্টি, ভূমিতে শশ্ন, মুক্তাচ্ছায় ধ্যান
প্রভুতি তাহার অঙ্গ সমুদায় বর্ণন করা হইয়াছে ও প্রশালী-
ক্রমে অষ্টাঙ্গ ঠোঁটযোগের সবিশ্রুত বিবরণ করা হইয়াছে।
গোষ্ঠীসংহিতার শুরু গোষ্ঠীর উপস্থিত যোগ-প্রকার
বর্ণিত আছে। তাহাতে হর্দীদীপিকা ও দত্তাত্রেয়-
সংহিতার প্রশালী ক্রমে আসন, প্রাণায়ম, অত্যাহার
অভ্যুতি যোগাঙ্কের বিবরণ ও স্থটিকৃত-সাধনের সংশয়
রূপান্তর লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে যোগের ছয় অঙ্গ-
মাত্র নির্দেশিত আছে । যথা ও নিয়ম এই দুইটি অঙ্গের

* মিত্রোত্তর, দীক্ষাধারী ব্যক্তি অন্বেষিত হইলাম।

মার্কশের পুরাণ।

মুনি-প্রভু বাণ পরিবেষ্টিত বিভূতি দত্তাত্রেয় লোক-সংসর্গ পরি-
তাঙ্গে ইচ্ছা করিয়া বহুকাল সরাসরির মধ্য হইয়া ছিলেন।

* মাত্রোত্তর, ন্যাসাদি পূর্বক কেবল মত্ত-জগ শালী যে যোগ কুট
হয় তাহাকে সত্যযোগ বলে।

† মন্ত্রাত্মীয় বিষয়: সৌন্দর্যমালামালী। অধু:।

লঙ্কা দর্শন।

এই যে মত্তযোগের বিষয় বলিলাম, তাহাকে শালী যোগের অধম।

‡ অর্থন মাস্তর্গীতি: মানুষাচ্ছাদ ধর্মতোল।

আল স্মৃতিহিতরাব্দি যোগাঙ্কানী বহুলী দুটি।

আসন, প্রাণায়ম, অত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই
ছয়টি বিষয় যোগের অঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হয়।
যোগী।

প্রশং নাই। দত্তঃত্রয়সংহিতায় সমুদয় আই আন্ধ্রি
কথিত হইয়াছে।

বসন্ত নিবাসঃক্ত আসনন্ত তথা পরম্প।
মাহাত্মমুখতুথঃক্ত পালনঃক্ত পল্লম: ॥
ষষ্ঠি তু ধারণা মোক্ষ আন্ত সমান্তচ্ছন্তে।
সন্তানরতন: প্রোক্ত: সর্বপ্রায়তন্ত্র:॥

যম প্রথম, নিঃসৃ দ্বিতীয়, তত্ত্বতে অসন তৃতীয়, প্রাণায়াম চক্তালক, প্রভাতাহার পঞ্চম, ধরণা বষ্ট্য, ধ্যান সম্প্রয়, এবং সমূহ পুথি-ফল-দায়ক ।
সমাধি অক্ষর অঙ্গ।

অহিংসা, সত্য, অন্তর্য, প্রত্যচ্ছ, কৃপা, ক্ষমা, ধৃতি, 
সারল্য, পরিচিত আহার, শৌচাচার এই দশের নাম যম।
তপস্যা, সংবাদ, আস্তিকতা, দান, দেব-পূজা, মিসাল- 
শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ, হোম এই দশের নাম নিঃসৃ।
কেবল পরিচিত আহার নয়, ভোজন বিষয় যোগী- 
দের অন্য অন্য কর্তৃক নিঃসৃ পালন করিবারও ব্যবস্থা 
আছে। অম্ব, লবণ, কুট, তিত এই চারি প্রকার রস ও

* অহিংসঃ বদলান্ত বিদ্যুত যজ্ঞাভ্যাসু।
অস্তঃ চিন্তিতাকার: যৌবন সরি বহনায়ম:॥
তত্ত্বঃ ভানী মুলিকে প্রায় তেজস্য মুক্তির।
বিদ্যাত্মণঃক্তু তু নরিব অধোক্ষত:॥
থায়েক নিম্ন: মোক্ষা বৌদ্ধজ্ঞজ্ঞাবর্ত:॥

ঠাকুরদাসী পাড়ঃ প্রথম উল্লেখ
মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি ঈহাদের অভ্যন্তর ॥ যব, গোধূম, ধান্য, চুক্ত ও মধু প্রভৃতি ঈহাদের সুপথ ॥

স্তূ-সংগ্র কোনোপেই কর্ত্তব্য নয় ।

যদি রঙ্গ করিবে বিন্দুক্ষয়া কিন্তু বিন্দাহতি ।

আয়ুঃ ওয়ায়ু বিন্দুক্ষয়া স্বত্ত্বা জাপনে ॥

তথাত্ত ক্ষীরাত্ম মুখলভ্যাং কুমারাক্ষাসমাদৰ্শন।

যোগীনাশ্ম চিন্তা স্তন্ত সত্ত্ব বিন্দুধার্য্যাত ॥

দভাত্র্যে সংগ্রহি ।

স্তূ-সংগ্র করিলে বিন্দু-ক্ষয় হয় এবং বিন্দু-ক্ষয় হইলে আয়ু-নাশ ও বল-বিনাশ হয়, অতএব যত পূর্বক স্তূ-সংগ্র সত্র তার্ক অভ্যস্ত করিবে। বিন্দুধারণ হয়। যোগীদের যোগাঞ্জ সমুদায় সত্ত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

---------------------------

* কর্তৃক নিজের নূলাঞ্জলিতে একটি পাঠ ।

কিন্তু নুলাঞ্জলি নিজের মন্তব্যাত ।

বার্তাদিত্যরমধুবৃহৎ তুলনা ।

ছাদপ্রদীপিকা ।

কটু, অম্ব, পিঠু, লবণ, উঁচু দ্রব্য, হরিত শাক, বড়ী ফল, টেলস, তেল, সর্ব্বসাধারণ, মৎস্য, মদ্য, চাঁপালাই মাংস, দধি, তুল, কুলখ কলায়, বরাহমাঙ্গ, পিশাক, ছিকস, মলমালি উব্য যোগীদিগের অপথ ।

† যৌক্তিক বহুরামকমলক্ষমা ।

আরামাল্কমলকমলানিপাধ্যায় ।

ছাদপ্রদীপিকা ।

গোধূর্ম, মাঝিকা, যব, চর্চিত ধান্যায়ে মূল অম, কাঁঠ, অকুল নবনীত, চিন, মধু, শোকী, কোথাজ ফল, পূঁজশাক, মুক্তা প্রভৃতি এবং উত্তর-জল এই সকল সামগ্রী যোগীর পথ ।

ছাদপ্রদীপিকা।

গোধূম, পালিকা, যব, চর্চিত ধান্যায়ে মূল অম, কাঁঠ, অকুল নবনীত, চিন, মধু, শোকী, কোথাজ ফল, পূঁজশাক, মুক্তা প্রভৃতি এবং উত্তর-জল এই সকল সামগ্রী যোগীর পথ ।

ছাদপ্রদীপিকা।

এইরূপ বিধান আছে যে, হঠযোগীরা উপদ্রব-শূন্য
নির্জন স্থানে অবস্থিত পূর্বক যোগ-মঠে উপরিস্থ হইয়া
যোগাত্মক করিবেন। এই মঠ যে স্থানে যেরূপ নির্মাণ
করিতে হইবে ও যে প্রকার করিয়া। পরিক্ষিত রাখিতে
হইবে তাহাও সবিশেষ লিখিত আছে।

মুক্তজ্ঞে ধার্মিকে ইম সুভিষ্ট নিষ্প্রদৃশ্যে।
যাহান্নাতাতাকামধ্যে শ্বাস্ত্রং হর্ষরোগিনাস্ত।

হঠপ্রদীপিকাঃ।

যেখানে বহু সংখ্যাক ধার্মিক লোকের বাস আছে ও মন্দরূপ
ভিক্ষা পাওয়া যায় এইরূপ উপদ্রব-শূন্য উক্ত রাজ্য-স্থিত যোগ-মঠে
হঠযোগীরা নির্মাণে বাস করিবেন।

স্বতদ্বারসম্মুদ্রগণ্ধেতঃ নামজলিনীচায়েতন্ত。
সর্বাঙ্গবিষ্কার্য়পরিসমাঙ্গরষ্ঠিত্রিস্ত।
বান্ধ মধ্যেস্থত্তেহিতস্তম্ভ মায়াক্ষারম্ভিত্রিতম
মোক্ত বোগমস্ত্র লজ্জাপরিশ্রম বিষ্ণুরাত্মাস্ত।

হঠপ্রদীপিকাঃ।

যোগ-মঠ কুষ্ঠ যোগবিশিষ্ট, র্ষী-হীন গর্ভ-মৃদু, না অতি উচ্চ না
নিম্ব, সমকারূপে গোমস্ত্র-লিঙ্গ, পরিক্ষিত ও নির্দেশীক্রমে যোগ-বাধক
ত্রয়-বিশিষ্ট হইবে, শাহির মূল, কুষ্ঠ ও বেদি প্রকৃত হইবে, এবং
সমান মঠ অতীত দান পরিবেশিত থাকিবে। হঠযোগীরাঃ। যোগ-
মঠের এইরূপ লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন এবং

এই প্রকার যোগ-মঠ সর্বদা পরিক্ষিত রাখিয়া এবং
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

স্বর্গমুখ দ্বারা সুবাসিত করিয়া তাহার মধ্যে উপবেশন পূর্বক যোগাভাষার করিবে। উপবেশনের নামা প্রাক্তন কৌশল আছে, তাহাকে আসন বলে। এই আসন চৌরাশি প্রকার, তথ্য দ্বারা পাদাচার্যের সচরাচর প্রচলিত। দ্বাত্রেত্যঃসংহিতাতে ঐ আসনই শ্রেষ্ঠ আসন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই আসনের অনুষ্ঠান করিতে হয়, পশ্চাত্ত লিখিত হইতেছে।

বামোক্তির মধ্যে হেন সম্প্রতি সংজ্ঞায় সাধন তথ্য

বামোক্তির তথ্য সমানবিধী ধ্যান করার্থে হইবে।
অনুষ্ঠান ব্যবস্থার নিয়মের নির্দেশ চিত্রুক নামাত্মালোকে ইত্রহাসিতচিন্তাকার গোঁমান পদাচার মোক্তে।


gোরক্ষসংহিতাঃ।

বাম উপরিতলে দক্ষিন পদ ও দক্ষিন উপরিতলে বাম পদ সংগ্রামপান করিব০, এবং দেশের করিতে। কোন বস্ত যাতন করিতে হয় সেই রূপে পশ্চাত ভাগে দিয়া প্রাপ্ত হইলে আসন করিবে। অনুষ্ঠান ধারণ করিবে এবং চিত্রুক ব্যক্তিকে স্থাপন করিব। নাসিকার অন্তভাগ দৃষ্টি করিতে থাকিবে। যত্নদিগের
এই আসনকে পদাচার মোক্তে। ইহার বার্থিদানান্তর।

* দিনে দিনে চক্রকর্তা মন্ত্রাঙ্গনার্থেন্দ্রিয়।
বার্থিদান স্বস্তান্ত্র ঘূর্ণিঙ্গ মন্ত্র বার্থিদান।

দ্বাত্রেত্যঃসংহিতাঃ।

আনন্দ পরিতাত্য পূর্বক অতিথিদিন সমাজশীত দ্বারা যথার্থ পরিস্রুতির করিবে, এবং ধৃঃ, গুঃগুলি ও অন্য অন্য স্বর্গমুখ দ্বারা দিয়া। সুবাসিত করিতে থাকিবে।

† কিন্তু হরঘোষিকার সিদ্ধান্ত সর্ব-প্রেষণ বলিয়া লিখিত আছে।
যোগী।

এইরূপ আসন-বদ্ধ হইয়া প্রাধায়াম করিবে অর্থাৎ নাসিকা ধারা শরীর-মধ্যে বায়ু পূর্ণ ও ধারণ করিয়া পশ্চাৎ রেচন করিবে। ঈহার বিশেষ বিশেষ কাল, সংখ্যা এবং প্রকার উল্লিখিত যোগ-শাস্ত্র-সমুদায়ে সর্বনিত্য বর্ণিত আছে। ঈহার প্রথম অভ্যাস-কালে কেবল হৃদ্য ও জল পান করিয়া থাকিতে হয়।

অথথামাঙ্গাতে যথেষ্ট যোগ সীরাজেতে অফরাযোনেন্দু।
তত্ত্বজ্ঞানে হ্রদেতে ন নাগেতে জ্ঞানগ্রহণ।

হঠাগুড়িকা এইরূপ উপদেশ দেয়।

প্রথম অভ্যাস-কালে হৃদ্য ও জল পান প্রথম। উত্তরতম অভ্যাস হইলে আর এ নির্দেশ পানন করিতে হয় না।

যোগ-শাস্ত্রের বিধান ক্রমে শরীর-মধ্যে বায়ু স্তব্ধ অর্থাৎ নিষ্ঠাস অবরোধ করাকে কুত্তুক বলে। উহা আগামীর অঙ্গ-বিশেষ। উহা নানা আকার। যে কুত্তকের ধারা বিস্তৃত এবং মুখ ও নাসিকার শীত্যাকার হয়, তাহার নাম শীত্যাকৃতি-কুত্তক। যে কুত্তক ধারা বায়ু-পূর্ণ-কালে ভূত্ত-নাদ এবং রেচন-কালে ভূত্তী-নাদ হয়, তাহার নাম তথ্য-কুত্তক। হঠাগুড়িকা-রচিত এই রূপ নানা কুত্তকের বিবরণ করিয়া পরে লিখিত হইছেন, যোগীর অভ্যাস-বলে রেচন ও পূর্ণ না করিয়াও কুত্তক-সাধন করিতে সম্পূর্ণ হয়। এ অবস্থায় তাহাদের কিছুই

* হঠাগুড়িকায় ব্যাখ্যাপুরক্ত এই রূপাশ্বাসাদে বায়ুর্দ্ধের পান না করিয়া।
হুল্লে থাকার না। এইরূপ লিখিত আছে যে, ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারা সাধনের আসন হইতে শুন্যে উঠিত হইয়া অবস্থিতি করিতে পারেন।

নায়কের হামলার সংযুক্তিভাব্য লিখিত হইয়া আছে -

পাড়ালাল বিজ্ঞানী পুদীনুভূতিত্ব বসিতে।

ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারা শুন্যের উচিত হইয়া অবস্থিতি করিতে পারেন।

অল্পের বক্তা মূল্যের বেশী বক্তা বোঝা না অজ্ঞাতে দ্বৃত্তি।

১২২

ভারতবর্ষীয় উপসাগর-সমৃদ্ধি।

কৃত্তিক দ্বারা আসন-সমুদ্র-বিষয়ের অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। একবার মায়ারাজ্যে সিংহাসনের নামক একজন সংস্কৃত-দেশীয় যোগীকে হিন্দু ও ইংরেজ অনেকের দৃষ্টি করিয়াছিলেন। পর পৃষ্ঠায় তাহার চিত্রন প্রতি-রূপ প্রকাশ করা যাইতেছে, তাহাতেই তাহার আলাদান্দি দৃষ্টি হইবে।

তিনি সমুদ্রের অরুণে ভূলিতেন, কিন্তু তাহার একটি অজ্ঞ মায়া-বিষেষ অবলম্বন করিয়া থাকিত। এক-কাঁচি কাঠের চেয়ে একটি পিঁপল-শ্ব নিবন্ধ ছিল, পদ্ধর নায় জড়ান এক খুল মৃগ-চার্ম তাহার সহিত সংযুক্ত থাকিত; যোগীর সেই অজ্ঞন-পদ্ধরের উপরঃ
দক্ষিণ দিক রাখি দিতেন। তিনি এইরূপে আসনারূপ

ছেড়া ও উভয় নেত্রকে অর্ধ-মূলিত করিয়া জন্ম করিতেন।
ঔসন আংৰহণ ও পরিচ্যাং কালে ভাবার শিষ্যেরা ভাবাকে কমল দিয়া আবরণ করিত। *

যখন কাঠামো ও চার্মাঙ্গ উপকরণ আবশ্যক হইত, তখন ইহাতে কিছু কৃতিমিতা ছিল ভাবার সম্পদ নাই। কোন কোন বাজিকুকেও এরূপ করিতে দেখা গিয়াছে।

যোগাদের এইসাথ বিখ্যাস আছে যে, প্রাণায়াম নিঃসন্ন হইয়া, দেহের লক্ষ্যতা, দীপ্তি ও অজ্ঞ-রুদ্ধি হইয়া থাকে।

মহীরূপ্যমুন্ত দীব্যতারামনিবিষ্টস্য নমৃ।
স্মালন্ধ মহীরূপ সন্ন আহেত নিঃষ্টস্য॥

দক্ষান্তসংগঠিত।

ভাবার শরীরের লক্ষ্যতা ও দীপ্তি, এবং জ্ঞানবি-রুদ্ধি ও দেহের কৃষ্ণতা অবশ্যই হয়।

এরূপে শরীরের শুদ্ধ না হইয়া ক্ষেজি-গৃহিত পাড়া জমিলে, ধেীতি নতী প্রভূতি কর্তকগুলি ব্যাপারের অন্তঃঠান করিবার ব্যবস্থা লিখিত আছে।

মহুর্তুংশক্তিবিত্তম সমস্যাধীনম দৃঢ়
মৃন্মপশ্ৰ্তদাহার্য্য বিশ্বশরু যবাপন্নতীত।
তন্ত: সমরায়িষ্টতম সাহান সজ্জিতম তন্তু॥
কামাসার্থদীৰ্ঘঘাতকরোগম বিনিয়োগঃ।
ধীৰীকৃতমসায়ন মূল্যনো ন চ কৃষ্ণব।॥

হঠঃদীপিক।

দৈৰ্ঘ্যে ১৫ পোনর হাত ও অংছে ৪ চঁঠী অস্থলি প্রাপ্ত এক খণ্ড

জল-সিক্ত ব্যত্র গুরুপরিষ্ঠ পথ দ্বারা। কৃষ্ণে আঁস করিবে এবং পরে তাহা নির্গত করিয়া ফেলিবে। ইহাকে বন্ধ-কর্ষ কহে। এই ধেরী-কর্ষ দ্বারা কাস, খাস, প্লীহা, কৃষ্ণ, কক্ষ-রোগ অভ্যুত্তি বিশার্দি একান্ত রোগের শান্তি হয়।

এইরূপ, নাসিকা দ্বারা যুথে অবেশ করাইয়া মুখ দ্বারা নির্গত করণের নাম নতী কর্ষ। নেত্র-যুগল স্থির করিয়া, যে পর্য্যন্ত অঞ্চল-পাত না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন স্থূক্ষ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার নাম তারক কর্ষ। এইরূপ, শরীর-মধ্যে জল-পুরাণ, বায়ু-পুরাণ ও ঐ উভয়ের নির্গমন অভ্যুত্তি নানাবিধ অবস্থানের আদেশ আছে। এই সকল কর্ষাঙ্কন্ত ব্যতিতেতে যোগীরা কয়েক একাদশ অঙ্গ-ভঙ্গী অভ্যুত্তি অভ্যস করিয়া থাকেন, তাহার নাম মুদ্রা।

অনা:গোষ্ঠবিবরে জিখাং আত্মব বস্যেতু।
মূলনি মুচিশণ্যা মুক্তা অর্থতি বেচরী।

দ্রুতজ্ঞেয়সিংহিত।।

কপাল-বিবরে অভ্যস্তরে জিখাংকে ব্যাঘ্র ও বধ করিয়া অ-মধো দৃষ্টি রাখিবে। ইহার নাম পেচরী মুদ্রা।

অহে:হিরীকোত্ত পার; অর্থ স্বান। পথমে বিনী।
অর্থাস্ব কিস্কিন্ধসাহায্যাবিশেষ বিনী হিনে বিনী।
বলিত: ময়ার্থ: চৈব মধ্যাসাহি বিনায়বেতু।
বাস্তাসাহসা বো নিয়মমধুভূত স্ত্রু কাঙ্কাপিত।।

চাষাপ্রাপ্তিকা তৃতীয়োঁ উপদেশ।

অধোভাগে দশটক, এবং হর্ষ দিকে পদ রাখিবে। পোথম গিনে
১২৬  ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

এই রূপে ক্ষণকাল সাধন করিবে এবং পরে দিন দিন অধিককাল ব্যাপিতে অভ্যাস করিতে থাকিবে। এই প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা শুরু কেশ ও মাংস-কুঞ্জন রূপ বাঙ্গালীর চিত্ত ছয় মাস মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। প্রতিদিন এক গ্রহণ ব্যাপিত। যিনি এই রূপে অভ্যাস করেন, তিনি মৃত্যু-জরী হন।

ক্রুদ্ধ করিবার সময়ে ইন্দ্রিয় সকলকে শুধু বিষয় হইতে নিরস্ত করার নাম প্রত্যাহার।

এতে যাত্রা প্রতিদিন ক্ষণাত্ক কৃতসংগ্রহকার।
মাযাস্থারোপনি এবং স্বান এবং ক্ষুদ্র যোগিন; 
বন্দী বালী বালীয় যোগিনি তথা প্রবাহিত করার।
যোগী কৃত্রিম সামগ্রীর মাযাস্থার তথা অভ্যাসে।

dক্রুদ্ধেরসংস্থিত।

প্রতিদিন একবার করিবা কেবল ক্রুদ্ধ করিবে। এই রূপেই এতজন হইবে। যোগীর। এই রূপই অনুষ্ঠান করিবেন। যোগীতে ক্রুদ্ধ-কের অনুষ্ঠান পূর্বক ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে মুল্যক্রম প্রত্যাহার করে, এই নিমিত্তেইহা প্রত্যাহার বলিবা উপরিভিত হয়।

যোগীর দ্বারা যে যোগিদের একটি প্রধান সাধন এবং হংস মন্ত্র জপ অতি অসীমিক ব্যাপার। হংস মন্ত্র জপকে প্রার্থনার ভাষা লিখিত হইতেছে।

স্থানান্তর বিভাগীণি সত্যার্থ বিশেষ তুলনা।
স্থানান্তরায় নাম আবোধপতি সর্বাঙ্গ।

* শাক্ত-সংস্পুদারের বিবরণ-মধ্যে যেচে বিষয় দেখিতে পাইবে।
যোগীর ।

ষট্যন্তানি দিশারান্তি চৈত্যাখান্তিভিন্নতি ॥
একত্র সংথান্তান মন্ত্র জীবন্ত সংখ্যত্ব ॥
অজন্ম নাম গাওলী আগন্তু মোচাদায়ী ।
নাবা: সিঁড়ানালিণ্য সর্বনাট্যত; মহর্ষতে ॥

গোরক্ষসংহিত।

নিষ্ঠাব প্রশ্নাসের সময়ে শরীর বাস্তবিকতার বায়ু বিক্ষিত হয়, এবং
শান্ত শিক্ষার শরীর-মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করে। জীবনে এই হংস মন্ত্র
নির্দেশ জগ করে। দিবা রাত্রি ২১৬০০ বার এই মন্ত্র জগ হয়। এই
অজন্ম নামক গাওলী যোগীদিগের মোক্ষ-দায়িনী; ইহার সম্বন্ধ মন্ত্রে
সমস্ত পাপের মোচন হয়।

শরীর-মধ্যে স্বান-বিশেষে বায়ু-ধারণের নাম ধারণা।
এই ধারণা পঞ্চ প্রকার; পৃথিবী ধারণা, আত্মা ধারণা,
আন্তর্গত ধারণা, বায়ু ধারণা এবং নতোধারণা। পায়ু-
দেশের উর্দ্ধ এবং নাড়ির অধোরাকার পাঁচ দশকাল বায়ু-
ধারণের নাম পৃথিবী ধারণা। নাড়ি-স্থলে বায়ু-ধারণকে
আত্মা, নাড়ির উর্দ্ধ মধ্যে বায়ু-ধারণকে আন্তঃনগরি,
হুদায় বায়ু-ধারণকে বায়ুধারণ এবং জ্ঞ-মধ্যে হইতে অক্ষরক্ষী
পর্যায় মন্ত্রের সমাধানে স্বান বায়ু-ধারণ করাকে নতো-
ধারণা কহে। যোগীদের বিষ্কাস এই যে, পৃথিবী ধারণা
করিলে পৃথিবীতে মৃত্যু হয় না, আত্মা ধারণা করিলে
জলে মৃত্যু হয় না, আন্তর্গত ধারণা করিলে অগ্নিতে শরীর
দশু হয় না, বায়ুধারণ করিলে কোন ভয় থাকে না এবং
নতোধারণ। করিলে কোন স্থলে মৃত্যু হয় না। শরীরের
বায়ু সম্পান এবং বায়ু যারণাই হঠতোঙ্গের প্রধান
অনুষ্ঠান। গোরক্ষনাথ বলেন, বায়ু স্থির না হইলে
কিছুই স্থির হয় না, নতুনাং সিদ্ধি-লাভও হয় না।

মন্ত্রীরিতে পবনোত্র পবনোরিতে বিন্দুতীর।
বিন্দুতীরিতে কন্ঠতীর বলে গোরক্ষে সকলতীর॥

ঝঠােদীশিকা-হৃদ গোরক্ষ-বংকা।

gোরক্ষেব বলেন মন স্থির হইলে বায়ু স্থির হয়, বায়ু স্থির হইলে
বিন্দু স্থির হয়, বিন্দু স্থির হইলে কন্ঠ স্থির হয়, এবং তাহা হইলেই
সকল স্থির হয়।

গাজ বাধিয়া রাজা ধবন বাধিয়া হোগী।
ধান্ত বাধিয়া সত্ত্ব বিন্দু বাধিয়া হোগী॥

ঝঠােদীশিকা-হৃদ নাথ-বংকা।

রাজা গজের বাধা, যোগী বাঙ্গল বাধা, গৃহস্থ ধানের বাধা,
ভোগী বিন্দুর বাধা।

যোগ-শোকের মতে ধ্যান হই প্রকার; সপ্তাং অর্থাং
সাকার দেবতার ধ্যান, এবং নির্মণ অর্থাং নিরাকার
ত্রষ্ণার ধ্যান। যোগীর সপ্তাং ধ্যান দ্বারা অনিবার্দী ঐশ্বর্য
লাভ করেন আর নির্মণ ধ্যান দ্বারা সাধারণ-যুক্ত হইয়া
ঈষ্টামূলক সকল শক্তি ধাপ্তে পারেন।

সমঃমদ্ধতাং আমাং বিভূতিভিভিঃ।
বায়ু নিবথ তস্ম আসতু দেবতামিদ্ধাবিনিীম্॥

মুগ্ধাহাহতৈন মহাশিবরীষ্যয়সৈব।
নিশ্চায় পরিবা উদ্দিতর্মূল্যমানে প্রবর্ততে॥
যোগী।

নিরুপায়োনবাসঞ্জ: সমাধিদ্ব সমমবিন্দু।
বিগ্রহকীর্ণঘনপ্রভ সমাধিভ সমবারুরাত্র।

দেবতাবেষ্টিত।

তখন স্মৃতি দুষ্কর্ম কাজ নিমৃত্তি করিবে। বাত নিরুক্ত
করিব। ইহা-নৈগিতী দেবতার ধ্যান করিবে। এই সঞ্জ্য ধ্যানে
অথিমাধি স্থূল তত্ত্ব হয়। আর আকাশের তাই বাণম-শীল নিংখুর
দেবতার ধ্যান করিলে, লোক-পথে আবৃত হওয়ার ব্যাপার। নিঙ্গুর-ধ্যান-
প্রভূতি সদাধি অভ্যাস করিবে। করিলে, যাদুয় দিনে সমাধি
আরুঘে হইবে।

যোগীরা বিশ্বাস করেন, সমাধি সমভিত্ত হইলে, ইহাতত্ত্ব-
সারে দেহ ত্যাগ বা দেহ রক্ষা করিয়া সুখ সত্ত্ব করিতে
সক্ষম হন। যত্ন দেহ-ত্যাগের ইহাতত্ত্ব হয়, তবে তৎক্ষণাৎ
পরবর্তী লীন হইতে পারেন, নতুন অধিমাধি ঐৰ্ব্বর্য
লাভ করিয়া মোক্ষাত্মারে সকল লোকে অশেষবিধ সুখ
সত্ত্বে পুরুষকালে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন।

নিবাসী-কৈলাস নবসিকমাষ্মায়ান্ত্যি:।
হায়মায় কৃত্ত্বতস্তী দ্বিদ্বোকুরা গোস্তী সহিত।।
নবমোলরসী-রহোতা কৃষ্ণোত্ব ঘোষান্তু।
বিষ্ণুপ্রভূবোং কৃষ্ণোত্বায় বস্ত্রাংন্তু।।

নক্ষত্রেনসংবিষ্ট।

অধিমাধি ঐৰ্ব্বর্য দিনেতে নদিয়া সর্বজনে বিচ্ছিন্ন করেন, কন্যা-
চিৎ ইহাতত্ত্ব দেহঃ-রূপ ধারণ করিয়া ঐৰ্ব্বর্য-লোকের অমর করেন এবং

* যোগীরের বিশ্বাস এই যে মহাশয় তাই নামকার পাঠকগণের
বিদ্যালম্বনের অভাব দান করেন।

অধিমা বিষ্ণু স্ত্রী: মকান দশীবীর।
ণ্যান্তরে ইচ্ছামত পদার্থের সম্ভবত না, যখন সিংহ, ব্যাঙ বা ছাণী হইয়া যাইতে পারে।

যৌবনের অলৌকিক ক্রীড়া সাধনের অনেক-আ-নেক মূল্যোন্নত শুনিতে পাইয়া যায়। পক্ষাবলি অধীন রশ্মি সিংহের রাজ্যে একজন একজন মৌলী উপস্থিত হন। তিনি বলিয়াছেন, আমি যত দিন ইচ্ছা মুর্তিকার মধ্যে অবস্থিতি করিতে পারি। জেনরল বেঙ্গুরু নামে একজন করাশি তাহার কথায় সন্দেহ করিয়া পরীক্ষা করিতে উদ্দেশে তাহাকে মূর্তিকার মধ্যে যোগস্থিত করেন। বে সময়ে তাহাকে মূর্তিকা হইতে উঠান যায়, তখন ঐ জেনরল বেঙ্গুরু ও কাপ্তেন ওয়ার্ড সাহেব উভয়ের তথ্য উপস্থিত ওকালিতে সমৃদ্ধি স্বাগত অবলো-কন করেন। অস্বীকার সাহেবের পুনর্ব ঐ বিষয়ে বেঙ্গুরু গণিত আছে, পশ্চাৎ তাহা সংক্ষেপে সংযুক্ত হইতেছে।

ব্যবস্থাগারবিশেষ ইত্যাদি গথা অর্জন।

শক্তির পিত্র শত্রু-বন্ধ শত্রুমান-বহন।

মূর্তিকার অর্থাৎ ইচ্ছামূর্তি তাঁহার শরীর যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা, লম্বত। অর্থাৎ ইচ্ছামূর্তির নিজ সে সহ যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা, মায়ী অর্থাৎ সর্বমি সর্বমান করিবার ক্ষমতা, প্রকাশ্য অর্থাৎ ভোগীষ্ঠ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা, মায়ী। অর্থাৎ সর্বমান ইচ্ছামূর্ত পুলিক করিবার ক্ষমতা, ইত্যাদি অর্থাৎ সর্বাঙ্গন শাসন করিবার ক্ষমতা, বাসিন্ধ অর্থাৎ সর্বাঙ্গন বর্ষ করিবার ক্ষমতা, এবং কাব্যাসারিত। অর্থাৎ আপনার সর্ব কামনা পূৰ্ণ করিবার ক্ষমতা। এই অটল প্রকার ক্ষমতার নাম অঙ্গ এইরূপ।
ঐ যোগিক মহারাজ রণজিৎ সিংহের আদেশ ক্রমে তাহার সমীপস্থ হইয়া যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হন। কর্ণ ও নাসিকা-রণে, এবং মুখ ভিত্তি অন্য অন্য সমস্ত শরীর-বারে মুখ প্রতিষ্ঠি দিয়া এবং জিহ্বা ব্যাবর্তন ও নয়ন-মুখে নিঃসৃত করিয়া একটি খালের মধ্যে থাকিয়া প্রবেশ করেন। তদন্তর সেই খালের মুখ বদ্ধ করিয়া তাহাতে রণজিৎ সিংহের নাম মুদ্রিত করা হয় এবং তাহা একটি সিম্বুকের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। সেই সিম্বুক মৃত্তিকার মধ্যে স্থাপন পূর্বক, তদ্ধরি যব বপন করিয়া, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের কোন জন প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। দশ মাসকালের সেই যোগী ঐ অবস্থায় মৃত্তিকা মধ্যে নিহত ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে রণজিৎ সিংহ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয়চ্ছেদ উদ্দেশে হুইবারে সেই ঘান স্থান করিতে অনুমতি করেন, এবং হুইবারের তাহাকে সমান- রূপ অচেতন অথচ জীবিত দেখিয়া চমৎকর হন। দশ মাস পূর্ণ হইলে, তাহাকে মৃত্তিকার মধ্যে হইতে উৎসাহন করিয়া দেখা গেল, তিনি মৃত-প্রায় হইয়াছেন। তাহার সমুদয় শরীর শীতল, কেবল বােররন্ত, অতিশয় উত্তপ্ত ছিল। তাহার জিহ্বাকে আকুঃ করিয়া সহজে অবনমন করিলে এবং তাহাকে উক্ত জলে স্নান করাইলে, তিনি দুই সপ্তাহ যথেষ্ট পূর্বের মত স্নান হইলেন। যে সময়ে তিনি মৃত্তিকার মধ্যে অধিবাস করেন, তখন তাহার মধ্যে কোন প্রতৃতির বৃদ্ধি হয় না। তিনি নিজ মুখে ব্যতি করিয়াছেন, আমি রহস্যময় মৃত্তিকার মধ্যে অবস্থিতি।
করি, ভদবধি অনির্বচনীয় আনন্দ-রস অন্নকরে করিতে
থাকি।

কিছুকাল পূর্বে কলিকাতার দক্ষিণে বিদিপুরের অস্ত- গত ভুকীলাস নামক স্থানে একটি মহাপুরুষ আনন্দ হইবার আসার সময় যোগমায়ের বিষয় অদ্যাপি অনেকের অনুরোধ থাকিতে পারে। ১৭৫৪ সতর্ক চুয়াত্তর শতকের আয়োজন মাসে বিবর্তনগীত জুন সাহেবের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিকট হইতে তাহাকে ভুকীলাসে আনন্দ করা হয়।

তখন তিনি গুহায় যায় এককারে বাহু-ডান-শূণ্য ছিলেন।
কলেক দিবস নেত্র-যুগল মুদি করিয়া ও পান-ভোজন-
বজ্জিত হইয়া থাকেন; পরে অনেক আঘাতে ও বহু চেষ্টায়
কিছু ভুক্তমাত্র গলাধঃকরণ করান হয়। তিনি অন্য লোকের উদ্যোগ ব্যতিরেকে কদাচ ব্যয়াধিহীন কোন দ্রব্য ভোজন
করিতেন না। তাহার যোগ-ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে
ছাঁড়ার গোষ্ঠী তাহার নালিকা-রসের নিকট এমানিয়া
নামক আত্যাক্ত ইংরেজী ওষুধ ধারণ করেন, কিন্তু তাহাতে তাহার যোগ-ভঙ্গ হয় নাই; শরীরের স্পন্দনমাত্র
হইয়াছিল। প্রথমে তিনি কখন করিয়াছিলেন না, পরে তিন
চারি দিবস নানাবিধ চেষ্টা করাতে, দুই একটি বাক্ক
বলিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আমার
নাম হাড়োরাব। বিরক্ত হইলে, "হাড়োরাব হাড়োরাব"
বলিয়া উঠিতেন। এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ তাহাকে

* W. G. Osborne's Court and Camp of Runjeet Sing. p. 124.
পাঞ্জাবী লোক বলিয়া অন্তহীন করেন। তিনি একবার বাত-রৌপে আক্রান্ত হন; উল্লিখিত গোহাম্ম সাহেব তাহার চিকিৎসা করেন। তিনি চাঁদ্য পেয় কোনরূপ শৈশব-সেবনে ভীষণ পান নাই, তথাপি কেবল লেপন মর্দনার্থ দ্বারা তাহার উক্ত পীড়া হইতে মুক্ত হন। পরে ১৭৫৫ সতর্ক পঞ্চম শকের চৈত্রাষাে উত্তর-ভঙ্গ হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করেন।

ঠাঁই-ঘোগের রূপান্তর অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। বস্তুটি দৃষ্টি উল্লিখিত এমন সমুদয় ইহার সর্বশেষ বিবরণ সর্ববিশেষ আছে। অধুনাতন ঘোগীর নানা সম্প্রদায়ে বিভিন্ন; যেমন কণ্টক্তেঘোগী, অওঘোঘোগী, মচ্ছেন্দ্রিঘোগী, ভূত্র হরি-ঘোগী শারুঙ্গীহার।

* মহাপুরুষের এই বৎসরীধ্রুব রূপান্তর যাহা লিখিত হইল, তাছ ভূঁজনাক-খানি মৃত রাজা সত্যচরণ বোবাল বাহাদুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। অমিত এই মহাপুরুষকে দৃষ্টি করিয়াছিল ও তাহার উক্ত-রূপ ঘোগ-বাংলার সমুদয় বিচিত্র কিছু কিছু অচক্ষু দেখিয়াছিল। যে সময়ে তিনি ঘোগীর ছিলেন, তখন তাহাকে দ্বিতীয়রূপে দেখিতে যাই। সে সময়ে তাহার শরীর তত্ত কাঞ্চনের নারী ছিল; দেখিলে অন্ধকরণের অক্ষর হইত। ঘোগ-ভঙ্গ হইবার কয়েক মাস পরে ঘোগ দেখিতে দেখি, সে রূপ নাই, লাবণ্য নাই, মুখী নাই; শীর্ষ জীবন ও মলিন হইয়। একটি আপরিস্থত অধিকার গুহ্যে পতিত হইয়াছে। বস্ত্র ঘোগ পূর্বক বিভিন্ন চেষ্টা ঘরে। তাহার ঘোগ-ভঙ্গ করা চৰ্ম্মবিশিষ্ট-বিত্ত পতিত গণের তারিখের তথ্যারসস্ত্রী পক্ষে ও তত্ত্বাতিক সাধারণ লোকের আলোচনা-অংশে একটি অসমান কিরণ বিশাল হইয়াছে বলিতে হইবে।
যোগী ইত্যাদি। যথাক্রমে তাহাদের বিষয় প্রস্তাবিত হইতেছে।

কণ্ফট্ট-যোগী।

কণ্ফট্ট-যোগীরা শিবের উপাসক। গুরু গোরক্ষনাথ
ঈহাদের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা তাহাকে নিবাসবাট বলিয়া
বিখ্যাত করেন এবং তাহাকে গুরু স্বীকার করিয়া তাহার
অবিশ্বাস হইবে অভ্যাস করিয়া থাকেন। হিন্দী-ভাষায়
কবীর ও গোরক্ষনাথের কথোপকথনাত্মক একটি প্রবন্ধ
লিখিত আছে, গোরক্ষনাথ কহিতেছেন;

আদিনাথকে নামক মন্মতরূপকে পূজ।

যদি যোগী গোরক্ষ অবধূত।

আমি গোরক্ষ নামক অবধূত যোগী। আমি মন্মতনাথের পুত্র ও
আদিনাথের পুত্র।

আবলকওলু-কুত্ত আইন আকবরের এক্ষেত্রে অযোধ্যার বিব-
রণ মধ্যে লিখিত আছে, দিল্লীর বাদসাহ মুল্লতানু সেক্তার
লোকের রাজত্ব-কালে কবীর বর্তমান ছিলেন। ভক্তমালেও
মুল্লতানু সেক্তারের সহিত কবীরের সাক্ষাৎকার ঘটনার
রুপান্তর আছে। এ বাদসাহ ১৪৮৮ চৌধুরি অফাুহী
প্রিয়ভাবে অধি ১৫১৭। ১৮ পনর শতের বা আটার
প্রিয়ভাব পর্যায়ে রাজ্য-ভোগ করেন। অতএব কবীর ও তাহার
লম্বায়িষ্ট গুরু গোরক্ষনাথ-এ সময়ে অত্যহার কিছু
অত্য পন্থায় প্রচেষ্ট হইল। কবীর-কুত্ত বীজেক
নামক পুজোর নামান্তে এইরূপ কোন কোন কথায় প্রকাশ
আছে, পড়লে বোধ হয়, যেন অব্যবহিত কাল পূর্বে গোরক্ষনাথের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

পূর্ব-কথিত হিন্দীবচনে দৃষ্টি হইতেছে, গোরক্ষনাথের পিতার নাম মৎস্যেন্দ্রনাথ। শ্রীমান হে উইল্সন লিখিয়া গিয়াছেন, হঠাৎ প্রদীপিকায় লিখিত মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে গোরক্ষনাথ পঞ্চম ছিলেন। কিন্তু তিনি যে বচনগুলি অনুসারে একথা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এরূপ নয়; তাহাতে কেবল কয়েক জন প্রধান যোগীর নামাত্ম উভয় ছিল হইয়াছে। তাহারা পরস্পর মধ্যে শিষ্য ছিলেন কিনা, তাহার বাস্তবাত্মক তাহাতে নাই।

পশ্চাতে সেই সমস্ত বচন উদ্দৃত হইতেছে, পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে।

শ্রী আচিনাথ মহেন্দ্র চাঁদানন্দ ভৈরব।
চৌরাক্ষী মৌল গোরক্ষ বিদ্ধপ্রস্ত বিলেখয়া।
মদ্যাণরূপোধাগী বিদ্ধবোধন সমায়।
কোষ্ঠক: সরাসার: বিদ্ধবোধন পর্য্যায়।
অঃ কোষ্ঠক: পুষ্পাভূষ বিদ্ধবাঠায়া বিলেখয়া।
কাপ্তমি বিদ্ধ গোকাস্ত্র আকাশগন্ধী সারোবর।
অস্ত: পবিত্রঃ বোকাস্ত্রী চ চিন্তির।
মল্লিকারূপনাসাহ্য বদ্ধপুরাণসাহ্য শাস্ত্রায়িত।
মহাদ্বয়ো মহাবাহ্যা সপ্তবোধমাত্র।
অন্যান্ত্রিৎ কানাহস্তস্ত বিশালায়া বিষয়নি।
চংপ্রদীপীকার প্রথম উপদেশ।
অদিনাথ, মৎসোন্ত, সারদানন্দ, প্রভৃতি, গোরীষ্ণী, মীন, গোরক্ষ, বিরূপাক্ষ, বিলংশর, মধুর্মুহীরব, নিন্দবোধ, কষ্টী, ক্ষাপক, সুরামন, নিন্দপাদ, চূর্ণ, কণেশ, পুজ্যাপাদ, নিতনাথ, নির্মল, কাপালি, বিসোনায়, কাকচলীশর, মর, অক্ষর, এতুৎকর, গোজারুলী, টিটিনী, ভর্ষষ্ট, নাগরোধ, খোকাপালিক ইত্যাদি মহা-নিম্ন ব্যক্তি সকল হইয়াছাত্র-প্রভূতি যেমন-দৃষ্টিকে খওন করিয়া ব্যাখ্যার মধ্যে চিত্রণ করিয়াছেন।

এই সম্প্রদায়ের অনেক প্রমাণ লিখিত আছে, গোরক্ষের নাথ নাথের এক নাথ, অর্থাৎ নয়নন প্রধান গুরুর একটি গুরু। ইনি একটি সম্প্রদায় লোক ছিলেন।

গোরক্ষসংহিতা ব্যতিরেকে গোরক্ষপ্তক ও গোরক্ষক্ষেত্রের নামে তাহার হইতে মানসিক সৃষ্টিতে এস্থ আছে। গোরক্ষসহস্র নামক এস্থ তাহারই রূপে বোধ হয়।

পুরুষেই লিখিত হইরাছে, গুরু গোরক্ষনাথ ইহাদের পূজার পক্ষ মোক্ষের প্রদেশে তাহার নামে নানাস্থানের নাম শুনিতে পাওনা যায়। পেশাদারের গোরক্ষনাথের নামে একটি স্থান আছে; আরুল ফজল নিজের প্রদেশে তাহা উল্লেখ করিয়া যায়। ধারকা-সন্ধিদানে অন্য একটি গোরক্ষক্ষেত্র ও হরিশ্রে ইহাদের একটি অভিশপ্তের সৃষ্টি বিদ্য-মান আছে; এই উভয়ই এই সম্প্রদায়ের তীর্থ-স্থান

এই প্রত্যেকের পাশ্চাত্য প্রত্যেকের মন্ত্র-স্মৃতিতে এই সম্প্রদায়-সংক্রান্ত। কলিকাতার এরিকে দুর্গামূর্তি গোরক্ষনাথী নামে একটি স্থান আছে; তথায় ভিটী মাছাঙ্গে দুর্ষিতা ও শিরী, কাদী, হাতেখে প্রভৃতি কক্কুলি দেবতার প্রতিমূর্তি বিদ্যালোপম।
রাছে। প্রথমে দুটি নর-মৃত্তি দুভারের, গোর্গনাথ ও মৎস্যের মাথাভাঙ্গা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। গোর্গণপুর ইছার প্রধান স্থান। এই স্থানে পূর্বে এই সম্প্রদায়ের একটি মন্দির ছিল, আলা-উদ্দিন তাহা ভাঙ করিয়া মিলিত করেন। কিছু কাল পরে উহার নিকটবর্তী অন্য এক স্থানে অপর একটি মন্দির নির্মিত হয়; আর জমজমেরবাদশাহ তাহাও নষ্ট করিয়া মুসলমানদের তঞ্জনালম করিয়া ফেলেন। অন্ততঃ রুদ্রনাথ নামে একটি যোগী পুনরায় অন্য একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার দক্ষিণ তাগে হম্মমানু ও পাষ্পাতি-নাথ নামক মহাদেবের মন্দিরে বিদ্যমান আছে।

ইছারের দুই করণ হইতে দুইটি সহৃদয় থাকে। হিন্দী ভাষাতে কাণ্ড শাখা করে এবং ফট শাখা হিরো রুকায় এই নিমিত্ত ইছারের নাম কণ্টক্ষ-যোগী। ঐ হিরো-যুগলের মধ্যে একটি কুণ্ডল সন্তোষিত হয়, তাহা একমাত্র, বেলোয়ার, বা গণারের শৃঙ্খল প্রক্ষুট। ইছার দীক্ষার সময়ে উহা এরূপ করে এবং উহাকে শীর্ষের কুণ্ডল বলিয়া বিশেষ যান। উহাকে মুড়া বলে। উহার অন্য একটি নাম দর্ষন, এই নিমিত্ত কণ্টক্ষ-যোগীদের অন্য এক নাম দর্ষনী-যোগী।

এই কুণ্ডল ব্যতিরেকে ইছার। দুই তিন অষ্টুরি-প্রাঙ্গণ একটি রুদ্রনাথ সামগ্রী এক্রপ ঐশ্বুর্যের মালায় বড় করিয়া গল-দেশে ধারণ করেন। ঐ ব্যতিরেকে নাম বলে ও যে সুত্র-মালায় উহা এরূপ থাকে, তাহা নেলি বলিয়া উল্লিখিত
হয়। কোন উদাসীনের গল-দেশে ঐ উভয় লম্বিত দেখিলেই তাহাকে যোগী বলিয়া জানিতে পারা যায়। ভুতিয়ার শিক্ষার যুগলের নির্মাণমূলকে গেলুম্বাতে পরিধান, সন্দেহ জানিতে, শরীরে ভয়-লেপন ও ললাটে বিভূতি দিয়া ত্রিসূৰ্য্য করিয়া থাকেন।

সন্ন্যাসীদের ন্যায় ইহাদিগকেও নাম গুরু স্বীকার করিতে হয়। কেহ শিষ্যের মস্তক মূল্য করেন, কেহারা তাহার কর্ণ-যুগলে ছিদ্র করিয়া মুড়া পরাইয়া দেন, অপর কেহ তাহাকে জ্যোতিঃপর্ণে প্রবেশিত করিয়া থাকেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন গুরু শিষ্যের দীক্ষা ও সাধন-সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেন। দশ-নামিদের ন্যায় ইহাদেরও জ্যোতির্বর্ণ প্রবেশ পূর্বক মন্দামাস ব্যবহার করিবার রীতি আছে।

ভারতবর্ষের পশ্চিমের কথা না স্থানে বহু সংখ্যক কণ্টফোট-যোগী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শিব-মন্দির-বিশেষে শিব-পুজোর কার্যে নিযুক্ত থাকেন, বা স্থান-বিশেষে একটি অবস্থিত পূর্বক ভিক্ষাদি করিয়া কাল-ক্ষেপ করেন, অথবা তীর্থ-পর্যটন উদ্দেশ্যে দেশ দেশান্তর অষ্ট করিয়া যেতেন।

উদাসীন-যোগী সমুদায় দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহাভাসে এবিষ্ট হন না বটে, কিন্তু অনেকেই বিন্যাস পরিচালিত বিষয়-শ্যাপারে ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন। তাইতের শ্রীয় চারি কোণ পশ্চিমে যদ্যপি রাজক সমুদায় এই নগ্নদায়ী একটি বোগী রাজার নিয়ন্ত্রণ পাচ্ছে।
তিনি বিশ্বর ভূমি ও অন্য অন্য নাম সম্পত্তির অধিকারী। তাহার অনেক গুলি শিষ্য ধানকে, মৃত্যু-কালে তাহার মধ্যে এক জনকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। এইরূপে এই যোগী রাজার প্রাণালী চলিয়া আসিতেছে। তাহারা সেই স্থলের জটেশ্বর নামক শিবের পুজো করেন, এবং বিশ্বজগৎ নামে একটি জলাশয় আছে, তাহাকেও প্রকৃত গঙ্গার ন্যায় মায়া করিয়া থাকেন ৫। রাজস্থানের অন্তাতীত মেওয়ার দেশস্থ একলিঙ্গ নামক শিবের গোস্বামীদের দাম পরিত্যাগ করেন না, অথচ ব্যাপারে গোস্বামীর সিদ্ধ হইতেও বিস্মৃত হন না। তাহাদের অধীনস্থ শত শত কণ্ট্রযোগী কখন কখন একত্র দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রতূত হন ৬।

গিরি, পুরী প্রভৃতি যেমন দশামারী সন্ন্যাসীদের উপাধি, সেই রূপ কণ্ট্রযোগীদের উপাধি নাথ; যেমন আদিনাথ, মহেশ্বরানাথ, গোরক্ষনাথ ইত্যাদি।

বাংলার সর্বত্র ভাবে যোগ-সিদ্ধ হন, তাহারিগণকে

* এই বিশ্বজগৎ ও শিব-স্থাপনার্থ বিষয়ে একটি অস্তুত উপাধিকার প্রচলিত আছে। মহানাদ ও একটি দশামারী শত্রু পতিত ছিল, বাঁধা লাগিয়া তাঁহার হইতে মহানাদ অর্থাৎ এই শত্রু উপাধি হয়। সেই নাম অর্থ করিয়া সেবতা-গণ তথায় উপাধিত হন ও জটেশ্বর শিব এবং বিশ্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মহানাদ হইয়াছে বলিয়া সে খানের নাম মহানাদ রাখেন ।

† Tod's Rajasthan Vol. I.
সিদ্ধ যোগী বলে। সমুদায়ে চৌরাশি জন সিদ্ধ যোগীর নাম পরিগণিত হয়, কিন্তু যোগীরা বলেন, তদত্তরে আরও বহু ব্যক্তি ঐ রূপ যোগ-সিদ্ধ হইয়াছেন। তথ্যধ্যে অনেকে অদ্যাপি অবনী-মণিলে বিচরণ করিতেছেন।

অওয়বড়-যোগী।

ইতি পূর্বে কথাড় সহকারীর প্রসঙ্গে যে ব্রহ্মগীরির
কথা লিখিত হইয়াছে, তিনিই ইহাদের প্রাচ্যক বলিয়া
প্রবাদ আছে।

ইহার কণ্টক-যোগীদের নায় শিবারাধনা করে ও
গল-দেশে নাথ ও সেলিও লম্বিত করিয়া রাখে, কিন্তু তাহা-
দের মত কর্ণ-যুগলে ছিছে করিয়া। মুদ্রা ব্যবহার করে না।

মচ্ছেদ্রী, শারঙ্গীহার, তুরীহার, ভূতৃহরি,
এবং কাণিপা যোগী।

কণ্টক ও অওয়বড় যোগী ভিন্ন অন্য বহু প্রাকার শৈব
যোগী আছে। মচ্ছেদ্রীযোগীরা গোবরকের পিতা মৎস্যো-
জনাথকে গুরু বলিয়া বীকার করে। অন্য এক যোগী-
সম্প্রদায়ের নাম ভূতৃহরি। তাহারা ভূতৃহরিকে শৈব
সম্প্রদায়ে প্রাচ্যক বলিয়া অভিকার করে। শারঙ্গীহার-
যোগীরা শারঙ্গ শহা গান করিতে করিতে অমর করে,
এই হেতু তাহাদের নাম শারঙ্গীহার। তাহাদের প্রশংসা
দেশ-ভাষায় রচিত এবং অধিকাংশই শিব ও শত্রু-বিষয়ক। তাহারা ভূতের নাম করিয়া ভিক্ষা করে।

অন্য এক সম্প্রদায়ের নাম তুরীহার। ইহার মন্ত্র নামে কর্ণার-স্তুত্রের ও পদ্ম-স্তুত্রের প্রসূত বস্ত্র সকল বিক্রয় করে এই নিমিত্ত ইহাদিগকে তুরীহার বলে।

যাহারা তুর্কী বাঙালিয়া ও সর্প ধরিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা একের প্রকার যোগী। তাহারের নাম কাণ্ডিপা-যোগী। তাহারাও গোকন্দঘরে আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করে ও কর্ণ-যুগলে ছিদ্র করিয়া পিতৃল, রৌপ্য, দন্ত। প্রতৃতি-নির্মিত একক কৃষ্ণ পরিয়া থাকে, তাহার নাম দর্শন। কিন্তু তাহার বর্ণের ছিদ্র কণ্ঠ-ফটো-যোগীদের মত বহু নয়। তাহারা অশ্রু রাখে, গোরুর-বস্ত্র পরিধান করে এবং কণ্ঠ-ফটো-যোগী প্রতৃতির মত গলে দেশে নীলি লম্বিত করিয়া রাখে কিন্তু নাম ব্যবহার করে না।

ইহারা কছে আমরা গোকন্দঘরে গিয়া গোরু-নাথের স্থানে দুর্দশা হই ও তথা হইতেই কর্ণ-যুগলে কৃষ্ণ পরিয়া আসি।

এই কাণ্ডিপা-যোগীরা পশ্চিমচন্দ্র-বঙ্গেশ্বরীর লোক। বৎসরের মধ্যে কেন সময়ে বিশেষতঃ শীতকালে গৃহের বহির্ভুত হইয়া ভিক্ষায় গমন করে ও নানা দেশ পর্যটন পুরুষক যাহ। কিছু সংঘর্ষ করিয়া পারে তন্দ্রার। সংগ্রাম-
অষ্টরপ্পদ্ধী-যোগী।

নির্বাচ করিতে থাকে। দেখিয়ে পাই, কোন কোন দল ত্রী-পৃথ্বী পরিজন ও অষ্ঠাদি গণ-গণ সঙ্গে রহিয়া প্রবাসে যায় এবং যথা তথা তাঁরু খাটাইয়া। তাহার মধ্যে অবস্থিতি করে ও দিবা-ভাগে আর্য্য ও নগরের মধ্যে গিয়া। উভয়োপে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

অষ্ঠরপ্পদ্ধী-যোগী।

ইহারা সর্বাঙ্গে পূর্ব-লিখিত অষ্ঠাদি দের হ নায় আচরণ করে; মন্দ মাংস ভক্ষণ, সর্পালি অস্থি ও পশ্চাদিক কপাল ধারণ ও অন্য অন্য নানাবিধ দৃষ্টি ও কৃত্ব ব্যবহার করে। বিশেষ এই যে, ইহারা যোগী অহিত কণ্টক-যোগীদের মত করণ-মুগলে একরূপ দর্শন অর্থাৎ কুগল পরিহার থাকে।

ইহারা শিবের উপাসক, এ নিমিত্ত অস্থি-মালা ও করোটি-মালার সহিত রূপাক্ষ-মালা ও সুমৃত্রা প্রভৃতি

* অষ্ঠদিশ সমালোচনার বিষয় মুদ্রিত ছহীরার পর তাহাদের সং-ক্রান্ত একটি অফ পুরুষ ব্যাপার জানিতে পারিলাম। কোন কোন অষ্ঠদিশ এক একটি অষ্ঠাদি সঙ্গে রাখে ও তাহাকে দিয়া। সত্ত্বে তার পর নাই অকথ্য ও অন্যান্য ব্যবহার করিয়া থাকে। আমার সমর্পিত একটি ভিক্ষু পোক একে বার পরাধামে হক্কন করেন। তিনি এক সিদ্ধ একটি অষ্ঠাদি ও অষ্ঠাদির দেখিতে পাই। তাহাদিগকে আহার করিয়া। তাহারা সত্য পান করিতে করিতে তাহার সুন্দর মৃত্যু এবং পৃথিবী চক্ষু অন্তর্বুঝে তিনি দৃষ্টি দিয়া সম্পর্কের রাজাতে মহাদেবের ব্যবহার কারিয়া দিল। তিনি দেবতা। সমধির অষ্ঠাদি সমালোচনা করিয়া অতি সহজেই তিনি দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া নিলেন। সর্বাঙ্গে উত্তর তাহাই মৃত্যু তাহাদের পর্যটন।
ভারতবর্ষীয় উপাসন-পঞ্চদশ।

তীর্থ-চিহ্ন ধারণ করে। কোনো হয় না; কেশ ও শ্মশ্রু রাখিয়া দেয়।

পূর্বে স্বর্গক্ষী নামে এক সম্প্রদায়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে। অধোরপঞ্চী যোগিগণী আপনাদের অপর একটি নাম স্বর্গক্ষী বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহা হইলে, এরূপ স্বর্গক্ষী সন্ন্যাসী না হইয়া। যোগিসম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত হয়।

ইহা ভিন্ন অন্য অন্য নামের অন্য অন্য শ্রুতি যোগী নামা বেশ ধারণ করিয়া পর্যটন করে। এক্ষণে অপরাপর অনেক ধর্মের নাম যোগ-ধর্মে এক রূপ অবস্থান উপায় হইয়া উঠিয়াছে। যোগীদের মধ্যে অধিকাংশেই অনেক সন্ন্যাসীর নাম আপন কর্তব্যের কিছু মাত্র অনুস্থান করে না; কিন্তু ধর্মচ্ছলে ভিক্ষু করিয়া পর্যটন করে।

ইহারা লোকের নিকট গিয়া মন্ত্র বা ঐক্য-বিশেষ দ্বারা রোগ নিবারণ, দৈব-বলে অন্য অন্য মনস্তাতা পূর্ণ ও ভবিষ্যৎ ঘটনাদির বিবরণ করিতে আপনাদিগকে সমর্থ জানায়, এবং তদ্ব্যত অন্ত্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে নানা-চ্ছলে অর্থ আহারণ করিয়া থাকে। রোগ হয়, ইহাদিগকেই উদ্দেশ্য করিয়া পশ্চালিত চন্দ সমুদ্য বিরিত ছইয়াছে।

মূল্য ও স্বর্গচেষ্টা বা কাশাবুজ্জুড়োগ্যিব।

নারায়ণেবত্ত্বাযি অতিভূজ্জুড়োগ্যিব। ||

নমস্ত্রপাহারা বজ্জিত্যাবুজ্জুড়োগ্যিব।

নিমাইনাথাবি নূবু করু মিজ্জিমামুবাযু।

দুঃখদেবসংহিতা।
মুক্তি-মন্দক, দুঃ-ধারী, কঠোর-বর্ণ-বন্দু, নারায়ণ শক্তি উচ্চারণ-কারী, জট।-মৃত্যু, ভয়-লিপ্ত, নমঃ শিবায় এই শক্তি উচ্চারণ-কারী, বহু-মুক্তি-গুলক এই সকল দশমণ-মৃত্যু হইয়াও বদি কূল হয়, অথবা। যখন বিহিত কিঞ্চিৎ অমূঢ়ন না করে, তবে কিছুই নিজ লাভ করিবে ?

স্বীয় কার্য দেখুই; যাবতীয়ে মাখুন তাই ।
মিশ্রোহীয় দোগস্ত কর্ম বা বেশাবিভিন্ন।
অভ্যাসবিহীনায় বলবলি অনালি কিছু ।
তন্ত্রাবিশিষ্টার্থে অস্তান্তে।

তত্ত্বাবধায়ক অধ্যায় ।

সাঙ্কুচি ! যোগ-কর্মেই যোগ-সিদ্ধির কারণ ইহা সত্য জানিবে।
বাহার শিশুদের চুম্বন উপদেশে যোগীর বেশ ধারণ করে,
তাহাদের কিৰূপে যোগ-সিদ্ধি হইবে ? এইরূপ বেশ-ধারী বাক্তিতে
তোমাদের ভোজনাদি ; তাহাতে অন্য-পান-বিহীন হইয়া লোক সকলকে নানা-
প্রকারে অবর্জন করে।

কাশীকে একাদিন যোগাঙ্কালের স্পষ্ট নির্দেশেই দেখা
বাইতেছে ।

ন দুস্তািখ কানী যোগী ন নিজত কানী তপ্ত ।

cাশীকে হাঁকার্য অধ্যায় ।

কাশীকে যোগী সিদ্ধ হয় না ; কাশীকে তপস্যা সিদ্ধ হয় না।

পদ্মেশ্বরিনীসি ; জ্ঞান বৈষ্ণবসমালোচনা ।
অভ্যাসী ; জ্ঞানী সৃষ্টি করে বোধহীনে।

cাশীকে বাচ্চারিণী অধ্যায় ।

কাশী-কান-পাঙ্ক পাঙ্ক দ্বারা, পাঙ্কুর-মাখুন সকল চালন হয়, এবং
গুরুদেশের অন্তর্জট যন্ত্র যেখান যোগামোংসং কেন্দ্রাত্বে ?

কৃতি-কাব্য-বিহীন অধ্যায় ।

কাশীকে পাঙ্কুর নাড়ির ব্যবহার সকল চালন হয়, এবং
গুরুদেশের অন্তর্জট যন্ত্র যেখান যোগামোংসং কেন্দ্রাত্বে ?

কাশীকে বাচ্চারিণী অধ্যায় ।
যোগিনী ও সংযোগী।

স্ত্রীলোকে যেমন সম্মান-মন্ত্রে উপদিক্ত হইয়া অবদৃষ্টানী হয়, সেইরূপ আবার যোগ-ধর্মে একৃষণ করিয়া যোগিনী হইয়া থাকে। ইহাদিগকে সচরাচর নাথিনী বলে। কণ্ঠস্বরু-সম্প্রদায়ি যোগিনী সকলে যোগীদের ন্যায় গোত্রাদি শৈব চিক্র ধারণ করে ও চুই করে চুই সম্ভাবনা ব্যবহার করিয়া থাকে। দেখিতে পাই, অনেকে অনেক প্রাক্তাল অলকার ধারণ করিয়া শরীর অলঙ্কত করিতেও ক্রুটি করেন না।

দশনাদ্যের ঘরবারী সম্প্রদায়ের মত ইহাদেরও ঘরবারী অর্থাৎ গৃহস্থ যোগী আছে। তাহারাও স্ত্রী-পুত্রদি লইয়া সংসার করে ও নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহাদি সম্পত্তি করিয়া থাকে। তাহাদিগকে সংযোগী বলে।

লিঙ্গপাসনা ও লিঙ্গায়ৎ।

(জন্ম।)

শিবের সহিত অন্য অন্য দেবতার একটি বিষয়ে বিশেষ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার সর্বাবস্থায় তাহার অভিব্যক্তি অতীব বিরল; তারত্ববর্তীর সকল অংশেই তজ্জাত লিঙ্গ-মূর্তিতেই তাহার পৃষ্ঠ। হইয়া থাকে। উহা সর্বত্ব এরূপ প্রচলিত যে, শিবের উপাসনা বলিলে
লিঙ্গপালনা ও লিঙ্গায়ত।

শিবের লিঙ্গমূর্তির উপাসনাই বুঝিতে হয়। শিবালয় ও শিব-মন্দির সমুদায় কেবল ঐ মূর্তিরই আলোচনা। শৈব-তীর্থে কেবল ঐ মূর্তিরই মহিমা প্রকাশিত আছে। সত্ত্ব একধারন বুঝত পুরাণ ঐ মূর্তিরই গুণ-কীর্তন উদ্দেশে বির-চিত হয়েছে।

সাধারণ-মতে ব্রহ্ম মূর্তির মতো পালনকর্তা ও শিব সংহারকর্তা; কিন্তু ঐ সকল দেবতার উপাসনা প্রত্যেকেই আপন আপন উপাস্য দেবতাকে সৃষ্টি পালন সংহার এই ত্রিগুণেরই আশ্রয় বলিয়া অন্ধীকার ও প্রচার করিয়াছেন। তথ্যসূত্রে শিবও সৃষ্টির ও তন্ত্র লিঙ্গ-মূর্তি সেই সৃষ্টি-শক্তির পরিচালক।

লিঙ্গপূজায় হইষ্ঠতে শিবের বিষয় লিখিত আছে; অলিঙ্গ ও লিঙ্গ। অলিঙ্গ শিব নিষ্ক্রিয় ও নিগৰ্ণ-স্বরূপ, অর্থাৎ লিঙ্গ-শিব জগতের কারণ।

পদাতিনি খাসারূম উন্মুখ বুঝিয়া বিদ্যমান।
বিহার ভক্তারা বিন্দু বহিক্রাহমবর্তু হ্রদূর্ব।

লিঙ্গপূজাতে তৃতীয় অধ্যায়।
স্তর, ইন্দ্র, জগ-রহিত ও সর্বব্যাপী মহাতুর্ক-সৌর, লিঙ্গ-শিব জগতের কারণ ও শিব-রূপ। তিনি অলিঙ্গ-শিব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

এই পুরাণের সমৃদ্ধ অধ্যায়ে সৃষ্টির উল্লেখ আছে, নহাদেবের সৃষ্টি-শক্তিই লিঙ্গ।

সৰ্বাঙ্গ লিঙ্গপালকার জিহী চ দেবেরন।
মহেশ্বরকে লিখিত ও তাঁহার প্রকৃতি অর্থাৎ মজ্জন-ফলককে লিখি
বলিয়া উল্লেখ করা হইলেচ।

ঐ লিঙ্গপুরাণে ঐ বিষয়ের অনেকগুলি অস্ত্রূত উপা
ধান্য বিনির্মিত আছে। উহার সল্পদশ অধ্যায়ে লিখিত
আছে, ত্র্যুক্ত এবং বিন্দুতে এক বার ঘোষের বিবাদ উপস্থিত
হয়। ত্র্যুক্ত বলেন, “আমি বিষের কর্তা।” বিন্দু বলেন,
“আমি বিষের কর্তা।” ঐই বিরোধ-ভঞ্জন অভিপ্রায়ে
দেদীপ্যাকাম লিঙ্গপুরাণ মহাদেব আবিভূত হইলেন।

মন্ত্রাধিকরণ উপর তৎপ্রবত্তিত হইল।

হরিক্রিয়ার লিঙ্গময়বসাবৃহঃ কুলা:।
বিবাহময়লাভস্রু ময়ধ্যবস্ত্র ভাস্কর্ণ্ড
অক্ষালাভস্রুভার্ষ কাজালাভস্রুবনমসূ।।

লিঙ্গপুরান সল্পদশ অধ্যায়।

এবং যুগ্মের মধ্যে রূপহয়-প্রভাবে আমাদের এবং বিন্দুতে
বিরোধ হইতেছিল, এমন সময়ে সেই বিরোধ-ভঞ্জন ও অবোধ-
প্রাপ্ত জনা শত-সংখ্যক কালাম্বী-স্কর্প ও সম্ভব অম্বিকার-কুলায়
দীপ্যাকাম লিঙ্গ উৎপন্ন হইল।

ঐ লিঙ্গ-দর্শনের বিশ্বাসপথ হইল। তাহার আদি ও অন্ত
অনুমোদন উদ্দেশে বিন্দু বরাহ-রূপধারণ করিয়া অধোদিকে
গমন করিলেন, এবং ত্র্যুক্ত হংস-রূপে পরিণত করিয়া উর্ম্ম
দিকে যাত্রা করিলেন। বিভিন্ন কি অধেঃ কি উর্ম্ম কোন দিকে
আদি অন্ত কীভাবে না পাওয়া তাই তাহারা উভয়ে শান্ত,
ব্রাহ্মণ ও প্রতাপগত হইয়া ভয়ে কাপিতে লাগিলেন। এমন

"অর্থাৎ রূপকত।"
লিঙ্গপোষন ও লিঙ্গায়ন। ১৪৯

সময়ে অক্ষর ‘ওঁ’ এই রূপ আকাশবাণী হইল, এবং সেই লিঙ্গের পার্শ্ব-দেশে ওঁ কারের পৃথক পৃথক অক্ষর অকার, উকার, মকার, এই তিনটি অক্ষর দৃষ্টি হইতে লাগিল। এই ওঁ কারের তাল্পর্য্যাঙ্ক-ষ্ঠূর্ণ এই রূপ লিখিত আছে যে,

অন্তঃ লিঙ্গাদেশু রীতন্ত্রমার্ক বীজঃ প্রদো:।
তত্ত্বায়নী বৈ স্বতন্ত্রত্র সত্যমন:॥

লিঙ্গপুরাণ সমুদ্রশ অধ্যায়।

বীজ-স্বরূপ মহাভাষের লিঙ্গ হইতে অকার-স্বরূপ বীজ উৎপন্ন হইল, এবং তাহ উকার-স্বরূপ মনোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দিকে রুক্ষ পাইতে লাগিল।

লিঙ্গ যে মহাদেবের সৃজন-শক্তির পরিচায়ক, তাহা এই কোন স্পষ্টই বোধ হইতেছে। তথমাসারে শিব-বোধক লিঙ্গ-মুক্তিতে যেমন শিব-পুজো বিধি আছে, সেই রূপ শক্তি-বোধক মনো-মুক্তিতে শক্তি-পুজো ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

লিঙ্গবিহীন স্থায়ী লিঙ্গ চালভাঙ্কর:।
তদো: সম্পূর্ণবিশালম্বে দৈবী দেবী দুঃখ্যবিষ।॥

প্রাণতোষিণী-ধূত লিঙ্গপুরাণ-বচন।

লিঙ্গ-বেদী মহাদেবের ভূগোল-স্বরূপ। অর লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহাদেব-স্বরূপ। এই লিঙ্গ ও বেদীর পুজোতে শিব ও শক্তি উভয়ের পূজা হয়।

শস্ত্র বিশিষ্ট মহীশূরি মন্তব্যতার শিখিলম।
শস্ত্রসংকুলভাবে সাক্ষাত্তার সহায্য।
অনন্য মন্ত্রযানি পূজয়েষ্ঠিবিষ্ণুক্রম৷

লিঙ্গার্জন তত্ত্বঃ

মহেশানি! শিক্ষা-সংযুক্ত না ধারিলে শিব নিশ্চিত শব-অর্পণ হন, এবং শিক্ষা-সংযুক্ত হইলেই কর্ষ-ক্ষয় হইয়া উঠেন। অতএব শিক্ষা সহিত শিব-লিঙ্গের পূজা করিবে।

যোনি ও লিঙ্গ পূজা-প্রবর্তন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা আছে৷ তথায়ে বামনপুরাণে লিঙ্গাৎপতির

*বামনপুরাণ শিষ্পুরাণ প্রভূতি এ বিষয়ের অনেক অপূর্ব উপাত্ত আছে, তাহে এ স্থলে কীর্তিত পুস্টকের অনুসারে রূপ করিবার প্রয়োজন নাই। এ দুই পুস্টকে এবং লিঙ্গপুরাণ, শাস্ত্রু-পুরাণ ও কন্যপুরাণের অন্তর্গত কাণিকাগুলি শব-লিঙ্গের সর্বভূতান্তর মহামার্ণ্যান ও তীর্থীর পূজা সরবরাহ ব্যবস্থা বিবর্ধিত আছে৷ এ দিকে আবার পাদপুরাণে লিখিত আছে, কোন দেবতা ব্রহ্মণের পূজা ইহ। নিরূপন করিবার অভিপ্রেত, পূজিত ভুঘু মুনিকে মহাদেবের অচ্ছন্ন জানিতে পাঠাইয়া দেন৷ তিনি মহাদেবের মহাদেবী উপস্থিত হইয়া শুনিয়ান, পানাদেব পশ্চিমের সহিত কৌঁড়া করিতেন৷ ভুঘু মুনিন দাহিন্দিগের পর্যায় তথায় অপেক্ষা করিয়া ধারিলেন, তথাহইতে শিবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না৷ তখন মুনি এই অভিসংসার করিলেন, নারীক্ষণী গৌণ্ডী ব্যাপারে অসাক্ষ্মত৷

বীভাষ্যকরণ এই হে মহাধর্ম বিউপন্তরিতঃ

মান্থন বুঝি বুঝি তাকাতি মধ্যে বায়াম্বায়ঃ

অন্যপুরাণায়ন মৃণুজ্জ্বল বিজ্ঞানামূ৷

কুলশাস্ত্র বুঝি সেই মাত্রত্ত্বান্তরঃ

নালাভাভাবায়বহুদ্রাস্তু মান্থলি বেঃ

পাদপুরাণ উত্তরঃ

স্রী-সংসর্গে মহা হইয়া মহাদেব আখ্যাকে অবজ্জা করিয়া, অতএব তাহাদের উভয়ের শরীর যোনি ও লিঙ্গপুর হইবে৷ আমি ব্রাহ্মণ৷ শিব পাদাক্ষর হইয়া আখ্যাকে জানিতে পারিলেন না৷ অতএব সে অবজ্জ্য হইয়া লিঙ্গমূর্ত্তির অপূজ্য হইবে৷ আর দাহিন্দের শিব-সূক্ত হইয়া অশ্বিন্তি৷ ও লিঙ্গ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দাহিন্দের পাদে হইয়া বৈশিষ্ট্য ধরিতে বৃহত্ত হইবে৷
লিঙ্গোপাসনা ও লিঙ্গায়ত

প্রক্রিয়া লিখিত আছে, তন্মা শিব-লিঙ্গ ধারণ করিয়া তদীয় উপাসনা প্রচার উদ্দেশে চারি প্রকার শৈব-সস্পুদায় প্রবর্তিত করেন।

শ্রীম সুবিধা মহারাজ লিঙ্গম কর্মকালিকনাম।

তত্ত্বার্থে ভগবান্ধাতুক্তশ্চ চরাইয় নে।

শাক্তিপূজায় যে সূত্রগুলি নানোখানি বিষদ্ধতানি চ।

চতুর্দশে শব্দে পরিত্যাজ্জয়ত পাম্পাপত মুনে।

লতোচর কাব্যবর্ণ চতুর্দশ কথাকিতি।

শৈবালীগুলি স্বতঃ শিবনাম গ্রন্থে স্থত।

তস্ম শিশোবহুবায় গোপায়ন দৃতি স্থত।

মহাপাপঃ তত্ত্বার্থে ভারতাজ্ঞাপ্তোহন।

তস্ম শিশোবহুবায় ও লতোচর কথাকিতি।

কাব্যবর্ণ ভগবানীহীনকাব্যবর্ণ।

তস্ম শিশো বহুবায়ো নাম কাব্যদিগে স্থত।

মাসাত্মী ঘননক্ষত্র শিববর্ণ বীরব্যাপ।

কুন্দোধর দৃতি খাটো জাখায় শুদ্ধো মতাতপ।

এতঃ সভাবন্ত শ্রীম পূজানায় গ্রন্থে স্থত।

শ্রীলা প্রধানরাজে ধ্রুব সমর্পণ গত।

ব্যামনবর্ণ বর্ণ অধ্যায়।

তন্মা নির্দেশে মায়ার পিণ্ড-বর্ণ শিব-লিঙ্গ প্রচার করিলেন, ও ভদ্রনি চারির্দান্তে শিব-পুজার ব্যবস্থা প্রচার করিলেন এবং ঈশ্বরের জন্ম বিবিভা কোন-বিজ্ঞানের প্রসার প্রাগৃহ প্রকাশ করিলেন। এইরূপ শৈব, বিভূতির পঞ্চপাড়, ল্যুকোর কালবর্ণ, চতুর্থ কথাকিতি। বর্ষের পূর্ণ পাড় এবং ঈশ্বরের শিখা গোপায়ন শৈব প্রচারিলেন।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

তপন্থী ভারতীয় উপাসকের শিষ্য গোষ্ঠীতে বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত হয়েছিল। অপরন্তু তারকা তপন্থী এবং বড় শিক্ষক একটি মত্ত শিখনের জন্য তার শিষ্যের কাছে দাদা হয়েছিলেন। এই মতের অন্য এক শিখন শিক্ষক।

মহাত্মা গোকুল সহ তিনি তার একটি যুব-বংশোদ্ভূত মহাত্মা তপন্থীর পীরের শিষ্য করার হয়েছিলেন। একই সাহিত্য পূর্বাভাসের উদ্দেশ্যে চারি আরামের স্থানে করিয়া নিয়ে গমন করেন।

শঙ্করসম্প্রদায়ে লিখিত আছে, শঙ্করচারিতের সময় হয় একার শেষ-সম্প্রদায় ছিল, তাহার মধ্যে চারি সম্প্রদায় লিঙ্গ-উপাসক। অতএব এ বিষয়ে উল্লিখিত পৌরাণিক উপাধ্যায়দের সহিত এই শেষ উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত তা দেখা যাইতেছে। কিন্তু শঙ্করসম্প্রদায়ে এই করার লিঙ্গদূষণকের নাম ভাঙ্ক ও জঙ্গল বলিয়া লিখিত আছে। পুরাণে তাহার পরিব্রাহ্মণ কাঠায় এবং কালে এই ছুই নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

লিঙ্গ ছুই প্রাকারের কুরুত্রিম ও কুরুত্রিম। ব্যঙ্গু-লিঙ্গ ও বাণ-লিঙ্গ প্রাকৃতির নাম অকুর্ণ।

শাস্ত্রে নির্দেশিত আছে, যে সকল লিঙ্গের কোন ব্যক্তি কর্ক্কুক স্বাধি হয় নাই এবং যাঙ্গ মূল দেখিতে পাওয়া

লিঙ্গ ছুই প্রাকারের, অকুর্ণ ও কুরুত্রিম, ব্যঙ্গু ও বাণ-লিঙ্গ প্রাকৃতির সকল লিঙ্গ মূল দেখিতে পাওয়া।
লিঙ্গাভিনী ও লিঙ্গায়ন

যায় না, তাহার ভক্তি লিঙ্গ বলে #1। ভারতবর্ষের সকল অংশেই অনেকাংশ ভক্তি লিঙ্গ বিদ্যামান আছে। শিবপুরাণ ও কৃষ্ণপুরাণের কাশীগুলঁ-রচনার পূর্বে যে সমস্ত লিঙ্গ বিদ্যামান ছিল, ঐ দুই এ ঐ তাহার নাম নির্দেশিত হইয়াছে, তথ্যের সোমনাথ প্রভূতি ঘাদশ প্রধান লিঙ্গের নাম জ্যোতিলিঙ্গ। তাহারা সর্বো-পরি পূজনীয়।

বিলাচনী অধিমাস্তানি বিন্দুনি শ্রবণন।

নামাঙ্গ দ্বারা অস্ত্র স্ত্রু যাহাদে অপোজিত।

নৈকর্দী সোমনাথ শ্রীযী মঙ্গলকার্ত্তনম।

তথ্যান্তঃ মহাকাশাদিত্যমদির্ঘকাসম।

ভূজাঙ্গস্ত রিমবক্রতে ভাস্কর্ণ ভীমময়কা।

ধরাবাহী বিন্দুষ্ম অর্জামান গৌতমিতে।

বৈদ্যুতিন বিতাস্মী নাগিয়ঃ দার্শনীন।

সিদ্ধর্থে বালমুনি বিদ্যুৎযুগ্ম মিত্যাহর।

শিবপুরাণ অন্তাঙ্গশ্চ অধ্যায়।

সংগৃহীত ধ্বনি-স্তম্ভ! পৃথিবীতে যে সকল জ্যোতি লিঙ্গ আছে, তাহার বিবরণ বলি: অবশ্য করিলে পাপ-মাণ্ড হয়। সূর্যাদি-দেশে

* লালবিন্দুতেং শামস্তবজাতনির্ম।

অরবি-মূলে বন্ধু কান্তঃ ভূতি নিলাত।

প্রাপ্তে বববি।

যে সকল লিঙ্গ শাম-হিত-মূল ও শাম-বর্ণ-বিসিচিত ও শামার যুগ কর্কশ এবং শামার মূল দুটি হয় না, তাহার নাম লিঙ্গায়ন।
নার্থদা-নদীর তীরে যে সমস্ত কুক্কু ফুড়া পাটান-খুঁ পাপুর হওয়ায় যায়, তাহার নাম বাণ-দিঙ্গ । অনেক অস্থ-মান করেন, এরূপে বাণ রাজা কর্কুক পূজিত হওয়াতে, এ সমুদয় একটি-২ ও বাণ-লিঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।
পুরাণে ইহার অস্থকিল অনেকানেক কথা ও উপাধ্যায় বিদ্যমান আছে। নানা পুরাণে ও নানা মুনি-প্রণীত এক্ষেত্রে বাণ রাজা অত্যন্ত বিষ-বক্ত বলিয়া কীর্তির্ত হইয়াছে, এবং তাহা কর্কুক বাণ-লিঙ্গ-স্থাপনার বিষয়ে কথিত হইয়াছে।

* এই সকল শিব-লিঙ্গের মধ্যে কতক অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, অর কতকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শিবদেবীর মায়ের নামক মুসল্মান বাদশাহ ১১৩৪ দশ শত চরিত্র খৃষ্টাব্দে ওজরাটের সোম-নাথ শিবকে স্নান করিয়া। তাহার মন্দির মুসল্মান দেবীনাথ করেন, ইহা শুনিয়া আছে। পুরাণে যখন এই সোমনাথ সোম-স্থ-শিং বলিয়া উঠিয়াছে, তখন বোধ হয় পূর্বকালে ওজরাটের কিয়দংশ সোমপৰ্ব্বের অন্তর্গত ছিল। দক্ষের কুক্কু নদীর দক্ষ-দক্ষের স্থানে ভারতে মলিকার্জুন শিব প্রতিষ্ঠিত আছে। ১১৩২ এখানে পাটান-খুঁ শবে অলংকৃত নামে একটি মুসল্মান বাদশাহ রাজ্যের মহাকালকে লাগিয়া চাপিয়া জাইয়া বোধ করিয়া। ফলেন। তাহার তিন-তি বৎসর পূর্ণ এই শিব-মন্দির নির্মিত হয়। অতএব বলিতে হয়, পক্ষাধিক নবম পক্ষাধিক ও মহাকালের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তীর্থ-দাতীয়।
লিঙ্গোপালন ও লিঙ্গায়ত। ১৫৫

ধূরা বাণাস্তিরাজ্যে প্রায়সী বন্ধন দানৎ।
অর্থাৎ গিরিতে তব লিঙ্গধূমী মহিমায়।
বাণাস্তিরাজ্য খুঁতসতোঘায় যুজ্যতীতলে।

শক্তিকপ্পল্লভ বচন।

পূর্বে নর্সন। নদীর তীরে বাণাস্তিরাজ্যের আর্থনীতিতে তত্ত্বশ্চ পর্যন্ত আমি নিদর্শনী শিব হইয়া। বাণ করি এ নিমিত্ত ভূমিকৃতে বাণ-লিঙ্গ বনির। আমার খ্যাতি রহিয়াছে।

বাণ: সন্ধিবিতো দুই বাণি বাণাস্তিরাজ্যায় পি চ।
তেন বা নাতু কল্ল নামালাসুল্লিঙ্গসাস্তম।

বীরবিজয়।

যও নদাসাত্তবে নাম বাণ। বাণ শচে বাণ রাজাও রুখান।

অদ্যাত্মি হিমালয়ে কেদারনাথ দর্শন করতে বাণ। দক্ষিণে রাজক-মহেশ্বরের অন্তঃপতীচর নামক শান্তে ভীমেশ্বর নামক শিব আছেন; সেই প্রাণের লোকর। তাহার প্রধান হইয়া স্বাদশ লিঙ্গের এক লিঙ্গ বননা বিস্তার করে। অতএব বেদম, এই লিঙ্গ শিবপুরাণগুলোত ধর্ম-ঘূঁট ভীমশক্তি লিঙ্গ হইবে। একাদশ শিব নর্সন। নদীর তীরে এ কার-মনচন নামক শান্তে বিদায় আছেন। কাশীর বিশেষত, বৈদ্যনাথের বিদায় এবং সেতুবদ্ধ রাজার্জির রাজ্যের এই তিনটি শিব-লিঙ্গ প্রসিদ্ধি আছে। ভীমকৃষ্ণ প্রসিদ্ধ অপর তিনটি লিঙ্গ এখন বিদায় আছে কিনা বলা যায় না।

ঝুঁকিতের অক্ষয় শতাব্দীর অর্থাৎ নবম শতাব্দীর রচিত বিবিধ
অনুসারে এই হিয়া লিঙ্গের অগ্রসর অনেকটি ন্যায় পাওয়া যায়। অত-এব এই সময়ের বঙ্গ পূর্বে ভারতবর্ষের সকল শান্তে লিঙ্গ-উপাসনা
প্রচলিত ছিল ভারত সদ্ভাবে না ই।
দেই বাৎ রাজা কেরুক প্রাপ্ত হওয়াতে, ধান-লিঙ্গ বলিয়া খাতি হইয়াছে।

এই বাৎ-লিঙ্গ বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যাভাবারে ইন্দ্রলিঙ্গ, আচার্যলিঙ্গ, মায়ালিঙ্গ, বার্তলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ, কুবেরলিঙ্গ, বৈশ্বলিঙ্গ প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ হয়।

মহন্ত কর্তৃক দ্বৈ-বিশেষ ঘারা নির্দিষ্ট লিঙ্গের নাম কৃতিধ লিঙ্গ। স্বর্ণ রক্ত কাংসা শিলা পারদ তারা ক্ষিতিক শ্রমকাল, মূর্তিকা, কুঞ্জ কুষ্ঠী চন্দন যব গোমূরঃ ধান ভিল লবন মৃত দধি গোমূর কেশ অস্ত্র প্রভৃতি উক্ত অথম বিদ্যা দ্বারা গঠিত নানাবিধ লিঙ্গ-পূজার ব্যবস্থা আছে। এই দেশীয় লোকেরা প্রাত্যাহিক শিব-পূজা সচরাচর পার্থিব লিঙ্গের করেন, ও কেহ কেহ বা বাণ-লিঙ্গের অর্থনা করিয়া থাকেন। যদিও লিঙ্গ-নির্মাণ বিষয়ে মূর্তিকার পরিশাল ও শেষ-রক্তাদি বর্ণের বিশেষ-বিষয়ক বিদ্যা আছে, কিন্তু এই প্রকৃতি তদন্তভাবী অনুমিত হইয়া উঠে না। এই পূজাতে রাজক অবধি শূন্ত পব্যন্ত সকল বর্ণেরই অধিকার আছে, শিবের অর্থনা না করিলে অনেক অনিশ্চিত উৎপত্তি হয়।

ধ্যান নাগর্জুনে কর্তৃ দর্শনে প্রস্তাব হইতে।

পীরন্ত অনুপসারী শাস্ত শাচ্য শূন্য মাধুর্য্য মতঃ।

আত্মতেজী।

চারিতে আর্য্য কর্তৃক রক্ষার, বৈশ্বে প্রভৃতি এবং শূন্যে কুর্মণ্য মূর্তিকার শিব-লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া ইহাই প্রধান বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে।
লিঙ্গোপাসনা ও লিঙ্গব্যতিরিক্ত

শিবামুণ্যতূলি বৈষম্য ধুমকী নেক্যে বিবর্জিতম।
বিহারঘাটসমূহ দেবি তঙ্গ হে বিষ্ণু পার্ষ্঵ন।
চাকী বা বৈষ্ণবী বাপি ঘোড়া বা পর সেচির।
চারী বিশ্ব প্রোড়হ বিশ্বসং সৈকাননে।
প্রায়নং মহেশ্বরার্থি বিশ্ব প্রার্থন প্রথমবেতর।
অন্যান্য মতবাদ ক্ষণ বিযুক্তা বিনা মিথ্যে॥

পার্থিত্যে দেবদেশে যে গৃহে শিবের পূজ্য হয় না, তাহা বিষ্ণু-গোর্ণে পূজ্য ঘরে।
পরমেহরি! হাক্ত, বৈষ্ণব বা শিবের হস্ত, অন্তে 
বিষ্ণু-পত্র যার। শিব-লিঙ্গের পুজ্য করিয়া। 
হাতার নিকটে অভিষে পূজ্য অন্য দেবতার পূজ্য করিবে না। শিব-পূজ্য। না করিতে, পূজ্য 
নামরী সমুদ্র মূর্তি হয়।

পূর্বকালে লিঙ্গ-উপাসনা কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে 
বহাল ছিল না। এখানকার অন্তর্গত শত কৌশ্য 
পুরাতনে মিশার দেশে অসীমসূচ নামক প্রাধান দেবের লিঙ্গ- 
পূজ্য বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল। এই অসীমসূচ ও তদীয় 
ভাষ্য। আইসীসু দেবীর সহিত শিব ও শক্তির বিবিধ 
বিষয়ে এক দেখা যায়। ভূগতীয় শিব-কুক্তার, আই- 
সীসু দেবী ও সেই শিব-পূজ্য পূজ্য। তত্ত্বাদি শক্তি-বহর 
শৈলীত্রে শন্তঃ শৈলীত্রে শাশ্ত আইসীসু।

* এদিন ত্রিকোণ পটুত্তি অগ্নায়ু উপাসনকের অনিশ্চিত শিব 
পূজ্যর ব্যবহার দেখিতেছি কিন্তু গোরী-সত্যের ও অন্য অনেক-সত্যের বিদ্যমান শিব-পূজ্য। করিন না, বরং শৈলোের অন্য 
বিষয়ে প্রকাশ করিয়া দাড়াইল।
দেবীরও পরিচায়ক ছিল। শিব যেমন সংহারকর্তা, অসীরিস সেইকার মানেক মান-মুর্গ। শিবের বাহন রূপ যেমন পৃষ্ঠায়, অসীরিস দেবের এপিসু নামক রূপ তাহার অংশ-মুর্গ বলিয়া পুজিত হইত।

এইকার একটি উপাখ্যান আছে যে, বেকুকে দেব ভারত-বর্ধ হইতে দৃষ্টি রক্ষক সহ দেশ লইয়া যান, তাহার একটি নাম এপিসু। শিব ও অসীরিসের উভয় দেবতারই শিরোভূষণ পর। শিবের হস্তে যেমন ত্রিশূল, অসীরিসের দেবের হস্তে সেইই একটি দণ্ড দেখা যায়। মিষার দেশের অসীরিসের দেবের অনেক পাপাজিম প্রতিমূর্তির সহিত শিব-পরিধান ব্যাঙ-চর্চের প্রতিকৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতিভাত উইল্কিন্স, সাহেবের রূপ প্রাচীন মিষার লোকের ইতিহাস-সংক্রান্ত চিত্র-গ্রন্থের ভোজন সংখ্যাক চিত্রকলাকে অসীরিস দেবের চর্ম-পরিধান-বিশিষ্ট চিত্রময় প্রতিকৃত বিদ্যমান আছে। তাহার একটি শিব-প্রিয় বিলু-পটর মত বিভূতি বিভূতি। কাশী-ধাম যেমন মহাদেবের প্রধান ভোজন মেক্সিকো নগর সেইই অসীরিস দেবের সর্বোপরি মহাভাষ্ম-ভূমি বলিয়া পরিগণিত ছিল। হিংসা দিয়া যেমন শিবের অভিষেক করা হয়, ফিলিডোগে অসীরিসের দেবের পৌঁছান সেইই প্রতিকৃত ৩৩০ পাত্র হিংসা অপার্ণ করা হইত। মহাদেবের সাহিত অসীরিস দেবের বিভূতি। এই যে, শিব শেষতর্ব, অসীরিস রুক্ষবর্ণ। কিন্তু মহারাজ নামক শিব-মূর্তি বিশেষেবের ক্রমবর্ণ লিখিত আছে।
লিঙ্গোপাসনা ও লিঙ্গায়ত।

সম্প্রচার বর্তমানে আইসিস ধর্মবিশ্বাস ও বিশ্বাস দৃশ্যমান অসীম মূলে গিয়েছে।

তদন্তু।

দেবীর দক্ষিণ ভাগে ধূমো-বর্ত, বিকৃত-রদ্রশন, ভোল-বদন, দক্ষিণ ও কালীর ধারিতে নিদ্রা গহাকালের পুজা করিবে।

তারত্বর্ষের শিব-লিঙ্গ-পুজার ন্যায় মিশর দেশে অসীম দেবীর লিঙ্গ-পুজা অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। এ বিশ্বাসের এই পুজো একটি উপাধ্যায় প্রদান করিবা যাব, তাই নামক দেবতা মন্ত্রণ পূর্বক অসীমীকে গায় করিব। তাহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। এই অসুভ সমাচার প্রাপ্ত হইল। তাহার তার্থে আইসিস দেবী সমস্ত দেহ-খণ্ড সংক্ষেপ পূর্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে খনন করিয়া রাখেন। কিন্তু লিঙ্গ-দেশ পাইলেন না। এই নিমিত্ত উহার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিব। তাহার পুজা ও মহোৎসব প্রচলিত করেন। বিশ্বাস

dেশের স্থানে যখন তেহ নামে এই ঘটনা
একটি মূর্তি দেবিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা এ দেশীয় ঘোষিত দেবীর প্রতিশীল। তার-

তত্ত্বাত্মক শাস্ত্রাতে যেহেতু শিব-লিঙ্গের
শিবের সূজন-শক্তির বিজ্ঞাপ্ত বলিয়া
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, মিশর-দেশীয় ইতিহাসবিদ পতিতার।
অসীমীর দেবীর লিঙ্গ-পুজার বিষয়ে অর্থন মেইগ্রুপ
মীরাং-সা করিয়া গিয়াছেন।

* প্রুন্ত-লিঙ্গিক অসীমীর ও আইসিস দেবীর রহস্য এবং গীতিকৃত
উদ্দেশ্য সাহেব-কৃত পুলিন্দিন মিশর লোকের ইতিহাস এই ঘটনা
এক্ষেত্রে এই বিষয়ের অস্তিত্ব দেখ।
শীর্ষক বাঙ্গালী কেনেডি এ দেশীয় শিব-লিঙ্ক উপাসনার সহিত মিশ্র-দেশীয় লিঙ্ক-পৃুজার দুইটি বিষয়ে বিভিন্নতা লিখিয়াছেন *। তিনি বলেন, মিশ্র দেশের ন্যায় ভারত-বর্ধ লিঙ্ক-মূল্যের গ্রাম-যাত্রা বা নগর-যাত্রা প্রচলিত নাই। তাহার একাধিক নিতান্ত অযুলক। বাঙ্গালী দেশে চৈত্র-উৎসবের সময়ে সন্মানিক সমারোহ পূৃক্র জলাশয় হইতে শিব-লিঙ্ককে পৃুজার খুলে আনয়ন করে, পরে মন্তকে করিয়া। উৎসব লোকের গৃহে গৃহে লইয়া যায় ও তথায় স্থাপন পূৃক্র তাহার অর্চনায় করিয়া থাকে। চৈত্রমাসে নবদ্বীপে শিবের বিবাহ নামে এক রূপ মহোৎসব হয়, তাহাতে মহাদেব বাণভাঙ্গাদি সহকারে মহাসমারোহ পূৃক্র ভগবতীর বাটীতে যাত্রা করেন, এবং বিবাহ-ক্রিয়া সমপ্রবর্ত হইলে, তখন হইতে বীর্য মন্দিরে প্রত্যাগত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে নাত আর্ট ক্রোশ হইতে অনেক লোক নবদ্বীপে আগমন করে। উক্ত সাহেব আর এই এক কথা কহেন যে, অন্যতমের লিঙ্ক-পৃুজার ন্যায় শিব-লিঙ্কের অর্চনায় মদ্যপানাদি প্রচলিত নাই। একাশ্ব-রূপে এরূপ ব্যবহার প্রচলিত নাই বলে, কিন্তু বীরাচারী অপ্রাকাশ্ব-ভাবে কুলাচারের অন্তুষ্ঠান সহকারে শিব-লিঙ্কের অর্চনা করিয়া থাকেন। যোগসাধী এবিষয়ের প্রতিপূষ্পক স্বপ্নের প্রমাণও বিদ্যমান আছে।

* Vans Kennedy's Researches into the nature and affinity of Ancient and Hindoo mythology, p-305.
বাস্তবিকতা সংহারায় যৌনিক যোগাযোগ িবং
কৌশিকান্ত কুষ্টাসারে দম্পলাঙ্গ মনুসংহিতার ষষ্ঠ কৌশালকার।

বোধিদাতার বোধ-সংহং, কৌশিকিদাতার স্তর্বা সুবাচার এবং
পর্বাচারিদাতার শস্ত-নিবিদ্ধে অর্থাং অভিচার-কিরায় সর্বং সাংবাদিকরের আরাধনা করিবে।

বোধ সমস্তে সর্বতে এ বিষয়ে যৌনিক যোগাযোগ িবং
আইনে িরতে িছে।

পরিবাসাস্ফ যৌনিক কৌশিকান্ত সর্বাং ি।
কুষ্টাসারা সমুদ্ধ কুষ্টাসারের ি।
কুষ্টাসার যোগাযোগ সমুদ্ধাসাকার।
সমুদ্ধাসালাভায় যৌনিক সমুদ্ধায়।

বোধিদাতার বোধ-সংহং, কৌশিকিদাতার স্তর্বা, কৌশালকারের সর্বং, সংহং, সর্বাস্ফ সুবাচারে পর্বন ও সন্তানে পর্বন। বোধিদাতার নারায়ণ-স্তর্বা তর্কার বাস্তবার সহকার করিব।

এষ্ট দেশেও লিঙ্গ-পৃষ্ঠা অভিযুক্ত আছে ি।
অনেক নমুনার এ যৌনি প্রজাতি বহুঃ সমুদ্ধর লিঙ্গ-পৃষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত িছে ৪ ও সময়ে সমরে নানা বিধি ব্যাপার সহকারে লিঙ্গ-পৃষ্ঠা প্রশস্ত ি। কৌশালকারের নামে বেকলি দেবের একটি বহুঃ হিত, ভাষাতে গুরুত ব্যক্তির। মুখ-চেষ্টা পরিধান পূর্বক সর্বতে িলী লেপন

করিয়া নৃত্য করিতে, এবং এক একটি সুরুনে কাঠ-দেও
চর্চা-লিঙ্গ বহন করিয়া। পথে পথে লইয়া যাইত। তাহার।
এই রূপ স্তব করিয়া যে, "হে বেকসু! আমরা। তোমার
গুণ কীর্তন করি, হে উন্নত আমরা। তোমার গুণ-কীর্তন
সতী স্ত্রীলোকের অধিকার নয়।"

এই বেকসু দেবের পুত্র প্রৌণপুস্তন নামক দেবতার বিশেষে এই প্রকার-সম্বন্ধীয় যে সমূহার কুৎসিত হস্তাক্ষর লিখিত আছে, তাহা অর্থ করিলে লজ্জা উপস্থিত হয়। তাহার
প্রধান প্রধান ধর্ষণ মহোৎসব কেবল স্ত্রীলোক কর্তৃকই সম্পাদিত
হইত। তাহার গঙ্গীত বলিদান ও মূখ্যা বিষয় উপচারে
তাহার অর্থনীতি করিয়া। নৃত্য গীত বাঙ্গালি ধারা
তাহারোপরি পরিতৃপ্ত করিত ৷। এখনিভিন্ন নামক একজন
গুরুকে প্রমাণ লিখেন; একজন বেকসু দেবের মহোৎসব-
বিশেষে এক শত বিংশতি হস্ত দীর্ঘ একটি শ্রীভূমি লিঙ্গ-মূর্তি
বহন করিয়া লইয়া যাইত ৷

কি আশ্চর্যের বিষয়! সেই রূপ লজ্জাকর অবলম্বন
প্রতিযুক্তি-প্রকাশ অথবা রাজ-শাসন ধারা বিশেষ রূপে

* এদেশীয় চন্দ্র-পুজো ফুলি-কুড়ার সমাজী এবং আমাদু অপরাধের লোকের। গাত্রে ধুরি, কর্ম, মনী, চূর্ণ অভ্যুতি লেপন
করিয়া। আমার মধ্যে নামী কৃৎসিত বাচার করে।
† Cyclopaedia Britannica, Vol. 27.
§ অতএব তত্ত্ব পীরাচার্যের অনুসরণ বাচার ইতোমধ্যে
ব্যাখ্যা ছিল।
This last lingering relic of a very ancient rite—Phallic, Lingae, or Ionian, as one may be differently disposed to view it—in Christendom, has been thought to deserve a separate and somewhat lengthy dissertation. I have compiled such a one, from sources not mentionable, with a running commentary showing its close correspondence with existing Hindu rites.—Moor's Oriental Fragments, p. 147.


† Tod's Rajasthan, Vol. I., p. 599.
ভারতবর্ষের উপাসনা-সম্প্রদায়।

কোন কোন অবস্থা মন্ত্র হইতে এই বিষয়ের এই রূপ বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি এবং তাহার বে স্থলে যাহা বর্ণনা সমন্বয় লিখিয়া গিয়া। হিন্দুদিগের অঠালিত লিঙ্গ-দোপানার সহিত ইহার সৌম্যতা প্রদর্শন করিয়াছি।

বিশ্ব-দেশীয় প্রত্যয়কর স্থীতান্তের। লিঙ্গ-মূর্তি-সদৃশ পূর্বেই তথাও নামক বস্তু ধারণ করিতেন। পূর্বতন স্থীতান্তের অনেকানেক সমাধি-বন্ধনে সেই তথাও-মূর্তির প্রতিরূপ অদ্যাপি অস্ত আছে ৷

ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে শিব-লিঙ্গের উপাসনা অভ্যন্ত প্রচলিত। তখন ভূম্য একটি লিঙ্গের সম্পূর্ণ বিদ্যমান আছে, তাহার নাম লিঙ্গায়, লিঙ্গবস্ত ও জ্ঞান। এইরূপ লিখিত আছে যে, কিছুকাল পূর্বে ও বিশেষ কল্যাণপতনের অধিপতি বিজল রাজার সময়ে এ অঞ্চলে জৈন ধর্মের সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠাব হয়। ১১৩০ খ্রীঃ-কালের পর বাসর নামে একটি রাক্ষণ-পুত্র এ ধর্মের নিবারণ ও শিবরাধন। প্রচুর উৎসর্জনে উল্লিখিত জৈন-সম্প্রদায় প্রভূতি করেন। শহরাঞ্চল দেশের স্থানিত্ব বলে এদেশের মধ্যে ভাগোয়ান-মাম-

লিঙ্গোপাসনা ও লিঙ্গায়ত।

এই তাত্ত্বিক তাহাকে শিব-বাহন নম্বর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেনন।

এই সময় কিরীট আছে যে, উপনযনের সময় স্বর্ণধ্বনি-পাসনা করিয়াছে হয় বলিয়া, বাসব বাল্যকালে যজোপবীত এগিয়া করিতে অভিলাষ করেন এবং বলেন, আমি শিব ভিত্তি অন্য গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিবার। পশ্চাৎ তিনি একটি অভিনব উপালক-সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিতে প্রবৃত্ত হন।

বাসব ছিদ্র ধর্মের অন্তর্গত অনেকানেক বিষয় নিতান্ত ভ্রান্ত-মূলক জানিয়া একবারে পরিভাষাগ করেন। স্বর্ণ অগ্নি ও অন্য অন্য দেব দেবীর পুজো, জাতি-ভেদ, মরণো-ভা যোনি-মন্ত্র, ব্রাহ্মণেরা তোষ-সম্প্রদায় ও শুদ্ধম। এই তৃতীয় কথায়, অভিমুখের অশক্তি, আরক্ষিত, তীর্থ-মন্ত্র, স্থান-বিশেষের মাহাত্ম্য, ত্রীবোধের অপ্রাধান্য ও অপব-দৃশ্য, নিকটসম্পর্কীয় কন্যার পাথিতাষ্ট্র-প্রতিষেধ, গন্ধী তীর্থ-জল সেবন, তুষারপাত-ভোজন ও উপবাস, পৌষা-শোচ, সুলভ্য, কুলোদ্ভ, অনেকাইক্রিয়ার অত্যাব- শক্তিত্ব এসমস্তই তিনি অধ্যাত্মিক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন।

বাসব কুদ্র কুদ্র লিঙ্গ-মূর্তি প্রস্তুত করিয়া ত্রী পুরুষ
উভয় জাতীর শিখ-গণের হয়েও গন্ধে দার্শন করিয়ে।

* দক্ষিণাগণতে শিব-বাহন বলুন অন্য একটি নাম মধ্যে বলীয়া 
অসিদ্ধ আছে ম।

তারা হাম হাম পাঁচ নাম্বার মধ্যে লিখিতম।

শিক্ষা আদর্শে মিলিত গল্প।
১৬৬  ভারতবর্ষীয় উপাসক-সন্ন্যাস।

উপদেশ দেন। তাহার মতে, শুরু, লিঙ্গ, জ্ঞান * এই তিনটি মাত্র পরমশুর-কৃত পবিত্র পদার্থ। ঐ লিঙ্গ ব্যাপ্তের কিছু ইহারা বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ এই দুইটি শৈব-চিন্তন ব্যবহারের কারণে থাকে।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই গুরুত্ব-পদ এর অধিকার আছে। দীক্ষাকালে গুরুর শিষ্যের কর্ণ-কুহুরে মন্ত্রের পদার্থ করেন এবং তাহার গল-শেষে কীতে লিঙ্গ-মূর্তি বাংলিয়া দেন। স্বামীর পক্ষে মন্ত্র ও তাহার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

বাসব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করেন। এ বিষয়টি ভাল বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অন্য একটি জন্ম রীতি চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণাপথের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে উদ্ধার-বিষয়ে একটি কৃপথা প্রচলিত আছে। তথায় বিবাহের পর স্ত্রী নিজ পতির সহিত সহৃদয় না করিয়া। খেছাঁড়া অন্যান্য পুরুষে অন্যুরক্ত হয়। সেই সেই অঞ্চলের জন্মক্রমে হিন্দু-ধর্ম অগ্রাহ্য করিবার উদ্দেশে এই কৌতুকজন্য রূপিত রীতি অনন্যকরণ করিয়াছে।

বাসব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে শব-দাহ-প্রথা পরিভাষাগ করিয়া। শব-খননের প্রথা প্রচলিত করিয়া দেন। সহ-মরণের রীতি অমূল্যায় বিধবা দিগকে জীবিত দশ্য করিবার বিষয় ছিল, তিনি তাহার পরিবর্তে তাহাদিগকে জীবিত খনন করিবার প্রথা প্রবর্তিত করেন।

* অষ্টমুদ্রারী লোক।
একমাত্র জঙ্গলের সার্কাসে বাসের নিয়মানুসারে চলে না। পূর্বেই লিখিত ছিলো, তিনি তীর্থ-জ্যোতি অনাব-শ্যাক বলিয়া। উপরের দেন, কিন্তু তাহার সম্প্রদায়ের লোকে শিবরাত্রি-বৎস পালন করে ও সচরাচর আশ্বেলে ও কালৌলী সার্থুড়ি শৈব-রীরে যাত্রা করিয়া থাকে।

ইহারা দক্ষিণাপথের কোন কোন শিব-মন্দিরের পূজা-রীর গদে নিযুক্ত থাকে। অনেকে কেবল ভিক্ষা করিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে। কতক লোকে হৃদয় ও পদে ষষ্ট বন্ধন করিয়া অপার করে; গৃহস্থ লোকে তাহার ধনি শুনিয়া। তাহাদিগকে নিজ গৃহে আত্মান করে, অথবা পথের মধ্যে আসিয়াই ভিক্ষা দিয়া যায়। অন্যায়, স্থানে স্থানে ইহার মরণ বিদ্যমান আছে; অনেকে তথায় পরি-চারক-লোক অবস্থিত করে। মরণ-ব্যাধিরা কতকগুলি শিবদের রাখেন ও মৃত্যু-কালে তাহার মধ্যে এক ব্যক্তিকে আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া থান।

ভারতভর্ণের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রবিষ্ট কর্ণাট এদেশে এই সম্প্রদায় কেমশার প্রায় ছিল। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিল ও তেলিগ্র দেশে বিস্তৃত ছিল। পাঠিয়াছে। ভারতভর্ণের উত্তর খণ্ডে এ সম্প্রদায়ের লোক অতি বিরল। কাশীর কোনোমাত্রের পাগোরা জ্ঞান। উহার

*দক্ষিণাভা শিবাদি জ্ঞানসাধন সচরাচরের সংকার অনেক কথাই ভিক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত করিবার দৃষ্টি রক্ষাতে মাধ্যমে দেশের সাথে পালিয়া অর্থাত মূল্যশীল ব্যয় অসাধারণ কর্মের পালন করে প্রথম কাদার বর্ধমান হইতে সমাজমূলক ইতিহাস।*
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

অন্তত একটি স্থানে ভাইদারের বাস আছে বলীয়া। সেই স্থানের নাম জঙ্গলবারী হইয়া গিয়াছে।

তেলুগু, কনর প্রভৃতি দাঁড়ির ভাষায় ঈহাদের অনেক এক্ষণ বিদ্যমান আছে। যেকিঞ্জী সাহিব ঐ অঞ্চল হইতে যে সমস্ত এক্ষণ সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে বাস-বেষ্ম পুরাণ, পণ্ডিতরাধ্যচরিত, বাঞ্ছনা পুরাণ, চেন্ন-বাসব পুরাণ, পোভুলিঙ্গলীলা, সরস্বতীলাম্বুত, বিরক্তক কাব্য প্রভৃতি এ সম্প্রদায়ের অনেক পুন্তক প্রণীত হয়। যায়। ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের এদেশে দেশ-ভাষায় ঈহাদের কোন এক্ষণ পাওয়া যায় না। ঐ এদেশে ব্যাপক বেদান্তসূত্রের নৌকাল-রচিত ভাষায় এই সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রাণাঙ্গিক এক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

আঠার কপোলকাদি ঘাঁরা সঙ্গীতভূত রূপ-বিশেষকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহারাও অন্য এক গ্রামের জঙ্গম। এদেশের লোকে ঐ রূপকে বৈদ্যনাথের গুরু বলিয়া থাকে। ঈহাদের মধ্যে অনেকে বৈদ্যনাথ অঞ্চলে অবস্থিতি করে।

ভোপা।

ঈহার ভৈরবের উপাসক; তাহার প্রতিমূর্তি রাখে ও অহরহ অর্থনা করিয়া থাকে। ঈহার কেশ-৩ প্রগ্রে রাখে, ললাটে সিদ্ধুর ধান্ত করে এবং কোষামের বড়ো বড়ো
দশনামী-ভাঁট।

মুপুর বাধিয়া ও কেহ কেহ পায়ে লোহার জিজির দিয়া নৃত্য ও তৈরীর গুণ-কীর্তন পূর্বক ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

ইহাদি পশ্চিমাত্র প্রদেশেই অবস্থিতি করে, কখন কখন কলিকাতার মধ্যে পূর্ব হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে গৃহস্থ ও উদ্ভাসীন উভয়ই আছে।

দশনামী-ভাঁট।

ইহাদি দশনামীর অন্তর্গত নয়, কিন্তু তাহাদেরই নিকট ভিক্ষা করিয়া অর্থে পার্জন্য করে। দশনামী ভিন্ন অন্যায় দান গ্রহণ করে না। এই উপাদান আছে যে, পূর্বে ইহাদি সকলের নিকটেই ধন পরিগ্রহ করিতে, পরে বেতাল ভাঁট নামে একটি ভাঁট হইতে তাহা রহিয়া যায়।

এদেশীয় ঘটিকেরা যেমন কঠিন ও ত্রাহনর বংশ-পরঃপরারের বিবরণ রাখে, ইহাদি সেই রূপ দশনামী সম্বন্ধে তাহাদের শিখ-পরশুরারের রূপাঙ্ক রাখিরা থাকে ও প্রয়োজন হইলে প্রকাশ করিয়া দেয়। ইহাই ইহাদের প্রধান রূপ। ইহার শয্যা-পায়ী; এক একসময়ে অতিরিক্ত পান করিয়া থাকে। ইহারা গৃহস্থ; পশ্চিমাত্র প্রদেশে বাস করে এবং মধ্যে মধ্যে অপারাধিক লইয়া তীর্থ-অষ্টাধ করিতে থাকে। কার্যক ও পৌর মায়ের প্রেমে গঙ্গাসাগর-নাট্যের সময়ে কলিকাতায় ও কোস্টবাম্বামে প্রায়ই দুভে হইয়া থাকে।
ইহারা শিব-ভক্ত বটে, কিন্তু সর্বনামীকে সমধিক মান্য করিয়া থাকে। অগ্রে তাহার অর্চনা করিয়া পশ্চাৎ শিব-পূজা করে।

চন্দ্র-ভাট।

দেখাইল ভাটের বিষয় লিখিতে গিয়া আর এক পুস্তক ভাটের কথা স্মরণ হইল। তাহাদের নাম চন্দ্র-ভাট। তাহার ভিক্ষু-বিশেষ বই আর কিছুই নয়; তবে যখন কারণগুলি আপনার ভিক্ষুকের নৃত্য মর্যাদা লেখা হইয়াছে, তখন এই ভাটের প্রসঙ্গ করাতো অনুষ্ঠান না হইতে পারে।

ইহারাও শিব-ভক্ত; উপচার মতে শিব ও কালীর পূজা দিয়া থাকে। ইহারা গৃহস্থ; কাশী জেলা, পাটনা জেলা। প্রাচীন পশ্চিমোত্তর অঞ্চলের নানা স্থানে বাস করিয়া থাকে। শীতকালে পরিবার সঙ্গে করিয়া ও গো, গোত্র, প্রায় আর উত্তর ভিক্ষু দেশ দেশান্তর ভিক্ষায় গমন করে। এই রূপে বাহ। কিছু উপার্জন করিতে পারে, তদ্রো সংসার নির্বাহ করে। অনেকে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কৃষি-কার্যকাণ্ড করিয়া থাকে।

ইহারা আবার গিয়া যে দিন যে স্থানে অবস্থিত করে, তথায় টোল অর্থাৎ কুটির অনুষ্ঠান করিবার মত সামগ্রী সকল সঙ্গে সঙ্গে রাখে। গ্রামগুলিতে জ্বালা-জাত লইয়। বাড়ি, এবং কুকুরে রাত্রি-কালে চুক্তি দেয়। ইহারা যখন ভিক্ষায়
যায়, বাঁন্দার ও ছাগলকে লোকের নিকটে নৃত্যাদি করাইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করে। ঈহারা অতিশয় নিবৃত্ত লোক; সচ-রাচ মদ্য মাংস ব্যবহার করিয়া থাকে।
শক্তির অর্থাৎ শিব-শক্তিকের উপাসকদের নাম শাক্ত।
তন্ত্র-শাক্ত এই সম্প্রদায়ের বিধি-নিষেধ-বিষ্ণু পরিপুর্ণ।
তন্ত্রোক্ত উপাসনা বৈদিক উপাসনার মত নয়। তাব্রিক
উপাসনের। দেবতার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া মন্ত্র দ্বারা
জানান আচার্য করেন, ও পাদ্য, অর্থ, শ্মানীয়, গন্ধ, নৈবেদ্য,
পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রদান করেন, ও অধিকারি-বিশেষে
মদ্দ, মাংসাদি নিবেদন দ্বারা তাহার অর্চনা করিয়া থাকেন।

শক্তি অর্থাৎ কালী তারা শ্রদ্ধৃতি শিব-শক্তিই
শাক্ত-সম্প্রদায়ের উপাস্য। কিন্তু সকলের ইউ-দেবতা এক
নয়; গুরু-শিষ্য-প্রণালীক্রমে বিশেষ বিশেষ দেবতা বিশেষ
বিশেষ ব্যক্তির ইউ-দেবতা বলিয়া উপদক্ষ হন। কেহ
কালী, কেহ বা তারা, কেহ বা জগদ্বাক্তি, কেহ বা অন্য
দেবতার থাকেন।

তাব্রিক উপাসনায় গুরু-শিষ্য-প্রণালী একটি পরম
এয়েজনীয় পবিত্র বিষয়। অতএব কিছু লোকে গুরু
ও শিষ্য হইবার অধিকারী, তাহা সকলের অবগত হওয়া
মদ্দ নয়।

রসালান্ত মাতামন্থ: সূবলকাশ্যাপড়ি ধ্যা।
বৃহ: দর্মোক্ষিবাহাল্যা বিমিক্ষাবিন।
পিছিলা জ্ঞান।
মহাশাষ্ট্র সংহিতায় এসময় মহাশাষ্ট্র শুনিলে পাওয়া যায় ও শুনিয়া অভাস করা হয়, তিনি পরম ওক জানিবে। তিনি যাহা আজ্ঞা করেন তাহাই সিদ্ধি-দায়ক।

সর্বাঙ্গাভাবরত্ন: সর্বাঙ্গাভাববিদ্যা সর্বত্র।
সুবিচা: সন্ন্যাসী অমৃত: কুলনীন: সুষ্মিতন:।
জিতেন্দ্র: বহুবাদী বাদ্যশূন্য: ব্যাংকানুস:।
পিতারাটিহি ব্যুঁ: সর্বকথায়বার্তা:।
আত্মী দেবশায়ী ও গুহ্যাগং বিধীবাচে।

অম্বরসাপ্তভ দ্বিতীয় পাঠে।

যিনি সর্ব-শাস্ত্র-পরার্থ, বিপুল, সর্ব-শাস্ত্র, মিকেভারী, নবন্দ, সর্ববিদ-পরার্থ, কুলাচার-বিশিষ্ট, সূর্য, জিজিল্লির, সত্যবাদী, মধ্য-লক্ষায়কান্ত ব্যাঙ্গণ, শান্ত, বিতু-বাড়ু-হিতকারী, সর্ব-কর্ম-পরার্থ, অতিরিক্ত এবং সর্বদেশ-বিধী, তাহাদিগের ওক করিবে।

অতোপি মন্ত্রঃ বুদ্ধঃ বুদ্ধঃ মিথ্যাবিদ্যা সর্বজনঃ।
সর্বজনঃ বুদ্ধে সর্ব ভাগায় গুহ্যেবঃ বিশ।
গ্রামোশােমঃ ব্যাণ্ডান তথা ভাণ্ডা ঐহৎ প্রয়।
অতোপি মন্ত্রঃ বিশ। ন ভূমিন সত্যেত গুহ্যেব।
মধ্যুমোশােম: বুদ্ধ: গুহ্যাত্ম ব্যাণ্ডা ঐহৎ।
গ্রামোশােম: মিথ্যাবিদ্যা হিতুত্তরোঁ অঞ্চলঃ ঐহৎ।

কার্যাচার্তপ্রাণী তৃতীয় পাঠে।

লোভাগি: লোভ-রুদ্দে গুলিকে ভাগি করিবে। ভূমণ্ডলে আশ-লাভের সকলের গুলি আয়োজন হয়, আজ ধার। মুক্তি।
লাভ করা যায়, এই হেতু অন্য সর্বাপেক্ষা শেষ। অতএব যে গুলি জান-দানে অশক্ত, তাহাকে পরিপালন করিবে। তাহার যেরূপ মধু-লোকে পূর্ণ পুরুষ করে৷ শিষ্যে সেইরূপ জান-লুক্ত হইয়া তিনি তাঁহাকে অবলম্বন করিবে।

কলের লোকে শিষ্য হইবার অধিকারী তাহাতে লিখিত আছে।

ঘটিতঃ ক্ষুদ্রীন। ঘৃতার্থ যুক্তার্থ যুক্তে।
অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতর গুণ।
স্থিতিয়া মাধ্যমী নিশ্চিতামুক্তী যোগাযোগ।
এক্ষণে নির্দিষ্টক্ষয় যিদমাত্রনিদ্রায়ন।
বাসনাং কায়ধৃষ্ট যুক্তকৃত স্নায়ু।
একত্রযুক্ত যোদিতে যিদাৎ নামন যন্ত।

. সারদাতীন বিভূতির পটাল।

যে যাকি সুদর্শন-জাত, শূন্ত-চিহ্ন, পুকুরাঙ্গ-পরায়ণ, বেদ-পারস, নিপুদ, জিত-কাম, সর্ব প্রাণীর নিভা হিতেতি, অত্যক্ত, অত্যক্ত-সম্পাদ্য বিশিষ্ট, ঘড়ু রস, ভক্তি পুরুষ পিতা মাতার হিতানুরক্ত, কায়ম, বাক্য ও ধন ধারায় গুলি শ্রাবণ্ডে নিয়ুক্ত, সেই যাকি শিষ্য হইবার অধিকারী অন্য কেহ নয়।

চর্চিতিরহী: সমধুন। অন্তরাল সম্বন্ধে বিখ্যাত।
অলুক্তান স্রষ্টার মৃদুলাতার বিবেচনায়।
আধুনিক পদার্থীয় গুরী মনে পঠিত তে।
একবিশ্রাম যিনি স্বাক্ষর হইতে বিরত।

ক্ষুদ্রলাভ চরুলোকপ্রভৃতি তীক্ষ।
ঝাঁক।

যে ব্যক্তি শেধমাদি-তৃষ্ণা অথবাদাহী, শিরাশ্র, লোভ-রহিত ধ্যান-ভাবাদ, চুর-দর্শী, জিতেক্ষণ, অল্পক, গুরু মন্ত্র ও দেবতাদে স্বরূপ-বিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি শিষ্য হইবার অধিকারী; অন্য-রূপ শিষ্য গুরুর গৌণ-দাসক।

উত্তরূপ লক্ষ্যক্রান্ত দেখিয়া গুরু-শিষ্য-এবং করা যত হইয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদ্য নাই। প্রত্যুত, শাস্ত্রাচারে যেবু লোক গুরু ও শিষ্য হইবার নিতান্ত অনিশ্চিতান্ত তাহাই অধিক। তাহারা না হইলেই বা কি হয়?

যথোন্ত লক্ষ্য অন্যস্বস্ব করিলে গুরু ও শিষ্যের পদ এক বারে লোক পাইয়া যায়।

গুরুরা শিষ্যের দীক্ষা-কালে তাহার ইচ্ছা-দেবতার বিজ্ঞাপক জ্ঞান বীজ-মন্ত্র উপদেশ দেন। ঐ অসংখ্য মন্ত্রগুলি অভিযুক্ত গূহা, এই নিদিষ্ট তত্ত্বকারের তাহ।

গৌর রাধিবার উদেশে কতকগুলি স্রুতি শব্দে অন্য কতকগুলি শব্দের স্রুতি অর্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সেই শব্দের সেইরূপ অর্থ তত্ত্ব অন্য কোন শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ স্থলে তাহার চুই একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

কালিবিজ।

বর্ণিত্ব বস্ত্রাংক্রমাং পরিবিন্দ্যশাখাবিন্দ্য।

বর্ণিত্ব পরে জরি-বাঁচ শব্দের জরি শব্দে 'ঁ', এবং তাহাতে বিভিন্ন প্রভাব। এই প্রভাবের উদাহরণ দ্বারা 'ঁই' এই প্রকার নিপত্ত হয়।
ভূবনেশ্বরীবিজ।

নকুলীয়াঃ নিমাই মাত্রঃ বামনবাবু রাম্যবান্ধবঃ।

নকুলীয় সংস্কৃত শব্দে ‘হ’, অষ্টম শব্দে ‘র’, বামনের শব্দে ‘ঈ’ এবং অষ্টম চতুর্থ শব্দে ‘স’; এই সমূহের উচ্চারণ ভার্মা জ্ঞাত এই সংখ্যাত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই রূপে সমস্ত তাত্ত্বিক দেবতার অতি হর্ষবোধ গুহা মঠ সমুদায় উল্লেখ হইয়াছে। এ স্থলে উদাহরণ হওয়া কতকগুলি লিখিত হইতেছে। যেমন লক্ষ্মীবিজ ‘ঈ’।

তারাবিজ ‘ঈ২া’ নট্টি কটু। হর্ষবোধ ‘এ৪ হো২ দু২ দু১গাই নট্টি।’ বাগানিবোধ ‘বদ বদ বাগানিনী নট্টি।’ পারিজাতসরস্বতীবিজ ‘ও১ হো২ মু২ সরস্বতী নট্টি।’

মহালক্ষ্মীবিজ ‘ও৪ হো২ আ২ অ২ স্বামী নট্টি।’ জগৎপ্রস্বতীবিজ ‘আ২ হো২ আ২ অ২ স্বামী নট্টি।’

শাস্ত্রিকালিকবীজ ‘এ২ হো২ আ২ কালিক নট্টি।’

শামবীজ ‘ঈ২রু৫ রু২ হো২ হো২ দক্ষিণ কালিকের নট্টি।’

ভদ্রকালিবীজ ‘হো২ কালিমহাকালী নট্টি।’

মহাকালিবীজ ‘ও০ ফো২ কো২ কো২ পশুনী নট্টি।’

ত্রিপুরাবীজ ‘হসকরে২ হসকলরৈ২ হসরো২।’

নিত্যাভৈরবিবীজ ‘হসকলরৈ২ হসকলরু৲।’

ভদ্রভৈরবিবীজ ‘হসকলরৈ২ হসকলরু৲।’

উদ্ধভৈরবিবীজ ‘হসকলরৈ২ হসকলরু৲।’ চিত্র—
দেবপত্র বীজ ‘ও’ চিটে চিটে চাওলালি মহাচাওলালি আমুকং
মে বশামানন্ত স্থাহা’।

বিশেষ বিশেষ দেবপত্র যেমন বিশেষ বিশেষ বীজ
লিখিত আছে, সেই রূপ ক্রিয়া-বিশেষে ঐরূপ নানাবিধ
ভোলণক মন্ত্রের উক্তি হইয়াছে; যেমন পূর্ণামিতে সেঁ
স্বর্ণকৃত্তমাদির গুণ্ডি-মন্ত্র ‘পূি নুি মুি শুি স্বাহা’,
মন্ত্রের প্রতি রক্ষাপাল-বিমোচন-মন্ত্র
‘ও বঁ বঁ বঁ
বৈ বী বঁ’ , মন্ত্রের প্রতি শুক্রশাপ-বিমোচন-মন্ত্র
‘ও শুি, শুি, শৈ শৈ শৌ শং’, মন্ত্রের প্রতি রক্ষাপা
ল-বিমোচন-মন্ত্র
‘ও শুি ক্রাণ ক্রাণ ক্রাণ ক্রাণ ক্রাণ ক্রাণ ক্রাণ ক্রাণ
শুন্ধি ইত্যাদি।

তন্ত্রের মধ্যে সমুদয় দেবপত্র বীজ বিস্তারিত-রূপে
লিখিত আছে, কিন্তু এ দেশীয় ভাষায় সমূদরাতীর অধিকাংশ
এই রক্ষাপাল-মন্ত্রের উপাখ্যাত হয়। আর তারা, অষ্
পূর্ণা, প্রিয়দ্বন্দ্বী, এবং ভূবনেশ্বরী-মন্ত্রেও কতক লোকে

* কোন কোন ওপর বিষয় বিস্তারপর্ব অত্যন্ত কতকগুলি
 সাংস্কৃতিক শাস্ত্র ব্যবহার হইতেছে। পশ্চাৎ কয়েকটি লিখিত
 হইতেছে, অষ্টবশু কৃষ্ণ তাহার একটি।
 শুন্ধি
 অষ্টবশু
 পুষ্প
 পুষ্প বা
 পুষ্প কৃষ্ণ
 কৃষ্ণ পুষ্প
 গোলক পুষ্প
 বজ্রপুষ্প
 রজস্বল। প্রিয়দ্বন্দ্বীর রজস্বল।
 ঐ প্রথম রজস্বল।
 সাধন প্রিয়দ্বন্দ্বীর রজস্বল।
 বিশ্বা প্রিয়দ্বন্দ্বীর রজস্বল।
 চন্দ্রালীর রজস্বল।

২৩
পশ্চাচারী ও বীরাচারী।

শক্তি-উপাসনার পণ্ডিত ও বীরভাব ক্রমে হুইটি প্রধান সম্পদ্যে বিভক্ত; পশ্চাচারী ও বীরাচারী। পণ্ডিত ও পশ্চাচারের সাহিত বীরভাব ও বীরাচারের বিশেষ এই যে, বীরভাবে ও বীরাচারে মদ্য-মাংসের ব্যবহার আছে, পণ্ডিত ও পশ্চাচারে তাহা নিষিদ্ধ।

কুলাণ্ডে ঐ হুই প্রধান আচারকে বিভাগ করিয়া সাত প্রকার আচার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

সৃষ্টি অবতারণমাণ বেদী বেদীধো বেদানাং সম্ভব।
বেদানাং দুর্গা মহাবিশ্বাস্থানীয়সু ধাতুম।
বিদ্যাধারুদ্ধস্ত বান্ধ বামান্ত বিদ্যাধারুদ্ধস্ত।
বিদ্যাধারুদ্ধস্ত কৌঃ কৌলাত্পত্তি পরবর্ত্তে ন হি।

কুলাণ্ডে পঞ্চ খন।

সর্বাপেক্ষা বেদাচার * উভম, বেদাচার অপেক্ষা। তৈষ্বাচার উভম, তৈষ্বাচার অপেক্ষা। তৈষ্বাচার উভম, তৈষ্বাচার অপেক্ষা। শেরাচার উভম, শেরাচার অপেক্ষা। দক্ষিণাচার উভম, দক্ষিণাচার অপেক্ষা। বামাচার উভম, বামাচার অপেক্ষা। নিশ্চ্যাচার উভম, নিশ্চ্যাচার অপেক্ষা। কৌলাচার উভম, কৌলাচার অপেক্ষা। পরের সাথে অন্য নাই।

* বেদাচার শব্দে এইকালে বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান নয়; তথাপি আচার-বিশেষে বেদাচার বলিয়া উক্ত হইরাছে।
পশ্চাটীয় ও বীরচাটীয়। । ১৭৯

এই সকল আচার কৌশল, তত্ত্বে তাহা সরবশে লিখিত আছে; ক্রমশ বিবর্ণ করা যাইতেছে।

বীরচাটীয়।

বেহায়রেন্দ্রেশব্য সদা নিভমততপ্ত।।
মেঘুণ্ড তত্ত্বাধারায় কার্যাচিন্তা কর্মেয়।।
হিহিঙ্গা নিন্দাশ্ব কৌশলং বাঞ্ছেন্দ্রমহোতম।।
রাহী মাত্রায় অন্তর্ব্য স্বীয়ে কর্মেয়।।

নিত্যাত্মক প্রথম পটল।

বেহায়রেন্দ্রেশব্য সদা নিভমততপ্ত।।
কথাক মেঘুণ্ড তত্ত্বাধারায় কার্যাচিন্তা কর্মেয়।।
হিহিঙ্গা নিন্দাশ্ব কৌশলং বাঞ্ছেন্দ্রমহোতম।।
রাহী মাত্রায় অন্তর্ব্য স্বীয়ে কর্মেয়।।

নিত্যাত্মক প্রথম পটল।

শৈবচাটীয়।

বেহায়রেন্দ্রেশব্য মঞ্জী অবস্মিতম।।
নান্থরেৎ মহাত্মি কর্মণি পশ্চাদধাতনন।।

নিত্যাত্মক প্রথম পটল।

নিত্যাত্মক।

সর্বস্বযম্বর। বেহায়রেন্দ্র একান করি, অবর্ণ কর। সাধক শৃঙ্খলায় সাধোধন পূর্ণক গুরুর নামসভে অনন্দময় এই শরণ উপাধি করিয়া তৃষ্ণায় অনালম্বনে, সম্ভালপনে ধান করিয়া পুষ্প উপচার দ্বারা পুঞ্জ করিয়া এবং কার্যালয় বীজ অর্থো এই মদ্য জল করিয়া পর্যন্ত করায়। প্রকৃতি চিন্তা করিবে। ইত্যাদি।
বেদচারের নিয়মানুসারে শৈব ও শক্তিচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মহাদেবি! শাক্তের বিশেষ এই মে, তাহাতে পশু-হত্যার বিধান আছে।

দক্ষিণচার।

বেদাচারকামেরীব পুজয়েত পরমেশ্বরীম।
সৌরব্য বিজয়া রাতি জয়েন্তমনন্দন্তৈ।

নিত্যাত্মু প্রথম পঞ্চল।
বেদচারের নিয়মানুসারে তারতীর পূজা করিবে এবং রাত্রি-যোগে বিজরা এই করিব। তদুপরি-চিতে মন্ত্র সুগত করিবে।

বামাচার।

পদ্মতং খ্যায়েন্ত পুজয়েত কৃত্তাধ্যিতম।
বামাচারীবেপলম বামা ভূর্ত্ত বজ্রং পরম।

আচারভেদতৰু।

কৃত্তালে পূজা করিবে; তাহাতে মদ্য-মাংসাদি পঞ্চতুল, ও খগুপ বাহীর করিয়ে হইবে। ইহা হইলে বামাচার হইবে।
বামা-বর্ত্ত হইবে পরমা শক্তির পূজা করিবে।

সিদ্ধাস্তাচার।

মুদ্রামুদ্র ভূবন মুদ্র যোধাদেব পার্জ্জি।
এসব সহেব্য বিদ্যােলাভ নাচ্চরূপম।

নিত্যাতন্ত্র প্রথম পঞ্চল।

পার্জ্জি! শতক অন্ধক সকল ঘৃত হইলে শোধন ঘাঁটা, শুদ্ধ হইয়া থাকে। মহেশ্বরি! সিদ্ধাস্তাচারের এই লক্ষণ।

* মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্র, মেধা এই পঞ্চকে পঞ্চতুল বলে।
কিছু পরেই এ বিষয় লিখিত হইবে।
= ১৭৭ পৃষ্ঠা দেখ।
পার্থানার্যে ও বীরানার্যে । ১৮১

deepa naatirto nibhante, etc. ।

নালঃ দৃঢ়্যার্থিঃ সৰ্বঃ দৃষ্টান্তেন চ শতসম্ম।

বিভিষত কিত্যতে ভক্তা ম সুলভে দলং দীনেত।

সমাযাচরত্নশ্চ দ্বিতীয় পটল ।

যে ব্যক্তি অহরহ দেব-পৌঁজোয় অমূলক থাকিবা এবং দিবা-ভাগে
বিয়া-পরায়ণ হইবা রাত্রি-কালে। সাধারণমাত্রে ও ভক্তি-সহকারে যথা-
বিধি মদ্যদি দান ও সেবন করে, সেই সিদ্ধান্তাচার্য সমুদ্র কস
প্রাপ্ত হইবা থাকে।

কৌলাচার ।

কৌলাচারের কোন নিয়ম নাই। স্থানাঞ্চন, কালাকাল, ও কর্মাকামের কিছু বিচার নিয়ম নাই।

বিব্রানিমনমোনাস্তি তিথ্যার্থিতিথিসমান ।

বিব্রানিমনমোনাস্তি তিথ্যার্থিতিথিসমান ।

জ্ঞানবোধকামিন অন্ত্রিত। ভাস্ক: বাচিত্তে ভূতায়ান্ত তুসা।

নামাভিব্রহ্মাণ্ড কৌলা; ভিচারান্ত মনীতে।

কাহার চন্দ্রনাভিত্ত পুল শব্দী তথ্য প্রয়া।

মায়িনে ভবন দেবি তথায় কাশ্বে হয়।

ন বৈদ্যুতক্তে ন কৌলা; পরিত্যাগে ছিঃ।

নিত্যাতত্ব তৃতীয় পটল ।

মহামন্দ-সাধনে দিকৃ ও কালের নিয়ম নাই; তত্ত্বে ও নক্ষত্রাচারিণী
নিয়ম নাই। কোন স্থানে শিফ, কুলক্ষি অষ্ট, কুমার্থা বা ভূত-পি-
শার-তুলাতুলার এই অকার নাম। বেশমতী কোল সমুদায় পৃথিবীতে বিচরণ
করেন। প্রায়! কর্মে ও ভিক্ষু এবং পূজা ও শক্তি প্রার্থনে ভাষার তেজ-কর্ম।
নাই আর দেবি! শীতল ও গৃহার এবং কাঁধার ও ভাতে যাতার প্রভেদ-বোধ নাই সেই ব্যক্তি কেলে বললায় বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে বীরচারিদের সহিত পশ্চাত্তালীরের বিশেষ এই যে বীরচার শ্রী-মাংসের ব্যবহার আছে পশ্চাত্তালো তাহা নিষিদ্ধ। কিন্তু ভোজ আচারের পণ্ড-বিল্লির বিধান আছে। ফলতঃ পণ্ড-বিল্লি-দাম তত্ত্বাভ শক্তি-উপাসনার একটি প্রধান অঙ্গ। তদ-স্থানে গো’ ব্যাপ্ত মন্ত্রে প্রভুতি কোন জীবই পণ্ড-বিল্লির অযোগ্য নয়।

*দন্তিকে ভক্তি যাহা মন্ত্র নববিধা স্বাগত,
বহিষ্ণুগোষ্ঠাকাগ্রাণী গানব্যাহারবল্লত্ব স্বুতন্ত্র।
শ্রীসাধন কাশ্মীরস্থ গোষ্ঠাকাগ্রাণী সরলীন স্বর।
শাহ জল্লি নাস্তুস্ত প্রভাবমহর্ষ্য নাথা।
বোকামারবাদীনাং বলয় পরিকীৃতিতা।
বলিবি: স্বামী মুক্তিলিঙ্গম: স্বামতী দ্বিম।

কালিকাপুরাণ।

পক্তিকা ভক্ষণে কৃষ্ণী মত্স্য নয় একার মূর্ত্য মহিষের গোষ্ঠী।
গো হরি সুকলু, শুকর গাওর কাঁধার বজর সিংহ ব্যাপ্ত মন্ত্র, মুন্য শারীরের রক্ত এই সমুচ্ছায় বস্ত্র চোকাতুভিরদাতির বলি। বলি হারা মুক্তিসাধন হয় এবং বলি হারা স্বত্ত্ব-সাধন হয়।

* বলি হই প্রকায রাজাসিক ও সাত্ত্বিক। মাংস-রক্তকাদি-বিষিক বলির রাজাসিক আর মূল্য পায়ন হৃদ্য শ্রী ও শর্করা-স্যুক্ত রক্ত-মাংসবিরুতি বলির সাত্ত্বিক বলি বলে।

প্রাঙ্গনীবিশিষ্ট তা সাত্ত্বিকেহিদিবিজ্ঞ।

সীমাচারত্তু নিঃ রক্তমাংসবিরুতি বলি সাত্ত্বিক বলি বলিয়া উন্নত হইয়াছে।
কালিকাদি পুরাণে ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থে দেব-দিত উদ্দেশে আহির-বধের সবিশেষ ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু কোন কোন শাক্ত ইহা নরক-সাধন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

নদ্যে যিনি কুলের নিন্তন তার। নাবাত্মপার।
আজকালকারি নির্দেশ নেবে বাসন সংখ্য।।

পান্থ পুরাণ।

পুর্ববংশী বলিলেন, শিব! যে সমস্ত তামস-গূণাবলম্বী বাক্তি অধ্যায় নিয়মকে জীব-হত। করে, কোটিকর্প পর্যন্ত তাহাদের নরক-বাস হয় তাহার সংশয় নাই।

নদিতাও বলে হল্কা আস্ত্রী ধর্মী বিকাশি।
নদু সখ্যরী আমারা বলে যান নরক ভবেন।।

পান্থ পুরাণ।

পুত্রবিতর প্রথম, হরে, কর্তা ও ধারণ-কর্তা, এবং পুনর বিক্রিয়া ও উত্সর্গ-কর্তা এই সকলেরই নরক-বাস হয়।

দক্ষিণাচারী।

যদিও তত্ত্বে উল্লিখিত সাত প্রকার আচারের লক্ষণ ও ব্যবস্থা নিরপিত আছে, কিন্তু শাক্তদিগের সচরাচর দুইটি মাত্র সম্প্রদায় দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় দক্ষিণাচারী ও বামাচারী। যাহারা প্রকাশ্যভাবে বেদাচারের নির্মিতক্রমে গৃহবিরুদ্ধী অর্থন করিতে ও বামাচারী-দের অধুর্যে মৃদ-ব্যবহার ও শক্তি-সাধনাদি না করিতে, তাহাদের নাম দক্ষিণাচারী। যাহারা সতি একেধ করিতে না।

* ১৮০ পৃষ্ঠা। দেখ।
বেলে, কিন্তু ইতি পূর্বে পশ্চাতের বিষয় যেকোনো লিখিত হয়ো তা মেনে না। কৃত্যকরী যাঁরা বা বহু সংখ্যক বলিদান করিয়া থাকেন। কাশীনাথ-প্রণীত দক্ষিণচারণচরণের তাহাদের কর্মব্যাপকত্বের সাবিত্রীদের বিবরণ আছে।

দক্ষিণচারণচরণে কেন্দ্র তৃণলোকবিষয়ক।

দক্ষিণচারণচরণ।

দক্ষিণচারণে যে ক্রিয়া-পাইকা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস ও বেদ-স্মৃতি।

বামাচারী।

মদ্যাদি দান ও নেবন বামাচারীদের অবশ্য-কর্তব্য, তাহা না করিলে কোন প্রকারে সিদ্ধি-লাভ হয় না।

মান্য মান্য মস্তকে মৃত্যু মাত্র মানবমুক্ত বা।

মন্তজ্ঞ মন্তজ্ঞ মন্তজ্ঞাতবর্মনমু।

শান্তারহস্য।

মদ্য, মাংস, মৎস্য, যুগ্ম। তৈমুরিয়া এই পঞ্চ মন্ত্রে মহাপাতক বিনাশ করে।

* ইতি পূর্বে রাজনীকর্ষক ও সাবিত্রিক এই দুই প্রকার বলির বিষয় লিখিত হইয়াছে। তথ্য যে রক্ত-মাংসাদি-বর্জিত সাবিত্রিক বলি দেওয়াই দক্ষিণচারণচরণের মত রাগনের পক্ষে বিদেয়।

† ১৮০ পঞ্চ দেখ।

এ লোকে মদের সম্পত্তি যে উপকৃত-নায়ন্ত্রী বক্ষণ করিয়া থাকে, তাহার নাম মৃত্যু।
দিবসে এরূপ ব্যবহার করিলে উপহারের আম্পদ হইতে হয়, এ নির্মিত রাত্রি-যোগে তাহার অস্থির করিয়া আদেশ আছে এবং তাহা গোপান রাখিবার উদ্দেশে কোলিকিকে কপটু ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

রাত্রী কুলকিক্তে কুমকাল দিয়া কুর্বান্ন বৈদিকীম।
ধিযারাসী যজ্ঞে তদীয় যোগী যোগভূষন।।

নিক্ষুত তথ্য এখন পতিত।

রাত্রি-যোগে কুলকিক্তে এবং দিবাভাগে বৈদিক করিবে। এইরূপ ভিরি ভিরি যোগ করিয়া যোগী বাক্তি দিযারাসী

অনন্ধা যায়া দিযাভিয়া: সমায়ান বৈশালা মনা।।
সন্তাকৃত্তন্তা: সীমা বিলোকনি মহীনলে গী।।

শ্যামারহস্য।।

* কাশীনাথচর্চামণ্ডল-প্রণীত শ্যামাসমুভূষণ এতে হই প্রকার গৃহস্ত অবধুক্তের বিভিন্ন লিখিত আছে; অব্যক্ত ও অষ্টক।

তথ্যে অব্যক্তীভূতের লক্ষণ উদ্ভিক্ত শ্যামারহস্যের মতৈ লিখিত আছে, অচাল অশ্লীল গৃহস্ত অবধুতের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আকৃতি অবশ্যই যাহাতে খুশি হয় রক্তচন্দনাচরক্ত:।
ধিযাদাদ্রোহীর: বিবর্ণ বদন ব্যক্তার আবৃত।।

গৃহগুহান্ত হই একার ব্যক্ত আর অব্যক্ত। তথ্যে ব্যক্ত অবধুত তর্ক-হৃদুক্ত। একাকী বৈষম্য আরুত, পলাঠে সিংহর-হৃদুক্ত। ভোজ শিব-সর্প, রক্তার্ধা-গালা-বিশিষ্ট ও রক্তচন্দনাচারী সংযুক্ত।

24
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

অষ্টমে শাক্ত, বাহিরে শৈব, সভায়ে বৈদ্য এই সকল নানা-বেশধারী কোল সমুদ্র তুষণে বিচরণ করিয়া ধাকেন।

পুজা হই প্রকার, বাহা পুজা এবং অন্তর্যাগ। গদ্দ, পুষ্প, ভক্ত, পানীয় প্রদানাদি দ্বারা যে পুজা হয়, তাহাই বাহা পুজা, এবং চির্যা পুষ্প, প্রাণুরপ ধূপ, তেজোপলক দীপ, বায়ুরপাত চামর প্রভৃতি কমিয়া উপচারাদি দ্বারা যে আন্তর্য্যাগ নানা, তাহার নাম অন্তর্যাগ। যট্টক্ষেত্রে এই অন্তর্যাগের প্রধান অঙ্গ।

তত্ত্বে যট্টক্ষের বিষয় শ্রেষ্ঠ বর্ণিত আছে, পশ্চাত লিখিত হইতেছে। মোহনের ছুই দিকে ইড়া ও পিঙ্কল। নামে ছুইটি নাড়ী আছে। এই ইড়ার দক্ষিণে এবং পিঙ্কল বামদিক সহস্রা নাড়ী মন্তর পর্যন্ত বাংলা হইয়া রহিয়াছে। এই সহস্রা নাড়ীর মধ্যে বজ্রাখ্য। নাড়ী ও তাহার অভ্যন্তরে চিত্তরনি নামে একটি নাড়ী অবস্থিত আছে। শরীরের মধ্যে স্থান-বিশেষে সুস্থতা নাড়ীতে অধিক সাতটি পদ্ম সম্পন্ন করা হইতেছে; আদার, শ্রিয়া, স্থান, মাথিপূর্ব, অনাহ্ত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্র-দল। আদার-পদ্ম পায়ে দেশের কিছু উত্তরে সুস্থতা নাড়ীতে সংলগ্ন। তাহার চারিটি দল; সেই চারি দলে বং শং বং সং এই চারিটি বর্ণ আছে। এই পদ্মের মধ্যে ধরাচক্র নামে একটি চতুৰ্কোণ চক্র আছে, তাহার আই দিকে আটটি শূল যথাযথে পৃথিবীবিত্ত সং এবং কর্পের মধ্যে একটি বিক্ষিত যুগ্ম চিহ্নিত রহিয়াছে। এই পদ্মের
পশ্চাচারী ও বীরচারী।

মধ্যে লিঙ্কুপী মহাদেব অবস্থিত করেন, এবং তাহার অমৃত-নির্মন-স্থানে মুখ লগ্ন করিয়া। সর্পরাণ কুগুপলিনী-শক্তি বাস করিয়া থাকেন; অধিষ্ঠান পদ্মা লিঙ্ক-মূলে অবস্থিত। তাহার ছয়টি দল; সেই ছয়টি দলে বং ভং মং যং রং লং এই ছয়টি বর্ণ আছে। ঐ পদ্মের মধ্য-স্থলে গোলাকৃতি বরণ-মণ্ডল ও সেই মণ্ডলের মধ্যে অর্ধ-চন্দ্ৰ; তাহাতে বং এই বর্ণ অঞ্জিত আছে। ঐ পদ্মের মধ্যে বারুণী শক্তি সিদ্ধ করেন। মণিপুর পদ্মা নান্দি-মূলে অধিষ্ঠিত। তাহার দশটি দল; সেই দশ দলে ডং চং গং দং ধং নং পং কং এই দশটি বর্ণ লিখিত আছে। ঐ পদ্মের মধ্যস্থলে ত্রিকোণ অগ্নি-মণ্ডল। সেই ত্রিকোণের তিন পার্শ্বে স্নিত্তাকার তিনটি ভূপুর এবং মধ্যস্থলে রং এই বর্ণটি চিহ্নিত রহিয়াছে। ঐ পদ্মের মধ্যে লাক্নিনী শক্তি অবস্থিত করেন। অনাহত নামক পদ্মা হস্তে অবস্থিত। তাহার গ্রাহণ দল; সেই গ্রাহণ দলে ডং খং গং ওং ছং জং ঘং এং টং ঠং এই গ্রাহণটি বর্ণ অঞ্জিত আছে। সেই পদ্মের মধ্যে ছয় কোণ বিশিষ্ট বাম্বু-মণ্ডল এবং ভূমধ্যে যং বীজ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই পদ্মে শিব ও কাল্কিনী শক্তি বাস করেন। বিশুদ্ধ নামক পদ্মা কঠোদেশে অবস্থিত। উচুঠার গোত্র দল; সেই গোত্র দলে অং অং ইং এং উং ওং পং অং অং এই গোত্র বর্ণ লিখিত আছে। সেই পদ্মের মধ্যস্থলে গোলাকৃতি চন্দ্র-মণ্ডল, এবং তাহার অভ্যস্তরে
গোলাকৃতি নতোমুখল ও হং বীজ বর্ধন আছে। সেই গল্পে শাকিঙ্কি শক্তি অধিবাস করেন। অ-মধ্যে অঙ্গে নামক দীর্ঘ পদ্ম, তাহার হৃদি দলে হং ফঃ এই হৃই বর্ণ, তাহার মধ্যস্থলে ত্রিকোণাকৃতি শক্তি ও সেই শক্তির মধ্যে শিব অবস্থিত করেন। এই গল্পে হাঙ্কিঙ্কি শক্তি বাস করিয়া থাকেন। ইহার কিছু উল্লেখ প্রণবাকৃতি পরম-মায়া আছেন। তাহার উপরিভাগে চন্দ্রবিন্দু, তপ্তপরি শিনীনা নাভা, এবং সরবোপরি সহস্র-দল পদ্ম। তাহার পঞ্চাশৎ দলে অকার্ডি ক্ষকার পর্যন্ত সবিন্দু পঞ্চাশৎ বর্ণ আছে। এই গল্পের মধ্যে গোলাকৃতি চন্দ্র মঞ্চল, তথ্যমন্দ ত্রিকোণ যক্তি, এবং সর্বমধ্যে শিব-মঞ্চনে পরম শিব অবস্থিত করেন।

এইরূপে লিখিত আছে যে, সাধকে নিজ গুরুর উপ-দেশান্তরে করীরস্ত বায়ুর যৌগে অগ্রি গতি দ্বারা কুণুলিনী শক্তিকে উদ্বোধিত করিবে। পরে এই বীজ উচ্ছারণ পূর্বক তাহাকে চেতন করিব। চিত্তরো নাভার মধ্যগত পথ দিয়া। মূলাধার অবধি আজ্জা। পর্যালোচন হয় পদ্মকে এবং মূলাধার, অনাহত, আজ্জা। এই তিন পদ্মে অবস্থিত তিনি শিবকে ভেদ করিবে। অনন্ত্র কুণুলিনীকে সহস্র-দল কমলে স্থাপন করিয়া। তত্ত্ব-স্থিত পরম শিবের সৃষ্টি সংযুক্ত করিব। তাহার পর উভয়ের সহযোগ দ্বারা যে পরমায়ত গলিত হইবে, তাহার পান করিয়া। এ পূর্বকে কুল-পথ দ্বারা কুণুলিনীকে মূলাধার পদ্মে আনয়ন করিবে।
পশ্চাতারী ও বীরাচারী।

এইরূপ অন্তর্বাণ-সাধনে অব্যর্থ সমস্ত বীরাচারী ব্যতির মন্দ-মাংসাদি ধ্বরা ভগবদ্ভরের অর্থন করে, কুলতন্ত্রের মতে তাহারাই তাহার প্রিয় সাধক।

লবন্ধর্যাগনিষ্ঠা যে নির্ম্ব দেবি নাপেই।
সর্বধর্মনির্ণয় যে মহা ক্রিয়া করাবে দিবিতাসরসম।

কুলার্থ।

নাইরূপ, যে সকল অন্তর্বাণ-নিষ্ঠা ব্যতি তত্ত্ব পূর্বক বহনে মন্দ-মাংস অর্পণ করেন, গুঞ্জরায় প্রিয়; দেবি! তত্ত্ব কেহ প্রিয় নয়।

মুরা ষট্টি: মহোদাসের রত্নকোষের: ক্ষম্য।
তবোক্তাতুর্ষ সমুত্তথ মুনন্দোমাল এব চ।

কুলার্থ।

* কোল-শালকালেরা নিজে মন্দাদি অহর করিয়া তৃষ্ণ হন নাই। অন্য অন্য সকল প্রকার উপাসককেই তাহ বায়বার করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

ঘোরে ৰ ধুমারে মানুষ ঘোরে চ নতরমে।
ঘোরে দামুরে ঘোরে শ্রে কন্ঠারুতু তাতাং।
বন্ধুব্রতীবিধীসন্তোষ মার্জি।
বিবাহপ্রদর্শ্বৈম্ভাস্থ মুনন্দ বিবাহ যথেষ্ট।

কুলার্থ।

ঈশ্বর, বৈশ্বর্য, শাক্ত, গোরি, গোরি, পান্ধু-পত, সাঁকা, কলমুখ মৃত, দক্ষিণার, গৃহারিক, বায়ুরাক, শিক্ষাতার এবং বৈধশান্তায় সমুদায় মতে মন্দ-মাংস ব্যতিক্রমে পুণ্য করিলে সে পূষ্প নিবিন হয়।
নানা শক্তি-যুগ, মাংস শিব-যুগ এবং এই শিব-শক্তির ভক্ত
লোক মরিয়ম ভৈরব-যুগ। এই তিনের একত্র সংযোগ হইলে, আনন্দ-
যুগে মোক্ষের উপায় হয় *

বীরাচারীর মধ্যে মধ্যে চক্র করিয়া দেব-দেবীর
সাধনা করেন, এপ্রদেশে ইহা প্রশিক্ষিত আছে। এই সম্পন্নে
স্তূরিকের বৃত্তান্ত সকল হইতেছে, পাঠ করিলে
সর্বশেষ জানিতে পারা যাইবে। এই ক্ষণ ব্যবস্থা
আছে যে, সাধনকে প্রতাপকারে বা শরণী ক্ষেত্রে আপন
আপন শক্তির সহিত লালকে ছুড়ন হইলে করিয়া মুগ
মুগ ক্ষেত্রে ভৈরব-ভৈরবী-ভাবে উপবেশন করিবে, এবং
মধ্যস্থত কোন ত্রৈকে সাঙ্কাত কাফি বোধ করিয়া মধ্য-
মাংসাদি দ্বারা তাহার অর্জনা করিতে যাহিবে। কি ক্ষুপ
স্ত্রীলোকের এই পুণ্য করিতে হয়, শাস্ত্র তাহার
বিরচণ আছে।

নাটি কামালিনী বেশা রঞ্জী নাথিতালাল।
বাংলায়ি শুক্রক্ষণ চ তথা গোলাকলিঙ্গ।
মালাকারবর্ধ কণ্ঠ চ নবজ্ঞান: মহাসিংহ।
বিভিন্নবৈধব্য মুক্তীর ক্ষুপফলাল।

* মুগের মনের তাহ সর্বলেই সহান। এই বিধি অনুসারে
শাক্তের দ্বারপ মাংসকে শিব এবং মদ্যকে শক্তি মণ্ডল করিয়া
ভোজন পান করেন। সেই মুগ মুগমানকে তোলা ও কাঁক্ষীর সাধন-
দায়িত্ব। পিতা কে দ্বীরের মাংস এবং মদ্যকে তাহার মণ্ডল রোধ
করিয়া গৃহীত করিয়া দাক্ষেন।
পশ্চাচারী ও বীরাচারী।

কুমারীবিনোদসুধা যীশুসীমায়াকিনি।

যুগলনব দ্বতল নত: বিক্ষিপ্তমূলতম।

ওপেরাধন তঠন্ত, প্রথম পাটল।

নামাকী, কাপালি, বেষ্যা, রক্ষকী, নাপিতের ভার্ষা, রাগিনী, শূল-কমান, গৌণ-কম্বল, মালাকারকম। এই নয় একার কৃত্তি কুলকম।

বিশেষতঃ পর-পুরুষ-গায়নী বিশ্বাস হইলে, সকল পুরুষই কুলকমের হুর।

রূপবতী, যুবতী, মিশনী ও ভাবঘাটী কৃত্তি কম্বলের যত্ন পুরুষক

গুজ্জ করিবে; তাহা হইতে নিষিদ্ধ সিদ্ধ-নাভি হইবে *।

এ চক্র-গত পর পুরুষেরই এই সমস্ত কুলকমের

গ্রাম পাতি; কুল-ধর্মে বিবাহিত পাতি পাতি নয়।

* রেবতীতত্ত্ব চওলী, যবনী, বৌদ্ধ, রক্ষকী এরূপভাবে চরিত্রিত।

একার কুলকমের বিকল্প অঞ্চল বিশেষ। নিকটতত্ত্বকার বলেন, এই সকল

চওলী রক্ষকী বহুতুলি শরী অধিক বা বর্ণসঙ্কলন-বোধক নয়; কর্ম্ম

বা শূলের বিপর্যয়। বিশেষ বিশেষ কার্যের অধুনান করিলে, সকল- বজ্ঞানী কম্বলের

এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ নাম প্রাপ্ত হইতে থাকে।

বেহেন

পশ্চাচারী প্রস্তলযোগাযোগ প্রশংসেত।

বরৈষ্ণবী রঞ্জন রক্ষকে শ্রদ্ধিষার।

আমার নীহর বা অ অধিক প্রশংসন।

বরৈষ্ণবী রঞ্জন নেপথিলে শ্রদ্ধিষার।

পুজো-চর্চা যেখান। যে কোন বর্ণীলসন কম্বল রজনীবায়

আকাশ করে, তাছাকে রক্ষকে বলে। যে কোন বর্ণীলসন। যদিও

পশ্চাচারীর নিকটে অপসারেকে গোপিনী

বলা যায়।
পূজাকালে বিনা নামে পুরুষ সমস্ত প্রূহিত;
পূজাকালে চ দেবিমং দেবং পরিতোষযেত।
উত্তর তত্ত্ব।

পূজা-কাল ভিন্ন অন্য সময়ে পর পুরুষকে মনেতে মুখে করিবে না। দেব্যশি ! পূজা-কালে বেঞ্চার ন্যায় নকলের পরিতোষ করিবে।

আগমোঁজুলতি: যম্ভুরাগমোঁজুল্লতির কুল।
স পতি: কুলজাতাপ্রয়োজন ন পতির বিবর্ণিত।
বিবর্ণিতপতিনিমিত্তে রূপৰ্য্য ন কল্পিতানি।
বিবর্ণিত পতি লৈব কল্পিতে রূপপ্রয়োজিত।

নিঃসর তত্ত্ব।

আগমকোষ পতি বিষ-স্বরূপ; তিনি গৃহ স্বরূপ সেই পতি কুলক্রিয়াকরের পর পতি; বিবর্ণিত পতি পতি নয় কুল-পৃষ্ঠার বিবর্ণিত পতি অপর করিনে দোষ হইয়া না। তবে বেঞ্চার কর্তৃ বিবর্ণিত পতিকে পরিতোষ করিবে না।

সাক্তা কালী-স্বরূপ উক্ত কুলনর্তীর পূজা করিয়া
মদ্য-শোধনাদি পূর্বক পান করিতে হয়।

মিন্দ্র রতিখাং বালি পাঁচী স মহিষরথমূ।
জালা দিবরূপ অমরারাহ ইতীহাস বিশ্বাসিদ।

পৌষতোষিকিত্ত বচন।

ললাটে নিষ্ঠুর-চিন্ত এবং হস্তে যদিস্বয়ম ভার্য করিনা ওকে
ও দেবতার ধ্যাস পূর্বক পান করিতে।
পাশারাচারী ও বীরাচারী

হয়ে কুলা-পাত্র ধারণ করিয়া। তলাত তারে এইচু বন্দনা করিতে হয়।

অহিমস্ক রদ্ধেশ্বরের সম্বন্ধ স্বর্ণাঙ্ক সাধনার্থ।

বিষাদহীন যোগী নিশ্চিত করিতে হয়।

মহামায়া যাহার সাধনা করিয়া গণ্য হইতে মানুষ জাতির পাত্রে.

মহাসাধনীর শীর্ষ-মিথিলা বন্দনা করিয়া পাত্র পাত্রের বন্দনা করিয়া। পাঁচ পাত্র গ্রহণ করিবে, পরে যে পূজ্য ইশ্যুর সকল চঞ্চল না হয়, সে পূজ্য পাত্র করিতে থাকিবে।

বার্তা বলিতে লাগিয়া মাত্র মন:।

আরম্ভ পাত্র মগ্নতাম প্রমুখ পাত্র: পরস্পর।

এইথেতে প্রথমে যুক্ত চক্র ও মন বিচিত্র না হয়, সে পূজ্য পাত্র করিয়া। তহার পর পাত্র করিলে পাত্র-পাত্র করা হয় জানিবে।

হঠাৎ পর, চক্রের ক্ষয়শূন্য ও তদীয় বিকাশ বিন্যাস
উদেশে শান্তি-স্তোত্র পাঠ করিবে, এবং তদনুসরণ অধ্যয়ন-

পুঃত্রা
স্তোত্র পাঠ করিয়া। অন্য অন্য কুল-কার্যের অমূল্যতান
করিবে।

পীত্য মন্ত্র পঠিতে মোট সাধকঃ কুলভৈরবঃ।
কুলভৈরবস্বরূপঃ কুলকার্যঃ সমাচরিত।

কুলাঙ্গব।

কুলভৈরব-ষ্ঠার সাধকে মন্ত্র পাঠ করিয়া। তথ পাঠ করিবে,
এবং কুল-জ্যো-সংগর্জে প্রত্য হইব। কুল-কার্যের অসুল্যতান করিতে
থাকিবে।

তাহার পরে আনন্দেলাসের আরম্ভ হয়। এ ব্যাপারের
বিশেষ বর্ণনা করিতে হইলে অত্যন্ত অশ্লীল হইয়া
গড়ে। এ নিমিত্ত তথ্য-শাস্ত্র হইতে তাহার কিছু মূল
রূপান্তর উদ্দৃত হইতেছে।

তন্ত্রক্ষেত্র বীরেশ্বর কার্যাকারঃ ন বিদ্যতে ।
পুষ্করিণী শাস্ত্রগুরুতরি। বৈশ্বেদি।
তত চন্দ্রঃ কাঠ চন্দ্রঃ পুরুষ বা চন্দ্র পুষ্পরস্ম।
তত স্থর্ম দৈবতামোহে লাভতে ব্রহ্মস্থলি।
বস্তোতপলঃ তন্ত্রা সমাবিষ্টিভোধিতে।
বিকিয়া পূজনঃ দেবি ছর্ণ শর্মবোবি।
কুলকিস্তাংসংবোধ। কোল তন্ত্রাক্ষাশাস্ত্রমূ।
ন্যাযোরেকূম্বরঃ। কৃষ্ণজটিলাক্ষিয়া।
বীরপত্রান্ত্রীনারী প্রোজহ বন্ধন ভূততে।
তত্ত্বরাসে ততা জানা বা চেতা চা চ তত্ত্বিয়া।
পশ্চাচারী ও বীরাচারী

রোদ্র্ম ভাষসস্থান; সমুখান বিজ্ঞানসম।
গমন বিক্ষিপ্ত; তিনি যোগাস্থরিতঃ।
চক্রকিন্নী যোগিনী বীরযোগিনী সদামরী।
সমাচরন্তি দ্বেশবিশ্বাস ব্যথাহারসম।
শুধু: উপচনন্তি পাণ্ডিত্যান্তিকী যোয়ান্তিকী।
নিধায় যদি পাই নিক্ষেপালঙ্কার চ।
মন্ত্র সপুষ্প মন্ত্র কান্তান্যজ্ঞানায়।
তথায় পুর্বতান্তি মণ্ডলেন্দ্রকৃত সংক্ষেপ।
পুষ্পঃ পুষ্প মহামায়াঙ্গিময়ান্তি।
উন্মোচ্ছন্তি সুধাচার্য কাঞ্চন বিভাষাগত।
উন্মোচ্ছন্তি বিপিন। হল সেই মূল কিচু।
স্বত্বাদে স্বত্ব মহারাজা পায় ধ্বনি।
বৃদ্ধি যদি বিশালাকি নিজাচর প্রিয়নাশনি।
গ্রীন্দ্রকীর্তি পাদার্থায় বিজ্ঞানান্তি চ যাম্বার।
ধ্বার ধ্বারে উত্ক্ষীপ্ত সম্মানীয় চতুৰ্ণাক।
সমানাত্ করতালাঙ্গে খাদাঙ্গে নিত্যন্তৎ।
মহাসরথসুন্দরবিশ্বাস দৃষ্টি দৃঢ়মধ্যঃ।
যোগিনোমহামতান্তরবিশ্বাস প্রহরে।
মহাশ্রুলাম যোগিনী: পতিন্তি পুঞ্জেপোপতি।
মধুরেষু পুঞ্জে মূর্তি চ প্রস্তরসম।

কুলাংল, পঞ্জ খুন।

শাস্ত্রে যত তুমি ব্যবহার করেছ, সামুদ্রে কি তত তুমি
নির্দিষ্ট হইয়া ব্যবহার করিতে পারে ৷ এক বার
কিছু গলামঃকরণ হইলে না পারিবারই বা বিষয়
কি?

মনুষ্যের মন যত বিকৃত হউক না কেন, তথাপি
লোকের সাহায্য এরূপ কর্ম করিতে লজ্জা বোধ হয়,
অতএব তংকতারা অতি সংগোপনে ইহার অনুষ্ঠান
করিতে আদেশ দিয়াছেন।

ন নিন্দ্রেন স্বয়ংহায়ি চক্ষামভে মদাকরানু।

অনন্তরঃ বাঙ্গান বহির্নব প্রকাশেবেত।

তেহরোজান কুলান্ত বাহিনস্ক স্মাহাতেত।

অক্ষা সরঃথেতেতালু গোপেতু মহনন।

প্রণবতোভী।

চক্ষু-মধ্যে মদিরা-মৃদু ব্যক্তিরিগোকে দেখিয়া হাসা ও নিন্দ।
করিয়ে না, এবং এই চক্ষের বা঳্শা বাঙ্গানে প্রকাশ করিয়ে না।
তাহাদের নিকটে ভোজন করিবে, অহিত অচেতে বিরত থাকিবে,
ভক্তি পূর্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং যত পূর্বক গোপন
করিয়া রাখিবে।

তাহার মধ্যে লতাসাধনাদি অধিকতর লজ্জাকর ও
মৃদুকর যে সমস্ত ব্যাপারের বর্ণনা। আছে, পাঠকগণের
সমক্ষে তাহা উপস্থিত করা কোষ রূপেই শোভা পায়
না। যাহাদের জানিতেই ইচ্ছা হয় কুলান্ত, গুণসাধন
তন্ত, বিন্দুকৃত তন্ত, শ্যামারহস্য, প্রণবতোভী প্রত্যাহি
দেখিয়াই জানিতে পারিবেন। লতাসাধনে একটি
প্রীতোককে ভগবতী জান করিয়া। মদি-পানাদি সহকারে
ভাঙ্গার সাহায্য করিতে হয়। উভাতে ভাঙ্গার শরীরের
পশ্চাচারী ও বীরচারী।

শুচ্যুৎকচী নারায়ণ মহাশীর্ষের মুখ-জগ এবং আপনার ও তাহার অঙ্গ-বিশেষের পূজা বসনীবাদি পুরুষের জী-পূর্ব-ঘটিত ব্যাপারায়মুখ্যাতারের পরাক্ষণ। প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

tনন্দ-বিহীর শুরা-পান ও পরাশ্রয় গমন অভূতির ন্যায় মারণ, উচ্ছাসে প্রভূতি নর-হত্যা ও পর-পীড়াও শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার মধ্যে পরিগমন হইয়াছে।

যানিনিক্ষেপানি মহিষীগোলানি তথ্য।

মারায় পরমেশ্বানি ঘট কামেং প্রকাশিতম।

যোদনিতন্ত্র, পূর্ব ইতন।

পরমেশ্বানি! শাস্তি, বদনকরণ, শত্রু, বিদেশে, উচ্ছটন, মারণ এই হস্ত একার কর্ষ পরিকর্মিত হইয়াছে।

পারমিভ্যা জগো, যাত সম্ববার্ত বর্তমান।

নীর্মান্বাবিগমন কীৰ্ত্ত মন্ত্র বিবর্জ্জয়।

প্রাণতোষিকৃষ্ট বচন।

কৌলেদের প্রচলন, ভূতপাত, সর্বাণু, প্রত্যাগার, তীর্থ-পাট।

এই পাঁচটি বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন নাই; তাহা একবার পরিষ্কার করাই তাহাদের পৃষ্ঠে বিদ্যমান।

নান্দেদের সাধনের মধ্যে শবসাধন বীরচারীদের

একটি প্রধান সাধন। অক্ষীর চতুর্দশী তিথিতে অথবা

কৃষ্ণ-পক্ষীয় মঙ্গলরাজে শুন্য গৃহে, নবী-তীরে, পক্ষ,

নিরাপত্তা স্থানে, বিলুতরূপ-মূলে বা শান্তাতুলিতে অথবা

তাহার নদীপ-বর্তী বন-শ্লেষ সাধনা করিতে হয়।

গাথাকে
১৯৮

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

ছত্রিয় প্রহর রাজ্যে মদ্যপান উপচার লইয়া সাধনার স্থলে উপস্থিত হয় এবং তথায় শুরু, গণেশ, যোগিনী অভ্যুত্থানের পূজা করিয়া বলিদান দিয়া সাধন পূর্বক শব আনয়ন করে। কিন্তু শব প্রশস্ত পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

বড়বিষু মূলবিষু অস্ত্রবিষু দর্শনের মুখবিষু।
বড়বিষু সমর্থ চবি ভাষাবলী অভিলাপত্তকম।
নথিয়া সন্দর্ভ শুরু রচয়িতা নদন সম্ভাবনম।
দলায়নবিমূলক সময়ের র্যাবস্বারম।

* তদন্তার-রূপে তাবচূদা মণি-বচন।

যে চণ্ডী যক্ত, শূল, খজ বা বলের আশাতে কিশোর সর্প-সংশোধন প্রাণ-তাঙ্ক করিয়াছে, অখন অভিরুচি, জল-ময় বা মুখদুয়ের পলায়ন-পরামুখ হইয়া মূহুর-মুখে পতিত হইয়াছে, যে বলি গীতের কান্তি-বিশিষ্ট শোখিয়া বন ও তরণ-বর্ষণ হয় তাহা হইলে শবসাধনার্থ তাহার শব আনয়ন করিবে।

সাধনে শব আনয়ন পূর্বক তাহার পূজা করিবে এবং পরে সেই শবের পৃষ্ঠ-দেশে চন্দ্র লেপন পূর্বক হরিণ-চর্ম ও কমল স্থাপন করিয়া রাখিবে। অনন্ত লাক্ষিনী যোগিনী অভ্যুত্থানের পূজা করিয়া ও কিছুদূরে এক জন উত্তরসাধক রাখিয়া পূজার সামগ্রী সম্বলিত শবারোহণ করিবে, এবং দেবতার অর্চনান্তি করিয়া জাপ করিতে থাকিবে।

শবসাধনের সময়ে এরূপ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ক্রিয়ামৃত্তাঙ্গ করিবার ব্যবস্থা আছে যে, তাহা করা দূরে ধাপেক, পাঠ করিলেও ভয় পাইতে হয়।
কর্কশায় সমাধায় সমুদ্রভূমিতিঃ।
তেনব তিলকা হর্ষা তন্মল্লিকাবিভিন্নতা।
সহানী চতুর্ভজ্জনা সমক্ষিনামারোহিতে।

শ্যামারহস্য।
কর-কাশী গ্রহণ করিয়া মূলমালায় বিভূষিত হইবে, এমন রক্তের তিলক ধারণ ও শরীরে ভাঙ্গর ভম্ম লেপন পূর্বক শশান-তুলিতে পুঁশপুঁু জপ করিয়া সর্ব সীমা প্রাপ্ত হইবে।

মঙ্গলমোহনযোগ্য সংযোগে পুরুন্ত নিমাতঃ。
অগ্নিগ্রিসমেধায়ান্ত চতুর্ভজ্জনা চয়নানু শেত।
বৃক্ষাবস্থে চয়নকীর্ত্তন দীর্ঘায়মান শীতলান্ত নান।
সহানু বৃক্ষাবস্থে তাত গমন ভূমপত্ত নান।
তাম্ব চুরীতপিন্নমাচরণা ক্ষিপ্তলোচন।
লাবা তাব্সং অফ্যা সমুদ্র সিকিমা তত্ত্বনবে।

শ্যামারহস্য।
মহাআকৃষ্টি এবং নবধীর সন্ধি-কানে কানের বাহিরে ছাউ, মাহিব ও
মেলের শর, এবং নীল-সংস্কৃত কল্পন ও মূলু সমুদ্র চারি দিকে ক্ষেপণ
করিয়া, মহাশ্লেষে একটি কর্ণন রাখিয়া তাহার উপর আরোহণ করিয়া,
এবং গন্ধৰ্ব্ব-রশ ধারণ পূর্বক মুখেতে শাছল পূর্ণ ও চক্ষুতে অঙ্গ-
বিশেষ লিঙ্গ করিয়া মন্ত জপ পূর্বক সর্ব সীমা প্রাপ্ত হইবে নান।

শক্তি-উপাসনা নিতান্ত অগ্রাচীন নান। সাত আট শত
বৎসর পূর্বের এখন্দে কোন কোন শক্তি-হীর্থের অসঙ্গও

* শুনিতে পাওনা যায় অশেকে কাশিকার সাধুতৎকার-লাভ-
অভ্যাসার পরিব্রাহ্মণে এগাছ হওয়াতে, নানা বিভীষিকা-মন্দে
ছুঁত হইয়া। একান্তে কিছু হত্তা গিয়াছে।
পাওয়া যায়। খোকাদের একাদশ শতাব্দীতে বিবর্তিত রহৎকথার মধ্যে মুঘলপুরের সমীপস্থ বিখ্যাত শ্রীমধ্যস্ত নাম পুনর পুনর উল্লিখিত আছে। প্রথমকার মুসলিম বাদশাহের নাগরকোট অভিত্ত অপুরোধ প্রতি নিয়ে প্রকাশ করিতে বিমূঢ় হন নাই। কিন্তু নামে একটি বাদশাহ ১৩৬০ তের শতব্দী খোকাদে যখন নাগরকোট অধিকার করেন, তখন তথায় অভিত্ত বিক্ষিপ্ত প্রাঙ্গণ ছিল। ঐ সময়ের অনেক পুর্বেও যে ভারতবর্ষে শক্তি-উপাসনার প্রচার ছিল ইহাতে সমেত নাই।

যদিও দক্ষিণাত্যরাজে গৌড়, কেরল ও কাশ্মীর দেশের লোক শক্তি-উপাসক বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশেই এ ধর্ম সম্পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ।

* রহৎকথা-প্রণেতা গোসাই এস্থের উপসংহার-কালে লিখিত হইয়াছেন, কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবের পিতামহীর অবৰ্ত্তান্ত হইল পুনর্বিরিত হইল। তাহাতে এই হর্ষদেবের কলনের পুত্র, অনন্তের পোত্র ও সংরদ্ভারের পোত্রের বলিয়া লিখিত আছে। রাজ্য-তত্ত্বান্ত্রিক ও আইন আকারের সহিত একা করিয়া হর্ষদেবের এই রংশালি সম্প্রদায় হইয়াছে। ঐ রাজা ১০৫৯ দশ শত উনবিংশ জীবনের অধিত্রুক্ত করিয়া ধারণ নৃত্য রাজবংশ করেন। অতএব রহৎকথা ঐ সময়ে অঞ্চলা তাহার কিছু অপুরুষতা লিখিত হইয়াছিল তাহার সমীপপ্রাপ্ত নাই। —Quarterly Oriental Magazine, No. I., p. 64.

† ৮৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।
চলিয়াপটানী।

এখানে যেখন পুরো, কালী, জগদ্ধাতী প্রভূতি নানাবিধ শক্তি-যুক্তির প্রতিমা নির্মাণ করিয়া অর্চনা করা হয় এবং বিশেষতঃ আধিন যাস্য যেস্থানে উৎসাহ ও সমর্পণ পূর্বক দুর্গোৎসবের বাণী সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেস্থানে আর কুত্তাপি হয় না। ফলতঃ বঙ্গভূমি বাখাচারী ও দক্ষিণাচারী উভয় প্রকার শাক্ত-সম্প্রদায়েরই প্রধান স্থান।

চলিয়াপটানী।

রাজস্থানের অট্টপাতী জয়পুর, যেখানে প্রভূতি নানা স্থানে এই সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। ইহারা শক্তিউপাসক এবং অনেকাংশে বাখাচারী শাক্তদের নাম ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের গুরুদের নাম চক্রকার। প্রাপ্ত গুরুর একজন কৌণ্ডেরাল ও একজন সহকারী কৌণ্ডেরাল এবং কতকগুলি শিষ্য থাকে। ইহারা যথাযথ রাত্রিতে গোগে কৌণ্ডেরালের নাম চর করে। চক্র-সাধনার নিমিত্ত কোন স্থান নির্দিষ্ট নাই; যখন যে স্থানে শুরু বোধ হয় তখন সেই স্থানই মনোনিত করিয়া লগ্ন। চক্র আরতির কিছু পূর্বে ঐ স্থানের একাধারে গুরুর আসন ও তাহার দক্ষিণে কৌণ্ডেরাল ও সহকারী কৌণ্ডেরালের হই খানি আসন প্রস্তুত থাকে, এবং তাহার সমুহে সৌর-পরিপূর্ণ একটি বড় পাড়
আর একটি শূন্য কুস্তি স্থাপিত করা হয়। গুরুর আসনের বায় দিকে হইতে সহকারী কোতোয়ালের আসনের দক্ষিণ দিক পর্যন্ত ঐ স্থান-পাত্র ও শূন্য কুস্তি বেশীন পূর্বক চক্রকৃতি করিয়া দুই দুই জনের বসিবার উপযুক্ত স্থানে স্থান আসন পাতিয়া রাখা হয়। চক্রনে সময় উপস্থিত হইলে চক্রনের অর্থে গুরু, কোতোয়াল ও সহকারী কোতোয়াল তথায় আসিয়া। আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হন ও শিষ্যেরা ও স্বীয় স্বায় ভার্যাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে আগমন করে। স্ত্রীলোকেরা সকলেই আপন আপন কাচলিগুলি এক স্থানে একত্র রাখিয়া। স্বতন্ত্র এক দিকে উপবিষ্ট করে, এবং পূর্বের ও সাইপুর অনেক স্থানে একসঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া থাকে। পরে ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ কাচলিগুলি লইয়া উল্লিখিত শূন্যকুস্তির মধ্যে রাখিয়া দেয়, পশ্চাৎ কোতোয়াল আপন আসন হইতে উঠিয়া পূর্বক স্থান-পাত্র হইতে এক পাত্র স্থানে উত্তোলন করে; করিবায়াত, চক্রনের শিষ্যদের পূর্বের দিক হইতে ইচ্ছামতে যে সে এক জনকে আপনার নিকটে আহ্বান করেন, এবং সেই আহ্বান ব্যক্তি নিকটে আসিয়া, তাহাকে বায়-পাত্র-স্থিত আসনে বসিতে আর্ধে করেন। পরে সহকারী কোতোয়াল উঠিয়া উল্লিখিত কুস্তি হইতে একটি কাচলিগুলি উত্তোলন করে। করিয়া, শিষ্যারা সকলে ঐ কাচলির প্রতি এক দৃষ্টি দৃষ্টি-পাত করে, এবং উচ্ছে ব্যক্তির কাচলি, সে চিনিয়া পারিয়া, অবিলম্বে সেই আহ্বান পুকু-
করারী।

করারী।

ঈহারা ভগবতীর কালঃ, চামুণ্ডা প্রভূতি ভয়ঙ্করী মৃত্তির উপাসক। ঈহারিকে পূর্বকালীন কাপালিক ও

* আগরা-নগর-ছিদ একটি বিখ্যাতি শিক্ষার্থীর নিকট এই সমৃদ্ধায় লিখিত ছিল, সেই নিকট লিখিত ছিল।
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

অষ্টবর্ষটির* প্রতিদিন বলিয়ে বলা যায়। তবে এ দুই পূর্বাভাস সম্প্রদায়ের। নরবলি দিয়া দেবীর অর্চনা করিত, এখন রাজ-শাসনদীর ভয়ে সেরূপ অভ্যন্তান করিবার সত্ত্বাবনা নাই। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে এ সম্প্রদায়

* অষ্টবর্ষটির বিষয় ২৭ পৃষ্ঠ। দেখ। শক্রবিজয় ও অবোধচন্দ্রোদয় নাটকের কাপালিকের রূপে বর্ণিত আছে।

চতুর্ভুজ আচার্যশতি-কলেবর, গল-দেশ নর-কপাল-মালার আরুত, কপালে ককস-রেধা, সমুদ্র কেশ অট্টা-ভূত, নাট-চর্চির কোপীন ও কুট-বৃত্ত, বাম হস্ত করেটি-রেখায়িত, দলিল হয়ে শক্তিয়াংত ঘট। এই একার বেশ-ধারী এবং মুন্যন্ত “শান্ত, তৈরি, আছে কালীশ” নাম জাপ্নার কাপালিক।

অবোধচন্দ্রোদয়, তৃতীয়।

আসার মন্দির ও বসা-ধাটড়তে অভিবিক মহায়োগ ধারা অঙ্গিতে হোম করি, দাঙ্গণের কপাল-চিত্ত মন্দা-পান ধারার পায়ান।
ঈদানী বিদ্যামান আছে কিনা সন্ধে-স্ন্যান। ভারতবর্ষের নাম মানুষ কতকগুলি লোকের আলাদা শরীরে নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া ভিক্ষা করে, কেহ কেহ তাহাদিগকেই এই সম্প্রদায়ের বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহাদের লৌহ-শালকাদি ধারা শরীরের মাংস বেধ করে, জিহ্বা ও গন্ধ-দেশ দিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র অব্যবহার করায়। লৌহময় কষ্টক-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে ও অঙ্গ-বিশেষে চুরি বসাইয়া দেয়। বাংলা-দেশে চোল-পূজার সময়ে ও অনেক ইহৰ লোকের এইরূপ আচরণ করিতে দেখা যায়।

---

ভৈরবী ও ভৈরব।

ভৈরবীরা শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হয় এবং কুলচার অবলম্বন করিয়া পুরুষ-লিখিত যদ্য-মাংসাদি পঞ্চভূষ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ঈদানী গোয়া বস্ত্র পরিধান, বিভূতি ও ক্রুদ্রক ধারণ ও ললাটে সিম্বুর লেগন করে এবং হঁসে তিশুল গ্রহণ পুরুষের ইতস্তত জমশ করিয়া বেড়ায়। ভৈরবীচক্র প্রভূতি তেজাকাত কুলচারেও অব্যবহার করে ও তখন করি, এবং সদাচরিত্য স্থানের কঠোর কঠ-দশ হইতে নিঃসন্দেহ কঠিনাকরা-একরে উদ্যোগ সম্পাদন করা। যথার্থতায় অচরণ করি।
বীরাচারী পুরুষদের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া।
সর্বত্র তাঁবরে কুলাচারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।
বাঙালীর মধ্যে কলিকাতায়, কালিয়াটে ও অন্য
অনেক স্থানেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।
কাশীতেও কতকগুলি অবস্থিতি করে। শুনিতে পাই,
ইহাদের মধ্যে অনেক অভ্যন্ত কামাসকৃত ও ইহীর-সাথে
অনুষ্ঠান হইয়া স্বেচ্ছাচারীর মত ব্যবহার করে; কোন
কোন ভূরিমাত্র এক একটি ভৈরব সঙ্গে রাখে; তাহার
সহিত মিলিত হইয়া তীর্থ-অব্যাহার করে ও কুলাচারের
নিয়ম ক্রমে কার্য্য করিয়া থাকে।

শীতলা-পণ্ডিত।

শীতলা বসন্ত, বিষ্কোটক, গলগল ফ্রুতী রোগের
দেবতা। ইহি গর্দভারু ও বিবশ থাকেন, এবং
বাষ্ককে কলে দক্ষি মার্জনী ও মন্তকপরি
আশু ধারণ করেন।

কল্যানি শীতলার ইন্দীয়া রাবণমহান্ত হিরাব্রীজ্ঞ।
নাভি শীতলায়োদিতাব মূললিঙ্কনমসকান্ত।

শঙ্কক্ষেত্র-দৃত সম্পূর্ণায়ণীর বচন।

শীতলা দেবী বিবশ ও গর্দভারু, তিনি মার্জনী, কলে ও মন্তকে
পূর্ণ ধারণ করিয়া থাকেন; আর্মী তাকে সমস্তার করি।
শীতলা-পাঞ্জিত।

ইহি শিব-শক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ; ঈহার কবরের মধ্যেও মুগ্ধমালিনী কালীর স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

শীতলা পূর্বদিকে আসিয়া রোগনাশিনী।
দৃষ্টিনাশনা মূখদৃষ্টান্ত শূন্যস্থানাবিধায়িনী।
নেত্রে পাত্র মাত্র নিত্য মুগুরুষক্তমদুক্ত।
পথিকে পাত্র মাত্র নিত্য সমাধী নীহরা তথা।
বায়ুয়া পাত্র মাত্র দ্বীপ চতুর্থে কলসধারিণী।
দিগ্বিজয়ী চতুর্থে পাত্র চতুর্থে সনাতনী।
ঈশ্বর্য্যা দিয়া মাত্র পাত্র হরতাং ঘোরেদ্ধারী।

পূর্বদিকে শীতলা, অর্ধি-কোণে রোগ-নাশিনী, দক্ষিণে মুগ্ধমালা-
ধারিণী মমুর্যমাকালী, নেত্রে কোণে শূন্যস্থানাবিধায়িনী, পশ্চিমে
সমাধানী-ধরা, বায়ু-কোণে কলসধারিণী দেবী, উত্তরে সন্নাতনী
দিগ্বিজয়ী এবং ঈশ্বর্য্যা কোণে ঘোরেদ্ধারী আমার রক্ষা কর।

শীতলার মন্ত্র ও এই ক্লীঁ হ্রীঁ। কিন্তু অনেকে কেবল
হ্রীঁ বীজ উচ্চারণ পূর্বক তাহার অর্ধনা করিয়া থাকে।
হাড়ি, ডোম, চওঁগ এক্ষুন্নি যে সমস্ত নীচ জাতীয়
লোকে শীতলা সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহার
দিগকে পাঞ্জিত বলে। তাহার কহে, শীতলা দেবী যথেষ্ট
আবির্ভূত হইয়া এই রূপ প্রভাবিত করেন, 'আমি তোমারে
অস্মৃত করিয়া, তুমি আমাকে গৃহে ঘাপনা করিয়া
পুজাদি কর।' যাহার এতি এই রূপ অস্মৃত হয়, নেই।
ব্যতীত পণ্ডিত নাম * প্রাপ্ত হইল তামা গ্রহণ করে, অর্থাৎ তাহার অন্তরীয় অথবা বলয় প্রস্তুত করিয়া হস্তে ধারণ করিয়া থাকে।

তাহারা নীচ জাতি, তথাচ নিজেই শীতলার অর্জন করে। স্বয়ং শীতলার গুণ কর্তন করিয়া ঘাসে ঘাসে ভিক্ষা করে ও অন্য লোকেও তাহাদের বাটীতে আসিয়া পূজা দেয়। ইহাতে তাহাদের সংসার-নির্বাহের অন্য অগ্রভূত থাকে না।

* বাহারা গৃহে ধর্ম দেবতা স্থাপন করিয়া পূজা করে, তাহাদের নিজের পণ্ডিত বলে। তাহারাও শীতলা-পণ্ডিতদিগের সত্ত্বে তাহাতে বলয় গ্রহণ করে এবং নীচ জাতি হইলেও নিজেই ধর্ম দেবতার অর্জন করিয়া থাকে।

বাঙাল দেশের রাজ অঞ্চলে এই দেবতার অভাব প্রাপ্ত হয়। এক এক ঢাকে প্রতিবৎসর তাহার তারি তারি উৎসব হয় ও তহুতরে তথায় বহ প্রের সমাগম হইয়া থাকে। ধর্ম দেবতা অভাব এবং সুত্র-মাত্স-প্রিয়।
সৌর।

পঞ্চপ্রাকার উপাসনকের মধ্যে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব এই তিন প্রাকার উপাসনকের বিষয় লিখিত হইল; অবশিষ্ট দুই প্রাকারের নাম সৌর ও গাঙপত্য। এই উভয়ের সংখ্যা অতি অল্প। ব্যবহার-বিষয়েও অন্যান্য হিন্দু-ধীরের সহিত ইহাদের বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্টি হয় না।

পুর্ণ আর্য্য-কুলের একটি প্রধান আদিম দেবতা। ইনাম ঐ পুর্ণ যাহাদের ইচ্ছা দেবতা, তাহাদের নাম সৌর। তাহারা গল-দেশে স্ফটিক-মলা ধারণ করেন ও ললাটে একরূপ রক্ত-চন্দনের ভিতর করিয়া থাকেন। তাহারা রবিবারে ও সংক্রান্তির দিবসে লবণ-বর্জিত একাহার করেন। কোন দিন পুর্ণ্য দর্শন না করিয়া জল পাল্লা করেন না। এই কাঠি নিষ্পাত প্রচলিত ধারাতে, তাহাদিগকে বর্ষাকালে এক এক দিবস সমধিক লৌহপাতা হয়। পৃথিবীতে যে খোজ পুর্ণ্য অভ্যন্ত প্রতাপ-বিশিষ্ট এবং প্রায় প্রতি পাহাড়ের দৃশ্য গোচর হয়, সেইখানে যে, সৌর-দিগের বাস, ইহা তাহাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। কলঙ্ক তাহা না হইলেও একপ ধর্মের সৃষ্টি হইত না।

মহাপ্রধান বামোঁপিতি বামোঁনি বৈষ্ণবিনি ছ।
বামোঁনি ছ মীরাধলি বামোঁনি বামোঁনি বৈষ্ণবিনি।
বামোঁনি বামোঁ ইষ্টম লামাজারি ছ।
সৌরাস। বৃহীর পনিৰেছে।

২৭
জ্যোতির্বৈদ্যঞ্জলসাহিত্যশাস্ত্রে নিবন্ধ

পুরুষকালে সূর্যের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হইত। খ্রিস্টানদের সম্পর্কে শক্তিগত মধ্য ভাগে চীন-দেশের তীর্থ-ঘাটী হিউএন-থ্যুসঙ্গ মুলভাবে একটি সূর্য-মন্দির ও সূর্য-প্রতিমূর্তি দর্শন করেন ৫। যে সময়ে আরবেরা তারতবর্ষে এখম আগমন করে, সে সময়েও উহা বিদ্যমান ছিল; মুরা নামের হিন্দু-ধর্মের প্রতি

* এই সময় তুলার অন্যান্য এই সূর্যভোগাঙ্ক-সম্প্রদায়ের বিদ্যমান ছিল, তাহার অপর অন্য অনেক বিদ্যমানও একটি হওয়া যায়। খ্রিস্টানদের কথিত শতাব্দীতে বিদ্যমান আনন্দগুলির শব্দ-বিশ্বের চাপের ফর্স একটি সূর্য-ভক্তি বিদ্যমান ছিল এবং এ অপর একটি শতাব্দীর এখনো বিশেষ হাস্যরসের লেখিত আছে, শ্রীমতীর শিলা এই কারণ বহু সূর্য-মন্দির দৃশ্য ছিল ৫। খ্রিস্টান পুরাতন পিতা উঠার যাচ শতাব্দীতে বৈরাগিত্ব ছিল না।

* এই ভাগের উপলক্ষিতগুলি পৃষ্ঠা ১৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।
বিশেষ প্রকাশ করিয়া ঐ বিজ্ঞানের প্রীতি-দেশে গোমঃস সংযুক্ত করিয়া দেয়।

ুৎকলে এক সময়ে সুর্যোপাসনার সমাধিক প্রচার ছিল; ব্রাহ্মণগণ সে বিষয়ের বিষয়ের প্রচার আচ্ছা। কনার্ক নামক স্থানে যে ভগ্নাবশেষ পুরাতন সূর্য-মন্দিরটি অপ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ১২৪১ বার শত একচারণ্ত খুঁটাকে রাজাদের নির্দেশে দেও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘনাপ্রা হিম্মু-শান্ত্রোক শিবাদি দেবগণের ভূরি ভূরি প্রতিষ্ঠি অপ্যাপি বিল্যামান আছে। ঐ স্থানের এসিসি-টেক্টের রেজিডেন্ট সাহেবের উদ্যানে তাহার আনেকগুলি একাদশ সংস্থাপিত হয়, তাহার মধ্যে সূর্য দেবের সম্ভাষণে যোজিত কর্তব্যের খানি রথে বিনিবিশিষ্ট ছিল।

ইদানীরোগ-নিবারণ, নবগ্রহ-যাগ, নিঃস্ত সন্ধ্যা-বসন্তাদি করেকটি স্কুল সূর্য-পুজা বা সূর্যাঙ্গ-নানা প্রচলিত আছে। বাঙ্গালা দেশে স্বতন্ত্র সূর্যোপাসন্ত নাই বলিলেও হয়।

সূর্যের বীজ হংস সং, ও তাহার গায়কৃতি।

অসু আহিষ্ঠায় বিনিষ্ঠে মাত্রাজ্জাভী ধ্রুব ও মচোন্তাত।

আদিতের জন্ম লাভ করি; মার্গে চলার করি; সূর্য আহিষ্ঠিয়কে তাহার শ্রেণ করন।

* Journal Asiatique, Tom 8th, Octr. 1846, pp. 298—299.
† Asiatic Researches, Vol. XV, p. 327.
‡ Journal of the Indian Archipelago, Vol. III, No. IX.

* এখন পুত্রক নিকটে নাই বলিয়া পূর্বতন সংখ্য। লিখিতে পারিলাম না।
চক্ষুস্র, গয়া, পাটনা জেলা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে শের নামে কার্তিক মাসে ছাউরত নামে একটি ব্রহ্ম অক্ষুষিত হইয়া থাকে; তাহার স্থান-স্থান বই আর কিছুই নয়। যে দিবসে এ ব্রহ্ম সম্পন্ন হয়, তাহার হয় দিন পূর্বাখ্যা ব্রহ্ম-স্থানীয় ব্যক্তিগতের বিলীন হয় তাজ্জান করে।
পরে নির্দিষ্ট দিবসে স্থানের আয় চারি দিক পূর্বে নামায় পুকুরের তৃণ সঙ্গে উচ্ছি। নদী-তীরে উপস্থিত হয় ও তথায় খাদীপাতে মন্ত্রাচ্ছারণ সহকারে ঐ সকল সামগ্রী নিবেদনাদি দ্বারা স্থান-স্থান। সম্পাদন পূর্বক নিজ নিজ সৃষ্টি গৃহে অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কল্পিতাত্ত্বিক এই সর্বে চাঁদপালে এবং মল্লীকের বাটী হিন্দুস্থানীরিক মহা-সমারোহ পূর্বক এই ব্রহ্ম অক্ষুষিত করিতে দেখা যায়।
গাণপত্য।

গাণপত্যের অর্থাং গণেশের উপাসকদিগের নাম গাণপত্য। শৈবশাস্ত্রীয় ন্যায়ে ইহাদিগকে একটি পৃথক সম্প্রদায় বলা যায় কিনা সন্দেহ। হিন্দুধর্মেই গণেশকে সিদ্ধ-দাতা জ্ঞান করিয়া বিম্ব-নিরাকরণ প্রার্থনায় তাহার উপাসনা করে। শিব-দূর্গার্দি অন্য অন্য দেবতার পূজা করিতে হইলে, অগ্নি গণেশের অভিষেক করিতে হয়। কিন্তু কতগুলি লোকে অন্য দেবতা অপেক্ষায় তাহার বিভিন্ন রূপ উপাসনা করিয়া থাকে। এইরূপ উপাসকদিগকে গাণপত্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইহারী বৈষ্ণবদিগের ন্যায় অন্য দেবতার উপাসনা এক কালে পরিবর্যাগ করেন না।

গণেশ অনেক প্রকার, লোকে ভূতাধীন বিশেষ বিশেষ গণেশের নাম ধরিয়া পূজা করে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন বক্তৃতা ও চুন্নিরাজ এই দুই গণেশ অতি প্রসিদ্ধ, এবং তাহাদেরই উপাসনা অধিক প্রচলিত।

গণেশের বীজ গৌর, ও তাহার গায়ত্রি

একরস্তার বিশাল বসন্তকার ধীরচিন্তা তথা বিম্ব: মস্তোধান্ত।

গ্রন্থলোকী, ১২৩৩ সাল, ৩৫৫ পৃষ্ঠা।

একদমের জীব লাভ করি; বক্তৃতাকে চিন্ত। করি; বিখ্যাত জাহাঁ।
অঞ্জালিগুলোকে প্রেরণ কর্ম।
পরিশিষ্ট।

এই পুস্তকের প্রথম ভাগের তৃতীয় পরিশিষ্ট।

( রামনদী-সম্প্রদায়—২১ পৃষ্ট। আখ্যাত। )

সম্বন্ধীদের নাম হিন্দুগৃহীনী বৈজ্ঞানিকদিগের সাথে মূল আখ্যাত আছে; নির্দেশী, ধারী, সত্যবাদী, নির্দেশী, বলত্তী, টাকাধরী এবং দিগন্ত নেই।

এই সাথটি আখ্যাতের মধ্যে কিছুটা আখ্যাত হয় এবং অসংখ্য সম্প্রদায় হয়। তাঙ্কাদের বলা আখ্যাত বললে বলা যায়। সেই প্রাদুর্ভাবে তিনি আখ্যাত হয়। বিজ্ঞানীদের বাণী আখ্যাতের পরামর্শ। আখ্যাতের উৎপাদনের বিরুদ্ধে শিক্ষার পাওয়া যায়, তাহাতে একটি চাইতে প্রতিরোধ হয়। উঠে যে, শিব বৈষম্যের পরিস্ফুটিত বিষয়ক প্রতিরোধ এবং তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইত। বর্তমান রাজনীতি-প্রভাবে তাহার একটি বহুল সাহায্য হয়। গোলাহার, প্রাঙ্গণ, উজ্জ্বল এবং গোদাবীর স্বাগৎসাগরে অর্থাৎ কুপস্মেয়া কোন সম্প্রদায়ের প্রথম নাম চাইতে এই এক্ষণেই প্রেরণ সম্পর্কিত বিষয় বিবেচনা ও তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইত।

বিষয় বৈশ্বিক, তাকে সম্প্রদায়ের, অনন্তর উদাসীন এবং তৎপর অন্যান্য লোকে সন্ত্রাস করিতে থাকে। এই সম্ভব মেলায় উল্লিখিত সাত অখ্যাত ও শাখা-আখ্যাতের বিশালীগো জন্তু-বর্ণ হইয়া মাত্র হয়। ইহাদের জন্তে এসে হত।

শিব-সমাজের জন্মপঞ্জী পুষ্করী, সেরাঘাতী, হিন্দুভী, ব্যাপ্তির প্রভূতি কর্ষালী সমুদায় নিযুক্ত থাকে, ইহাদের জন্তে এসে হত। হতাতে দুজন বড় মাহাত্ম। সেই সকল মেলায় শরীর ও বজ্র-মোড়ত বহুল সংখ্যক দৃষ্টি হয় একটি উদ্দেশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেবল উদ্দেশ্যগত নৃন, তাহার বিষয় বিধানে সন্ত্রাস ও অচিরাও হইয়া থাকে।

( ১২৭ পৃষ্ট ৯ পাঁচীর পর। হুহায়া। )

সম্বন্ধীদের বাণীতে মাত্র রামাং নিম্নী প্রকৃতি হিন্দুগৃহীনী।
বৈষ্ণব বললেও বাঙ্গালি হওয়া আছে। এক এক ভক্ত অন্তর্গত হয়। নিজ নিজ ক্ষমতা-প্রভাবে এক একটি দল সংঘাত করেন, তাহারই নাম হয়। যেমন বামন-হুরারা, ওগোল-হুরারা, অমনী-হুরারা, বুদ্ধান্তি-হুরারা, টিলাজী-হুরারা, দেব মুরুলিঙ্গ-হুরারা, সুদর্শনমোচ-হুরারা, রাম কবিরী-হুরারা, নাভান শ্রী-হুরারা, শিপাজী- হুরারা, পার্বতীজী-হুরারা, রামপ্রসাদকাশ-হুরারা ইত্যাদি।

কামদেবী।

রামান নিম্নে ঐবৃত্তি মিনুষ্যানী বৈষ্ণবেরা বিশেষ বিশেষ ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, বিশেষ বিশেষ সংশ্লায়-সংজা ধারণ করে; যেমন কামদেবী, মদুরামারী ইত্যাদি।

বাহার কমেদু নামে এক ধরণের ভিক্ষা-বৃত্তি করিয়া। ভিক্ষা-বৃত্তি পর্যালোচনা করেন, তাহারই নাম কমেদু। ঐ রূপের এক গাছি বাক বহি আর কিছুই নয়। ভারতীয় শিক্ষা বৃত্তি করা বহি নাই। তাহার নাম ঐ কমেদুরূপে তাহার পদ শিক্ষা অর্থাৎ শিক্ষা থাকে এবং নেই তাহার পদ থাকে না। চাকরির রাখা হয়; তাহার বিভিন্ন-সামাজিক সকল সংস্কৃতি হইয়া থাকে। ঐ শিক্ষা লোহিত বর্ষ বর্ষে ভাঙ্গা লাল খেজুরায় আবর্ত করিয়া। এক দিকের শিক্ষার আকার ও অপর দিকের শিক্ষার ছুটনের মূল্য চিহ্নিত থাকে। কামদেবীর এই কমেদু নাম সম্পূর্ণ করিয়া। ঐতিহাসিক পুরুষক ঐতিহাসিক পুরুষ সত্য তাহার পুষ্প ও আবর্ত করে।

ইহার উক্তকরণ লাল খেজুরায়ে অনুভূত পরিপ্রেক্ষা বন্ধ, আংশিক ও টুপী স্বাধীন এবং কটি-শেষে যেই বৃন্দ পুরুষক কমেদু করিয়া। ভিক্ষা করিতে যায়। কমেদুর ধারণ নাই। ‘চন্দ্ররাজ শব্দ, ধনুরানাথ রাজ’ ঐ নাম উক্তকরণ পুরুষক পাঠে পাঠে জানিয়া করে ও হুইয়া। সেই নাম অবগৃহ ঐ কমেদুর পাঠে ভিক্ষা অর্জন করি। ইহার এক ধরণে যাহা কিছু ভিক্ষা পায়, এলাকা বৈষ্ণবের নাম সমন্বয় অর্জন। অর্জনার সাধারণ, বৈষ্ণববাদে ভোগ করিয়া।

মদুরামারী।

বাহার মদুরামারী অর্থাৎ রহিত হওয়া বহি করিয়া। ভিক্ষা করে, তাহার নাম মদুরামারী। কেবল সংস্কৃতবাদ। অর্থাৎ মিনুষ্যাত গুরুত্ব বৈষ্ণবেরাই মদুরামারী বহি করিয়া। ভিক্ষা-পরিষ্কার করে। কথন কোন বাক্য এক কাৰ্য্য মিলিত হইয়া ঐ মদুরামারী পূর্ণ করিয়া।
ভারতবর্ষীয় উপাসিক-সম্প্রদায়।

dের। এইরূপে এক স্থানেই তাহাদের ভিক্ষা-কার্থা সম্পন্ন হয়; ধারে ধারে ভর্ষণ করা বিধেয় নয়।

সংযোগী।

কেবল মুক্তকারী নহে, রামানুমানে একুশ্চি চারি সম্প্রদায়-চুক্তি হিন্দুস্থানী বৈরাগী মধ্যে বাকার। দার-পরিশেষ পূর্বক দ্বী-পুকুর অজন্মবর্গ লইয়া সংসারতাত্ত্বিক বিচার করে, তাহাদিগকেই সংযোগী বলে। ঐ সময় সম্প্রদায়ের অপরাপর হিন্দুস্থানী বৈরাগী তাহাদিগকে ভুলিয়া বলিয়া বহিঃপ্রবেশ করে। এখন কি, তাহাদের সহিত সহস্রাবশ করে। এবং পক্ষে ভুলিয়া উপরিভাগ হয় না। তৌ-সম্প্রদায়ী আচারী তুলনা ও ব্যবহার। সম্প্রদায়ী গোষ্ঠীর বাণ্ড-পরিশেষ অবদান মানকাল গৃহাধিশ। অতঃপর তাহারা সংযোগীদের মধ্যে পরিগণিত নয়।

চারি সম্প্রদায়ী ভাষাট।

দলনানি ভাষাটের নাম এক রাখ ভাষাট। রামানুমানে চারি সম্প্রদায়ের শিষ্য-প্রাণীল প্রভূতির বিবর্ণ লিখিত রাখে এবং অর্জনের অনুযায়ী তাহা কীর্তন করিয়া দেয়। তাহারা আপনাশনা করিয়া চারি সম্প্রদায়ী ভাষাট বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। তাহাতে বৈরাগী ও অবিষ্কার অনেকের নিকট গমন পূর্বক সত্ত্বা পাঠ, শেষ-বর্ণ ও শিষ্য-প্রাণী আরুন্তি করিয়া ভাষা করে। তাহারা যাহা কীর্তন করে, তাহাকে কবি বলে। তাহারা বিশ্বপাসক।

এই পুস্তকের প্রথম ভাগে যে সমস্ত বাঙ্গালাদেশীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিবরণ করা হইয়াছে; তত্ত্বভিত্তি অনুসারে অনেক কতকগুলি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিভাগ আছে। এখন অতি সংক্ষেপে তাহাদের প্রস্তুত করিতে হইতেছে।

মহাপুরুষীয় ধর্ম-সম্প্রদায।

এই সম্প্রদায় শণক্ষেব নামক মহাপুরুষ কর্তৃক অবরতিত হয় এই নিমিত্তে ইহার নাম মহাপুরুষীয় ধর্ম। তিনি ১৩৭০ খ্রীঃ পূর্ব প্রত্ন শকে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত আলিপুরুহি প্রান্তে শিবরামল তুরুকালুরের নামক কর্ণস্থলের গৃহে কৃষ্ণ এগিয়া করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার পিতা ভারতবর্ষের পশ্চিম উত্তর প্রদেশের লোক। এই প্রদেশ আঁচে হকে, তিনি বালকালে সমৃদ্ধ শালে শিখে করিয়া পশ্চিম তীর্থ-পৰ্যটনে প্রবেশ হন, কাজা, উৎকন্ত, রূপবান প্রভৃতি নামাদেশ পরিক্ষণ-পূর্বক নবধী চিতনের নিকট বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত ছইয়া হরিমায় অর্থে
পরিশীলন ২১৭

করেন এবং তদন্ত গ্রুহে প্রত্যাগত হচ্ছে আসাম প্রদেশে এই ধর্ম, প্রচার করিয়া যান। এখন ঐ প্রদেশের ইতর ভাগ অনেক লোকই এই ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলে।

শনিবার পাই, শহর দেব সাঁকার দেবদার উপাসনা ছিলেন না; প্রতিবাসী পুকুরে, যখন কি প্রতিবাসীর সমন্বয়, বিষের ছিলেন। তিনি বলিয়া গুরুচ্ছন, "অন্য দেবী দেব, না করিয়া দেব, না খাইয়া প্রসাদ তার। গৃহে না পাশিয়া, মুক্তিকো না চাহিয়া, ভক্তি হবে বাণিজ্য।" তিনি জ্ঞাতি-নির্বাচিতে সকলকেই শিয়া করিয়ে। একটি মোসলমানকে শিয়া করিয়া। "এর হরিনাম" সম্প্রদায় করিয়া। আর বলাই নামে এক মিলাকে বা গোবর্ধন নামে এক নাগা-জাতীয়কে নিজ ধর্ম দীপিত করিয়া। কোচবিহারের অনেক লোক ভার মতে অমূল্য। শহর সেনার প্রধান শিয়ার নাম মাঝার দেব। তিনি এবং শহর দেবর পুকুরবাত্ত দাদাখার প্রভূতি অন্য অন্য শিয়ার শিয়ার। ধর্ম-প্রচার-বিষয়ে অন্যতম ছিলেন। মহাপুরুষের পুত্র মোহনে ব্রাহ্মণকে ঘোষপদের প্রধান করিয়া।

শহর দেবর দুইটি প্রধান সত্ত্ব অর্থাৎ অসীম আছে। নওগাঁ জিলার অন্তর্গত বড়গোল। আশ্মে একটি এবং গোহাটী জিলার অন্তর্গত বড়গোল। আশ্মে অর একটি। উভয় সত্ত্ব একাড়ে অফার নাময় অশ্বার উচ্চারণের ইতিহাস আছে। নাময় এমনিন প্রাচীন, যথায় অন্যতম এবং রাজকীয় জিলার অন্তর্গত চারি সর্কার ও কোথা কোটা লোকে একত্রে প্রথম করিয়া। তাহার মধ্যে মধ্যে উসাগরের সাধারণরূপের অনুগ্রহ হইয়া থাকে। অন্য অন্য, বদন-দেবদারের নামে নাময় নাময় বিভাগ-পুজোর হয়। কিন্তু অদ্বিতীয় এমন প্রাচীন থাকে; সুকলে অসাধ্য থাকে উপরিতল হয়। রাম, রুক্ম, ঘর-নাম সপ্তম গান ও কীর্তন করে। উসাগরের মধ্যে বহুর সংসার-তাত্ত্বিক, তাহাদের নাম বিশদ। এরূপ।

আই সত্ত্বে রূপান্তরের বিদ্যমান এইরূপ ভাব অবস্থিত করে। বড়গোলে তিনদিকে মোলালিক কেলিয়া। জান বাস করিয়া। এমনিহ চারি সাত বক্তি সহজে প্রথমে কীর্তন করিয়া থাকে। এই সত্ত্বে বৃত্তাকারে আছে। কিন্তু তাহার কীর্তনিনে সবকটা পুকুরদের সহিত একটি সমায় না। হইয়া যাহিয়া অবস্থিত করে। এই সত্ত্বে শহর দেবর ও ভার করে।

* সাধারণের লোক আসাম-প্রদেশে অশ্চর। এই বিনিয়োগ শহরের পুরুষ একক নামকর করেদে শে। তাহা অর্থাৎ আসামর অধিবাসীর করে ও সেই লোক ধর্মের প্রচারের অর্থাৎ অশ্চর না। তাহার এই রমণ করে।
ডীর্ঘতম শিষ্য মাধব দেবের সমাধি আছে। অন্য অন্য অনেক গ্রন্থেও নামকর আছে, কিন্তু তাঁর তারুণ্য ধর্মোৎসাহের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কখন কখন লোকে উগার পূর্ব-কুত মানসিক বা বিশেষ কোন সময় নিবন্ধ নাম-দীর্ঘনাদি করিয়া থাকে।

শক্তি সাক্তশালী ছিলেন না। অন্য উইয়ার সন্ধিগতি ও সাক্তশালী-উপাসক নয় একান বেন কেহ মনে না করেন। ইহারা শক্তি দেবকে দোষবাচীর বলিয়া শীঘ্র করে। সতে এক এক শো প্রথমে শক্তি দেবের চরণ-চিত্ত অর্জন আছে, তাহার প্রতি সাধারণ ভক্তি অন্ত্য একাশ করে এবং বিশেষ-পুনর্বাণ নায়ক তীর্থার বংশাঙ্কীন নামক চরিত-এতের পূজা করিয়া থাকে। পূর্বে লিখিত হইয়াছে, ইহাদের মতে, দেব-প্রতিযাদির হর্ষর-সর্বনাশি নিষিদ্ধ। কিন্তু বিশ-সপ্তদ্রব বিষয়ে সেরূপ প্রতিযাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক সহাপুক্তার গৃহপালের বাড়িতে দোল-হুর্ভাগ বন্ধনী উত্তর থাকে।

শক্তি দেব সাধুভাবে ও অত্যন্ত সত্ত্বনান্ত আসার-দেশীয় তাহার কীর্তিন, কীৰ্ত্তিযোগ্য তাহার পুরুষ রচনা, সংসার ও অনুমোদন করেন। পূর্বে লিখিত বহুমূল্য সতে একটি পুরাতন হরিব্রজী রুক্ত আছে, তথাকার লোকেরা, তিনি প্রতিদিন সেই রুক্ত-মূলে বলিয়া। এত্য রচনা। করিতেন। তাহার শিষ্য মাধব দেব নামেরা। অন্তৰ্দৃষ্টি কতগুলি পুনর্নিষ্ঠা বলে। অনেকে বলে, নামদেবীর প্রথমাংশ শক্তি দেবের সংস্কৃত। তাইতার যুথ ছইলে, মাধব দেব সেই এলু সমুচ্ছ করেন। নামদেবীর বচন সকল সমুচ্ছের নায় অনেকে, গান করে। এই পুনর্নিষ্ঠার প্রথমাংশ অন্য অন্য এলু হইতে উঠিত চরক-গুলি সংস্কৃত বচন বিদ্যমান আছে। ইহাতে হরিনাদের অপার মহিমা পরিকীর্তিত হইয়াছে।

রাহুন রুহেলে মনে মেঘ্যাত্মক ন হুঁ সুধীঃ লোম।
বাহুন বিশ্বাসঞ্জ্বমানীবাৰ্ব্বতমায়

নামদেবী ।

"যে দিন হরিনাদের বর্জিত, সেই দিনই দুঃখিন; যে শান্ত, যিনি হর্সিম নয়।"*

* ১৭১৯ সালের ১লা ও ১৬২ আইফার এবং ১৮৩১ সালের ১৬৪ পত্রের মধ্যে এই শ্লোকের বিবরণ প্রকাশিত হয়।
জগন্মোহনী-সন্ন্যাসী

রামকৃষ্ণ গোসাই নামে এক বাক্তি এই সন্ন্যাসে অবতীর্থ করেন।
নিত্য মোক্ষময় সাধনের জায়গায় নিজের জীবন ছিলেন এই সময় প্রথম আছে।
এই সন্ন্যাসীর বল্লাল থাকে, উীহার বেশ পূর্বে জগন্মোহন
গোসাই এই ধর্মের প্রথম কৃপণ। বানে এই নিত্য এই সন্ন্যাসের নাম
জগন্মোহনী। এই পদে আছে যে, তিনি উঠকের একটি রাধামানী
ঈশ্বরের নিকট উপাসনা করবেন ভেক ধারণ করেন। জগন্মোহন
হেনে শিষ্যা গোবিন্দ গোসাই, গোবিন্দের শিষ্য শান্ত গোসাই এবং
সেই সাথের শিষ্যা রামকৃষ্ণ গোসাই।

রামকৃষ্ণের সময়েই এই মত সময়কালে প্রচলিত হয়।
জগন্মোহনী-সন্ন্যাসীর বলনে, এক্ষেত্রে যোগাযোগ পঞ্চাশ সহস্র লোক এই
সন্ন্যাসে নিজেকে অদ্বৈত প্রচার করে। ইহারা নিকোর-উপাসক; কোন সাধকের
লাইবার অর্থনীতি করে না। কিন্তু অকলেন সাধারণ পরম্পর বলিয়া
অধীন করে। তিনি বংশীয় শ্রম এবং তিনি শিখিয়া সাধারণ রঙ্গ-কর্ম।
ইহারা দীর্ঘকালের পুরুষ ইকতে। এই বাক্য উচ্চারণ পূর্বক ইকতে
অর্থকর্মকর্ম রোধ করে। বলিয়া দীর্ঘকালের বিরুদ্ধে সাধারণ কর্ম
হইতে উপাসনা পূর্বক তাহার উপাসনা অবস্থান হইয়া থাকে।

ইহারাও অন্যদেশের অনেক উপাসক-সন্ন্যাসীর নাম হুই ভাগে
বিভক্ত; গৃহী ও উগাড়ী। গৃহী ভাষায় অধ্যক্ষ বোধ হয়।

বামুরা। দেশের পূর্ব পাদে নাম হুই ইহারের অনেকগুলো অক্ষীভ বিন্দ্য আছে।
শিখদের কোন অন্য সিদ্ধ হইলে, তাহার পূর্ব প্রভাত মানসিক মূল্যায়ন ভোগানি প্রদান করে; ইহাতে এই সকল
আঘাতৰ বায় নির্বাহ হইতে হয়। ইহাদের কোন মানসিক মূল্য
হুই পাই; অনাসনসভ্য প্রধান অবস্থান। সেই সঙ্গীতের নাম নির্বাহ-সঙ্গীত।
এ দুই দশ বর্ষের দুই একটি প্রশিক্ষিত হইতেছে।

নির্বাহ-সঙ্গীত।

রামানুষ—সাধন।
সাগুয়ার ভাই, পূর্ণক্ষেত্র ও কন্যু কেন্দ্র ভাবে পাই।
হাজিরা সকল যায়, অন্ধুর পদে লই হইয়া,
অমুখিলে আন্ত লক্ষ্য নাই।
বিবাহে কর মন, রুদি কর হিম্ব।
হেলার তরিবা তব, পাইবা মন্ত্র।
হীন রাজ্যের বলে, আর্থিক হেলার বড় হীন,
কুপা করি রাখ পলে না বাসিও ভিন।
রাগিনী—আচিজী।
ভর্জ হে পরম ব্রহ্ম থাকিবা অনন্দে।
কিসর কারণ ভাই লাগি রইলা ধন্দে।
আপনার প্রাণ পুনঃ নহে আপনার।
পিতা মাতা সুত কান্তা কি মতে তোমার।
পূর্বে না ছিল কেহ না থাকিবে পাছে।
মিছা মায়া সংসারে ভোমেতে ভুলিয়া আছে।
শুধুদেব নাম প্রেম্যাদ সন্তান।
বিচার করয় তারা যত মূর্তি।
সর্ব বেদ সর্ব শাস্ত্রে করেছে নির্গত।
গুরু বিনে তরাইতে কেহ না পারয়।
ধর্ম পরে সহায় নাহিক কোন জন।
সেই সে কণাইতে পারে ভবের ভক্ষন।
জৈবাগ্রের পর ধর্ম নাহি কদাচিত।
বলে গৌরিনারায় সেই ভাব বক্ষিত।

হরিবোলা ।

হরিনাম এই সম্প্রদায়ের প্রধান অবলম্বন। হরিনাম গাও ও কীর্তন
করাই ইহাদের প্রধান ধর্মচূড়ান্ত। এই গ্রন্থ ইহাদিগকে হরিবোলা বলে।

---

বাঙ্গালা দেশের পূর্বপুরায় বিখ্যাত শানে এই সম্প্রদায়ের প্রধান
অর্থাৎ হরিদ্বার আছে। তথাকার মহাত্মা, গৌরুড় বাবুর বজাজ রায়ের অধু-রোধ জুড়ে শ্রেষ্ঠ বিপরে পাঠায়। দেখা, তাহাই অস্তলন করিয়া এবিষয়টি
লিখিত হইল।
হিরীনামের জপমালা নাই; যেন মনেই হিরিনাম জপ করিতে হয়। একটি হিরাদের দেবতা-মনুষ্য। একটি আহরণ মেহার অর্থাৎ বিশেষরূপে অর্ঘণ করা শিষ্যদের চক্ষে অবশ্য কর্তব্য। হিরান নিজে এর অবরক্ষে হিরিতে অবরক্ষ জ্ঞান করিয়া তীক্ষ্ণ করে এবং যে সময়ে হউক, খসম্মার্দিয় অনেকে একটি উৎপার্ক হইয়া হিরিনাম সঞ্চরিত করিয়া ধাকি।

হিরিবোলদের কোন সাঙ্গাস্তারিক বায়ু নাই; গানই অষ্ঠ অবলম্বন। তাহা গুলিলেই হিরাদের মতের পরিচর শ্রাপ হওয়া যায়। এখানে হই একটি সঞ্চিত লিখিত হইতেছে।

গান।
কর হিরিনাম গান।
আমার যাবে তব-ভয়, শুন ওর মন,
জেনে শুনে না হইল চেন।

হিরিনামের মরম জেনে, শির জেনে আপন মনে,
পঞ্চমুখ করিয়ে সাধন।

তার সাক্ষী দেখ, কঁঠাই মাধাই গেল রুদ্ধাবন।
পঞ্চ পাপের পাপী হইলে, মৃত্তি পায় নে হিরিত বলে,
এমনি প্রতূ অধম-তারণ।

তার সাক্ষী দেখ কঁঠাই মাধাই গেল রুদ্ধাবন।
ওয়ে আমার মন, বালি কথা শোন,
হিরির নামে কর দিন গুজারগণ।

অন্য চিন্তা ছাড়, গুরু চিন্তা কর,
এ পরে মন রাধ সক্ষন।

বান স্নান হিরাদের আঘুদ-বাড়ি আছে। রূপ হিরির অংশ এই সংঘর্ষায়মানে, আঘুদির কুকুরের অর্থাৎ রাধা-কুকু হুগল-রূপের বিশেষ সাধিত হয়। হিরান এ বিষয়কে লিখন-ভাঙো অর্ধভোগ ও নামঞ্জীয় কাজে চীড়ল নেই, সিরা, উপার্দিয় হিরিবোল সকলে সেই সকল অসাধ্য-সাধ্যী ভোজন করায় এবং সময়ের পরে ভাবের নির্দেশ করিয়া হিরিনাম উপাসন ও ভাবার গুণ-গান ও সাধন-কীর্তন করিয়া ধাকি।
কোন কোন আঘুড়ির বিশেষ থাকে না।
বাহরতবর্ষীয় উপাসনকাল-ললনাদায়।

রাত্রি ও বাজে উভয় অবসরেই এই সম্প্রদায়ের অনেক লোক থাকে। ইহাদের মধ্যে তুলনী অধিক বোধ হয়, কিন্তু উপাসনা ও দেহতে পাওয়া যায়। উভয়ই গুরু-পাল-গ্রহণে অধিকারী। গুরুকে গোপীরাই বলে। ইহার অনেক লোকের নাম ভেকও লয়ন। ; সেসি-কপিলার ধরায় করেন। কিন্তু গোপী-বাহাবর তত কঠীন করিয়া থাকে।

কুমারী এদেশে যে হরিরলুট গ্রহিত হইয়াছে, ইহারাই তাহা প্রমুখ করে। তুলনীর তলায় মোরা, বর্ষসী, নবান্ত প্রকৃতি মিলিয়া-সামগ্রী তুলনীকে নিবেদন করিয়া তুলনী-তলে নিক্ষেপ করা হয়; উপাসক ব্যক্তি ও বিশেষতঃ বালকগণের জন্য সুস্বাহা করিয়া ভণ্ড করে। ইহাদের হরিরলুট বলে। বিবাহাদিগুলি কর্ষ উপস্থিত বা গোরা-শাস্ত্র বিপদের অভ্যন্তরে পূর্বকাভ মানসিক ভূমিকা হইলে, হরিরলুটে দেওয়া হয়। ইহার বাঙ্গা-দেশীয় অনেকগুলি গৃহস্থের মধ্যে একটি গুরুকর নিয়ন্ত্রক করিয়া। তুলনীর অনিয়ন্ত্রিত সাধন ও ক্রেতার লাভ করিয়া। এদেশে এসব-কলে অভ্যন্তরে যে রেষ-তাপ দিবার বাধ্য হয়, ইহার শ্রীস্মৃতায় মধ্যে তাহা চুক্ত করিয়া নিক্ষেপ করে। সত্যান্ত ক্রীড়া হইলে, তাহার কে ও তন্ত্রী গর্ভধারকের হস্ত করিয়া এবং তুলনীরের নৃত্যায় লহির সর্বনের গাত্রে লেপন করে ও প্রতিকে ভক্ষণ করিয়া। আরও অনেক ভোজন করিতে দেয়। এসব হইলেই হরিরলুট দেওয়া আবশ্যক। একুশ দিন পর্যন্ত বাহার দেওয়া সাধ্য, যে সেসমূহ দিয়া থাকে। এসবসমূহের উপাসনাতৃপতি বাহাবর ও হরিরলুট অন্য সম্প্রদায়েও প্রচলিত হইয়াছে। তুলনীর বিধানে যাহা সাধন করিতে না পারে, অনেক হুলে দেবতিকে তাহা অগ্রে নেই করিয়া সেয়।

* নারাণ-ককির নামে একক দোসমাহার করিয়া। মুলে ছানা পরিগমন পূর্বক থাকা। তুলনীরকে তুলনায় করে। যদি নাম সাধন করিয়া যদি সাধন হয়, তাহা হইলে হুলের অন্যে একটি দোসা খানা করিয়া। এলাবেতে তুলনী প্রতিযোগী ও সলামকে প্রণয় করান হয়। এই এসব সাধন ককির শুদ্ধি করিয়া পূর্বক দোপুর ও পর্যাপ্ত অন্য ভক্ষণ করে। যাহা তাপ-সেক কিছুই নিক্ষেপ করে। এদেশীয় মোহর পকে এধিও একটি সামরিক বিবাহাদি করায় পড়ায়। তুলিন মেই বাহার, বাহার দেবার সাধন তাই নারাণেদুর নামে নারাণির ককির এক পাইয়ের হুলে থাকে, তাহারা ককিরো নারাণি ককির বলিয়া এলাবে।
বিবাহ আচার্য সংস্কার বিষয়ে এই সন্ধানার্থে যে জ্ঞাতির বেতন
লাগ আছে, সেই রূপে হইয়া থাকে। অত্যন্ত কেবল হরিন্দুতে দেওয়া
হয়। এই সমস্ত উপস্থিত কর্মে অন্তরাি হইবার পূর্বে, ইহার। হরিন্দুরের
জন্য অর্থ-সংগ্রহ করিবে। রাজ্য মুক্ত বাংলা আগন্তুর অন্তরাি-কৌশল
ব্যবস্থা বেফাল যাহার, তাহার দেহ-সংকার সেই রূপে সম্পূর্ণ হইয়া
থাকে। কাহার পর মৃত্যুকাত্তে খন্ন ও কাহার বঞ্চিত নিকুঞ্জের
বা অধিদেশ দাখ করিয়া হয়। বাংলা দেশের রাজ ও বঙ্গ উভয় সময়ের
শাসকের মত প্রচলিত আছে। সাত্ত্বিকের যশোর, খণ্ড-বোধ, কৌণি। প্রভুক্তি নানা স্থানের অনেক লোক এই মন্তব্য। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণগণ গোলাকান্দ গোসাইরের আখ্যায়িত ছিল, তাহাতে
বিবাহ-প্রতিষ্ঠা ছিল না। এক্ষেত্রে ঐ আমে প্রচলিত গোসাইরের
আখ্যায়িত আছে।

রাত্রিকাণী।

বাঙ্গা-দেশীয় কলকাতায় বৈঠক রাত্রি-কালে অর্থাণ্ত সাইকল হইতে
রাত্রি এক চৌহার পরম্পরা বিভিন্ন করিতে। মিলিত করে; তাহাদেরই নাম
রাত্রিকাণী। শুক্লাধিকার পঞ্জী হইতে পূর্বের পরম্পরা ঐ বিভিন্ন
অশুদ্ধ সময়। তাহারা কাহারও ধরিয়া হয় না; পণ্ড পণ্ড গণ বিভিন্ন
করিতে গমন করে এবং গৃহত্তোৎসব তাহাদিগকে অংশায় পূর্বক ভিন্ন
করিতে থাকে। কথন কথন দুই তিন জন সমিলে সহিয়া ভিন্ন-
পর্যটন করে। সঙ্গে অল্প একটি লোক ধরায় দরিদ্র বয়স, চাল কর্ত্তি
প্রভূতি দাহা কিছু তিফা পায়, সেই বাক্য সমস্ত সংশোধ
করিতে সেই থাকায় রাকিয়া দেয়।

“রাত্রিকাণীর ধামাধারা থাকে এক এক জন। হরিনাম
বলে না যুঝে, পিছে হোতে, চাল কর্ত্তি কুড়াতে যান।”

কবি।

উদ্ধৃতিত খুবেরা, দেখ লইবার সময়েই এই রূপ্তি আহরণ করে।
নি দিবস এই রূপ্তি অবলম্বন করে। সে দিবস সমাহার পর তিন গৃহ হইতে
থিনি মাল করা আঁকাতে। বাঙ্গালা দেশের নাম-সমূহ ইহারে অব-
স্থায়িত্ব আছে। উত্তরপূর্বী, পৌরনী, বৈধান্তি প্রভূতির কথকালি
রাজমাংস এই মহাশিক্ষা। তাহাতে গৃহপত্র এবং এই ভাঙাের ভৌগোলিক
রূপ্ত। তাহার ধল, সীমা-ভিত্তি ভিন্ন।
উৎকল-দেশীয় বৈষ্ণব।

উৎকল আবার অন্যান্য সংগঠনের কর্তব্যগুলি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে; যেমন বিন্দুধারী, অভিবাদন, কবিরাজ, নিঃশ্বর, কালিকা ইত্যাদি। তবে জীবনকের অথবা তাঁর বৃহত্তি-বিশেষের উপাসনার সমবাহিত প্রচলিত। তত্ত্বাচ বৈষ্ণব-দেবালয় সমুহে কৃষ্ণ, রাখা, গোপাল, শাল্গ্রাম এই সমুদায় দেব-যুগান্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। তলক-সেব। অথবা বাবরান বা রূপক-বিশেষের প্রত্যেক অনুষ্ঠান, নানা-প্রকার বৈষ্ণব কহিয়া উঠিয়াছে। কি অভিবাদনে, কি বিন্দুধারী, কি আনন্দ, সম্প্রদায়, জগন্নাথ অনেকেই ইউকেলিডি এবং নন্দ-লিখিত মহামায়া অনেকেরই ইচ্ছামত।

"হরেক্রুষ্ণ হরেক্রুষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেনাম হরেনাম রাম রাম হরে হরে।"

বিন্দুধারী ও অভিবাদন。

উৎকল দেশে বিন্দুধারী ও অভিবাদন নামে দুই প্রকার বৈষ্ণব আছে। এ উভয়ের বিশেষত্ব মন্দ্বর-সাদ ও অপরাপর অনেক অংশে বাজলা-দলীর গাঁথি-বৈষ্ণবদের নাম রাখিয়া লক্ষ করা হয়। তত্ত্বাচ বিশেষে পরম স্বৈর বিষয়ের বিষয়ের পথতে, এই যুগের নাম উৎপত্তিত হইতে। বিন্দুধারীরা লল্লট-লালীর জগুলোর মধ্যে যে বিন্দু উপাসিতগুলি গোপীচন্দ্রের একটি কৃষ্ণ বিন্দু ধর্ম করে এই সময়ের ইচ্ছার নাম বিন্দুধারী। অভিবাদনে নামস্ত হইতে কেষ্ঠের নিকট গৃহস্থ উপলব্ধি করিয়া থাকে। হর্ষারা তোর-কৌশল ধারণ করে, মৃত-ধারী ও স্বপ্ন বিপ্রের পৃষ্ঠায় এবং গুহর-পথে মৃত্তিকা পুরুষের কার্যক্ষম নারীবর্ণকে মৃত্তিকা করিয়া থাকে। উৎকল-দেশীয় বৈষ্ণব-গণের মধ্যে ইহারা প্রধান বলিয়া পরিগণিত।

উৎকল-নিবাসী জগন্নাথ দাস নামে একটি বিরল বৈষ্ণব এই স্মৃতি-দাসের নিকট। এই প্রকার এবার আচার্য হইয়া, ভিক্ষুসেবা বিভিন্ন চেষ্টার প্রবুদ্ধ শারীর বাস্তাবদাদার। তিনি ঐ প্রত্যেক মৌলিক হস্ত হইয়া, এই নিমিত্ত উপাসিত প্রত্যেক কৃষ্ণ হইয়া উঠিয়া করেন, তুমি অন্ধকার-পন্থাবন অন্ধকার। আমার মৌলিক অমূল্যচরণ করিয়া; তুমি অভিবাদন-লোক; আমি তোমাকে পরিচালনা করিয়া। তদ্যপি ঐ জগন্নাথ দাস ও উত্তরাখণ্ডের বৈষ্ণব-দল অভিবাদন বলির প্রস্তুতি হয়। তিনি উৎকল-ভাষার প্রভাবাত্মক অনুভূতি করেন।

বিন্দুধারীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, চৈত্য, কর্তার প্রভূতি অনেক ক্ষেত্র।
করিবাজী

উৎকলের মধ্যে ছানে ছানে করিবাজী নামে একজনের বৈঞ্জ বাস করিয়া থাকে। রূপ করিবাজ এই সমন্দারের প্রাক্তন বলিবার প্রার্থনা আছে। তিনি একটি কবি ছিলেন। ওক তাহার শাক-ধারিত ছোটো-প্রকারের মধ্যে রূপ কবিতা নিয়ে লিখিত করেন, এই লিখিত তিনি শাক-ধারিত হোল-প্রকার স্বর্গ অন্তর্ভূত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ এই কথা আবার কথা আরোপ হইয়াছে। তাহার স্তম্ভ করিয়া মালার মধ্যে ভূঁই করর বিষয় করিয়ান। তাহার রূপ করিয়া নানা রূপদান করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে রূপ কবির শৃঙ্খলায় করিয়া নানা জাতিকে সিয়া করে।

এই উভয় সমাজানির মধ্যে কোন বাক্স মৃত্যু ঘটিলে, ইহারা তাহার শব দাঁড় করে এবং সেই দাঁড়-বিন্দু একটি মৃত্যুকার কারণ গুড়ে শব করিয়া যাওয়া উপর তৃণশূন্য রূপ দেয় তাহার। মৃত্যুর দিনে শবের নিই আর রন্ধন করিয়া দেয় এবং পুনরায় হইলে তাহার নিকট একটি ধ্বসনশীল পাখা ও একটি ধ্বসনশীল করিয়া থাকে। নয় দিবস অপরিচিত পালন করিয়া দুই দিনে তাহার আদালতে নিষ্ক্রিয় করে এবং ভূপর্ক সমাজদারী বৈঞ্জ নিয়ে নিষ্ক্রিয় করিয়া মশাবর দিয়া থাকে।

যদি কোন শখ-ধারিত বাক্স শৃঙ্খলায় আরোপ করিয়া, তাহার স্তম্ভ করিয়া উল্লিখিত দেহ-সংক্ষেপ সমাপ্ত করিয়া। তাহার অভেদ অনুযায় পূর্বক আপনাদের বাস্ত বা উদ্ভট ভূঁইতে সমাধি দেয় এবং প্রতিদিন দিবাভাগে পুল চাপন দ্বারা তাহার অর্জন করে ও সম্ভাবনায় তাহার সম্প্রতি দিয়া থাকে।

উল্লিখিত উভয় সমাজানির নিজ সমাজের ভূমি অন্য সমাজদারের পদেতে তাহার ভূমিকার না। এমন হয় এক-সমাজানির ভূমি জাতীয় বাক্স। এক পদেতে একটি ভূমিকা করিয়া, প্রতিদিন ভূঁইতে সত্ত্ব অত্যন্ত শেষী করিয়া উপলব্ধি হয়।

করিবাজী

উৎকলের মধ্যে ছানে ছানে করিবাজী নামে একজনের বৈঞ্জ বাস করিয়া থাকে। রূপ করিবাজ এই সমাজানির প্রাক্তন বলিবার প্রার্থনা আছে। তিনি একটি কবি ছিলেন। ওক তাহার শখ-ধারিত আলোকের মধ্যে রূপ করিতে বিবেশ করেন, এই লিখিত তিনি শখ-ধারিত হোল-প্রকার প্রকণ অপবিদ্যুত করিয়াছিলেন। ওক এই কথা আবার কথা আরোপ হইয়াছে। তাহার স্তম্ভ করিয়া মালার মধ্যে ভূঁই করর বিষয় করিয়ান। করিবাজ সেই এক কথা নাই প্রবন্ধ করিয়া। তাহার রূপ করিয়া নানা রূপদান করিয়া থাকে। তাহার রূপ করিয়া নানা জাতিকে সিয়া করে।

করিবাজী
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

অন্য অন্য বৈষ্ণব-দলে ব্যবহৃত ত্রিকোণী মালার পরিবর্তে গুল-দেশে এককোণী মালা ধারণ করিয়া রাখে। তাহারা সুদীর্ঘ-পারণ; অন্য কাহার পাক করা অর ভোজন করে না। গুহন্ত্র ও উদাসীন নানা-জাতীয় লোক তাহদের মধ্যে সম্ভিত আছে। গুহন্ত্র অপেক্ষা-কৃত সমাজ-নিষিদ্ধ। অনেকে বলে এ অর্থে তাহাদেরই নাম স্পষ্টবদ্ধ।

সংক্ষেপ ও অনন্তকূলী।

উৎকলে সংক্ষেপ ও অনন্তকূলী নামে মূলপ্রকার গুহন্ত্র বৈষ্ণব আছে। ব্রাহ্মণ, কুশ্চন, বৈদা প্রভৃতি নানা-জাতিতের বৈষ্ণব এই উভয়ের মধ্যে 
সম্ভিত দেখা যায়। সংক্ষেপের কেবল অনন্তকূলী কৌশলেরই পালন 
গ্রহণ করে; অন্য জাতিতে তাহাদের আদান প্রদান প্রচলিত নাই।

মহারা উপদেশ হইল, যদিও সকলে একটা ভোজন করে, কিন্তু 
প্রত্যেক জাতীয়ের ভিতর ভিতরের হইয়া উপবিষ্ট হয়। অনন্তকূলী- 
দের ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা নানা-জাতীয় বৈষ্ণব-
গুহে দার পারিশ্রম করে এবং সকল জাতিতে একটা এক পণ্ডিতে উপ-
বিষ্ট হইয়া ভোজন করিয়া থাকে।

যোগী, গিরি ও গৃহবাসী বৈষ্ণব।

গিরি পুরী প্রভৃতি দশনামী সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক কৃতকূলী লোক বৈষ্ণব-ধর্ম অবলম্বন করে। যেহেতু জেলার আন্তর্জাতিক ধর্ম-বিশেষে তাহাদের কতক ব্যাপ্তি যোগী বৈষ্ণব বলিয়া আরতি আছে।

হুইলে একটি প্রথম প্রচলিত আছে যে, চৈতন্য প্রভু কোল সময়ে কাশীধামের ধ্বংসবর্তী পুরীর নিকট উপাস্তি হইয়া বলেন, অর্থাৎ একটি মন্দির পাইয়াছে, অর্থাৎ কর। পুরী সেই মন্দির অবস্থায় প্রার্থনামূলক মন্দির হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করেন এবং তার মুখ মাধববর্ণ পুরীর শিবায় সংহিতায় উঠিয়া মন্দির প্রাঙ্গ হইয়া বৈষ্ণব-ধর্মের দৃষ্টিতে হয়। এইরূপে কেমন কেমন দশনামী সম্ভাব্য অনেকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সম্ভিত হয়।

হইরা উদাসীন; দার পারিশ্রম করে না। অনেকে বলে, এই নিষিদ্ধ হইরায় যোগী ও গিরি বৈষ্ণব বলিয়া ধাত হইয়াছে। উৎকলেরও

* বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ব্যবহার দৃষ্ট দৃষ্ট সম্ভাব্য মহাত্মাসর পত্রের 
গুহন্ত্র হয়।

† প্রাগ-শাস্ত্র-বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত কাশীধাম পুরোনী মহাশয়ের পত্রের পুরুষক এই বিষয়টি সংজ্ঞ সংঘের করিয়া পাঠিয়াছেন, সেইরূপ নিষিদ্ধ হইল।
পরিষিক্ত। ২২৭

ঝাঁদে সানে যোগী ও গিরি নামে হুইশিরাম বৈষ্ণব আছে। এই উভয়ের গৌরব; ত্রিপুরান্তি ধৰ্ম্মশাস্ত্র লাইখা বসতি করে। যোগী বৈষ্ণবেরা হংসী নামক। ভিক্ষা করিয়া হিন্দুত করে। তাহার অলাভপাতে তুঁ-লার ভিক্ষা-ধ্বং গ্রহণ করিয়া থাকে। গিরি বৈষ্ণবেরা ধৃঢ়-কর্ষণ এবং শিষা সেবকদের নিকট মানে গ্রহণ করিয়া জীবী নির্বাহ করে। যোগীরা হংসী লোক, তথাচ অন্য অস্বাভাবিক বৈষ্ণবের নায় তাহাদেরও অত্যন্ত মঠ ও মহান্ত আছে। তাহারা সেই মহান্তের নিকট মন্ত্রাত্মকেশ গ্রহণ করে।

উৎকল-দেশীয় অন্য একপ্রকার বৈষ্ণবের নাম গুল্মরি। তাহারা গৌরব। তাহাদের অত্যন্ত মঠ ও মহান্ত আছে; সেই মহান্তের নিকট মন্ত্রাত্মকেশ গ্রহণ করে এবং কৈবর্ত, রূপকািরী, মালাকর প্রভুত্তি নানা জাতীয় লোককে মঠ শিখা করিয়া থাকে। সেই সমস্ত শিষ্য-সেবক
ও রূপকািরীদিগের দ্বারা তাহাদের সংগঠা-বিন্যাস হয়। তাহাদেরও পদ্ধতি
অত্যন্ত; অন্য বৈষ্ণবের সমতে প্রকটিভোজন হয় না।

প্রাঙ্গণ বৈষ্ণব, হংসীত বৈষ্ণব, করণ বৈষ্ণব, গোপ বৈষ্ণব
প্রভূতি নানা জাতিতের বৈষ্ণব।

বাঙ্গা-দেশীয় বৈষ্ণবের সহিত উৎকল-দেশীয় বৈষ্ণবদের এই
একটি বিদেশ এগুলো দেখিতে পাওয়া যায় যে, উৎকল-দেশীয় অনেকে-রূপ বৈষ্ণবের মধ্যেই জাতি-ভেদ প্রচলিত আছে। এমন কি, কোন জাতীয় বৈষ্ণব সেই সেই জাতীয় বৈষ্ণব বলিয়াই প্রসিদ্ধ হন-রাখে; যেমন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, ধূঢ়ত বৈষ্ণব, করণ বৈষ্ণব, মুদ্রণ বৈষ্ণব, কারণ বৈষ্ণব, রঞ্জু বৈষ্ণব, বর্ষন্ত বৈষ্ণব, পৌষ্পক বৈষ্ণব, গোম অর্থায় গোপ বৈষ্ণব ইত্যাদি। উৎকল দেশে হংসীত নামে একটি জাতি আছে, তাহারা ধ্বং জাতির প্রতিলোপ জাতি-বিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ জাতীয়
বৈষ্ণবের নাম হংসীত বৈষ্ণব। ব্রাহ্মণ-কুলোঁকে যে সমস্ত বাঙ্কি বৈষ্ণব-ধর্ম অবলম্বন করে, তাহাতেই ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব। তাহাদের মধ্যে কোন বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করিয়া মহান্তপবিত্র রক্ষা করে এবং কেহই উহা
পরিগত পূর্বক ভেক লইয়া থাকে। তাহারা ব্রাহ্মণ সূত্র নানা জাতিতেকে
শিখা করে। এইপো, করণ, কারণ, গোপ, বর্ষন্ত, রঞ্জুক প্রভূতি
নানা জাতীয় যে সমুদয় বাঙ্কি বৈষ্ণব-ধর্ম অবলম্বন করে, তাহারই
সেই সেই জাতীয় বৈষ্ণব বলিয়া গুল্মরি গ্রহণ করিয়া আছে। তাহারা বিশেষ এবং প্রকটি
ভোজন অস্বাভাবিক রক্ষা করিয়া চলে। একজাতীয় বৈষ্ণব
ভারতবর্ষীয় উপাণিক-সম্প্রদায়।

অন্যান্যভৌরী বৈষ্ণবের গৃহে বিবাহ করে না, অথবা ধার না ও পরিকল্পনা ভেঙেও একত্র উপাণিক হয় না। তাহারা সকলেই ভেক লইয়া ডাঃ কোনো ধারণ গৃহীত করে এই বৈষ্ণব-ধর্মের দীক্ষিত হয় ও সকলেই অন্যান্যভৌরীর লোককে শিষ্য করিয়া থাকে। পুরী ও কটক জেলার এরূপ অনেক বৈষ্ণবের বসতি আছে। উল্লিখিত গৌড় বৈষ্ণবের কেবল গৌড় অর্থাৎ গৌড়ালীদিগকে মন্ত্রপদেশ প্রদান করে। যে সমস্ত উৎকল-দেশীয় গৌড়-জাতীয় বেহারা। কলিকাতা অঞ্চল বান-বহমাদি কর্ম করে, তাহাতে ঐ গৌড় বৈষ্ণবের সিদ্ধি।

গৌড় বৈষ্ণব ও ভৌরী শিষ্যদের মধ্যে কাহার মুখ্য গভীর, তাহার মুখ্য বাক্সির শব্দ দাঁচ না করিয়া মুক্তিকার মধ্যে সমাধি দেয়। অচ্ছন্ন গৌসানী অথবা এই সমাধির একটি ভৌরীরা লোক ছিলেন; ও কটক জেলার অস্তিত্ব হেরিয়া আগে উচ্ছ সমাধি দেয়। সেটি ইহাদের একটি তীর্থ-স্থান-বিষয়। গৌড় বৈষ্ণব ও ভৌরী শিষ্যদের মাধ্যমে সংস্কৃতি অস্তিত্ব করে। সহকারে পৃথিবী দেয়। প্রতিবর্ষে এক দিবস তখন যুদ্ধ অর্থাৎ মেলা হয় তখনকে, তাহাতে বিষ্য লোকের সমাধি হয়।

বাঙালি দেশের জাতীয় উৎকলেও তৃষ্ণ-বংশের গৌসানী ও অধিকারী নামক বৈষ্ণবগুলি বসতি আছে; তাহারা শিশু শেষ ভাবিয়া মন্ত্রপদেশ প্রদান করে; তাহাতেই ইহাদের জীবিকা-বিনিময় হয়।

বিরক্ত, অজাহত ও নিষ্ক্রীপ বৈষ্ণব।

উৎকল-দেশীর ক্রমবর্ধে লোক অপারাণ্ডিকে বিরক্ত ও অজাহত বলিয়া পরিচয় দেয়। এই দুইটি শব্দ বিরক্ত ও অজাহত শব্দের সমাস। উভয় স্ত্রী নামে, ইহাদিগকে এক এক রূপ উপাসনী বলিয়া প্রতিরোধ করে। উপাসনী বৈষ্ণবদের মধ্যে যাহারা বৈষ্ণব-মতে অবিশ্বিত করিয়া বিগৃহ-সেবাদি কার্যের মূর্তি থাকে, তাহারাই বিরক্ত। আর বাঙালি এক স্ত্রী অবিশ্বিত না হইতে মঠ মঠ ও স্ত্রী স্ত্রী পরাভূত করে, তাহাদের নাম অজাহত। এই দুইটি শব্দ অবিলুপ্ত বৈষ্ণবণ কর্তৃক বিরক্ত হয়। বিরক্ত ও অজাহত নাম প্রচলন করা হয়।

নিষ্ক্রীপ, শশ্বার সংকুচ, নিষ্ক্রীপ শব্দের রূপান্তর তাহার সমূহ নাই। উৎকল-শিক্ষা উল্লিখিত নামবরী বৈষ্ণবের বিরক্ত অর্থাৎ উপাসনী। ইহারা মঠ প্রচুর করে, পুরুষাগার বিগৃহ-সেবা করায়, বাল্কিকালে মঠ বাস করে এবং সমাজে মঠের নামাঙ্কিত বিরক্ত-বিশেষের

* গৃহীত অপারাণী ইহাদের একিয়ের ব্যক্তিত্বকে পরিচয় দিতেন।
পরিশিষ্ট।

দিকট অর্থ সংগ্রহ করিতে যায়; কিন্তু তওলাদি মূল্য-ভিক্ষা করে না। ইহার লোকের অভিজিৎ ভক্তি-স্বাগত। নিন্দা, বৈষ্ণবের মূর্ত্তি হইলে, তাহার চেলার অর্থাৎ অমৃতনির্মিত নিন্দা শিষ্যার আপনাদিগের মধ্যে দীর্ঘ শব দাঁহ করিয়া। একটি ইতিকালে বেদি নির্মাণ করার ও সেই বেদির উপর তুলনা-রুক্ষ রোপণ করিয়া করিয়া লিন পরাম তহত গল-সচেন করে। চেলা না খাকিলে, প্রতিবাসী ভক্ত লোকে এরূপ অন্তর্গুণ করিয়া থাকে।

কালিন্দী ও চামার বৈষ্ণব।

উৎকলের মুখ্য, হাটি প্রভুত ইতর-জাতীয় বৈষ্ণবের নাম কালিন্দী বৈষ্ণব। ইহার কৃষ্ণ; ভক্ত লৈয়া ভোর-বাইরিয়ার ধারণ করে, তথাচ জাতি পরিভাষা করেন। ইহার ব্যাপার পূর্বাঞ্চলে পাউন্ডের পূর্বতন বুদ্ধিমান রস্কা করিয়া চলে। বাঙ্গালী সংখ্যায় চর্চা করিয়া। যেহেতু ইতর-জাতীয়ের লোকের পৌরহিত্য করে, সেই রূপে উৎকলের ঐ কালিন্দী বৈষ্ণবের হাটি মূল্য প্রভুত মনো জাতীয় লিখিতকে বিন্দু-মূল্য উপলব্ধি দেয়। কালিন্দী বৈষ্ণবেরা ও ভাই শিষ্যেরা শব দাঁহ করে না; মূর্ত্তির মধ্যে খনন করে এবং নর দিবস পর্যন্ত আনোধ পালন করিয়া দশ দিবসে অগ্রভূত সম্পাদন করিয়া থাকে।

চামার বৈষ্ণবেরা একাধিক অভিজিৎ বৈষ্ণব। তাহারা চামার-জাতীয়; চামার দিগকেই মন্ত্রপদেশ পাঠান করে। কালিন্দীর চিহ্নিত ভাইরামাদের একটি গণি ভক্ত-স্বাগত হয় না। চামার বৈষ্ণবদিগেরও মোহন্ত আছে; তাহারা সেই মোহন্তের নিকট উপদিষ্ট হয়।

উৎকল-দেশীয় উল্লিখিত বৈষ্ণব-সমাজে সমুদ্রার পৃথিবী পৃথিবী অঞ্চল ও মোহন্ত আছে। ভূমির দলের বৈষ্ণবেরা তাহার নিকট মন্ত্রপদেশ পাঠান করে এবং আপনাদিগের অন্য অন্য জাতীয় গুহী লোকেকে শিখা করিয়া থাকে। কালিন্দী বৈষ্ণব, গোপ বৈষ্ণব প্রভৃতি যে সমস্ত বৈষ্ণব- দলের শব সম্মতি নিষিদ্ধ কাহা লিখিত হইতেছে, তত্ত্বর আনা অন্য দলন্ত বৈষ্ণবেরা অভিজিৎ ও বিবর্ত্তাদিগের মত যুত ব্যক্তির অন্তর্গুণ করিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।

হরিহরাপ্রাপ্ত, রামপ্রাপ্ত, বড়গল, লক্ষ্মী ও চক্তুর্জী।

তিলক-ভেদ একুশ উৎকলে যেমন অভিজিৎ ও বিজ্ঞানীর নামক বৈষ্ণব-সমাজ উৎপন্ন হয়; তার পর, বিদ্যালয়ে হরিবাবু, রামপ্রাপ্ত, বড়গল প্রভৃতি বৈষ্ণব-সমাজের অভিজিৎ হইতেছে। তাহার কিন্তু অভিজিৎ বৈষ্ণব-সমাজের কোন কোন বৈষ্ণব, বাক্তি এক এক রূপ
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

তিলক প্রশিক্ষিত করিয়া নিজ নিজ নামে এক একটি বৈষ্ণব-দল সংস্থাগত করেন; যেমন হরিবানী, রামপ্রসাদ, বঙ্গল ইত্যাদি। নিম্ন-সর্বসম্ভব হরিবানীর অন্য অন্য সকল অংশেই রামানুজদের মত তিলক-সেবা করে; বিশেষ এই যে, ললন উত্তমপ্রেমের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ শ্রী না করিয়া। ভূমিকার মাধ্যমে শ্রীমানশীল নামক রক্ষণাবেক্ষণ মুদ্রিত দ্বারা একটি ক্ষুদ্র বিশ্বাস করে। শ্রীমানশীলের অন্তর্গত হইলে, গোত্রিমায় ধা শ্রুত্র বিনোদ করিও তাহাঙ্গ। রামানুজগণ। অধ্যায়ের নিগৃহশ্লোক ও নামিকার উপেক্ষায় গোত্রিমায় লেখন করিয়া যে অর্থগোলাপক্তি বা তদনু- তৃতীয় এক প্রকার আরুতি প্রাপ্ত করে, তাছাতে সিংহাসন বলে। হরিবানীর দুরূপ লিপিত সিংহাসন না করিয়া অর্থগোলাপক্তি তোমাদের করিয়া থাকে। অর্থাৎ তোমাদের কণ্ঠের উভয় শ্লোকের উপর ললনপ্রতি মিলনভাবে ললন করিয়া দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণ খোলের অস্তিত্ব মুখগণের হরিবানীর আদি অস্তিত্ব আছে। রামানু জ্ঞানের রাম- প্রসাদের অধ্যায়ের মধ্যে রক্ষণবিনী না করিয়া। উত্তম কির্ত্তি উত্তমের ললন দেশের মধ্যে উত্তরে হইতে বিদ্বেষ করে। সেই বিদ্বেষ হরিবানীদের অন্তর্গত প্রত্যাখ্যান করে। হিন্দুর এই তিলকে গোত্রিমায় বলে। হিন্দুদের এই দুরূপ সংস্থাগত যোগ শীতল দেবী খাপসো গ্রামের কপালে এই তিলক প্রত্যাখ্যান করা হয়। গোত্রিমায় জেলার অন্তর্গত সকলসংখ্যার নামক হামের হিন্দুদের একটি অস্তিত্ব আছে। বড়লুলো নামক রামানু জ্ঞানের দুরূপ বিনী না করিয়া। রামানুজগণের মত উত্তমপ্রেমের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ শী না করেক, কিন্তু তাহাদের নাম যে সিংহাসন নামাজের উদ্দেশ্য সিংহাসন করেন না। ঐ সম্প্রদায়ের লোকের নামক দৌখে রক্ষণাবেক্ষণ রামানুজগণের মত সিংহাসন করে, কিন্তু তাহাদের নাম রক্ষণাবেক্ষণ শী না করে। শ্রীমানশীল শুনা করে। আরোহণ হিন্দুদের অস্তিত্ব আছে। চতুর্থ রুহের তিলক রামানূজগণের অন্তর্গত ললন হক শী না হই। শী দুর্বল শুনা থাকে। হিন্দুর রামানু জ্ঞানের। ললনের বিশ্বাস এই যে, চতুর্থ রুহের অন্তর্গত হক শী কোন উপলক্ষে চতুর্থ রুহের ক্ষুধা করিয়া নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করে এক নিম্ন এই দলের নাম চতুর্থ রুহ হয়। পশ্চাৎ অগাধ্যায় চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত প্রাক্তার ও দাঁড়ানো বৈষ্ণবদের অধ্যায় সমস্ত একার তিলকের অন্তর্গত চিহ্নিত হইতেছে: দেখিয়েছেন রুখিতে পারে যাহার।

* উত্তমপ্রেম-মধ্যস্থলের নাম শ্রী।

† বৈষ্ণব-দলের তিলকের অন্তর্গত শী মহিয়া। রাগেয়া দেশেও ভিন ভিন বৈষ্ণব-দলের ভিন ভিন প্রকার তিলকের দেখিতে পাওয়া যায়। মিষ্টান্ন এবং প্রতি পরিবারে প্রপাঠিত হয়, অর্থাৎ অভ্য পরিবারে বংশোদ্ভূত, অর্থাৎ প্রতি পরিবারে প্রপাঠিত হয়, অর্থাৎ অভ্য পরিবারে বংশোদ্ভূত, অর্থাৎ
পরিশীলন।

একুশং পরীয়রে নিলপূর্ণকৃতি কোলীয়াদি নামই তৈরী দলে নাম। একুশং একজন নিলপূর্ণকৃতি রহিয়াছে। দুই একব নিলপূর্ণকৃতি পূর্ণ করায় হবে নাম। অতঃপূর্বে, এই সময় নিলপূর্ণ পরিবারের মাঝে দলে নাম রুপ নিলপূর্ণ হয়। দুই নাম পরিবার শ্রেণীর অন্তর্গত নির্দিষ্ট পরিপার।
পূর্ব পৃষ্ঠায় যে দেখা বক্র-দলের তিলক-সমুহের অভিব্যক্তি চিত্রিত ছিলো।
একাদিকে আকাশ শীতল বক্র-দল যাতায়াত তাহাদের নাম লিখিত হইতেছে।
১ রামানুজ। ২ চিত্তির অর্ধগোলাকৃতি খেতের তিলকাঙ্কের নাম
হইতেছে। ৩ হরিবাসী। ৪ চন্দ্ররাজ। ৫ বড় পুলু।
৬ শক্তি। ৭ অচ্ছন্ন। ৮ মহাচর্য। ইহাদের কোন দলে ক্রুদ্ধ বিস্তুত
করে; ক্রুপড় মৃত্তিকা না ধারণ করে; অপর কোন দলে
ক্রুপড় সীতা। অবশ্যই কোন দলে সীতা-ঘাসা একত্বের শুরু রাখে।
কিন্তু এই সীতার সূচনায় একাদিকে তিলক আমার যুদ্ধ-পথে পাঠিত হয়
নাই। ২ বিধাতার ক্রুপড় মৃত্তিকার অবস্থার মধ্যস্থলে ক্রুদ্ধ বিস্তুত
করে; ক্রুপড় মৃত্তিকা না ধারণ করে; ক্রুপড় মৃত্তিকা না ধারণ করে।
ইহাদের তিলক সীতাহার নাই। এই সমস্ত সম্প্রদায়ীর সীতাহার
ইহাদের কোন কথা নিজের তিলকের পরিবর্তে সমূহ লালটে গোপিচন্দন এবং
কথা কথন যা সম্প্রদায় মুখগুলো রাদরজ, নামক মৃত্তিকা-বিশেষ
লেখার করে।

গোপিচন্দনে খেতের, শ্যামবিশ্বি নামক মৃত্তিকাতে ক্রুদ্ধ, এবং
সীতা-লোহাগী। নেবুর নৃত্য মিলিত করিয়া পীত ও ক্রুপড় তিলক
করিতে হয়। এই খেতের তিলক-উপাদানে লোহাগীর ভাগ অধিক
কিন্তু ক্রুপড় হয়, নেবুর একাদিকে পীত হয়। হয়কে।

করাকী, বাণিজ্যী, পশুপুরী প্রভৃতি বৈঞ্চ তপস্তী।

পরমার্থ-সাধন উদ্দেশে কাজ করে। হিন্দু-ধর্মের একটি প্রধান
আচার। তদমূলকে, সমাজীদের নাম বৈঞ্চীদের মধ্যে করাটি,
হুধুনরাজ, বাণিজ্যী, পশুপুরী, মৌনখী, ঠাকুরবাড়ি। একাদিকে নানা-
প্রকার তপস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। তৎক্ষতি, কেহ কেহ মূণাঙ্কে
নৃত্যের প্রতি হস্তে ধরণ পূর্বক করতে উদ্দেশিত করিয়া রাথে।
কেহ কেহ করিয়া করে আত্মস্বয়ম ও করিয়া করিয়া করিয়া করিয়া করিয়া তপস্তী করে। ইহাদের নাম কাঠার। কেহ কেহ
আবার ঐ অন্ত জিন্দির অর্থাৎ একাদিকে লোহ-শুক্ল দিয়া হয়।
তাহাদের নাম লোহিয়া। তাহার মৃত্তিকানামক তত্ত্বাবধায়ের একাদিকে
রক্তকোষ তপস্তী করিয়া রাথে। এই সমস্ত ধরণ করিয়া আত্মস্বয়
অনুসরণ মুক্তি আছে। জিন্দির-থায়ের মত এই,

মুক্তি বহন ঘরের ঘর।

বাণিজ্যী একাদিকে ঘর।

* এই পুস্তকের শেষ-প্রদায়-বিশেষের ৯৮-১০২ পৃষ্ঠা।
পরিষিক্ত  ২৩৩

বে সময়ে বৈরাগী সর্বক্ষণে ভয়-লেপন রপ্ত অনন্য করে।

তাহাদের নাম থাকি। কাক শরের অর্থ ভয়। এই পুনর্জীবনের প্রথম

ভাগে তাহাদের প্রসঙ্গ আছে । ভয়-লেপনের মত্ত এই,

অভিষিক্ত সেই জন্ম থর থরিয়া গী ফেলো লোহা আনন্দ

কন্ধমুগ্ধ চির চির মনে রয়ে যেন কাঁচ ঠান্ডা বেলার ছড়ি ভাসা ভাসা

ক্ষুব্ধ হির দাঙ্গে নির্মৃত্তু আঘাত আঘাত।

এইরূপ বৃত-ধাতী নাম। একার উদাসীনের জন-নামে অসংখ্যরেণ

ভক্তি-অচ্ছন্ন পাত্র বইয়া ধরিয়া ধরিয়া। বিভূতি-বীরবীরীর মধ্যে কোন কোন

লাল্লিত-ভাবাপন্ন বাক্যকে বলিয়া শুনিয়াছি, এই সময় যেহ অভিজ্ঞতার

কপট-শোഷী বৈষ্ণবদের উপাসনারেখায় পথ মাটি। শৈব সর্পাঙ্গী-

দের প্রকল্পে কেরে একার উপাসনার বিষয় লিখিয়া রচয়িত হয়ে যায়।

শুক্লী-উপাসনী, ফায়রীত যমান দুর্যোগ মুখ ভক্তি এবং মুখার্জিত। যেমন হৃদি মাত্র

পান করিয়া জীবন রক্ষা করে, এইরূপে কোন কোন বৈরাগী কতকগুলি

লক্ষ্যমুখ মাত্র আহার করিয়া। তপস্যা-মহিমা অনন্য করে শুন

নিয়াছে। কেহ কেহ যেমন পুরুষবী অর্থাৎ পঙ্ক থানে অস্তি তুলিয়া

তপস্যা। করে, এইরূপে করে। চতুর্দিকে চৌরাসাত ধনী এইক্ষণে

করিয়া ভরবে উপবেশন পূর্বক জপাদি করিয়া ধারেক।

অচারিত।

রামচুর্ণ-সমাপ্তরের একটি শাখা যেমন রামানন্দ অর্থাৎ রামান,

এইরূপ, অপর একটি শাখার নাম আচারী। বরং সাক্ষাৎ সম্মুখে ইহাকে

রামানন্দ-নামকরীয় মুর্তি বেষ্টন। রামচুর্ণের ও ইহাকে প্রথমকার

শিখর-পর্যন্ত ঝিংকা-উপাসকদিগের উপাধি আচার্য্য ছিল; যেমন রামচুর্ণ আচার্য্য, অনন্তনন্দ জি আচার্য্য, গারেশ জি আচার্য্য ইত্যাদি।

তাহাদের হইতেই আচারী সংজ্ঞা চালিয়া আরম্ভিত। চলিত কথায়

রামানন্দীয়গণকে সাধৰী বৈষ্ণব বলে। সেই সাধৰীদের উপাধি

যেমন দান, এইরূপ, ইহাদের উপাধি আচারী। ইহার নামেরের

অর্থাৎ শত্রু-চালা-পরাধী বিষয় উপাসক। ইহাদের পারমার্থিক

মতের নাম বিশিষ্টচালির্যান। এই পুনর্জীবনের প্রথম ভাগের অন্তঃপর

রামচুর্ণ-নন্দরী-বিষয়ের ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠার তত্ত্ব বিবরণ করা

হইয়াছে দেখিয়া। রামানন্দী-সমাপ্তরে ব্যাখ্যা, কন্তর অভ্যদি সহকার।
ভারতবর্ষীয় উপসাগর-সমুদ্র

বর্ণেরই প্রবিষ্ট হইবার অধিকার আছে; আচারী-সংস্কারীরা কেবলই ব্রাহ্মণ। ইহাদের অধিকাংশ ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে অধিবাসী। রামানুজদের তিলকের আর্থিক মধ্য-রেখা সোহিতত্ব; আচারীদের ঐ লীলাত্মক অভ্যাস অঁকে পীরতন। রামানুজেরা ধারাকাশ্বলে বাতৃ-হুগলি, সন্ধ-চক্ষার শিক্ষক মুর্তি নায় লীলাত্মক পীরতন। গুরুঃ ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের অন্ধকার কেবল ভোজাদির মঠ তুলু মুক্তি ও লীলাত্মক মুর্তিই লইয়া লইয়া, একাদশদিকে অন্য অন্য নানাপ্রকারে পীরতন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকদিকে গৃহস্ত ও সংস্কারের অনুপ্রাণিত ধর্ম-সমাজে দীক্ষিত; কিছু ক্ষতিক্ষতি বিকৃতি গুলি বিরক্তি আছে। ইহারা আচারী ভিন্ন অন্য নানাপ্রকার বস্তু ভোজন করে না; মহোৎসব হইলে বহু সময়ে বহু সময়ে ভোজনের দুর্বল দেখা দেখা দেখে। ইহাদের বহু বাসের মূল সময় বহু সময় ভোজনের দুর্বল দেখা দেখে। মহাকাশের গৌরবর নানাপ্রকারে।

বৈষ্ণব দীপী।

ইহারা রামানুজ-সমুদ্রদীপী ব্রাহ্মণ-ব্রুহদী-ধর্ম-সপ্তদায়। নানা ধরনের দীপীও একাকৃষ্ট বস্তু ধারণ করেন; ইহারা বৈষ্ণব, অর্থাৎ তিনি গুরুর শিষ্য সমুদ্র শিষ্য সকলের রক্ষণ রক্ষণ। শিষ্যের সমস্ত বিস্ময় মূলে, বুদ্ধি বুদ্ধি পরিষেবা এবং বুদ্ধি বুদ্ধি নীতিকথায় ও গল্পের মুখের মুখে ধারণ করেন। ইহারা নারীরাই অর্থাৎ চূড়ান্ত বিরুদ্ধ পারামর্শ। বিশেষ প্রভৃতি গুরুদাসীর অবলম্বন, অহবান বিধান যা নানা প্রতী নির্দেশিত অমৃত ইহাদের অবশ্য কর্তব্য করিয়া থাকে। ইহাদের দোষ, অগ্নিস্নান, কৃতিত্ব ও কর্ম-সূক্ষ্ম ধর্মনির্দেশ দেহস্তত্রক।

* অথবা নিশ্চয় অথবা নির্দেশ কারক বেশ দ্বীপে। আমি একাকৃষ্ট একাকৃষ্ট শিষ্য দেখে দেখে শিষ্য দেখে দেখে শিষ্য দেখে দেখে শিষ্য।
ইষ্টাদি অনেক বিষয় শৈব দর্শনেরই অনুরূপ। কিছু ইষ্টাদির মধ্যে
কেহই কূলচারী শৈব দর্শনের নয় মধ্য মাংস ব্যবহার করেন না।

বৈষ্ণব ব্রন্ধচারী ও বৈষ্ণব পরমহংস।

ব্রন্ধচারী তিন প্রকার; বাল ব্রন্ধচারী, রূপ ব্রন্ধচারী ও কূল-ব্রন্ধচারী।
যে সমস্ত ব্রন্ধণ কিংবা কাল গৃহস্থের সম্বন্ধিত থাকিয়া পশ্চাতে ব্রন্ধচারীর
অনুষ্ঠান করে, তাহারই প্রধান লুই প্রকার ব্রন্ধচারীর পদ প্রাপ্ত
হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যাহারা অবিরাহিতাবৃত্ত সংসার-
ধর্ম পরিন্ধান করে, তাহারাই বাল ব্রন্ধচারী। আর যাহারা সংসার
পরিন্যুক্ত পূর্বক বিশ্বাস দ্বারা বিনিময় করিয়া পশ্চাতে ব্রন্ধচারী
অবলম্বন করে, তাহারা রূপ ব্রন্ধচারী। এই উভয়ের মধ্যে যাহারা
বিন্যাসে দীক্ষিত, তাহারাই বৈষ্ণব ব্রন্ধচারী। যতদিন তাহারা
এই মন্ত্রের সাধনা সহকারে ব্রন্ধচারীর অনুষ্ঠান করিতে থাকে,
ততদিন বৈরাগী। তাহাদের সহিত সহকারে অর্থাৎ সহবাস করে,
কিছু পশ্চাতে অর্থাৎ আহার-বাহার করে না। পরে যখন ব্রন্ধচারী
সাধন পূর্বক বৈরাগী গুরু-বিশেষের নিকট কুটুটু মন্ত্র
নামে মন্ত্র-বিশেষ অনুষ্ঠান করে, তখন বৈরাগী। তাহাদিগকে অর্থাৎ
মধ্যে গণ্য করিয়া তাহাদের সহিত পাকিভোজনের উপকরণ হয়।
এইরূপ বৈরাগী-অবলম্বন বিভীন জ্ঞানবিশ্রাম। এই নিমিত্ত উল্লিখিত
বৈরাগীরা দৌীকালে নিজ নিজ পূর্বক পরিন্ধান করিয়া গুরু-দক্ষ

* শৈব-সম্প্রদায়-বিবরণের ৪৬-৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

† রামায়ণ নিয়ে প্রোচতি বিচ্ছুদ্ধানি বৈরাগীরা গৃহস্থ শিষ্যার করে,
কিছু ভাবিতের এই কুটুটু মন্ত্র উদ্যোগ দেয় না। বর্ণ-বিশেষে বিশেষ
গৃহস্থ অন্য মন্ত্র প্রাণ করিয়া থাকে। সেই সময় মন্ত্রের অর্থাৎ অর্থাৎ
নাম আছে; বেদ রামস্থত, রামস্থত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ। ২২৪ পৃষ্ঠায়
মাযায় উক্ত হয়েছে।

‡ রামায়ণ ও নিয়ে প্রোচতি বিচ্ছুদ্ধানি বৈরাগীদের প্রতি ব্রাহ্মণ,
কার্তিক, কীর্ত্য এই জন্য এক স্থানে উপবেশন করে; বুধিস্থলে কিছু
মুরে তোলায় করিতে দেয়। পূর্বকালে অর্থাৎ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ দিলে,
রামায়ণে বুধিবাৎ গৃহস্থ পরিন্যাস করিয়াও অনেকাংশে তাহা রাধিয়া
মিলেন। ব্রাহ্মণ বিনিময় চিন্তিতের যথাযথে যে ব্রাহ্মণ মঞ্চ-পরিতৈ, ঐ বৈরাগীদের মধ্যে ত্বাঁ সাধারণ আছে।
ভারতবর্ষীয় উপাস্য-সম্প্রদায়।

অন্য নাম গ্রহণ করে এবং পূর্বে গোত্র বিনয়কে রীতিমতে বলিয়া পরিচয় দেয়। যে সকল ব্যক্তি গৃহস্থ থাকিয়া ব্রহ্মচর্যাধৰ্ম্মের নিয়মাত্মকতা চলে, তাহাদের নাম কুল-ব্রহ্মাচর্য। তাহাদের যথাধৰ্ম্মে সন্তানের পাদদূর্ঘ্য করিয়াও প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না।

বাহার। মানুষাদি-সম্প্রদায়ের সমত্ব বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া পরমদেব বিশ্বাসের অবলম্বন করে, তাহারা বিশ্ববিরাজ পরমহংস। শৈব পরমহংসদের সহিত ঈশ্বরের অভ্যেষ এই যে, ঈশ্বর বিকৃতি-পরারাজ্য, বিকৃতি-পরামর্শ ও বৈষ্ণব-শিক্ষার্থী। শৈব পরমহংসদের যেমন আপাতক্তি শিব-অর্থপূর্ণ ভাবনা ও শিবের শিশু হইতে ব্যাপক উচ্ছাস করে, ঈশ্বরেও এই রূপ অত্যন্ত হইতে এই সুরক্ষিত ভাবনা ও উচ্ছাস করিয়া থাকে।

মানুষাদিতে চারি সম্প্রদায়ের একে, মধ্যে ও সার্বভূমির ধর্মাবলম্বন মিলিত মন্ত্রাধিকার পুরুষকে স্থান, আচার, দেবাচারী নামাধিক বিভূতিযুক্তকারী করিবার বাধ্য হয়। পুত্র ও সন্তান নামক সংগ্র্হ-আত্মে এই সমস্ত ক্রিয়ার বিষয় লিখিত হইয়াছে এই নিমিত্ত এই সমুদায় ক্রিয়াকে পুত্র-ক্রিয়া ও পুত্র-ক্রিয়া বলে। বাহা ব্যাপারের অমৃতস্বরূপ পরিকল্পন-পৃষ্ঠক মনে মনে ভাবনার চিন্তা-অর্থনিষ্ঠায়িত মানী ক্রিয়া বলে।

পরমহংসদের এই সকল ক্রিয়া বিখ্যাত বিধান ক্রমে পরিধান করে।

ঈশ্বরা বৈষ্ণবদের অমৃতের তলক, কঠী, মালা-ধারণ প্রভৃতি বাহা ব্যাপার এবং ফলাফল, দুনিয়ার, ব্রহ্মাণ্ড জিনিসের ব্যাপারে প্রভৃতি তাত্ত্বিক অনুষ্ঠান করেন না। কেশ, জটা, শ্চেষ্টা প্রভৃতি রাখেন না; শিব পরমহংসদের নামের সময়ে সংখ্যা সব মূল্য করিয়া ফেলেন। ভোর-কোপানো অবস্থা বোধ করেন না; ঈশ্বর হয় রাখেন, ঈশ্বর না হয় না রাখেন। নিজের ও অর-পাপ করেন না এবং ব্যবসায় ব্যবস্থাপন অন্য ব্যবস্থার তত্ত্বে ভোজন করেন না। বোধ-সাধন হইলে সাধারণ-মুক্তি-লাভ ঈশ্বরদের পরম পুরুষকার। আগে সালোক্যা ও পরে সাধারণ-মুক্তি সিদ্ধ হয় এই রূপ ঈশ্বরের বিধান। বিষয়ের সহিত এক লোকে সহধারাকে সালোক্যা এবং উচ্চার সহিত সংস্কৃত অর্থাৎ মহাত্মা লক্ষ্যকে সাধারণ-যোগ বলে।

ঈশ্বরা দুর্গার শব্দ পরমহংসদের নামে মন্ত মাংস ব্যবহার করেন না; স্বভাবত তাহাতে হৃদয় ও অস্ত্র অক্ষেপ করিয়া থাকেন।

নাগী।

ধারকে অকলে মাগীসাধু নামে একপ্রকার বৈষ্ণব আছে, তাহার অন্যান্য গুণনার মত কৃষ্ণ-জ্ঞান ও ব্যাপ্তিজীবনাদি করিয়া সংসার-
পরিশিষ্ট।


dhārā niśkāṁ karo. saha. padhe mādhe ākāś-bhājī baiṛāgoīr muṭṭa
nētē. taḥārā saṁhīta kōn kōn dharma-āśū dīl : katu guṇi laṭēkē
seī sambhā dharma-āśū pārtā ḫēyā. aṁmūyāri aṁnūṭāna karibē ṛṣāṅkī ḫār. 

taḥārārā mārga artha-pāṭhe mānī dharma-āśū guṇi laṭē karīr. dēyār mā
abāṣān karo, ēī niṁṭā māhaṭār dīnam dārī bārī bārī
pratirhī ḫār. taḥārā. saṁhīta dharma-prakāśa saṁkārē seī sambhā
āśūrār mārān karo. saṁhīta dēyār.

rajaśānīrā bēla, bējna saṁhā
vīnāya māhaṭār dīnam aṁdār dīnam ēkā ḫārē, dāchā
taḥārā gṛhasthā ēī niṁṭā rāmaṁ niṁṭā prabhu smānaṁrīkā baiṛēkārē. 
taḥārār dīnam ēkā kāraṇīk-bōjānē upśēpan karo na.
ভারতবর্ষীয় উপালক-সম্প্রদায়।

দাসের গাঁদি বিভ্রম আছে। তাহার চৈতন্ত মার্গে বননবর্ষীর দিবগত সংক্রান্ত-রূপে একটি মেলা হইয়া থাকে; এই পত্রীরা সেই দিবগত তাহার উপালিত হইয়া। ঐ গাঁদির মহাত্মে অর্থ-দাম ও নানাবিধ প্রবর্তিত এদিন করে। উহার শিখা পলাটুগান, পলাটুগানের শিখা রামকুমার ও রামকুমারের শিখা রামসেবকদাস। শুধুতে পাই রামসেবকদাস এখন বর্তমান আছেন।

পৃষ্ঠ দাসী উদাহরনের গল-দেশে তুলনিতে কাজের হিসাব ও ওঁা। চাহে স্বত্ব মুক্তিকা ধরা। গাণিকার আঁতাগ হইতে কেশের নিকট পরিস্ফুট উজ্জ্বলী করে এবং কোপীন ধারণ করিয়া পীতবন্ধ কোরি। এ কল্পি বাবহার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেশ ও অর্থ লক্ষ করে ও কেহ কেহ সংক্রান্ত মুখুন করিয়া ফেলে।

ইহাদের পরম্পর সংগ্রহ ঘটিলে, ইহারা সত্যরাম বলিয়া অভিবাদন করে। মহারাজ অভিবাদন করিলে, তিনি সত্যরাম বলিয়া উঠিয়া দেন।

অয়োধ্যা, নেপাল, এবং লাইগাড় প্রদেশে এই সম্প্রদায় গৃহী লোকের বসতি আছে। তাহারা ও পঙ্কিলচিহ্ন সুন্দরী ও আপাত্তে গৃহস্থ রামমল্ল এলাকা করিয়া। তাহারা তাহারা রাম-কুমার বিশ্বাসের স্বার্থে করে, কিন্তু প্রাণ প্রাণ উদাহরণের মুখে শুনিয়াছে, তাহারা তাহারা প্রভায় যান না। পৃষ্ঠদাস একটি অবস্থে কুকারতারের উপালকানট একটি রূপক বর্ণনা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

যুদ্ধে বিভূতি দান মুগুরু যথা। আদু ধৌকু বিশ্বাম.

আয়া। মানী ব্যাপার টাইম, স্বর্গ গন্ধ স্বাভাবিক রঙে রঙি ফাঁকাই।

জিত তো বর্ষা যোগী একটি জি কঠোর আহ্লাদ কী মার যায়। বিশ্ব বন্ধন হরিহর কা করমু হু। নীলাহার

বস্তু বিষ যুদ্ধ। ধন্তু আরাধনা শীতলী গোয়া তথা। মাণ জন

ঘনু যা।

* * * *

পৃষ্ঠ দাস।

মনোরাপী যামুনা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। আন-রাপী সুমুখী নগরী বিশাখা গিয়াছে। বিশাখার-রাপী গোপুর আরো উৎপাল হইয়াছে। শাক্ত যশোদা ও দেবী- অরণ। সন্ধ্যা-মন্দ ও বহুদেব-অরণ। দীতি বৃহ-কুণ্ডল-অরণ। জীব ও রূপ কুম্ব ও বলদেব অহঃ-রূপ কংকে ধ্বংস

করিয়াছে। বিবেক রূপার্ণ-অরণ। সত্যবাদ সদাস্থঃ-অরণ হইয়াছে।
পত্রিক পয়েন্ট

শিবিরের অভ্যন্তর-দিক দায়। গোপ ও গোপাল-স্রুপ। সন্দেহ-রুপ অভ্যন্তরিক দ্বারপ নির্বাহী বল পূর্ণক প্রকাশ করিয়া। ভক্তি করিয়াছে।

পণ্ডিত না তীর্থই মানিতেন, না গান। যমুনায় কোন দেব-নদীতে স্নান করিতেছেই যাইতেন।

বরিবন্দ ইহা আলস্য যথি সিদ্ধান্ত না
বহুত ইহা বিষয়া তোলী না জান।

গোবিন্দ এখন ব্যাক্তি যে, শুধু শুধুই সুজন করে। পণ্ডিত এখন

বিদণ বে, উঠে প্রকাশ করিতেও যায় না।

পণ্ডিতের কোন কোন চরণে বধামুর্থি ও মূৰ্ত্তিক্রেদে অঙ্গধ বা মুখে দেখিতে পাওয়া যায়।

জীবন মনে ঙ্ঙি তাঁত বিষে বাস, নানা নানা বস্তু চন্ত জানা।

বস্তুর বিষয় ব্যাপার হইরু হই মিলন। চুম্ব মন চন্তে নিয়মতান।

ছিল রে যুগ গন কোনান।

গনানা বর্সনা বর্জনী ধারা। শান মদোদরে অব্য নানা।

ছিল রে যুগ গন কোনান।

রোমাণি কন্ত চন্ত যত্ন্য দাহ। ছিল ছয় বর্ষাজ দাহান।

ছিল রে যুগ গন কোনান।

ক্ষ্য নীরবি না। চন্ত দিয়ে চন্ত। আবিষ্কারে তুষ লীলাযা।

ছিল রে যুগ গন কোনান।

সে ব্যক্তি জীবন মন, দেই জান। শরীর-রূপ নগর আয়োজন

করিতে হইবে, অর্থাৎ সমুক্তিসমূহ। সমাজে উপনিবেশিত হইতে হইবে।

গান ও প্রকাশ অহর্রি চামর বাজন করিতেছে। × × ×

দেশের, পুত্র-ভাব-মন। গান। যমুনা ও সঙ্গতী। ধার। সম্বন্ধেন

× বাণার বিন্দুক এই বচনে আন্ত হই, তিনি ইহু ও পিন্তু। শবের

অর্থ হাস প্রকাশ বলিয়া। বান্ধায়। করেন। পিন্তু বট ক্রকেদের বিবরণ মধ্যে ছিল ও পিলু। দায় কাছে নির্ধর একাং অথে, উন্মুক্ত ইহু। পিন্তু। অন্ট নির্ধর সঙ্গতী শবের রপ্তানির হইতে পারে।

† পত্রাবাদ মুন্তকী-স্তরালয়ের বিবরণ মধ্যে পার্থী-করিন্থ এলে গান।

রামায়ণ-সম্পাদনা-বিষয়ে ১৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।
যেলা উপস্থিত হইয়াছে; স্নান কর। দেখ এর গুর্জর-ভাব-মন! রামায়ণ আরোহণ করিয়া গজর্জন করে অর্জুন যে স্তম্ভীত আরোহণ করিয়া রামময় ও গুর্জ গুর্জ করে সেইমুখ দর্শন করিয়া দয়ারাজ্য ভর পায়। দেখ, এর গুর্জ-ভাব-মন! গুর্জ-গোরিন্দা রূপ অণ্যপাত্র প্রাসা হওয়া গিয়াছে; কিন্তু পার্থ দাস তহির প্রেমে অশুভ্য হইয়াছে। দেখ, এর গুর্জ-ভাব-মন!

যে সম্ভব উদাসীন ব্যক্তি গৃহালয পরিবাক্ত করিয়াও কাম, কোহ, লোভদির বশীভূত হইয়া চলে, পার্থ দাস একটি বচন তাহাদিগকে যথাসাধ্য তিরক্তায় করিয়াছেন।

অতি মহীন পত্র বিষ ক্ষুর না পাচ, পয্যোধ কষ্ট নীচ শারি।

তোম এ উত্তরপ্রাঙ্গণ গাঙ্গার এক ক্ষুদ্র আর।

তুমি রে প্রতূ তুমি শেষ না বাংড়ো, বাছু নিচুকি না বাছু আর।

পার্থ দাস।

এর কিরি! তুই কি বৃদ্ধেকেই পতিত হইয়াছিল। তোম সঙ্গে চিত্রীটি নারী অবস্থিত করিতেছে; পাঁচদুরু ও পাঁচশ প্রবন্ধ। এই চিত্রজনের জন্মে তুই ভিক্ষা করিতেছিলু; এক জন কি অপ্রভা করিয়াছে যে, তুই ভাস্কে পরিবাক্ত করিয়া। এটি, (অর্থাৎ তোই মিজ গৃহিণীকে পরিবাক্ত করি, বিশেষ কাম, কোথা দিন বিপুল অভ্যাসকে পরিবাক্ত করিবে পার্থিলা না)। এর পার্থ। অতঃপর চিত্রীকে পরিবাক্ত কর, পরে নিজ ভাস্ককে পরিবাক্ত করিও।

নাম তোম কর্নীর লা বাস্ক নাম লালিন নুঁথ পঞ্চ বাগ।

বানর্গণি গন্ধু বোধাঘাট। অধ্যায় নবুক্ত নরী পাশ্বে।

ফুল্লো ভাষা নারী যঙ্গ নারী | শঙ্কু শঙ্কু লালিনী বাঙ্গ।

পার্থ দাস।

* কাম, কোহ, লোভ, যৌগ, অত্যন্তের এই পাঁচটির নাম পাঁচহার বলিয়া উল্লিখিত হয়।

† পুরোস্কৃত রুপ নারী এবং গুরু। মন এই তিন জন।
পলানো পলা! ফকিরের শিষ্য! কনক ও কামিনী এই হুই বাঁকে তোমাকে লক্ষ করিয়াছে। তোমার বধের নিকট, তখন তুই পড়িরা চীৎকার করিবি। তুই নিরোধ এই নিমিত্ত পলায়ন করিয়েছিল না। কামিনী নারদে ও বিবাহীরে সংহার করিয়া ভক্ষণ করে। লক্ষ রক্ষা দিলেও, তাহার হস্তে কেহই রক্ষা পায় না। পশ্চিম বলে, সাধু-সংসর্গে উপবেশন পুরুষ সত্ত্ব থাকাই ইহার একমাত্র উপায়।

পশ্চিমিত্ব আপাতত্ত্ব ও সত্ত্বাদিরের সহিত পশ্চিমদের অনেক বিষয়ে একা বা সৌদামিনী আছে। অতএব সেই হুই পশ্চিমের বিষয় মধ্যে সে সকল বিষয় এসশীরপুর হইবে। বিশেষতঃ ইহাদের গানীর্তে খাসি। নামক প্রধান সাধকের সবিশেষ বৃত্তাত্ত্ব সত্ত্বাদিদের ক্ষেত্রে অযত্ত পাইবে। গৃহী লোকের তাহাতে অধিকার নাই; উদাসীনেরা অথবা রোহিণীর মত রাম-স্তব্ধ র্খান করিয়া পশ্চিম উপাশ্বিত করিবা অতি অনুভূতি হইয়াছে।

আপাতত্ত্ব!—মাছাপুর জেলার অধিবাসী মুরাদাস নামে একটি শ্রী-কায় এই পশ্চিমে প্রবিষ্ট করেন। অযোধ্যার অনেক পশ্চিমে মাছুরী নামক পৌরী বহীরণ গান আচ্ছে। তদৃশ অঞ্চলের মাছে ওকুনু সহান উপলক্ষে একটি সূর্য ছায়া থাকে। এই দিন গৃহীন শুষ্কের। সেই স্থানে আশিরা টাকা, পত্রিকা ও নামান্তর খবর দিয়া যায়। এই মুরাদাসের শিষ্য গুজ্জাস এবং গুজ্জাসের শিষ্য ভগ্নার দাস। শুনিতে ভগ্নার দাস এই শ্রী বর্তমান আছে। পশ্চিমে পীতাকৃত পশ্চিম যেমন গোকীর্তের নিকট দায়িত্ব হয়, আপাতত্ত্বী-পীতাকৃত পশ্চিম কাহার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত করেন নাই; নিজেই এক পশ্চিমে প্রচারিত করেন। এই কারণে তাহার শিষ্য-সমাজের নাম আপাতত্ত্বী রাখ। হইলে যে হইলে যে হিন্দুস্থানী তীর্থাধীকদের মধ্যে মৃত্ত-ধর্মী বন্ধন চালায়।

রামানুজকে ফৌজি বা তারিক ঘোষ।
আধুনিক মনুমার্কী দিঘে সোন্তয়ন।

রামানুজের সেনাধীন অনেকগুলি ভার গাঢ়ি আছে। মনুমার্কী আপাতত্ত্বী গানিতে গানিতে অশ্ব করিয়া থাকে।
ইহারাও পশ্চিম দাসদের মত প্রথমে রাম-মন্ত্র পার্থি করে; পরে শরণ

* যে বাণী আপনি মনুমার্কী আরোহন করে, তাহার কোন বলিয়া গৌরাঙ্কিত করে না, তাহাতে মনুমার্কী বলে।
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়ে সাধনার পরিকল্পনা, তখন গায়ত্রী-ক্রিয়ার মঞ্জুর-লাভে অধিকারী এইচার খুবে।

ইহাদের মন্ত্রালগ্নিত পুরুষরা দেব-হিন্দুরক গুলি ও গুপ্ত ব্রহ্ম কর্তা। ইহাদের মন্ত্রালগ্নিত পুরুষরা দেব-হিন্দুরক গুলি ও গুপ্ত ব্রহ্ম কর্তা।

ইহাদের মন্ত্রালগ্নিত পুরুষরা দেব-হিন্দুরক গুলি ও গুপ্ত ব্রহ্ম কর্তা। ইহাদের মন্ত্রালগ্নিত পুরুষরা দেব-হিন্দুরক গুলি ও গুপ্ত ব্রহ্ম কর্তা।

ঘরে ঘরে স্বামী দেব বিশ্ব সাধন করিয়া পরিচিত হইল।

মন্ত্রালগ্নি পরিচ্ছন্ন শরীরে স্নাতন মন্ত্রাল।

মূলদাস ।

শুক্রের জাতি-প্রতিনিধি নাই। উহা সর্ব শরীরে ভূমি করিয়া মধ্যস্থলে আসিয়াছে।

উহার জাতিতে নাই, পাঁচিতে নাই, উহার বেক অর্থাৎ কৌশিকী নালা প্রভুত্ত সম্মান-চিন্ত ও নাই। মোহিনির্মূল উহার বিক্রি-স্থান; তথায় উহা বিক্রিত হইয়া থাকে। নীর্দশিত অর্থাৎ মণিকে মন্তি অর্থাৎ শুক্র লাভিয়াছে। মূলদাস তাহা সমাপ্তিতে, অর্থাৎ শুক্র বিন্দু হইতে না লাঘাি উচ্চবিস্তারে ভূগুলের মধ্যস্থলে আকর্ষণ করিতেছে; এতে হুমানী করিয়া দেখ ।

ইহারা মূলে ক্যাচ বিবর্ত, গৃহী ও উদ্দীন। লক্ষ্মীপুর, মোহার-পুর, নেপাল এই সম্পদে কাৰ্য ও পশ্চিমকালে প্রাচীন অনায়ার ঘাঁও এই সম্পদের পৃথিবীর বসতি আছে।

যথেষ্ট ইহাদের ভিতর, মান, কৌশিকী প্রভুত্ত সম্মান-চিন্ত ধারণের এক্ষে ছিল না। একদিন অনেকে উপস্থিত রূপে কোন কোন চিন্ত বাইঁধা থাকে।

এই পশ্চিনের ফকিরের অর্থাৎ উদাসীনগণ পীড়ন্তের কোরা ও উপুষ্ট রাখার করে। কেহ কেহ গান-দেশে ভূলসী-কাজের হিরন ধারণ করে এবং ক্ষতিবজ্ঞ যুদ্ধ-বিশেষের হিরন। নাম-গুরুত্বের মধ্যস্থলে হইতে কেষ্টের নিকট পর্যন্ত একটি উপস্থিত করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোন

* নিকাশ ও উদ্দীনের মধ্যস্থলের নাম মোহিনীর।

† ইহাদের বিশেষ এই বে, সাধনীর সাধন-কালে শুক্র সীমিত হইতে না দিয়া ভূগুলের মধ্যস্থলে আস্থান করে।
কোন বাণিজ্য কেশ ও শান্ত রক্ষা করে, কেছ কেছ সমস্ত মূর্তন করিয়া ফেলে। ইহাদের মাহেতেরা গল-দেশে উণ্ডুতে অস্থির একক মেলি। ধারণ করে। পুট্ট দাঙ্গীদের মধ্য ইহাদেরও উল্লাবি গ্রাম ও সাহেব। পরস্পর সাঙ্গকাঁকুর মাতিতে ইহাদা বলিয়া লামী সাহেব বলিয়া। অভিবাদন করে। কেছ মহত্ত্বকে অভিবাদন করিলে, তিনি বলিয়া বলিয়া গোলাম করেন।

এই সমস্ত আপাটি ফকিরদের মধ্যে কিরূপ পরিমাণে জীবন-বিচার রহিত দেখা যায়। তাহারা আপন সাংসারিক মূল কূলু বৃহদ, কিছু উমায় সকলেরই অর ভোজন করে, কিন্তু অনেকে অর ভক্ষণ করেন না। তাহারা সৎজ্ঞানী ও পুষ্ট অঙ্গীনিদিগের সহিত এক পটভূমিতে উপবেশন করিয়া ভোজন করিলে, দোষ-প্রশংসা হয় না।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, ইহাদের প্রধান ক্রিয়া নাম গায়ত্রী-ক্রিয়া। পশ্চাৎ সত্যজ্ঞানীদের অন্তর্গতে সেই বীতত্ত্ব ব্যাপারটির বিষয় বর্ণিত হইবে।

সৎজ্ঞানী—ইহারা পরমেশ্বরকে ‘সৎজ্ঞান’ কছে এ কারণ ইহারা সৎজ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস। অস্ত্রার এদেশের অধিবাসী জগজ্ঞান দাস নামে এক জনিতে এই পশ্চাৎ আচরিত করেন। তিনি আলিফ দোল। আলবারের সময়ে বিহারী ছিলেন এইপত্ত এবং এটি আচরিত আছে। এ সময় ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে অনুভূত উত্তীর্ণ পদে অবিরত হন। অতএব অন্তর্গত অষ্টাদশ শতকদের শেষ ভাগে এই পশ্চাৎ আচরিত হয়।

সর্দাহার। এই জগজ্ঞানীদের জয়-ঙ্গ্রাম। কোটার আস্তে তাহার নাম ও সমাধি আছে। প্রতিবৎসল বেশাখান ও ক্ষতিক মানে অবলম্বন-কুস্তি উপলব্ধতা তথায় মেলা হইয়া থাকে। এই সময়ে গৃহস্থ শিবোরে তথায় গমন করিয়া পুজাদি দেয়। বেশোরাই ভোলাই, সর্দাহার পুরুষের প্রভু অন্য অন্য দেখা যায় ইহাদের আস্থান আছে। এই করেক্ট আর গুরুত্ব জেলার অন্তর্গত।

* শব্দ-বদ্ধা-বিন্দুরের ১৩৮ পৃষ্ঠার সেলি পদের অর্থ দেখ। ইহারা বিনিময় করা বায়াখার। সেলি করণ করে।

† অবশ্যই পক্ষ, ঘট নীতি ঘরঘট।

মেসাহাম পর গৃহেরা অর্জন অর্জন।

অবাধা পুস্তিকের বিভাগ। পশ্চাৎ সেলি সর্দাহার সর্দাহার গ্রাম। কথিত অথে সত্যজ্ঞানীদের অস্থান আছে।
জগজীবন সাহিত্যের শিশু জালালি দাস, জালালি দাসের শিশু গিরিবর দাস, গিরিবর দাসের শিশু জগজীবন দাস, জগজীবন দাসের শিশু যশকৃষ্ণ দাস এবং যশকৃষ্ণ দাসের শিশু হস্তক্ষেপ দাস ও বলদেব দাস। শেষোক্ত ছুইজন এরপূর্বে বিদ্যামান আছেন। ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দের শেষবৰ্ত্তী তথ্যের অনুসারে এই বলদেব দাসের সহিত আমার অল্প আলাপ, আত্মীয়তা ও সহিতত্ব ঘটিত হয়েছিল। পূর্বকার আসিকু দেলার মহিষী সংস্কারীদিগকে পোড়ান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত রামদাস নামে গিরিবর দাসের একটি শিশু এই বচনটি রচনা করেন।

অাহুরীর্যকো বহুবিষয়ী কৌশী ওর কহ

e তিনিই সুখ ইন্দ্রুু ঈ বেগম বাংলা ওর

অমারাটি পূরীতির কোনো অংশে বাস করি? বেগম, বাংলা, চৌর এই তিনেই এ স্থানে দুঃখ দেয়।

গিরিবর সাহেব মিছেও তালুধ উপলক্ষে পশ্চালিত দোহা প্রণয়ন করেন;

বুলা মারি বন্দরে রাধা রাজ্যে ওর

ভণ্ডারে মন্দাতুরা বেগম দেবী ওর

বালককে চূলি প্রহর কর। রাত্রি-আগরণ পূর্বক ভজন করিয়া চৌর নিবন্ধন কর। ভাবাবনের সাধনা করিয়া থাক। বেগম কি লইবেনে?

জগজীবন দাস যাবজীবন সংসারায়ের থাকিয়া হিন্দি ভাষায় অনন্ধকার, মহামোহ, এখন এতো প্রভূতি করেক থাকি এতো অগ্নিত করিয়া থাকি। এ জন্মপ্রকাশ নামক পুস্তক ১৮১৭ সালের লিখিত হয়।

ইহার আপনাদিগকে নিজের সাহসপূর্ব্ব পরম্পরের উপাসন বলিয়া পরিচয় দেয় এবং বৈদিক মতানুসারে জীবনের অবস্ত-ভাণ্ডারিক মূলকর করিয়া থাকে। বাইল্ল প্রভূতি কোন কোন বৈষ্ণব-সাধুদারীর যেমন দেকেই এই কাণ্ড অভ্যুত্থান করে, ইহাদের সচেতন অস্তুরূপে অজ্ঞ করে, এই বাইল্লের সচেতন অস্তুরূপে অজ্ঞ করে।

শেষ দুইটি শহ মূলের দার্পণায় দাস। অভিকল শঙ্কার লিখিয়া অভিযান অনুবৃত্তি পড়ে।

† একবা ভার, বাংলা-সংস্কার, ১৬৮ পৃষ্ঠা।
গান্ধীর ছোট দিনে তার পান।
ঝীরে মৃত্যু মুখ হ’ল তার অনুদেশ অনন্ত কহানি।
ধার হীরো না খাড়া না ধীরো হ’ল গল্প মানুষ জানি।

ঝীর বাকি অভাবন্তের অবনতিকান্ত পারে, সেই জানি। নির্ভরতার ফল ও শাখা এবং উক্তিতে মুখ *। এটি অসম্পূর্ণ ও অকথা-
কথা। সাধুজনেরা সাত দীপের নয় ধাঁচে এখানে বুঝা শব্দ অবগত আছেন।

স্তন্ত্রীদের মধ্যে গৃহীত উদাসীন হুই একার লোকেই আছে।
গৃহস্থেরা নেপাল, কাশী, কানপুর, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, লাহোর, তপস্যা,
মুর্শিদাবাদ, গুজরাট ইত্যাদি নানা অবস্থায় বাস করে।
তাহারা পট দানি ও আপাপাপাইদের নাম রাখে। করুণ, কর্ম, দান
নাম জাতিতে নিবন্ধ। কিন্তু ফকির অর্থার্থ উদাসীনদের মধ্যে তাদের
মৃত্যু-ধিকন প্রচলিত নাই। তাহারা কেহ ভিক্ষা করে না; গৃহীত শিয়া-
লিয়া ফরকারা জীবিকা নির্বাহ করে। এই সম্প্রদায়ের ফকিরদেরের
উপাধি দাস ও দাসের মহিলার কাছে বলে। তাহারা কেহ কোন ফকিরদের সম্বন্ধ সত্ত্বে করিনার কুষ্ঠ
করিলে দাসের বলিঙ্গ সত্যের করে।

কোন গৃহীত স্তন্ত্রীর মৃত্যু ঘটিলে, মৃত বাকির মুখার্থি করিয়া
মৃত্যুকরণ মধ্যে তাহার দেহ সম্প্রতি করা হয়। ভূমিকার মৃত্যু হইলে,

* কঠিনপন্থীদের যথেষ্ট সৃষ্টি প্রথম হয়েছে উপরিতৃতি হিন্দীবচনের অস্থিত,
একটি কথা নিবন্ধন আছে, "উক্তিপ্রেরণায় এরূপ বাক্যায়ন সনাতন।" অর্থাৎ
এই অনুমান সংস্থার অন্য ছকের মুখ উক্তিতে এবং বোধ ভীতিকৃত রূপে
পাশ লাগে। অন্য একটি প্রচলিত রূপ যথাযথ নিবন্ধ আছে এই উক্তি মুখ দেখিয়া।
ঝীর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রচলিত ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে বোধ হয়।
† হই চিফ, হই কথ, হই নামকরণ ও মৃত এই নত দীপ।
‡ হই উক্ত, হই অজ্ঞান, হই বাধ্য, হই চক্ষু, হই প্রকাশ, নাথ হইতে অনুপ্রাপ্ত
সম্প্রদায এই নত দীপ।
ণ আদি নেই অর্থাত অফ। কৃত্তিক যদি এই যথা, নিজস্ব প্রকাশ হইল।
নিয়ঙ্গ এই নত দীপ হইতেছে।
দশ দিবস অশৌচ পালন করিয়া শেষ দিগন্তে ভাল্লার আজ্জ করিতে হয়।
পুকুরের কাল-প্রাতিগা হইলে, দশম দিবসে অশৌচিত হয় ও নবরত্ন
দিবসে আজ্জ হইয়া থাকে। উদাসীন সৎনামীর মৃত্যু ঘটিলেও ঐরূপ
দেহ-সংকার ও আদর্শকৃত অমুষান করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।
এই পূজারী দৃষ্টের রাম-মণ্ডলে পীড়িত হয়। সে মন্ত্র এই,

আহ রা রা হ্রাসার তোর গুম্ব মন্ত্র নিঃস্থার খাঁই জীব
কীত পদার্থ অহাঁই তবে পার, অজগিত হুই যুদ্ধায়
আদার, রামনাম গঠি ভজ তবার পার হযা যশুরুর্ভুক্ত।

ধনুর্ভূতি পশ্চিমাব অনল।

সৎনামী ফকিরেরা ও প্রথমে ঐহি মুট্ট পাঠ করিয়া ভজনাই করে।
পশ্চাৎ সাধনার কিংকর পরিপক হইলে, গায়িক-ক্রিয়ার অমুষানে
প্রতীত হয়। কিন্তু যতই তাহার সরিতে বিবরণ করা যাইতেছে।
ইহারা প্রতিদিন হৃদ্যামঞ্জলীকে পূজ্য দান করিয়া পূর্ব-লিখিত রাম-মণ্ডল
পাঠ করে। তার মহানবারে হৃদ্যামঞ্জলী, কুঠুর্পীর সমুদ্রতে সত্য-
পুকুরের, এবং পূর্ণিতে অজ্জ পুকুরের ব্রত করিয়া থাকে। ঐ ঐ
দিবস দিবা এক প্রার্থন সররে ও সম্ভাব পলে শূল, পার, লবঙ্গ ও
মিস্রাত দিয়া পুজুর দেয়। সমস্ত দিন উপবাসী ধারার সাঙ্কলে
মালপুরা প্রভুতি ভোগ দিয়া নিজে অশাস পায় এবং নিকটে যে শিখাগণ
স্নিবিজ্ঞ করে, তাহাদিগকেও প্রসাদ দিয়া থাকে।

এই সময়ের ফকিরেরা গাত্রে বিহিরে রক্ষিত লোকের বর্ণ কোনো
ও লান খেকাতে অণুষ্ঠান অল্পি। * এবং মন্ত্রের ঐরূপ রক্ষিত বা
ঐরূপ বেশে পুঠু ঐরূপ ঐরূপ ঐবার সুশিক্ষিত, পুঠু ঐরূপের ধারী। ও বজ্রায়ি
ও গলের পুঠুয়ার সেলি ব্যবহার করে এবং ভয়ে বিশ্বাস বা ধারায়-
বিশ্বাস নামক যুক্তিকা ধার। নারী-পুঠুর মধ্যস্থল হইতে কেশের নিকট
পর্যন্ত অন্যুক্তনা প্রসাদ একটি উষ্ণিরূপ করিয়া থাকে। কেহ কেহ
কেশ ও শায়া রক্ষা করে; কেহ কেহ সমস্ত যুগল কিডুয়া ফেলে। ইহারা
তিলক ও সেলি ধোলায়ের সময় পশ্চাতেলিত হইয়া দুইটি পাঠ করিয়া থাকে।

* অল্পি চাঁদের মুর্তি, কিন্তু দাতা গলাইয়া পারিবার জন্য মুদ্রিতে
ফোট।

† চির, চলন বা দুঃখী-কালে নির্বিশ্বাস, বড় বড় সুরুশ সমস্ত, ১৭, ১৯।
২১ ইছামা বিষ্ণুপুর সংখ্যক দাল।
ফিগা-ধারনের মত্ন।—

আত্ম জীবন কিন প্রমঃ, জলগতি পরায়, রহস্যগতি স্নাত, যে স্নাত শিয় গুস্তে রাখা, যে স্নাত সম্প্রদায়ের সম্প্রদায় প্রায়, বিশুদ্ধ কে সম্প্রদায় প্রায়, যে স্নাত সমাজগতি সাহিত্যে সম্প্রদায় চুক্ত সমাজগতি সাধনা আধার।

সোসি-ধারনের মত্ন।—

ধীর ধর্মনিদ্রা হৃদ গলে প্রভাতবিংশ মহন্ত বিশ্বাস হই রে তাঁহার
নিমিত্তি বোধ করিয়া ফিরিল পুনঃ পুনঃ হই রে স্মারক কি রে তুষী দোন বৈষ্ণব পারিব পশ্চিম পাল্লিত হই রে ভবু দানা স্মৃতি শুভ্র কবি কুস্ত সাক্ষর কী শেষ স্মারক হই রে পাঁচ প্রত্যুৎ কে ধর্মেকুক্তি স্মারক জড়ি জিয়ে স্মারক হই রে। জগতিত্ব রাজ পত্র রে বন নিমিত্ত হই রে দ্বারা বর্তমান।

সত্যনিমী ফকিরদের পরমার্থ সাক্ষাত হইলে, বন্ধুগতি সাহেব বলিয়া অভিবাদন করে। মহন্তকে এইরূপ সম্মান করিলে, তিনি সত্যনিমি বলিয়া উত্তর দেন।

গাঁৰ্জি-কির।—পূর্ব দানী, আপাতপাদী, সৎনাতি এই তিন সংস্কৃতির মংস্ত, মাংস ও মাত্র ব্যবহার করে না। ইহাদের মধ্যে অনেক সরল ও সজ্ঞান লোকও আছে। কিন্তু এই তিন সংস্কৃতির উদাসীনেরা। এখন এক বীর্যে কিরাজ অনুষ্ঠান করে যে, তাহারাই ইহাদের সমুদায় স্মৃতি ও সমূদায় সাধনা আকর্ষণ হইয়া গিয়াছে। সেটি বাঁচেন-সাধনের চারিপাশের ৫ অস্তুপ সেটি নিজ নিজ মন, মুখ ও শরুক মন্ত্রন করিয়া ভক্তি করা যাই অর কিছুই নয়। তাহারই নাম গাঁৰ্জি-কির।। ইহার সেই অতীত ও যাহা। কিরাকে পরম পুকুরাণ-সাধন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাহা গোপন রাখিবার উদ্দেশে কতক-গুলি সাহিত্যিক শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে। পশ্চাত উদাহরণ অর্ঘপ্রাঙ্গ তারার কথার করেছে নিশ্চিত হইতেছে।

• এই পৃষ্ঠাের প্রথম তাজ, বাঁচেন-সাধন, ১৮১ পৃষ্ঠা।
<table>
<thead>
<tr>
<th>শব্দ</th>
<th>অর্থ</th>
<th>শব্দ</th>
<th>অর্থ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বীর্য</td>
<td>মল</td>
<td>বাজ</td>
<td>চূড়া</td>
</tr>
<tr>
<td>অজ্জর</td>
<td>মল</td>
<td>গুলি</td>
<td>মুখ</td>
</tr>
<tr>
<td>রামস্বল</td>
<td>যুদ্ধ</td>
<td>দশান</td>
<td>দশКА</td>
</tr>
<tr>
<td>চক্র</td>
<td>নাসিকার বায়</td>
<td>গোইয়ার</td>
<td>লিঙ্গ ও উহারের</td>
</tr>
<tr>
<td>সুর্য</td>
<td>নাসিকার দক্ষিণ</td>
<td>দ্বন্দবর</td>
<td>লিঙ্গের যে চার দিয়া</td>
</tr>
<tr>
<td>অর্থ</td>
<td>দক্ষিণ চূড়া</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

উল্লিখিত তিন সঙ্গের পক্ষে অর্থের উদাহরণের জন্য গায়কের কৌনির করবে। আপনার মল, যুদ্ধ ও চূড়া অনুসারে তুলনায় করিয়া থাকে। গুরুত্বের গায়কের-কৌনি করে না; পূর্বের রাম-স্বৰ্গ মাত্র মাত্র করিয়া ভবন করে।

এই গায়কের-কৌনি তিন প্রকার: বীর্য মল, অজ্জর মল ও অজ্জর মল। শূক সংক্রান্ত কৌনির নাম বীর্য মল, রামস্বল অর্থে যুদ্ধ সাধনার নাম অজ্জর মল এবং অজ্জর অর্থে মল সংক্রান্ত কৌনির নাম অজ্জর মল। মল মূল মূল মূল, যুদ্ধ মূল মূল মূল মূল, এবং শূক সাধনার মূল। এই তিনের সমন্বয়ে নাম তিব্বচারী। ইচ্ছার অন্য একটি নাম তিব্বচারী। এই তিন সঙ্গের মত, এই তিব্বচারী অস্ত তিব্বচারী; পূর্বের তিব্বচারী তার দিন মহিমাবহ নয়। মূল সাধনার সহকারে এই তিন পরম সাধন তত্ত্ব করিয়ে গঙ্গা, যমুনা ও সর্বদৃষ্টির সাধনা করা হয়। ইচ্ছাকেই তিব্বচারী সাধন বলে। এই সাধনেরই অন্য একটি নাম তিব্বচারী-কৌনি। যে মল উচ্চারণ করিয়া যে বজ্র তত্ত্ব করিতে হয়, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

উল্লিখিত যমুনা-পানের মত

অজ্জর যমুনা ঘনন্ধে ঘনন্ধে বেঃকো বহন বেঃকো পান।
যাতে যমুনা বেঃ বেঃ নাম কি কার্য যেই বীতী ঘনন্ধে যে
কার্য দান দিন জান। দুধ ঘনন্ধে যে নাম।

উল্লিখিত গঙ্গা-পানের মত

অজ্জর আজ্জা অজ্জা বেঃকো বেঃ কথা বক্তা। অজ্জর
পরিচিতি।

এই দুই পাঠ করিয়া। রামকৃষ্ণ আসিতে মৃত্যু পান করিতে হয়। রামকৃষ্ণের নাম রাম ও জিজ্ঞাসার নাম জানিকে। এই দুই একটি মিলিত হইলে পরম পদ লাভ হয়।

উল্লিখিত শুক্র-পানের গুণ।

অরবিি অরবিি অরবিি অরবিি মৃত্যু শুক্রের গুণ।

গায়ত্রী-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকালে শুক্র হলে ধারণ করিয়া। সং-নামী পাঠ পূর্বক অণ্ডে উঠিয়া ভালাপে উত্থিপুর করে, পরে অঞ্চল করিয়া। দুই চক্ষে লেপন করে, তন্ত্র ভঙ্গ করিয়া থাকে। সং-নামী করিয়া। উল্লিখিত শুক্র-পানের গুণ।

শুক্র পাঠ পূর্বক অণ্ড উঠিয়া ভালাপে উত্থিপুর করে, পরে অঞ্চল করিয়া। তন্ত্র, সং-নামী করিয়া। নামে একজন শুক্রার অনুষ্ঠান করিয়া। সং-নামী করিয়া। নামে একজন শুক্রার অনুষ্ঠান করিয়া। সং-নামী করিয়া। নামে একজন শুক্রার অনুষ্ঠান করিয়া।

শুক্র পাঠ পূর্বক অণ্ড উঠিয়া ভালাপে উত্থিপুর করে, পরে অঞ্চল করিয়া। তন্ত্র ভঙ্গ করিয়া। দুই চক্ষে লেপন করে, তন্ত্র ভঙ্গ করিয়া থাকে। সং-নামী করিয়া। নামে একজন শুক্রার অনুষ্ঠান করিয়া। সং-নামী করিয়া। নামে একজন শুক্রার অনুষ্ঠান করিয়া। সং-নামী করিয়া। নামে একজন শুক্রার অনুষ্ঠান করিয়া।

ঈশ্বর ও নিত্যকর্মের নামে এই সুমধুর পাঠের মধ্যেও পরমহংস পদে বিদায় আছে। নাম অন্ত অন্য সময় ক্রিয়া পরিভাষা করিয়া। কেবল উক্তহার গায়ত্রী-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহার পরমহংস।
যােকিয়া জানি অজটি কে ঢাক রক্ষা খামার।
জগজীবন সাহেবের বচন।

ভির ভির জাতি ভির ভির জাতি-সমীকোটেই গমন করে। কিন্তু ইহাদের জাতি নাই; তিনি সকল জটিল বাণ্ড ছবিয়া রহিয়াছেন।

পাঠপিঠী, আপাপিঠী, সন্তনী এই তিনের বিষয় ব্যক্তিকে যাহাই লিখিত হইল, তদ্বারা এই তিনের ব্যবহার ও ধর্মীয়তায় পরম্পর অস্ত্রপূর্ণ ও মুসলমান বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তিন সম্প্রদায়ে অন্য প্রচলিত ধর্মীয় অশ্রু বিনবাদ, বদলি, অশ্রুলিঙ্গ, সাহেবের অভিজ্ঞতা শত্রু ইহাদের মোসলমান-সামন্ত বা মোসলমান-সম্প্রদায়ের আদর্শগুলির পরিচয় দান করিতেছে।

দরিযেদেরাও তাহাদিদু ও আমৃতমোসলমান বলিয়া এবাদ আছে। ইহাদের ও বুলিয়েদের সজ্জিত আর সাধারণ সাহায্য ঘটে নাই এবং এই উভয়ের বিবেচনা রূপান্তর জানিবার কোন উপায়ও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

বীজমাণি। — ইহাদের শূন্যতাই পরম্পরা বলিয়া অক্ষম করে; কেননা শূন্য হইতেই সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। শূন্যের নাম বীজ এই নিজেই ইহাদের নাম বীজমাণি। ইহাদের ভক্ষণ-সাভার নাম সমাজ ও ভক্ষণমালার নাম সমাজ-গৃহ। প্রাপ্তির সাহায্যের সময়ে এইসকল ভক্ষণ হইয়া থাকে। গোর্জনাথ প্রভুর বিবৃতি। ভক্ষণ সম্প্রদায় গান করাই ইহাদের ভক্ষণ প্রধান অঙ্গ।

শব্দ পালনের নায় ইহাদেরও একরণ চক্র হয় ও তাহাতে অতীয় গৌরবপূর্ণ সম্প্রদায় হইয়া থাকে। শিষ্যকীর্তি ভড়িকামাণি এই চক্রের অমূল্য নির্মাণ করে। কোন বীজমাণি নিজের পাদ্যার্থ কৃত্তিকা-স্কির্তে কোন সাধারণ শক্তিতে উদায়ীন-বিশেষে দুর্গন্ধ করিলে তথাহইতে শুক্র নির্গত করিয়া লাগে। সেই বীজ একটি সিমিতে পূর্বীক রাখে ও চক্রের দিবস এই শুক্র সংগ্রহ করিয়া ওপরে পুশ্ক-শিলায় চলিয়া যায়।

১ দেশ-সম্প্রদায়ে সম্প্রদায় শক্তি রামাজুহাদি চারি প্রধান লামায়বার অধিকেই ব্যাপ্ত হয়; কিন্তু উভয়ে বালিবাদিক অর্থ পরম্পরা-উপাদি নিয়ত ও উপাসনা-দন্ত-বিচ্ছেদ। রামাজুহারে, এই খাবার দানা ষাঁদে এই অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

† ইহাদের শূন্যে কোন সাধারণ মায়া হইলে, আপনার শ্রী অর্থাৎ কলামকে ভুলে গেলার নিয়োজন করে, তাহাতে নিষ্ঠু সংহ করিয়া। তাহার বীজ অর্থাঙ্ক শুক্র গ্রহণ করে ও সেই শুক্র একটি লিঙ্গের দুঃসিদ্ধ রাখে।
ইহারা এইরূপ বিভিন্ন বিলীন শরীর তথ্যাংশ যেতেজ্জোয়গী নয়। শুদ্ধ-চারাভিনী অনুষ্ঠান বৈষ্ণবের নাম গল্প-দেশে তুলনী-বলা ধারণ করে ও মন মাঙ্গাল বাংলারও বিপদ থাকে। ইহারা অপনানদিগকে নির্দিষ্ট-উপাসক বিলীন পরিচার দেয়, অত্য রাম ও রূপ বিভিন্ন সুদৃশ গানও করিয়া থাকে। কিন্তু রাম করাকে বিক্ষোভার বিলীন। শীতার করে না; পারবারের নামই রাম ও রূপ এই কথা বিলীন থাকে।

ইহারা দেহকে কৌশল্যা, দশ ইত্যাদিকে দশরথ, কুমিতি বা দেহকে কেক্ষী, উদয়কে ভারত ও সর্ববর্ণকে শক্ত হলে। দেহের অভাব প্রশ্ন-শ্রুতি রামনাম নামক পদার্থি-বিশেষ রাম এবং জাহানা নামক জন-বিশেষকে অস্করণ বিলীন বিদ্রোহ করে।

পুরুষ বর্ধতি কলুকিত বিশেষ বিশ্বের বিপ্লবে এই অশ্ন ওলকে কলুকিত করা কোন হলেই প্রীতিকর নয়। কিছু কি করে, ধর্ম-প্রধান ভারসাদগুলিকে বীণতানীকর অশুদ্ধ ধর্ম-সংস্কার করিয়া গুণ-ভাবে ক্রোধ করিতে থাকে, তাহা জননামের গোচর না করিয়াই বা কিস্মতে নিরন্দ থাকি। অন্য অন্ত-মেদন করিয়া। না দেখিলেই বা তাহার অবস্থাও একই কিশোরে নিরাপদ হইবে?

প্রথমারাণী।—একটি অংশের আয়নামাবাদে নারাজ হইয়া একত্র চরকার রুক্ষ করিয়া। কোন পৈঠয় উপাসনে নেই স্থানে আসিয়া।

* আয়ণ শুদ্ধভাবে ইহারা মধ্যে বিদিত আপন কুকুর হোলে পুরুষ উত্তরের পরামর্শে-লোকায়ত বীণ বাহির করাইয়া না এবং সেই বীণা ও পুরুষের পাশ হীর একত্র মিলিত করিয়া যথাযোগ্য পুষ্ঠ করে।*
ভারতবর্ষীয় উপগামক-সম্প্রদায়।

গোঁড়া জেলায় অবস্থিত ছাপিয়া নামক আদেশের অধিবাসী আদেশ নামকে একটি ব্যাপ্তিগত তীর্থপৰ্য্যটনে প্ররূপ হইয়া ইহার আমেদাবাদে আগমন করি এবং উল্লিখিত নামায় চর্চাকের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার-সংঘটন হইয়া।

নামায় কথা-প্রসঙ্গে সাহিত্যের নিকট এ আদেশ বিষয় উপস্থিত করে এবং বিশেষতঃ স্বাধীন পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। পক্ষাঙ্গ উভয়ে মিলিত হইয়া এ আদেশের মতামতের একটি প্রচলিত হয় এবং অপনাদেশের নামায় সেখানে ভারতীয় সাক্ষাৎকারী রাধে। এই আদেশের প্রারম্ভিক পর্বে, এ আদেশের অধ্যায় ধর্ম; দেব-শক্তির উপাসনা কর।

বিদেশের নয়। ইহাছাতা কোনো উপর এ অগ্রণী অঙ্গিত করিয়া মন্দ্রাঙ্গ পুরুষ পুপ, চন্দ্র মিষ্টান্ত, তাত্ত্বক্য উপকরণ হয়। তাহার অর্থনীতি ইহার শাসন ধর্ম দেব-শক্তির উপাসনা কর।

বিদেশ এই ভাষায় প্রারম্ভিক পুরুষ প্রচলিত হয়। ইহাছাতায় চর্চায় ইহার উৎসব হয়। ইহাছাতায় চর্চায় ইহার উৎসব হয়। ইহাছাতায় চর্চায় ইহার উৎসব হয়। ইহাছাতায় চর্চায় ইহার উৎসব হয়। ইহাছাতায় চর্চায় ইহার উৎসব হয়। 

বিদেশ এই ভাষায় প্রারম্ভিক পুরুষ পুপ, চন্দ্র মিষ্টান্ত, তাত্ত্বক্য উপকরণ হয়। তাহার অর্থনীতি ইহার শাসন ধর্ম; দেব-শক্তির উপাসনা কর।

বিদেশ এই ভাষায় প্রারম্ভিক পুরুষ পুপ, চন্দ্র মিষ্টান্ত, তাত্ত্বক্য উপকরণ হয়। তাহার অর্থনীতি ইহার শাসন ধর্ম; দেব-শক্তির উপাসনা কর।

বিদেশ এই ভাষায় প্রারম্ভিক পুরুষ পুপ, চন্দ্র মিষ্টান্ত, তাত্ত্বক্য উপকরণ হয়। তাহার অর্থনীতি ইহার শাসন ধর্ম; দেব-শক্তির উপাসনা কর।

মাদ্রাজ ও বহাদুর এশিয়ার বৈষ্ণব-দল-বিশেষ।

বৃহৎসল ও ভিক্ষুম। — মাদ্রাজ এশিয়ার বৈষ্ণব। দ্বিতীয় প্রাচীন

* এ বিষয়ের একটি ইংরেজী অবক্ষে (Ind. Antiq., 1874, pp. 125 and 126) এই ছইত সম্প্রদায় বাঙালী ও ভারতীয় বিদেশী লিখিত হইয়া। ইহার তেত্রুপ তত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কার নামায় এর মতো বিষয় লিখিত করা হইয়াছি, তাহা এ ছইতে লিখিত তত্ত্বের বিষয় করিয়া।
দ্রুত গণিত ও বিজ্ঞান। বড় গণিত নামক সম্প্রদায়ের সংস্কৃত পাঠকের অধিকতর অমূল্যীকৃত করেন। অপর সম্প্রদায়ের বড় গণিত তাহার প্রায় বীর্য করেন, কিন্তু তারুণ পরিমাণে আধুনিক ও আলোচনা করেন না। এইরূপ একবার আছে যে, রূপান্তর দ্বারা বৎসর পূর্বে কাফতুপুর-বিশ্বাসী বেদান্ত তেসিকের নামে একটি বাদ হইতেই এই দুইটি সম্প্রদায়-বিভাগের উৎপত্তি হয়। তিনি এইরূপ প্রচার করিয়া দেন তথা, আমি দাশ্যগতি বৃহস্পতি-কেলের অচার ব্যবহার সংশোধন ও দক্ষিণের উপর খরের সনাতন সাহিত্য ও সনাতন ধর্ম পুনরুদ্ধার করেন। করণার্থ পরমশর্ত কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি।

উল্লিখিত উভয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃত বিষয়ের উপাধি। বড় গণিত
বৈজ্ঞানিক। বিষয়ের নাম বিষু স্বতন্ত্র অতিক্রম ও ভাষাবিদ্যা অধ্যুষিত করেন। উহা বিষয়ের কর্ম ও করণ-স্তব্ধ। ভিক্ষু
বৈদিক। জীবাণু মূলি সাধন বিষয়ে এই বৈদিক শিক্ষা অধ্যুষিত করিয়া থাকেন, কিন্তু অধ্যায় কোন বিষয়ে তাহার কার্যাত্মক প্রবৃতি করিয়া থাকেন না। এ বিষয়ের মত-ভেদ এই উভয় সম্প্রদায়ের পরম্পর বিষয় বিষয়ে ও ব্যবস্থা বিষয়ের একটি অধ্যায় করণ। অত্র ক্ষেত্রে বিষয় বিষয় ও বৃহস্পতি ঘটর গিয়াছে।

ভিক্ষু, ভিক্ষু লঞ্চার হংসসেন ইত্যাদি বোধতার মূলমন্ত্র বিষয়ে উপস্থিত হয়। ভিক্ষুর ভিক্ষুর ছিদ্রশাসন আছে; বড় গণিতের তাহার
নাই। উভয়ই অন্যান্তের ভিক্ষু ধর্ম ও পাঠ-সহিত এবং অতিক্রমের ভিক্ষু অন্যান্তের সিদ্ধি ও অধ্যায়-জনক বিষয়। অধ্যুষিত করেন।
দক্ষিণের অন্তর্গত কাফতুপুর-নামক ক্ষেত্রে এই উপলক্ষে একবার
ভিক্ষু বিষয়ে উপস্থিত হয় যে, ইত্যাদি জন্য বিচারাত্মকে মূল-
স্তব্ধ হইয়া যায়।

শাক্তঝোরিও ও ওয়ারেলি।—বহুই এরূপে একবার পাক্ষীতেক
আছে, তাহার লঞ্চার উপাসক। লঞ্চার বিষু-স্বত্ত। তাহার। সেই
ঝোরি শিক্ষার উপাধি করে বলিয়া তাহারিগণের নামক বলে। বাচাল।
কোন এরূপে পাক্ষীতেক বিষয়ে দ্বিতীয় বহুই। বোধিসাত্ত্ব ওয়ারেলি
 করে নামক একবার পিসুক জীবিত গ্রহণ করে। যাহার। বহুল-স্তব্ধ ও বহুলি-স্তব্ধ ধারণ করে এবং লাশ-হুমকি
কাত্যায়ন হয় ও বাতন সথে লইয়া পরিবর্তিত নিকট ভিক্ষু
করিয়া বেড়ায়।

সাহিত্য একবার আছে। অনেক উৎসবসই ও জন্মসই বড় গণিত ও ভিক্ষু
তাহার নদের নাই।

* * *

Indian Antiquary, 1881, pp. 72 and 73.
দ্বিতীয় ভাগের পরিচিতি

উপক্রমণিকা।
(৩৩ পৃষ্ঠা।)

রামমোহন রায় বাঙালী ভাষার গৌরবীয় ব্যাকরণ বাদিতেকে খণ্ডন ও জ্ঞানী নামে জোগতিভ ও ভূগোল বিহিত বিষয়ে অপর দৈনিক শিক্ষা-পুস্তক প্রকাশ করেন।—ভক্তবোধিনী পত্রিকা, ১৮০০ শতক, চৈত্র মাস, ২৩২ পৃষ্ঠা।
(৭৯ পৃষ্ঠা।—তাকন্তুর সংক্ষেপ-কথন।)

যে প্রকার ভাষায় খোদাসংহিতার মন্ত্র সমুদায় বিচিত্র হয় এবং যাহা কিছু কিন্তু রূপাষ্ট্রণ ও পরিকৃত হইয়া পঞ্চাঙ্গ সংক্ষেপ নামে প্রসিদ্ধ হয়*, সেই স্পৃহাযুক্ত আত্ম-ভাষার পূর্বকালে জনসমাজ-ধীরেরের দেশ-ভাষা ছিল। যেন বাঙালীর বাঙালী, হিন্দুজানে হিন্দুজানী ও

* যে ব্যবস্থার দেশ-ভাষা পরিকৃত ও সংক্ষেপিত করিয়া তাহার নাম সংখ্যায় নামে সংখ্যা হইয়াছে, সেই পূর্বকালে কথিতকথনে বর্ণিত অর্থভাষার পরিকৃত ও ব্যাকরণায়হার করিয়া তাহার নাম সংখ্যা রাখা হয়। সংখ্যা শব্দের অর্থ পরিকৃত হই এই আর কিছুই নয়। রামমোহন রায়ের প্রাচীনতর কোন একটি এই বিদ্যায়ন নাই। এই বৈদিক ও সারাধিক উত্তর প্রাচীন ভাষায় সংস্কৃত বলিয়া উল্লিখিত ছইয়া থাকে; যে যেন বৈদিক সংস্কৃত ও সারাধিক সংস্কৃত। অধ্যায়নের, এই প্রথমের মধ্যে স্বামী স্বামী বৈদিক ভাষার সংস্কৃত বলিয়া উল্লিখিত ছইবে।

† যে যে ব্যাকরণ খোদাসংহিতার মন্ত্র সমুদায় বিচিত্র হয়, তাহার মধ্যে খণ্ডন নদের পরিচয়ের হইতে গিয়া ও সমুদায় অন্ধকার অমুকলী পর্যন্ত আত্মারামাশীর হিন্দুদের ব্যাকরণ বিভাগের হইয়া যায়। এই বিভাগ বিশেষ শুদ্ধ-শর্তে একটি অভিজ্ঞ ভাষা প্রচলিত ছিল যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাহার শব্দ ও বিভিন্ন কোন অংশে কিছুমাত্র প্রচলিত ছিল।

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকারের ৬৮ পৃষ্ঠা দেখুন।
অহংকারে স্বহস্ততা ভাব। কথা পক্ষেন্দ্র হইয়া থাকে, এক-কলে অত্যন্ত-সম্বন্ধে ঐ বৈদিক ভাব। সেইসকল হইত। ঐ ভাবই কর্মঃ পরিত্যাগ্ত হইয়া পলিলে ও প্রাকৃত ভাব। সমুদ্রায় উৎপত্তি হয় ভার্যার সন্দেহ নাই। বৈদিক ভাবের সজিত ঐ হই প্রাকৃত ভাবের অনেকগুলে সামুদ্রিক দেশের পাওয়া যায়। অতএব বৈদিক

না এটি একটি অস্থায়ী কথা। কথা পক্ষেন্দ্রে প্রচলিত ভাব। স্বাভাবিক ও লম্বায় ভাব। পরিবর্তিত না হইয়া লম্বা না, ভার্যার পতনের বালিয়াতে হইয়া একরূপ শীর্ষক করিয়া নিয়াছে। কৌশলমন্ত্র ভাবে শিখিত আছে, উভয় দেশের ভাবা উত্তর বলিয়া পরিগত ছিল। থাকি বলেন, অন্য স্থানে আলোচিত গতায় ক্রিয়া-বিন্যাসে কৌশল দেশে প্রচলিত ছিল। দেশ না প্রেরণ-বিভেদে সংক্রান্ত ভাবার যে অংশে-বিন্যাসে উপস্থ হয়, ঐ সকল বাক্যার্থে স্বাভাবিক ভাবে পার্থী বিগতে পার্থ সাধিতে।

* লেনেন্স ও বিপুল প্রোই ঐশ সুই পার্থ কথি এ বিকের একমাত্র স্নান প্রয়োজন। অম্ল ব্রহ্মের একমাত্র একটি অহংকার দত করান হও। তিনি বলেন, প্রাকৃত ভাব। সমুদ্র বৈদিক ভাবের অর্থাদি। তৈহার এই অভিধানটি না ভাব তহি প্রাচীন ভাষার সংক্রল্প পশ্চিমের সমাজাদি, না অর্থাদি তক্ত প্রাচীন ভাষার সংক্রল্প। পশ্চিম দিনে অভিধানটি না তহি ভাব হইয়াছে। অম্ল ব্রহ্ম উপর যে সম্পর্কের হইয়াছে প্রতিবাদ করিতেছেন। এই ভাব যে সম্পর্কের রূপাঙ্ক, একধা ভাবর্তী হইয়াছে ও অভিধান করিয়া গিয়াছে। তৈহার বলেন, প্রাকৃতের মধ্যে তিনি প্রকাশ দিয়া সমাজাদি আচরণ করেন। তৈহার সম্পর্কের যে প্রকাশ দেশ-চর্চায় সাধিত হইয়াছে। কৌশলের এ অভিধানটি নিয়া প্রচলিত ছিল। পূর্বতন পলিলে ও প্রাকৃতে একে অথবা এই সমাজাদি সমুদ্রের এই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

† এবং হই চারি অংশ প্রকাশিত হইতেছে, দেখিলেই অজি হই না।

প্রাকৃতে গো শব্দের রক্তের ব্যাখ্যায় গোলাকাং হয়। এটি বৈদিক গোলাকাং

* প্রথম ভাবে প্রকাশিত উপক্ষেন্দ্রের ৮ ও ৯ পৃষ্ঠা এবং তার প্রতিবাদ বৈদিক দেশের পাইতে।

† Professor Aufrecht's remarks on Professor Weber's opinion inserted in Muir's Original Sanskrit Texts, Vol. II., 1871, p. 131.
ভাবা হইতেই সেই সমূদায়ের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। সেই সমন্ত পূজায় ক্রমে ক্রমে রূপাঙ্গিতি হইয়া। অধুনাতন হিন্দু বংশাল প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ-ভাষায় পরিগণিত হইয়াছে। সেই মুল-ভূত বৈদিক ভাবা সমূদায় কথাপঞ্চকন্তে প্রচলিত না থাকিলে কথনই এরূপ ঘটতে পারে না। বলা-সম, ওকে-স্টু বেনিকি কুন, নিরহ অভ্যস্ত শ্রোধন

পদেরই অহৃত, পাল ভাবত ফল, অর্থিতে। মূল এই সকল বৈদিক ধর্মের কর্ষণ ও কর্ষণ কারকের নপচন কলা অর্থী ও মূল হয়। এ সমুদায়ই বৈদিক রূপ। সঞ্জ্ঞান তুষ্ণ। পদের পরিবর্তে পালি ও অক্ষরে কর্ষণ বা কাজন হয়।
এটি বৈদিক ধর্মের অহৃত। আইটী পৌষিত ও ইটুই। পদের ছুটে বেয়ে নীরাঙ্গ ও পুষ্টিপত্র পদের সাধারণ আছে। বিরূক্ত ও বিরূক্ত বিপরীত যা আছে, স্বয় পদের সকল কারকেরই অশেষ হয়। পালিতেও সকল কাঞ্চনই অপেক্ষ ইট, যেখানে কর্ষণ কাঞ্চন অশেষ, কর্ষণ কাঞ্চন অশেষ ও অপারকার, করণে অহৃতে অতীত অশেষ ও অপারকার। নাস্তিক যে অশেষ এবং নতুনে করণে অপারকার। নাস্তিক সঞ্জ্ঞান অসংখ্য অনওয়ার পদের কর্ষণ কারকের অশেষ এই অন্য পদের পরিবর্তে এই আশেষ হয়।
যেমন পৌষর। বেয়ে এক্ল এক্ল পাল ইট হইয়া থাকে; যেমন আইটীর পৌষরকার অর্থীতীত ইট ইট হইয়া। পালিতেও এক্লে এক্ল আইটীর হইয়া থাকে; যেমন বুদ্ধ ও বুদ্ধ আইটীর হইয়া থাকে।

চহাদের অহৃতেরই ঘটক বা অর্থ কাঞ্চনই ঘটক, হই, তিনি ও চহাদের সমন্ত পদের হুমকি-বিশেষের স্থানে অর্থীতীত আদিরহই। সরাসরি ভাবত বেলে নভেরীর যথার্থ হইচে। এক্লে পাল সবচের শব হইচে। যেমন সবচের শব, বর্ণ, বর্ণ, বর্ণ, বর্ণ, বর্ণ, বর্ণ ও অন্যসমান পদের পরিবর্তে যতস্তে, বর্ণ, বর্ণ, বর্ণ, বর্ণ, বর্ণ ও অন্যসমান পদের পরিবর্তে যতস্তে।
যেমন পুষ্য, পুষ্য, মজার, মজার, অন্তরুথি ইত্যাদি পদের স্থানে পুষ্য, পুষ্য, মজার, মজার ও অন্যসমান অন্তরুথি ইত্যাদি পদের পরিবর্তে পালিতে।
এই পালিতের পরিবর্তে পালিতে। বেলে বেলে পালির স্থানে পালির স্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

এই সমুদায় বিশেষত। যুগের বৈদিক ভাবার পালি। এই পালি এবং পালির স্থানে বেলে পালির স্থানে পালির স্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

* উপকৃষ্ঠ পালিকের ৮০ পৃষ্ঠা দেশ।
পারিষ্ঠিক।

জোক ইউরোপীয় সংক্ষেপ পাণ্ডিতের। এনেকে এখিবে বিবে এইল্ড প্রবন্ধ রচনা করিয়া। এই অভিগ্নাণ প্রকাশ ও অণ্ডীকার করিয়া নিয়ন্ত্রিত।

শিবান মিরি উহার সম্প্রদায়-সিদ্ধ সমাজের অঙ্গুলি। নিতাই তলোর একটি অবস্থান মধ্যে সুমধুকে উপস্থিত করিয়াছেন, লাট্টু ভাষা দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া ইটালীয় ভাষার পরিণত হইয়াছে, সংক্ষেপ-ভাষা-সমূহ

বৃদ্ধিরত গ্রহণ পাত্র নাথকর কথার বিবেচনা করিয়া। তীন দেশীয় নাটকের পুনর্নির্দেশ করিয়া অচি এক বছরের তীন ভাষায় অনুন্নত হয়। ইহা হইল দৃষ্টিক্ষ-প্রকাশের অর্থাং ১৯০০ উপন্যাস শ বঙ্গলের পূর্বে ঐ এক ও হইতে উৎপাত অর্থাং গাথা নথিতে একাডেমিতে পরিচালিত হইল বলিয়া রহিবে। পালিসাহার্ত নামক পুনর্নির্দেশ গাথার প্রসঙ্গে পরিচ্ছেদে গাথার প্রসঙ্গ অচি। অন্যায় রাজার খাদ্য পদার্থ নামাং পুনর্নির্দেশ গাথার উল্লেখ অচি। অভাবের ক্ষেত্রে দুই চারি পানি ব্যবহার পূর্বে গাথার ভাষা প্রচারিত ছিল তাহার সমন্বয় নাই। গাথা মধ্যে অনেকমত আন্দোলন সংক্ষিপ্ত শব্দ এবং অধিক পালিয় ও প্রাকৃত লাইক তাহার অনুপ্রাণ অনুপ্রাণ লাইক নিবন্ধিত করিয়া। উভয় ভাষা এক দিকে সংক্ষিপ্ত ও অপর দিকে পালিয় ও প্রাকৃত এই উভয়ের মধ্যস্থলবন্ধ। সংক্ষিপ্ত ভাষার কথার প্রখ্যাতনামক কথনমাং অপসর্গ হইয়া যে লক্ষ ভাষা উৎপাত হইয়াছে, গাথা ভাষার একটি অষ্টাদশীল নাম। সংক্ষিপ্তের নাম অপূর্ব অপেক্ষা পালিয় ভাষার অধিক সুন্দর ও নৈকটা সমৃদ্ধ দোহিতে পাওয়া যায়, যেখানে

লংকন

• পালিয়    • প্রাকৃত
• ভারত   • ভারত
• জীবিকা    • জীবিকা
• গ্রন্থ    • গ্রন্থ
• কথারেখা    • কথারেখা
• নথিঃ    • লাট্টু

অনেক পালিয় ভাষা সংক্ষিপ্ত পালিয়ে ব্যবহার লাগায় একার প্রাকৃত অপেক্ষা প্রাচীন ও গাথার ভাষা পালিয় অপেক্ষা প্রাচীন হওয়াই সত্ত্ব।

যেখানে অনেক গাথার অনুপ্রাণনের অর্থ পৃথিকৃত-প্রকাশের তিন চারি

* Turnour's Mahavanso, 1837, p. 252.

৩১
পালি ও প্রাচীন ভাষাতেও অনেক খুলে অর্থক সেইরূপ শব্দ-পরিভাষা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ হিসাবে বাঙ্গালা-দেশীয় পাঠকের জন্য সম্পূর্ণ আমূলিত হইছে।

বেদের আধ্যাত্মিকলে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন পুস্তকের এপ্রয়োগ আছে। ঐতিহ্যের মাধ্যমে শ্রীমণ্ডল নামক সত্ত-বহুশীরা, অপবিত্র-বাণী (পুত্র রীতে বচন বক্তরতার) এবং প্রকারি প্রদানে তাঁহাদের। ইত্যাদি বাণী উল্লেখ হইয়াছে। পুরাতন প্রাচীন (১, ২, ১, ২৪) অংশের। ঐতিহ্য নীতি-বাণী বলিয়া নিম্নিকট হইয়াছে। যদি ঐ সমস্ত ইতি ভাষা অপবিত্র সংস্কৃত অর্থাৎ প্রাকৃতাদি দেশ-ভাষা হয়, তাহা হইলে, বোধগুণ-চন্দন পুরুষ অর্থাৎ নারীলিঙ্গ সংস্কৃত উপযোগ হইবার অনেকই ঐতিহ্যক ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্ঞানঘর পাঠা, পালি ও প্রাচীন ভাষা সদ্যাচারের উপনির্দেশ হইলে উপনিষদের রূপে বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু পরে দেখিলে পাওয়া যাইবে, তাহাদের এক সময় দেব ও দেবী ভাষায় কথারকম করিতেন ঐহ উপদেশগুলোর মধ্যে লিখিত আছে। যেই মূল্য-কায়া যদি প্রাচীন ছয়, তাহা হইলে, সেই দেবন-চন্দনকে উত্তর নিয়তারেই গোষ্ঠ বলিয়া আমূলির করিতে হইবে।

নারীলিঙ্গের সংস্কৃত স্ত্রী-সম্মানের দেশঘন অন্যতম, কথ্যাকথ্যকেন্দ্র ব্যবহৃত ভাষার দৃষ্ট থাকা গৃহীত হয়। তাহা হইলে লোকের বোধগম্য হয় যে। ঐতিহ্যের সংস্কৃত দৃষ্ট নয়; অতি সরল। মুহুর্ত কথারকমে ব্যবহৃত হইবার নিকটবর্তী উপযুক্ত। এ বিচিত্র আচারিতে, নারীলিঙ্গ অপবিত্র ঐতিহ্যের সংস্কৃতে দেশ-ভাষার দর্শন প্রচলিত থাকা অধিকাংশ সত্ত্ব ও সম্ভব।

* বৌদ্ধ শাস্ত্রের পালি ও অন্যান্য রাজ্যে খোঁচিয়ে লিপির পাঁচ এই উত্তরে কিছু দেখিয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, লিপির কক্তলার লিপিগুলো খোঁচিয়ে লিপি অপবিত্র ঐতিহ্যের এবং খোঁচিয়ে লিপির কক্তলার লিপিগুলো অপবিত্র ঐতিহ্য;

† Rajendra Lall Mitra's dissertation on the Gatha dialect in No. 6 of the Journal As. Soc., Bengal, 1854 and Muir's Original Sanskrit Texts, Vol. II., 1871, Chap. I., sec. VII. পাঠ কর।

† Weber's History of Indian Literature, p. 180.
পরিষিদ্ধ । ২৫৯

কথিত। দিবার উদ্দেশে এই প্রথম হইতে ভাষার কয়েকটি শব্দ এই প্রথম-সংক্রান্ত অন্য অন্য বিষয় সম্বন্ধিত পদচার উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে।

সংক্রত ও লাটিন উভয় ভাষার শব্দের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সু-বৃহৎ, জ্ঞ্য এই সমস্ত যুক্ত বর্ণ স্থানে পালি, প্রাক্তন ও ইতালীয় ভাষার ভ বা চীনী ভ বা চীনী পুনর্বাক্য অর্থদেশ হয়। ভাষা-বিশেষের ক্ষুদ্র পুনর্বাক্য বৃহৎ হয়। পর-বর্ণের ও কলাচিত পূর্ব-বর্ণের ও চীনী হয়।

<table>
<thead>
<tr>
<th>লাটিন</th>
<th>ইতালীয়</th>
<th>সংক্রত</th>
<th>পালি বা প্রাক্তন</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>প্রফিক্টাস্টু</td>
<td>প্রেক্টাস্টু</td>
<td>মুক্তা</td>
<td>মুক্তা</td>
</tr>
<tr>
<td>আক্টুস্টু</td>
<td>আক্টুস্টু</td>
<td>ভক্তা</td>
<td>ভক্তা</td>
</tr>
<tr>
<td>ট্রেক্টুস্টু</td>
<td>ট্রেক্টুস্টু</td>
<td>ভক্তা</td>
<td>ভক্তা</td>
</tr>
<tr>
<td>রিস্টুস্টু</td>
<td>রিস্টুস্টু</td>
<td>ভক্তা</td>
<td>ভক্তা</td>
</tr>
<tr>
<td>ড্রেক্টুস্টু</td>
<td>রিস্টুস্টু</td>
<td>ভক্তা</td>
<td>ভক্তা</td>
</tr>
<tr>
<td>এন্টুস্টুস্টু</td>
<td>এন্টুস্টুস্টু</td>
<td>ভক্তা</td>
<td>ভক্তা</td>
</tr>
<tr>
<td>পিজ্জাস্টু</td>
<td>পাশ্চাত্যীয়</td>
<td>ভক্তা</td>
<td>ভক্তা</td>
</tr>
<tr>
<td>স্যাটক্টুস্টু</td>
<td>স্যাটক্টুস্টু</td>
<td>ভক্তা</td>
<td>ভক্তা</td>
</tr>
<tr>
<td>ছাড়েইটুস্টু</td>
<td>ছাড়েইটুস্টু</td>
<td>ভক্তা</td>
<td>ভক্তা</td>
</tr>
<tr>
<td>মিউস্টুস্টু</td>
<td>মিউস্টুস্টু</td>
<td>ভক্তা</td>
<td>ভক্তা</td>
</tr>
<tr>
<td>সেক্টুস্টু</td>
<td>সেক্টুস্টু</td>
<td>ভক্তা</td>
<td>ভক্তা</td>
</tr>
<tr>
<td>স্টেটুস্টু</td>
<td>স্টেটুস্টু</td>
<td>ভক্তা</td>
<td>ভক্তা</td>
</tr>
</tbody>
</table>

উল্লেখিত লাটিন ও সংক্রত পদ সমূহের অন্তর্ভুক্ত অন্য ভাষার স্থানে ইতালীয়, পালি ও প্রাক্তন পদে একাধারের অর্থদেশ দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। এই পদের ভিত্তিক-পরিবর্তন ও সাবস্যাটু সক্রিয় হয় যা থাকে।

জারদের কোন পদচারের প্রাক্তন নির্দেশ বিশেষ হয় না। ইতালীয় ও অধর্মিক ভাষার পরিবর্তন একাধারিত ঘটিয়াছে। যখন ইতালীয় শব্দের কখনকখন-কখনই ভাষার একে পরিবর্তন সংক্রান্ত হয়,

* লাটিন শব্দ হলো লপ্ত, তিনি প্রত্যেক অক্ষর সমূহ হল বর্ণ সমূহের উদাহরণ সাধারণ পদচার বলিয়া উল্লেখ করা হইতে হইবে। প্রফিক্টুস্টু ও ডুগেস্টুস্টু পদের একাধার এই হয়।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

তখন আর্যাবর্তেও এই কারণেই পালি ও প্রাকৃত শব্দগুলি উৎপাদন ছাড়া যে আর কিছুটা করিতে পারা যায়।

একস্তোদুর্লভ ছে, ভারতবর্ষীয় আর্যাবর্তের দেশ-ভাষা। শব্দগুলি প্রচলিত ছিল, প্রাচীন সংস্কৃতকে পরিভাষার স্বাভাবিক করিয়া গিয়াছেন। যাহো পাণিনি নিজ নিজ সময়ের প্রচলিত সংস্কৃতকে ভাষা এবং বৈদিক সংস্কৃতকে অনুসারে, চন্দন ও নিগম প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তেরা সেই অংশ ভাষার প্রথম হিসাবে, 'বহ' হিসেবে সাধারণ অন্যায় হিন্দুর 'অহিন্দুর' 'বহ' হিসেবে। 'ন' হিসেবে প্রতিক্ষিত চন্দন ভাষার মূলত বলিয়া নিগমের প্রস্তুত হয়।

নিকুত তালিকা

১.৪

যেই সময় সমুদায় নিপুণ ব্যক্তি উপাসনার ব্যবহার হইয়াছে।

ভাষা ও অর্থাধার (অর্থাৎ বেদ) উভয়েইই ইহ শব্দের এই অর্থ।

পাণিনি ব্যক্তির কথায়, আর্যশ্রষ্টা, অর্থাৎ অন্যগুলি, ব্যাখ্যা করেন। এ শব্দ ভাষার কেবল প্রতিক্ষিত হয়। এবে বৈদিক পদ উভয় প্রস্তুত হয়নি তাহাতে।

এইসমুদ্র পাণিনি ব্যাকরণের প্রথম শ্লোকঃ ভাষায় সমস্ত শব্দবর্ণে (৩।

২।১৪।৮১), সতের ভাষায় (৬।১।২৩), বিভাগ ভাষায়, (৬।১।১৮১), প্রথমাভাষী বুদ্ধ ভাষায় মহাভাষী ভাষায় (৭।২।৮১)

এই সমুদ্র যুদ্ধ ভাষায় উল্লেখ করিয়া ভাষা পদ সমুদ্র সিদ্ধ করা হইয়াছে। এ সমুদ্র পদ এই, সদিবান, আদিবান, শুদ্ধবান, সম্ভাষণ, কৃত্তিবান প্রভৃতি, চন্দনবিহীন পুরুষ, অর্থাৎ, নিগম প্রভৃতি মধ্যে সর্বাধিক পদ জাতীয় হইতেছে। এ সমুদ্র শব্দবর্ণ সমস্ত ভাষা পদ সিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ পাণিনি প্রত্যক্ষে যে সমস্ত বৈদিক পদ সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহার চন্দন নিগম, যন্ত্রদি প্রস্তুত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।}

"ভাষায় সমস্ত শব্দবর্ণে (৩।

২।১৪।৮১), "ঔষধালীন চন্দন" (১।৪।২৩), "রাজস্থানী চন্দন" (১।৫।৫০), "ধনু চন্দন শব্দপরামর্শায় অধুনা পুরাণে লিখিত" (২।৪।১০১), "ব্যক্তিকে রাজনীতিতে নিযুক্ত মনোন্মত" (৬।২।১৩৩), "সাহিত্য সাহিত্য তালিকায় নিয়ম" (৬।১।১৬৩), "সাহিত্য তালিকায় নিয়ম" (৬।৪।১৯) এই সমুদ্র পদ সমুদ্র সিদ্ধ করা হইয়াছে; বেদের অর্থাৎ, সৌদী, নাতা ইত্যাদি। শাস্ত্রবিদ্যার প্রশ্নকে এই সকল শব্দের অর্থ অবগত, নেওয়া সেসময় ইত্যাদি প্রচলিত হইয়াছে।
পরিশেষ | ২৩১

দ্বিতীয় শতাব্দীর অর্থ বেদ। অতএব যাকের ভাষা উত্তরোত্তর সময়ে বৈদিক পদ ও ভাষা পদ পরস্পর স্কন্দ বলিয়া পরিচালিত ছিল ইহা স্পষ্টই জানিতে পারি যাইতেছে।

উল্লিখিত ভাষা শব্দ দেশ-ভাষা-বচ্চন ভিন্ন আর কি হইবে? আঞ্চলিকভাবে ভারতের দেশ-ভাষা ভাষা বলিয়া উল্লেখ হইয়া থাকে। ব্রহ্মভাষার অর্থ বুদ্ধন অঞ্চলের দেশ-ভাষা। বাঙালি-দেশীয় ব্রহ্মণ পতিতেরা বাঙালি এস্থানে ভাষা-এছাড়ি বলিয়া থাকেন। মাধোকো- পনিনীদু ও বাঙালির সংহিতোপনিষদের ভাষা-বিবরণ প্রচার করেন। ঐহৈতুক সমাজ রায় মাধোকো- পনিনীদু ও বাঙালির সংহিতোপনিষদের ভাষা-বিবরণ প্রচার করেন।

মুলতানি-কারক আর্থ ও স্থান হই একার ভাষার অর্থ জানিয়া চিনেন।

শুনাহুক্ত ভাষার শব্দে যাহা জানিয়া হইল।

বিশ্বাসযুক্ত যাহা হইয়া হইল।

মুলতানি। ১০।৪৪।

অলপক হাত অশুচিসন্নত্ব যে করে শব্দ ভাষার বিশ্লেষিত হয়, তাহার একটি আর্থিকতাকরণ পুরুষ ধরে, অন্য একটি পেশোর প্রচেষ্টা এবং অপর একটি দুর্যোগপ্নের পুরুষ ধরে। তাহার ঐ পুরুষের আর্থিকতাকরণ বুকে উৎপন্ন ন দে সময় ভাষার যুগুন্ধ্রু স্কন্দ বলিয়া তারফুতির ঐ সময়ের তাপের দেশ-ভাষা ছিল বিষয়ে হইতে।

সেই রকম পরিচিত প্রদেশের অস্ত্রকার আম সরাসরি স্কন্দ ভাষা ছিল, ঐ অঞ্চলের অধুনাতন কোন কোন ভাষা স্কন্দ-মূলক বলিয়া প্রতিষ্ঠান হয়, ত্রিন-দেশীয় তারত্মিতে ভাষা-বিবরণ এই অঞ্চলে স্কন্দ ভাষা প্রচার থাকিয়া গন্ধকরিত হইতে থাকে, আরম্ভ নিদর্শন শিরিন সম্প্রতি ভাষা মূলক। পুরুষ পুরুষকলে উহার মূল-মূলক স্কন্দ ভাষা নিশ্চয়ই শব্দ ছিল বিষয়ে হইতে। অধুনাতন মিথানাথী ভাষা স্কন্দ-মূলক। পুরুষ পুরুষকলে উহার মূল-মূলক স্কন্দ ভাষা নিশ্চয়ই শব্দ ছিল বিষয়ে হইতে। অতএব এক সময়ে আর্থিকতাকরণ স্কন্দ মূলক দুই-বিদ্বান ও ভূতি-ধ্বস-দীর্ঘায়িত কোটি কোটি লোক একার স্কন্দ ভাষা ছিল বিষয়ে হইতে। উদাহরণ হইতে বিশিষ্ট।
ভারতবর্ষের উপাসন-সম্প্রদায়।

ক্রিয়া-লোপাদি দৌষে সমাজ-বহিভূত হর, তাহারা আর্থা-ভাবী বা শ্রেষ্ঠ-ভাবী হইয়া সকলেই দুর্ঘাত বলিয়া উপাসিত হইয়াছে।

নিকুল-পরিবর্তের ভাবে। উঠিত একটি ব্রাহ্মণ-চন্দন লিখিত আছে, ব্রাহ্মণগুলি দুই প্রকার ভাষায় কথোপকথন করেন; দেব-ভাষা ও সমুহ-ভাষা।

ভাষার ভাবে মনোনিত বা সংসমাদু বা স মনোনিত।

নিকুল-পরিবর্তের ভাষা। ১। ১।

বোধ হয়, এই ব্রাহ্মণ-চনুদর সময়ে ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ও প্রচলিত সংস্কৃত অথবা প্রচলিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাটি উভয়ই অর্থব্যাখ্যাত করিতেন ইহাতে নির্বাচন করা। এই বচনের উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বেই (২৫৮ পৃষ্ঠা) অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত-ভাষা প্রসঙ্গে রচনা করিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অতএব নিকুল কল্পেই সমস্তো ভাবে সংস্কৃত বোধ হয়। যাহা হউক, ব্রাহ্মণের বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্রে এক সময় সংস্কৃত-ভাবী ছিলেন, এই বচনে তাহার সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রদান করিয়া হওয়া বাছিল। ভারতবর্ষের আর্থ-সমাজের ধৃষ্টান্ত অবশ্য ত্রীৰ্থক ও শূল-জাতীয়েরা বেস-চরিতা। বিলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ২। সত্ত্বেও যে অবস্থায় অপর সাধারণ সকলেই সংস্কৃত-ভাবী ছিল, উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-চনুদর ভাষার উত্তরোত্তর অংশায় পরিচয়।

তাহারা প্রামাণ্য বলা। প্রচলিত সংস্কৃতক্ষেত্র তাহার অর্থ-ক্ষেত্র একটি শ্রেণী লিখিত আছে।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাজর্ষি মাসানাময় বিচার করতেন।

আর আর্থে মধ্যাম্বুল কেন বচন পারস্য।

সংস্কৃতীকৃতভাবে । ২ পরিচ্ছেদ। ১৩ শ্রেণী।

অবশিষ্টভাবে প্রথম রাজার রাষ্ট্রে কে প্রকৃত-ভাবী ছিল। নাচ-সাক্ষাতের অর্থ-ত্ব বিক্রমাদিত্যের সময়ে কেন সংস্কৃত করিত?
সর্বভাবিক ভারত-চরিত্রার খুঁটানের একাদশ শতাব্দীর লোক।
এক কালে যে, হিন্দু সংক্ষিপ্ত ভাষার কথাপত্রকথন করিত, ভারতীয় অন্ধকার-চিন্তাসময়ের পরিচয়ের হই। বিশেষ করিতেন।

নাটক-নাটকের রূপ ক্ষেত্রে উচ্চ শ্রেণীর বাণী সকলে সংক্ষিপ্ত-ভাষী এবং বৈদিক এবং নিরীক্ষণ-শ্রেণীর লোক প্রাক্ত-ভাষী দেশীতে পাওয়া যায়। যে সময়ে ভারতবর্ষে এরূপ প্রবলত হয়, সে সময়ে ভাষা-বিষয়ে জনসমাজের এরূপ অবস্থা বিদ্যমান ছিল ইহা বাতিলের আর কিছুই মনে রক্ষিত হয় যাহার নাই। তখনও উচ্চ শ্রেণীর পুরুষেরাও সংক্ষিপ্ত ভাষাগতেই কথাপত্রকথন করিতেন।

ভারতবর্ষে প্রাক্ত-ভাষা সমুদায়ে যেমন চলিত হইতে লাগিল, সেই সময় সংক্ষিপ্ত-ভাষা কথাপত্রকথন-সহলে অপরচলিত হইয়া আসিল। সূত্রাণি ইহর জাতীয় সংক্ষিপ্ত-নন্দন অনেক হইয়া। প্রাক্ত-ভাষী।

রামায়ণের কোন কোন শ্লোক হিন্দু সমাজের এইরূপ অনুপ্রাণন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়ায় ইহাই উপক্রমিকান্তরের এই পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ভারতবর্ষীয় চাঁদীন আর্থিক-ভাষাকে পৌরোধিক সংক্ষিপ্ত ও চাঁদীন সংক্ষিপ্ত বলিয়া উল্লেখ করি

বেদে, কিন্তু যেহেতু উহার এ নমূনা প্রথম ছিল না। সংক্ষিপ্ত শব্দের

অর্থ পরিচ্ছেদ। বেদে, চাঁদীন আর্থিক ভাষা যে সময়ে পরিচ্ছেদ

হইয়া সাধারণ সংক্ষিপ্তে পরিগত হইতে লাগিল, সেই সময়ে উহার

ইহা নমূনা উৎপন্ন হয়। রামায়ণে এই বিষয়ের মূল নির্দেশন লক্ষিত

হইতে থাকে। সংক্ষিপ্ত শব্দ কোন শ্লোকে ভাষার গুণবাচক ও কোন

শ্লোকে উহার সংজ্ঞা ঘোষণা উক্ত হইয়াছে।

ঐক্যের উদ্দ্বেশ্য অধীনের স্বদেশিকান্তর্গত সমস্ত।

মনোদরকাঠা। ৮২। ৩।

চতুর্দশ শতাব্দীর সংখ্য-বিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত (অর্থাং পরিচ্ছেদ) যে সমস্ত

বাক্য রক্ষিলেন, আমার বাক্যের সত্যতা তাহার একে আছে।

ঐক্যের উদ্দ্বেশ্য অধীনের স্বদেশিকান্তর্গত সমস্ত।

মনোদরকাঠা। ১০৬। ২।
ভগবান ব্রহ্ম হর্ষ বিভক্তকরণে সংকৃত, মধুর, নৃস্মায়, অর্থ-বিশিষ্ট ধর্ম-সংহৃত বাক্য বলিলেন।

শ্রীমান জিষ্মান বিবেচনা করেন, এই ছুই শ্লোকের সংকৃত শব্দের অর্থ পরিচ্ছেন; ভাষা-বিশেষ বলিয়া বোধ হয় না।

সুস্থের কাব্যের ১৮ সর্গের ১৮ স্তোত্রে লিখিত আছে,

ক্রমে স্বত্বে বহু সন্তানা ভক্ত হয়েছে।
একাস্তে হে ব্রহ্ম সন্তানধির নাম অন্য ভুল করলে।
তিনাবলি বহুস্তোত্র ইহাদের ভক্তনাম।

সুস্থরকাব্য ১৮। ১৮ ও ১৯।

বাক্য যেমন সংশয়-শূন্য (অর্থাৎ বাক্যের-সংশয়) হইয়া অন্যান্তর প্রাপ্ত হইলে, কেন্ত ভাষার অর্থ-বোধ হয়, পবন-পুদ্জ হৃদয়নৰ সেই রূপ কেন্ত সৃষ্টিকে জনিতে পারিলেন। তিনি বেশভূষা-বিশিষ্ট হইয়াও কেবল নিস্কর্ষে-প্রবাদে দুঃখ পাইতেছিলেন।

এ শ্লোকে সংকৃত ভাষা-বিশেষের পরিচয় বা সংস্কৃত-প্রতিভাক নয়। কিন্তু শ্রীমান বেদের ও মিথু বিবেচনা করেন, সংস্কৃত শর্ম যে, তথ্যে তথ্যে উত্তর কালে সংকৃত-ভাষা-বাচক হইয়া উঠে, উল্লিখিত সংক্রান্ত শব্দ তাহাই লক্ষিত হইতেছে। কেন শ্লোক সংকৃত পদ পরিশ্রম অর্থে, কেন শ্লোক সংকৃত শব্দ বাক্যের-গুরু অর্থে এবং অপর কেন কেন শ্লোক সংকৃত শব্দ ভাষা-বিশেষ-বাচক অর্থে অন্যায়ের দেখা যাইতেছে। অতএব এই নামটি ক্রমশ যে স্নায়ু সংকৃত ভাষার সংশয হইয়া উঠিয়াছে, বাক্যাদির মধ্যে ঐ সকল শ্লোক তাহাই নিঃসন্ধিত দৃষ্টি হইতেছে বোধ হয়। হরতো উহার কেন কেন শ্লোক হইবার সময়ে সংকৃত-ভাষার নাম সংকৃত বলিয়া প্রাচীনতই হয় নাই।

(৮২ পৃষ্ঠা)

পৃষ্ঠার সহায়ের মধ্যে রামায়ণের বুদ্ধ-কাব্যের ১২৮ সর্গের একটি পূর্বকার্য উক্ত করিয়াছেন। সে পূর্বকার্য এই,

মহাবাহু নব বাক্যের আর্য্যদী পরিঅষ্টি লাভ।
মহি জীবনানন্দী সত্য বিপুলহারি।

পাণ্ডু। ৩। ১। ৬৭ স্তোত্রের ভাষা।
পঞ্চলী পাণিনি-সহের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের সংহতবাটি সহের ভাষা এই জ্যোতির্বোধক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব তাহার সময়ে অধ্যায় খু, পূঁ বিত্তি শতাধিকত্ব বাণীকি-রামায়ণের প্রাচের আশা বিষয় ছিল বলিতে হয়। কিন্তু একটি কথা আছে। ঐ জ্যোতির্বোধকটি একটি গাথা। গোরেশ্বির কেশুক প্রকাশিত রামায়ণে উহা পূর্বাভাস গাথা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ঘৃঢ়কালী যে গাথা বৈরিকিও দরিদ্রতি নি।

যুক্তকালী। ১১৬ সর্গ। ২ কোক।

অতএব ঐ গাথাটি পূর্বে প্রাচের চিল। বাণীকি ও পঞ্চলী নিজ নিজ ঘাঁট্ট বৃত্ত উদ্ধৃত করিয়া লইয়াছেন ইহা আদমবন নয়।

(উপক্রমণিকায়, ৮৬ পৃষ্ঠা। — কবিরামায়ণ।)


(উপক্রমণিকায়, ৮৭ পৃষ্ঠা। — হিন্দুদের রাশিচক্র-শিক্ষা।)

রামায়ণের বালকামের ১৮ সর্গে কেবলক রাশির উল্লেখ আছে। হিন্দুর এই কথ্যদীর নিকট রাশিচক্রের বিষয় শিক্ষা করিয়া এই বিবেকচিত করিয়া ঈশ্বর বর্তমানের সহিত অন্ধু পূঁ, প্রথম শতাধিক উত্তর কালে বিবিধ বিবিধ বিবেকচিত করিয়াছেন *। কিন্তু ঈশ্বর লেখনের অভিপ্রায় এই যে, ভারতবর্ষের কবিড়িরা † দেশীয় জোরতিকর্চ।

* উপক্রমণিকায় ৮৭ পৃষ্ঠা দেখ।
† পার্শ্বীক-উপসাগরের উত্তর দিকে বারকুর অর্থাতঃ উজ্জ্বলী মৈসুর দেখ।
* ইহার উত্তর দিনী ইউরোপীয় চিট্টি নদী ও মাট অর্থাতঃ মীর্জা-বচনীর দীর্ঘ ঘাটীর, পূর্ব নদী আইস্টেক নদী দক্ষিণ নদী পার্শ্বীক উপসাগর এবং পশ্চিমু নদীর আরোহন দীর্ঘতা।
দিগের নিকট এই বিষয় শিক্ষা করেন। তিনি বলেন, হিন্দুধর্ম তালুকের সেমিটিক জাতি-বিষয়কেই যখন বলি থাকেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম বেঁচের একথা বলি। প্রাচীন দেশ যে, উক্ত অভিপ্রেতের কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। এলেগুজোরের ভারতবর্ষ-আক্রমণের পর হিন্দুধর্ম এলেগুজোরের সংশয় অবহেলা হয়। প্রাচীন গোস্তালিপি তাহার অফারু প্রমাণ হয়। হিন্দুধর্ম এলেগুজোরের নিকট ক্যামিনাস সংখ্যায় নাম-বিষয় শিক্ষা করে, হিন্দু শাস্ত্রের তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাহার যে, আলুক্তিন-দেশীয় পাথাগানের সন্ধানে ঐ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই মনের অনুসারে শাস্ত্রাদিতে উঠিয়া যে, তাহার প্রতিপাদন বচনান্ত উঠিয়া করে, তাহার স্বতন্ত্র প্রতিপাদন রাজ্যের বিভাগ বিভাগের বিভাগ বিভাগ হয়। হিন্দুধর্ম এলেগুজোরের স্বতন্ত্র প্রতিপাদন রাজ্যের বিভাগ বিভাগের বিভাগ হয়।

(উপক্ষেত্র, ৯০ পৃষ্ঠা)

বৌদ্ধদের দশোকজাতকের অন্তর্গত রায়োপাধ্যায় বাল্মীকি-রামানুজ

চেল। তাহারই অন্য নাম হ্রিস্মিয়া। এখন তাহার ইতিহাস আরো কথিত। খুশি, ৬৮০ অধিক এলেগুজোরের তাহার আধিকার বিভাগ। কিছু কাল পরে এই দেশ আসার পাথাগানের অধিকার বিভাগ। পরে এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগুজোর এলেগু�

† Indian Antiquary, 1875, p. 244 and pp. 246-279.
‡ Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1874.
§ Weber's History of Indian Literature, 1878, p. 220.
রূপ অপেক্ষা অটিজ, রামায়ণীকাস্ত রাম-রাবণের মূল যৌজ্য ও বিশ্বাসড়ের পর স্পর্শ বিবৃত্ব-বিবর্তক, রাম ও কুমারীক্ষ-প্রবর্তক বলিয়া একই বালকের নাম, রাবণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও রাম-রাবণের যৌজ্য-ব্যাপার গ্রন্থী দেশীয় হোদর-রূপ ইন্দরভূ কাব্যের অন্তর্গত হইলেন-হরণ ও ট্রুস-স্পর্শের অস্তিত্ব, বর্তমান প্রচলিত রামায়ণ হুডাড়ের বিভীত শতাব্দীর উত্তরকালীন আমু, শীর্ষ বৃদ্ধস্বরূপ প্রকাশিতরু শীর্ষ বৃদ্ধ শিলাবরেরই এই সমস্ত অভিপ্রায়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

Prof. Lassen on Weber's dissertation on the Rāmāyana translated from the German by J. Muir, in the Indian Antiquary for 1874, pp. 102 and 103.

(উপক্রমশিকা, ১০১ পৃষ্ঠা।—কালিদাস।)

কালিদাসের সময় নির্দেশ বিবরণে ইউরোপীয় প্রথা পাশাপাশি কর্তৃক এক বিভিন্ন স্বর্ণ তন্ত্র হইতে যে, তাহা পাঠ করিলে, এটি নিষ্পাদিত হইবার বিবরণ বিভাগ মনে হন হয় না। কেহ উঁচু ভাষায় রূপকালের বিভিন্ন শতাব্দী কর্তৃক ব্যবহৃত বর্ণনা করা হয়। কেহ উঁচু ভাষায় এক ভাষী বা ব্যক্তির কথা কাস্তর কর্তৃক ব্যবহৃত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। কালিদাস উজ্জীনীর অধিকাংশ বিক্রমদিত্যের সভাসদ ছিলেন এই বিষয় প্রসিদ্ধ আছে। বিক্রমাদিত্য নামে না। রাজা নামে সময়ে উজ্জীনীর রাজধানায় অন্তর্গত ইন্দরভূক্ত রাজ্যীয় এই ইন্দরভূক্ত কালিদাস কোন বিক্রমদিত্যের সভাসদ ছিলেন ইহা নির্দেশ করা হুইল ৰূপে কথা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষের লোকদের বিশ্বাস এই যে, একাকী ইহা বিক্রমাদিত্যের সহ-তের বিশ্ব শতাব্দী চলিতেছে, অয়, কালিদাস, ব্যাপ্তির এই প্রভূত যুগ-র উত্তরাধিকার হইলেন। কিন্তু নেই প্রাচীন যে, কোন রূপে সমস্ত

* Weber's History of Indian Literature, 1878, pp. 192-94; and on the Rāmāyana in the Indian Antiquary for 1872.
২৬৮

ভারতবর্ষের উপকল্প-সম্প্রদায়।

ও সমস্ত নয় ইহাপূর্বে প্রদর্শিত হয়েছে*। খোদাই-বিশিষ্ট বিক্রমচন্দ্র নামে একাদশে উজ্জৈনের অধীন বিক্রমাদিত্যের চরিত-বর্ণন আছে, কিন্তু তাহাতে কালিদাসের কিছুতেই প্রস্তা নাই। ভারতবর্ষের কালিদাসকে হিংস্কর্ষের যথাস্থিতি বিক্রমাদিত্যের সভাভিঃস রিতের কথার চেষ্টা পাইছেন। এই উজ্জৈনের বিক্রমচন্দ্রের কথার মাধ্যমে কালিদাসের রাজ্যাধিপতি মাহুণ্ডু এই উভয়ের চরিত-বিষয়ক উপাখ্যানের মঞ্চস্থিতি সাদৃশ্যের দেখিয়া। এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, যিনি কালিদাস, তিনি মাহুণ্ডু। 

এই উভয়ের এক কথার নাম হইল, অভিজ্ঞানশক্তি-পরিগত ভারত-বর্ষের কথা-সম্ভাব্য সময় নির্দিষ্ট নিঃশংস সম্পন্ন হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো শুভ্র বিভিন্ন পুরুষে সম্পর্ক ও সম্ভবতঃ কথার বিচার-নিষ্ঠ বজলিয়া পার্থিক হইয়া নাই। কোন বিশেষ সমৃদ্ধির যুদ্ধ সংঘাতে যুদ্ধ সংঘাতে হৃদয় হলেন, নিশ্চিত যেন করিতে পারা যায়, ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সে সময়ে প্রদর্শিত হয় নাই। 

পুরুষ-বিশেষে কালিদাসের অন্য অন্য নাম লিখিত আছে; কিন্তু মাহুণ্ডু কৃত্তিপন নাই। 

নৈবিক বিক্রমাদিত্যের সময়ের এখন ১৯৩৮ সত্য চলিতেছে, কালিদাস অব্যাহত নবম উদ্বেগ সভায় ছিলেন এই সময় প্রবল আছে একে পরুষের উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং নৈবিক নিঃশ্রুতি করিতে পার। যায় না ভারত-পূর্বের সম্পাদন প্রদর্শিত হইয়াছে। আসিয়া, ভৌতিক বিশেষের সভাতে কালিদাস অব্যাহত নয় যে আনন্দ বিভিন্ন নামে যোগ করিল; ছিলেন এই সময় একটি জনন্দটিও অগ্রিত ও লিখিত রহিরছে। একটি সংক্ষী এবং কালিদাসের ভৌতিক সংক্ষেপের কৌতুকবাদ সম্বন্ধে আছে। 

কালিদাস একটি অস্করণির কথা বলিয়া। ইহা ভৌত-সাধারণ শক্তি পবিত্র হইতে অর্পণ করেন। শক্তি কালিদাসকে হাস্যমার্গ করিবার উদ্দেশ্যে সেই সেক-সাধারণ রাজসভায় লইয়া গেন।

আভিধানিক দৃষ্টিতে মিশুনকার্যকাল যায়।

* এই পুনরকারের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপকল্প-সম্প্রদায়ের ৫২ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত উপকল্প-সম্প্রদায়ের ১৭৬ ও ১৭৭ পৃষ্ঠা।
‡ Bhar Daji’s identification of him (Matrighupta) with Kalidasa does not rest on any reasonable foundation.—Albrecht Weber on the Ramayana, 1873, Page 84.
পরিষেবিত।

অক্ষর ও রাজাসমার্থের সমান্তরাল

মহাপদের উপরন্ন। ৪।

(শংকর) কালিদাসকে সমভবন্ধারে করিতে ভোজ রাজার সভার উপ-বসিত হইলেন। কালিদাস রাজার দর্শন করিয়া আনীতির্দিক করিলেন। বিকালিন্দিনীর নারী ভোজ নামে নানা রাজা নামে ভোজ রাজা গিয়াছেন। কালিদাস, মালব, উৎকল, রাজস্থান, কাশ্যকু এক্টুল তর দেশের ইতিহাসে বা উপাখ্যানে ও কোন কোন স্থানের শোভিত-লিপিতেও ভোজ নামাধ্যে ভির ভূমি মৃদু অস্ত্র ও উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ৫৫০°, কেহ ৪৮৬, কেহ ৩৩০°, কেহ ৬৪৩°, কেহ ৮৩২°, কেহ ১৬৬°, কেহ ১৬৪°, এক্ষণে সহায় হইল, কেহ ১৬৬° ও কেহ ১৫৬° খ্যাতে স্বীকার করিলেন এইরূপ লিখিত আছে। তথায় মালব-রাজার অহোমের মালব-নাগ্র-নিবাসী ভোজ রাজা নিয়ে উপাখ্যান ও পশ্চিমের অস্ত্র-ভূমি বিস্তার বিষয় হইল। কালিদাসকে ভোজ উপাখ্যান করা পুনঃ-পুনঃ শ্রদ্ধা এবং পুনঃ-শ্রদ্ধা উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে বিকালিন্দিনীর ভোজের বিকালিন্দিনীর

† মালব রাজার অন্য এক রাজ (Journal Asiatique, Mai, 1844, p. 354).
§ কাশ্যকু ও গোপালনদীর রাজা (Colonel Cunningham's plates, pl. II., fig. 4. and Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XXXI., p. 397).
|| ভোজপ্রভু, ভোজচন্দ্র ও ভোজচন্দ্রবলে মিত তোল রাজার। ২৭৯ পৃষ্ঠা নেদুর।
*** ভোজপ্রভুর রাজা (Tod's Rajasthan, 1832, vol. II., p. 242).
†† বিশালভুত ভোজ ভোজ (Tod's Rajasthan, 1832, vol. II., p. 475).
‡‡ Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XXX II., pp. 93-101 দেখ।

§§ কিছু এখনকার বিশেষে, কালিদাসকে অপর ভোজ-নিবৃদ্ধের পুরাণ করিয়া দিতে চাহেন নাই। উক্তকলের পুরাণ-বিষয়ে লিখিত অংশের,
ভারতবর্ষীর উপাসিক-সম্প্রদায়।

উত্তরকালীন লোক এইরূপ লিখিত আছে। কিন্তু কতুঁতক, তাহা নির্দেশিত নাই। শোধিতলিপি-প্রমাণে প্রতিপন্ন হয়, এই রাজা খোকারের একাধিক শতাব্দীতে আচরিত হয়। লূজিয়ান অনুসারে, এই নবনীত এই সময়ের লোক হইয়া পড়েন। অতএব এ বিষয়ের লিখি-

তথায় একটি ঠোঙ্গ রাজা চৌ পুরুষ ও দুর্গম শতাব্দীর বিস্তর্বে রাজ্য করেন। তাহার নাম ৭১৩টি কবি বিবর্ণান রচিয়েন। কালিদাস ভাবার সর্বপ্রথম।—Asiatic Researches, vol. X V., p. 259. নাগপুর প্রতি এক জন পার্শ্ব-দেশে যেমন একটি কৃত্রিম চিত্র হইয়া থাকে, ভারতবর্ষীর উপাসিকে সৌরাঙ্গ তিন ভিয়ায় সময় বিবর্ণান বিভিন্ন তৃপতির সত্তায় এক কবি কালিদাসকে সিদ্ধি দেওয়া করে। হইয়াছে।

* অস্তঃপূর্ণী প্রশ্নের একাধিক সত্যরূপে ভূজ রাজার আংশ–ঘন্টার সমকালীন বলিয়া উদর্শ করিয়াছেন। গৌতমকে ভূজ রাজার অর্থে পুরুষ-পর্ষ্বরাজার নাম ও নয় বিলিঙ্গের সিদ্ধির হইয়াছে।

† পুরুষ-পর্ষ্বরাজার নাম ও নয় বিলিঙ্গের নিবিন্তির হইয়াছে।

†† গৌতমকে ভূজ-ঘন্টার দেব বিশ্বাস দেখানো হইয়াছে, তাহার সাহিত্য উপরিত তাই গৌতমকে বিশেষ কিছু বিভিন্ন নাই।

* Journal Asiaticque, Sept. 1844, p. 250.
† Deciphered and noticed by Prof. Lassen, and alluded to by Rajendra Lala Mitra in the Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XXXII., p. 104.
পরিশীল্য।

ভিত্তি হতে তথাচ নির্দিষ্ট হতুক, পর্বার্থাঙ্গদের আর্য্যের অংশ একবার
করেন। এই সময় খাদ্যরোপনালিপি-প্রথমে আলোচনা পারে সাপোর্ট করে, সমস্ত পৃথিবীর খাদ্য। গ্রাহণের পিতা এবং পিতামাতা, নর্বর্ণ, নর্বর্ণের পিতা।
উদাসিক্ষা এবং উদাসিক্ষার পিতা তোল।

তোল

উদাসিক্ষা

নর্বর্ণ। লক্ষদেব

গ্রাহণের

নর্বর্ণের

অর্ধাঙ্গদের লক্ষদেব

এই সময় খাদ্যরোপনালিপি তে দিয়ে পাওয়া যায়, লক্ষদেব। ১২০৬
সালে অর্থাৎ ১০৪৩ খ্রীস্টাব্দ এবং তৃতীয় পিতা গ্রাহণের। ১১৯১ সালে অর্থাৎ
১১৩৫ খ্রীস্টাব্দে উদাসিক্ষা ছিলেন। গ্রাহণের পিতা নর্বর্ণ। ১১৬১ সালে
অর্থাৎ ১১০৪ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান ছিলেন। এই গ্রাহণের প্রাণী অর্ধাঙ্গবর্ণ
১১৭২ সালে অর্থাৎ ১২১৩ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যের। গ্রাহণের। ১১৯১ সালে
অর্থাৎ ১১৩৫ খ্রীস্টাব্দের কার্যকর মানের অন্তর্গত ভিন্ন নিয়ন্ত্রিত
পিতা সনাংগার আদেশকদের বিশেষভাবে সুইকান্ত আর দাঁড়ি করেন।
অতএব নর্বর্ণ। এই বৎসরে আর্য্য ভোজে কিছু পূর্ণ প্রশিক্ষণ করেন
বলিবে বইবে। পুরুষ-পর্যায়ের আর্য্য-সাহায্য নিজের পিতা। গ্রাহণের রাজ্য-কাল গণনা
করিতে বইবেল, গলে ২৫। ৩০ প্রচার হিসাব বৎসর করিয়া পাড়ে।
অন্য সময়, নর্বর্ণ ও তৃতীয় পিতা। উদাসিক্ষার রাজ্য-কাল সময় নৃ-নৃ
বিষ পঞ্জাব বৎসর হিসাব পাড়ে। ইহা হইলে, উদাসিক্ষার পিতা ভোজ
লাক্ষ্য রাজার রাজ্য-কাল প্রাচীন একাদশ পত্তালীর শেষভাগে অতীত হওয়া
লাগে। ভোজপত্তি ও কোট্টানগ্রন্থে নির্দেশিত আছে, এই বৎসর ৫৫ বৎসর
এই বৎসর ও মিশ সাঙ্কেতিক নির্দেশিত হয়। অর্থাৎ গ্রাহণের
একাদশ পত্তালীর প্রথমভাগে তৃতীয় রাজ্যাধিকার সময় দ্বারা
এই কারণে হয়ে উঠে। অতএব বিশিষ্ট করা তৃতীয় অপবাদ সমাপ্তি-
ভোজ পরিবার। উল্লেখ করেন, তাহ। এই সময় খাদ্য রোপনালিপির প্রায় হয়।
নর্বর্ণেরই হয়ে ও বিবেচনাপ্রধান ঐতিহাসিক পিতা রাজ। একাদশ পত্তালী
করেন ইহাতে কিছু প্রকাশ নাই।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় ।

বেশ পরিতাত্ত্বিক যুক্তি-পথ অবলম্বন করা শেষ । নবরত্ন ের নাম নয় । জন পণ্ডিত বিভ্রান্তিভয়বিশেষের সত্যাপন ছিলেন এ একাধিক নিতান্ত অপর্যাপ্ত না হয় । খৃষ্টাব্দের ১৩ম শতাব্দীতে বিবিধ রুচিগুলোর একটি স্পষ্টিতত্ত্ব ছিল তাহা লিখিতঃ আছে গ । তাঁর শেষের বিবিধ খোনখোতা-প্রণেতা শীর্ষের নিম্ন অংশ এসময়ের শেষভাগে কালিদাসের শুক্র কুমারভদ্রের রোমাঞ্জ উচ্চতত্ত্ব করিয়াছেন ।

পূর্বাঞ্চলীয় স্ত্রীবিধ্বস্তত্ব ন্যায় জীবনদাতিতে আপনাদিতে- লিখিতে নিম্নের বিষয়গুলি বর্ণনা করা জীবন- মধ্যে আমাদের ।

সে সমুদায় লোক-প্রতিষ্ঠান বিলীন। পূর্বক পূর্বক পণ্ডিতেরা তাহা বাব- হার করিয়াছে। কেবল আমেরা তাহ। তর্ক-পদবীতে অভিপ্রায় করিতাছি এখন আমরা প্রবক-রচনা দ্বারা নির্দেশ করা যায় না এ বে- রুক্ষ সম্প্রদায় করা থাক, তাহা বিশুদ্ধ হইলেও আর অন্য দেখান করা যায় না ।

উল্লিখিত চিহ্নিত এই লোকার্থ কালিদাসের কুমারভদ্রের দ্বিতীয় সর্গের ৫৫ লোকের শেষ দুই চরণ। স্নাতান কুমার হইতেই উঠিত।

এই শীর্ষে নেত্র-রচিত। ভৌরী দীক্ষা প্রবহমান ব্যাখ্যান- সার্থে, নেত্রের যথেষ্ট অধিকত্ব ১১৩ লোকের খোনখোতা অংশের অভাব পাওয়া যায়। শীর্ষ খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দীতে বিশ্বাস বলিয়া বিবে- চিত হওয়া হইয়াছে। স্নাতান কালিদাস এ সময়ের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষীরী কীর্তিপতাকা উৎসীর্ণ করণে বলিতে হয় ।

বাণিজ্যের খৃষ্টাব্দের সময় শতাব্দীর প্রথমাংশে বিজ্ঞান হইলেন ইহা পূর্বে প্রদিশ হওয়া হইতেছে । তিনি সূর্যচরিতের প্রারম্ভেই কালিদাসের অসঙ্গ করিয়াছেন।

নিষ্ণ্ডগ্রন্থী আল্পমিল চক্রপুরী জীবন ।

মীরিয়াঘাঁড়ী আল্পমিল চক্রপুরী জীবন ।

পুশ্চুজ্জিতে লোকের যেবল পীতি যোগ্য, নির্মাণ-দেব-নন্দন অর্থাং ।

* নবরত্ন ের নাম নয় । জন পণ্ডিত সমবদ্ধ সাহিত্য-সংক্রান্ত বিষয়ের সত্যাপন ছিলেন এ একাধিক পোষ্টিতের দিকের ব্যতীতে অন্য কারণ সংক্রান্ত যা আছে বিবাহ নাই ।

† উপরাণক ১৭৬ পাঠ।

‡ উপরাণক ১৫৬—১৬৬ পাঠ।
অভ্যন্তরিক শিক্ষার কালাঞ্চনের মধ্যে রসভিবিভূত চোক রচনা নেয়ার হয়।

অভ্যন্তরীণ কালাঞ্চন এই শতাব্দীর প্রথমের লোক ভাষার সন্ধ্যা নাই।

৫৩৭ কালাঞ্চনের অধ্যায় ৫৮৫। ৮৬ পৃষ্ঠাতে বিলীন শোভিতালিপির কালাঞ্চন ও ভাষার নাম সম্প্রতি লিখিত আছে । অভ্যন্তরীণ ভাষার উত্তর কালাঞ্চনের লোকানন্দ এই নিঃসংঘর্ষে নির্দিষ্ট হইল। হাস্যর করণে বিশ্বাসঘাতক ছিলেন, ভাষার নির্দিষ্ট করিতে ও দুঃখ নাই বিলিতেই হয়। সুখুমশ্চ এ রূপলোকে ফলিত উপাদান সংক্রান্ত এরূপ কর্মকলার কথা আছে যে, শীঘ্র ৫৬, রূপকে একটি ছবদের সেই সময় সুখুমশ্চের কাব্যিক রূপলোকের বিচিত্র নির্দেশ পাইলেন। কবির বিচিত্র করেন, এই ছবি কাব্য পৃষ্ঠাতের অভ্যন্তরীণ কাব্য কোনো কোনো কোনো সময়ের নাই ।

শীঘ্র হলেও এই অভিজ্ঞতার অনুমোদন করিতে পারেন না। উল্লিখিত শীঘ্রই কাব্য এরূপ লিখিত আছে যে—

অবস্থায়: হর্ষভিষকীষ্ণবং ভাষায়নি: করিতন্মণীষায়ত।

অলঙ্করণে এই মুলসুলতন মুখ্যনিদিষ্টকালাঞ্চন।

সুখুমশ্চ, ৩১ লে যাহার মুখ্যনিদিষ্টকালাঞ্চন।

যেমন অভ্যন্তরীণ, শিক্ষার্থী ও উৎসাহকর্মী অভ্যন্তরীণ ফল উৎপাদন করে, সেই রূপকে, শীঘ্র নৃত্য রাজ্যমুখী সংক্রান্ত। ধর্মসম্প্রদায় পুর্বের আদর্শই ছিল। সেই সময়ে অন্যান্য ভাষার পাঠ এরূপ উৎপাদন করিলেন। তাহার সুখুমশ্চের অনুমোদন প্রাপ্ত করিয়া দিল।

অঞ্জনীমুখী শিলায় বাস না আচরিতাবিশ্বাস্মীতান্বান।

শুভরথায় শিলায় বাস না আচরিতাবিশ্বাস্মীতান্বান।

কুম্ন রসমূল । ৭ অলে।


† Monatberichte der Königlich Preussischen Academie der Wissenschaften zu Berlin, 1873, pp. 554-568. অধ্যায় পাঠারিয়া নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত আকারসূচক হয় নাই অন্য অশেষ পূর্বাক এই চোকোভূত হইতে অশেষ তুলনামূলক আরোপকে নিবন্ধন। প্রতিষ্ঠান যুগেই এমন এক মূলনিবন্ধন পূর্বে যাহার উপর দায়ী হয়।

† Weber's History of Indian Literature, 1873, p. 195.
ভারতবর্ষীয় উপাসীক-সম্প্রদায়

হিমালয় চূড়ার শুলুকীর্তির জাতি পঞ্চগিনিতে তিনিদের বন্ধনভঙ্গ সমিতিবদ্ধ হয় এবং বিবাহ-সংক্রান্তির অনুষ্ঠান করিলেন।

বড়গাছ উচ্চতা হইলে রাজাগুলি সমপন লাভ হয়, এবং কিছু পঞ্চগাছ উচ্চতা থাকিলে সে বাকিগুলি রাজাগুলি পায় হয় এ কথাটি লম্বা জানক নামক জ্যোতির্ষ্ট্রে প্রমাণ উপস্থাপিত আছে।

বিময়পরিশীল্যকী বিষয়ের ধরন এইরূপ রহনী নির্দেশ করিয়াছেন।

লম্বাজনক | ১ | ২| ৩| ।

নূতন সংখ্যাতি এই উচ্চতা থাকিলে রাজাগুলো সুস্থিত হয়। পঞ্চগাছ উচ্চতা থাকিলে সুস্থিত হয়। পঞ্চগাছ যদি বিকোঠামহ হয় তাহা হইলেও এই পুনরাদি হইবে।

ভারতবর্ষীয়েরা তে তারিখের মিলায় বিয়েতে জ্যোতির শাস্ত্র বিদ্যা করে। এই পুরুষের উপকারিতাকার মধ্যে ভাকার কিছু কিছু প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছে। উপস্থাপিত রূপাকালীন বচনের অন্যতম বিকৃত শাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে। এই অর্থ-প্রতিপালক শাস্ত্র-বিশেষের সাক্ষর রূপ বই আর কিছুই নয়। সমন্বিত জাতির শক্তির এইরূপ অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন যে,

* এক এক রাজ্যে এক এক গ্রামের উচ্চতা বিদ্যা নির্দেশের আচরণ;
  সেই পুরুষের মেয়ে, চাষার কৃষিবর্ধণ, যুদ্ধের ক্রিয়া, বৃহস্পতির কর্ম, গুলার মীন ও পশুর ঠোলা।

বিময়পরিশীল্য: সাম্রাজ্যীয় আদর্শাবিদ্যায়।

চাঁদদী সামা রাজধানী মহারাজার।

বিময়পরিশীল্যের উপর কৌতুকসম্পন্ন।

* এক এক রাজ্যে এক এক গ্রামের বিকোঠাম বিদ্যা ব্যবহৃত আচরন হইলে, সেই পুরুষের মেয়ে, চাষার কৃষিবর্ধণ, যুদ্ধের ক্রিয়া, বৃহস্পতির কর্ম, গুলার মীন ও পশুর ঠোলা।

ঝিকি দিয়া নেয়া শাসা ধর্মীয় ঘটনা।

অদ্যাবধি সন্তানকালীন মূলারি মাহাব মহারাজ।

বিময়পরিশীল্যের উপর কৌতুকসম্পন্ন।

* উপকারিতার পুষ্টি ও প্রভাব নাম।
পরিশিক্ত

জাঁপিকান্ত পশ্চাদ জনষ্ণায়নে।

লন্দন হইতে সম্প্রতি শ্বাসনের নাম অক্ষর।

এক দিয়ানি টিন শক্রের ও অবিকল এই শরী। উহার লাইন রূপ তিনি টিন। ব্রিটনে ফু মেট্রো লাইন ভাল্বার উহার যে অর্থ করেন, তাহা পর্যন্ত ুদ্ধ হইতেছে। সেই অর্থ পূর্বের মূলনিষ্ঠাভূত জামিতে শক্রের ব্যাখ্যার অবিকল অমূল্য।

A Signum ad alium signum, quod septimum fuerit, hoc est diametrum.

এক রাশি হইতে সপ্তম স্থান-স্বত অর্থ রাশিকে টিনিটিন বলে।

কি সম্পূর্ণরূপ সম্পর্ক এই তে যুক্ত হইতেছে। পরের দুই সংখ্য উভয় দেশের বিষয়-বিষয়ের এতানুসরণ অবিকল পূর্বক-প্রতিপদ্ধ অপার উত্তরের বিষয়। ইহাতে কি অপরিপূর্ণ ও পুনঃ-
কালিক বাক্য করিয়া দিতেছে। অর্থে বলে। কুমারসহবে জামিতের বেশরূপ সম্পর্ক উপরিতল হইয়াছে, ল্যাক্টিসের বলন-বিষয়ে ভাল্বার অমূল্য ভূত রূপ নির্দেশিত করিতে। এক জোড়া ইভাসিদের টিনিটিন রাশির সেই একাগ্র শক্তি বর্ণন করিয়াছেন। কুমারসহব ও এক জোড়া ইভাসিদের
উভয়ের মতেও উহার উড়া-পক্ষে অত্যধিক। ফলে টিনিটিন স্পষ্ট লিখিত হইতে
ছেন, টিনিটিন অথবা এই সপ্তম রাশি বা সপ্তম স্থান হইতে উঠান
কাল নির্দেশ করিতে পারিয়াছে।

ex hoc loco quantitatem quæramus nuptiarum (Firm. Mat. II, 22, 7.)

কুমারসহবের পূর্বে চূড়া বালি-বিশেষহ চন্দ্রক। ট্রীলো-
কের উচ্চ-পাকে বুদ্ধির বলিয়া নির্দেশিত আছে। ল্যাক্টিসের ট্রীলোকের পক্ষে চন্দ্রের বিশেষ রূপ শক্তি বর্তমান হইয়াছে কে এক জোড়া ইভাসিদ ইলেনিও চন্দ্রকে ট্রীলোক-সম্মতির বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই কথা, কুমারসহবের সাধারণ উঠান অৃত্ব লিখিত আছে,
অপরাজীয় চন্দ্র ট্রীলোকের পক্ষে বিতর্ক।

* দেখ, রবি, হিন্দুনাশ রাশির উপরকে সম্পূর্ণ হলে।
† প্রকাশিত চূড়া দেখ।
‡ ত্রীং ইভাসিদকার মৃত্য ভূতitionally জনবাসয়ের।

লক্ষণিকোণ। ২। ১১।
সংক্ষিপ্ত কৌতুকগুলি একক শাখার অমূল্য। এই জ্যোতিষ শাখার নাম হোরাশাখার। ভারতবর্ষের হোরাশাখা একক জ্যোতিষ অবলম্বন করা রচিত হয় জানা গিয়াছে।* হোরার একক শর্ম। পুরুষ লিখিত হইয়াছে, ব্যাপারসমূহের একাধিক অংশের নাম হোরাশাখার।

চুকারতি একক জ্যোতিষের শাখা ভারতবর্ষের জ্যোতিষ শাখার ঐকা করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, এই অংশ সর্বত্র সম্পূর্ণ হইয়া পর, ভারতবর্ষের তারিখের নিকট উহা গ্রহণ করেন।

ঈশ্বর দেশীয় হোরাশাখা খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীতে সম্পূর্ণ হয়। অতএব ভারতবর্ষের উহা এই শতাব্দীর পর, ভিন্ন পুরুষ কদাচ অতিবিদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। উল্লিখিত হই কায় এই শাখা এলাকারের বেলো পারণধারিতার পরিচয় প্রপোন্ত হয়। যাহা হইল তাহার সম্বন্ধে ভারতবর্ষে এই বিষয় বিলক্ষণ প্রচারিত হইয়াছিল বলিতে হয়। এই সম্বন্ধ প্রায়লোকে করিয়া দেখিলে, এই দুই এলাকারের চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বের বিল্কুল হইয়াছে। কোন পুরুষেই সম্ভব বেদে হইল না।

ইতি পুরুষেই পুরুষের প্রাচীনতম নিবন্ধনের লিখিত হইয়াছে, কালিয়াস কর্মকারের রচিত শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্বে সোদরী।

অতএব তিনি এই খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর ও অষ্ট শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্বে বিবর্ণ ছিলেন এই অনিয়মে প্রাতীনতার।

শীর্ষ ও পৃষ্ঠের অমূল্য দৃঢ়, কিন্তু এমন অর্থে (অর্থাৎ পল্লোকের পর্বে) স্থান ও চতুর্থ উভয়ই কল্পনা। অধ্যাপক বলায়ন শরীর ও অমূল্য হয়।

আর বস্তি স্থান ছিল এবং স্থান রচিত চতুর্থের অর্থভাব হয়, তাহা ছিলের শীর্ষ গৌরবভূবি হইত ধরে।

এই চরটিকে জ্যোতিষবিদিক করিলে শীর্ষসর্বম অক্ষ-কল কথন প্রেক্ষাপটে উত্তরের হইতে।

* উল্লিখিতকার ১১২—১১৫ পৃষ্ঠার একিং দেখ।

৩ প্রথিত । ২৭৩ পৃষ্ঠা।

কালিয়াস প্রৌঢ় প্রচলিত কর্মকারের চাহিদা-নাটক ব্যাখ্যার তথ্য কর্মকারের একুরিয়া নিষিক্ষিত বলিতে অর্থ হয়: বেদন জ্যোতিী-বিদ্যাপাঠ, শাস্ত্রপাঠ, মালা বিরামপদার ইত্যাদি। কিন্তু এইগুলি সমান করিয়া অপরিমাপ্য লোকের রচিত বিশ্বাস অপ্রাণিত বহুক্ত।" হৃদয়ের ও পুনর্গতারে প্রেরণে কালিয়াস কৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর উত্তরধূমীয় লোক

†
পরিশিষ্ট।

কিন্তু এই উদ্দেশ্য সীমায় মধ্যপথে কোন নির্দিষ্ট সময়ের তাঁদের অল্পকাল হয়, তাঁদের কয়েকশ্যল নির্বাচিত লোক দেশে পাওয়া যায় না। তবে তাঁদের পূর্বরূপে নবরত্ন অন্তর্মিত অন্য যাঁর বরাহামিশ্রের মধ্যাঙ্গ বলিয়া বলিয়া চিত্র-প্রবাদ আছে, তাঁর সহিত এই উদ্দেশ্য সীমার কিছু অসম্ভব তাই বলিতে চাহিয়া। নেই এই প্রথম প্রাচীন হইলে, যখন ব্যাধিগুলির সূত্রতার যথাযথ শতাব্দীর মধ্যাঙ্গে বিন্যাস বলিয়া প্রতিপত্তি হইয়াছেন *, তখন ভারতের অন্য শতাব্দীর লোক বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়।

কালিদাসের নামাঙ্কনের মাত্র তদীয় গুণ-ব্যয় অন্য হইয়া পার্থীর ও বন পুষ্পিত হইয়া উঠে। পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের যত বিশেষের স্থান অতিষ্ঠ হইত হয়, তাঁহার মধ্যে সাহিত্য-বিবর্তক শ্রুতিতে বিভিন্ন শক্তিগুলি সমৃদ্ধ কর্ম-নিয়ম নিশ্চল শ্রদ্ধা পৃষ্ট কোন বিশেষেই বিজ্ঞান নহে। এ উভয় পাঠ করিতে করিতে নিষ্ঠুর একরূপ অপূর্বম চিত্ত-চিন্তায় উপস্থিত হইয়া। নিকৃষ্ট পুনরুদ্ধার কর্ম-নিয়ম অনুভূত হইতে থাকে। ভারতীর উপায়ের তো উপায় নাই। অবনতিমন্দে উটি একটি অতীতের পদার্থ হয়ে রহিয়াছে। উৎপ্রেক্ষা ইহার সঙ্গে। ভারতীর মধ্যে বিভিন্ন অন্য মনে হইতে। তদীয় বলৎ ভাষণগুলি সমাধিক্য বন্ধনের পরবর্তী বাস্তবের ব্যতীত অবশ্যই পরিচালিত। ভারতবর্ষ এখন ভাষা বান্ধবশীল শক্তি বুঝি আর বিজ্ঞান নাই। সুলভঃ তিনি ভারতবর্ষের অসাধারণ সাহিত্য।

কেহ কেহ তদীয় মতে বুঝি হইয়া ভারতে কবিত গুণের সর্বাঙ্গে সমাপ্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন; এমন কি, ভূমিগত লোক কবি কেন বিশেষ ভারতের অপেক্ষা। অধিকতর শক্তি প্রায় হারান। কিছু মানবীর মনের তল-স্পর্শ শুনেন পিঁপিলাম, প্রাপ্ত হইয়া মিল্টন, একে ভেজানো এই গৌণ্ডুর বন্ধু বিবেচনা করিতে হয়।

এইরুপে একাধারে একাধারে উৎসবের উদ্দেশ্য কানিজে হইয়া। বিখ্যাত সম্ভবতঃ অন্যান্য করেন, কোনও শোক-ঘড়ির সৃষ্টির বিভেদের রূপবাদ হইলে নির্দিষ্ট হয় **। আর যেখানে, সকল পশ্চিম পশ্চিম একটি প্রধান স্থলে বুঝিয়া গুজারাত ও অত্যন্তশীষের দাম। অগ্রে পূর্বের সমাপ্ত আর্মের কার্যার্থে তিনি এই গৃহীরের প্রথা বলিয়া বিবেচনা করিতেন †।

* Weber's History of Indian Literature, 1178, p. 195.
† Transactions of the London Congress of Orientalists, 1876, pp. 227—254 সাল।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

রোচক বিবিধ-রস-সিক্ত 'সাধনা-নিহিত বৃদ্ধিকরির নাম বিদ্যমান থাকিতে, উল্লিখিত অবিভাজ্য অধিগ্রহণ করিতে পারিয়া বায় না। কিন্তু মহুরতি বিষ্ণু কারিন্দস কোন দেশের কোন কবি অপেক্ষা মূলন নন। হৃদয়শিশা ও অভিগমনশুদ্ধির সুযোগে অভয়-বর্ণনামূলক অধ্যায় করিতে কারিতে সংশয় হয়, কারিন্দস বি ভারতবর্ষীয়। যদিও সঙ্গীত সারীক কব্য-শ্রেণী অপরাপর সমুদ্র কবি ভারতবর্ষীয় হচ্ছে তবে কারিন্দস ইয়ুরোপীয়। কিন্তু ইয়ুরোপীয় কবিতা কি এত স্থূল? কলঙ্ক নিরুদ্ধ পত্তাহারাগী ঋণবিদ্যা ইয়ুরোপীয় কবিতা কবিতা-সামাজিক সরাসরি ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলে যেনি চন্দ্রকান্তী হওয়া সম্ভব, কারিন্দসের কবিতা সেইরূপই। ইয়ুরোপীয় মুখ্যতম ঐতিহ্য অধিক অগ্রের তাজপ্রস্তুত করিয়াছে।

( উপক্রমিকায়, ১০৮ পৃষ্ঠায়। পাণ্ডিত। )

এ পূর্তিত লিখিত আছে, স্থানীয় সৌন্দর্যরচনার পাণ্ডিতিকে বোধ-ধর্ম-প্রভাবের পূর্ব-কালীন লেখক বলিয়া বিবেচিত করিয়াছেন। স্থানীয় দেবোষের একটি পাণ্ডিত্য-তৃণে আমরণ ও কুমারী অপরাধ প্রসঙ্গে দেখা তাহার বোধ ধর্ম-প্রভাব পরিচার্যক বিবেচনা করিয়াছেন। অন্য শক্তের অর্থ বোধ-দান ও অর্থ শক্তের অর্থ বোধ-দান। অদের এই যুক্তি-প্রয়াণ ঐ যুক্তি-রচিত। বোধ-ধর্ম-প্রচরণের উত্তর-কালীন লোক হইয়া পড়েন। সে স্কটেট এই,

কমান্দনমাহিম: ||

পাণ্ডিতি ২। ১। ৭৩।

আমরণ দ্রোহিত শংকের পতিত কুমার শঙ্কের সমাজ হইলে, আমরণ প্রভুতি যে শিক্ষ-বাচক, কুমার সহ শিক্ষ-বাচক জানিতে হইবে; যেহেতু কুমার-আমরণ অর্ধা কুমারী আমরণ।

আমরণ শধিকে বোধ-সরাসরি-বাচক বলিয়া অনেকেরই চকিবর্ধ আছে। কেননাতুল কনিষ্ঠের তো একটি প্রভাব এবং করা প্রাপ্ত সর্বভূষণ সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন। এটি প্রভাব হইলে, স্থানীয় দেবোষের উল্লিখিত শিক্ষার্থীর অন্তরথ-এর সংস্কার থাকে না। কিন্তু তাহা বেঞ্চ হয় না। আমরণ শংকে যে কেবল বোধ-সরাসরি-বাচক, আমরণ লা, বোধ ও নাচ্যর ঐতিহ্যে বিশেষ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া এক একটি

* History of Indian Literature, 1878, p. 305.
† Bhules Toperes, p. xii.
পরিষিক্ত।

অবস্থা প্রকাশ করেন। তথাসাধারণে, এই অভিধারটি না হিন্দু না হিসেবে কোন শাস্ত্রের বা কোন আচার্যেরই অন্তর্ভুক্ত নয়। অমন অধিকারের অভিধানিক অর্থ বিভিন্ন অর্থে স্বাভাবি। তৈতত্ত্বিক আচার্যের বিদ্যা প্রাপ্তির সময় অনুভূতকে অধিগত ঐবিদের অন্তভুক্ত ও মন্ত্রপাড়ের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছেন।

বাদনগণ শ্রবণ করণ: অথবা অন্তঃস্বরূপ পুনর্বাক্যবিষয়োধ্যান।

তৈতত্ত্বিক আচার্য কেবল এই প্রকারের অনুমোদন দেন না। তাঁর মতে আচার্যের অধিগত বিদ্যা প্রাপ্তির সময় তাঁর অধীনে অন্তঃস্বরূপ পুনর্বাক্যবিষয়োধ্যান যুক্ত হয়। এই প্রক্তিকে অধিকার করতে এই পুনর্বাক্যবিষয়োধ্যান বিষয়ক প্রশ্ন সম্পর্কে মন্ত্রপাড়ের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।

তৈতত্ত্বিক আচার্য। বিদ্যা প্রাপ্তি। সময় অনুভূত।

বাদ-রাজন। অর্থে বিন্যাস ও উচ্চত্বের অর্থে উন্নত নামে এই প্রকার অর্থে এই প্রকারের অনুমোদন করেন। ঐবিদাগুলি তাঁদের মুখে প্রচলিত হয়েছিল। ঐবিদাগুলি তাঁদের মুখে প্রচলিত হয়েছিল। ঐবিদাগুলি তাঁদের মুখে প্রচলিত হয়েছিল। ঐবিদাগুলি তাঁদের মুখে প্রচলিত হয়েছিল।

তৈতত্ত্বিক আচার্য। ঐবিদাগুলি তাঁদের মুখে প্রচলিত হয়েছিল। ঐবিদাগুলি তাঁদের মুখে প্রচলিত হয়েছিল। ঐবিদাগুলি তাঁদের মুখে প্রচলিত হয়েছিল। ঐবিদাগুলি তাঁদের মুখে প্রচলিত হয়েছিল।

তৈতত্ত্বিক আচার্য। ঐবিদাগুলি তাঁদের মুখে প্রচলিত হয়েছিল।


† বেদনী ও বেদনী।
ভারতবর্ষীয় উপাসক লক্ষ্যদায়।

জ্ঞানতা বাতিল করে অপর সম্পত্তি পাপ হইতে মুক্ত হইবে। তাহাতে (অর্থাৎ খুবিয়া) এই সমুদায় মদ্যপান পূর্বক হবন করিয়া নিপীড়ন হইবেন। কর্মসংক্রান্ত এই সকল মন্ত্র দ্বারা দেবার্থনা করিবে। করিলে, পরিত্র হইয়া দেবলাকে গমন করে।

সাধারণভাবে এই চলে অমন শরীর তপস্বি-বাচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আছে।

অন্যতম: যথাস্থান।

যে অমনগণ বন-দশার উপদেশে, তাহারা কলাচ বেঞ্চনায় মন। ভাগবতেও উল্লিখিত উক্তিত্যাগী মেধাবী বিশেষে বিশেষে এইরূপ অমন-গণেরই অসঙ্গ আছে।

বিশ্বাসমূলক বিশ্বাসে যে মন্ত্র ধর্মমন্ত্রি: মহামহো; শাস্তি: বিশ্ব-বিশ্বাসী। না রহিবেন দেবতার পথে বিশ্বাসীরাও মহাকালে আমৃতু দান ভব। মন্ত্র অশ্রুগুলি।

ভাগবত | ৫। ৩। ২১।

বিভূতি! এই দৃষ্টিতে ভগবান প্রধান প্রধান এবং কর্তৃক সমূহিত ছইয়া নাবির প্রীতি-সাধন ও উক্তিত্যাগী অর্থাৎ উদ্দেশ্য বাধা-বিষণ্য অথবা বিবর্ত অমনগণকে ধর্ম-প্রদর্শন-উদ্দেশে সেই রাজার অন্তধির দেহ দেবীর গ্রাভ বিশ্বত সমূতি ধারণ করিয়া অমরাজী হইলেন।

মন্ত্রমানসাধারণ। জাতীয়ভাষায় ছিল:।

নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ

ভাগবত। ১। ২। ১১।

করি, হরি, অন্তৰ্বক্ত, অন্তৰ্ব্য, বিপুলভায়ন, অগ্নিহোত্র, ব্রহ্ম, চন্দ্র ও কোলাকম এই স্বর্গ পূর্দ্ধ-নিবন্ধন, অগ্নিবিয়া-বিশারদ, রাত্রি-বসন অর্থাৎ বিবর্ত ও সমাজসমূহা অমন হইয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণন ভুক্তে জাল দ্বারা অমনীয় আলোকে দেখিতে পাএন যায়। রাজা পরামর্শ জানিয়া যে অমনগণকে স্মৃতি করান ও ঐরূপ সমস্ত আছে*। আর্যকাগের তৃতীয় ও বারী নামে একটি অমনীয় উপাসনা আছে। তিনি পণ্ডিতী একটি আজ্ঞায় অধিগ্রহণের।

সংস্থার। দায়কৃত। ১৪ সংখ্য।
পরিচিতি।

পরিচিতিকা ছিলেন; রাম নক্ষত্রকে দর্শন পূর্বক নিজ আত্মাকে পবিত্র ও চরিতার্থ জান করিয়া অর্থিতে প্রবেশ করেন।

বৈষ্ণব মহামায়া হইতে পরিচারিক।
অনন্ত সংসার বাপ্পু বাপ্পু ? বিরজস্থনি।

আরণ্য কাও ৭৩। ২৬।

রাম ! সেই পালক-গত ধ্বংসগণের শর্পি নামে একটি চরিতার্থিনী
অষ্ট ভাষায় অবস্থিতি করিতেছে দেখিয়ে পাওয়া যায়।

দীক্ষিত রামায়ণ এখনো একলা মাত্র বলে। অষ্ট ভাষায় শব্দের ব্যাখ্যা
করিতেছেন।

সন্ধায় নাম শহীদা সরস্যা রায়ভী।

কিংবিদ্ধ-কাব্য লিখিত অংশ, রাম বালিকে বলিতেছেন,

আরাম ক নাম মার্ব্ল। অষ্ট ঘোষনামিত্ব।
অসাধ্য জ্ঞান যুদ্ধ যুদ্ধ জন অম্ব।

কিংবিদ্ধ-কাব্য ৮৫। ৩৪।

তুষ সেরূপ পাপকর্ষ করিতে, কোন অম্ব সেরুপ করিলো তাহায়
বোধ শংক শ্যান হয়। আদার সূচকপূর্ণ বাহাতা এইরূপ হায়ি করিয়া,
গিয়াছেন।

যে অষ্ট চরিতী ধ্বংসগণের পরিচিত। করেন, উপাধি সৌরে নামে পিনী হওয়া। কোন মতেই সন্ধ নার। যাহাত্তারতি অক্ষরাবদায়ের
পার্শায় অংশের উল্লেখ আছে।

দর্শনার্থে রাজু অনন্ত নারীন।

বিভূস্বামিঃ দে চামু হরির পর্য্য মিষাঃ।
বৈষ্ণব সত্যবী ধৰ্ম্মী যমুন দাসে।

সাবিত্রি ২১৪। ৩৩।
এই সন্ত প্রথাগত করিয়া দেখিলে এমনটিই অতিহিংসা হইয়া উঠে যে, এ ধরে মশাম শাস্ত্রী সাহায্যে সম্প্রাদায়িক ভাঙ্গ ছিল, পরে বৌধ ও জৈনের নিজের নিজের সম্প্রদায়ের সমাসীনিকের এই নামে বিশ্বাস করেন এবং বৌধ-সাধুদের এ উপাধির প্রাচীন দেখিয়া, হিন্দু তাহা প্রতিষ্ঠা করেন।

তবে পাণি-স্নেহে অনন্ত কুমার অশ্বর্হ প্রসঙ্গ আচ্ছ। যাহারা চিরজীবন অবিলম্বিত থাকিয়া কৌমার-কাল অন্বিত সংস্কার-ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলেন, তাহারা কুমার অশ্বরহ। কৌমার উক্তিকী নামক ঘৃতীর সাধুদের নেমে চিরজীবন সম্প্রদায়ের প্রাচীন ছিল। কৌমার নিজের সাধুদের শ্রমণিদের বৌধ সাধুদের হয়ে সংস্করণ। এই সন্ত কৌমার-সাধুদের যদি কেবল বৌধ-শাস্ত্র-স্নেহ হয় এবং হিন্দুগণের অমূল্যবিদ্যা না হয়, তাহা হইলে, ঐ সূত্র-চরিতার্থবৌধ-প্রাচীনের উপাধিমূলক লোক হইতে পাওয়া যায়।

কিন্তু তাহা নহ। পূর্ববর্তী ইতিহাসের যে শ্রমণ নামে সমাসমীকৃত ছিল। শব্দের উপাধিমূলক যে তাহা সুপ্রভাব প্রাচীন হইতেছে। হিন্দু কৌমারের যে, কৌমার কাল অন্বিত চিরজীবন অবিলম্বিত থাকিয়া সম্প্রদায় প্রায় করিত, তাহারও শরীরের অস্তিত্ব নাই। শব্দের উপাধিমূলক যে শাস্ত্রবোধ বর্ণিত অছে, তাহার পাঠ করিলে, তাহার যে কথাতে উরাল-সংখ্যার সম্প্রদায় হইতেছিল এক বৌধ হয় না। রামায়ণে তিনি "চিরজীবী" "পরিচালিত" বলিল। উল্লেখিত হইতেছে। শাস্তি পরিভাষণ ৩২২ অধ্যায়ে সূত্র ৩৮৮-স্বরূপে কেন্দ্রের নামে একটি উপাধি আছে, মূহুত। একটি ভিক্ষুজ অর্থাৎ সমাসমীকৃত: সম্প্রদায় অবলম্বন পূর্বক নানাদেশ পরিভাষণ করিয়া জনক-বংশের ধর্মংসন্ত রাজার সভায় আশায় আগমন করেন।

তাহি পঞ্জিকা উপাধি করিয়া দেন শরীরের সম্প্রদায়ের মহিমা।
বিশ্বাস নীতিবিদের যথাযথ প্রমত্তফলম।

শাস্তিপরম। ৩২২। ১৮৫।

এই অনন্ত করিয়া অধ্যায় প্রাচীন নামক রাজার (অর্থাৎ প্রথাধারনামকরণ) বিশেষ জ্ঞাপন করিয়াছি। আর অনেক পাত্র উপাধিট না থাকায়, মূলধর্মে উপাধিট হইয়া। কৌমারী মৃত্তিকার অনুষ্ঠান করিতেছিল।

এই উপাধিমূলকের মধ্যে বৌধ, উপাধিমূলক যুক্ত, মূলধর্মে ইত্যাদি দেবতা।
পরিশীল্য

প্রথম অংশ

ইতি কি পাণিগ্রহণ-কাল পর্যন্ত পুরুষ-সংসর্গ-বিবর্ধিত বাদপ্রস্তাবের অধীন করিবেন না। চিত্রিতনী সম্পূর্ণ-নরন প্রতি-ভাঙ্গন ছরিশিণের সমিদ্ধ একত্র বনবাস্তুহীন হইয়া থাকিবেন?

কৌমার-সাধন অভ্যন্তরের নিয়ম প্রচলিত না থাকিলে, এরূপ অশ্রু ও প্রয়োজন কোন রূপেই সম্ভব ও সংঘটিত হইবে না। অতএব উল্লিখিত পাণিনি-সৃষ্টির অসম্পূর্ণ ও কুম্ভ-অসম্পূর্ণ শাস্ত্র বৈষ্ণবপরিচালকের বিশেষ ব্যতিরেকে প্রমাণিত করা যায় না। বেদান্ত সাধন, প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাক্তন অপেক্ষাকৃত অগ্রাধিকার আচরণকারীর স্বায় বীরিণিতের জন্মের দ্বারা ধ্রুপাদ্যকে আদি ও ধ্রুপাদ্যকে বালিকাদের দ্বারা বালিকা করিতে নাই। তাহাদের বেদে ধ্রুপাদ্য ছিল, আরও অধিকার ছিল এবং ভিক্ষামার্গের পূর্ব ছিল, তাহাতেও সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। বিশ্বব্যাপী প্রাপ্তি বেদ রচনা করেন *, গার্গী ও মৈথুনী তত্ত্বানু উপদিকের হইল। প্রাঙ্গনাদিনী সমুদ্র এবং শুধু মূলভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত কৌমারবৃত্ত সাধনা সাধন অভ্যন্তর পূর্বক চিত্রিতনী ভাবে ধর্ম পরিপালন করেন এইরূপ লিখিত আছে।

ফলতঃ ভারতবর্ষ সংসার কোন বিষয়ের সময়-নির্গত-প্রস্তাব

* প্রথম অংশে একাডেমী উপকরণিকাংশের ৭৩ পৃষ্ঠা। এবং দ্বিতীয় অংশে একাডেমী উপকরণিকাংশের ১৪০ পৃষ্ঠা।
† প্রথম অংশে একাডেমী উপকরণিকাংশের ১০৪ পৃষ্ঠা।
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সমূহের।

উপকৃত হইলে এমন ঘটা উঠে। পালিনি রুদ্রের পূর্বক কি উত্তর-কালীন লোক এরূপে ইত্যাদিতে পশ্চিম-মাঝের অজানির মত-ভেদ চালাতেছে। ফলেন ও ডাক্তার পালিনিকে রুদ্র অস্তিত্ব প্রাচীন বলিয়া বিবেচনা করেন না।

(উপকৃতিকা, ১১৫ পৃষ্ঠা।—যবন।)

কালিদাস অভিজ্ঞ নমুনালেও চারু নৃপতিদের নিয়োজিত যবন-পরিচারিকাগণের প্রসঙ্গ করিয়াছেন।

যদি যাহাদের যন্ত্রাঞ্জন অযজ্ঞীয় যথেষ্ট দীপ্তিনাশনাধীন হয়েই তারা যাহা দিব্য অর্থোর প্রাপ্ত হয়েছে।

অতিজ্ঞানশক্তি। দ্বিতীয় অংশ।

প্রিয়বভক্ত এই আগমন করিতেছে। যবনীন্দ্র শরাসন ও বনপুষ্প-মালা হস্তে ধারণ পূর্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছে।

(উপকৃতিকা, ১৪০ পৃষ্ঠা।—শূদ্রজাতি।)

অপেক্ষাকৃত অনুগ্রহ শান্ততারে, শ্রী-শূদ্রের বৈষ্ণব নাই, অগচ্ছি ক্ষুধা শূদ্রজাতিকে বেদেশে করেন এই বিশ্বাস-দৃষ্টে উদ্দেশ্যে, উপহারের অন্তর্গত তৃতীয় পাদের উত্তরের ভাষা আরোপননের শূদ্র শ্রেণির প্রাচীন অর্থ পরিত্যাগ পূর্বক শূদ্রের বায়া এ শ্রেণির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আশ্রয়নীত স্বল্পী আনন্দ: মাছায়নাথ গ্রামে তাত্ত্বিক: আশ্রয়নীতির স্বল্প আনন্দ আশ্রয়নীতির স্বল্প আনন্দ আশ্রয়নীতির স্বল্প আনন্দ আশ্রয়নীতির স্বল্প আনন্দ আশ্রয়নীতির স্বল্প আনন্দ আশ্রয়নীতির স্বল্প আনন্দ আশ্রয়নীতির স্বল্প আনন্দ আশ্রয়নীতির স্বল্প আনন্দ আশ্রয়নীতির স্বল্প আনন্দ আশ্রয়নীতির স্বল্প আনন্দ আশ্রয়নীতির স্বল্প আনন্দ আশ্রয়নীতির স্বল্প আনন্দ আশ্রয়নীতির স্বল্প আনন্দ আশ্রয়নীতির স্বল্প 

আপনার অনুদর-বাক্য অর্থ করিয়া জানাইতের শোক অর্থ মনে উপস্থিত হয়। তোক অপরাধ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা প্রাক্কাল উদ্দেশ্যে তাহাকে (শোক-চিহ্ন) শূদ্র শ্রেণির সর্বাধিক সেই অর্থ বিভাজন করিয়াছেন।

* আপনি-এর নিজের বোধপ্রতি-গ্রে শুদ্ধ অর্থ শোক এবং ক্ষুদ্র ধ্রুব যোগে শূদ্র শ্রেণি শোকার্থের বায়া করিয়াছেন।

কথা মান: শূদ্রজাতি শূদ্রপ্রজা অস্তিত্ব রয়েছে। তথা শূদ্রজাতি শূদ্রপ্রজা অস্তিত্ব রয়েছে। তথা রাজার প্রতি শূদ্রপ্রজা অস্তিত্ব রয়েছে।
(উপক্রমলিখিত, ১৫৮ পৃষ্ঠা।—গাথা।)

গাথা শঙ্কর অভিন্ন প্রকৃতি: বিন্দু ও পারসীকা একত্র সমস্ত খাঁটিয়ে তাঁর উপাস্তি হয় দেখা গিয়েছে। ধর্মনিষ্ঠা লূপভিগনের অশেদ-স্যুক্ত সংগীত-বিশিষ্ট দোম্য গাথা। শঙ্করসংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের ৪২ সংখ্যা এ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শব্দপরিচিত, শতপথ ব্রাহ্মণের আত্মলক্ষণ কাছে এবং মহাভারতের শাস্ত্রিকে এই সকল গাথা সন্দ্বিক্ষেত্র অব্যাহার্য; তবে কোন কোন স্থলে কিছু কিছু প্রভূতি দেখিতে পাওয়া যায়।

উপক্রমলিখিত ১৫১ পৃষ্ঠায় যে সকল ধর্মপারায় নৃপতির কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শীমানা, উত্তরাণি, আচার্য, ধৃতক্ষুদ্র, দ্রুতক্ষেত্র, ব্রহ্মসত্ত্ব ও কুমারের প্রশস্ত গাথারী অন্যতম। রামায়ণের একটি গাথা র প্রসন্ন কিছু পুরোহিত উপসংহত করা হইয়াছে। স্ত্রীলিঙ্গবিশিষ্ট নৃপতির স্নাতন প্রতি বিনির্ভয়ে শত অন্ধ নামে স্ত্রীলিঙ্গবিশিষ্ট প্রতি বিনির্ভয়ে শত অন্ধ নামে স্ত্রীলিঙ্গবিশিষ্ট প্রতি বিনির্ভয়ে শত অন্ধ নামে স্ত্রীলিঙ্গবিশিষ্ট প্রতি বিনির্ভয়ে শত অন্ধ নামে স্ত্রীলিঙ্গবিশিষ্ট 

গাথা, শঙ্কর একটি আধিপঠনিক অর্থ সঙ্কোচ বা মেহাস্তক। তাহার গাথা সমুচ্চু পুরুষে গীত রাখিত চোখ হয়।

(উপক্রমলিখিত, ১৯৩ পৃষ্ঠা।—শঙ্করচার্য)।

শঙ্করচার্য বৌদ্ধ-সমাজের বিবেক ছিলেন এই ধর্ম একটি প্রাধান্য প্রাচীন আছে। তিনি বৌদ্ধবাঙ্গ বৌদ্ধগণের বিশ্বাস এমন নক্ষত্র করিয়া ফেলিয়া এবং বৌদ্ধরাও উত্তরাণি প্রতি বিনির্ভর হইয়া যঃ পরে-কন্ট্রিয়ে নৃপতি শুরু কথার শোকান্তিতে এই বিষয়ক বিষয়ক বিষয়ক বিষয়ক বিষয়ক বিষয়ক বিষয়ক বিষয়ক বিষয়ক বিষয়ক বিষয়ক বিষয়ক বিষয়ক 

কিংবা নৃপতি শুরু কথার শোকান্তিতে এই বিষয়ক বিষয়ক বিষয়ক বিষয়ক বিষয়ক 

শঙ্করচার্য বৌদ্ধ ধর্মের পুরূর্বে নৃপতির অভিব্রুপার্থ ভাষা একটি বিশালাকার বহুল নৃপতির উষ্ণতর প্রতি মধ্যে “তনা তরীর” বলিয়া শুরু কথার বুৎপত্তি করিয়া। ঈশ্বর ভান্তবর্তী এই হইলে, আনন্দস্য শোক-শান্তিতে অর্থাব্দ জন্ম হলে ওহে শুরু কথার আনন্দস্য শোক-শান্তিতে অর্থাব্দ জন্ম হলে ওহে শুরু কথার আনন্দস্য শোক-শান্তিতে অর্থাব্দ জন্ম হলে ওহে শুরু কথার আনন্দস্য 

শঙ্করচার্য কথার উষ্ণতর প্রতি রাষ্ট্রীয় ভাষা একটি বিশালাকার বহুল নৃপতির উষ্ণতর প্রতি মধ্যে “তনা তরীর” বলিয়া শুরু কথার বুৎপত্তি করিয়া।

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমভাগের ২৫ পৃষ্ঠ।
† Weber's History of Indian Literature, 1878. p. 124 দেখ।
‡ প্রতিশত, ২৬৪ ও ২৬৫ পৃষ্ঠ।
§ Indian Antiquary, November 1880, p. 289.
ভারতবর্ষীয় উপালক-মন্ত্রণ।

নাস্তি ক্রোধ ও সূর্যা প্রকাশ করিয়া থাকে। শক্রিষ্ণু আনন্দত্বি বোক্ষণ সহিত তুহার বিচার-প্রস্তাব বর্ণন করিয়াছেন। বোলার এখানে প্রাণসুত্র ও সচেতন বিদ্যমান না থাকিলে, এরূপ প্রতিবাদির ও বিষয় প্রকাশ সম্ভব হয় না। তাহারা ভারতবর্ষে খুঁটিনাড়ের বাড়ি শাতাতিই পর্যাপ্ত উপস্থিত ছিল। অতএব দে সময়ের পূর্ব ভিন্ন উল্লিখিত শক্রিষ্ণুর কোন পরিস্থিত নাই।

মাধবাচার্যের ব্রাহ্মণ সায়নচার্য দক্ষিণাত্যের সম্মান নামক দুটি বিশেষের মাত্র ছিল। সায়নচার্য ধাতুর্ভূত নামে একমাত্র একটি প্রণয় করেন, তাহাতে এইরূপ বিনিময় লক্ষ্য করেন।

হিন্দু উপালকমূলক নবীনকালীনতার প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিজের হিন্দু উপালক নবীনকালীন প্রতিষ্ঠানের নিজের হিন্দু উপালক নবীনকালীনের প্রতিষ্ঠাত্রী।

মাধবাচার্য ব্রাহ্মণ সায়নচার্য দক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠাতা।

নেই সময় রাজার পুত্র বুদ্ধি ও হুমকির বিক্ষয় নগর পঞ্চন করেন।

মাধবাচার্য দেখিয়া একমাত্র সময়ের নাম প্রয়োজন করিয়াছেন। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে চিত্র দুর্গে তিন বার পিলুলের পাণ্ডু হওয়া। যায় নোুী, তাহাতে দেবনাগর অক্ষরে সম্ভব রাজা ও তুহার পুত্র হুমকির, বুদ্ধি প্রভূতির নাম ও রাজত্ব-কাল লিপিবদ্ধ করে।

মাধবাচার্য শীলাদেবী মন্ত্র সজ্জীবনীঃ।

আমার অনুষ্ঠানবাদে সুসমুদ্রীনিঙ্গান্তী:।

আমার অবিবাহিতাকালীন মুখচারী আমার দান দেহ দেহ।

আমার কবিতা: কল্যাণী কবিতা মহাকাব্য মহাকাব্য।

উত্তর রাজে পাপ-বর্জিত এবং উৎসরক-প্রতি উত্সরক ভ্রমণ রাজ্য উৎপন্ন হন; উত্তর পাড় পুত্র; হুমকি, কর্ম, রুক্ত, বায়ু এবং

হুমকি রাজ্য কিছু তুমি শেষ করেন। ঐ পিলুলের অবধি বিক্ষিত ও সমর-নিরপেক্ষ আছে। সে সময় এই,


† সাধকবিষয় | ২৮ প্রকাণ।

পরিশীলন

মাহাত্মী মুপালী প্রথিতায় সম্পাদিত।

সমগ্র প্রকাশনে মানুষরেখা কল্পনা।

১৩১৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী মাসের দিন, শুক্রবর্ষ, পর্বতমালা তিনিতে, পত্রিকার অপরাধ যথেষ্ট ন্যস্ত, রিপোর্ট *।

বৈদ্যনাথ পরম্পরা একখানি প্রশ্নে বোঝা হয় আছে, ১২৯০ খ্রিস্টাব্দের ইলেক্ট্রো এবং ইলেক্ট্রোলিটের বিবরণ বহুল পরিপূর্ণ সংক্ষেপ করিয়া দেন *। অতএব যখন বিশ্ব রাজা ১৩১৭ খ্রিস্টাব্দে রাজপত্তানে অধিকার করেন এবং ইলেক্ট্রো ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে কর্ম করেন ছিলেন, তখন তাই এক নাম রাজা রাজা মন্ত্রী স্বজাতীয় শাসনচুক্তির মাধ্যমে মাধবচর্চা শাসন রূপভাব ও শুনির চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিল বলতে পারে যাক। সেই মাধবচর্চা নির্দিষ্ট শক্রেচর্চার অষ্টমের উপরে লিখিত নাম, "মাধবানন্দের মূল: সংক্ষেপ অভ্যন্তর।" প্রচীন শাসনজয় জগৎ ও সারসংহত হইলে। এবং সুনন্দ সম্মান

অনন্য প্রচীন কর্তৃ শক্ররচয়ের বিন্যাস করিয়াছেন।

স্থান সংখ্যা তিনটি শত বৎসর পূর্বরাজী লোক না হইলে প্রচীন বিন্যাস উল্লিখিত হইতে পারে না। অতএব শক্ররচয়ের চিহ্নিত-চিহ্নিত পরিভাষণ যদি একপ্রকার প্রচীন হইলে, তাহা হইলে, তাহাকে ৮।৯ শত বৎসর অপেক্ষায় অপ্রচীন বিন্যাসের সমন্বিত প্রিয় শাসন ভারতবর্ষের নিয়মে প্রবর্তিত করিয়া যায় না। যে রামানুজ আচার্য শক্ররচয়ের অর্থ-সমন্বয়ের পরিবর্তে বিশেষ প্রক্ষরণের সংগ্রহ প্রকৃত শতাব্দীর একদল শতাব্দীর লোক অপেক্ষা অপ্রচীন হইতে পারেন না। উহার সম- কালবী অনন্য গিরি শক্ররচয়ের ফলের অন্যাং হুমায়ুন ভাটের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করিয়াছেন।

বহুলকালের নামায় ধ্বংস প্রদর্শন প্রদর্শনের দুঃখ: আদিনু

মহাত্মাগোপালচর্চার অধ্যায়। আদিনু দুর্গমতার সমাধী।

বংশায় আদিনু রাজনীতিকার ক্ষেত্রের মূলনিদচ।

- ওষুধ ভার, রামায়ণ-প্রস্তাব, ৬ পৃষ্ঠা।
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

তথ্য যে হিসাবে যথাইন্দ্রিয়পূর্ণ বলন্তে অন্তর্ভূত ভাবে বুঝতে পারেন। নিম্নোক্ত পাল্লায় নিম্নোক্ত ব্‌-অন্তর্ভূত পুষ্পন্য শাস্ত্র দ্বারা পাল্লায় বুঝতে পারেন।

শাক্তবিজ্ঞ। ৫৫ প্রকার।

ক্ষণগণ কুই নামক শাখা-বিশেষ হইতে অগামন করিয়া পরম গুরু শক্তরাচরণ করিলেন, ভূতচারিত নামে কোন ব্যক্তি উত্তর অভ্যন্তর হইতে সমাগত হইয়। অনেক সময়ে উপস্থিত রহিতেছেন। ইনি মূলতা-বিশেষের আদেশ করেন অনেক রূপ বিদ্যাপূর্ণ আর হৃদ-মাতিবিশ্বাস বৌদ্ধ ও জীন সম্পর্কে অসংখ্য বাণিজ্য পরিকাল করেন এবং পরস্পর- গ্রহণ করে। ভাই-দের মন্তন মূল চাই ও উদ্দেশু সমূহে নিকটভিত্ত পুরুষকে চূড়ান্ত করিয়া চূড়ান্ত বিনাশ করেন।

উপরোকের শাক্তবিজ্ঞ এবং ঐ ব্যক্তির নাম কেবল ভট্ট বিশা নিষিদ্ধ আছেন; কিন্তু এই ভট্টের কাছে ভট্ট একাকী ব্যক্তির পক্ষে মধ্যে মূর্তিতে বিশাল নাম সহায়তায় ন্যায় উপাসনা করেন। উক্ত পুষ্পন্যগণের স্থান শাক্তের কাছে আছে। তিনি খৃষ্টানদের সম্প্রদায়ের প্রধান শাক্তের আর প্রশিক্ষণ দেন।

ভারতবর্ষীয় উপাসন শাখার মধ্যে শাক্তের সমস্ত ভট্টের কাছে কিছু বলন্ত বিষয় উপলব্ধ করেন, তাহার প্রাপ্তি দেখেন। চীনের তারাবিদ্যার হিন্দু মূল খৃষ্টানদের সমস্ত শাক্তের প্রধান ভারতবর্ষীয় অনেক বৎসর অবস্থিত করিয়া। সর্বসম্মত পরিষদ পুরুষকে ভারতবর্ষীয় আনন্দ, ধর্ম ও অনন্ত নাম বিষয়ের যোগ্য সম্পত্তি করিয়া, উক্ত পুষ্পন্যগণের প্রধান শাক্তের প্রধান করিয়া, তাহার প্রথম প্রথম আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম আর আর শাক্তের প্রথম প্রথম।

* উপকারিত, ১৯৫ ও ১৯৩ পৃষ্ঠা।
† শাক্তবিজ্ঞ, ৫২ প্রকাশ।
দিকে উহার একাদশ শতাব্দী এই তুর্কি কালের মধ্যাদিকে কোন সময়ে
বিদ্যমান ছিলেন একটি প্রত্যাখ্যান হইয়া উঠিল।

শক্ররচার্যার জয়মুনী মলনাবর-দেশীয় লোকের এই রূপ বিশ্বাস আছে
যে, তিনি সন্তানাক্রান্ত বৎসর পূর্বে মৃত্যুপ্রাপ্ত মহারাজাকে প্রায় করেন এবং
তেলুন্দ ভাবার বিচিত্র কেলেউপাত্তি নামক যাত্রা লিখিত আছে, মলনাবর দেশের শাসনকর্তা। শিউরাব যে সময় রূপান্তরকের পরায়ণ করেন, যে সময়ে শক্ররচার্য বিদ্যমান ছিলেন। এই ব্যাপারটি সাক্ষ্যাধিক সহস্র বৎসর পূর্বে সংস্থানিত হয়। এ রেকর্ডগুলোতে, শক্ররচার্য
মৃত্যুনাশ সহস্র বৎসরের পূর্বের লোক হইয়া পড়েন। তাহারা হন রায়
শক্ররচার্যের শিষ্য-পুত্রগণের সংখ্যা গণনা করিয়া বিবেচনা করেন,
তিনি এই রূপ সময়ের প্রায় বুঝিতে হয়।

কর্ণবৃত্তি ভারতবর্ষের দক্ষিণ গুলি হইতে পক্ষে অংশ সংগ্রাহ
করেন, তাহার মধ্যে একাদশ এরূপে কেলেউপাত্তির আমূল্য আছে।
ভাষাতে লিখিত আছে, শক্ররচার্য মলনাবর রাজ্যের অধিপতি চেকমন
ও পেকমন নামক দৃশ্যায় সময়ে বর্তমান ছিলেন। পূর্বীয় ধর্ম-সম্প্রদায়ের
দৈহিক রূপের অশুভ ধারায় চেকমন ও পেকমন নামক দৃশ্যায় সময়ে
বর্তমান ছিলেন। পূর্বীয় ধর্ম-সম্প্রদায়ের
দৈহিক রূপের অশুভ ধারায় চেকমন ও পেকমন নামক দৃশ্যায় সময়ে
বর্তমান ছিলেন।

† Assemannus. † Scaliger. † Vischerus.
ভারতবর্ষীর উপাগুপত-সম্পদার

অজ্ঞাত স্চিবিক ধীরা: মোহনা পনো: ফানি ||
বার্দাহলিয়ার কাওঁলারু চাঁদবেঙ্ক রে। ||
আজ্ঞাতীয় গতরাট বক্তরা: মোহনা হলু ||
রাজতরাষ্ট্রী। চূর্ণ ভঙ্গ। ৩২৪ ও ৩২৫ গোলাক।

লম্বাইদিত্যের সময়ে গৌড়-দেশীয় বায়ুক্ষণের অভাবকারী সংগঠিত হয়। সেই পরিবর্তন অপ্রধান দেবতার জন্য কা঳াত ভাঙ করেন। উঠারা সংহিতী-সন্দর্ভে কামীর প্রস্তু পূজক এক হইত ত্রিভুজের দেবতার পরস্পরকে।

কামীর দেশ, তথ্যা হিসেবে সর্বমিত সর্বমিতপুষ্ট, উভয় পক্ষের অন্তর্ভুক্ত ধার-ঘটে অনেকে এই প্রকারের কারণ ইত্যাদি অনেক বিষয়ে রাজতরাষ্ট্রী এবং শার্কাচার্যের উভয় অংশে দুই পুরোহিত এক দেবা যাত্রা হইয়াছে। অতে এবং শার্কাচার্য এবং তার সমক্ষবাহিনী শিশা-সন্দর্ভে এই বিষয়ের এক পক্ষ প্রকাশ নিষেধ স্বর। রাজতরাষ্ট্রীতে সেই সকল বাক্তি গৌড়াপথীয় বংশ উপ বচ হইয়াছে এই একটি বিশেষ দেশ। হাটতে।

হয়, শার্কাচার্যের নিকট অনেক গৌড়াশৈশ শিষ্য ছিল, না হয়, অন্যুক্ত শব্দের জন্য গৌড়া শিশা ছিল, না হয়, অন্যরা কাব্য শব্দের জন্য গৌড়ার শিশা ছিল। রাজতরাষ্ট্রীর মতে, লম্বাইদিত্য খুব দেহের অন্তর্ভুক্ত মহাভাগ* পরবর্তী রাজতরাষ্ট্রীতে। অতৃপ্ত অনেকাংকের সময় বিদায় ছিলেন বলতে হয়। অন্যান্য সমাং শব্দের দেহের বিদায় ছিল। এই দেশ উঠারা উঠারাত্রে অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্ত দেহের বলতে হয় কেন।

জানীর কিছু অত্যন্ত অন্তর্ভুক্ত। তাহার ভারতবর্ষীর পূর্বোক্ত প্রস্তু ইন্দ্রপুরনের বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকারের পক্ষে বিশিষ্ট অন্তর্ভুক্ত যুগ।

মল্লৰ দেশে অল্প বিয়াগভেদা। প্রথম একটি শক প্রচলিত আছে।
||

- ৭৫১ খ্রীঃ। থাকে মূলকে অমন মূলকে পাশ।
Asiatic Researches, Vol. XV., p. 81.

† ১৬৮৩ খ্রীঃ।
পরিষিক্ত ।

অন্য শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রায় ৭৫২ একটি গ্রন্থের ছইয়া উঠে।
এই নিবন্ধটি পূর্বকালের অপরাধের সময়াংক মুক্তিরই আমুক্তিত।
ঈশ্বারি-সম্প্রদায়-বিবরণ ।
শোধন ও সংযোগন ।

৯ পৃষ্ঠা ।

উক্তরিতে বিক্রমাধিত্য নামে অনেকগুলি রাখা কয়েক যায।
ক বিক্রম দিতের গুণগুণ ও কাতর্থকার্য অপর বিক্রম তে অর্থে
পন কর ভাবুকগীরের পক্ষে কোষরেপই অন্তর্ব নয়। অতএব
উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিত এ নামধারী মৃপণ সংক্রান্ত কথাগুলির পরিবর্তে
নির্দেশিত কর্তব্য পরিদেশিত করিতে হইবে।

পভক্তির পাণিনি-ভাষার মধ্যে শিব ও কাজিক-প্রভূষিতের অন্য
করিয়াছেন।

অধিকাধি আয়নন।

পাণিনি ইয়ু। ৫। ৭। ৯১।

অধিক দুর্বলতা নহই ন বিভিন্ন। বিভ: অন্বু শিয়াল
কি বাংলা। স্বায়বিবেচনায় প্রয়োজন
সমাধু ন কাল বাংলা অংশি পুরাতাত্ত
বাংলা নির্দেশ ।

পভক্তি পধ।

পভক্তির পৃষ্ঠাপাটী ও বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিখিত পদার্থ বা প্রযুক্ত করিতে
অতএব ঐ সময়ে শিব ও কাজিকের উপায় প্রচলিত ছিল ইচ্ছাত
স্বত্বেহ রহিল না।

(শীব-সম্প্রদায়, ২১ পৃষ্ঠ। —সাঙ্গুলোক।)

বাঙালি বিজ্ঞানের সাঙ্গুলোক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। হিন্দুধর্মের
বিশ্বব্যাপির শেষের সময়ে অধিক প্রচলিত ।

(ছীয়, সু, ২৪ পৃষ্ঠ। —ধাম ও পুরী।)

শোকরাচক্রে বে চারিটি ধাম মঠ-অবস্থান করেন, ভাষার প্রচলিত

উপকরণে, ১১—১৪ পৃষ্ঠা বেজ।
২৯২  ভারতবর্ষীয় উপাসনক-সম্প্রদায়।

নাম ধাম। শাঙ্করাসরি, ধার্মিক, ঐক্যতা, বদরিরাজরেখা, সেতুবদ্ধ-রামেশ্বর এই চারটি ধাম এবং অথচ, মারু, মায়া (অথচ হরিপার), কাশী, কাঞ্চি, ধার্মিক, অন্তরী এই স্মৃত্তির পর পার্থিক পূজাভূমি। কি দেবর, কি শান্তি, কি বীর হিন্দুর মেই এই কর্কে স্নান বিশেষরূপে পুণ্যাক্ষর বলিয়া ভিক্ষাস করে।

অথোং মহর্ভ মহার কাশী কাঞ্চি অণ্ডিকা।
মহাবিদ্যা পূর্বে জ্ঞান জ্ঞানী মহাবিদ্যা।

(শৈষ, সঃ, ৩১ পৃষ্ঠা।—দুই এ পরমহংস।)

কুহাচার-প্রায়শ দত্তি এ পরমহংসের। বেশে বিকাল করিয়া পূজাপানি করেন, তাহার নাম মহাবিদ্যা। কঠিন মজা দত্তি এ পরমহংসে মূল অংশ করেন। সত্যাঙ্গ সংস্থাত নাম একটি পরমহংস অনসার ন্যায়ে ঐ মহাবিদ্যার যৎপথানুসারে নিম্ন। কঠিন লাগিয়েন। দত্তি ও পরমহংস মার্মরের অন্য অন্য ব্যক্তি ভাষায় মাত্রন-বলদী হলে, এ ভাষে উপবেশন করিতে পারে।

(শৈষ, সঃ, ৩৩ পৃষ্ঠা।—কুড়াক।)

শৈষ-সম্প্রদায়ে কন্দাকশ মালায় বড় গেরিব। অনেকে মন্ত্রে, কৃষি-মূল, গল-দেশ, বাঁধ হয় এ পূজাকে কন্দাকশ মালা বাবরায় করে। কেই কেই কন্দাকল্লে মূলটি প্রায় করিয়া মন্ত্রে ধারণ করিয়া থাকে।

(শৈষ, সঃ, ৭১ পৃষ্ঠা।—গুরু।)

সহায়ীদের অনেক প্রাকার গুরু থাকে। নাম-সম্প্রদায়ের লোকে বিশিষ্ট মন্ত্রের দেশ তিনি মুল গুরু। বিষয়টির

* চীন-দেশীয় ভাষাভাষী হিওরু দ্বারক মাঝুরের পার্শ্বের অংশে গঙ্গা নদীর পূর্বে তট মাঝুর নামে একটি নগরের বর্ণ করিয়াছেন। এই নগর হইতে অনন্তদুরে গঙ্গায়নামে একটি মেহংসিকের ছিল। মিছিলের পার্শ্বের নামে আদর। নগরের শহর মাঝুর নামে একটি ভাষা নগরী অদ্যাপি মাঝুরের বলিয়া প্রশিক্ষিত আছে। মাঝুর মাঝেদিদের নামে একটি দেবীর প্রতিমূর্তি আছে। লোকে বলে, জানাঙ্কেই এই নগরের নাম মাঝুরে-পুর হইলে।—Cunningham's Ancient Geography of India, pp. 351—355.
পরিশিষ্ট।

পিঘড়ে করেন, তাহার নাম শাক্ত-ধরক অর্থাৎ শিক্ষা-ধরক। যিনি শিখের শরীরে বিভূতি লেপন করেন, তাহার নাম বৃত্ত-ধরক। যিনি লক্ষ্মী অর্থাৎ কোষ পরিধান করান, তাহার নাম লক্ষ্মী-ধরক।

ইহা জানা যেতে স্পষ্ট হয় যে, এক বাইক্তি লক্ষ্মী-ধরক ও বৃত্ত-ধরক উভয়ই হইতে পারেন।

সাহিত্য সম্বন্ধে যে বাইক্তিতে আচরণ হয়, তিনি আচরণ-ধরক। সমাজ

দেশের এইরূপ সাত প্রকার ধরক হইয়া থাকে।

(১৮, স, ১৪ পৃষ্ঠা।—কুল।)

সমাজনীতির বিষয়ার করেকটি ব্যবহার সাক্ষরিত নাম কুল।

সমূদায়ে সাতের তিন কুল। গুলির, বিভূতি, কমলু, এই তিনটি তিন কুল। তার পৃষ্ঠা অর্থাৎ কুল।

(১৮, স, ১৫ পৃষ্ঠা।—হিঙ্কান।)

হিঙ্কান তারবং বেলে চিহ্নের দক্ষিণ খণ্ডের অর্থাৎ। ঐ খণ্ডের নাম মেক্কান। উহা সমূহ-উর্বর-বলী।

(১৮, স, ১৬ পৃষ্ঠা।—মঠ ও আখাড়া।)

মঠ ও আখাড়ায় প্রবেশ এই বে মঠের উপর তদীয় মহতের সম্পূর্ণ

* হিন্দু জাতির অষ্টাঙ্গা মোলক্ষনমোবিজন দেশে হিন্দু উপর্যুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত শরীর, অনেকে এখন আকার্য হও করে পারেন। কিন্তু ভূকলাবর্ধ হিন্দু নদের পশ্চিম ও উত্তরাংশে কিন্তু পূর্ব হিন্দুদের অধিকাংশ ছিল।

কাদাহান দেশের নামটি গঠিত অথবা দেশের িকান অনুক্রমে এ শর্ত। অধিক পূর্বের

কথা দুই থাকে, ইহা ও এই অনেকে বিশ্বজগত হিন্দুর আবাস দুই হইয়াছে।

কিন্তু কাল হইল, বেলানাথ মূলায় তিন প্রতি হিন্দু এবং কর্ণেল মূলায় তিন প্রতি হইল।

* জোনে মোললাইয়র ভারতবর্ষের আধিকাংশ পূর্বের দেশে কিন্তু ভারত অধিকাংশ।

† জোনে মোললাইয়রর ভারতবর্ষের আধিকাংশ পূর্বের দেশে কিন্তু ভারত অধিকাংশ।

† Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1848, p.488.
ভারতবর্ষীয় উপালুক-নাগদার

আদিতরা থাকে; আদানার ভাব সেন্ট নয়। অনেক দেশাদিগের সারাহিসে একজন মিলিত হয়। আদানার কোন করে ও ভাবতে ভাবনার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। আদানার মহন্ত ভাবনার না-নাহাই ব্যাখ্যাতে কিছুই করিতে পারে না।

দান করিতেছে*। বহু পুরোকালীন ঐ প্রদেশের রাজনীতির ধারার প্রতিষ্ঠা হইল। যদিও মধ্যে ভাবন ব্যতিরেক হইল, শুঁটাদের তৃণিত শাসনের ভাব পুনরায় আদার সংস্কার করিলেন হয়। চীন-দেশের তীত্বানী বিউন শুঙ্গ গুরুসারের কথা প্রথমে মনে হইয়া ভাবতে ভাবনার সম্পূর্ণ সুনামে হিন্দু উদাসীন সম্প্রদায় দৃষ্টি করিলেন। মূলে মান-কৌতুকের মাটিভর্দ্যের অন্তর্গত বিবর্তন হইল, শুঁটাদের অধিবাসন করিল ও ভাবনার সমাধিতে অনেক স্থলে হিন্দু বুদ্ধিগণের অধিকার ছিল। পাণ্ডব, বিক্রম ও আখানান্তের বুঝি সম্প্রদায়ের যুত্ত পাওয়া লইলে, ভাবতেই সে কথা সম্পন্ন করিল। দিয়াছে। এমন বেঁচে বলিয়া পরিনিঃসরণ অনেক স্থলে হিন্দুদের দেবালয় আচ্ছি। রূপে দেওয়ার মধ্যে কাম্পোরল লাগর যেতে অভিযোজনের অনুযায়ী হিন্দু-দেবালয় বিভাগ রহিল, ভাবতে গোপনির্মাণ প্রতিষ্ঠা এবং কল্পনা অন্য অন্য গৃহ-দেবতার প্রেরণ প্রাপ্ত হইল এবং হিন্দু বুদ্ধিজীবি ভাবনার অন্ত্রিত করিয়া পরিচালিত করে। এর দেও শত বৎসর হইল, সেইন সুপ্রস্তর নামে এক ব্যক্তি কাম্পোরল লাগরের জীবন শৃঙ্খল বাকু নামক স্থলে ৪০॥ ৫০ জন হিন্দু উদাসীন দৃষ্টি করিলেন। কখন কখন হিন্দু পুরুষের ও মূলদ-বিশ্বাসের, বিশেষতঃ এলাকার শীর্ষ মূলাধার্মী মহধর্ম-সমাধি করিয়া, ঐ অনুযায়ী গবর্নর করে আমি গিয়াছ।**

এই সম্পদ কথার সাহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, বেলালয়নামে হিন্দুদের দেবালয় তাকাতে কিছুই আশ্চর্য দোষ ধর না।

---

† Ariana Antiqua by H. H. Wilson, concluding Remarks.
‡ Cowell's Elphinstone, 1856, p. 289.
§ Ariana Antiqua, C. Remarks.
$ ঈশ্বরপ্রসাদের পুরুষের মূলোদ দেখ।
|| Indian Antiquary, April 1880, pp. 109-111.
পরিচিতি ।

উপন্যাসীয় পৃষ্ঠায় রূপ ও বড় আঘাড়া ছুটে ডিল ত্রির আঘাড়া বলিয়া
লিখিত সহজ হইয়াছে। কিন্তু অনেকেই মনে, ঐ উড়াই এক আঘাড়াই
নাম। তাহা হইলে সমুদায়ের ছুটি আঘাড়া হয়। অপর একটি
আঘাড়ার নাম অগ্নি। এই সত্ত্ব আঘাড়াই প্রসিদ্ধ। কিন্তু দশনামী
ভূমিকাগুলির এখেক আঘাড়ার প্রচুর গোষ্ঠী পাওয়া যায়।

হয় সাধারণ বয়স্ক ধর্মীয়া যা।
আর আঘাড়া দগ্ধ বয়স্ক।

অষ্ঠম আঘাড়ার নাম ভূতানু আঘাড়া। কথম ম্যান্ড প্রভূতি
ইষ্টার অস্তরণ। সহায়ীদের একক বিশ্বাস আছে যে, সওয়া লক্ষ
অর্থাৎ এক লক্ষ পঞ্চিশ সহস্র ভূত ইহাদের সঙ্গে অবস্থিত করে।

( 'শৈ, স, ৩১ পৃষ্ঠা | —যত্তি। )

দশনামী ভূমিকাগুলি প্রস্তুত করিয়া মুখীর বৃত্তান্ত বোধ প্রাপ্ত হইয়াছি,
পুরস্কার লিখিত হইয়াছে।

মহরি সহায়ীর আঘাড়া মুক্ত, তদৃষ্টির চারিশীটির নাম পাওয়া
গিয়াছে; পরমাণু, বোধালি, ও কার্ট, যত্তি, কুমক্তানাব, সহস্রাব,
কানাদী, লক্ষ্মীনাব, বাণীশীলাব, বিষ্ণুরাব, মাদুরাব,
সাগরাব, বৃষ্ণাব, ব্যবসায়ি, ভিক্ষুকানাব, আদিনাব, ব্রহ্মানাব,
বিশ্বায়ি, বীর্যনাব, শিশুনাব, ঘটিবান, সাতনাব, সত্ত্বনাব,
দেবতানাব, দ্রুতাাংশালিনী, অতুলনাব, অদ্ভুতানাব। ভারতের
চারি মুক্ত; বিশ্বানাথ ভারতী, দূর্দৃশ ভারতী, মদুমুক্ত ভারতী
এবং সম্ভান ভারতী। বেঁচের চারি মুক্ত; গাঙ্গাবন সিরামান্ডী, প্রভাতে
বন পশ্চিমাপ্ত; অতুল বন কার্টী ও শামসন বন। যুক্তপুরীর
চারি মুক্ত; কেশব পুরী, মদুমুক্ত পুরী, অচিন্ত পুরী ও সন্ধ্যা পুরী। কেশব পুরী
মুলতানীর চারি মুক্ত; রামচন্দ্র পুরী, মাদন পুরী, সরো সহস্রপুরী
এবং ভিক্ষুকানাব পুরী। গাঙ্গাবনিরায় চারি মুক্ত; সমুদ গারিয়া, খনত,
গারিয়ার মহাদেব পুরী; ভ্রষ্টাত্মক নাগী, ভজনপূর্ণী নাগী, সঙ্ক্ষেত্র পুরী ভাগারী ও
সংস্ক্রিত পুরী হোমাদান।

( 'শৈ, স, ৩১ পৃষ্ঠা। )

এই পৃষ্ঠায় চুলা ও চারির বিস্তার বেশির বিশিষ্ট মহৎ হইয়াছে, ভারত
পরিবর্তে সিদ্ধ-সিদ্ধিত করেক পুষ্টি সিদ্ধীন্ধিত করিবে।

মহরি সহায়ীদের চুলা ও চারি প্রচুর নামের মধ্যে কলকালি, বিকাশ।
চতুর্দশ; যেমন রামচুরা, জগন্নাথী চূলা, গঙ্গা চাকী, পবন চাকী, নির্জন চৌকা, মূলো কড়াই ইহানি। এ সমুদায় বিভাগে এক-একটি তেলী-খানা ব্যাপ্ত কর্তৃক প্রভূতি হয়। দশনামীর মধ্যে পুরী, ভারতী প্রভূতি অন্য অন্য নাম ধারণ করে হিন্দু কোন সংস্কৃতী নাই।

গিরি সফ্যাডের পূজোর্তিক্ষেত্র ক্ষণভারী মুনীর চূড়া বিভাগ অচ্ছে গান্ধি ও খালুন। ক্ষণভারের প্রাথমিক শিশু তুলনামূলক তেলীখানার হইতে যে আসন প্রেরন হয়, তাহার নাম গান্ধি ও পারস্তনাথ নামে তাহার অন্য একটি শিশু যে আসনের অধিকারী হন, তাহার নাম খালুন। এই নিমগ্ন ক্ষণভারী মুনীর সমালোচনা কেহই। আপনাকে গান্ধির অন্তর্গত ও কেহই। খালুনের অত্যন্ত বিলায়া পর্যন্ত করে।

( শৈষ, সং, ৮৫ পৃষ্ঠা।)

বৎসর বৎসর দেখিতেছে, এ অঞ্চলে সমাসের দের সমাগম উত্তরোত্তর অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। তাহাদের সংখ্যা কমে সমান হইতেছে, কি এদেশে সমাসের দৃষ্টি দেখিয়া তাহাদের আসিতে শুরু হয় না, শিষ্য বলিতে পারা নাই। পাঁচ চর বৎসর পূর্বে ভৌট ব্যাপারের জমাতের বিষয় চলকে দেখিয়া যেরূপ বিষয় করিয়াছে, এখন তাহার অনেক খারা হইয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসরই পূর্ব বৎসর অপেক্ষা হাও দেখিতে পাই। পার্শ্ববর্তী লোকে বলে, ঐ সময়ের সংখ্যা। তাহার কেহই অধিকারী করে। ফলতঃ আমরা বলি যে যে পরমার্থ-প্রাপ্তি জানাপার ব্রাহ্মণী পরমলোক প্রভূতির সমাগম সচরাচর দর্শন করিয়াছে, এখন তাহা অতীত হইল।

( শৈষ, সং, ৯২ পৃষ্ঠা। -নাগাঙ্গনী।)

অটল প্রভূতি করে অঞ্চলের সমালোচনা রাজকুমারের রাজাদের নিকট বেতন হইয়া করিতে করে; সচরাচর কুত্তাপি গমনানগমন করে না। কিন্তু সকলেই যে, একোনো নিষ্ঠুর তাহা নয়; মধ্যে মধ্যে বঙ্গলা দেশের তাহারদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ৯২ পৃষ্ঠা মুঢ়ত হইতে কিছুই পরেই অর্থাৎ ১৭০৭ খ্রীস্তা পূর্বেকালে অটল আখারার সমালোচনা সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় ও কর্ম দিবস সহস্রাদি ঘটে।

উপরূপের দিশের হইতে এসে, ক্ষীণির বাঙালি সাহিত্য আছে।
কিন্তু তাহার শেষ নাই; গড়মগড়। এই সংগ্রহ-প্রবাদ একটি ভাষা লোকের কথা-প্রসাদে ঐ অন্তর্ভুক্ত দৃষ্টিগৃহীত ছিল।
পরিচিতি।

(১০৩ পৃষ্ঠ। — কৃষ্ণচ, মূর্তচ ও গুণচ)

কৃষ্ণচ ও মূর্তচের গুণচের অধানে আপনাদের অপেক্ষা প্রধান পদোন্নতি বলিয়া ধীরে করে। মূর্তচ নিকটে না থাকিলে, তাহারা অপরে মহামায়া ভিক্ষা করে; এতাতে বুঝিয়া ভক্তি করিয়া বিশ্ব-বিশ্ব করিয়া সরাসরি ও সহকারের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিয়া থাকে। এই ভিন প্রকার সর্বমাত্র দৈত্যময় আলেক্সীয়দের মত আলেক্স জ্যাকাইয়া* ভিক্ষা করিতে বায়। কৃষ্ণচ ও কৃষ্ণচ অতি বিরল। এ প্রদেশে তাহাদিগকে কে দেবিতে পাওয়া যায় না। ১০৩ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণচের বুদ্ধিবিশিষ্ট মহামায়া লিখিত হইয়াছে, তাহা আমি নিজে প্রভাসের দেবী নাই এবং পূর্বে অর্থ অপর বরে সে বিষয় ব্যক্ত করিয়া ছিলাম। তাহাও নুতনিন্ত প্রার্থনা-নিদ্রা বোধ হয় না।

১০৩ ও ১০৪ পৃষ্ঠ মূর্তচ হইলে পর দশান্নার দৈত্যময়ের একবার অন্ধ দেবীলাম, মূর্তচ নামে আজ এক রূপ সরাসরি-মল বিদ্যমান আছে।

বস্তু কৃষ্ণচ মূর্তচ আজ বিষয়।

বস্তু কৃষ্ণচ মূর্তচ আজ বিষয়।

(১০৪ পৃষ্ঠ।)

এখনও দৈত্যময় ভৈরবার নামে এক বাতিল বিদ্যমান আছে।

(১০৪ পৃষ্ঠ। — বোয়াল)

পূর্বে রে সন্তর বোয়ালের প্রস্তাব করা হইলেয়া, তদিন্তরিক আরও করিয়া প্রকাশ আছে; বেষার সাহসী বোরী, লিখি কেনাবি বোরী ইত্যাদি। সচরাচর হাস্য বা জ্ঞানসংগত একাকার বোধন গাণিত হইয়া থাকে।

(১০৫ পৃষ্ঠ।)

বোরীফুর, পোস্টুরেমার, রাইকা, নটিকলাপের অন্তভুক্ত কাজনি এই চাঙ্গ দৈত্য বোরীদের চাষ প্রথম মূর্ত আছে। সরাসরির ভাষা হইলে মূর্তচ আলেক্সীয়া, বোরী, টাকারী, কঙ্কারী ও প্রাঙ্গণের মায়ের মহামায়া বুদ্ধিবিশিষ্ট বোরী দেবিতে পাওয়া যায়।

(দৃষ্টিতে ১০৩ পৃষ্ঠ।)

গুণচের ১০২ ও ১০৩ পৃষ্ঠ মূর্তচ হইলে পর দশান্নার দৈত্যময়ের একবার অন্ধ দেবীলাম, মূর্তচ নামে আজ এক রূপ সরাসরি-মল বিদ্যমান আছে।

(দৃষ্টিতে ১০৩ পৃষ্ঠ।)
পরিষিক্তাবশেষ।

এই পুনর্বে পরিষিক্তাবেশের অর্থীক ভাগ মূলিত ছাইবার পর, অপর কতকগুলি উপাদান-সমাধানের রূপান্তর সহিত হয়। সেইগুলি পরিষিক্তাবেশের নাম নির্জী পাঞ্চাত্র পদ্ধতি প্রকাশ করিতেছিল।

নিরজনী সাধু।

এইগুলি এখন আছে যে, এই সম্পর্ক-প্রবর্তক বিন্যাসগুলি মাত্র মূল্য-পাতনের উপাদান বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। অর্থাৎ নিরাকার ব্যাপার ভূগোলের উপাদান করিয়া ছিলেন এই নির্মিত রীতদের নাম নিরজনী হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর রামানুজীর বৈদিকগণ সাধু-উপাসক উদাসীন তৈবক-বিশেষ। তাদের নাম কোস্তকীন ধারণ, কঠোর বা হাস্য, রক্তহর চেষ্টা ভিক্ষবিন্দু ও অন্যান্য অনেকগুলি তৈবক-ধৃঢ়ভিত্তিক ক্রিয়ার আমূলতা কর্ণ যোগ হানেন। মানুষের এখন ঈশ্বরের অনেকের অন্যান্য অবস্থান দেখতে আছে। রামানুজীর তৈবকের অস্থায়ের নাম ভাবাতে রামাণুজ একুশীলক অভিযুক্ত, শিল্প-গুলি ও গোমতীকৃত প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠ আছে এবং অহরূ ভূগোল-ভাষা বা তৈবক-সেবা হইয়া থাকে। বিশেষ এই যে, ঈশ্বরের ধারণ, কৃত্তির অপূর্বত্ত ভূমিকা ও উর্বরতা চতুর্দিকের পুরুষ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রামানুজীর মতে, কেউ একাকী দুর্বলতা বাবৃত। এই নির্মিত অন্যান্য সাধারণ নিরসন তৈবকের বৈদিক ঈশ্বরের হস্তে পোষণ করে। এ ঈশ্বরের সুসংগত পঞ্চাত্র-ভৌগলের উপাদান হয় না।

মান্তাব।

ঈশ্বর কোস্তকীন। কৃষ্ণুষ বোম নামে এক বাক্তি এই আবার প্রযুক্ত করেন। এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে পঞ্চাত্রিক উপাদানের অংশগুলি আছে। কৃষ্ণুষ বোমের উপাদান ছিলো। যেহেতু তাহার প্রাক্তন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যা প্রার্থনা কর।

* বাক্তির অন্যতম গোমতীরাখের সামান্তারে ঈশ্বর স্বাক্তপ হইয়াছে। বোমপ্রকৃতি সঙ্গে নেমে গোমতী-গীতি চাপ দিয়া, নেমে পাদদিয়ার সকলকে গোমতীরাখের হওয়া যায়। এই চতুর্দিকের বোমের সমাজের পৃথিবীর দৃষ্টি হইয়া থাকে। ঈশ্বরের নেমে, গোমতীরাখের পুরুষ যা হইলে শাখারাম-রিমালক সুপ্রুথা হয় না। শাখারামের রিমালকের নিম্ন ধৃতি বাহন গোমতী করা।

† Indian Antiquary, January 1889, pp. 22-24.
পরিষিক্ত বলেন।

আমি তাহার মনোরঞ্জনো পূর্ণ করিলাম, রূপকৃষ্ট বলিলেম, আর নাম কৃষ্ণ, তাহার উপাধি আমি কুস্তিরুপ প্রাপ্ত হই এই আমার প্রাথমিক। বেসাল এই রথ। অরণ্য পূজার উহাকে একটি মুখ্য প্রসাধন করিয়া বলিলেন, মহাকৃত্ত তুমি এই মুখ্য ধরণ করিবে, রূপকৃষ্ণ রূপক আয়র দৃষ্টিভাষায় হইবে। কিন্তু যদি কোন হৃদয়ললস—দাদনার্থ ইহা ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমার অধ্যায়ন ও বিনাশ প্রাপ্তি হইবে। রূপকৃষ্ট বেসালের নিষেধ বাক্য পালন না করিয়া বিপ্লব সংঘর্ষ করিল। তীর্থকর পুরাণে ভুতপূর্ব অবতার হইয়াছেন এই রথ প্রোতিবিচ্ছেদ হইল এবং রিপু-পরিপূর্ণ রূপকৃষ্ট গৃহে গৃহে পরিদ্রুত পূর্বক বুথত ত্রীলোকের দিকে কেন্দ্র করিয়া করিয়া। অন্তঃমন্থ অন্তর্বর্তী চরিতৰূপ করিতে লাগিল। ঐ উপাসক কৃষ্ণকে দেবগিরির রাজস্থানীর করণের হইল। তিনি সমস্ত গুণ তথা জানিতে পারিলেন এবং কুস্তিরুপ লোকে প্রবেশে পূর্বক প্রালোভন ব্যাপার। তাহাকে লুকাইয়া কোনো ক্ষণে যিন্ন গৃহে আনন্দ করিলেন এবং আপনার অদৃশ্য বিশেষ হয়। তাহার মুখুট উদ্ধোচন করিল। লইলেন। লইবা-মাত্র কুস্তিরুপে রূপক-রূপ তিব্বতি হইয়া। নিজ রূপ প্রকাশ পাইল। মত্ত উন্মুক্তি তাহাকে ও তাহার শিক্ষার্থীকে কার্যকর করিলেন, এবং অপরায় বিশ্বাস যতক্ষণ মূলন ও লক্ষ্য ব্যবস্থা পরিধান করিয়া। পরিসেবী নিবারিত করিয়া দিলেন। মানতাবের একমাত্র অবাক নয় এবং বেলা, আরা বলা থাকিয়া তারো লোক। বলার লক্ষ্য ব্যবস্থা পরিধান করিয়া। এই মিসিন আদর। উত্তম ধারণ করি; উভয় কলঙ্কের চিন্তা নয়। ইহাদের মধ্যে গৃহৃত্য উদাসীন হৃষ্ট প্রকাশ লোকে। আচার; গৃহস্থার মনোরঞ্জন করে না।

কেন সময়ে রামচন্দ্র দেবগিরির রাজ্য ছিলেন, তেই সময়ে অর্থাৎ যুদ্ধকাল ১২২৫ সনে এই সময়ের সম্প্রদায় কর। এই রথ প্রাসাদ প্রচলিত আছে। বিন্ন দৃষ্টে ইহাদের পাঁচটি আমার সত্য বিদ্যমান হইয়াছে। ওঠেঠা, নারায়ণবাটী, রেনিয়া, প্রবর্তক এবং প্রকাশনার। এই পাঁচের অন্তর্গত আত্মায় মনে পথে দুই হইয়া থাকে। অল্প সময়ের সন্ধ্যা দিবারের মধ্যে এই মর্যাদা হইল। মহান বক্তর শিশু পথে; তাহার উদ্ধোচন, ও তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তি স্নেহসূচক করে পথে মহান। সাইন্য পথে আগমন হয়। কোন আপনাদের সন্ধান বনাম করিয়া বন্ধু বহ্নিতে। বিদ্যমান করে ও কতিপয় সহিপতে দৃষ্টার্থ অভ্যস্ত থাকে। একমাত্র পথের পূজা করে এবং তাহার রূপ বিচিত্র। এইরূপ গৃহৃত্য উদাসীন হৃষ্ট প্রকাশ লোকে। আচার। আচার;
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সমাবেশ।

ভুঁষিতে বা বৃষ্টি-বলে প্রায় দেবতা বলিয়া বিধাতায় হে সমাজ সিদ্ধ-সিদ্ধ অন্তর্গত করিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকেন সে সমুদ্রেই মার পর নাই বুঝিয়া করেন।

মানুষি অর্থাৎ আমাদের পুনঃ মান এবং কৃষ্ণভাবনাম্বে এবং গোকলাম্বিতে ইহাদের উৎসব হয়। ভূগোলবিদ, লিমনিক, লীলায়ুতসিদ্ধি এই তিন ধারা সংক্ষেত্র পুনরুত্ত এবং বালকাল, গোবিলাস, কঃভূমজ্জন এরূপত পুনরুত্ত ইহাদের সাধারণিক আচু।

ইহারা বলে, চর্চা, কর্ম, নিদ্রা কৰিয়া সাধনা করিলে একরণ জ্যাক্টিং পদার্থ দৃষ্ট হয়। অনেকে ভার মহিষা বর্ণ করিয়া লোকবাসী রচনা করিয়াছেন।

ইহারা অপনাদের ধর্ম-কর্তৃ গোপন রাখে ; বসন্তগীরী ভির সত্য কাহার নিষিদ্ধ বাক্য করেন। ইহাদের সাধারণত এতে সমুদ্র একত্র অপরিপূর্ণ অক্ষরে লিখিত; তাহাড়া অন্য কাহারই বিশেষ নয়। সকলে একত্র ভোজন করে। একবারই সমুদ্র আর বাংলা পরিত্যাগ হয় এবং ভূমিভক্ষের সকলে উঠিয়া মাথায় উল্লম্ব করিয়া আহ্রার করিতে পারে হয় এখানে থাকে।

ইহারা অভিমত অঙ্গন-পরাগ। এখন কি, জীবিতার্ণ বেগে ব্যাপৃত না করিয়া জলগ্রহণ করেন। সেই স্থলে বণি কীট পতঙ্গ পতিত সে সমুদ্রের প্রাণসর্গ-উদ্দেশে তাহাদিগকে ভোজনমুন্দ ভাসাইয়া দেয়। প্রলোচনার পরমাণু চাপে মাষ, মহিষামাধী বলির হয়। সেই সমুদ্র ধর্মিক এবং পাদের চীৎকার-ধ্বনি অন্ধকার ইহারা হইতে তিন দিবস গৃহ্যতারা পূর্বক জলের গর্ভে গিয়া বাস করে।

ইহারা এক হন্তে এক রূপ বুটি ও অপর হন্তে এক গাছ হটি লইয়া বিভিন্ন করিতে যায়। ইহাদের হন্তে না দিল, কোনো মৃত্যু আছে করেন না। এখন কি, কোন রুক্ষ হইতে কল সাধুতে বুঝিলেও, মৃত্যু হন্তে পায়িয়া নয় না।

কাহারও মৃত্যু হইল, ইহারা শর দাঁচ করেন। প্রজার-কুশি হইতে কিছু অন্তের মৃত্যুকাণ্ড সমাধিত করে। করিয়ার সময়ে মৃত্যু-বহে তৃষ্ণীকৃত করিয়া থাকে।

কিশোরী-ভক্তি।

কৃষি বৃদ্ধন্তে স্থপন মহর্ষি একান্ত করেন, ভার অমূর্ত কারিয়া মূর্ত করা যাইবে কারণ সমুদ্রের একটুটা উদ্দেশ্য। পরিপূর্ণ বিধিবিদের কৃত্তিকালঃ বিদ্যুৎসমাং ইহার একটুট রঙের ভার নেতা, আমি, ঘোষ ও ভারস্তের নির্দিষ্ট সংযোগের সময় ইহার সাথে সাপ্তাহিক প্রতিদিন।
পরিশিলা বর্ণনা। ৩০১

বশাও দুই টাকায়; বৃষ্টি ও ক্ষুদ্র। চল্লি, দুর্বাসা গ্রহণ রূপ বক্ষাও। এই শরীরের পৃষ্ঠাবিদ্ধ পঞ্চম এবং সমুদ্র, ভর, যথাচ্যাত ভুল জন করা রক্ষাচ্যাত। তবে পৃষ্ঠাবিদ্ধ ও উপায়-পারমাণ-উদ্ধেশে আনায় গমনের প্রয়োজন নাই। এই শরীরের সদৃশ বা গোলাকার বৃষ্টি, চাঁদ, রূপান্তরের প্রয়োজন রক্ষাচ্যাত। তদনুসারে, পুকুরের আপনাকে গোলাকৃতি ও বৃষ্টি-বাদী শীতল ও শ্বশীরের আপনাকে শীতল বিষাণ্ড করে। কিন্তু আলো-স্বর্ণময় রাখ। এই শ্রমণাস্তাবস্থায়, পুকুরের প্রকৃতির ঝলম করে। রূপ-প্রকৃতির নাম কিশোরী এই নিয়মিত ইহাদের উপাসনকে কিশোরী-ধর্ম বলে।

“দিন গেল যথা, বসে কেন অকারণ, কর কিশোরী-স্থান। অনায়াসে মুক্তি হবে, পাবে করি-দর্শন।”

শ্রমণা সন্ত্রাসের নামে ইহাদেরের ও করণ আছে। তিনি সর্বপ্রধান। সন্ত্রাস চেয়ে ইচ্ছা হইলে, তাহারই নিকট নীতিক হইতে হয়। নীতিকত হইলেই, যুগলস্বরূপ হইতে হয়। অর্থাৎ পুকুর শিষ্যের একটি প্রকৃতি এবং শিলাকে শিষ্যের একটি পুকুর ঘটিয়া করা ঘটত হয়। এই তাহার সংখ্যায় করাহয়। জন করেন রূপো রূপ ও অহং রূপের রূপ এই ছুটি ইহাদের নাম যথা। ইহাদের এই সত্ত্বে নীতিকর ও সন্ধ্যা-মতে বস্ত হইয়া যুগলস্বরূপে অবশিষ্ট করে।

ইহাদের উপাসনার সময় সাহম। দিন-নির্ভরে নির্ভর নির্ভরে বিষাণ্ড করিলে ইহার অমূল্যতম হইয়া থাকে। এই একটি চক্ষুকরণ।

এই মেলায় একটি শ্রমণাকে কিশোরী হয়। সেই ক্ষকিত ও প্রতিদিনের পুকুর পাই। সুকলেই তাহার পুষ্প চন্দ্রাবলি হয়। সমুজ্জ্বল করে। তাহার পাদের ও একটি পাদ নামায় বাজার-বুরু করিয়া। তাহার সম্মুখে আমিবার রাখে। নেতৃত্ব তাহার ভেবের নামগুলি। কিশোরী তাহার কিশোরী কিশোরী কিশোরী কিশোরী। পরে অপর সকলে সেই সমস্ত আনায়াসানায়া কৰ্ম্মের কাজ থাকে। যদিও মুক্তি-ধারার তাহার পাঁচ হয়। এমন হইলে, পুকুরের পুকুরের বৃষ্টিকালে বৃষ্টিকালে বৃষ্টিকালে। এইরূপ ভুয়ার পুরুষ পুরুষের পূর্বে পূর্বে পূর্বে।

“রুপের করি করি করি মাতা। সারে আজব যত তুমি সারে আজব যত তুমি সারে আজব যত তুমি ।”
ঈহার গৃহস্থ; ত্রী পূজারিণী সব সংসার-ধর্ম পালন করে।
উল্লিখিত সময়-গৃহে এক একটি মহৎ ধারণ করে; সুনির্ভী নেই বহনের রক্ষণাবেক্ষণের কোন শিশুর ভাবে সমঝি রয়ে এবং তাহার যে বীজ নির্ভর হয়, তাহার জোৎস্নার জায় করিয়া বেদীর উপর স্থাপন পূর্বক মাত্র মাযারের উপকরণ দ্বারা তাহার অর্থনীতি করিয়া থাকে। ঈহারা হিন্দুজ্ঞেষ্ঠির নিদর্শন অর্থে গল-দেশে তুলনা ধারণ করে ও আলোচনা সম্বন্ধিতের মত * আলোচনা উচ্চ পূর্বক ভিক্ষা করে। অন্য অন্য হিন্দু সন্ন্যাসীর শরীরের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকারুণ নটি আর বীর্যক করে; ঈহারা তদত্তর অপর একটি দশম ধার ব্যবহার করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত ঈহারের নাম দুগ্ধারী অর্থাৎ দুগ্ধচক্ষুর। ঈহারা বলে, ধার প্রাধান্য ধারায় যে সহস্র শ্রদ্ধ উৎপাদ হয়, ঐ দশম ধার ধারায় তাহা নির্বিচার সমাধি ঘটে।

ফোরিয়া ও শাস্তী।

এই উভয়ই তোমাদের উপাদান। নবাব ও তাহার পর দিশের বোহস্তি-শ্রেষ্ঠীর বাদল-জাতীয় বিবাহিত শ্রীলোকেরা ঐ দেবতার নম্ন ধার ধ্বংস ভিক্ষা করিয়া। এই তথায় তাহার দক্ষিণ ভারতের একটি শূন্য-গর্ভ অলাভীপাঠ দান করিয়া। তাহার প্রতি দিনই তথায় ভিক্ষা পায় এবং নবাবের কোন দিশে প্রভৃতি গৃহের সৌধ বাণিজ্য বাণিজ্য নামে করে। তাহারা একপ্রায় সুর্য কাঠামোর উপর ঐ শূন্য পাঠ সংস্থাপন পূর্বক তাহার চুর্ণ করিয়া তোল, হরিয়া ও রক্তবর্ণ চূর্ণ ব্যবহার করে। তাহার উপর চূর্ণি লাগাইয়া দেয় এবং তাহা তঙ্কে পূর্ণ করিয়া দীপ ধার অপলব্ধি করে। ফোরিয়া নিজ ধর্মপাল ইহারা দেশ করে এবং আকর্ষণ রক্তবর্ণ চূর্ণ বিশেষ ও চাকুকাম অনন্ত ধাতুর বিভিন্ন ক্রুদ্ধের। উল্লিখিত গৃহস্থীরা ফোরিয়া এবং ঐ দশম ধার অবাক করিয়া থাকে। শাস্তীর শঙ্কা লইয়া ভিক্ষা করে। এই কলকাতার তাহাদের মন্ত্রিত্ব। তাহারা গৃহস্থের কিছু তজ্জল ও তৈল ভিক্ষা প্রার্থনা করে এবং পন্নন্ত্রি পূর্বক আলোচনা করিয়া বায়।

* * *

* প্রথম সংক্ষেপ রূপে। + পরিঅধিক রূপে। ২০২ পৃষ্ঠ।

এই ক্ষেত্রে মন্ত্রীর অপার পরামল করে।

$	ext{Indian Antiquary, March, 1891, p. 79.}$
নরেশপত্নী

বর্ধমান জেলার অত্যন্ত জামলে ওনের অধিবাসী নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই পত্রী প্রকাশিত করেন এই নিমিত্ত তাহার মতাবলম্বীর। নরেশপত্নী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শুনা হইয়াছে, রুগ্নাধিক ৭০ সন্তান বৎসর ছিল, তিনি অমৃত্যুহীন করেন। উহার পিতার নাম হলধর ভট্টাচার্য। তিনি সমক্ষ শাস্ত্রে পারিতা ও স্মরকন্বিতা নিপুণতা প্রদর্শন করেন। বর্ধমানের রাজার সভাও হন। তদৌ পুত্র নরেশচন্দ্র পিতার নিকট সংগৃহ ও বাণ্ড শিক্ষা করেন এবং আত্ম বরনংশ ধর্ম বিষয়ে অনুরূপ হন।

কর্তকগুলি শাস্ত্রীয়ক সংস্কৃত উচ্চারন বিচিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু পার স্নাতকজ্ঞত অধ্যায়ন করিয়া নীতি অর্থে উচ্চারন করিয়া। নীতি ধর্মে উচ্চারন অনুরূপ সংরক্ষণ করেন। তিনি কিছু কাল অবল উৎসাহ সহকারে ধর্ম বিষয়ের অমুকলন করেন এবং অনেকদের প্রসিদ্ধ নীতি ও তাত্ত্বিক পতিতের সম্ভব তর্ক বিতর্কে উন্নত হয়। অবশেষে এই শিশু মৃত্যু করেন যে, জগৎ ব্রহ্ম ; এতিমে জীবেরই আনুভূতি কিংবা পরিণামে বন্যের শক্তি বিদায় নাছে ; মায়ের ভক্তি সত্যমান হইলে অন্যান্ত পরক্ষে লাভ করিতে পারে ; মায়া দর্শনের প্রতি কর্তক এই সমিতি জন্ম-বৈলিঙ্গ বাণিজ্যিক ও কৃষ্ণ অগ্রিম করিয়া উদেশ্যগুলির কার্য করিয়া প্রণয়িত পদ্ধতি প্রাপ্ত হয়। যে সময়ে তিনি এই সময় নত অবদান করেন, সেই সময়েই সহায়তার নিয়ে-নিশ্চিত কোন পাঠ করিয়া জাতি-ভূমি প্রধান আমৃত্যু-শূন্য হন।

ন বিভিন্ন ঘটনার অধিকাংশই নমুন।

ব্রহ্মা-রূপশীল যত প্রাণিবিভিন্ন সমস্ত।

দৈীত্বী ১৫৮ অধ্যায় । ১০ প্লোক।

১৩৩ পাঠান মোহাপ্রায় অবাধিত রামায়ণ। এই পল্লী ব্যয় রামেন্দ্র মত বুঝি প্রাণের কার্য। সরলানী ও কোল্লাদান নামক বই বিচার-সম্বন্ধের স্বত্ত্বায় আদায় করিয়া দেন। আরম্ভিক সূচনা ও আগ্রহের অর্থাৎহত রমেন্দ্র কেন্দ্রে নামকরণ করেন। রামেন্দ্র নাম বিশেষ, কোল্লাদানের প্রাচীন বিন্দু-

উপাদান। হলেই ভাষার বিশ্বে এই পুস্তকের দৃষ্টি যে সরলের বলে গেরিয়ে করতুন গর্ভিণী, কিন্তু যে ভাষা প্রাচীন এর সম বিশ্ব যাচে নিয়ূত হব। এই অংশ পরিনিঃশেষের পাঠের দিকে ঐ কোল্লাদান ও অভ্যন্তর দশ চুই এইরূপ ভাষার বল।

বিবিধতা হুমকি।
এই ব্যক্তিত্ব সমাজে সকলের বিশেষ নাই। ব্রাহ্মণ বর্তুক পূর্ব-স্থানে মুক্তি নিবন্ধনি কর্ম্ম চারিং নাম। স্বেচ্ছা বিভাজন হইয়া থাকে।

পরে তিনি নিজেই আপনাকে মানব-শক্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং জানিয়া আছেন আপনার পিতৃজ্ঞ অতুলকিন ভট্ট চারিংর রূপকথার স্বরাষ্ট্রীয় রাখিয়া। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়রাতে তথ্য সম্পর্কীয় হইত । এই সংকলনের অন্তর্গত জাতি-সন্ত্রাশ-বিষয়কী একটি গীত পঞ্চাঙ্গ উদ্ধৃত হইতেছে।

“কুরুতের গোরব কোথায় রবে, যখন এসব ফেলে দেয় হবে। বামন, কায়েত, কাচার, কলুঁ ভিন্ন ভিন্ন তাবছ সবে। এ সব যুগে নে দিন, তোমার যে দিন, রাজাভিরাজ তলব দিবে।

গোরবে এক কারিকে, স্বত্ব আর পুরুষ ভঙ্গিতাবে; তাদের চাঁদ চলনে সবাই চিনে, ঢাকিলে না ঢাকা রবে।”

এ সময় আরম্ভ হইল মূল-প্রণীত প্রচার হইতে লাগিল। কবি নরেন্দ্রচন্দ্র আপনার শিখাগুণের নরেশচন্দ্র বলিয়া আমাদের করিতেন, এই নিমিত্ত হইল সাধারণ। এই নামেই বিখ্যাত হইয়াছে।

নরেশচন্দ্রের নিষেধবিধি।

এখন, জানিয়া নিজেদের কবি নরেশচন্দ্র ভট্টচার্য মহাশয়কে দেবারূপী ও মুখ্য-তর বলিয়া বিশ্বাস না করিলে, নরেশচন্দ্রের ও তাহার অধিক ভক্ত-পুরুষ-পরম্পরার যুক্তি হইবে না।

বিবাহের সভায় নরেশচন্দ্র প্রোক্ত নামে বরাহার অর্পণ করিতে হইবে এবং বিবাহ আর অর্পাণ উপলক্ষে, নরেশচন্দ্রের প্রধান নৈমিত্তিক নিদর্শন করিয়া দিতে হইবে।

তুষিয়া, সুগোষ্ঠী দুইলোক, অন্তর্ভুক্ত একাকী সারাহর নেতার গুণ-কীর্তন করিবে।

চতুর্থ চতুর্থীর মধ্য-পান ও চুর্ণ-মাংস ভোজন করিতে পারিবে, কিন্তু বরঞ্চ ধীর করিবে না; সেকল মোসলমান, মুঘল, ছাত্রি, মুক্তকাণ্ড ও স্বমঞ্চল পরিক্রিয়া-স্বর্ণে উপবিত্র হইতে পারিবে না।

পঞ্চম শাস্ত্র ও শৈব-সমাজের। পরস্পর বিরুদ্ধ পরিধান করিয়া অভিনব ভাব অবলোকন না করিলে, নরেশচন্দ্র হইতে প্রাপ্ত হইবে না।

ষষ্ঠ। সামাজিক উপাদানের সমন্বয় শ্রীবর্মকে অবশ্যই ঘোষণা ব্যবহার করিয়া পারিবে না।
পরিশীলনবর্ষে।

উপাসনার নিয়ম।

ইহারা অনেকে একত্র মিলিত হইয়া উপাসনা করে। ইহাদের উপাসনা-গৃহের নাম সমাজ। অদ্বৈতনার দিবসে উপাসনা করা বিধেয় নয়। গাত্রভূত ত্রৈলোকের এরূপ উপাসনা-গৃহে উপস্থিত থাকা বিধেয় নয়। উপাসনার সময় বিধবা ত্রৈলোকেরও ললাটে নিজস্ব দিবার নিয়ে নাই। উপাসনার সময় সকলে নিক্ষ-খেল একত্র উপবিষ্ট হয়; কেবল নরেশচন্দ্র অতুল উদ্দেশে লোকিত-বসনারত সত্যক একাধারি উচ্চ আসন শূন্য থাকে। তাহারই পার্শ্ব-স্থিত মৃত্তিকা-নির্মিত উদ্দেশ্যে আসনে গাই অর্থাৎ আচার্য মহাশয় উপবেশন করেন। সকলে একত্র মিলিত হইয়া। নরেশ অতুল গৃহ গান করিলে পার, উন্ড গাই মহাশয় ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। উপাসনা-কার্যে সকলে হইলে সকলে একত্র ভোজন করে এবং সেই সময়ে ত্রৈলোকের নিকট হইতে মাসিক অন্তঃ ৫০ নোট আনা ও পুরস্কারের নিকট মাসিক অন্তঃ ৫০ হই আনা। হিসাবে চাঁদ। এই করা হইয়া থাকে। পুরস্কার লিখিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে জাতি-ভোজ নাই; ইহারা বলে,

"একে সর, সবে এক।
চেয়ে নরেশ অতুল দেখ।"

ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপসাগর পরিযাগ্য করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু সঙ্গী। অর্থিকের সময়ে নরেশ অতুল নাম প্রাঙ্গণ না করিলে, পূর্বে উপবাসী পরিযাগ্য করিয়া সূত্র উপবীত ধারণ করিয়া হয়। উপাসনার সময়ে সকলে একাধার স্নান স্নান ও একাধার দাঙ্গায় বাহ উত্ভোগন কর এবং সন্ধ্যের দিকে শিরোদেশ ও সূচন করিয়া থাকে। কেহ কেহ নরেশ অতুল উদ্দেশে চাঁদ পরিল; শুধুমাত্র, তুলে ফুলু মূল প্রভূতি প্রদান কৰে। ইহাদের আন্তঃর হই মন্দাক্তে এক একাধার ভোজন হয়। জায়গাতে অদ্যাপি বৈষ্ণব মানে নরেশচন্দ্রের স্বাভাবিক আসন হইয়া থাকে। নরেশচন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যার বিদ্যায়ী; কিছু বিদ্যা-বিদ্যায় নিভাতা বিদ্যায়ী নয়। ইহারা হইতে মূল বল্লে অন্যা কোন উপাসনা-সাধনার বিদ্যায়ী নহ। বরং সকলকেই অদ্যাপি করিয়া থাকে। কিছু শোলামার-প্রসঙ্গে অতুল স্থান করে। নরেশচন্দ্র এই অভিনন্দন তে প্রবর্তন করিতে আমাদের উৎসুক-বন্ধুর গৃহ হইতে নির্গত ও পার্ষ্বে হইয়া যুদ্ধারুপে আমাদের অভিমুখী করে। এই গ্রন্থে ইহার মুখ্য হয়। মুখ্যার পর, ব্যাখ্যাদের সংক্ষেপ।
ঘণ্টার বহু সংখ্যাক লোক তাঁহার মত অবলম্বন করে ও মানে মানে উপাসনা-সমাজে আতিথিত হইয়া। কিছু কালের মধ্যে তাঁহার মন্তব্যাতিরিক্ত দ্রষ্টান্ত-সমাজে পরিবার হইয়া পড়ে। ব্যক্তির জীলের অন্ধকার হরিচরণবাটী, যুদ্ধ ও রহয়িতা, বৈষ্ণব জীলের অন্ধকার কলাণ্ডন ও কালীর এবং কলিকান্ত অন্ধকার বাঙ্গালার-সরমিত লালবাণীর এক একটি মানুষ আছে। গান বিষয়ে হস্তের হাতের সমাজে তীমিদাহ বৈরাগী নামক একটি নরশেপথী সর্বত্র সংগঠিত হয়। এতি মন্দপারেতে ভাজার উপাসনা। হইয়া থাকে। সেই স্থানে কিছু সময়ে এত লোকের সমাগম হয় যে, ইহাকে অপর একটি তায়কের বলিলেন বলা যায়। ইহার আচার্য তীমিদাহ বৈরাগী এবং বাদায়ক অধ্যাত্ম বৈরাগী। প্রায় ৫-৬ ক্রোশ হইতে তাদের নিয়ত লোক আসিয়া ঐ তীমিদাহ আচার্যের পূজা দেয়।

করেক বৎসর পূর্বে সেই সমাজে ভাজার সর্বপ্রাচীন বাজার স্থান সমাহার হইত। তাহ নির্বাচন করিবার উদ্দেশে বর্ধমানের ভাদ্রীনন্দন নাবরত্ন মেট্টাকুর সাহেব বিষয় যত্ন করেন, কিন্তু কার্যক্ষম হইতে পারেন নাই। যাই ওয়াক, এক চাক অনেক পরিমাণে সে সকল বাজার রহিত হইয়া গিয়াছে। এই সমাজের নরসেপথীরা নিরামিষ-ভোজী।

বহুকালাধি শৈব-বৈঢ়ের পরম্পর বিবাদ বিবাদ আসিয়া আসিয়া আছে। নরেশচন্দ্র কোষিণ্ড ও উপদেশ এদান দ্বারা ঐ প্রদেশের অনেকগুলি শাখা, শৈব ও বৈঢ়ের বিরোধ ভঙ্গ করিয়া দেন। তিনি ঐ উপদেশ দেন যে, তিনি শামী, ভিন্ন রাজা; ভেদ ভাজা অনর্থের মূল। তাহারা তাঁহার প্রলোভন হইল ও তাহার আপনাদিগকে নরসেপথী বলিয়া পরিচয় দিতে আর্জিত করিল। এমন কি, বৈঢ়েও শৈব শাখার সাহায্য এক উপদেশ পূর্বক অসাধারণ বদন ও অভ্যুত্থান যত্ন দান করিয়া প্রুত্র হইল।

নরেশপথীর উপাসনার সময় যেরূপ গান করিয়া থাকে, পাকান্ত উদাহরণ অর্থে তাহার হই তিনটি লিখিত হইতেছে। গান গুলির ভাব অনেকাংশে নেড়া, বাদায় এবং কর্ষাজগতের গানের অনুরূপ।

উপাসনা—সঙ্গীত।

এতেদেশে পান হয়। আছে তোমার তরসায় তাহি।
ডাকিয়া মেঠে মেঠে আছি, বলো কি তোমার মানে।
নিহিত এতেদেশে মেঠে মেঠে, লাগিয়ে লাগে লাগের কাহ।
পরিনিষ্ঠা বর্ণনা। ৩০৯

সায়াচের গীত।

তবের দেখে হোলাড় ভেকা, আর যায় না কে একুল রাখা।
মরি, দুঃখের কথা বলবে কি, হারিয়ে গেলে পাই না কি, দেখে শুনে হোলাড় বোকা।

ভগ্ন ঘরে প্রাচীন পড়ে, শিশুর জল রোখা চোখা; তবে দেখে বুড়ো কাঁদে, চেঁচিয়ে উঠে কঁচি খেলা।

কুশে বলে, চোর পালালে। প্রাণটি করে বোকা খেলা; নাই কে নরেশ বিনে, এ বিপিনে, বিশেষে আর মধু মাখা।

তৃতীয় গীত।

চেয়ে দেখে সড়ক পাঁচে। কুঁচে সোনার কোল, চীর চেয়ে সে
দিনেরল, মলায়েত তার কর্কে কি, আপনি আলোক এ বিয়ানে।

নরের গুরু নরেশ এসে, তুমি সার জাহানীর বোসে, হাসিয়ে সব
অপন দালে, মশিয়ে গেছে কাঁগাল জনে।

পাঁচু।

দোহাই প্রদেশেও একরুপ প্রাচীন-কুঁচুক আছে, তাহাদের নাম
পাঁচু। তাহারা প্রাচীন ধারে ধারে গান করিয়া। ভবানী, মহাদেব,
গানপত্র প্রকৃতি নামা মাযার রোমানীর নাম উত্তম। পুরৃকৃ ভিক্ষা করি
এবং একটি পরাম। পাইলেই গৃহস্থিগুলো বিশেষত তাহার মুক্ত পুরৃকৃ
পুরৃকৃকে, আপ্রীলার কথা একখানা করে। তাহার করিতে কখন পথের
নিকটের রুক্ষাপূর্ণ আরোহণ পুরৃকৃ ঘৰ্ম্মশের নাম স্বর্পীর্ণ
করিয়া পায়কিত্তের শিকারের ভিক্ষা করে।

কেউড়দাস।

উত্তরায়িত নারী-অষ্টক্ষণ কেউড়দাস সাহেব এক বাণ্ডী এই অষ্টক্ষণ
প্রণীত করেন এই শিক্ষিত ইহার নাম কেউড়দাস। কিছু এই শীঘ্রার
গ্রর্তি প্রদত্ত বাণ্ডী। উত্তরায়িত এই রুক্ষিত স্বর্পপিতা রুক্ষিত নাম রুক্ষিত বিষয়ে একটি
শ্রম ঘৰ্ম্মপি পণ্য পণ্য পণ্য বিচারপন্যে হাকিমপন্যে নীত হয়। বিচার-
পত্তি তৃতীয় শ্রম পণ্য পণ্য বিচারপন্যের আদেশ নেত। কাস্তিকপন্য কোন কোন তুলি।
গতবর্ষীয় উপালিক-সম্প্রদায়।

কোষলকে প্লায়ন পূর্বক আপনাকে কেউতাহান বলিয়া পরিচয় দেন। প্রথমে বর্ষমাস জেলার দিকে খেওর অনুরং উচ্চাচল অামে ও পরে প্রথমে করে নানা স্থলে অপবহিত করিয়া। সম্মান-সংস্কৃতি সম্প্রদায়-মত প্রচার করেন। এই শুধু রাজার বিরহিত বেষ্টন হইল, এই সম্প্রদায় সম্প্রাপ্ত প্রচারিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে বর্ষমাস জেলার দিকে খেও ও সেদিনীপুর জেলার অনুরং নাম। দৃষ্টমের অধিবাসী অনেক লোক এই মত অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা আপনাদিগকে একমাত্র অতিশীর্ষ পরমাশ্রয়ের উপালিক বলিয়া পরিচয় দেন এবং সম্প্রদায়-গুলি কেউদাহানের প্রভু অতিশীর্ষ অশ্বে প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা অপর কোন সেবাকে দাঁত করে না এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ষ-বিচার কৃত্তিকার করে না। ইহারা কেউতাহানকে পূর্ণ-সংস্কৃতি চর্চ-বর্ণের বলিয়া সম্প্রদায়ের ধ্যানি ও গৌরব প্রকাশ করে।

ফকির-সম্প্রদায়।

কিছু দিন চীন, গোসাইড রূপান্তর অঞ্চলে ফকির নামে একটি উপালিক-সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে হিন্দু মোল্লুমান উভয় জাতীয় লোকই আছে। অধিকাংশই মোল্লুমান; হিন্দু ভাষা অতি অণ্ঠ। হিন্দু ফকিরদের সকলেই বাঙালী, মোল্লুমানদেরও মধ্যে উপালিকের ভাষা অতি অণ্ঠ।

ইহারা গোসাইরাম মতের অনুরূপ মতাবলম্বী। ইহার নিকট এই সম্প্রদায়ের সহায় শাস্ত্র প্রস্তুত হই, তিনি "বসন্ত, বোধ হয় ইহারা তুমোল শাস্ত্রের বসন্ত, জাতীয় লোকের মনোবিশ্লেষণ সুতরাং ফকিরের বেষ্টন ধারণ করিয়াছে। ইহারা পীর প্রস্তুত কিছু মানে না। 'নয়নে দেখিনি যাতে, কিন্তু সাধিত ভাবে' এই কথা কথার কথায় বলে। ইহাদের আরও একটি সম্প্রদায়ের সত্ত্বার কথা আছে। 'আপন তুমোল কথা না কথিবে বসন্ত। আপনাদের হইবে সাধারণ।' ইহাদের তিনটি গৌরীতের প্রথমাংশের কেন্দ্রীক্তি চরিত পরিচ্ছেন লিখিত হইল।

১। আপন সত্য ধর্ম যাজক কর আমার মন। ও সত্য মানুষ দেখিব বলি, সত্য বল মনু নিরবধি, তাজ্জ্ব কর অতিশয়বিধী, তবে মিলিবে প্রোথ-রতন। দিনে দিনে দিন ফুরাল এলো কাল। কোনু
পরিশেষের বর্ণনা।

দিন তোমার কর যেতে, বলু দেখি কে যাবে সাড়ে, তখন ঘটে রে বিষম জলাল। তখন জানুন পাথরে তোর কর্ম-ফল। ও তোর কোনু বিদ্যা যাবে পড়ে, তীব্র-মাত্রা লক্ষ ছেড়ে, চিত্ত দিয়ে থাকু বল পিঁদের, সিথায় তোর তীব্র ভাবন।

২। কর গুরু-তত্ত্ব সার, ওরে মন আমার, গুরু বিন পারে যেতে পারবে না। তাবিয়ে অসম্ভব, খাট গুরু-দারে, লয়ে যাবে পারে, বালে যাবে না। যদি এসেছ এ পারে, যেতে হবে পারে, তার মন তারে, যদি যাবে পারে। স্নেহ হইবার, গুরুকে লইয়া, আনন্দিত হয় থাক রসনা। গুরু-বাক্য একু কর, সাধু শান্ত ধর, তবে যাবে পার, তার কি অসার, গুরু-মুখগ্রে-বাক্য, হুদমুতে কর একু, শুনত তাবে শান্ত হয়ে থাক না।

৩। মানুষ এই সত্য মানুষ মানুষ বই আর কিছু নাইয়ে মানুষ। মনের মন মন প্রাণি বন্দ পাওয়া যায় এই মানুষের ঠাই। অনেক চিন্তারের দেখ, তারে কর সামুদ্র যজ্ঞ, তবে নে মিলিতে রতন, ওহে সাধু ঠাই।

কুশ্চঞ্চিৎ।

কিছু দিন হইল, সমাধযাত্রে কুশ্চঞ্চিৎ। নামে একটি অভিমুক সম্প্রদায়ের বিষয় একাদিত হয়। তাহার নিরাপত্তায়; সেবকদের উপাসনার অচ্যন্ত বিহিতে। গভ বৎসর তাহাদের মধ্যে কতক্ষণে লোক জগাথ, বলরায় ও মুন্তঙ্গকে দত্ত করিয়া উদ্দেশে পুনুর্ন মধ্যে প্রবেশ করে। বাঙ্গালা সমাধানে মুখ-বিভট্টের কর্মশিল্পের লীলা- প্রাণে তাহাদের মত্যতের বিষয় দৈর্ঘ্য লিখিত হইল, পর্যায় অবিকল উদ্দৃত হইয়াছে।

"হইবার হইব, কিছু দেখিবে না, এক নিরাপত্তায় আস্থে পুকুর-কে মাথায়।" তাহায় বলে, তীহার কথা কেহ লিখিয়া শিক্ষা করিয়া পাঠ পাঠ যায়। আস্থে জ্ঞানী বলে এক যুক্তি আপনাকে সম্প্রদায়ের অবতার মন্ত্রার পাঠচার দিত। ১৮৩৪ ভাবচন্দ্র চৌধুরী সালে এই ধর্ম সংস্থাপিত করেন।

উত্তর। ও মধ্য-তাস্তালিভে এই ধর্ম বহু অচারিত হইয়াছে। প্রয়াস বিপুল।
ভারতবর্ষীয় উপালুক-সম্প্রদায়।

পালিয়ের লোক এই ধর্মাবলম্বী হইতে ছিলে। ইহাদের কুস্তু নামে এক প্রকার গাছের তোর প্রস্তুত করিয়া। কোলসে পরিধান করে বলিরা। কুস্তুরিয়া নাম পাইয়াছে। গৃহী ও উদাসীন হই শেষের লোকই ইহাদের মধ্যে আছে। ইহাদের উদাসীনের সকল বর্ণের লোকের অর্থ আহার করে। কেবল একা-পীড়ন করেন বলির। রাজার অর্থ, আদের দাম লর বলির। তাছার অর্থ করে বলিরা। রাজার অর্থ পরিসর্ক করে বলিরা। রাজার অর্থ আপনার কথা কে বলিরা। হার্ডির অর্থ অর্থাৎ হার্ডির অর্থ অর্থ করে না। সত্য-কথন, বিশ্বাস, গুরুর সম্পূর্ণ অধীনতা। এই দলের লোকের বিভিন্ন লক্ষণ। ভাষার প্রতিনিয়-রহন সুখের দিকে মুখ ও নাকের ন্যিখ ছাঁড় করিয়া উপাসনা করে। তাহারা কখন কখন তিনি চারি ছানে একজন এক করণ সকল সময়ের উপাসনা করে এবং চৌবাতি বার ভূমিত হইয়া প্রশ্ন করে। তাহাদের বাবরার অতুলন্ত অপরিকুল। পীড়া হইলে তাহারা সুখ ধার না। কেবল ইন্দু দুর্গারূপে পূজা উপর নিঃশর করে। তাহাদের মধ্যে ড্রোহক পূজা উপলক্ষ বিশ্বাস নেই। তাহারা ব্যবহারী প্রাণ হ্রদ এরণ বিশ্বাস করে। জগারকে বং করিতে পারিয়া দেবেশের পুজা। নির্মূল হইযা যাইতে ও সকলে তাহাদের সকল অর্থ হইয়া কবেই এই জন্মে তাহার। জগারের উপর অর্জন করিতে গিয়াছিল তাহার। সম্প্রতি এক ব্যক্তি জগারের মণিদের মারা মারায়, তাহারা সকলে অতুলন কুস্তু হইয়াছে।” — মূলভট্ট সন্তান, ১২৮ সাল, ২১ ফাটক।

খোজা।

সিদ্ধি, মস্কীটি, জ্যোতির্বিবাহ, তাওস্কর অনুভূতি পরিমাণ প্রাথমিক প্রতিষেধ নানা প্রভাবের খোজা নামে একটি সমাদর আছে। যদিও তাহাদের আপনাদিগকে মোহলম্ব বলির পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহাদের আচার, বাবরার ধর্মাবলম্বী হিন্দু ও মোলুম্বানু উভয় ধর্ম উভয় ধর্ম উভয় ধর্ম উভয় ধর্ম দিকের কোরিয়া কোরিয়া দিকের কোরিয়া ণকৃত হইয়া, মূর্তি ঘটিতে পর, হিন্দু ও মোলুম্বানু উভয় ধর্মাবলম্বী অভ্যন্তরি করিয়া সম্পন্ন ছিল। তাহাদের উপায়ের নির্ভর করিয়া যে বহু কিন্তু অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মণ পথনের ব্যবসা আহর করা হইয়া থাকে। খোজা। হিন্দু ও মোলুম্বানু উভয় তীর্থ পরিধান করে, সমন্ত ভূমিত হইলে পর, হিন্দু-মোলুম্বানু নামে দুই নামা একাধ জাত-কিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং হিন্দু-মোলুম্বানু সূচনী বাবরার-সন্তান-বিশেষ অবলম্বন করিয়া চলে।

* Englishman, 18th August, 1847. 
টিপনী।

(প্রথম ভাগ | উপক্রমিকা। ৭০ পৃষ্ঠা—বেদ-শাস্ত্র বজ্র
দেবতার উপাসনা—প্রতিপাদক কি না ?)

বেদ-বিদ্যা-পার্শ্বী প্রবিধাত জীীদার মূলসহ বলেন। বৈদিক জীীদার যখন যে দেবতার স্তূতি করেন, তখন তাহার পরামর্শের বিষয়। কীবো করিয়া যান; উপাসনার যখন এক দেবতার উপাসনা করেন, তখন অন্য কোনো দেবতা তাহার মূল্য পূজিত থাকেন না। জয়ের বচনামুসারে, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অপ্রি প্রকৃতি স্তূতি দেবতার ভিতর ভিতর দেবতার নন, এক দেবতারই সংস্থান; অর্থাৎ বেদবল্লিহিনুদ্রা অথার্য শাস্ত্রের মায় বহি-অবধারণ নহেন। এই পুরুষের প্রথম ভাগ উল্লিখিত পৃষ্ঠায় এই মতের উপস্থ কর। ইহার চার। সপ্তম বল অক্টোবর মাসে তুমি বিশাল পাওয়া শিষ্য-মন্ত্রী জীীদারের বহি তাহার এই মতে অস্তি-বাদ করিতেন।*। বেদরায়ারী প্রাচীন হিনুদ্রা যে একান্ত ভিতর ভিতর দেবতার উপাসনা। করিয়া, জয়ের মহীষীর প্রাণ বাঁচা প্রায় সমাচার বিদ্যামগু রহিত হয়। ইন্দ্র ও অরি, ইন্দ্র ও বরুণ, মিত্র ও বরুণ, আর্য ও পূর্বী, তুমি ও রাজা প্রকৃতি যুগে কই দেবতার এক স্তূতি ঐ সংস্থল আনেক ছাড়ি নরিকে ছাড়া। কেবল যুগে কই দেবতার না না থাকে অনিদারণ, সতধৰম্য প্রকৃতি বহি দেবতার এক সংস্থল দেখিতে পাওয়া যায়। কতই উল্লিখিত পূর্বী-কালীন হিনুর বর দেবতার উপাসনার ছিলেন ইহার সমুহ নাই।

(দ্বিতীয় ভাগ | উপক্রমিকা। ১৩৩ ও ১৩৪ পৃষ্ঠা—
ভারতীয় চিকিৎসা।)

কেবল আরবে নয়, বহি পূর্বে জীীদার দেশেও ভারতীয় ধর্মধারা প্রচলিত হয়। হিপক্রেটজ মাথার প্রাপ্তিতে গ্রীক চিকিৎসক পুঁ পুঁ, পরমার্চ ও দুর্যোপাধিক প্রাচীর হয়। তিনি পুঁ, পুঁ, ৩৬ অর্থাৎ ২৯ মিলিয়ন বৎসর বর্ষাকের সময়ে অম্ভুত করেন। তীর্থে এই প্রকৃতি, প্রেমধারী (পর্বণ শালিস), ঐকাতি, উল্লিখিত জ্ঞানী, লোবস, প্রজ্ঞা, সিন্ধু, চিত্তা এই সমস্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা।

বিশেষে ঐতিহ্য অনুসারে বাবর কিরিয়ার ব্যবস্থা আছে। এ সময়ের ইতিহাস ভারতবর্ষের ঐতিহ্য-ছয়। এ সময় বস্তু ভারতবর্ষ হইতে এই দেশে উদ্ধ ও বিক্রীত হইত। ইহাতে স্বপ্নের প্রমাণ করিয়া দিতেছে, তাদের পূর্ব কানেও ভারতবর্ষের চিকিৎসা। ইত্যাদি খনে উদ্ধিত অংশ প্রচলিত হইয়াছিল। উক্ত একুশ চিকিৎসকের সাধারণ বৈদ্যক প্রথম সমুদায় পুষ্পাদোলন করা এই অবধারিত হইয়াছে যে, অত্র-চিকিৎসা।

বিশেষে এই কল্পনার অর্থ। বিপুল ভিত্তি চিকিৎসকদের চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে সে সমুদায়ের কিছুদিন সময় সম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন চিকিৎসকেরা মূল-দেহের চেয়ে করিয়া তাহার অঙ্গ একাড়া, বিশারদির গঠন ও স্বভাব প্রকৃতি নির্দেশণ করিতেন ইহাতে সম্ভব নাই। মূলগুলি সংখ্যাত থাকিয়া ইতাদিক এসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিষ-ধন রাখিয়াছে। পূর্ব কানে হিন্দু চিকিৎসকেরা অষ্ট রোগ, অসুস্ব-ধাক্ষ, মূলাধার-মিলায়। ইতাদিক অনেক শব্দে কাঠামো অত্র-চিকিৎসা। করিতেন। এখন এই প্রথমেই করিয়া বিবরণ করিয়া পশ্চাৎ সেলসুদ্ধ নামক লাটাড়ি পণ্ডিত তাহা ইত্যাদি খনে অচ্ছার করিয়া দেয়। তিনি মিশু-দেশীদের নিকট জাতি অবগত হন এবং মিশু-দেশীয়ের পূর্ব-দেশীয় । (অর্থাৎ ভারতবর্ষ) চিকিৎসক হইতে সমুদায়ের কথা শিক্ষা করিতেন। অতএব এই হিপাকেটিজ অত্র-চিকিৎসা বিষয়ে ভারতবর্ষের নিকট উত্তম ছিলেন ইহা সর্বদোমের সন্ধান ও সকল।—Transactions of the Second Session of the International Congress of Orientalists, for 1874, pp., 255—259.

(চি, তা, ত্বাগ্রিনিক। ১৩৬ পৃষ্ঠা)

তখনস্থিরয়াগের অন্তর্গত তুরী তুরী উপনামে ভোটে দেশীর ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভাষায় প্রচলিত হইয়া। তথা কার কেহ শান্ত নামক রহস্য বোধ শাখ্যে সেই সমুদায় সহিত আছে সম্প্রতি শিক্ষা নাম তাহা সংজ্ঞা করিয়া বোধ ভাষায় অনুবাদ করেন। পশ্চাৎ তাহা চরজ-সুন্দর করিয়া ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদিত হয়। সংস্কৃত তখনস্থিরয়াগের সহিত এই উপনামগুলির বিশেষ এই যে, তাহা বোধ সমাজের উপযুক্ত করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে *?

* Tibetan Tales derived from Indian Sources Translated into English from E. Anton Von Schiefner's German Translation.
টিপনি। ৩১৫

(দ্বিতীয়, উপক্রমিকা। ২৪৩ পৃষ্ঠা।)

অশোকের নাম পিয়দনসি।

অশোকের অন্য নাম পিয়দনসি এই বিষয়ের দীপবৎ-লিখিত পালি-
বচন ॥

ং বলতাই যুগলি অধ্যাপক যুগলি অ যুক্তি পরিভাষিতে
অধিষ্ঠান সিদ্ধাচরণে।

দীপবৎ: যদি ভাবিবেন।

রুঢ়দেবের পরিনির্ভুর ২১৮ শত অক্ষাবন বৎসর পরে পিয়দ-
নসির (অর্থাৎ প্রিয়দর্শী) রাজ্যভিতেক সম্পূর্ণ হয়।

অধুনাতন্ত্র সত্তবাহন হিন্দুরাষ্ট্রে অভিষু হজ্জুলো নায়া অতি
প্রতিষ্ঠাতাকরণে।

দীপবৎ: যদি ভাবিবেন।

চন্দ্রধরের রুদ্রপ্রশাী ও বিদ্বদীর নিজ পুত্র সেই সময়ে উড়-
যাচ্ছি করা হয়েছিল।

পালি দীপবৎ অতএব শর্ক আছে, তাহার অর্থ নান্দির নাথি
অর্থাৎ রুদ্রপ্রশাী। অশোক বিদ্বদীর পুত্র বর্তে, কিন্তু চন্দ্রধরের
রুদ্রপ্রশাী নয়; কেননা পরাণুতীতের পুত্র, চন্দ্রধরের পুত্র বিদ্বদী
এবং বিদ্বদীর পুত্র অশোক। অতএব পালি এই কোন কারণে
অশুদ্ধ ঘটিয়া থাকিবে।

(দ্বিতীয়, তৃতীয়, উপক্রমিকা। ২৪৯ ও ২৫০ পৃষ্ঠা।)

—পৌরলিকতা-পরিলীলা নৌকাঃ।

জাপান দ্বীপে বিনিদী নামক একটি বৌদ্ধ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হই-
যাহে। তাহার চিরকালের বিবাহ-পরিবর্জনের অবলম্বন বিধি
এবং তিনিদের অন্তঃিদির অনেক কিয়করসাণ পরিভাষা করিয়াছে।
যুক্তিটি এবং অন্ধন দেহ নিজেদের পুকু অপ্রচলিত করিয়া নিষিদ্ধ এবং
অন্য অষ্টমনিতা নিজের সন্তানের উপাসনা অনুযায়ী করিয়াছে। যেহেতু, নিজের
পুটায় মনে করিয়াছিলেন জীবন্যায় যুক্তি পদে অবদান হইতে থাকিব। জাপানের পুটায় সমাজের
কিন্তু মূলসারে এইরূপে পরিচিত সংগঠিত হইয়া থাকিত। 


† বিমুখ মাতাজ। ১, লেখা। ৫ পত্র।
ভারতবর্ষীয় উপাসনক-সম্প্রদায়।

হইওয়াচে *। অপরাপর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে যত একার পুত্তল-পৃজা অচলিত আছে, চীন-দেশীয় বিষ্ণু সম্প্রদায়ীরা তাহার অনেক একার পরিমাণ করিয়াছে, কিন্তু এত দূর উদ্দেশ্য লাভ করিতে পারে নাই।

(দ্বি, ভা, উপক্রমিকা । ২৭১ পৃষ্ঠা ।—গয়া।)

ললিতবিষ্ণু বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের এক ধারা সমধিক প্রাচীন আবিষ্কার। ভারতে লিখিত আছে, শাক্য রাজগুহ হইতে প্রাচীন করিয়া গোয়ার গমন করেন এবং তথাকার পুরকগুলি লোক সমাদের পুরক উত্তরাধিকার অভ্যির্ভাব করিয়া যোগাযোগ অমোদ অনুষ্ঠান করিতে উপযুক্ত হয়।

চুক্তি নির্দিষ্ট বৈষয়িক অথবা মিলে রাজনীতি বৈষম্য নিয়ন্ত্রণ করা।

নগর পুজো দানের স্বরূপ রাজস্বসম্প্রদায় আত্মহত্যা করিবেন আমাদের দান।

ললিতবিষ্ণুর সম্প্রদায়। মুদ্রিত পুস্তকের ৩০৯ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় পার্থিব ধর্ম এখনও একাদশ কালীয় পুষ্প পার্থিব ধর্মের বিষয়ে সহিত মধ্য-পর্যন্ত গ্রন্থ হইলেন। সময় ক্রমে রাজগুহ অতিক্রম পূর্বের গমন করিলে পর কতকগুলি লোকে মানুষযুগের অনুষ্ঠান পরিসর করিতে লাগিল। ভারতের ভারতে অভিন্ন মনুষ্য করিল।

এই প্রাচীনমুদ্রায়, বৌদ্ধময়-পূজনের পূর্বে মায়ের মধ্যে গায়-নামে একটি নগর ছিল বলিতে হয়। সহায়তার তীর্থ-রন্ধন-মাত্রে গর্ভ তীর্থের মাহায়া কথন আছে। বহু কথা বলিয়া ঐ প্রেম প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব উহার ধন-বিখ্যাত আবলম্বন করা। হিন্দু গোয়ার, মানব বা আচারীর বিষয় নিজস্ব করিতে পারা যায় না।

এক্ষণে হৃদি গর্ভের নাম দুষ্টে পাওয়া যায়, গর্ভ ও বুদ্ধগর্ভ। কোন প্রচলিত প্রকৃতি বুদ্ধগর্ভের নাম ও প্রসঙ্গ নাই। উল্লিখিত ললিত-বিষ্ণুর ও সহায়তার বচন এক গর্ভের বিষয় লিখিত আছে। চীন-দেশীয় তীর্থপথ ও ম্যাগনিক পৃষ্ঠায় শতাধিক প্রতিক্ষিত।

† পৃষ্ঠা ২২১।
‡ ২৭১ পৃষ্ঠা।
§ এই প্রবন্ধ ১৫ অধ্যায়, ২৮ ও ২৯ ছাপ এবং ৮১ অধ্যায়, ১৩ ও ২০ ছাপ।
তিনি এই গুহায় বিষয় বিবরণ করিয়া যান। হিউড ফুলার ও কুঞ্জার্জর সময় শতাব্দীর প্রথমাংশে এক ভিন্ন বিধান গাইয়ার কিছু উল্লেখ করেন নাই। আইন আর বুঝিতে কেল হিন্দুর গাইয়াগুলিতে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষাতে উহা প্রচলিত বলিয়া প্রথিত এরূপ দেখিতে আছে নহে।

গাইয়া নামের স্বতন্ত্র বিবর্ণ হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই সমাজে দুই অকাল উপাধি প্রচলিত আছে। বৌদ্ধেরা বলেন, গায় কসুপ নামে এক বাণিজ্য অধি উপাধি ছিলেন; রুহ তাহার এই স্থানে বিবর্ণ করেন এই নিমিত্ত ইহার নাম গায়া হয়। হিন্দুদের উপাধি অনুসারে ইহার নাম হইতে তাহার উপর ধর্মম শিলা সম্প্রদায় ও 'অনুষ্ঠান। এই শিলার উপর নিজ নিজ শক্তির নাম উপস্থিত হয়। তাহাকে বিনিময় করিয়া রাখেন। গায় হামারের চিরায়ত অধিষ্ঠানের স্বর্ণের রূপসী বর্ণিত আছে। সেই গায়ের প্রাচীনতম সামাজিক শাসনের নাম গায়া হইয়া। এখন উপাধি আনুসারে, গায়ের আর্থিক ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় উপাধি আনুসারে উহার হিন্দুদের ধর্মশাসন হয়। ভাষাতে এরূপ নামাঙ্কন এই স্থানে বর্তমান পূর্বাঞ্চল হয়। হামার নাম করেন এই নিমিত্ত এই বৌদ্ধদের একটি নূতন শাসন শৃঙ্খলা প্রাচীনতম। এক্ষণে যে স্থান ইহা বলিয়া প্রাচীন, তাহার মধ্যে অনেকের পূজন বিষয় বিদ্যমান আছে। যে বৌদ্ধ-কুল-ভিত্তিক অনুসারে রাজা খুঁ, পুরুষ, তৃতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, ঐ স্থায় উহারও বজ্জন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া রিয়াছে যাং।

† Histoire de la Vie de Hiuen-thsang et de ses, Voyages dans l'Inde, Traduit du Chinois par Stanislas Julien, p. 455.
রাজস্থানের ২৬ পুষ্টি রেখা । লেকিনার ইতিহাসে যে ভিত্তির অপ্রচলিত, ও পাঠক দিকে বিষয়-লিখিত নিদর্শন-ব্যাক্তি দেখিতে পাই।
A. Cunningham's Archaelogical Survey of India, Vol. I., Plate 7 and 16.
কিন্তু প্রাচীন গৃহ-বিশেষের স্থানে পুরাতন গৃহের প্রস্তরাদি উপকরণে প্রস্তুত হইয়াছে। কোন কোন মন্দিরের নিম্নভাগ পুরাতন ও উপরিভাগ আধুনিক। রামশিলা পর্বতের উপরিভাগে পাহাড়শ্রেষ্ঠ মহাদেবের মন্দির আছে। তাহাতে একটি লিঙ্গ ও শিবপাটাইর কড়াঘোলা কুতু কুঁটু প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের নিম্নভাগ পুরাতন ও উপরিভাগ ইদানীং। কিন্তু সেই উপরিভাগ নাম প্রকার পৃথক-পৃথকে নিখিলি। এমন কি, সেঁতুলি পর্বতের মিলিতও হয় না। তাহার মধ্যে প্রাচীন মন্দিরে যে খণ্ডগুলি যে ভাবে ছিল, ঐ যা মন্দিরে তাহা বিপুলাঙ্গ করিয়া বিনষ্ট করা হইতেছে। ২। গায়র নাম স্থানে বিশেষতঃ ঐখানে ঐখানে দেবালয়ের প্রাচীরে বা তাহার অঞ্চল-স্তূ চোট চোট মন্দিরে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় প্রকার দেবতারোই প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায় ৩। এই গায়র নাম স্থানেই ইততঃ বিশ্রাম খোদাইগুলি বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহার অনেকগুলি ঐখানে সেখানে পাওয়া যায় না। সে সমুদায় প্রথমে যে স্থানে যে বিষয়ের বর্ণন-উদ্দেশে খোদাই হয়, ঐখানে ঐখানে যে বিষয়ের বর্ণন-উদ্দেশে সংগ্রামিত নাই; তাহাতে পরিলক্ষিত হইতেছে। পূর্বে যে লিপি কোন বৌদ্ধ দেবালয়ের বিনির্দেশ ছিল, ঐখানে ঐখানে হিন্দু দেবালয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের সময়ের চারটি ভূইঘনের খোদাইগুলি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বিজ্ঞাপনের সংখ্যা অস্ত্র-কুঁদ; সেই স্ত্রী-রূপের পশ্চিম পার্শ্বে হিন্দু-মন্দিরে ঐসাই স্ত্রীনু-মন্দিরে ঐসাই অঞ্চলের খোদাইগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের অভ্যেস্ত ও বহিভাগে বাঙালির একের কলাকৃতি নিশপ করা হইতেছে যে, দেখিলে বোধ হয়, ঐ লিপি প্রভূত বৌদ্ধ-বিষয় ও বৌদ্ধ-ঘটি সমুদ্রায় গোপন করাই তাহার উদ্দেশ্য। শ্রীমান কলিং ল্যাম্বের কোম্পানির একটি বল্লুক আঁকিতে যাহা অবগত হইয়া প্রতিপাদ করিব। ঐ খোদাইগুলি-প্রতিষ্ঠার সময় ঐসাই লিখিত আছে।

“সংগ্রহ পরিশ্রমে দুই জাহাজ হইয়া তুমি বোধ হয়।”

ভাগবাণু বুদ্ধের নির্মাণের ১৮১১ সময়ের কালিকা জানে রূপকল্পকার

প্রতিষ্ঠাপন রূপকারে।

সিঙ্গল ও ত্র্যুক্তদেবীর বৌদ্ধ গ্রন্থের মতে খৃষ্টপূর্বে ৫৪০ অর্থাৎ বৃষদের মৃত্যু ঘটে। ইহাই হইলে এই কোষিকলিপি ১২৭৭ খৃষ্টপূর্বে পরিপূর্ণ হইয়াছে বলিতে হয়। 

পুর্বে উত্তর কোন বৌদ্ধ-মন্ত্রকে সমৃদ্ধিত ছিল, পরে গোয়ার পুরুষ-মন্ত্রে আরম্ভ হয়। তুপোরাঙ্গ এই মন্ত্র ঐ সময়ের বজ্রাকার পরে নির্মিত বলিয়া মেধাকার করিতে হইতেছে। 

গোয়া ও তাহার পারস্যবী নাম স্থানে বৌদ্ধদের চৌদ্দ চৌদ্দ কোষিক লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। *। হিন্দু যাত্রীরা যে ফতুন্দী ও রামগোয়ার বিষয় বিধানে গৃহীত করিয়া থাকেন, সেই ফতুন্দীর নিকট ও 

দেহ রামগোয়ার অস্থায়ী বৌদ্ধ গ্রন্থের কোষিকলিপি বিশ্বাস রহিয়াছে। †।

এমন কি, বিজ্ঞাপণের নিষ্ঠাসম্পন্ন চৌদ্দ বাহুল্য ঘটে হিন্দুদের চৌদ্দ চৌদ্দ পাথার পারস্যবী এক মাসের মধ্যে বৌদ্ধিকের 

একটি মানসিক স্কুল ও সেই স্কুলে বৌদ্ধ মন্ত্র গৃহীত হইয়াছে।+

হিন্দুদের গণান্তরাত্রে গোয়া মান্ত্রিদের প্রতি বৌদ্ধদের বোধি- 

রূপকে প্রাগাম করিবার বার্ষিক লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে যে 

স্থান বুদ্ধগোয়া বলে, তাহার মধ্যে বোধিরূপ বিষয় আছে। 

তুপোরাঙ্গ গণান্তরাত্রে যে গোয়ার বিষয় বিষয় রহিত আছে, ঐ ভোদিরূপ সেই গোয়ার মধ্যে প্রচলিত আছে। অতএব, পুরো এক গোয়াই ছিল; ক্ষুদ্র- 

কার গোয়া ও বুদ্ধগোয়া তাহাকেই অর্থবহ।

উল্লিখিত বায়বত্ত মধ্যে ধর্মের প্রণয় করিবার বিধান আছে।

বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মের কল্পনা পারস্য, পুরোর তাহার বিবরণ করা গিয়াছে।

ধর্ম তাহার নিয়মের একটি যুক্তি। বিশেষতঃ যখন ঐ বিধানটি


d"তার কুলো যুদ্ধার যুদ্ধার, কোথা শ্রদ্ধা মন্দ্রবী,

লো: শ্রদ্ধার বিভাগ শ্রদ্ধারঃ" ইন্দি।


† Dr. Rajendra Lal Mitra, Buddha Gayā, p. 30.
‡ A Survey of India, Vol. III. p. 112.

২০ উপকামিপাত্র পুষ্পের বাণী নামে "পথের ক্রোধ পুরোর শ্রীরাম" লিখিত হইয়াছে, 

ভারত ভাষাগত সংস্কৃত ও বিচারের এই বৈষ্ণব পথের লেখক-রীতের সামর্থ্য হইয়াছে। উত্তরের প্রথম বা বিচার পাঠকেরা বুদ্ধগোয়ায় নীপিয়া বিভাগের লিখিত ছিল, 

তাহার বিষয় তাহাকে বুদ্ধের বিশাল ভূমি হইতে বিগ্রাহ হইত পারিতে।

১৮০ পৃষ্ঠায় বুদ্ধের বৌদ্ধ বোধিকরণ শ্রদ্ধা হইত পারিতে।

২৩২ পৃষ্ঠা।
ধোকলাগুলির বোধিসত্ত্বের প্রথমার্ধের মধ্যে বিনিবিক্ত হইয়াছে, ততম উহা বোধিদ্঵ন্ধু মনুষ্যজাতীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। উহার একটি শ্লোকের পরেই ঐ শ্লোকের পুনঃপ্রচন্ড শ্লোকে উহা বোধিসত্ত্ব—সমাজে প্রচলিত একটি প্রাপ্তি বিশেষ্যে বিশেষিত হইয়াছে। বোধিসত্ত্বের শুন্য শরুর বৌদ্ধিকাগুলির একটি এতি প্রধান উপাধি। রুদ্ধ ক্ষরণে তুষ্মুক তুষ্মুক মল বোধিসত্ত্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ঐ চরণে উল্লিখিত বোধিসত্ত্বের বুদ্ধি রুদ্ধকেও বোধিসত্ত্ব বলিয়া সূত্র করা হইয়াছে।

ধোকলাগুলির বুদ্ধির অর্থাৎ নরনির্ম:।
ধোকলাগুলির বুদ্ধির অর্থাৎ নরনির্ম:।
গৌরবাহস্থ। ১। ৩২।
চঞ্চল-সন্ন বিশ্বাসে বার বার নমোন্মভার কর। যজ্ঞ সংহরন ও বোধিসত্ত্ব-গুরুর অস্তদ্ধ পুনর্জন নমোন্মভার কর।
ধর্ম, বোড়িধ্রু, বোধিসত্ত্ব এই তিনটি বৌদ্ধমত-বিশ্বাসের একত্র সংঘটন হওযাত, গৌরবাহস্থের এইস্তলে বোধিধর্ম ও বোধিসত্ত্বের বিদ্যালয় লক্ষ্য হইতেছে।
এই সমস্ত প্রবলালোচনা করিয়া দেখিলে, গৰ্ত্ত এক সময়ে বোধিসত্ত্বের তীর্থ-বিশেষে ছিল; পরে হিন্দুর হাস। অধিকার পুরুষক আপনাদের তীর্থ-বিশেষে করায় নন এইটেই প্রথীযমান হইয়া উঠে।
তদৃশ্ম, হিন্দু-গৰ্ত্ত দেবালয় সমুদায়ের নিত্যদি আবাসিক, পুরাতন দেবালয়ের উপকন্তক শেষে সমুদায়ের নির্মাণ, হিন্দু দেবালের বৌদ্ধ-প্রাচীন ও বোধিসত্ত্বাঙ্কিতলিপির অন্ততঃ ইতাদিপূর্বক বিষয় সমুদায়ের অন্য কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত সভ্য ও সঙ্কেত হয় না। বোধিসত্ত্বের দেবালয়-বিশেষে বুদ্ধপদ অর্থাৎ বুদ্ধের পদ-চিহ্ন প্রতিভিত থাকে ইহ।
পুরুষে মৃত্তিকা হইয়াছে। তাহাদিগের শাখা যজ্ঞ সুষুপ্ত জলাশয়ের আকারে দেবালয়ের পদ-চিহ্ন ও তুষ্মুক পুজা দেবিকে পাওয়া যায়। ভোগলে পুজোর পরম্পরম পাণ্ডবের যেসিদ্ধ ধীর-পুজা নামক বর্দ্ধ তীর্থচরের পদ-চিহ্ন বিদ্যমান আছে। পরিণীতিতে বুদ্ধ-পুজোর চিহ্ন ও লক্ষণাদি বর্ণিত আছে।

ক্ষরুৎকেলার, ব্যাক্তিকেলার। আহাটবাগায়ের। ক্ষরুৎ-ক্ষরুৎকেলার। ধীরচর:। ধীরচর পারবাপড়ার।

* ইন্দোরামন্ত্র। ২৩২ পৃষ্ঠ।
* ইন্দোরামন্ত্র। ২৩১ পৃষ্ঠ।
টিপনি

কৃদাস্ত এখন আমি দুই এক্ষণের দিনের দুই সহায়কদের হাতের পায়ের।

ম্যাট্রিক্স নির্দেশনায় দুগ্ধচালকাদ্যন্ত্রনিষেধ: কৃদাস্ত।

লালিতবিন্তত। ৭ অধ্যায়। মূলত পুস্তকের ১২১ পৃষ্ঠা।

সর্বার্থান্ত রাজকুমার শাসকের হস্তের অস্ত্রা দীর্ঘ হস্ত ও পাশ বিস্তৃত; কেমন ও তত্ত্ব; জাহাজের মধ্যে লামাহ হস্ত-পুঞ্জ; পদার্থগুলিস অস্ত্রো দীর্ঘ; পাশের শুরুপ্রথা হইতে চক্র আছে, তাই বহ বর্ণ চিত্রক, উজ্জলি ও প্রভাবুক; তাহাতে সহস্র আর এবং একটি নেমি ও নাতিনি বিষয়মান আছে।

অতি পূর্বে, অর্থাৎ, বৌদ্ধধর্মের প্রায় প্রথমস্তম্বাহার রুক্মিণীর পদার্থাত্মক উপাদানের পারমাণবিক স্বত্ব হয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সকল দেশের লোকের মধ্যেই সম্ভবত তাকিন সহায়তা রুক্মিণীর পুঞ্জ ছিল। এক্ষণে হইতে দৈর্ঘ্য সতি ফুট হয় রুক্মিণী এবং এভাবে তিন ফুট হয় রুক্মিণী পরিমিত এক্ষণে রুক্মিণী-চিন্তা-বিশিষ্ট প্রস্তর অনুর পূর্বক কলিকান্তভ ইন্দ্র মিতালিঙ্গের অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় কোতুকগারের দক্ষিণ দিকের নিম্ন-স্তম্ভ গুহে সংগম করিল। এ পাদ-চিন্তা হইতে অক্ষর-দৃষ্টি দ্বারা পরিবেশিত। সেই দেশীয় বৌদ্ধের তাহার পুঞ্জ করিল। পা খানে প্রায়ই সমান অন্তর্বিশিষ্ট।

কেবল নিম্ন প্রাঙ্গণে সর্প হইতে শরীর রহিত হয়ে যায়। উহার কিছু প্রথম সৃষ্টি দৈর্ঘ্যের শুরুতে ১৪০ দেড় হস্ত ও প্রেরণ পায়। অস্ত্র পরিমিত আর হইতে রুক্মিণী-চিন্তা হইতে অনুভূত হইবার সময়, যাদৃশ হইতে। তাহার প্রথম নিকটের একটি বৌদ্ধদের পুঞ্জস্রো অর্থাৎ এক পদার্থের প্রাক্তন অন্তর্বিশিষ্ট দেখিতে পাইবে। তাহার মুখো হইতে আনীত; একটি পদার্থ সম্পূর্ণ এবং অপর একটি সৃষ্টিকর্মধে মাত্র আছে। পাদের অনেক দেশের সর্বপ্রথম থাকে। রুক্মিণীর সহায়তে অর্থাৎ প্রাক্তন মনোষ্ঠ রুক্মিণী-চিন্তা প্রাক্তন হইতে। উহার রুক্মিণীর প্রাক্তন শাখায় একটি মুল ছিল, তাহার মধ্যে এককালিক প্রাক্তন হুইত পদ-চিন্তা চিত্রিত। সে হইতে রুক্মিণী বলিতে পারিল।

ছিদ্রসংযোগ দেশের, এমনহীন তাহার প্রাক্তন শাখায়, দেশের প্রাক্তন শাখায় গাম্যচিত্র প্রাক্তন তাহার প্রাক্তন শাখায়। বলিতে কান্ত কোন শাখা পদ-চিন্তা আছে। বিশ্বাস করিয়া গয়ার বিশৃঙ্খল প্রাক্তন হইল,
কোন পদাত্বক তালুক প্রচারিত ও বিখ্যাত নয় এবং বৃষ্টি ও জৈন শ্রেষ্ঠদের পদ-চিহ্নের লাই প্রধান প্রধান শ্রেষ্ঠদের সংস্থাপিত দৃষ্টি হয় না। গঠিতে বিলুপ্ত পদ-চিহ্ন। এরূপ একার হইলে উঠিয়াছে, এরূপ আর কোথায় হয় নাই। বৃষ্টির অভাবে পূর্বলোক স্থ্যানের বৃষ্টি-পদ-চিহ্ন বিহ্যাত আছে।

আরও যখন এরূপ সাধীত পদ-চিহ্ন পূর্বলোক। এতেষ্ট ছিল, তখন গায়র বিলুপ্ত পদ বৌদ্ধদিগের বৃষ্টি-পদ-চিহ্ন দৃষ্টি একার হওয়াই সত্য। যখন বৃষ্টি বৃষ্টির অভাবে, বৌদ্ধদের অন্য অন্য দেব-প্রতিমূর্তি, বোধিলক্ষ প্রভু কে বুদ্ধদের উপাসনা পাদার্থের মধ্যে পরিহিত হয়, তখন অন্য এই এরূপ মনে করিতে পারা যায়, বিলুপ্ত পদ-চিহ্ন বৃষ্টি-পদ ছিল, পরে বৌদ্ধ তাহা বিলুপ্ত বলিয়া প্রচার পূর্বক তাহার প্রতি লোকের বদ্ধক তন্ত্র অন্ত্র অব্যাহত রখিয়াছেন।

হিন্দুর অন্য অন্য কথায় এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। পৌরিনী জেলার অন্যতম রাজারুগ এ পূর্বক বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান স্থান ছিল; পরে হিন্দু ও মুসলমানের আর। অধিকার করেন এবং তত্ত্ব দুগ্ধাদির ইতি কাল লইয়া আপনাদের দেবলাই প্রভুত প্রভুত করিয়া। তাহার মধ্যে বৈদ্য ও বিপুল নামে দুইটি পর্যন্ত আছে। বৈদ্য পুষ্পকে পূর্ব প্রদেশ এবং বিপুল পর্বতের পশ্চিম পাদে অন্ত জ্যোতি, সোমপুর, কুশানী পুরী, ব্যারাকিয়ুথ, মারিকায়, সীতাকুঠ, বৃহস্ম্যুথ, গুরুকুঠ ও এরূপ অনেকগুলো উপাসনার বিভাগ আছে।

এই সমূহের মধ্যে বৈদ্য ও বিপুল নামে কিন্তু দুই পর্যন্ত রহিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধদিগের দ্বীপদের পূর্বতন ইতিহাস নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার একটি দুর্গ প্রতিরক্ষায় অথবা দেবলাই পাওয়া যায়। এই দুটি খনন পূর্বক ইতিহাস ইত্যাদি শেষ হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুগণ অন্য বিদ্যনিষেধের জন্য। যাইতেছে, ঐসময়ে ৪০ চরিত্র সুন্দর উচ্চ একটি দুর্গ ছিল; অনৌক রাজা তাহা নির্মাণ করেন।

আরো: রাজার একটি পদ-চিহ্নের চরিত্র দিকে যায়, চক্রপ্রাণ, পদের চিহ্ন রহিয়াছে।

* রাজার পদ-চিহ্ন নাম রাজারুগ।

† A. Cunningham's Archeological Survey of India, Vol. 1, p. 941 and 942.
উপাদানের কিছু পূর্ব গিরিক নামক পোর্কিটে "জরাসন্দ্রি বৈষ্ঠক!"। সেটি পৌরাণিক একটি চূল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বর্তমান ইতিহাসে যে পূর্ব স্থানগুলি ছিল, ইহা পূর্বে অস্পষ্ট হইয়াছে।

জগন্ধারের রক্ষাত্মক কোটালী স্থানগুলির রক্ষা চাহিদ অনুচ্ছেদে এবং জগন্ধার প্রকৃতি ছিল, সম্ভবত এই তিনটি স্থানের বুদ্ধি, সজ্জা ও ধর্ম থাকিতে বিশেষ পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

ভূপালের প্রাচীন স্থানের ব্যাপারে নমুনা তীর্থাতরী সাহিত্য প্রায় স্থানের অনেকগুলি সংবাদ আছে। যেহেতু হস্তান্তরিত মুখ্য-বিষয়ের যে সম্ভাব্য ধর্ম খণ্ড থাকে, উহা তাহারই অর্থপূর্ণ। এক বংশের অবিকল এক প্রকার প্রতিবিম্ব এক নামে থাকায় কেনই সংবাদ হবে? জেনেরেল করিতেও এ তিনটি স্থানগুলির বুদ্ধি, সজ্জা এই দলিলের বিভাজন করার সময় অত্যধিক সমাধানিতে বলিয়া বিবেচনা করেন।

এ তিনটি সম্ভাব্য জগন্ধারের হাসি, সজ্জা, বুদ্ধি, তুষার ও আশঙ্কারী অর্থের স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

* Phases of India, by A. Cunningham, p. 36.
* Ibid, pp. 353-358, Plate XXXII.
* Ibid, Fig. 10.
ভারতবর্ষীয় উপাসন-সম্প্রদায়।

ঐতিহাসিক ভাষা সমূহে বৌদ্ধ-দ্বীপীय পরিচারক তাঁক বা না হচ্ছিন, যখন জগন্নাথপুরের তিন মূর্তি কোন প্রকার পরিকল্পিত নেই। পাত্র-কল্লীতর একত্র মূল্যাত্মক নয়। এবং যখন ঐ তিন ধর্ম্ম-বিশ্বের সংহিত তাঁহার অন্তর্গত সাধারণ ও সংবাদ বিষয়ে বীর্য করিতে হয়।

বৌদ্ধ বিচ্ছেদে চক্র শঙ্খ যে রূপে আঘাতিত এবং ভাষাগত মূল শ্রীচতুর্ধক ধর্ম্ম-চক্র যে রূপে মহাভাষিক, তাহা পুরুষ লিখিত করিয়াছে। চক্র-চিহ্নটি একটি রুদ্র-বর্ষ-বিশেষ। বৌদ্ধ শংকে রুদ্র-পদের চক্র-চিহ্ন বিশেষে বর্ণিত আছে। বৌদ্ধ শঙ্খে পুরুষ বিধায় তাহার একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার উপাসনা করিতে প্ররূপ থাকে। তাহার অনেক-নগর মূল্য এহি চক্রে চিহ্ন দেখা যায়। ভেবে বৌদ্ধ সর্বাঙ্গীন সাধকের মূল ও নাম মূলরূপ হইতে উঠিয়া অনেকগুলি ঐতিহাসিক সংগ্রহ করিয়া একটি চিহ্নটিতে সংক্ষিপ্ত প্রকাশ করা হয়। বৌদ্ধ বিষয়ে মূল্য-চক্র ব্যবহার করিয়া যাহা চিহ্নিত আছে।

শ্রীবর্দ্ধন যখন বিষ্ণুর পদ-চিহ্নজাত, মূল্য-চক্রের সামনে বসিয়া স্থানযুক্ত নয়। মূল্যরূপে মাহাত্মা অপর মূল্য-চক্রের পার্থিবত্ত হয়। এমন কি, তাহা মূর্তি ও বলরামের সংহিত সমান পদানু বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। চক্রে স্থান স্থানে উপাসিত ঐতিহাসিক বিশেষ রূপে পাটক হয় তাহার সদ্যে নাই। পূর্ববৰ্ত্তী ললাবাল সার্থে যে জগত্থের ঐতিহ্য আছে, তাহার বাস পার্শ্বে একটি কঙ্কণে আকৃতি মূল্য-চক্রের নামে এক রূপ

* উপকৃতমিতি। নীতি পুষ্প। ২১১ পৃষ্ঠ।
† পুষ্পনিধি। ২৬৩ ও ২৭২ পৃষ্ঠ।
‡ Bhilas Topes by A. Cunningham, p. 353 and Plate XXXI.

 Decrypting the script, we can observe the following:

- The text is a historical and cultural commentary on the religious and symbolic practices of ancient Indian beliefs.
- The author discusses the significance of symbols such as the chakra and the conch, and their usage in religious contexts.
- The text mentions the importance of scriptures and their role in the development of religious practices.
- The author references specific historical events and figures to illustrate the evolution of these practices.

The text is rich with cultural and historical insights, providing a deep understanding of the religious landscape of ancient India.
চঙ্গের প্রতিপত্তি এগিয়ে দিয়ে খাড়ি। কুলকার্ধ ভিত্তি অন্ত কোন দেবতার নিকট সৃষ্টিতের পাশে থাক। বর্তমান মূলক ক্ষেত্র-মূলক ভিত্তি অন্ত কোন দেবতার সাধারণ সৃষ্টির চিন্তা দেখতে না পাওয়া যায়, কেবল উল্লিখিত অভিপ্রেত সমষ্টির সাহায্যে বলতে হয়। আর কারণ এর অন্তর্ভূত জলাষ্ট্র একটি বৌদ্ধ দৈবত অন্ধ্যাপন জগতের মধ্যে বলিয়াই। ক্ষেত্রে, বিশ্ব-দেবতার জগতের এক নামটি বৌদ্ধদের নিকট হতে গৃহীত এই অংশ অন্যতমই মনে হতে পারে।

জগৎপ্রকৃতির কিছু উপরের অন্তত্ত্ব তুবে নেমরে তীর্থে এক সময়ে বৌদ্ধধর্মের ধর্ম অবহ্রিত ছিল। তথাকার কেশরীর নাম বৃহত্তর-বর্ষকালে ১৬৭৩ খৃষ্টীয় সময়ে জীবি হয় এবং ঐতিহাসিক ইশুর নামে শোষণের সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠান ছিলেন। বুদ্ধের বদন প্রতিষ্ঠিত নিষ্ঠুর বিবাদ বিস্ফোরণ চলে; অবশেষে বুদ্ধের প্রথম হয় বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠান।

তাহারা মূলমন্ত্রের প্রতিষ্ঠান অনুসারে নিহত করিয়া তীর্থ-ধর্মের সমস্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাহ করিয়া। তাহারা মূলমন্ত্রের প্রতিষ্ঠান অনুসারে নিহত করিয়া। বিশ্ব বিষ্ণুর ক্ষেত্র-প্রতিষ্ঠান নিষ্ঠুর বিবাদ বিস্ফোরণ করিয়া এবং বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ধীরোগতি তৃষ্ণা-মূলিকে আর্য্য অব্যয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া। অর্থে তাহারা অপেক্ষ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান করিয়া।

সেই সকল মূলমন্ত্রের অভিপ্রেত ভাষা এ নকম হইয়া গিয়াছে।

তথাকার ভাষায়, কোন কোন জগতের প্রতিষ্ঠান কোন কোন জগতের সংক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান নিবেদিত হইয়াছে। কোন কোন জগতের প্রতিষ্ঠান জগতের প্রতিষ্ঠান নিবেদিত হইয়াছে। কোন কোন জগতের প্রতিষ্ঠান এই সৃষ্টির পূর্বের কোন প্রতি পূর্বের জগতের এনিতা লইয়া প্রাপ্ত করা হয়। তাহাতে যে সকল বিষয় নির্দিষ্ট হয়, তাহার কক্সকল্পের সৃষ্টিতে ঘটিত যে দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠাত্তিক অনুসারে যে দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠাত্তিক অনুসারে যে দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠাত্তিক অনুসারে যে দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠাত্তিক অনুসারে যে দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠাত্তিক অনুসারে যে দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠাত্তিক অনুসারে যে দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠাত্তিক অনুসারে যে দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠাত্তিক অনুসারে 

ফিলিস টপসের, p. 96.

ভারতবর্ষীয় উপাসন-লক্ষ্যদায়।

উপর একটি সুন্দর কুলে এবং সেই স্থানের অভিকর্ষিত ভাগকে শিব-নিঃশ্বর বলিয়া অচ্যুত করে। যখন অন্যান্য স্থানে হিন্দুদের একরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তখন ভূমিন্দ্রনও সেইরূপ সংহিত হওয়া অসম্ভব নয়।

অতএব হিন্দু যখন বেদান্তের অনাজ্ঞা স্থান অধিকার করিয়া অপারনের দায়-স্থান করিয়াছেন তখন তাহাদের গায়ত্রি দেখিতে অনন্তর কি? প্রত্যক্ষ যখন সে বিবর্তনের যথেষ্ট এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তখন গয়। যে কব্য পুরুষের সৰ্ব্বধর্মের একটি প্রধান ধর্ম ক্ষেত্র ছিল; পরে হিন্দু যাহা অধিকার পূর্বক অপারনের একটি প্রধান তীর্থস্থান করিয়া লন তাহাতে আর সদ্যহ করিয়া বিষয় নাই।

ফার্সি হর্সের পক্ষে শতাব্দী প্রাগুতে সেখানে, লোকে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। হিউমর পুরঃপুর শতাব্দীর অধিকার উপায়ে বিন্দুর সঙ্গে সহ্য দুর্গোপস্থিত করেন এবং তদ্যপে একাধিক সহ্য ধর্ষ প্রকাশের উপরে করিয়া গিয়া। অতএব সে সময়ে হিন্দুতে পাইয়া অধুনস্তুত হইতেছিল। তাহাতে তাহার প্রাপ্ত হইলে পরে যে অষ্ট বৌদ্ধধর্মের অধিকার রহিল তাহাই রুপস্তর। নামে অভিনিত করিলে এই অসাধারণ দিন সর্বত্র ভাবে সদ্ভাব। শ্রীমান কুতুহলন বদন, বুদ্ধপ্রায়ের নির্দিষ্ট বোধগম্য। উহা বৌদ্ধধর্মের বোধাবর্ত্তকের নাম অনুদরে উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ এই সময় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুদ্ধতত্ত্ব সাধারণ নামই বেথ হয়।

(শেষ, নব্য, ৩৩ ও ১৪ পৃষ্ঠা)

কব্যিকে যে পুরোক হিন্দুধর্ম প্রচলিত ছিল, এখন এখানেই তাহার স্থায় নগন্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথা হইতে সংগঠিত শিব, পার্শ্বী, গণেশ প্রভৃতির পার্থী প্রতিমূর্তি কলিকালী ভারতবর্ষীর কৌতুকাদের ভ্রমণ দিকের নিম্নতলে একটি প্রকৃতো দেখিতে পাইবে।

* Dr. Râjendra Lâla Mitra’s Antiquities of Orissa, Vol. II, pp. 87—89.
† The Pilgrimage of Fa Hian, Calcutta, 1843 p. 280.
‡ Histoire de la Vie de Hionen-thsang et de ses Voyages dans l’Inde Traduite du Chinois par Stanislas Julien. p. 455.
§ Buddha Gaya by Râjendra Lâla Mitra, p. 9.
\[ কৌতুক শাখার অন্তঃ কৌতুক অতঃ অদ্যান্ত রূপ সর্বনিবাসী কাহারী। বে যের সেই কৌতুক-বিনাশ সুত্রাত্ম অদ্যান্ত রূপে কাহারী সমস্ত বিশারদ স্থলে রায় করিয়া কৌতুকাদের।]
টিপনি।

(শৈল, পৃ. ৪২ পৃষ্ঠা, ৯ পঞ্চিকি এবং উপক্রমিকা, ১৩১ পৃষ্ঠা,
১ পঞ্চিকি। — অসূচিত ধন-লোভ ও
অভিচার-মাত্রাদি-জগ)।

একেশ্বর লোকের পূর্বের একের অধিকতর অর্থের প্রয়োজন
ছিলহাঁচে ভাষার কাহার অবিহিত নহ। কিছু অনেকে চিত্তের কেবল
অন্যপ্রায় পুরুষের ভাষার সংক্রান্ত ব্যাখ্যা অপব্যাপে করিয়া আয়ুষ্যম
করেন। তাহারা এই রুপা ব্যবহার করার জন্যের একমাত্র সিদ্ধান্ত করার
জন্য, অধুনা-পূর্বের উপমুখে কোন হিতকর কার্যে অন্যথায় করা হয়
কহ খুল্যে, এক বার চিন্তাতে করেন না। অথবা জনগণের সমন্বয়ের লুঝ ধৃত
কহ প্রায় হিতকর করখুল্য আছে, যে বিষয় একবার মনেও করেন না।
নির্ভর নিঃসরণের কিছুই সমস্ত-রুপের সৃষ্টি করিয়া কর্ম-কীর্তির সংহার সংক্ষিপ্ত এবং প্রতিযোগি এবং মাত্রামীর নিকটে শিক্ষাকৃত
উপন্যাস-অনুবাদিতে অন্যদুর্লভে বিবর্ণ। অমুপ্যক্ত দাসীর-পদে নিযুক্ত
করিয়া প্রাপ্তি। এদ্ধীণ বিরাজিতদিনী অকে অহুদকরেই বিদ্যায়
কলাপতির পথে আসিয়া মিলন। নানা কারণ বাড়াই, মাত্র কলাপতির
কাণ্ড, এবং নর-চুলের উত্তি-সাধক ও খুল্যে বিষয়ে আমাদের আন
মিতি হইল।

সন্ত্রত অস্ত্রাদনব্যবহার পূর্ণ। হইতার পর কোন কোন
কামে আমাদরীকে তৎসম্পর্কে অন্য-হিত-কর্মান্তর রূপমান্তিক শুনিতে
পাওয়া যায। এটি একটি ভাল কথা তাহার সঙ্গে ব্যবহার নাই। কিছু সেই
সাধারণ হিতকর ক্ষেপনের উল্লাস-লাভ ও বিচেষ্ট-বচন রূপ অভিচার-মাত্রাদি
জনের অন্তঃস্ফুর্তি নাই। রামপুরেরে। এ দেশীয় কলাপতির কোন
কোন গুলির শিক্ষা পারিবে জন সেনার বা সে বিষয়ে আলোচনায় করিয়া
আমাদিগকে কেন্দ্রীয় স্থানে আরো করিতে হইবে।

এই উল্লাসূর্য উন্নতি-কর,
নবনির্মাণের উপর থেকে তৃষণ। সাহিত্যের যুগ কহিলেও এদেশীয়দের
৩২৮ ভারতবর্ষীয় উপালক-লক্ষ্যাঙ্ক

অস্ত্র-ফল ও ধর্ম-ফল-প্রবাহের কথা দুর অপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন বলিতে পারিনা। অপরাপর বিষয়ের শুদ্ধি হওয়া রাজা প্রায় উভয়ের অবিচলিত সত্যবাদ ও অপ্রতিষ্ঠিত গুণ-চেষ্টার উপর নির্ভর।

(পরিষিদ্ধ। ২৬৭ পৃষ্ঠা।—নবযশ)।

ধনান্তর: অপরাপর সমস্ত ক্ষয় বিনামুদ্রধারক সম্ভাব্যতা।

আমরা হারান্তিত ছিলেন: যখন রাজার বৈরাধমিক শিক্ষা সত্য।

ফ্যাক্টোরস্টারের শেষাংশ।

ধর্মত্রি, যন্ত্র, অমরালিৎ, কালী, প্রেরণা, প্রকরণ, কালিদাস,

বিখ্যাত বরাহেমির, বর্ধক এই নয় জন বিকাম নম্বর নগরীর

সভাসদ ছিলেন।

(পরিষিদ্ধ। ২৬৬ পৃষ্ঠা।)

রূপবন্ধ ও কুমারসম্বন্ধ এক কালিদাসের লিখিত এই বিষয় সংক্রান্ত

প্রবাকটি কথা প্রচারন।

মনীন্দ্র রূপবন্ধ, কুমারসম্বন্ধ বৈরাধমিক শিকা করেন। এখনও

ভারতের কৃষ্ণ জনের শত বৎসর পূর্বের হস্ত-লিখিত পুস্তক অন্য

আছে করেন যায়। তিনি রূপবন্ধের চোখে কালিদাস-রূপ তিন

খানি কাহার কথা উল্লেখ করছেন।

আবার কালিদাস কালে অবস্থান।

এই তিন খানি রূপবন্ধ, কুমারসম্বন্ধ ও মেয়দুই বেল আর কিছুই

নয়। অতএব ব্যাবসায়িক চারিশ বৎসর পূর্বের ঐ তিন খানি কাহার

এক কালিদাসের কৃষ্ণ বলিতে পারে শঙ্কা ছিল ইতিহাসে আর সংশের রূপবন্ধ।

দিনকর, চরিতবর্ণন, বিকৃতকর, কৃষ্ণবন্ধ অনেক সম্ভাব্যের প্রাচীন

পাণ্ডুরঞ্জির চৌধুরী করিতে যান। ইহার মধ্যে দিনকর নির্দোষ চৌধুরী

চরিতর্ণ নির্দোষ নিয়ে গিয়েছেন যে,

এই বিচার না হয়ে তার সুকুমারী শুটিতে ছড়িয়ে আছেন।

তাঁর জন্ম দেখাতে পারে বিজ্ঞানচিত্র ১৪৪১ চৌধুরী শত একচরিত্র অনেক কম-লা-পুরান দিনকর এই কথিত পুর্বের পৃথিবী করিয়া রচন।

তাঁর ১৪৪১ চৌধুরী শত একচরিত্র সম্বন্ধে অশীত ১৩৮৩ তের শত

চৌধুরী কথিতে ঐ তিন্দ্র রচনা করেন। চরিতবর্ণন ভারতের পুরুষের

সুখময় পার্থ পার্থিত্য মেরিয়ে দেখিয়েছেন, দিনকর অনেক মুঘল

চরিতবর্ণনের চেষ্টায় অনুকরণ করিয়াছেন। অতএব চরিতবর্ণন
ইহার পর রয়ুঢ়শ, কুমারসম্ভব, অস্তিনা পঞ্চগুলি প্রভাবে ভার্জ ও পদ্ম-গিন্তাকিন্তু গোপালপল্লি প্রস্তরের আকারে কিছু পুরূর্বের একাদশায় লোক কুমারসম্ভবের মধ্যে অবিলম্বে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন এই উভয় কাফিল এক কবির বিরুদ্ধে ভাঙ্গা দেয় যেমন হইতে পার না।

বাংলার আলোকের প্রথম জ্ঞানের আয়তনের সর্বথা নির্দিষ্ট ভাবে কমিল থাকিয়া প্রাকৃতিক বিদ্যায় ভাষা সম্বন্ধে আলোক প্রায় হইতে।

দিনকে সাধন;
ব্যাপক জ্ঞানের প্রাপ্তি হইবে কিছু ভাবমাত্র আছে না।
চতুর্দশব্দে।

অর্ধ্ব স্থানিক ৩০০ বছর পূর্বে রয়ুঢ়শ ও কুমারসম্ভব এক কালচাপের উত্থান বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।—Transactions of the International Congress of Orientalists for 1874, pp. 227—230.

পারিভাষিক ইহার পর রয়ুঢ়শ, কুমারসম্ভব, অস্তিনা পঞ্চগুলি গিন্তাকিন্তু গোপালপল্লি প্রস্তরের আকারে কিছু পুরূর্বের একাদশায় লোক কুমারসম্ভবের মধ্যে অবিলম্বে পাওয়া যায়। এই ভাষাতে এক অস্তিনা পঞ্চগুলি গোপালপল্লি প্রস্তরের আকারে কিছু পুরূর্বের একাদশায় লোক কুমারসম্ভবের মধ্যে অবিলম্বে পাওয়া যায়।

(পরিষ্কার ২৮৫—২৯১ পৃষ্ঠা—শক্তরাখণ্ড ১)

উল্লিখিত পৃষ্ঠা শক্তরাখণ্ডের সময়-নির্দিষ্ট-প্রস্তাব লিখিত হইবার পর দেবিনাম, দক্ষিণপাড়ের অন্তর্গত বিন্দু ও বিদ্যালয়ের একটি অধিপতি এই শাসনের কোন ব্যক্তির নিকটে বালবোধ অক্ষরে লিখিত একখানি সংক্ষেপের শক্তরাখণ্ডের প্রস্তর প্রাঙ্গণ হইয়া প্রচার করা হইল। তাহা হইতে এই জাতির শাসনের জন্ম ও যুক্ত-কাল বিষয়ে কয়েকটি বচন প্রচার উভয় হইতেছে।

* K. B. Patnaik, B. A. উল্লিখিত পাথাক বিদ্যালয়ের গোপালপল্লি প্রস্তরের আকারে কিছু পুরূর্বের একাদশায় লোক কুমারসম্ভবের মধ্যে অবিলম্বে পাওয়া যায়।

Indian Antiquary, June, 1882, p. 175.
ভারতবর্ষের উপাসনা-সম্প্রদায়।

নিম্নলিখিতের বিষয়ে সংক্ষেপ:

আত্মনী পরিপ্রেক্ষিত হয়ে কর্মতত্ত্বের জন্য ব্যবহার করা হয়।

যোগ্য কর্মনী ভাবে কর্মতত্ত্বের প্রশিক্ষণ করা।

সাধারণের অপরিপ্রক্ষিত নিয়ম যুক্তি করা এবং যুক্তি নিয়ম যুক্তি করা।

যোগ্য পরিপ্রেক্ষিত প্রচারণা করা হয়।

সেই কৌশল দ্বারা শক্তিচর্চা লোকের মূল্য-নিবারণ উদ্দেশে প্রাপ্ত হন। ৩৮৮২ তিন সহস্র অর্থ শত উনন কিংবদন্তী প্রচারণা তিনি জয় প্রাপ্ত করেন। অক্ষর বর্ণপ্রকাশের সময় চতুর্দশ অধ্যায়, স্যাটুর বর্ণে সর্বসাধারণ পাঠ এবং যোগ্য বর্ণে (উপনিষদ ও প্রক্ষীকরণের) ভাষা রচনা করিয়া বিশিষ্ট বৎসর বয়ের সময়ে প্রাপ্ত প্রাপ্ত হন। ৩২২১ তিন সহস্র নয় শত একুশ কলিগতাদে (অর্থোত্ত ৭৪২ নাট শত বিয়ার্কিশ শতকে ৪৮২০ অর্থ শত কুড়ি কৰ্ত্তাদে) বৈষ্ণবী পুর্ণিমা তিথিতে শক্তি বিশ্ব প্রাপ্ত হন।


উপকরণমূল্যের ২৫০ দুই শত পঞ্চম পৃষ্ঠায় যে ঘটনার বস্তুর বিষয়ের পরিকল্পনা হয় নাই, তাহাই একুশ পয়সা। তাহা সমাধিক্ষণ। যদিও মহাজন-বিশেষের অর্থ, কার্যালয় ব্যতিক্রমে প্রাপ্তত্ব করাই প্রকৃতি নির্দেশনার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহার সন্ধি মনিবৃক্ষ অন্ধনয়ে বর্ণায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সঞ্চী বর্ধনের একটি মূল্যের প্রস্তাপনা নির্দিষ্ট শিল্পুয়ের মধ্যে সার্বপ্রথমের অথবা সম্প্রচারিত হয়।

এই প্রথমে সুচনার অভাব করিয়া একটি ধাতু-নির্দিষ্ট কুশ ব্যাপ্ত ছিল তাহার মধ্যে স্ফটিক, বৈষ্ণব, পন্থরাগ, মুক্ত। প্রথমা সাতটি রক্ত-বর্ণুন প্রাপ্ত হওয়ায় যার এবং সেই কুশ ব্যাপ্তের পার্শ্ব-দেশে হই খানি চন্দন- কাঠের দৃষ্টি হয় । যুক্তি, স্ফটিক, বৈষ্ণব এরূপ সত্তা একার রক্ত।

* A. Cunningham's Bhilsa Topes, 1854; pp. 297—299.
বৌদ্ধ সমাজের বিশেষ রূপ গঠন ও অন্যতম। বৌদ্ধের শাস্ত্র সহকারে নিজ সম্প্রদায়ের সাধুগণের অধিক, কেশাবিদ যুতাবংশের সহিত সেই সমুদয় স্বার্থ করিত। অস্ত্রে প্রভৃতি কোন কোন স্থানের স্তুপে কেবল কিস্মিং ভ্রমণ বিদ্যমান দেখা গিয়াছে। এক স্তুপে কেবল এক ব্যক্তির যুতাবংশ থাকে এমন নয়, এক স্তুপে বহু ব্যক্তির অন্তঃপ্রভৃতি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। উল্লেখিত ব্রাহ্মণ আমার অন্য একটি স্তুপে অনেক রাজার সমকালীন অন্যান্য দেশী প্রায় লোকের অন্তঃপ্রভৃতি দেখিয়াছিল। ঐ সাঙ্গী আমার এর তিন কোষ দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দুইপালের প্রায় ১০ দশ কোষ পূর্বের অংশে অবস্থিত নেপালি আমার একটি স্তুপে প্রায় বায়িরের অন্তঃপ্রভৃতি হয়। ঐ সাঙ্গী আমার এর তিন কোষ দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দুইপালের প্রায় ১০ দশ কোষ পূর্বের অংশে অবস্থিত নেপালি আমার একটি স্তুপে প্রায় বায়িরের অন্তঃপ্রভৃতি হয়।

এই সকল স্তুপ-পুকুর ২০২২ বিষ, বাইশ শত বংশ পূর্ব পর্যন্তের ভারতবর্ষের গৃহ-নির্মাণ-অ্যাডোলেশ শুল্ক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলকাতার ভারতবর্ষের কোন কাগজের পশ্চিম বিভাগের প্রাক্তন সাংঘোর্ণ, ভারতবর্ম প্রভৃতির ভোগান্নি খান-বিশেষ সংগঠন করিয়া রাখা হইয়াছে।

বৌদ্ধের কামনা করিয়া কোন প্রথিত দেবলয়ে হোটা ছোট স্তুপ প্রতিষ্ঠা করে; তাহাকেই মানসিক স্তুপ বলে। বুদ্ধগঠা, সার্থক, সার্থক, মথুরা প্রভৃতি বৌদ্ধ-তীর্থে এরূপ শত শত ও সহস্র সহস্র স্তুপ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। তাহাতে এক বা অধিক চৈত্রের অংশ অক্ষিত এবং তাহার নিম্ন-ভাগে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-স্থান কোন প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। এই প্রার্থনা ছোট ছোট মানসিক মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা প্রচলিত ছিল। এরূপ স্তুপ ও মন্দির-প্রতিষ্ঠা সমন্বিত পুণ্য সাধনায় পরিনত।

- কোষপুরের প্রায় দুই কোষ পরিসরে অন্তর্গত প্রায়।
- A Cunningham's Bilas Topes, 1854; p. 315.
- Ibid. p. 291.
- Ibid. p. 318-318.
১ জগনাথাদি। ২ ত্রিদুর্গ ধর্ম-বস্তু। ৩ রুক্ষ-বস্তু।
<table>
<thead>
<tr>
<th>পৃষ্ঠা</th>
<th>পাঁকি</th>
<th>অশ্লীল</th>
<th>শ্লোক</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>৫</td>
<td>১২</td>
<td>৪৪</td>
<td>৬৫</td>
</tr>
<tr>
<td>৭</td>
<td>৩</td>
<td>৫৪</td>
<td>৭৬</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩</td>
<td>২</td>
<td>৭৭</td>
<td>৮৮</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬</td>
<td>১০</td>
<td>১০০</td>
<td>১১১</td>
</tr>
<tr>
<td>২২</td>
<td>১৪</td>
<td>২২২</td>
<td>২২৩</td>
</tr>
<tr>
<td>২৬</td>
<td>২২</td>
<td>২২২</td>
<td>২২৩</td>
</tr>
<tr>
<td>৪৬</td>
<td>১৩</td>
<td>৪৬৬</td>
<td>৪৭৭</td>
</tr>
<tr>
<td>৬২</td>
<td>২৮</td>
<td>৬২৮</td>
<td>৬২৯</td>
</tr>
<tr>
<td>৭২</td>
<td>৭৪</td>
<td>৭২৭৪</td>
<td>৭২৭৫</td>
</tr>
</tbody>
</table>

জ্ঞাত পৃষ্ঠা পাঁকি অশ্লীল শ্লোক।

উপকৃত্মিখ।

<table>
<thead>
<tr>
<th>পৃষ্ঠা</th>
<th>পাঁকি</th>
<th>অশ্লীল</th>
<th>শ্লোক</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>৮২</td>
<td>২৭</td>
<td>৮২২৭</td>
<td>৮২২৮</td>
</tr>
<tr>
<td>১২৪</td>
<td>২৭</td>
<td>১২৪২৭</td>
<td>১২৪২৮</td>
</tr>
<tr>
<td>১২৫</td>
<td>২৮</td>
<td>১২৫২৮</td>
<td>১২৫২৯</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩৪</td>
<td>১৭</td>
<td>১৩৪১৭</td>
<td>১৩৪১৮</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪২</td>
<td>১</td>
<td>১৪২১</td>
<td>১৪২২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫১</td>
<td>২৪</td>
<td>১৫১২৪</td>
<td>১৫১২৫</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫২</td>
<td>২৩</td>
<td>১৫২২৩</td>
<td>১৫২২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬৫</td>
<td>২১</td>
<td>১৬৫২১</td>
<td>১৬৫২২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬৫</td>
<td>২৫</td>
<td>১৬৫২৫</td>
<td>১৬৫২৬</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬৭</td>
<td>৩০</td>
<td>১৬৭৩০</td>
<td>১৬৭৩১</td>
</tr>
<tr>
<td>১৭৬</td>
<td>২০</td>
<td>১৭৬২০</td>
<td>১৭৬২১</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮৪</td>
<td>২৬</td>
<td>১৮৪২৬</td>
<td>১৮৪২৭</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪৯</td>
<td>১৬</td>
<td>২৪৯১৬</td>
<td>২৪৯১৭</td>
</tr>
<tr>
<td>২৩২</td>
<td>২৭</td>
<td>২৩২২৭</td>
<td>২৩২২৮</td>
</tr>
<tr>
<td>পৃষ্ঠা</td>
<td>পাক্ষ</td>
<td>অক্ষা</td>
<td>পাক্ষা</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>২</td>
<td>১৭</td>
<td>মুখ্য</td>
<td>মুখ্য</td>
</tr>
<tr>
<td>১২</td>
<td>৩</td>
<td>সংকলিত</td>
<td>সংকলিত</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪</td>
<td>১৮</td>
<td>অন্তর</td>
<td>ধর্মান</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪</td>
<td>১৯</td>
<td>শকরদিয়ান্ত</td>
<td>শকরদিয়ান্ত</td>
</tr>
<tr>
<td>২৫</td>
<td>১৩ ২২</td>
<td>এ</td>
<td>এ</td>
</tr>
<tr>
<td>২৬</td>
<td>১০</td>
<td>এ</td>
<td>এ</td>
</tr>
<tr>
<td>৩৩*</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৫২ ও ৬০</td>
<td>২৩২০</td>
<td>বিনি:বিন্ধ বিনিলিখ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৭৪.</td>
<td>১১</td>
<td>তিশালের</td>
<td>তিশালের</td>
</tr>
<tr>
<td>৭১</td>
<td>৩৫</td>
<td>নিবন্ধিত</td>
<td>নিবন্ধিত</td>
</tr>
<tr>
<td>৭২</td>
<td>১৩</td>
<td>জয়পুরে</td>
<td>রাজাহানের অন্তর্গত । রাজাহানের । রাজাহানে ।</td>
</tr>
<tr>
<td>১২০</td>
<td>৬</td>
<td>এই</td>
<td>এই</td>
</tr>
<tr>
<td>১২৩</td>
<td>১০</td>
<td>শৈলিকনু</td>
<td>শৈলিকনু</td>
</tr>
<tr>
<td>১২৪</td>
<td>৪৪</td>
<td>এ</td>
<td>এ</td>
</tr>
<tr>
<td>১২৫</td>
<td>৮</td>
<td>শাক্তা</td>
<td>শাক্তা</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| ১২২   | ৫      | দেবরায় | দেবরায়ের উপাসক হইলা ।
| ১৯৫   | ৭      | মন্যাম  | মন্যাম  |
| ২০৪   | ১৩ ০৫  | মুখ্য ০৫ | মুখ্য ০৫ |
| ২০৬   | ১৫     | জাহ্নু  | জাহ্নু  |
| ২০২   | ২২     | তথ্ততা  | তথ্ততা  |
| ২২৪   | ১৮     | কৃষ্ণ  | কৃষ্ণ  |
| ২৩৮   | ৫      | তারাম  | তারাম  |
| ২৭৯   | ৬      | হকিমী  | হকিমী  |
| ২৮২   | ৬      | শাব্দিক  | শাব্দিক  |
| ৩২৮   | ৬      | দুর্বল  | দুর্বল  |

* ৩৩ পৃষ্ঠা । শক্তির পর মুখ্য-মুখ্য-মুখ্য সমীক্ষিত করিতে হইবে ।

কৌতুকমিশ্যা: শঙ্করকন্দী তীক্ষ্ণকার।